ইসরায়েলের পুত্রগণ
এম ইদ্রিস আলী
BanglaBook.org
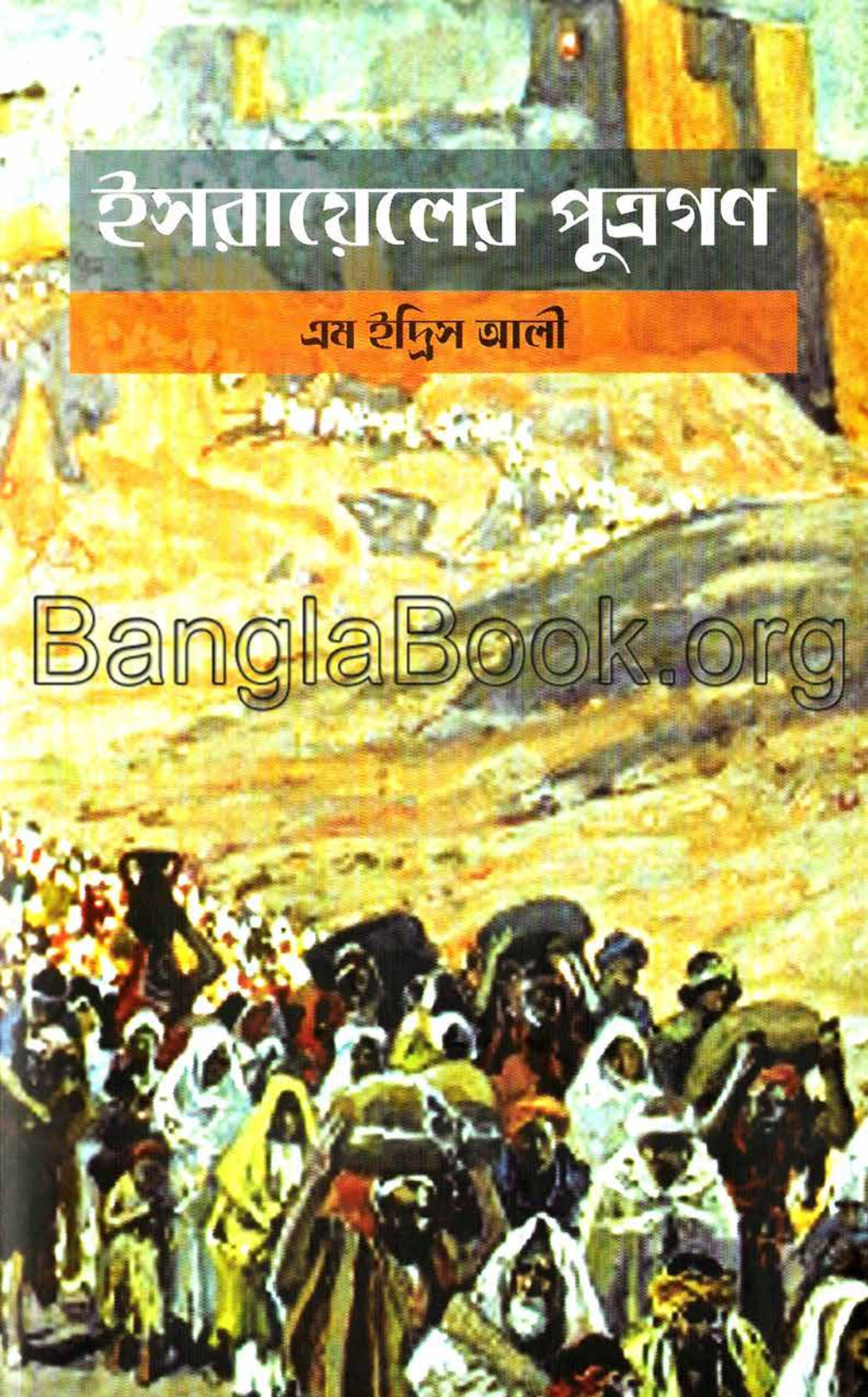
‘ইসরায়েলের পুত্রগণ’ সম্ভবত ইহুদিদের নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। পাশ্চাত্য ও ইসলামের ইতিহাসে ইহুদিদের অবস্থানের গুরুত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্বের বহু ক্ষেত্রে তাদের দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য নিয়ামকের ভূমিকা ‘ইহুদি’ শব্দটির চারিদিকে রহস্যের জাল সৃষ্টি করেছে। তাদের ঐশী গ্রন্থ তৌরিদে ইহুদিগণকে ঈশ্বরের আপন জাতি, অনুগ্রহপ্রাপ্ত জাতি, পবিত্র জাতি, বিশ্বের পুরোহিত জাতি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। খ্রিস্টান-চার্চের অনুশাসন, ধর্মীয় রচনা ও সাহিত্যে এবং ইসলামী ঐতিহ্যে তাদেরকে বিধাতা-বিবর্জিত, অভিশপ্ত, নির্দয় সুদখোর, বান্ধবহীন, ঘৃণিত জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইতিহাস জুড়ে দেখা যায় যেখানেই তারা বাস করেছে একমাত্র ভারত ব্যতীত, প্রায় সর্বত্র পুন:পুন নির্যাতন, বিতাড়ণ ও গণহত্যার শিকার হয়েছে, কিন্তু বারবার তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। তৌরিদে ঈশ্বরের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এই অনন্য সাধারণ জাতির চার হাজার বছরের ইতিহাস ও উপাখ্যান, বিচিত্র ধর্মীয় আচার-আচরণ, সংঘাত ও বিদ্রোহ, ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যার ধ্বংসস্তূপ থেকে পুনরুত্থান এবং তাদের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অর্জন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এ সবই এই গ্রন্থের উপজীব্য। পাশাপাশি সমসাময়িক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনীতি, প্রচার-মাধ্যম, বিনোদন ও সমর-শক্তিতে তাদের ঈর্ষণীয় অবস্থানের প্রেক্ষাপট বোধগম্য করে তুলে ধরা হয়েছে।
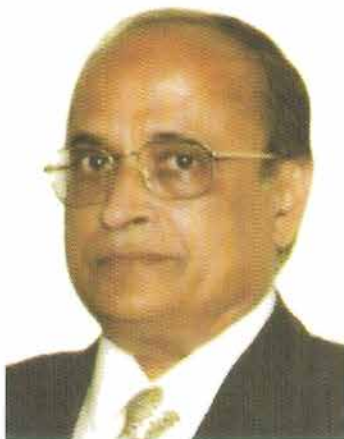
এম ইদ্রিস আলী (জন্ম ১৯৪৫) পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিসে ১৯৭০ সালে যোগদান করেন এবং বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিবরূপে ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা, তিনি ৯ম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৮ সালে সমসাময়িক ইতিহাসে এম.এ. ও ১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস-এ এম.এস. ডিগ্রী অর্জন করেন। 'ইসরায়েলের পুত্রগণ' তার প্রথম গ্রন্থ।

ইসরায়েলের পুত্রগণ

এম ইদ্রিস আলী

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেড ক্রিসেন্টহাউস
৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৫৬৫৪৪১, ৯৮৫২১৮৯, ৯৮৫২১৯০
মোবাইল: ০১৯১৭৭৩৩৭৪১
E-mail: info@uplbooks.com.bd
Website: www.uplbooks.com.bd

প্রথম প্রকাশ, ২০১৩
পুন: মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদের গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ সাজ্জাদুর রহমান

প্রচ্ছদের ছবি
জেমস টিসো: দি ফ্লাইট অব দি প্রিজনার্স (১৮৯৬-১৯০২)। *বিবলিক্যাল পেইন্টিংস*, এক্সিবিশন ক্যাটালগ, নিউইয়র্ক, দি জুইস মিউজিয়াম, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৫৯।

ISBN 978 984 506 178 0

প্রকাশক: মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেড ক্রিসেন্টহাউস, ৬১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। কম্পিউটার ডিজাইন: মোঃ বিল্লাল হোসেন। এলিট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড, ৫/সি, রোড # ১৩, সেক্টর # ৩, উত্তরা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ISRAELER PUTRAGAN by M Idris Ali, published in 2013 by The University Press Limited, Red Crescent House, 61 Motijheel C/A, Dhaka 1000, Bangladesh.

উৎসর্গ

আমার মা দেলোয়ারা বেগম (দিল আঙ্গেজ)-এর স্মরণে
যার কাছে আমি মানুষকে ভালবাসতে শিখেছি

সূচিপত্র

ভূমিকা xi

উপকথা ও ইতিকথা

১. মহাজাতির জনক ৩
২. মোশীর সাথে ঈশ্বরের সন্ধি ৭
৩. মহাপ্রস্থান ৯
৪. কানানীয়দের দেশে ১৩
৫. বিচারকদের যুগ ১৭
৬. রাজাদের আবির্ভাব ২১
৭. রাজা ডেভিড ২৯
৮. রাজা সলোমন ৩৫
৯. যুদা ও ইসরায়েল ৪৩
১০. বেবিলনীয় বন্দিত্ব ৫৩
১১. রোমান যুগ ৫৭
১২ খ্রিস্টান জগতে ৬৩
১৩. ইসলামের জগতে ৭৭
১৪. জাইঅন ৯১
১৫. রাশিয়া: জাইঅনবাদের সূতিকাগার ৯৫
১৬. থিওডর হার্জেল ও জাইঅনবাদ ৯৯
১৭. আলিয়া ১০৩
১৮. বালফোর ঘোষণা ১০৭
১৯. ইহুদিদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি ১১১

২০. আরব জাতীয়তাবাদ ও প্যালেস্টাইন ১২১
২১. প্যালেস্টাইনি আরব সমাজ ১২৯
২২. আরব রাজনৈতিক সংগঠনের উন্মেষ ১৩৫
২৩. ইজ্জাদ্দিন আল-কাসাম ১৩৯
২৪. আরব বিদ্রোহ ১৪৩
২৫. বিশ্বযুদ্ধ ১৫৭
২৬. আলিয়া বেত ১৬৩
২৭. ইরগুন ও হাগানার সন্ত্রাস ১৬৭
২৮. জাতিসংঘ ১৭৩
২৯. যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব ১৯৩
৩০. ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ১৯৫
৩১. ইহুদি জনসংখ্যা ২০৩

তত্ত্বকথা ও ধর্মকথা

৩২. ইহুদি একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বর-ভাবনা ২১১
৩৩. একান্ত ইসরায়েলি ঈশ্বর ২১৭
৩৪. পরকাল ভাবনা ২২১
৩৫. কুপ্রবৃত্তি, সুপ্রবৃত্তি ২২৫
৩৬. শাস্তি ও পুরস্কার ২২৭
৩৭. স্বর্গ, নরক ২৩১
৩৮. পুনরুত্থান ২৩৫
৩৯. মসীহ্ কবে আসবেন? ২৩৯
৪০. ইহুদিধর্ম কি 'ধর্ম'? ২৪৩
৪১. অ-ইহুদিদের প্রতি মনোভাব ২৪৯
৪২. ইহুদি কে? ২৫৯
৪৩. সনাতন ধর্ম ও ইহুদিধর্ম ২৬৫
৪৪. সাব্বাৎ বা বিশ্রামের দিন ২৬৭
৪৫. খৎনা ২৮১
৪৬. কাশরুত (Kashrut) বা খাদ্য-বিধান ২৯৫

৪৭. Kosher কি হালাল? ৩২৩
৪৮. ধর্মের বিবর্তন ৩২৫
৪৯. ইহুদিধর্মের অবদান ৩৩৩

পরিশিষ্ট

ইসরায়েলের সন্তানদের বিশ্ব জয় ৩৩৯
পরিভাষা ও টীকা ৩৬৫
অনুক্রমণিকা ৪০১

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসরায়েল সন্তানদের উপস্থিতি এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে শুরু হলেও বাংলাদেশের ভূখণ্ডে উল্লেখযোগ্য কোন ইহুদি বসতি কখনো ছিল কিনা সে বিষয়ে কোন তথ্য নেই। জানা যায় যে, রেডিও পাকিস্তান ও পাকিস্তান টেলিভিশনে Mordechai Cohen নামের একজন ইহুদি ইংরেজি সংবাদপাঠক ছিলেন। তাঁর পরিবার রাজশাহীতে বাস করতেন এবং তারা ১৯৬০ এর দশকে ভারতে চলে যান। বর্তমানেও বাংলাদেশে ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে ইহুদি অস্তিত্ব আছে এমনটি জানা যায়নি। তাই ইহুদিধর্ম ও এই ধর্মের আচার-আচরণের সাথে আমাদের জানা-শোনার সুযোগ খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতিতে ইহুদি, ইহুদিধর্ম ও তাদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের কিছুটা উদাসীনতা থাকাই স্বাভাবিক। ইহুদিধর্ম ও সংস্কৃতি এবং তাদের ইতিহাস নিয়ে বাংলাভাষায় কোন গ্রন্থ আমার চোখে পড়েনি। যতদূর সম্ভব খোঁজ নিয়ে এপার বা ওপার বাংলায় এই বিষয়ে কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়নি, যদিও ইংরেজি ভাষায় এই বিষয়ের উপর শত শত গ্রন্থ বহু যুগ-যুগ ধরে বিশ্ব-বাজারে আছে।

বলা বাহুল্য যে, পাশ্চাত্য ও ইসলামের ইতিহাসে ইহুদিদের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি একটি ঐতিহাসিক সত্য। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের একেশ্বরবাদিতার উৎসে রয়েছে ইহুদি ঐতিহ্য। কোরান শরীফে ইহুদি জনগোষ্ঠী ও তাদের আচার-আচরণ নিয়ে যত মন্তব্য করা হয়েছে অন্য কোন জনগোষ্ঠী নিয়ে তা করা হয়নি। এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে তথ্য ও উপাত্তের সহজলভ্যতার অভাবে এ দেশের মুসলমানদের মানসে ইহুদি অস্তিত্ব ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে উৎসারিত অতি প্রাচীন ছাঁচে আবদ্ধ। অথচ বর্তমান বিশ্বে একমাত্র ধর্ম ব্যতীত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ইহুদি জনগোষ্ঠীর অতি দৃশ্যমান ভূমিকা নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ ও ব্যাংকিং, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, বিশ্ব-রাজনীতি, সামরিক সক্ষমতা, প্রচারমাধ্যম ও বিনোদনসহ সর্বত্র ইহুদিদের ভূমিকা অগ্রণী ও নেতৃস্থানীয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্যালেস্টাইনি আরবদের সাথে ইহুদিদের সংঘাত এবং ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্যালেস্টাইনি ও আরবদের প্রতি তাদের মারমুখী আচরণের কারণে ইহুদিদের সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের ধারণার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। দু'হাজার বছরধরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পর ইসরায়েলের

সন্তানগণ প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বকে তাদের রাজনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক দক্ষতার জানান দেয়। আরব ও বিশ্ব-মুসলিম মননে একটি ক্রমসম্প্রসারণশীল ক্ষতের সৃষ্টি করে যা নিরাময়ের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই কারণে মধ্যপ্রাচ্য বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ফোরণোন্মুখ ও দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে যার অস্থিরতা বিশ্বের সকল প্রান্তে অনুভূত। মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত তথা বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে তথাকথিত সন্ত্রাস-সংস্কৃতির উত্থান ও এর গতি-প্রকৃতি সম্যক অনুধাবন করতে এই রাজনীতির নেপথ্যের সর্বাধিক ক্ষমতা ও নিয়ামক শক্তির ধারক ইহুদি জনগোষ্ঠীর ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ইসরায়েল সন্তানদের মারাত্মক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার পরিচয় বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছে। ঐ সময় বিশ্ব অর্থব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ইহুদি অর্থ ব্যবসায়ী জর্জ সোরেসের ভূমিকা ও এই শতাব্দীর প্রথম দশকে উন্নত বিশ্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপর্যয়ে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আমরা দেখার সুযোগ পেয়েছি। বিশ্বের প্রচারমাধ্যমের উপর তাদের অননুমেয় প্রভাব এবং বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তির উপর তাদের অবিশ্বাস্য মাত্রার আধিপত্য বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইহুদিদের প্রভাব এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যার তুলনা ইতিহাসে নেই। এত ক্ষুদ্র একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর হাতে এত মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ইতিহাসে আর কোন দিন দেখা যায়নি। বইটিতে এই অনন্যসাধারণ জাতির প্রায় চার হাজার বছরের উপকথা ও ইতিহাস, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে স্বল্প পরিসরে পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এটা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বা বিশেষ কোন পাঠকশ্রেণি বা পাঠ্যক্রমেরদিকে লক্ষ্য রেখে লেখা হয়নি। সাধারণ পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রেখেই তথ্য, তত্ত্ব ও কিছু মন্তব্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি অথবা তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ের কোন ছাত্র যদি এর দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হন তা হলে সেটা হবে আমার উপরি পাওনা।

ইহুদিদের ইতিহাসের প্রাচীনতম অংশের একমাত্র সূত্র বাইবেল। আমরা যে গ্রন্থকে সাধারণভাবে বাইবেল বলে জানি সেই গ্রন্থের কয়েকটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বাইবেলের প্রাথমিক দুটি ভাগ হল Old Testament (পুরাতন বা বাতিল বিধান) ও New Testament (নব বিধান)। 'নব বিধান' বিভিন্ন মতবাদের খ্রিস্টানগণ অনুসরণ করেন, কিন্তু ইহুদিগণ এটা প্রত্যাখ্যান করেন। 'পুরাতন বা বাতিল বিধান'-কে খ্রিস্টানগণ ঐশী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করেন কিন্তু এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিধান ঈশ্বরই বাতিল করে যীশুর মাধ্যমে 'নব বিধান' প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। অপরদিকে ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর তাদেরকে একটি বিধানই দিয়েছেন, তা (তথাকথিত পুরাতন বিধান) এখনো আছে এবং চিরদিন তা থাকবে। পুরাতন বা বাতিল বিধান (Old Testament) হিব্রু বাইবেল বা ইহুদি বাইবেল নামেও পরিচিত। মূল বাইবেল অর্থাৎ Old Testament হিব্রু ভাষায় রচিত হয়েছিল এবং যারা (ইহুদিগণ) এই গ্রন্থ ধারণ

ও অনুসরণ করেন তাদের আদি ভাষা ছিল হিব্রু। এই কারণে ইহুদিগণ জাতি হিসেবেও 'হিব্রু' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে New Testament রচিত হওয়ার পর বাইবেলের এই অংশকে নব বিধান (New Testament) থেকে আলাদা দেখানোর জন্য পুরাতন বা বাতিল বিধান (Old Testament) কে হিব্রু বাইবেল নাম দেওয়া হয়। মনে রাখা দরকার যে, ইহুদিদের নিকট পুরাতন বা বাতিল বিধান (Old Testament) নামটি গ্রহণযোগ্য নয়, এই নামটি দিয়েছে খ্রিস্টানরা। পুরাতন বা বাতিল বিধান (Old Testament) এর হিব্রু নাম হচ্ছে 'তানাখ' (Tanach)। তানাখ ৩৮টি পুস্তক নিয়ে গঠিত। তানাখ-এর প্রথম পাঁচটি পুস্তক—আদিপুস্তক (Genesis), যাত্রাপুস্তক (Exodus), লেবীয় পুস্তক (Leviticus), গণনাপুস্তক (Numbers), এবং দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy)—সম্মিলিতভাবে তোরাহ্ বা তৌরিদ নামে পরিচিত। তোরাহ্ বা তৌরিদ 'পেন্টাট্যুখ' (Pentateuch) নামেও পরিচিত। বিশ্বাস করা হয় যে তোরাহ্ মোশী বা মুসা (আ.) সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন। ইহুদিদের ধর্ম, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও জীবন-বিধানের উৎস তোরাহ্ বা তৌরিদ। ওল্ড টেস্টামেন্ট বা তানাখ্ এর অন্যান্য ৩৩টি পুস্তক ঐশী আদেশে ইসরায়েলিদের পরবর্তী নবী ও গৌন নবীগণ (যারা ঐশী বাণী পেতেন কিন্তু নবী হিসেবে স্বীকৃতি পাননি) কর্তৃক রচিত।

বইটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ইসরায়েলের পুত্রগণ', যা আরবি 'বনি ইসরায়েল' এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ। এছাড়া ইতিহাস জুড়ে ইসরায়েলিদের 'Sons of Israel' নামে অভিহিত করা হত। বইটির এই নাম ইসরায়েলের সন্তানগনের আদি পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থার স্মারক হিসেবেই রাখা হয়েছে। স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে ঈশ্বর বাইবেলে কানানদের দেশ (প্যালেস্টাইন) ইসরায়েলিদের বাসভূমি হিসেবে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

Israel শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথমত আইজাক বা ইসহাক (আ.) এর কনিষ্ঠ পুত্র যাকোব বা ইয়াকুব (আ.) এর ঈশ্বর প্রদত্ত নাম 'ইসরায়েল'। ইসরায়েলের বারো পুত্র থেকেই ইসরায়েলের বারো গোত্রের উৎপত্তি। ইসরায়েলের পুত্রগণ তথা তার বংশধরগণ বনি ইসরায়েল বা শুধু ইসরায়েল নামেও পরিচিত। এক পর্যায়ে ইহুদিধর্মের সকল অনুসারী এই নামে অভিহিত হতেন। রাজা সলোমনের মৃত্যুর পর ইহুদি রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে একটি রাজ্য ইসরায়েল ও অন্যটি যুদা রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। ইহুদিগণ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করা শুরু করার পর থেকে তাদের হারানো বাসভূমিকে Eretz Israel বা ইসরায়েলের বাসভূমি বা শুধু ইসরায়েল নামে স্মরণ করা শুরু হয়। সর্বশেষ ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনের যে অংশে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই ভৌগোলিক অংশের নাম দেওয়া হয় 'ইসরায়েল'

বিষয়টির উপর বাংলা ভাষায় কোন নির্দেশক বা অনুসরণীয় গ্রন্থের অনুপস্থিতিতে ইহুদিধর্মের বিভিন্ন term বাংলায় প্রকাশ করতে গিয়ে উচ্চারণ ও বানানে আমি কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেছি এই বইয়ে বেশ কিছু হিব্রু শব্দের ফনেটিক উচ্চারণ হুবহু

অনুসরণ না করে বাংলাভাষীদের জন্য উচ্চারণ সহজ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবহৃত উদ্ধৃতাংশে মূল গ্রন্থের বানান অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে কিন্তু কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে অন্যত্র তার ব্যত্যয় করা হয়েছে যেমন উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত 'তাঁকে, তাঁর' শব্দগুলোতে অন্যত্র চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হয়নি। বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত 'যেরুসালেম', 'ইস্রায়েল', 'যর্দন', 'জিয়য়া' শব্দগুলোর অধিক প্রচলিত বানান অনুসরণ করে অন্যত্র যথাক্রমেজেরুজালেম', 'ইসরায়েল', 'জর্ডন' ও 'জিজিয়া' ব্যবহার করা হয়েছে। আরো দু'একটি ক্ষেত্রে এরূপ তারতম্য দেখা যেতে পারে। বাংলা বাইবেলে সৃষ্টিকর্তাকে সর্বত্রই পরমেশ্বর বলা হলেও এই গ্রন্থে শুধু ঈশ্বর নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। পরমেশ্বর নামটিতে ইহুদিদের নিজস্ব-ঈশ্বর ধারণা প্রতিফলিত হয়, তাই বইটিতে আমার ধারণায় সৃষ্টিকর্তার কিছুটা ধর্মনিরপেক্ষ নাম 'ঈশ্বর' ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠকরা পয়গম্বরদের নাম যথা নূহ্, ইব্রাহিম, মুসা, দাউদ, সোলায়মান ইত্যাদির সাথে বেশি পরিচিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামি ঐতিহ্যের সাথে পার্থক্য স্মরণে রাখার সুবিধার্থে বাইবেল অনুসরণ করে বইয়ে তাদের নাম যথাক্রমেনোয়াহ্, আব্রাহাম, মোশী, ডেভিড, সলোমন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। বাইবেলের উদ্ধৃতাংশের সূত্র যেভাবে নির্দেশ করা হয়েছে তার গঠন এরূপ: 'Gene. 5:18' অর্থাৎ হিব্রু বাইবেলের Genesis পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের ১৮ নম্বর শ্লোক। বাইবেলের পুস্তকগুলোর ইংরেজি নামের অক্ষর চারের বেশি হলে প্রথম চারটি অক্ষর দিয়ে পুস্তকের নাম নির্দেশ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে—উপকথা ও ইতিকথা, তত্ত্বকথা ও ধর্মকথা এবং পরিশিষ্ট। উপকথা ও ইতিকথা অংশে ইহুদিধর্ম ও জাতির প্রায় চার হাজার বছরের ইতিহাস আনু. খ্রি. পূ. উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত শেষ করা হয়েছে। ইহুদি ইতিহাসের শুরু থেকে খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত তথাকথিত ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বাইবেল থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ সকল তথ্য দ্বিতীয় কোন লিখিত সূত্র অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দ্বারা সমর্থিত নয়। এসব তথ্য বাইবেলে দেওয়া অন্যান্য তথ্য, যেমন বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এখন থেকে ৫৭৭২ বছর আগে, যতটা বিশ্বাসযোগ্য তার চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। ইতিহাসের এই অংশটি উপকথার বেশি কিছু নয় বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তাই ইতিকথার সাথে উপকথা যোগ করা হয়েছে।

ধর্মকথা ও তত্ত্বকথায় ইহুদিধর্মের একেশ্বরবাদের ধারণা ও তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে খ্রিস্ট ও ইসলামধর্মের সঙ্গে ইহুদিধর্মের একেশ্বরবাদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পরকাল, স্বর্গ-নরকের ধারণা, শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান ইত্যাদি বিষয়ে ইহুদি শাস্ত্রের অবস্থান এবং ইহুদিত্ব অর্জনের উপায় ও অন্তরায় নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সপ্তাহের একটি কর্মহীন সাব্বাতের দিন, খৎনা ও খাদ্য-বিধান কাশরুত-এর বিধানসমূহের উপর ভিত্তি

করে ইহুদিধর্মের অধিকাংশ আচার-আচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিষয়গুলোর উপর ও জটিল ইহুদি ধর্মীয় বিধানের কিছুটা বিস্তারিত আভাস দেওয়া হয়েছে এবং এসকল বিষয়ে খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মীয় বিধানের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রচার মাধ্যমে ইহুদিদের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য, বিশেষকরে বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, প্রচারমাধ্যম ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইহুদিদের নিয়ামক ভূমিকা ও বিশ্বের অন্যান্য অংশ বিশেষকরে প্যালেস্টাইন, মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্বের উপর তার অভিঘাতের উপর আলোকপাত করে পরিশিষ্টে 'ইসরায়েলের সন্তানদের বিশ্ব জয়' নামে একটি নিবন্ধ সংযোজন করা হয়েছে। এই অংশটিতে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বইটি যে কতটা প্রাসঙ্গিক তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত এবং এর বাইরেও কিছু কিছু ইহুদিধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক শব্দ বা শব্দাবলির পরিভাষা ও টীকা সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি তা পাঠকদের বইটি পড়তে অরো সহজ করে দেবে এবং এই অসাধারণ জনগোষ্ঠীকে বুঝতে আরও বেশি সাহায্য করবে।

২০০৭-এর মার্চ-এপ্রিলে আমি তখন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের গসফোর্ড শহরে আমার মেয়ে ডা. ইফাত আনজুমের বাসায় অলস দিন কাটাচ্ছি। মেয়ে, মেয়েজামাই হাসপাতালে তাদের কাজ নিয়ে প্রায় সারাদিন ব্যস্ত থাকে আর আমি সস্ত্রীক দিন কাটাই বাসার নিকটের শপিং মলে এবং শপিং মলেরই এক পাশে অবস্থিত গসফোর্ড সিটি কাউন্সিল লাইব্রেরিতে এটা-সেটা বই নেড়েচেড়ে। একদিন এভাবেই ভারতীয় ইহুদিদের নিয়ে লেখা একটা বই হাতে পড়ল। বইটা ছিল চমৎকার, পাঠাগারে বসেই বইয়ের প্রায় অর্ধেক শেষ করে ফেলি আর বাকিটা পড়তে নিয়ে আসি বাসায়। এভাবেই শুরু হল আমার ইহুদি ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতির বিষয়ে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। লাইব্রেরি আর ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করে ইহুদি বিষয়ে গবেষণা করে ভালই কাটল অস্ট্রেলিয়ার সময়। দেশে ফেরার আগে নতুন পুরনো কিছু বইও সংগ্রহ করে ফেললাম। এরপর ইহুদিদের নিয়ে আমার গবেষণা চলতে থাকে।

সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ২০০৪ সালে আমি অওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবেযোগ দেই। ২০০৭-এর ১১ই জানুয়ারি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের কারণে কিছুকালের বাধ্যতামূলক রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা আমাকে এই নতুন আগ্রহ অনুশীলনে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এরপরে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ আর গণসংযোগের মাঝে যখনই অবসর পেয়েছি এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। ইংরেজি ভাষায় ইহুদি বাইবেল থেকে শুরু করে তালমুদসহ বহু ইহুদিধর্ম বিষয়ক মূল গ্রন্থ বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অবারিতভাবে অধ্যয়নের সুযোগ আছে। বেশ কিছু ওয়েবসাইট আছে যেখানে ইহুদি ধর্ম শিক্ষার টিউটরিয়েল রয়েছে এবং ইহুদি ধর্ম, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উপর অনলাইনে যে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। এ সকল ওয়েবসাইটের সুযোগ আমি যথাসম্ভব গ্রহণ করেছি।

প্রথমদিকে আমার শখ ও ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার চাহিদা মেটানোর জন্যই আমি বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। বই লেখার ধারণা ও প্রেরণা আসে আমার স্ত্রী ফাতেমা আলীর কাছ থেকে। এই বিষয়ের উপর যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ভার্জিনিয়ার অল্ডারম্যান লাইব্রেরির অত্যন্ত সমৃদ্ধ সংগ্রহ ব্যবহারের সুযোগ না পেলে এই বইটি লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। দুই দফায় প্রায় চার মাস আমি এই লাইব্রেরির অতি মূল্যবান সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইশরাত আলীর সহায়তায় এই বিষয়ের উপর অল্ডারম্যান লাইব্রেরির প্রায় দু'ডজন বই আমার নিজের কাছে এক বছর ধরে রেখে তা আমার সুবিধামত ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। অনুরূপভাবে আমার কনিষ্ঠ পুত্র ইরফান আলীর মাধ্যমে টরোন্টো'র ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি এবং ইয়র্ক কাউন্সিল লাইব্রেরি আমি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করেছি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগারিক শেখ মোঃ মহিউদ্দিন সংসদ লাইব্রেরির কিছু সম্পদ ব্যবহারে আমাকে সহায়তা করেছেন। আর যাদের কথা না বললেই নয়, আমার একান্ত সচিব আসাদুল ইসলাম, সংসদ অফিসের কর্মী মোঃ রুবেল হোসেন ও মোঃ মাহ্ফুজুর রহমান এবং এলিট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লি.-এর মোঃ বিল্লাল হোসেন পাণ্ডুলিপির কিছু অংশের প্রাথমিক ওয়ার্ড প্রসেসিং করাসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে। এরা সকলেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদের দাবিদার।

ডাবু, অস্ট্রেলিয়া
ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১৩

এম ইদ্রিস আলী

উপকথা ও ইতিকথা

১

মহাজাতির জনক

ইসরায়েলিদের বিশ্বাস অনুযায়ী শুরুটা এরকম। প্রভু আব্রামকে[১] বললেন, 'তোমার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব, ও পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যাও, সেই দেশের দিকেই যাও, যা আমি তোমাকে দেখাবো। আমি তোমাকে এক মহাজাতি করে তুলব, তোমাকে আশীর্বাদ করব ও তোমার নাম মহৎ করব; তুমি নিজেই হবে আশীর্বাদস্বরূপ।' (Gene.12:1-2) পরমেশ্বর যাকে উদ্দেশ্য করে এই নির্দেশ দিলেন তিনি ছিলেন মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক)-এর এক যাযাবর পরিবারের কর্তা আব্রাম (পরবর্তী নাম আব্রাহাম)। এই আদেশ পাওয়ামাত্র তিনি তার সাময়িক বাসভূমি হারান[২] থেকে তাঁবু গুটিয়ে মালামাল, সকল পশু-সম্পদ, ভৃত্যগণ, স্ত্রী সারাই[৩] (পরবর্তী পর্যায়ে সারা) এবং ভ্রাতুস্পুত্র লুতকে নিয়ে কানান এর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। আব্রামের বয়স হয়েছিল তখন পঁচাত্তর বছর, আর তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

পরমেশ্বর কেন আব্রামকে মহাজাতি সৃষ্টির জন্য বেছে নিয়েছিলেন তা ইহুদি বাইবেলে উলেস্নখ নেই। ইহুদি বাইবেলের উপর রচিত ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণমূলক গ্রন্থপুঞ্জ Midrash[৪] থেকে জানা যায় যে আব্রামের যুগে পৃথিবীর অন্যান্য অনেক অঞ্চলের অধিবাসীদের মতো মধ্যপ্রাচ্যের সকল অঞ্চলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রচলন ছিল। আব্রামের বাবা তিরাখ (ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে আজার) এর দেব-দেবীর মূর্তি বিক্রিরভাল ব্যবসা ছিল। তার ইচ্ছা ছিল ছেলে আব্রামকে তার এই ব্যবসার হাল ধরাবেন। একদিন ছেলেকে একাই ব্যবসা চালানোর সুযোগ দিলেন। পরের দিন দোকানে এসে যা দেখলেন তাতে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। একটি বাদে ঘরের সব মূর্তি ভেঙে চুরমার হয়ে আছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে ছেলে বললো, 'বাবা এক অবাক কাণ্ড ঘটে গেছে। ঘরের সবচেয়ে বড় মূর্তিটি অন্যসব মূর্তিগুলির উপর রেগে সেগুলি ভেঙে ফেলেছে।' বাবা বললেন, 'তুমি তোমার এই অদ্ভুত কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? এরাতো শুধুই মূর্তি। এক মূর্তি কি আরেক মূর্তিকে ভাঙতে পারে?' তখন আব্রাম বললেন, 'যে মূর্তি নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না তাকে পূজা দিলে সে তোমার জন্য কি করতে পারবে?'

আব্রাম বা আব্রাহাম ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তিত্ব ছিলেন কি না সে বিষয়ে মহলবিশেষের সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, এই ঘটনা ও পরে পরমেশ্বরের আদেশে নিজের প্রিয়তম পুত্র সন্তানকে বলিদানে উদ্যত হওয়ার যে বিবরণ আমরা হিব্রু বাইবেলে পাই তাতে ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত এক ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই।

ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাম কানানের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখলেন এবং যেখানে যেখানে ঈশ্বর তার সাথে দেখা দিলেন সেখানে তিনি ঈশ্বরের স্মরণে যজ্ঞ-বেদি স্থাপন করলেন। আব্রাম কানান দেশের অনেক জায়গা ঘুরে নেগেবের দিকে গেলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি কিছুদিনের জন্য মিশরে গেলেন, কিন্তু আবার ফিরে এলেন কানানে। ভাতিজা লুত যিনি চারণভূমির অধিকার নিয়ে চাচা-ভাতিজার ভৃত্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার কারণে ভিন্ন পথ ধরেছিলেন, তাকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধারে যুদ্ধ করলেন। এভাবে দশটি বছর কেটে গেল, কিন্তু তার মহাজাতির পিতা হবার কোন আলামত দেখা গেল না, তিনি নিঃসন্তানই রয়ে গেলেন। আব্রাম ছিলেন অত্যন্ত ধনবান। তিনি ছিলেন অনেক সম্পদ, সোনা-রূপা, দাসদাসী, গবাদিপশু, গাধা ও উটের মালিক। তিনি যখন শাবে উপত্যকায় তখন সারাই আব্রামকে বললেন, 'দেখ, প্রভু আমাকে নিঃসন্তান রেখেছেন, তাই তুমি আমার দাসীর কাছেই যাও; হয়তো তার দ্বারা আমি সন্তান পেতে পারব।' সারাইয়ের মিশরীয় দাসী ছিলেন আগার (Hagar)[৫]। আব্রাম আগারকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন।

অচিরেই আগার অন্তঃসত্ত্বা হলেন। তারপর যা হবার তাই হল। সারাই আর আগারের মধ্যে মর্যাদার লড়াই শুরু হল। লড়াইয়ে আগার হেরে গিয়ে পালিয়ে অজানার পথে বেরিয়ে পড়লেন। প্রভুর দূত মরুপ্রান্তরে আগারকে পেয়ে বললেন, 'তুমি এবার তোমার গৃহিণীর কাছে ফিরে যাও, আর তার অধীনে [illegible] ...আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি ঘটাবো যে, তার বহু সংখ্যার জন্য তা গণনা করা সম্ভব হবে না।' (Exod. 16:9-10) পরে আগার আব্রামের ঘরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন, আর তার নাম রাখা হল ইসমাইল। তখন আব্রামের বয়স ছিয়াশি বছর।

আব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের সন্ধি: 'আব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর, তখন প্রভু তাকে দেখা দিয়ে বললেন, 'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে চল, হও ত্রুটিহীন, তবে আমার ও তোমার মধ্যে আমি এক সন্ধি স্থাপন করব, আমি অধিক পরিমাণেই তোমার বংশবৃদ্ধি করব'। আব্রাম ভূমিষ্ট হয়ে পড়লেন, আর পরমেশ্বর এইভাবে তার সাথে কথা বললেন, 'দেখ, আমার পক্ষ থেকে এই হল তোমার সঙ্গে সন্ধি: তুমি বহু জাতির পিতা হবে। তোমার নাম আর আব্রাম হবে না, তোমার নাম বরং হবে আব্রাহাম, কেননা আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করলাম। ...আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমেতোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে আমার এই যে সন্ধি, তা আমি চিরন্তন সন্ধি রূপেই স্থাপন করব, যেন আমি তোমার ও তোমার ভাবী বংশধরদের পরমেশ্বর হই। তুমি এই যে দেশে প্রবাসী হয়ে আছ, সেই সমগ্র কানান

দেশ আমি তোমাকে ও তোমার ভাবী বংশধরদের চিরস্থায়ী অধিকারার্থে দান করব; আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।' (Exod.17:1-8)

ইহুদি বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু এবং তার আজ্ঞা মেনে চলার পরিবর্তে নোয়াহ্ বা নূহ (আ.) এবং তার সন্তানদের সমস্ত পৃথিবী উপর কতৃত্ব দিয়ে ঈশ্বর ও নোয়াহ্র মধ্যে সন্ধি হয়েছিল। নোয়াহ্র বংশধররা যথারীতি এই সন্ধি থেকে বিচ্যূত হয়ে বিপথগামী হয়েছিল এবং একেশ্বরবাদ ভুলে গিয়ে পৌত্তলিকতা অবলম্বন করেছিল। ঈশ্বর আবার সন্ধি করলেন আব্রাহামের সাথে। ঈশ্বরের সাথে নোয়াহ'র সন্ধি আর আব্রাহামের সাথে সন্ধির একটা বড় পার্থক্য হলো এই যে, ঈশ্বর নোয়াহ্র[৬] বংশধরগণকে সমগ্র পৃথিবী দিয়েছিলেন আর আব্রাহামের বংশধরগণকে সেই পৃথিবীর একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ কানানীয়দের বাসভূমি কানান আব্রাহামের বংশধরগণকে চিরস্থায়ীভাবে প্রদানের অঙ্গীকার করলেন।

কানান দেশে বসবাসকারী কানানীয়দের পূর্বপুরুষ ছিলেন নোয়াহ্র কনিষ্ঠ পুত্র হ্যাম-এর কনিষ্ঠপুত্র কানান। নোয়াহ্ একবার আঙুর রস পান করে মাতাল অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে তার তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়েন। নোয়াহ্র বিবস্ত্র অবস্থা হ্যাম দেখতে পেয়ে তার দুই ভাই স্যাম ও সেথকে জানান। স্যাম ও সেথ পিতার বিবস্ত্রতা দেখা এড়ানোর জন্য পেছন দিকে হেঁটে তাঁবুতে প্রবেশ করেন এবং পেছন দিক না তাকিয়ে একটি বস্ত্র দিয়ে নোয়াহ্র দেহ ঢেকে দিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে আসেন। নোয়াহ্ জেগে উঠে ঘটনা জানতে পেরে হ্যামের কনিষ্ঠ পুত্র কানানকে এই অভিশাপ দেন। 'কানান অভিশপ্ত হোক, সে নিজের ভাইদের দাসানুদাস হবে।' (Gene:9-25) নোয়াহ্র সেই অভিশাপেরই জের হিসেবে সম্ভবত ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কানানীয়দের তাদের বাসভূমি কানান থেকে উৎখাত করে আব্রাহামের বংশধরগণকে কানান দেশ উপহার দিবেন। অবশ্য বাইবেলের Deuteronony পুস্তকে ঈশ্বর ইঙ্গিত দিয়েছেন কানানীয়দের পাপের কারণেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত কানান জর্ডন নদী ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল যা সাধারণভাবে ইসরায়েল রাষ্ট্র, দখলকৃত প্যালেস্টাইন ভূমি, লেবানন এবং উপকূলীয় সিরিয় এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল বলে ধারণা করা হয়।[৭]

আব্রাহামের বয়স যখন নিরানব্বই তখন প্রভু আব্রাহামের সাথে আবার দেখা দিয়ে বললেন, 'তোমার স্ত্রী সারাইয়ের বিষয়ঃ তাকে তুমি আর সারাই বলে ডাকবে না, তার নাম হবে সারা। আমি তাকে আশীর্বাদ করব, আর তার দ্বারা একটি পুত্রসন্তানও তোমাকে দেব;—তার থেকে নানা দেশের রাজা উৎপন্ন হবে।' আব্রাহামের বয়স যখন একশ' বছর তখন সারা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ঈশ্বরের নির্দেশে তার নাম রাখা হল আইজাক (Isaac) বা ইসহাক। পরে আব্রাহামের পুত্র আইজাক বা ইসহাক এবং তার পুত্র যাকোব বা ইয়াকুব (পরবর্তী ইসরায়েল) এর সাথেও ঈশ্বর সন্ধির নবায়ন করেন। ইয়াকুব বা ইসরায়েলের সন্তানরাই এই পুস্তকের বিষয়বস্তু।

টীকা

১. ইসলামি ঐতিহ্য ও পরিভাষা অনুসারে ইব্রাহিম (আ.)। তার প্রথম সন্তান ইসমাইল (আ.) এর মাধ্যমে আরবদের এবং হযরত মোহাম্মদ (দ.) এর পূর্বপুরুষ।

২. হারানকে চিহ্নিত করা হয় বর্তমান তুরস্কের Sanliurfa এলাকার একটি গ্রাম হিসেবে। বাইবেলীয় যুগে দক্ষিণ Mesopotemia এর Ur এলাকা থেকে কানানদের দেশে (প্যালেস্টাইন) যাবার পথে একটি বিশ্রামস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত।

৩. ইসলামি ঐতিহ্য ও পরিভাষা অনুসারে সায়েরাহ্।

৪. Midrash Bereishit 38:13। গ্রন্থের শেষ অংশে 'পরিভাষা ও টীকা' দ্রষ্টব্য।

৫. ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে যার নাম 'হাজেরা'।

৬. ইসলামি ঐতিহ্য ও পরিভাষা অনুসারে নূহ্ (আ.)।

৭. Tubb, Jonathan N. (1998) Canaanites, University of Oklahoma Press, p.13।

২

মোশীর সাথে ঈশ্বরের সন্ধি

দুই স্ত্রী এবং দুই স্ত্রীর দাসীর ঘরে যাকোবের বারো পুত্র ও এক কন্যার পরিচয় ইহুদি বাইবেলে পাওয়া যায়। তার দ্বিতীয় ও প্রিয়তমা স্ত্রী রাখেল (Rachele) এর দুই পুত্র যোশেফ[১] ও বেঞ্জামিন (Benjamin)। বারো পুত্রের মধ্যে যোশেফ (ইউসুফ) ছিলেন যাকোবের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। এই কারণে যাকোবের অন্য দশ পুত্রের হিংসার পাত্র ছিলেন যোশেফ। বৈমাত্রেয় দশ ভাই যোশেফকে নিয়ে মেষ চড়াতে গিয়ে ষড়যন্ত্র করে আরব ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রিকরে দেয় এবং বাড়িতে ফিরে বাবাকে জানায় যে তাকে নেকড়েরা খেয়ে ফেলেছে। আরবরা এক মিশরীয়র কাছে যোশেফকে বিক্রিকরে দেয়। মিশরীয় ব্যবসায়ী যোশেফকে মিশর-রাজ ফারাওকে উপহার দেন। ফারাও যোশেফের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজকার্যে নিয়োজিত করেন। যোশেফ ফারাওর এতটাই আস্থা অর্জন করেন যে এক পর্যায়ে যোশেফকে ফারাও তার প্রধানমন্ত্রী পদ দান করেন এবং যোশেফ ফারাওর পক্ষে মিশরের রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন।

এদিকে কানানে প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় যাকোব তার পুত্রগণকে খাদ্যের অন্বেষণে মিশরে পাঠিয়ে দেন। যোশেফের ভাইগণ মিশরে এসে তাদের ভাই যোশেফের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা জানতে পারে এবং খাদ্যশষ্য সংগ্রহের জন্য ফারাওর খাদ্য ভাণ্ডারে এসে সেই ভাণ্ডারের প্রধান কর্মকর্তা পদে যোশেফকে দেখতে পায় এবং ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যোশেফ তার ভাইদের চিনতে পেরে তাদেরকে অভয় দিয়ে আশ্বস্ত করেন এবং তাদের জন্য খাদ্য ভাণ্ডার খুলে দেন। যোশেফের ভাইগণ প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে কানানে ফিরে এসে যাকোবকে যোশেফের কথা জানায় ও তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। পুত্রগণ পিতাকে মিশরে যাওয়ার জন্য যোশেফের আমন্ত্রণের কথাও জানায়। পরবর্তী সময়ে যাকোব তার সকল সন্তান ও পরিবারের সকল সদস্য নিয়ে মিশরে বসতি স্থাপন করেন। এই সময় তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০ জন। যাকোব (ইসরায়েল) এর বংশধরগণ ৪৩০ বৎসর মিশরে বাস করেন এবং তারা ক্রমান্বয়ে মিশরের সর্বাপেক্ষা ধনবান ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হন। এই সময়ের শেষের

দিকে ব্যতীত ইসরায়েলের বংশধরগণ প্রাচুর্য প্রতিপত্তিতে ও সুখ-শান্তিতেই ছিলেন। ততদিন ইসরায়েলিদের ঈশ্বরের অঙ্গীকার করা কানানে বসবাসের কোন তাগিদ ছিল না এবং ইহুদি বাইবেল অনুসারে ঈশ্বরও এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেননি।

ইসরায়েলিদের সংখ্যা, প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তি মিশরীয়দের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ালে মিশরের রাজা বা Pharaoh ইসরায়েলিদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন শুরু করেন। মিশরীয়দের নির্যাতনের পরও দেখা গেল ইসরায়েলিদের সংখ্যা না কমে বরং বেড়েই চলছে। তখন ফারাও আদেশ করেন যে ইসরায়েলিদের নবজাত সকল পুত্র সন্তানকে নদীতে ফেলে হত্যা করতে হবে। ঈশ্বর মোশীর[২] নেতৃত্বে ইসরায়েলিদের মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সাইনাই এর পর্বতে নিয়ে আসেন। সাইনাই পর্বতে মোশী এবং ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বর যে সন্ধি স্থাপন করেন তাতে ছিল ইতোপূর্বে আব্রাহাম, আইজাক ও ইসরায়েল (যাকোব) এর সাথে ঈশ্বর যে সব শর্তে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন সে সকল শর্ত এবং তার সাথে নতুন বিস্তারিত আজ্ঞা।

সুরক্ষা, প্রাচুর্য ও প্রতিপত্তির সাথে কানানীয়দের বাসভূমি কানান ইসরায়েলের পুত্রগণকে চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে দান করবেন ঈশ্বর। বিনিময়ে তারা ঈশ্বরকে কেবল প্রভু হিসেবে মান্য করবে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা চিরকালের জন্য পালন করবে। ঈশ্বর যে সন্ধি স্থাপন করেন তার উপর ভিত্তি করেই ইহুদি ধর্মের উৎপত্তি। আব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের সন্ধি এবং মোশী ও ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বরের সন্ধির সাথে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। দুটি ক্ষেত্রেই পরমেশ্বরের প্রতি আনুগত্যের সাথে অন্য জাতির উপর ও তাদের বাসভূমির উপর কর্তৃত্ব দান সংযুক্ত করা হয়েছে। পার্থক্য শুধু এই যে ঈশ্বরের সাথে মোশীর সন্ধিতে আব্রাহামকে দেওয়া ঈশ্বরের আজ্ঞার পরিধি বিপুলভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে।

টীকা

১. ইসলামি ঐতিহ্য ও পরিভাষা অনুসারে ইউসুফ (আ.)।

২. ইসলামি ঐতিহ্য ও পরিভাষা অনুসারে মুসা (আ.)।

৩

মহাপ্রস্থান

মিশরে ইসরায়েলিদের যখন চরম দুরবস্থা তখন ইসরায়েলিদের লেবীকুলে জন্ম নেয় এক শিশু। ফারাওর আদেশ অনুসারে নদীতে ফেলে মেরে ফেলা থেকে বাঁচাতে দাইয়ের সহযোগিতায় পুত্র শিশুটিকে লুকিয়ে ফেলা হয়। শিশুটির মা তিন মাস শিশুটিকে গোপনে লালন করলেন। মা যখন বুঝতে পারলেন সন্তানকে আর লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় তখন তাকে নলখাগড়ার তৈরি একটা ঝাঁপিতে বসিয়ে ফারাও কন্যা নীল নদের যেখানে নিয়মিত স্নান করতেন তার কাছেই নলখাগড়ার ঝোপে এমনভাবে ভাসিয়ে রাখলেন যেন রাজকুমারীর স্নানের জায়গা থেকে ঝাঁপিটি দেখা যায় অথচ ভেসে না যায়। শিশুটির বড় বোন কাছেই দাড়িয়ে রইল দেখতে শিশুটির কী হয়। যথাসময়ে সখিসহ ফারাও কন্যা এলেন স্নান করতে। অদূরে ঝাঁপিটি দেখতে পেয়ে সখিদের বললেন সেটা নিয়ে আসতে। ঝাঁপিতে সুন্দর ফুটফুটে শিশুটি দেখে তার মায়া হল। শিশুটিকে নিয়ে কী করবেন ভাবছিলেন, তখন কিশোরী মেয়েটি কাছে এসে বলল সে একজন হিব্রু মহিলাকে জানে যে রাজকুমারীর হয়ে শিশুটিকে পালন করতে পারবে। শিশুটিকে তার মায়ের কাছেই দেওয়া হল দেখাশুনা করতে। রাজকুমারী শিশুটির নাম রাখলেন মোশী।

শিশুটি বড় হলে ফারাও কন্যা তাকে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলেন। একদিন একজন মিশরীয় একজন হিব্রুকে মারছে দেখতে পেয়ে মোশী তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মিশরীয়কে মেরে ফেললেন। মিশরীয় রোষ থেকে বাঁচতে তিনি মিশর থেকে পালিয়ে মিদিয়ানে আশ্রয় নিলেন। মিদিয়ানের যাজক জেথ্‌রো কন্যা সেফোরাকে বিয়ে করে সেখানেই তিনি বাস করতে লাগলেন। তার কাজ ছিল শ্বশুরের মেষপাল চরানো। একদিন মোশী মেষপাল নিয়ে 'মরুপ্রান্তরের ওপারে নিয়ে গিয়ে পরমেশ্বরের পর্বত হোরেবে এসে পৌছলেন।' পরমেশ্বর মোশীর সাথে দেখা দিয়ে বললেন, 'মিশরে আমার জনগণের দুর্দশা আমি দেখেইছি; তাদের মেহনতি কাজের সর্দারদের কারণে তাদের হাহাকারও শুনেছি; ...দুধ ও মধু-প্রবাহী এক দেশেই তাদের আনার জন্য আমি নেমে এসেছি। সেই দেশে কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরেজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়েরা বসতি করছে। ...এখন এসো, আমি

তোমাকে ফারাওর কাছে প্রেরণ করব যেন তুমি আমার আপন জনগণকে, সেই ইসরায়েল সন্তানদের, মিশর থেকে বের করে আন।'[১] মোশী কিন্তু সহজে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। মোশী তার বাকজড়তাসহ আরো কিছু অজুহাত দেখিয়ে এই দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বর তার সাথে থাকবেন, তাকে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেবেন এবং মোশীর সুবক্তা বড় ভাই আরোনকে[২] সাথে দেবেন এই আশ্বাস পাওয়ার পরই মোশী ঈশ্বরের প্রস্তাবে রাজী হন। মোশীর বয়স তখন আশি বছর।

ইসরায়েলিদের মিশর থেকে বের করে আনা খুব সহজ ছিল না। প্রথমত ইসরায়েলিদের আস্থা অর্জন করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। ইসরায়েলিদের মিশর থেকে চলে যেতে ফারাওর অনুমতি আদায় করতে মিশর-দেশে দশটি বালাই আনতে হয়েছিল। ইসরায়েলিরা মিশরে দাস হিসেবে যে শ্রম দিচ্ছিলেন তা দিয়ে ফারাও বড় বড় শহর ও ভবন নির্মাণ করছিলেন। হঠাৎ করে এই সস্তা ও দক্ষ শ্রমের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে তা গ্রহণ করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। মোশী ও আরোনের প্রথম অনুরোধে ফারাও রাজি না হলে মোশী শাস্তি হিসেবে মিশরের সব নদীর জল রক্তে পরিণত করেন। এতে কাজ না হওয়ায় সারা দেশ ব্যাঙ-এ ভরে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমেমিশরকে মশা দিয়ে ভরে দেওয়া, ডাঁশ দিয়ে ভরে দেওয়া, পশুধনের মৃত্যু ঘটানো, সকল মিশরীয়দের ও তাদের সকল পশু-পাখির গায়ে ফোস্কা ফোটানো, শিলাবৃষ্টি দিয়ে ক্ষেত-খামারের ফসল নষ্ট করে দেওয়া, পঙ্গপাল দিয়ে দেশ ঢেকে ফেলা, সারা দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলা, এবং সর্বশেষ ফারাওসহ সকল মিশরীয়দের প্রথমজাত সন্তানের মৃত্যু ঘটানোর পর ফারাও ইসরায়েলিদের মিশর ছেড়ে যেতে দিতে বাধ্য হন।

'ফারাও লোকদের যেতে দেওয়ার পর, ফিলিস্তিনিদের দেশ দিয়ে সোজা পথ থাকলেও পরমেশ্বর সেই পথে তাদের চালিত করলেন না, কেননা পরমেশ্বর ভাবছিলেন, কি জানি, সামনে যুদ্ধ দেখলে লোকেরা হয় তো মন পাল্টিয়ে মিশরে ফিরে যায়। তাই পরমেশ্বর মরু প্রান্তরের পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরেই জনগণকে লোহিত-সাগরের দিকে চালিত করলেন; ইসরায়েল সন্তানেরা অস্ত্রে সসজ্জিত হয়ে মিশর থেকে যাত্রা শুরু করল।'[৩] ফারাও যখন জানতে পারলেন ইসরায়েলিরা ভুল পথ ধরে এগুচ্ছে তখন তিনি বিশাল এক বাহিনী নিয়ে ইসরায়েলিদের ধাওয়া করে লোহিত-সাগরের তীরে এসে উপস্থিত হন। ইসরায়েলিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পরলে ঈশ্বরের নির্দেশে সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে যায় এবং ইসরায়েলিরা শুকনো মাটির উপর দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। ফারাও বাহিনী ইসরায়েলিদের পিছনে পিছনে আসছিল, যখন তারা সমুদ্রের মাঝখানে পৌছল তখন 'জলরাশি ফিরে এসে তাদের নিমজ্জিত করল'।

ফারাওর হাত থেকে ইসরায়েলিরা রক্ষা পেলেও সাইনাই মরুপ্রান্তরে ৪০ বছর ধরে ইসরায়েলিদের লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো শুরু হল। ঈশ্বরের সাথে আব্রাহাম, আইজাক ও যাকোবের সাথে যে সন্ধি হয়েছিল তা এই মরুপ্রান্তরেই মোশী ও ইসরায়েলিদের সাথে নবায়িত হয়। এখানেই পরমেশ্বর ইসরায়েলিদের যে ভূমি দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন

তার সীমা নির্দেশ করেন। 'আমি তোমার চতুঃসীমানা লোহিত-সাগর থেকে ফিলিস্তিনিদের সমুদ্র পর্যন্ত, এবং মরুপ্রান্তর থেকে মহানদী পর্যন্ত স্থির করব; কেননা আমি সেই দেশগুলোর অধিবাসীদের তোমার হাতে তুলে দেব, এবং তুমি তোমার সামনে থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেবে।'[৪] এই সময়ে ইসরায়েলিদের ধর্ম, ধর্মীয় আচার-আচরণ, সামাজিক আচরণ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, পারিবারিক আইন, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যুদ্ধ ও শান্তির বিধানসহ জীবনের যাবতীয় দিক নিয়ে বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের প্রথম একেশ্বরবাদভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ধর্মের যাত্রা শুরু হয়। সাইনাই পর্বতে পরমেশ্বর মোশীর সাথে দেখা দিয়ে মোশী ও ইসরায়েলিদের তৌরিদ দান করেন।

ইসরায়েলিরা মরুপ্রান্তরে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে রেফিদিমে এসে শিবির বসালেন। এখানে আমালেকরা ইসরায়েলিদের আক্রমণকরে। মোশী যোশুয়ার নেতৃত্বে একদল যোদ্ধাকে আমালেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান। যোশুয়া আমালেকদের পরাজিত করে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। রেফিদিমেই মোশী চার স্তরবিশিষ্ট বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করেন। মোশীর শ্বশুর জেথ্রো এসেছিলেন মোশীকে দেখতে তিনি তার প্রভুর নির্দেশে কীভাবে ইসরায়েলিদের মিশর থেকে নিয়ে এসেছেন। তিনি যখন লক্ষ্য করলেন মোশী একাই ইসরায়েলিদের প্রশাসন ও বিচারের দায়িত্ব পালন করছেন তখন তিনি বললেন, 'তুমি পরমেশ্বরের সামনে জনগণের পক্ষে দাঁড়াও ও পরমেশ্বরের কাছে তাদের সমস্যা উপস্থাপন কর, তাদের তুমি সমস্ত বিধি-বিধান বুঝিয়ে দাও, এবং তাদের গন্তব্য ও কর্তব্য কাজ দেখাও। উপরন্তু তুমি গোটা জনগণের মধ্য থেকে এমন কার্যক্ষম ও ঈশ্বরভীরু মানুষ বেছে নাও, যাঁরা ন্যায়বান ও উৎকোচ-বিরোধী; তাদেরই তুমি লোকদের উপর সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চাশপতি ও দশপতি করে নিযুক্ত কর। তাঁরাই সবসময় লোকদের জন্য বিচারকের ভূমিকা অনুশীলন করুন; বড় সমস্যা হলে তা তাঁরা তোমারই কাছে উপস্থাপন করুন, কিন্তু হীনতর সমস্যাগুলো তাঁরাই মিটিয়ে দিন; তোমার ভার লঘুতর হোক, আর তাঁরা তোমার সঙ্গে সেই ভার বহন করুন।' এ ছিল প্রশাসনের স্তরবিন্যাস ও বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতা অর্পণের যুগোত্তীর্ণ নীতিমালা, যা বর্তমান যুগের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। শ্বশুরের পরামর্শ অনুসারে মোশী যে প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা চালু করলেন তা বহু যুগধরে ইসরায়েলি সমাজে কার্যকর ছিল।

টীকা

১. (Exod. 3:7-10)।

২. ইসলামি ঐতিহ্য ও পরিভাষা অনুসারে নবী হারুন (আ.)।

৩. Exod. 13: 17-18।

৪. Exod. 23:31।

কানানীয়দের দেশে

যোশুয়া: মোশী ইসরায়েলিদের মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্তির নেতৃত্ব দিয়েছেন, ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন এবং চল্লিশ বছরের যুদ্ধ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সামরিক শক্তি হিসেবে ইসরায়েলিদের ভিত তৈরি করেছেন। পরমেশ্বরের অঙ্গীকার করা দুধ ও মধুপ্রবাহী দেশে ইসরায়েলিদের নিয়ে যেতে পারেননি। জর্ডন নদীর তীরে ইসরায়েলিদের নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু জর্ডন নদী পার হয়ে কানানদের দেশে পা রাখতে পারেননি. এর অগেই তিনি তার 'পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন'। এই কাজটি সমাধা করেছিলেন মোশীর অনুচর ও আমালেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী যোশুয়া। এই যোশুয়া ছিলেন ১২ জন গুপ্তচরের একজন যাদেরকে ইতোপূর্বে মোশী কানানদের দেশে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার অবস্থা দেখার জন্য। এদের মধ্যে শুধু যোশুয়া ও কালেব জর্ডন নদী পার হয়ে কানানদের দেশে যাওয়ার পক্ষে অভিমত দিয়েছিলেন।

'প্রভুর দাস মোশীর মৃত্যুর পর প্রভু মোশীর সহকর্মী নূনের সন্তান যোশুয়াকে বললেন, আমার দাস মোশীর মৃত্যু হয়েছে। এখন ওঠ, তুমি আর এই গোটা জনগণ এই যর্দন পার হও, এবং যে দেশ আমি তাদের—এই ইসরায়েল সন্তানদেরই—দিতে যাচ্ছি, সেই দেশের দিকে রওনা হও।' যোশুয়া জর্ডন নদীর তীরে সিত্তিমে শিবির স্থাপন করলেন। নদী পার হওয়ার আগে দুজন গুপ্তচর পাঠালেন জেরিকো রাজ্যটির 'খোঁজ-খবর' নিয়ে আসতে। তারা ফিরে এসে যোশুয়াকে বলল, 'সত্যিই প্রভু এই সমস্ত দেশ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন; হ্যা, দেশের অধিবাসীরা আমাদের আগমনে বিচলিত।' হিব্রু বাইবেলের যোশুয়া পুস্তক অনুসারে 'হিত্তীয়, আমোরীয়, কানানীয়, পেরেজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়'দের ৩১টি রাজ্য দখল করে তাদের রাজাদের হত্যা করা হয়। দখল করা রাজ্যগুলোর মধ্যে ছিল জেরিকো, আই, জেরুজালেম, হেবরন, যার্মুত, এগ্রোন, দেবির, গেদের, কার্মেল, হাৎসোর, সিমোন-মেরোন ইত্যাদি।

ইহুদি বাইবেলে বিভিন্ন সময়ে যেভাবে কানানীয় রাজ্যের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে তাতে এই রাজ্য বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে ছিল বলে ধারণা করা যায় না। আধুনিক

ইসরায়েল রাষ্ট্র, অধিকৃত পশ্চিম তীর, লেবানন ও জর্দান রাষ্ট্র এই কল্পিত কানানীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকা ছিল মর্মে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মত পোষণ করে থাকেন। কানানীয় রাজ্য একক কোন রাজ্য ছিল না। এটি শহর ও গোত্রভিত্তিক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। যোশুয়ার নেতৃত্বে ইসরায়েলিদের আক্রমণেরমুখে এককভাবে এই রাজ্যগুলির কোনটিরই কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাসত্ত্বেও 'আই' রাজ্য জয় করা যোশুয়ার জন্য সহজ হয়নি। আই রাজ্যের লোকসংখ্যা বেশি ছিল না। তাই সমগ্র ইসরায়েল বাহিনীর পরিবর্তে আই দখলের জন্য তিন হাজার ইসরায়েলিদের পাঠানো হয়। 'আইয়ের লোকেরা তাদের মধ্যে ছত্রিশজনকে মেরে ফেলল; নগরদ্বার থেকে শেবারিম পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে অবরোহন-পথে তাদের আঘাত করল; তখন জনগণের হৃদয় গলে গিয়ে জলের মত হল। যোশুয়া নিজের পোশাক ছিঁড়ে প্রভুর মঞ্জুষার সামনে মাটিতে পড়ে থাকলেন; তাঁর সঙ্গে ইসরায়েলের প্রবীণেরাও সেইমত করলেন ও মাথায় ধুলা ছড়ালেন'। (Josh. 7:5-6) এর পর যোশুয়া ঈশ্বরের নির্দেশে ইসরায়েলের সকল সেনা জড়ো করে রাতের অন্ধকারে এক অংশকে 'শহরের পশ্চিম দিকে বেথেল ও আইয়ের মধ্যস্থানে তাদের গোপন জায়গায় মোতায়েন করলেন' অপর অংশ 'শহরের সামনে এসে পৌঁছে আইয়ের উত্তর দিকে শিবির বসাল।' আইয়ের রাজা ভোরে নগরদ্বারের সামনে ইসরায়েলিদের দেখতে পেয়ে তার সকল সৈন্য নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এসে ইসরায়েলিদের উপর আক্রমণকরলে ইসরায়েলিরা পরাজিত হওয়ার ভান করে পালাতে লাগলো। আইয়ের সৈন্যরা শহর থেকে যখন যথেষ্ট দূরে চলে এসেছে তখন শহরের পিছনে লুকিয়ে থাকা ইসরায়েলি সৈন্যরা শহরে ঢুকে শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়। পিছনে শহরের আগুনের ধোঁয়া দেখে সামনে যাবে কি পিছনে শহরের দিকে যাবে এ নিয়ে যখন আইয়ের রাজা দ্বিধায় ছিলেন তখন দু'দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণচালিয়ে ইসরায়েলিরা তাদেরকে পরাজিত করে। 'সেদিন স্ত্রী-পুরুষ সবসমেত বারো হাজার লোক মারা পড়ল—সকলেই আইয়ের লোক। যোশুয়ার কাছে প্রভুর দেওয়া আজ্ঞামত ইসরায়েল কেবল ঐ শহরের পশু ও লুণ্ঠিত সম্পদ নিজেদের জন্য রাখল। পরে যোশুয়া আই পুড়িয়ে দিয়ে তা চিরস্থায়ী ঢিপি করলেন।' (Josh. 7:25-27)

জেরিকোর সীমান্ত রাজ্য গিবেয়োনের সাথে সন্ধি স্থাপন করা হয়। গিবেয়োনের লোকরা যখন জানতে পারে ইসরায়েলিরা জেরিকো ও আই দখল করে নিয়েছে এবং হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তখন তারা ইসরায়েলিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক অভিনব চাতুরতার আশ্রয় নেয়। '...তারা ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজ নিজ গাধার উপরে পুরাতন বস্তা ও আঙুররসের পুরাতন জীর্ণ ও কোনরকমে মেরামত করা কুপা চাপাল, পায়ে পুরাতন ও কোন রকমে সেলাই করা পাদুকা ও গায়ে জীর্ণ-শীর্ণ পোশাক দিল; যাত্রাপথের জন্য তাদের রুটি সবই শুস্ক ও ছাতাপড়া ছিল; পরে তারা গিলগালের শিবিরে যোশুয়ার

কাছে গিয়ে তাঁকে ও ইসরায়েলিদের বলল, আমরা দূরদেশ থেকে আসছি, আপনারা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থির করুন।' তারা যে বহু দূরদেশ থেকে এসেছে তা ইসরায়েলিদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যই এই বেশভূষা ধারণ করা। যোশুয়া ও ইসরায়েলীরা তাদের কথা বিশ্বাস করে তাদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার সন্ধি করে। পরে ইসরায়েলীরা যখন তাদের শহরগুলো 'গিবেয়োন, কেফিরা, বেয়েরোৎ ও কিরিয়াৎ-যেয়ারিম'-এ যাত্রার তৃতীয় দিনে পৌছে গেল, তখন তারা গিবেয়োনীয়দের চতুরতা ধরতে পারলো। কিন্তু যেহেতু ইসরায়েলিদের পরমেশ্বরের নামে শপথ নিয়ে সন্ধি করা হয়েছিল তাই তাদেরকে প্রাণে বাঁচতে দেয়া হল। কিন্তু শর্ত হল তাদেরকে চিরদিনের জন্য 'পরমেশ্বরের গৃহের জন্য কাঠকাটিয়ে ও জলবাহক হয়ে' ইসরায়েলিদের দাস থাকতে হবে।

গিবেয়োনীয়দের এই চতুরতার আশ্রয় নেওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইসরায়েল সন্তানদের প্রতি পরমেশ্বরেরই নির্দেশ ছিল ঈশ্বর যেসব কানানীয়দের এলাকা ইসরায়েলিদের আবাসভূমি হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন সেসব এলাকা দখল করার পর সেখানকার অধিবাসীদের একজনকেও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। শুধু মানুষই নয়, গরু, গাধা, গবাদি পশু কিছুই জীবিত থাকবে না। জেরিকো এবং আই দখল করার পর বিজয়ী ইসরায়েলিরা জেরিকো ও আইবাসীদের প্রতি ঠিক তাই করেছে। তাই গিবেয়োনীয়দের প্রাণের তাগিদেই তারা এই চতুরতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল।

যোশুয়া এত রাজ্য জয় করার পরও ইসরায়েলিদের দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের অঙ্গীকার করা কানানীয়দের বহু রাজ্য দখল করা বাকি ছিল। যোশুয়ার মৃত্যুকালে যেসব রাজ্য জয় করা বাকি ছিল তা হিব্রু বাইবেল এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, '...ফিলিস্তিনিদের সকল প্রদেশ ও গেশুরীয়দের সমস্ত অঞ্চল; মিশরের পুবে যে সিহোর নদী, তা থেকে এক্রোনেরউত্তর সীমানা পর্যন্ত, যা কানানীয় এলাকা বলে গণ্য; গজাতীয়, অসদোদীয়, আস্কালোনীয়, গাতীয় ও এক্রোনীয়—ফিলিস্তিনিদের এই পাঁচ স্বৈরপতির দেশ; দক্ষিণ দিকে অবস্থিত আফেকা পর্যন্ত সিদোনীয়দের অধীন আরা, গেবালীয়দের দেশ ও হার্মোন পর্বতের তলে অবরি দিকে সমস্ত লেবানন; লেবানন থেকে মিস্রোফাৎ-মাইম পর্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী সিদোনীয়দের সমস্ত দেশ।' (Josh. 13:2-6)

যোশুয়া যেসব রাজ্য জয় করলেন তা মোশীর নির্দেশ অনুসারে ভাগ করে দেওয়া হল। 'কানান দেশে ইসরায়েল-সন্তানেরা উত্তরাধিকার-রূপে এই সমস্তই পেল; এলেয়াজার যাজক, নূনের সন্তান যোশুয়া ও ইসরায়েল-সন্তানদের গোষ্ঠীগুলোর পিতৃকুলপতিরা এই সমস্ত কিছু তাদের উত্তরাধিকার বলে নিরূপণ করলেন; সাড়ে নয় গোষ্ঠী সম্বন্ধে প্রভু মোশীর মাধ্যমে যে আজ্ঞা করেছিলেন, সেই অনুসারে তাদের উত্তরাধিকার গুলিবাঁট ক্রমেইনিরূপণ করা হল। কেননা যর্দনের ওপারে মোশী নিজেই আড়াই গোষ্ঠীকে তার নিজ নিজ উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে লেবীয়দের উত্তরাধিকার দেননি; বাস্তবিকই যোশেফ-সন্তানেরা দুই গোষ্ঠী হল; মানাসে ও এফ্রাইম; আর লেবীয়দের কাছে

প্রতিশ্রুত দেশে কোন স্বত্বাংশ দেওয়া হল না; কেবল কয়েকটা শহর দেওয়া হল যেখানে তারা বাস করতে পারে: তাদের পশুপাল ও সম্পত্তির জন্য সেই সকল শহরের চারণভূমিও দেওয়া হল। প্রভু মোশীকে যেমন আজ্ঞা করেছিলেন, ইসরায়েল সন্তানেরা সেইমত কাজ করে নিজেদের মধ্যে দেশ ভাগ করে নিলেন।' (Josh. 14:1-5)

৫

বিচারকদের যুগ

যোশুয়ার মৃত্যুর পর ইসরায়েল সন্তানদের মাঝে সর্বজনগ্রাহ্য কোন নেতা রইল না। গোত্রগুলো যার যার মত নিজ রাজ্য চালাতে থাকল। এদের মধ্যে কেবল যুদা আর সিমেয়োন গোষ্ঠী যৌথভাবে কানানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেল। 'যুদা-সন্তানরা যেরুসালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তা হস্তগত করল ও খড়গের আঘাতে তাদের প্রাণে মারল; পরে আগুন ধরিয়ে শহর পুড়িয়ে দিল। তার পর তারা পার্বত্য অঞ্চলে, নেগেবে ও নিম্ন ভূমিতে যত কানানীয় বাস করছিল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল।' (Judg. 1:8-9) এভাবে তারা হেবরন, সেফা, গাজা, এক্রোনসহ পার্বত্য অঞ্চল থেকে কানানীয়দের বিতাড়িত করে। কিন্তু নিম্নাঞ্চল থেকে কানানীয়দের তাড়াতে পারল না, 'যেহেতু তাদের লোহার রথ ছিল'।

অন্যান্য গোষ্ঠী তাদের যার যার এলাকায় কানানীয়দের সাথে মিলেমিশে থাকা শুরু করল। কানানীয়দের বিনাশের মানত তারা ভুলে গেল। কোন কোন ক্ষেত্রে কানানীয়দের দেবতা বায়াল ও আস্তার্তিসকে প্রণিপাত করল। 'প্রভু মোশীর মধ্য দিয়ে তাদের পূর্বপুরুষদের যে সকল আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সেই সব কিছুতে তারা বাধ্য কিনা, তা দেখার জন্যই এরা অবশিষ্ট রইল। ফলে ইসরায়েল সন্তানেরা কানানীয়, হিত্তীয়, আমোরীয়, পেরেজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের মধ্যে বসবাস করল; তারা তাদের মেয়েদের বিবাহ করল; তাদের ছেলেদের সঙ্গে তাদের নিজেদের মেয়েদের বিবাহ দিল ও তাদের দেবতাদের সেবা করল।' (Judg. 2:4-6)

ইসরায়েলিদের অবস্থা যখন এই রকম 'তখন প্রভু বিচারকদের উদ্ভব ঘটালেন'। ইসরায়েল সন্তানদের মাঝে রাজতন্ত্র প্রচলনের পূর্ব পর্যন্ত প্রভু ইসরায়েলিদের মাঝে সময় সময় বিচারক পাঠাতেন। বিচারকরা কেউ কেউ নবী ছিলেন, অন্যরা নবী ছিলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে তাদের সংযোগ ছিল। ঈশ্বরের নির্দেশে ইসরায়েলিদের সংকটকালে বিচারক নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করতেন এবং সংকটমুক্ত করে ইসরায়েলিদের পুনরায় প্রভুর পথে নিয়ে আসতেন। প্রকৃতপক্ষে তাকে বিচারক অপেক্ষা শাসক বা সেনাপতির

ভূমিকায় বেশি দেখা যেত। সংকট কেটে গেলে তারা সাধারণত তাদের পদ ছেড়ে দিতেন এবং কখনোই এই পদটির কোন উত্তরাধিকার ছিল না। বিচারক সাধারণত সমগ্র ইসরায়েলি জনগোষ্ঠীর জন্য আবির্ভূত হতেন না বরং কোন গোষ্ঠীর পরিধি অথবা এলাকার মধ্যে তার ভূমিকা সীমিত থাকত। সময়ের প্রয়োজনে তাদের ভূমিকা সামরিক বা বিচারিক হয়ে থাকত।

হিব্রু বাইবেলের The Judges পুস্তকে বিচারকদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকে ১২জন বড় বিচারক এবং ৬জন ছোট বিচারকের কীর্তি বর্ণনা করা হয়েছে। বিচারকদের আবির্ভাব ও কার্যকলাপ মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট ছকে আবর্তিত হয়। প্রথমত ইসরায়েলিরা তাদের পূর্বপুরুষদের পরমেশ্বরকে ভুলে গিয়ে অনাচারে লিপ্ত হয়। এর ফলে ঈশ্বর রুষ্ট হয়ে তাদেরকে তাদের শত্রুর হাতে তুলে দেন এবং তারা পরমেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করে আকুতি করলে ঈশ্বর তাদের কথা শুনেন। ঈশ্বর একজন নেতার আবির্ভাব ঘটান এবং তার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায়। আবির্ভূত নেতা নিজস্ব উপায়ে শত্রুকে পরাজিত করতে সক্ষম হন এবং কিছুকালের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে ইসরায়েলিরা আবার তাদের ভ্রষ্ট পথে ফিরে যায়। বিচারকদের যুগ আনুমানিক খ্রি. পূ. ১১৫০ থেকে ১০২৫ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অৎনিয়েল: ইহুদি বাইবেলে উল্লিখিত প্রথম বিচারক ছিলেন অৎনিয়েল। তিনি ছিলেন যোশুয়ার ছোট ভাই কেনাজের পুত্র। তিনি আরাম দেশের রাজা কুশান-রিসাথাইমের দাসত্ব থেকে ইসরায়েলিদের মুক্ত করেন। যোশুয়ার মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই ইসরায়েলিরা অবাধ্যতা দেখালে ঈশ্বর 'কুশাল-রিসেথাইমের কাছে তাদের বিক্রি করে দিলেন।' পরে ইসরায়েল সন্তানেরা প্রভুর কাছে হাহাকার করলে ঈশ্বর অৎনিয়েলের উদ্ভব ঘটালেন। 'প্রভুর আত্মা তাঁর উপর নেমে অধিষ্ঠান করল', আর প্রভু আরাম-রাজ কুশান-রিসেথাইমকে তার হাতে তুলে দিলেন।' চল্লিশ বছর ধরে দেশ স্বস্তি পেল।

এহুদ: 'ইসরায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজই করল; প্রভু মোয়াব-রাজ এগ্রোনকে শক্তিশালী করলেন,' এবং মোয়াব-রাজ ইসরায়েলিদের পরাজিত করে আঠার বছর ধরে ইসরায়েলিদের মোয়াবের দাস করে রাখল। 'পরে ইসরায়েল সন্তানরা প্রভুর কাছে হাহাকার করল, আর প্রভু তাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা— বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর গেরার সন্তান এহুদের উদ্ভব ঘটালেন।' এহুদ মোয়াব-রাজ এগ্রোনকে হত্যা করেন এবং মোয়াবদের পরাজিত করে ইসরায়েলিদের মুক্ত করেন। এর পর আশি বছর ধরে ইসরায়েল সন্তানরা স্বস্তিতে ছিল।

দেবোরা: এহুদের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই ইসরায়েল সন্তানরা আবার বিপথগামী হওয়া শুরু করে। ঈশ্বর তাদের প্রতি আবার বিমুখ হন। ইসরায়েল সন্তানরা কানান-রাজ যাবিনের পদানত হয়। যাবিন ও তার সেনাপতি সিসেরা 'কুড়ি বছর ধরেই ইস্রায়েলকে কঠোরভাবে অত্যাচার করেছিলেন।' ইসরায়েল সন্তানরা 'চিৎকার করে প্রভুকে ডাকল।' প্রভু তাদের ডাক শুনলেন এবং 'সেসময় লাপ্পিদোতের স্ত্রী দেবোরা ইস্রায়েলে বিচার

সম্পাদন করতেন, তিনি ছিলেন একজন নবী। তিনি এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে দেবোরার খেজুর গাছের তলায় আসন নিতেন... ।' বাইবেলীয় বিচারকদের মধ্যে দেবোরাই ছিলেন কেবল মহিলা বিচারক। তিনি ইসরায়েলিদের ত্রাণকর্তা হিসেবে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই ইসরায়েলিদের বিচারক পদে আসীন ছিলেন। 'ইসরায়েল সন্তানেরা বিচারের জন্য তার কাছেই আসত।' তিনি 'কেদেশ-নেফতালি থেকে আবিনোয়ামের সন্তান বারাককে' সাথে নিয়ে যাবিন আর তার সেনাপতি সিসেরার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। দেবোরা এবং বারাকের নেতৃত্বে ইসরায়েলিরা যাবিন ও সিসেরার বিশাল লৌহ-রথ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেয়।

এমনিভাবে শাম্‌গার, গিদিয়োন, তোলা, যায়ির, যেফতা, ইবসান, এলোন, আব্দোন, সামসোন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ইসরায়েলিদের ত্রাণকর্তা রূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বর ইসরায়েলিদের সংকটকালে তাদেরকে বিচারক পদে অধিষ্ঠত করেন। ঈশ্বরের নির্দেশ ও সহায়তায় তারা ইসরায়েল সন্তানদের বিধর্মী ও বিজাতীয়দের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শান্তি ও স্বস্তির যুগের সূচনা করেন।

টীকা

১. হিব্রু ঐতিহ্য অনুসারে নবী ও সাধারণ বিচারক উভয়েই ইসরায়েলিদের সংকটকালে ঈশ্বরের নির্দেশে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতেন, বিচার সম্পাদন করতেন। নবী হিসেবে সেইসব বিচারক স্বীকৃতি পেতেন যারা ইসরায়েলিদের বিষয়ে প্রকাশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করতেন।

৬

রাজাদের আবির্ভাব

সামুয়েল: নবী সামুয়েল[১] ছিলেন ইসরায়েলিদের মহান বিচারকদের শেষ প্রধান বিচারক। তিনি ইহুদি মহান নবীগণের মধ্যে প্রথম যারা ইহুদিদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মহান বিচারক-যুগ এবং রাজকীয়-যুগের তিনি ছিলেন সেতুবন্ধন। তার মাধ্যমে ঈশ্বর বিচারক যুগের সমাপ্তি টেনেছেন এবং রাজাদের যুগের উদ্বোধন করেছেন।

সামুয়েলের জন্ম হয়েছিল এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে এফ্রাইম গোষ্ঠীতে। তার মা দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। শীলোতে প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষার সামনে মানত করেছিলেন তিনি সন্তান লাভ করলে সেই সন্তানকে ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গ করবেন। সামুয়েল মায়ের দুধ ছাড়ার পরই তার মা তাকে শীলোর মন্দিরের যাজক এলির হাতে সমর্পণ করেন। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি একনিষ্ঠভাবে প্রভুর সেবা করতে থাকেন। প্রভুও তার প্রতি কৃপা দেখান। মাত্র তেরো বছর বয়স থেকেই তিনি ঈশ্বরের বাণী পেতে থাকেন। ঈশ্বর কতৃক তাকে নবী নিয়োগের কথা ধীরে ধীরে সারা ইসরায়েলে ছড়িয়ে পরে।

প্রভুর মঞ্জুষা হাতছাড়া: ঐ সময় ইসরায়েলিদের চরম দুর্দশা চলছিল। ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদের পরাজিত করে তাদের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। এবেন-এজেরের প্রথম যুদ্ধে ইসরায়েলিরা পরাজিত হয়। ইসরায়েলি প্রবীণরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী যুদ্ধের আগে শীলো থেকে প্রভুর মঞ্জুষা এনে ইসরায়েলি শিবিরে স্থাপন করা হলে প্রভু ইসরায়েলিদের হাতকে শক্তিশালী করবেন এবং ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করা সম্ভব হবে। শীলো থেকে প্রভুর মঞ্জুষা এনে শিবিরে স্থাপন করা হল, কিন্তু যুদ্ধে ইসরায়েলিদের ব্যাপক প্রাণহানিসহ পরাজয় হল। প্রভুর মঞ্জুষা ফিলিস্তিনিদের হস্তগত হল। প্রভুর মঞ্জুষা ফিলিস্তিনিদের হাতে সাত মাস ছিল। ইসরায়েলিরা মঞ্জুষা হারিয়ে যখন দিশেহারা তখন সামুয়েল দেশের অন্যতম উঁচু পাহাড় মিস্পাতে সকল ইহুদিদের জড়ো হওয়ার আহ্বান জানান। এখানে তিনি ইসরায়েলি যোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে তাদেরকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলে ইসরায়েলিরা তাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণকরে তাদেরকে বিতাড়িত

করতে সক্ষম হয়। ফিলিস্তিনিরা যে সকল ইসরায়েলি শহর দখল করে নিয়েছিল সেসব শহর পুনরুদ্ধার করা হয়। এরপর বহুদিন ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলিদের এলাকায় কোন উৎপাত করেনি। আমোরীয়দের সাথেও শান্তি স্থাপিত হয়। 'সামুয়েল সারা জীবন ধরে ইসরায়েলের বিচারক হলেন। তিনি প্রতি বছরে বেথেলে, গিলগালে ও মিস্পাতে ঘুরে এসে সেই সকল জায়গায় বিচারক ভূমিকা অনুশীলন করতেন।'[২]

সামুয়েল যখন বৃদ্ধ হলেন নিজের দুই ছেলেকে বেরশেবাতে বিচারক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তার ছেলেরা সঠিক বিচার না করে ঘুষ গ্রহণ করত। জনগণ তাদেরকে গ্রহণ করলনা। তখন ইসরায়েলের সমস্ত প্রবীণরা একত্রিত হয়ে তাকে বললেন, 'আপনার ছেলেরা আপনার পথে চলে না। তাই অন্য জাতিগুলির মত এখন বিচার করার জন্য আমাদের উপর একজন রাজা নিযুক্ত করুন।' প্রবীণদের প্রস্তাব সামুয়েলের মনঃপূত হল না, তাই তিনি ঈশ্বরের আদেশ চাইলেন। ঈশ্বর সামুয়েলকে বললেন, 'লোকেরা তোমার কাছে যা বলে, সেই সমস্ত ব্যাপারে তাদের কথা মেনে নাও; কারণ তারা তোমাকে অগ্রাহ্য করেছে এমন নয়, আমাকেই অগ্রাহ্য করেছে, যেন আমি তাদের উপর রাজত্ব না করি।'[৩]

রাজা সৌল: রাজা নিযুক্ত করা হলে রাজা জনগণের উপর কর বসাবে, রাজ্যের সকল ভাল জমি, আঙুর ক্ষেত, জলপাই বাগান তার দখলে নেবে, ইসরায়েলের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের রাজার নিজের কাজে লাগাবে, দেশের সকল সম্পদ রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকবে ইত্যাদি জানানোর পরও প্রবীণরা তাদের দাবিতে অটল থাকে। অগত্যা ঈশ্বরের নির্দেশে সামুয়েল বেঞ্জামিন গোষ্ঠীর কীশ এর 'সৌল নামে এক সুদর্শন যুবা পুত্র'-কে যথাস্থানে যথাসময়ে পেয়ে গেলেন। 'সামুয়েল তেলের এক শিশি নিয়ে তার মাথায় ঢাললেন, পরে তাকে চুম্বন করে বললেন, প্রভু কি তোমাকে তার আপন উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন না? তুমিই প্রভুর জনগণের উপর কর্তৃত্ব করবে, তুমিই তাদের চারপাশের শত্রুদের হাত থেকে তাদের ত্রাণ করবে। প্রভুই তোমাকে তাঁর উত্তরাধিকারের জননায়করূপে অভিষিক্ত করলেন।'[৪] কাজটি তিনি সন্তর্পণে—এমনকি সৌলের ভৃত্য যিনি সৌলের সাথে তার পিতার হারানো গাধাগুলি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তারও অগোচরে নিভৃতে করলেন।

সৌলকে সামুয়েল অভিষিক্ত করলেও তিনি তখনই রাজা হলেন না। পরবর্তী সময়ে সামুয়েল সকল ইসরায়েলকে মিস্পাতে একত্রিত করে লটারির মাধ্যমে ইসরায়েলিদের রাজা নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করেন। প্রথমে ইসরায়েলি সকল গোষ্ঠীর মধ্যে লটারিতে বেঞ্জামিন গোষ্ঠী নির্বাচিত হয়। এরপর বেঞ্জামিনের মধ্যে নির্বাচিত হয় মাত্রি কুল। সর্বশেষ মাত্রি কুলের মধ্যে সৌল নির্বাচিত হন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গুঞ্জন শোনা গেল, বেঞ্জামিন কি সবচেয়ে ছোট গোষ্ঠী নয়? মাত্রি কুল কি বেঞ্জামিনদের মধ্যে ধনে-জনে সবচেয়ে হীন নয়? লোকটি কোথায়? তাকে পাওয়া গেল জনতার পেছনে 'মালপত্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে।' সৌল যখন বেরিয়ে এলেন তাকে দেখা গেল সে সকল ইসরায়েলিদের

চেয়ে 'কাঁধে মাথায়' উঁচু। এতেও সকল ইসরায়েল সন্তুষ্ট হল না। সামুয়েল সকল জনতাকে বিদায় জানালেন। সকলে যে যার মত বাড়িতে ফিরে গেলেন।

আম্মোনীয় রাজা নাহাশ ইসরায়েলের যাবেশ শহরে সৈন্য সমাবেশ করলে ইসরায়েলিরা ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে। 'আম্মোনীয় নাহাশ উত্তরে তাদের বললেন, আমি এই শর্তেই তোমাদের সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি স্থির করব: তোমাদের সকলের ডান চোখ উপড়ে ফেলব, যাতে এ হয় গোটা ইসরায়েলের কলঙ্কের চিহ্ন।'[৫] যাবেশবাসীরা নাহাশের কাছ থেকে সাত দিন সময় চেয়ে নিয়ে ইসরায়েল দেশের সকল অঞ্চলে দূত পাঠিয়ে তাদের বিপদের কথা জানান। সৌল বলদ নিয়ে মাঠ থেকে ফেরার পথে খবরটি জানতে পারেন। 'তিনি কথাটা শুনলেই পরমেশ্বরের আত্মা সৌলের উপর প্রবলভাবে নেমে পড়ল, আর তিনি প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। তিনি এক জোড়া বলদ নিয়ে টুকরো টুকরো করে সেই দূতদের মধ্য দিয়ে সেই টুকরোগুলো দেশের সকল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'যে কেউ সৌলের ও সামুয়েলের পিছনে বেরিয়ে না আসে, তার বলদগুলোর তেমন দশা হবে।'[৬] ইসরায়েলিদের মধ্যে প্রভুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে ইসরায়েলিরা বেজেকে জড়ো হল। সৌল ইসরায়েলিদের তিন ভাগে বিভক্ত করে তিন দিক থেকে আম্মোনীয় শিবিরে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। ইসরায়েলিরা সৌলের জয়জয়াকার করল এবং সৌলকে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নিল।

ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হলে ইসরায়েলিদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। সামুয়েল আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলির জন্য গিলগালে সাত দিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। সামুয়েল সাত দিনের মধ্যে আসলেন না। অথচ ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার আগে ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেওয়া জরুরি। তাই তিনি নিজেই আহুতিবলি ও যজ্ঞবলি দিলেন। সামুয়েল জানতে পেরে সৌলকে তিরস্কার করলেন সৌল লেবীয় না হয়েও লেবীয়ের কাজ করলেন বলে।[৭] সামুয়েল জানিয়ে দিলেন এই অপরাধে ঈশ্বর তার রাজত্বের অবসান ঘটাবেন। সৌল আরেকটি অপরাধ করলেন। আমালেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করলেন। আমালেকদের নারী-পুরুষ-শিশু সকলকে হত্যা করলেন, গবাদি পশুও হত্যা করলেন। শুধুমাত্র আমালেকদের রাজা আর 'সবচেয়ে ভাল মেষ-বলদকে ও নধর বাছুর ও মেষশাবকগুলোকে, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল সবকিছু বাঁচিয়ে রাখলেন'। এটা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ, ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল আমালেকদের বিনাসের মানত-বস্তু করতে হবে। শুধু আমালেক মানুষদের হত্যা করলেই চলবে না, তাদের গরু-বাছুর, প্রাণী ও সম্পদ সবই ধ্বংস করতে হবে। আমালেকদের অপরাধ, তারা সাইনাই মরুপ্রান্তরে ইসরায়েলিরা যখন দুর্দশাগ্রস্ত তখন আমালেকরা তাদের সাহায্য করেনি, বরং অতর্কিতে ইসরায়েলিদের উপর আক্রমণ করেছিল।

সৌলের রাজত্বকালকে বাইবেল এভাবে মূল্যায়ন করেছে, 'সৌল ইসরায়েলের উপরে নিজের রাজত্ব দৃঢ় করলেন ও সবদিকে সমস্ত শত্রুর বিরুদ্ধে—মোয়াবের, আম্মোনীয়দের, এদোমের, জোবার রাজাদের ও ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন; তিনি যেই দিকে

ফিরতেন সকলের সর্বনাশ ঘটাতেন। তিনি বীরত্বপূর্ণ কর্মকীর্তি সাধন করলেন, আমালেককে পরাজিত করলেন ও ফিলিস্তিনিদের হাত থেকে ইসরায়েলকে উদ্ধার করলেন।'[৮] এতকিছু করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

অভিষিক্ত ডেভিড: এদিকে প্রভু সামুয়েলকে নির্দেশ দিলেন বেথেলহেমে গিয়ে এফ্রাতীয় গোষ্ঠীর যেসের এক ছেলেকে অভিষিক্ত করতে। যেসের আট ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ডেভিড বা দাউদ তখন মেষ চরাচ্ছিল। ডেভিডকে ডেকে ঈশ্বরের নির্দেশে সামুয়েল তার মাথায় পবিত্র তেল ঢেলে অভিষিক্ত করলেন। 'আর সেদিন প্রভুর আত্মা দাউদের উপর প্রবলভাবে নেমে পড়ল।' ডেভিড ছিলেন বীণাবাদনে নিপুণ, বলবান বীর, যোদ্ধা, কথনে সদ্বিবেচক ও সুদর্শন।

ঈশ্বরের অনুকম্পা বঞ্চিত সৌল প্রবল মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে লাগলেন। 'প্রভুর আত্মা সৌল থেকে সরে গিয়েছিল, আর প্রভু থেকে আগত এক আত্মা তাঁকে সন্ত্রাসিত করতে লাগল।' সৌলের মানসিক অস্থিরতায় স্বস্তি পাওয়ার আশায় ডেভিডকে বীণা বাজানোর জন্য ডাকা হয়। দেখা যায় বীণার মূর্ছনায় সৌল সত্যি স্বস্তি পায়। সৌল তার প্রতি খুবই অনুরক্ত হলেন, আর ডেভিড তার অস্ত্রবাহক হলেন।

ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরায়েলিদের যুদ্ধ বেঁধে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিরা প্রস্তাব দেয় উভয় শিবিরের শ্রেষ্ঠ দুই যোদ্ধার মধ্যে যুদ্ধ দিয়ে জয়-পরাজয় নির্ধারণ করা হোক। 'ফিলিস্তিনিদের শিবির থেকে গলিয়াথ নামে এক বীরযোদ্ধা বেরিয়ে এল, সে গাতের মানুষ, সাড়ে ছয় হাত লম্বা। তার মাথায় ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ ছিল, এবং আঁশের মত বোনা বর্মে সজ্জিত ছিল; বর্মটা ব্রঞ্জের, তার ওজন ষাট কিলো।' গলিয়াথ প্রতিদিন ফিলিস্তিনি শিবির থেকে বেরিয়ে এসে ইসরায়েলিদের যুদ্ধের আহ্বান জানাতে থাকে। কিন্তু ইসরায়েলিদের মধ্যে কেউ সাহস করে এগিয়ে যেত না। সৌল ঘোষণা করেন যে গলিয়াথকে হত্যা করতে পারবে তাকে প্রচুর ধনসম্পদসহ তার সাথে সৌলের কন্যাকে বিয়ে দেবেন।

ডেভিড ও গলিয়াথ: ডেভিড সৌলের পরিচর্যায় যাওয়া-আসা করতেন, আবার বেথেলহেমে তার পিতার মেষ চরাতেন। ডেভিডের তিন বড় ভাই ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। পিতার আদেশে ভাইদের খাবার পৌছাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে গলিয়াথের চ্যালেঞ্জের কথা জানতে পারেন। তিনি খোঁজ খবর নেওয়া শুরু করেন। জানতে পারেন গলিয়াথ বিগত চল্লিশ দিন যাবত প্রতিদিন ইসরায়েলিদের টিটকারি দিচ্ছিল ও অপমান করছিল। ডেভিড সিদ্ধান্ত নেন তিনি গলিয়াথকে মোকাবিলা করবেন। অনেকে নিরুৎসাহিত করা সত্ত্বেও 'তিনি তাঁর লাঠি হাতে নিলেন, এবং খাদনদী থেকে পাঁচটি মসৃণ মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে, মাল বইবার জন্য তাঁর যে রাখালীয় ঝুলিটা ছিল, তার মধ্যে তা রাখলেন, এবং তাঁর ফিঙেটা[৯] হাতে করে সেই ফিলিস্তিনির দিকে এগিয়ে গেলেন। ...ফিলিস্তিনিটা দাউদের মুখোমুখি হবার জন্য এগিয়ে আসা শুরু করলেই ডেভিডও ফিলিস্তিনিটার মুখোমুখি হবার জন্য ইতস্তত না করে লড়াই ক্ষেত্রের দিকে

ছুটে গেলেন। দাউদ ঝুলিতে হাত দিয়ে একটা পাথর বের করলেন, ফিঙেতে পাক দিয়ে ওই ফিলিস্তিনির কপালে আঘাত করলেন; পাথরটা তার কপালে বসে গেল আর সে তখন মুখ থুবরে মাটিতে পড়ল।'[১০] ডেভিড দৌড়ে গিয়ে গলিয়াথের তলোয়ার খুলে নিয়ে তার মাথা কেটে ফেলল। গলিয়াথ নিহত হওয়ায় ফিলিস্তিনি শিবিরে আতঙ্ক দেখা দেয় এবং তারা পালাতে থাকে। ইসরায়েলিরা তাদের ধাওয়া করে হত্যা করল এবং তাদের শিবির লুট করল। সৌল ডেভিডকে পদোন্নতি দিয়ে যোদ্ধাদের উপরের দায়িত্ব দেন।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ডেভিডের বীরত্ব গাঁথা ইসরায়েলিদের মুখেমুখে প্রচার হয়ে গেল। সৌলের ছেলে যোনাথান এতটাই অভিভূত হল যে, 'যোনাথানের প্রাণ ডেভিডের প্রাণের সঙ্গে এমনই ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হল যে যোনাথান তাঁকে নিজের মতই ভালবেসে ফেললেন।' পরবর্তী সময়ে একাধিকবার তার পিতার দাউদকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র থেকে এই যোনাথান তাকে রক্ষা করেন। সৌল ডেভিডকে যে দায়িত্বই দেন তাতেই তিনি সফল হন। 'সমস্ত লোকের দৃষ্টিতে ও সৌলের অনুচারীদের দৃষ্টিতেও সম্মানের পাত্র হলেন।' ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করে সৌল ফিরে এলে তাকে স্বাগত জানাতে ইসরায়েলি মেয়েরা নাচতে নাচতে গান গাইল, 'সৌলের আঘাতে পড়ল হাজার হাজার প্রাণ, ডেভিডের আঘাতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ।'

ডেভিডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র: সৌল ভাবলেন জনগণের দৃষ্টিতে ডেভিট যা অর্জন করে ফেলেছে এখন তার জন্য রাজত্ব অর্জন ছাড়া আর কিছু বাকি নেই। তিনি ডেভিডের প্রতি ঈর্ষান্বিত হলেন। এদিকে সৌলের কন্যা মিখাল ডেভিডের প্রেমে পড়ে যায়। সৌল মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার যৌতুক হিসেবে চাইলেন একশত ফিলিস্তিনির অগ্রচর্ম[১১]। সৌল ভেবেছিলেন এই যৌতুক সংগ্রহ করতে গিয়ে ডেভিড নির্ঘাত মারা পড়বেন, আর তার পথের কাঁটা দূর হবে। কারণ, এটা করতে গেলে তাকে অন্তত একশত ফিলিস্তিনিকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু ডেভিড সময়সীমা পেরোনের আগেই দুইশত ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে দুইশত অগ্রচর্ম এনে হাজির করলেন। যদিও সৌল ডেভিডকে তার কন্যা দান করলেন কিন্তু তার অন্তরে ঈর্ষার আগুন জ্বলতেই থাকে।

এরপর থেকে সৌলের ইতিহাস ডেভিডের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। ডেভিডকে কীভাবে হত্যা করা যায়, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে, তাকে হত্যায় কার সাহায্য পাওয়া যাবে এই ছিল তার সার্বক্ষণিক ধ্যান ও কাজ। সৌলের ঘরে যখন ডেভিড বীণা বাজাচ্ছিলেন তখন একবার তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে সৌল তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে দেয়ালে বিঁধে থাকে। এরপর ডেভিড সৌলের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে বেড়াতে থকেন। সৌল তার দূতের মাধ্যমে ডেভিডকে তার পদে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। ডেভিড সৌলের পুত্র যোনাথানকে অনুরোধ করেন তিনি যেন নিশ্চিত হয়ে জানান সৌল এখনো তাকে মেরে ফেলতে চান কিনা। যোনাথান যখন তাকে জানান যে সৌল সত্যি তাকে মেরে ফেলতে ষড়যন্ত্র করছেন

তখন ডেভিড নোবে চলে গেলেন। নোবের যাজক আহিমেলেকের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে কিছু রসদ সংগ্রহ করে গাতের রাজা আখিসের আশ্রয় লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেখানে লোকজন তাকে গলিয়াথের নিধনকারী হিসেবে চিনে ফেললে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আদুল্লাম গুহায় আশ্রয় নেন। ডেভিডের বাবা ও ভাইরা সন্ধান পেয়ে সেখানে তার সাথে যোগ দেন। 'তখন দুর্দশাগ্রস্ত, ঋণী ও অসন্তুষ্ট যত লোক এসে জড় হল, আর তিনি তাদের নেতা হলেন: এইভাবে প্রায় চারশ' লোক তার সঙ্গী হল।' ডেভিড মিস্পাতে মোয়াব-রাজ গাদের কাছে তার বাবা-মাকে রেখে যুদা রাজ্যে চলে গেলেন।

এদিকে সৌল চরের মাধ্যমে জানতে পারেন যে যাজক আহিমেলেক ডেভিডকে রসদ দিয়েছিলেন। এই অপরাধে সৌল আহিমেলেক আর তার কুলের নারী-পুরুষ-শিশু সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এই হত্যাকাণ্ড থেকে আহিমেলেকের একটি ছেলে বেঁচে যান, তার নাম আবিয়াথার। সে ডেভিডের কাছে আশ্রয় নেয়।

ডেভিড যখন জানতে পারলেন যে ফিলিস্তিনিরা কেইলা অবরোধ করেছে এবং খামারের সকল শষ্য লুট করে নিচ্ছে তখন ডেভিড তার লোকজন নিয়ে ফিলিস্তিনিদের আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করে কেইলা রক্ষা করেন। ডেভিড কেইলাতে আছে জানতে পেরে সৌল সৈন্য নিয়ে কেইলা রওনা হন। কিন্তু সৌল কেইলে আসার আগেই ডেভিড সেখান থেকে পালিয়ে যান। ডেভিড যখন মরুপ্রন্তরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন সৌল তার মেয়ে ডেভিডের স্ত্রী মিখালকে 'গাল্লিম নিবাসী লাইশের সন্তান পল্টিকে দিয়েছিলেন'। এদিকে ডেভিড তার পলাতক জীবন শেষ হওয়ার আগেই অন্তত দুই স্ত্রী পেয়েছিলেন। তারা ছিলেন যেস্রেয়েলীয়ার আহিনোয়াম ও মায়োনের নাবালের বিধবা স্ত্রী আবিগাইল। সৌল যখন ডেভিডকে হত্যা করার জন্য শিকারের পিছনে শিকারির মত অনুসরণ করছিলেন তখন তিনি দু'বার ডেভিডের কব্জায় পড়েছিলেন, দু'বারই ডেভিড তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেননা তিনি 'প্রভুর অভিষিক্তজনের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে' ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অপরাধী হতে চাননি।

ডেভিডের পলাতক-জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে তিনি তার প্রায় ছয়শত অনুসারী নিয়ে ফিলিস্তিনি রাজা আখিসের আশ্রয় নেন। এখানে তাকে থাকার জন্য সিক্লাগ নামের ছোট্ট একটি শহর দেন। এখানে তিনি এক বছর চার মাস ছিলেন। এই সময়ে তিনি বহুবার গেশুরীয়, গির্সীয় ও আমালেকীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান চালান, তবে তা করা হয় ফিলিস্তিনি-রাজের অগোচরে। ফিলিস্তিনিরা আবার ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ফিলিস্তিনি-রাজ চেয়েছিল ডেভিড সৌলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিক, ডেভিডও তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু ফিলিস্তিনি সভাসদদের বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফিলিস্তিনিদের আক্রমণের মুখে ইসরায়েলিরা পালাতে গিয়ে গিলবোয়া পর্বতে আটকে যায়। 'ফিলিস্তিনিরা সৌলের ও তাঁর সন্তানদের পিছনে ধাওয়া করল, সৌলের সন্তান যোনাথান, আবিনাদাব ও মাল্কিসুয়াকে মেরে ফেলল।' সৌল তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন।

শত্রুর হাতে পড়ার আগেই যাতে তার মৃত্যু হয় সেজন্য তিনি তার অস্ত্রবাহককে তারই খড়গ দিয়ে তাকে হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন, কিন্তু অস্ত্রবাহক তা করলেন না। সৌল নিজেই খড়গের উপরে পড়ে নিহত হলেন। এমনি মর্মান্তিক পরিণতিতে শেষ হল ইসরায়েলিদের প্রথম রাজার বিচিত্র জীবন।

ইসরায়েলের প্রথম রাজা সৌল সত্যি ইসরায়েলের ইতিহাসে রক্ত-মাংসের কোন মানুষ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। কেবল হিব্রু বাইবেলের বর্ণনা ছাড়া অন্যকোন সুত্রে এর সমর্থনে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। যে যুগের প্রেক্ষাপটে তার জীবন ও ঘটনাবলি চিত্রিত করা হয়েছে সেই যুগের অন্তত ছয়শ' বছর পরে বইবেলের সংশ্লিষ্ট অংশ রচনা করা হয়েছিল। ধারণা করা যায় সামুয়েলের মাধ্যমে সাবধান করা সত্ত্বেও ইসরায়েলিদের রাজতন্ত্রের প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকা, ঈশ্বরের অনিচ্ছায় রাজকীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা, রাজা তার ক্ষমতার নেশায় অন্ধ হয়ে ঈশ্বরের আদেশ ও বিধান অমান্য করা এবং সৌলের মর্মান্তিক পরিণতি সবই একটি উৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটকের উপাদানসমৃদ্ধ রূপরেখা যার একটা স্পষ্ট মর্মবাণীও রয়েছে।

টীকা

১. ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে নবী সামুইল। সূরা বাকারার ২৪৭-২৪৮ আয়াতে তার নাম উল্লেখ না করে বলা হয়েছে একজন নবী সৌলকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করলেন। জেরুজালেমে তাঁর নামের মসজিদ আছে এবং তার কবর ইসলামি ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

২. Samu. 7:15-16।

৩. Samu. 8:8।

৪. Samu. 10:1।

৫. Samu. 11:2।

৬. Samu. 11:7।

৭. ঈশ্বরের বিধান অনুসারে শুধু লেবীয় গোষ্ঠীর পুত্রসন্তানরা যাজকের দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং যজ্ঞাহুতির পৌরহিত্য করতে পারেন।

৮. Samu. 14:47-48।

৯. পাথর ছুড়ে দেবার জন্য গুলতিবিশেষ। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি দূর থেকে পাথর নিক্ষেপের জন্য ব্যবহার করা হত।

১০. Samu. 17:40, 48,49।

১১. খৎনা করার সময় পুরুষ-লিঙ্গের চামড়ার যে অংশটুকু কেটে ফেলা হয়। ফিলিস্তিনিদের মধ্যে খৎনার প্রচলন ছিল না।

৭

রাজা ডেভিড

ইসরায়েলের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে দক্ষিণে যুদার গোষ্ঠীগুলি ডেভিডকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করল। হেবরনে তার রাজধানী স্থাপন করা হল। উত্তরের ইসরায়েলি গোষ্ঠীরা সৌলের উত্তরাধিকারী হিসেবে সৌলের একমাত্র জীবিত পুত্র ইশবোসেথকে রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। সাত বছর যুদ্ধের পর ইশবোসেথ নিহত হলে উত্তরের গোষ্ঠীগুলিও ডেভিডকে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নেয়। রাজা ডেভিড তার বর্ণাঢ্য রাজত্বকালে ইসরায়েলিদের মধ্যে রাজতন্ত্রের ধারণাকে এক ধরনের স্থায়িত্ব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও একক ও ঐক্যবদ্ধ ইসরায়েলি রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে ভিত তিনি রচনা করেছিলেন তা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

ইসরায়েলিদের জাতীয় আবেগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে তিনি জেরুজালেম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোট চল্লিশ বছর তার রাজত্বকাল ছিল, এর মধ্যে প্রথম সাত বছর তার রাজধানী ছিল হেবরনে। বাকি তেত্রিশ বছর রাজধানী ছিল জেরুজালেমে। ইসরায়েলিদের মহাপবিত্র অস্থায়ী মন্দির প্রায় তিনশ’ বছর ছিল জেরুজালেম থেকে প্রায় ৪১ কি. মি. উত্তরে সিলোহ্-তে। ইসরায়েলিদের প্রথম রাজা সৌলের রাজধানী ছিল জেরুজালেমের মাত্র তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত গিবিঅনে। গিবিঅন থেকে মোটামুটি নিরাপদ দূরত্বে জেরুজালেম থেকে প্রায় ৩১ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে হেবরনে ডেভিড তার প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। সৌলের পুত্র ইশবোসেথ নিহত হওয়ার পর উত্তরের ইসরায়েলি গোষ্ঠীগুলির সমর্থন লাভের পর তিনি হেবরন ও সিলোহ্ এর প্রায় মাঝামাঝি অবস্থানের জেরুজালেমের প্রতি দৃষ্টি দেন। জেরুজালেম ছিল মরিয়াহ পর্বতের উপর একটি সুরক্ষিত দুর্গ। এখানকার অধিবাসী যেবুসীয়দের নাম অনুসারে এই দুর্গ ‘যেবাস’ নামে পরিচিত ছিল। এখানে যেবুসীয় সর্দাররা দীর্ঘকাল তাদের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছিলেন। খ্রি. পূ. ১৩৫০ সালে জেরুজালেমের সর্দাররা মিশরের ফারাওয়ের কাছে সামরিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছেন এমন নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। আবেদনটি এরূপ, ‘জেরুজালেমের একটি শহর কিলটুর লোকদের পক্ষে চলে গেছে। রাজাধিরাজ তার

ভৃত্য আব্দিহেপার আবেদন গ্রাহ্য করে তীরন্দাজ পাঠাতে আজ্ঞা হয়।'[১] এটাই হল ইতিহাসে জেরুজালেমের প্রাচীনতম উলেস্নখ। এই উদ্ধৃতি থেকে ধারণা হয় শহর নয়, এলাকার নাম সম্ভবত ছিল জেরুজালেম। যেই পর্বতে দুর্গটি ছিল পরবর্তীকালে সেই পর্বতটির জাইঅন নামেও পরিচিতি ছিল। ডেভিড কীভাবে এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি দখল করেছিলেন সেই বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। ডেভিড দুর্গটি দখল করে এর দেয়াল মেরামত করেন। দুর্গ ও এর বাইরের দেয়াল ঘেরা চত্বর নিয়ে মোট এলাকা ১৫ একরের বেশি ছিল না বলে পণ্ডিতগণ ধারণা করেন।[২] ডেভিড তার নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং শহরের নতুন নাম রাখেন 'ডেভিড-নগর'। ডেভিডের নতুন রাজধানী জেরুজালেম ছিল উত্তরের গোষ্ঠীর আওতার বাইরে, একই সাথে তার নিজের গোষ্ঠী যুদার এলাকার মধ্যেও নয়। প্রভুর-মঞ্জুষা তিনি এখানে স্থাপন করে উত্তর দক্ষিণের গোষ্ঠীদের মধ্যে ঐক্যের যে সেতু প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন বাস্তবে তা সুদূরপরাহত থেকে গেছে। মহিমান্বিত রাজার শক্ত হাতের শাসন হয়ত কিছুদিনের জন্য উত্তর-দক্ষিণের বিভেদ চাপা দিয়ে রাখতে পেরেছে, কিন্তু তা বিলীন করতে পারেনি।

এরপর তিনি 'প্রভুর মঞ্জুষা' (Ark of the Covenant) দাউদ-নগরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রাসহকারে সিলোহ্ থেকে মঞ্জুষাটি নিয়ে আসা হয়। 'দাউদ ও গোটা ইসরায়েলকুল বীণা, সেতার, খঞ্জনি. জয়শৃঙ্গ ও কর্তালের ঝঙ্কারে প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নেচে নেচে ফুর্তি করছিলেন। ...দাউদ প্রভুর সামনে সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের পায়ের উপর ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন; তাঁর কোমরে তখন সেই ক্ষোমবস্ত্রের এফোদ[৩] বাঁধা ছিল। এইভাবে দাউদ ও গোটা ইস্রায়েলকুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ও সিঙার সুরে প্রভুর মঞ্জুষা নিয়ে এলেন।' সাধারণ মানুষের সাথে ডেভিডের এই উদ্দাম নৃত্য তার স্ত্রী সৌলের কন্যা মিখালের (যাকে ডেভিড ইসরায়েলের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হবার পর তার দ্বিতীয় স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন) মনঃপূত হয়নি। 'দাসীদের সামনে পোষাক ছেড়ে' নৃত্য করার কারণে তিনি ডেভিডকে তিরস্কার করলেন। এজন্য 'মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সৌলের কন্যা মিখালের সন্তান হল না।'

পূর্ব-নির্মিত তাঁবুতে ডেভিড 'প্রভুর মঞ্জুষা' স্থাপন করলেন। 'দাউদ প্রভুর সাক্ষাতে আহুতি দিলেন ও মিলন-যজ্ঞাবলি উৎসর্গ করলেন। আহুতি ও মিলন-যজ্ঞ উৎসর্গ-কর্ম শেষ করার পর দাউদ সেনাবাহিনীর প্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করলেন।' ডেভিড তার জন্য নবনির্মিত সুরম্য ভবনে থাকেন অথচ 'প্রভুর মঞ্জুষা' তাবুতে থাকবে এটা ডেভিডের ভাল লাগছিল না। তিনি 'প্রভুর মঞ্জুষা'র জন্য একটা স্থায়ী গৃহ নির্মাণ করতে চাইলেন এবং যাজক যোনাথানকে এ বিষয়ে প্রভুর আজ্ঞা জানাতে বললেন। প্রভু জানালেন ডেভিডের ঔরষজাত পুত্র প্রভুর জন্য স্থায়ী আবাস নির্মাণ করবেন, তিনি নন।

একদিন বিকালবেলা ডেভিড প্রাসাদের ছাদে পায়চারী করছেন এমন সময় দেখতে পেলেন একজন অতি সুন্দরী নারী স্নান করছেন। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন, এবং তার সাথে শুলেন। 'স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হল, সে লোক পাঠিয়ে দাউদকে জানিয়ে দিল,

আমি গর্ভবতী।' স্ত্রীলোকটি ছিলেন ডেভিডের অন্যতম সেনা কর্মকর্তা হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রী বেথ্‌শেবা। তার স্বামী তখন অন্য সেনাদের সাথে আম্মোনীয়দের শহর রাব্বা অবরোধে নিয়োজিত। বেথ্‌শেবার সন্তানের দায় এড়ানোর জন্য ডেভিড যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উরিয়াকে ডেকে পাঠালেন। উরিয়া এলে তার কাছে যুদ্ধের খবরাখবর নিয়ে তাকে বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নিতে বললেন। উরিয়া বাড়িতে না গিয়ে প্রাসাদ-রক্ষীদের সাথে শুয়ে রইল। পরদিন ডেভিড জানতে পারলেন উরিয়া ঘরে যায়নি। কারণ হিসেবে সে জানাল, যখন তার সৈন্যরা যুদ্ধের মাঠে ঘুমাচ্ছে তখন সে 'কি খাওয়া-দাওয়া করতে ও স্ত্রীর সঙ্গে শুতে নিজের ঘরে যেতে পারে?' ডেভিড তাকে আরো দুদিন যেতে দিলেন না। শেষদিন রাতে তাকে নিজের সাথে খাওয়ালেন, মদ খাইয়ে মাতাল করে তাকে বাড়ি পাঠালেন। সে রাতেও সে বাড়ি গেল না এবং প্রাসাদ-রক্ষীদের সাথেই ঘুমালো। পরদিন ঘটনা জানতে পেরে ডেভিড সেনাপতি যোয়াবকে একটা পত্র লিখে উরিয়ার হাতে দিয়ে দিলেন। পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'তোমরা উরিয়াকে সৈন্যদলের পুরোভাগেই রাখ, যেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে, সেইখানে। পরে তাকে ছেড়ে পিছিয়ে এসো, যেন সে শত্রুর আঘাতে মারা পড়ে।'[৪] উরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল। বেথ্‌শেবার স্বামী হারানোর শোক পালনের মেয়াদ শেষ হলে ডেভিড তাকে স্ত্রী করে ঘরে তুলে নেন। ঈশ্বর ডেভিডের ব্যভিচারের শাস্তি হিসেবে বেথ্‌শেবার ঘরে ডেভিডের ঔরসজাত প্রথম সন্তানকে বাঁচতে দেননি। ডেভিডের বহু স্ত্রীর মধ্যে বেথ্‌শেবা ছিলেন তার প্রিয়তমা। পরবর্তীকালে বেথ্‌শেবার পুত্র সলোমন ডেভিডের উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে অরোহন করেন।

খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৮৫০ অব্দ পর্যন্ত মিশর ও ইরাকের সাম্রাজ্য ক্ষয়মান ছিল। এই সুযোগেই সম্ভবত যুদা ও সামারিয়ার আশেপাশের ছোট ছোট রাজ্য দখল করে ডেভিড তার রাজ্য বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কথিত আছে, ডেভিডের রাজ্য লেবানন থেকে মিশরের সীমান্ত এবং পূবে আজকের জর্দান ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে বাইবেল ডেভিড সম্পর্কে সকল তথ্যের একমাত্র উৎস হবার কারণে ডেভিডের রাজ্যের বিস্তৃতি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বেশ কঠিন। তবে ডেভিড নামে একজন রাজা যুদায় রাজত্ব করেছেন এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গেছে। ১৯৯৩ সালে উত্তর ইসরায়েলের তেল-দান নামের এক জায়গায় পাওয়া খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে যুদার রাজাদের 'ডেভিডের বংশীয়' বলে উলেস্নখ করা হয়েছে।

ডেভিডের জ্যেষ্ঠ পুত্র আম্নোন তার এক সৎবোন তামারের প্রতি আকৃষ্ট হন। এক বাহানায় তামারকে তার ঘরে ডেকে এনে আম্নোন তাকে ধর্ষণ করেন। ঘটনাটি জানতে পেরে তামারের আপন ভাই আবশালোম এর প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করেন। আবশালোম একদিন তার সকল ভাইদের জেরুজালেমের বাইরে তার বাড়িতে ভোজের আমন্ত্রণ জানান। আবশালোম সেই ভোজসভায় আম্নোনকে হত্যা করে পালিয়ে যান। আবশালোম তিন বছর পালিয়ে থেকে ডেভিডের সেনাপতি যোয়াবের মধ্যস্থতায় ডেভিডের ক্ষমা লাভ করেন এবং জেরুজালেমে ফিরে আসেন।

আবশালোম ছিলেন অস্থিরমতি ও উচ্চাভিলাষী। শীঘ্রই তিনি পিতার সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র শুরু করেন। রাজার অনুমতি নিয়ে তিনি হেবরন গিয়ে সেখানে বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করেন। ধীরে ধীরে আবশালোমের সমর্থন বাড়তে থাকে। এমনকি ডেভিডের মন্ত্রী 'আহিথোফেলকে তার শহর গিলো থেকে ডেকে পাঠালো, যেন যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় তার সঙ্গে থাকে।' ডেভিডের কাছে খবর এল 'ইস্রায়েলীদের মন আবশালোমের দিকে ফিরেছে।' অবস্থা খারাপ দেখে ডেভিড তার পারিষদদের নিয়ে জেরুজালেম থেকে পালিয়ে গেলেন। আবশালোম তার সমর্থকদের নিয়ে জেরুজালেম প্রবেশ করেন। এখন কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে আবশালোম পরামর্শ চাইলে ডেভিডের সাবেক মন্ত্রী আহিথোফেল বলেন, 'তোমার পিতা রাজপ্রাসাদের উপর লক্ষ করার জন্য যাদের রেখে গেছেন, তুমি তোমার পিতার সেই উপপত্নীদের কাছে যাও; তখন গোটা ইস্রায়েল জানতে পারবে যে, তুমি পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছ এবং তোমার সঙ্গী এই সমস্ত লোকের সাহস আরো দৃঢ় হবে। তাই আবশালোমের জন্য প্রাসাদের ছাদে একটা তাঁবু খাটানো হল, ফলে আবশালোম গোটা ইস্রায়েলের চোখের সামনে তাঁর পিতার উপপত্নীদের কাছে গেল।'[৫]

জর্ডন নদী পার হয়ে ডেভিড মাহানাইমে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি স্থানীয় সরদারদের সহায়তায় একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। ডেভিড তার লোকদের তিন ভাগে ভাগ করে তার সেনাপতি যোয়াব, যোয়াবের ভাই সেরুইয়ার সন্তান আবিশাই এবং গাতীয় ইত্তাইয়ের নেতৃত্বে আবশালোমের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে ডেভিড তার সেনাদের বললেন, 'তোমরা সেই যুবকের প্রতি, সেই আবশালোমের প্রতি কোমলভাবে ব্যবহার করবে।' এফ্রাইমের বনে যুদ্ধ সংঘটিত হল। 'সেখানে ইস্রায়েলের লোকেরা দাউদ-পক্ষের লোকদের দ্বারা পরাজিত হল'। আবশালোম হঠাৎ ডেভিডের সৈন্যদের সামনে পড়ে গেলে সে তার খচ্চরে চড়ে দ্রুত পালানোর সময় 'খচ্চরটা সেখানকার বড় একটা তার্পিনগাছের ডালপালার নিচ দিয়ে গেল, আর আবশালোমের মাথা সেই তার্পিনগাছে জড়িয়ে পড়ল, আর এভাবে সে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলে রইল, এবং তার নিচে যে খচ্চর, সেটা তাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল।' এই ঝুলন্ত অবস্থায় আবশালোমকে হত্যা করা হয়। আবশালোম নিহত হওয়ার খবরে তার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তার প্রিয় সন্তানকে হারিয়ে ডেভিড অনেক বিলাপ করলেন। তিনি জেরুজালেমে ফিরে এলে ইসরায়েলের যেসকল গোষ্ঠী-নেতারা আবশালোমের সাথে গিয়েছিলেন তারা সকলেই আবার ডেভিডের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। এরপর ডেভিডকে আরেকটি বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে হয়। বেঞ্জামিনীয় বিখ্রির সন্তান শেবা যুদাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলিদের একত্রিত করে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। 'তখন ইসরায়েলিরা দাউদের সঙ্গ ত্যাগ করে বিখ্রির সন্তান শেবার পিছনে গেল।' যোয়াবের নেতৃত্বে যুদাদের এক বাহিনী শেবাকে ধাওয়া করে তাকে আবেল-বেথ-মায়াখাতে হত্যা করে। এছাড়া ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ডেভিডকে বারবার অভিযানে যেতে হয়েছে।

ইহুদি বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, ডেভিডের রাজত্বকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ডেভিডের লোক গণনা। ডেভিডের নির্দেশে যোয়াব ও অন্য অধিনায়করা নয় মাস কুড়ি দিনে সারা দেশ ঘুরে লোক গণনা করল। 'যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজাকে দিলেন, ইস্রায়েলে আটলক্ষ শক্তিশালী খড়্গধারী যোদ্ধা ছিল; যুদায় পাঁচ লক্ষ।' উল্লেখ আছে ঈশ্বরের নির্দেশ ছাড়া লোক গণনা করায় ঈশ্বর রুষ্ট হয়ে 'ইসরায়েলের উপরে মহামারী ডেকে আনলেন; দান থেকে বেরশেবা পর্যন্ত সত্তর হাজার লোক মারা গেল।'

ডেভিড বয়সের কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি বিছানার কাপড়ে জড়ানো থাকলেও গা গরম রাখতে পারতেন না। 'তাই দাসেরা তাঁকে বলল, আমাদের প্রভু মহারাজের জন্য একটি যুবতী কুমারীকে জেগাড় করা হোক যে মহারাজকে যত্ন ও সেবা করবে; সে তাঁর পাশাপাশি শুয়ে থাকবে, এভাবে আমাদের প্রভু মহারাজের শরীর উষ্ণ হবে।' সারা ইসরায়েল খুঁজে সুন্দরী আবিশাগ-কে নিয়ে আসা হল। 'সে রাজাকে যত্ন ও সেবা করত, কিন্তু তার সঙ্গে রাজার কখনও মিলন হল না।'

ডেভিডের অসুস্থতার সুযোগে ডেভিডের জ্যেষ্ঠ পুত্র আদোনিয়া নিজেকে রাজার উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করল। রাজকীয় আনুষঙ্গ—রথ, ঘোড়া, রথের সামনে দৌড়ানোর জন্য পঞ্চাশজন লোক সংগ্রহ করে রাজ-আচারের মহড়া শুরু করল। ডেভিডের সেনাপতি যোয়াব ও যাজক আবিয়াথার তাকে সমর্থন করল। সে 'নানা মেষ, বলদ ও নধর বাছুর বলিদান করল' এবং সমর্থকদের জন্য ভোজের আয়োজন করল। এদিকে নবী নাথান ডেভিডের প্রিয় রাণী বেথ্‌শেবাকে তার পুত্র সলোমনকে রাজার উত্তরাধিকারী ঘোষণার জন্য ডেভিডের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য মন্ত্রণা দেন। বেথ্‌শেবার সন্তানই ডেভিডের উত্তরাধিকারী হবে তার দেওয়া অঙ্গীকার অসুস্থ ডেভিডকে স্মরণ করিয়ে দেন বেথ্‌শেবা। ডেভিড তার অঙ্গীকারের কথা স্বীকার করেন। ডেভিড যাজক সাদোক, নবী নাথান ও যোহাইয়াদার সন্তান বেনাইয়াকে ডেকে সলোমনকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার সকল অয়োজন করার নির্দেশ দিলেন। সলোমনকে যথারীতি রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হলে আদোনিয়ার সমর্থকরা পালিয়ে যায়। সলোমন আদোনিয়াকে প্রাণ ভিক্ষা দেন।

সাম-সঙ্গীতের (Psalm)[৬] সাথে ডেভিডের নাম অমর হয়ে আছে। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সাম-সঙ্গীত 'ডেভিডের প্রতি' অথবা 'ডেভিডের জন্য' রচিত। বাইবেলে ১৫০টি সাম-সঙ্গীত আছে। ধারণা করা হয়, এর মধ্যে ৭২টির রচয়িতা ডেভিড। ৭২ নম্বর সাম-টির শেষ পঙ্ক্তিতে বলা হয়েছে, 'এই সাথে শেষ হল ডেভিডের সাম-সঙ্গীতমালা'। এর উপর ভিত্তি করেই উপরোক্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'Dead Sea Scrolls'-এ উলেস্নখ দেখা যায় যে ডেভিড ৩৬০০ সাম-সঙ্গীত রচনা করেছিলেন।

ডেভিডের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উলেস্নখ না করলে তাঁর চরিত্রের মূল্যায়ন অসমাপ্ত থেকে যায়। সাম-সঙ্গীতগুলির মূল বাণী হচ্ছে ঈশ্বর বন্দনা ও ভক্তি। বিশেষ করে

'সাম-সঙ্গীতমালার' প্রথম ৭২টি সঙ্গীত, যা ডেভিড রচনা করেছিলেন, ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনাকারীর একাত্ম হয়ে যাওয়ার আকুল বাসনা প্রকাশ পায়। ডেভিড এমন গভীরভাবে প্রার্থনা করতেন যে কথিত আছে, 'তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে স্বর্গ থেকে কিছু বস্তু নামিয়ে আনতে পারতেন।'[৭] বেথ্‌শেবার সাথে ডেভিডের ব্যাভিচারের শাস্তি হিসেবে ঈশ্বর জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বেথ্‌শেবার গর্ভের ব্যভিচারজাত ডেভিডের সন্তান ঈশ্বর মেরে ফেলবেন। ঐ সন্তান জন্মের পর ডেভিড সন্তানকে বাঁচাতে ঈশ্বরের কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে আহার-নিদ্রা ছেড়ে ভূ-লুণ্ঠিত হয়ে সাতদিন ধরে একনাগাড়ে প্রার্থনা করেছিলেন। প্রার্থনা তার সফল হয়নি, জন্মের সপ্তম দিনে নবজাত সন্তানের মৃত্যু হয়। কিন্তু সন্তান যত দিন জীবিত ছিল তার ভৃত্যরা শত চেষ্টা করে পানাহারের জন্য এক মুহূর্তের জন্যও তাকে প্রার্থনা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

টীকা

১. ১৮৮৭ খ্রি. কায়রোর দক্ষিণে এল-আমারনায় ফারাও ৪র্থ আমেনহোতেপ (খ্রি:পূ: ১৩৫২-১৩৩৬)-এর মহাফেজখানায় প্রাপ্ত ৩৮০টি পোড়া কাদামাটির ফলকে লিখিত পত্রের মধ্যে একটিতে এই তথ্য পাওয়া যায়। Simon Sebag Montefiore, Jerusalem: The Biography, Weidenfeld & Nicolson, London. p. 35 থেকে উদ্ধৃত।

২ *ibid p. 22*।

৩. প্রাচীনকালের ইহুদি প্রধান যাজকের উদ্ভিদ-তন্তু দিয়ে প্রস্তুত কাপড়ের হাতাবিহীন এপ্রনের মত পোষাক। কাঁধ থেকে উরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই পোষাক একই কাপড়ের তৈরি কোমরবন্ধ দিয়ে দেহের সাথে আটকে রাখা হত। ডেভিডের নৃত্যে মিখালের আপত্তি থেকে ধারণা হয় ডেভিডের কটি থেকে উর্ধ্বাঙ্গ সম্ভবত অনাবৃত ছিল।

৪. II Samu. 11:15।

৫. II Samu. 16:21-22।

৬. আল-কোরানের পূর্বে নাযিল হওয়া তিনটি ঐশী কিতাবের নাম কোরানে উলেস্নখ আছে—তৌরিদ, যাবুর, ও ইনজিল। এর মধ্যে জাবুর ডেভিড বা দাউদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। ধারণা করা হয়, যাবুরই বাইবেলের Book of Psalms বা সামসঙ্গীত-মালা। 'যাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি, দাউদকে আমি যাবুর দিয়াছি' (সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল, আয়াহ্ ৫৫)। 'যাবুর' শব্দটি হিব্রু শব্দ 'জামরা'-এর সমার্থক, যার অর্থ গান বা সঙ্গীত।

৭. Hag. 12b cit. http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4922-david#anchor14।

৮

রাজা সলোমন

অন্তিম শয্যাশায়ী রাজা ডেভিড সিংহাসনে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে সলোমনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর নবী নাথান, যাজক সাদোক এবং যোহোইয়াদার সন্তান বেনাইয়া, ক্রেথীয় ও পেলেথীয়দের সাথে নিয়ে সলোমনকে '...দাউদ রাজার খচ্চরীর পিঠে বসিয়ে গিহোনে নিয়ে গেলেন। পরে সাদোক যাজক তাঁবুর মধ্য থেকে তেলের শিঙ নিয়ে তুরিধ্বনিতে সলোমনকে অভিষিক্ত করলেন; উপস্থিত সকলে বলে উঠল, রাজা সলোমন দীর্ঘজীবী হউন। গোটা জনগণ তার সাথে ফিরে গেল; তারা নেচে নেচে এমন হর্ষনাদ তুলছিল যে, সেই শব্দে পৃথিবীর বুক কেঁপে উঠছিল।' এভাবে রাজা ডেভিডের সিংহাসনে সলোমন অধিষ্ঠিত হলেন।

উত্তরাধিকারের শত্রুদমন: সলোমন সিংহাসনে বসে প্রথমেই তার উত্তরাধিকার বিষয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেন। আদোনিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাইলে তাকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হয় যে সে যদি বিশ্বস্ত থাকে তাহলে 'তার একটা চুলও মাটিতে পড়বে না'। কিন্তু যদি তার মধ্যে শঠতা পাওয়া যায় তবে সে মারা পড়বেই।' পরিতাপের বিষয়, আদোনিয়া তার বিশ্বস্ততা বজায় রাখতে ব্যর্থ হল। সে সলোমনের মা বেথ্‌শেবার কাছে গিয়ে আবদার করল, বেথ্‌শেবা যেন সলোমনকে বলে প্রয়াত ডেভিডের সর্বশেষ উপপত্নী আবিশাগকে তার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দেন। বেথ্‌শেবা সলোমনের কাছে কথাটা উঠানোর সাথে সাথেই সলোমন তার প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করলেন, 'তুমি আদোনিয়ার জন্য শুনেমীয় আবিশাগকে কেন যাচনা কর? তার জন্য রাজ্যও যাচনা কর[১], ...সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি; আজই আদোনিয়ার প্রাণদণ্ড হবে।' রাজা সলোমন ঐ মুহূর্তেই আদোনিয়ার মৃত্যু নিশ্চিত করলেন।

যাজক আবিয়াথারকে সলোমন কৃপা করলেন। আবিয়াথারের বাবা সৌলের বিরুদ্ধে ডেভিডকে সহায়তা করে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আবিয়াথারকে ডেভিড আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সে ডেভিডের প্রতি সবসময় বিশ্বস্ত ছিল। আবশালোম যখন ডেভিডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন আবিয়াথার ডেভিডের পাশে ছিলেন। 'তুমি আমার পিতা দাউদের

সাক্ষাতে প্রভু পরমেশ্বরের মঞ্জুষা বহন করেছিলে, এবং আমার পিতার সমস্ত দুঃখকষ্টে দুঃখভোগ করেছিলে।' এই কারণে সলোমন তাকে প্রাণদণ্ড না দিয়ে 'প্রভুর যাজকত্ব থেকে পদচ্যুত করলেন।' এসব শুনে 'যোয়াব আশ্রয় নেবার জন্য প্রভুর তাঁবুতে গিয়ে যজ্ঞবেদির শৃঙ্গগুলি আঁকড়ে ধরলেন।' কিন্তু এতে তার প্রাণ রক্ষা হল না। সলোমনের নির্দেশে প্রভুর তাঁবুর যজ্ঞবেদিতেই তাকে হত্যা করা হল।

বাকি রইলো শিমেই। শিমেই সলোমনের বিরুদ্ধে আদোনিয়ার পক্ষ নেয়নি। কিন্তু আবশালোম-এর বিদ্রোহের সময় ডেভিড যখন জেরুজালেম ছেড়ে পালাচ্ছিলেন তখন শিমেই ডেভিডকে অভিসম্পাত দিয়েছিল। পরিস্থিতির কারণে তখন ডেভিড কথা দিয়েছিলেন তাকে হত্যা করা হবে না। ডেভিড তার মৃত্যুশয্যায় সলোমনকে বলেছিলেন, 'কিন্তু তুমি তার অপরাধ অদণ্ডিত রাখবে না; তুমি তো বুদ্ধিমান, তার প্রতি কেমন ব্যবহার করতে হবে, তা নিজেই বুঝবে,...।' সলোমন লোক পাঠিয়ে শিমেইকে ডেকে এনে আদেশ দিলেন সে যেন জেরুজালেমেই থাকে এবং এর বাইরে যেন কখনো না যায়। 'তুমি যেদিন বের হয়ে কেদ্রোন খরস্রোত পার হবে,—নিশ্চিত হয়ে জেনে রাখ!—সেদিন তোমার মৃত্যু অনিবার্য হবে।' শিমেই বেশ কিছুকাল নির্ঝঞ্ঝাট জেরুজালেমে বাস করলেন। একদিন জানতে পারলেন তার পলাতক দুই দাস গাত-এ গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য শিমেই জেরুজালেম থেকে বেরিয়ে গাত গেলেন। ফিরে এসে রাজ-আজ্ঞা অমান্যের অপরাধে প্রাণ হারাতে হল। এভাবে সলোমনের সিংহাসন নিষ্কণ্টক ও রাজ্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল।

সলোমন তার অনুগত আমত্যদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দিলেন। বিনাইয়াকে সেনাপতি ও সাদোককে প্রধান যাজক নিয়োগ দিলেন। 'শিশার সন্তান এলিহোরেফ ও আহিয়া ছিলেন কর্মসচিব, আহিলুদের সন্তান যোসাফেৎ রাজ-ঘোষক, ...নাথানের সন্তান আজারিয়া প্রদেশপালদের প্রধান, নাথানের সন্তান জাবুদ যাজক ও রাজ-বন্ধু, আহিশার বাড়ির অধ্যক্ষ এবং অব্দার সন্তান আদোনিরাম বাধ্যতামূলক কাজে নিযুক্ত দাসদের সর্দার।' সলোমন তার রাজ্যকে বারোটি প্রদেশে ভাগ করলেন এবং প্রতিটি প্রদেশের দায়িত্বে একজন করে প্রদেশপাল নিয়োগ করলেন। বারোজন প্রদেশপাল প্রত্যেকে এক মাস করে সলোমনের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন। বাইবেলে সলোমনের প্রতি দিনের খাদ্য চাহিদা কী ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে। 'ত্রিশ কোর সেরা ময়দা ও ষাট কোর সাধারণ ময়দা, দশটি মোটা-সোটা বলদ, মাঠ থেকে আনা কুড়িটা বলদ ও একশ'টা মেষ; তাছাড়া হরিণ, ছোট হরিণ, পুষ্ট হাঁস-মুরগি।'

ফারাও'র সাথে সন্ধি: সলোমন মিশরের ফারাও'র সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন এবং ফারাও'র এক কন্যাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন।[২] সলোমনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বিষয়ে বাইবেলে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই, 'সলোমন [ইউফ্রেটিস] নদী হতে ফিলিস্তিনিদের এলাকা ও মিশরের সীমানা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করতেন;...'। বাইবেলের অন্যত্র আধুনিক প্যালেস্টাইন এলাকার মধ্যে যেসব কানানীয় রাজ্যের কথা উল্লেখ পাওয়া

যায় তাতে অনুমান করা যায় সলোমনের রাজ্যের আয়তন এমন ছিল না যে তাকে সাম্রাজ্য আখ্যা দেওয়া যায়। বাইবেল ব্যতীত অন্য কোন সূত্র হতে সলোমনের অস্তিত্ব ও তার রাজ্যের ব্যাপ্তী বিষয়ে লিখিত সূত্র অথবা প্রত্নতাত্ত্বিক কোন নিদর্শন থেকে কোন সমর্থন পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালের যুদা ও ইসরায়েল রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে সাধারণভাবে পরিচিত ফিলিস্তিনিদের রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে ফিনিসীয়দের রাজ্য এবং পূর্ব ও উত্তরে মোয়াবীয়, আম্মোনীয়, পালায়াদীয় ইত্যাদি রাজ্যের অস্তিত্বের কারণে সলোমনের রাজ্যের আকার তৎকালীন বিশ্বের অধিকতর সুপরিচিত সাম্রাজ্যের তুলনায় বেশ ছোট ছিল বলেই ধরে নেওয়া যায়। যাইহোক, সলোমনের সাম্রাজ্যের বিশালত্ব অপেক্ষা জেরুজালেমের মহা পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা, তার চারিত্রিক মহিমা, তার প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য এবং প্রজ্ঞার কারণেই ইতিহাস বা উপকথায় তার উজ্জ্বল অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সলোমনের বিচার: কথিত আছে, প্রভু স্বপ্নে দেখা দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন সলোমন তার কাছে কী পেতে চান। উত্তরে সলোমন বলেছিলেন, '...তোমার এই দাসকে এমনই বিবেচনাপূর্ণ অন্তর দান কর, যেন সে তোমার জনগণের সুবিচার করতে পারে;...'। ঈশ্বর সলোমনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ইচ্ছাই শুধু পুরণ করেননি, যা তিনি চাননি তাও তাকে দান করলেন—'এমন ধন-ঐশ্বর্য ও গৌরব, যার সমান অন্য কোন রাজার নেই।'

সলোমনের একটি বিচারের উদাহরণ বাইবেলে উলেস্নখ আছে। দুই মহিলা একই শিশুকে নিজের সন্তান বলে দাবি করে সলোমনের কাছে বিচারের জন্য আসে। এদের উভয়ের সন্তান একই দিনে জন্ম হয় এবং তারা একই বিছানায় যার যার সন্তান নিয়ে শুয়েছিল। অভিযোগ ছিল একটি শিশু ঘুমের মধ্যে তার মায়ের দেহের চাপে মরে যায়। মৃত শিশুর মা অন্য মহিলাটির সন্তান তুলে নিয়ে তার মৃত সন্তান ঐ মহিলার পাশে রেখে দেয়। অপর মহিলা ঘুম থেকে উঠে তার নিজের শিশু ঐ মহিলার কোলে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে ঐ মহিলার মৃত শিশু তার পাশে রেখে দেওয়া হয়েছে। সলোমন উভয়ের বক্তব্য শুনে হুকুম দেন জীবিত শিশুটিকে দুই টুকরা করে যেন দুই মহিলাকে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই রায় শোনামাত্র দুই মহিলার একজন চিৎকার করে বলে উঠে শিশুকে ভাগ করার দরকার নেই, শিশুটিকে যেন অপর মহিলাকেই দিয়ে দেওয়া হয়। সলোমন বুঝতে পারলেন এই মহিলাই শিশুটির প্রকৃত মা আর অপর মহিলা যে নিশ্চুপ ছিল সে মৃত শিশুর মা। তখন সলোমন আদেশ দিলেন শিশুটিকে তার প্রকৃত মাকে দেওয়া হোক।

মহাপবিত্র মন্দির নির্মাণ: সলোমনের প্রধান কীর্তি জেরুজালেমে প্রভুর জন্য মহাপবিত্র মন্দির নির্মাণ। বাইবেলে উলেস্নখ আছে তিনি তুরসের (Tyre) রাজা হিরামের সহায়তায় মন্দির নির্মাণের জন্য লেবানন থেকে এরস (Cedar) ও দেবদারু কাঠ আনার ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন পাহাড় থেকে শ্রেষ্ঠ পাথর ও লেবানন থেকে আনা কাঠ সঠিক মাপে কেটে ও খোদাই করে মন্দির নির্মাণের জায়গায় আনা হত এবং এর ফলে 'গৃহ নির্মাণকালে খোদাই করা পাথরগুলো দিয়ে তা গাঁথা হল; নির্মাণকালে গৃহের মধ্যে হাতুরি, বাটালি বা আর কোন লৌহজাতীয় যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল না।' প্রভুর মন্দির

নির্মাণে ‘সলোমনের সত্তর হাজার ভারবাহক ও পাহাড়ে আশি হাজার পাথর কাটিয়ে ছিল। তা বাদে সলোমনের ছিল তিন হাজার তিনশ’জন প্রধান সরদার, যারা সমস্ত কাজ দেখাশোনা করত।’ প্রভুর গৃহ নির্মাণে সলোমন যে কার্পণ্য করেননি তা বাইবেলে ভালভাবেই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ‘সলোমন খাঁটি সোনা দিয়ে গৃহের ভিতরের ভাগ মুড়ে দিলেন, এবং অন্তর্গৃহের সামনে সোনার শেকল রাখলেন, অন্তর্গৃহটিও সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন; তাই তিনি সমস্ত গৃহ সোনায় মুড়ে দিলেন; অন্তর্গৃহের মধ্যে যে বেদি, তাও তিনি সোনা দিয়ে মুড়ে দিলেন।’ মিশর থেকে ইসরায়েল সন্তানরা বেরিয়ে আসার চারশ’ আশীতম বর্ষে সলোমন প্রভুর গৃহের ভিত গাঁথতে আরম্ভ করেন এবং সাত বছরে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। প্রভুর গৃহের পাশেই সলোমন তার নিজের প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদ নির্মাণে সময় লেগেছিল তেরো বছর।

নির্মাণ কাজ শেষ হলে সলোমন রাজ্যের সকল গোষ্ঠীপ্রধান ও প্রবীণদের জেরুজালেমে সমবেত করেন। লেবীয় যাজকরা ডেভিড নগর থেকে অতি সম্ভ্রম ও আতঙ্কের মাঝে কীভাবে সন্ধি-মঞ্জুষা প্রভুর আপন গৃহে নিয়ে আসলেন তা তারা প্রত্যক্ষ করলেন। ‘সলোমন রাজা ও তার সমাগত সমস্ত ইস্রায়েল জনমণ্ডলী তাঁর সঙ্গে মঞ্জুষার সামনে ছিলেন: তাঁরা এতগুলো মেষ ও বলদ বলিরূপে উৎসর্গ করলেন যা গণনার অতীত, হিসাবের অতীত!’ মন্দিরের অন্তর্গৃহে দেয়ালের সাথে লাগানো বিশালকায় সোনার পাতে মোড়া জলপাই কাঠের দুটি সাত হাতাবিশিষ্ট প্রদীপদানীর সংযোগ স্থলের নীচে নির্মিত বেদিতে সন্ধি-মঞ্জুষা স্থাপন করা হয়। ‘মঞ্জুষার মধ্যে কিছুই ছিল না, শুধু সেই প্রস্তরফলক দু’টো, যা হোরেবে তার মধ্যে রেখেছিলেন; অর্থাৎ সন্ধির সেই লিপিফলক দু’টো, যে সন্ধি—মিশর থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের বেরিয়ে আসার সময়ে—প্রভু তাদের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন।’ এই শুন্যতার মাঝেই প্রভু তার আবাসন বেছে নিলেন। যাজকরা অন্তর্গৃহ থেকে বেরিয়ে আসামাত্র ‘প্রভুর গৃহ সেই মেঘে পরিপূর্ণ হল, এবং মেঘের কারণে যাজকরা তাঁদের সেবাকর্ম সম্পন্ন করার জন্য সেখানে আর দাঁড়াতে পারছিল না, কেননা প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।’ এই মঞ্জুষার পবিত্রতা এতটাই তীব্র যে মন্দিরের একমাত্র প্রধান লেবীয় পুরোহিত ছাড়া অন্য কারো মন্দিরের অন্তর্গৃহের চৌকাঠ মাড়ানো মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল। ঈশ্বরের বেদিতে বিশেষ যজ্ঞ-বলির মাধ্যমে মন্দির উৎসর্গীকরণ সমাধা করে সলোমন প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করলেন, ‘আমি তোমার জন্য সত্যিই একটি রাজগৃহ গেঁথে তুলেছি; এমনই এক স্থান, যা তোমার চিরকালীন আবাস!’ সলোমন প্রভুর উদ্দেশে বাইশ হাজার বলদ ও এক লক্ষ কুড়ি হাজার মেষ মিলন-যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করলেন।

অন্যান্য নির্মাণ: মন্দির ও প্রাসাদ ছাড়াও সলোমন জেরুজালেমে বেশ কয়েকটি চমকপ্রদ ভবন নির্মাণ করেন। এইগুলো প্রত্যেকটি মূল্যবান কাঠ ও পাথর দিয়ে নির্মিত বিশালাকায় কাঠামো ছিল। ‘লেবাননের অরণ্য গৃহ’ নামের একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। এটা ছিল একশ’ হাত লম্বা, পঞ্চাশ হাত চওড়া ও ত্রিশ হাত উঁচু। এরস কাঠের পয়তাল্লিশটি স্তম্ভ ও কড়ির উপর পয়তাল্লিশটি কামরা নির্মাণ করা হয়েছিল। বিচার

সম্পাদনের জন্য তিনি সিংহাসন-হল নির্মাণ করেন, তা মেঝ থেকে ছাদ পর্যন্ত এরস কাঠ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সলোমন ফারাও-কন্যার জন্যও মূল্যবান পাথর ও কাঠ দিয়ে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া মন্দিরের বড় কক্ষের বারান্দায় তিনি দুটি বিশাল ছাঁচে ঢালা ব্রোঞ্জের স্তম্ভ নির্মাণ করেন। এই স্তম্ভ দুটি প্রত্যেকটি ছিল আঠারো হাত উঁচু ও পরিধি ছিল বারো হাত করে। দুই স্তম্ভের মাথায় বসানো ছিল ছাঁচে ঢালাই করা পাঁচ হাত উঁচু জালিকাজ ও শেকল জড়ানো মাথলা।

আমোরীয়, হিত্তীয়, পেরেজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয় যারা সলোমনের রাজ্যে বাস করত তাদেরকে তিনি বাধ্যতামূলক কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এদেরকে দিয়েই সলোমন প্রভুর গৃহ, তার নিজের প্রাসাদ, মিলেস্নাটা, জেরুজালেমের প্রাচীর, হাৎসোর, মেগিদ্দো, গেজের, নেথ-হোরেন, বালায়াৎ, তামার শহরগুলো পুননির্মাণ করেন। এছাড়া সলোমনের সকল ভাণ্ডার- নগর এবং 'রথ ও ঘোড়ার জন্য যত নগর'[8] নির্মাণ করেছিলেন। '...যেরুসালেমে, লেবাননে ও তাঁর স্বত্বাধিকার-দেশের সর্বত্র যা যা তাঁর গাঁথতে ইচ্ছা ছিল, তিনি সেই সমস্ত কিছু পুনর্নির্মাণ করলেন।'

সলোমনের সম্পদ: সলোমনের শাসনকালে পৃথিবীর বহু দেশের সাথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। সলোমন লোহিত সাগরের তীরে এলাতের নিকটবর্তী এৎসোয়ান-গেবেরে জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করে বেশ কয়েকটি জাহাজ নির্মাণ করেন। তুরসের রাজা হিরামের অভিজ্ঞ নাবিকদের কাজে লাগিয়ে এসব জাহাজ পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে পাঠাতেন। 'তারা ওফিরে[5] গিয়ে সেখান থেকে চারশ' কুড়ি সোনার বাট[6] নিয়ে সলোমন রাজার কাছে আনল।' ওফির থেকে শুধু সোনাই নয়, প্রচুর পরিমাণ চন্দনকাঠ ও বহু মূল্যবান মণি-মুক্তা আমদানি করা হত। চন্দন কাঠ দিয়ে মন্দির ও রাজপ্রাসাদের জন্য কড়া এবং বীণা ও সেতার তৈরিতে ব্যবহার করা হত।

'এক বছরের মধ্যে সলোমনের ভাণ্ডারে ছ'শ ছেষট্টি বাট সোনা আসত।' সলোমন দুশ'টা বড় ও তিনশ'টা পিটানো সোনার ঢাল তৈরি করেছিলেন। বড়গুলো প্রতিটি ৬০০ শেকেল ও ছোটগুলো প্রতিটি ১৫০ শেকেল ওজনের। এগুলো তিনি রেখেছিলেন 'লেবাননের অরণ্য গৃহে'। 'উপরন্তু রাজা গজদন্তময় এক মস্ত বড় সিংহাসন তৈরি করে খাঁটি সোনায় মুড়ে দিলেন। ঐ সিংহাসনের ছ'টা সোপান ছিল, ও সিংহাসনের উপরের অংশ পিছন দিকে গোলাকার ছিল, এবং আসনের দু'পাশে হাতা ছিল; সেই হাতার গায়ে দুই সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল। সেই ছ'টা সোপানের উপরে দু'পাশে বারোটা সিংহমূর্তি দাঁড়ানো ছিল; তেমন সিংহাসন আর কোন রাজ্যে কখনও তৈরি করা হয়নি।'

সলোমনের ঐশ্বর্য আর জৌলুস ছাপিয়ে উঠেছিল তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর বিচার-বুদ্ধির সুনাম। দেশ-বিদেশে এই সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। 'পরমেশ্বর সলোমনকে অসীম প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরের বালুকণার মত মনের উদারতা মঞ্জুর করলেন।' বাইবেলে উলেস্নখ আছে, তিনি তিন হাজার প্রবচন-বাণী ও এক হাজার পাঁচটি কাব্য-গীতি রচনা করেছিলেন। সকল পশু-প্রাণী, পাখি, মাছ ও গাছপালা সম্পর্কে তিনি সবই জানতেন।[7]

শেবার রাণী: অনেক দূরদেশ থেকে ভক্তরা আসত অতি মূল্যবান উপহার নিয়ে সলোমনের অমৃত বাণী শোনার জন্য। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন শেবার রানী।[৮] শেবার রানী সলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাকে পরীক্ষা করতে এলেন। সাথে নিয়ে এলেন 'বিপুল ঐশ্বর্য, আবার উটের পিঠে বোঝাই করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা।' সলোমনের সাথে বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার অগাধ জ্ঞানে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সলোমনের ঐশ্বর্য, তার রাজ্যের প্রাচুর্য, রাজ-কর্মচারীদের চৌকষ পোষাক ও আদবকায়দা দেখে শেবার রানী বিমোহিত হয়েছিলেন। শেবার রানী সলোমনের প্রজ্ঞা ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পেলেন। 'আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধি ক্ষেত্রেও আমাকে যা বলা হয়েছিল, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশি আছে।' শেবার রানী সলোমনকে রাশি রাশি উপহার দিলেন। সলোমনও তাকে আনেক উপহার দিলেন। 'সলোমন রাজা শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছু দান করলেন;...'। পরে রানী ও তার লোকজন নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

পত্নী ও উপ-পত্নী: বাইবেল অনুসারে, সলোমনের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৭০০ এবং উপপত্নী ছিল ৩০০ জন। তার স্ত্রীরা ছিলেন অনেকেই বিদেশি রাজকন্যা। এদের মধ্যে ফারাও'র এক কন্যাও ছিলেন। ফারাও কন্যার জন্য বিশেষ প্রাসাদও নির্মাণ করা হয়েছিল। বুঝা যায়, স্ত্রীদের মধ্যে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। বিদেশি নারীদের প্রতি সলোমনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। মিশরীয়, মোয়াবীয়, আম্মোনীয়, ইদুমীয়, হিত্তীয়—সব জাতের নারীই ছিল তার হেরেমে। বাইবেলে অভিযোগ করা হয়েছে যে বিধর্মী স্ত্রীদের প্রভাবে তার ধর্মচ্যুতি ঘটেছিল।[৯] বিজাতীয় স্ত্রীদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি বিজাতীয় দেবতাদের বেদিও নির্মাণ করেছিলেন। এই কারণে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন,'যেহেতু তুমি এইভাবে ব্যবহার করেছ, আর, যেহেতু তুমি আমার সন্ধি ও তোমার কাছে জারি করা আমার বিধিনিয়ম পালন করনি, সেজন্য আমি তোমার কাছ থেকে রাজ্য চিরে নিয়ে তোমার এক দাসকেই দেব। তবু তোমার পিতা দাউদের খাতিরে তোমার বর্তমানকালে তা করব না, কিন্তু তোমার সন্তানের হাত থেকে তা চিরে নেব।'[১০]

তার রাজত্বের শেষদিকে সলোমন বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। শত্রুরা তার বিরুদ্ধে তিন দিক থেকে বিদ্রোহ শুরু করে। ইদুমীয় হাদাদ, জোবাহ্-এর রেজন এবং সলোমনের এক এফ্রামীয় সেনাপতি যেরবোয়াম বিদ্রোহ করেন। যেরবোয়াম যখন বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সলোমন তাকে হত্যা করার জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি। সে পালিয়ে গিয়ে মিশরে আশ্রয় নিয়েছিল। চল্লিশ বছর রাজত্ব করে সলোমন আনুমানিক খ্রি. পূ. ৯৩০ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বাইবেল একমাত্র সূত্র: রাজা সলোমন সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি তা সবটুকুই জানি বাইবেল থেকে। তার রাজধানীর জৌলুশ, ঐশ্বর্য বা বিশাল বিশাল নির্মাণ কাজ— কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন সূত্রের সমর্থন পাওয়া যায় না। জেরুজালেম বা প্যালেস্টাইনে এই পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক যেসব নিদর্শন পাওয়া গেছে তার কোন কিছুই সলোমনের কথিত শাসন আমলের সাক্ষ্য বহন করে না। অবশ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ অনুযোগ করে থাকেন যে, পূর্বতন টেম্পল মাউন্ট এর উপর নির্মিত আল-আকসা ও ডোম অব দ্য রক-এর নিচে নিবিড় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন চালানো সম্ভব হলে সলোমনের স্মৃতিবহ নিদর্শন পাওয়া যাওয়ার সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে এ পর্যন্ত সেখানে কোন অর্থবহ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ চালানো সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে ঐ স্থানে নিবিড়তর অনুসন্ধানের সুযোগ বা সম্ভাবনা থাকবে বলে মনে হয় না।

জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির বহুবার লুণ্ঠন হওয়ার পর এবং দুইবার ধ্বংস হওয়ার মধ্যবর্তী ও পরবর্তী কোন সময় মন্দিরের ঐ স্থান কখনো অবহেলিত বা অরক্ষিত ছিল না। সেখানে ভিন্নধর্মীদের ধর্মীয় স্থাপনা নির্মিত হয়েছিল এবং এখনো সেখানে তাই আছে। এমতাবস্থায় নিবিড়তর অনুসন্ধানে সেখানে সলোমন, ডেভিড বা মন্দির সম্পর্কে নতুন চাঞ্চল্যকর কোন নিদর্শন পাওয়ার আশা অনেক পণ্ডিতই করেন না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ এলাকার আশেপাশে এবং অন্যত্র ইসরায়েল সন্তানদের কানানীয়দের দেশে আগমনের পূর্বকালের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সলোমন বা ডেভিডের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আপাতত বাইবেলভিত্তিক সলোমনের ইতিহাসকে অতিকথিত ও ধর্মীয় আবেগজড়িত অন্যকোন উপাখ্যান থেকে পৃথক বিবেচনার সুযোগ নেই।

টীকা

১. ধারণা করা হয় যে, সেই যুগে রাজার মৃত্যুর পর বা রাজা রাজ্যচ্যুত হলে রাজার পত্নী ও উপপত্নীগণ সাধারণত রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বা নতুন রাজার অধিকারে পরিণত হতেন। নতুন রাজার এই অধিকার প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই নতুন রাজ-ক্ষমতার বৈধতা অর্জনের অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হত। তাই নতুন রাজার এই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ রাজদ্রোহের শামিল ছিল। ডেভিডের বিরুদ্ধে আবশোলেমের বিদ্রোহের সময়ও তার রাজ ক্ষমতা গ্রহণের প্রতীক হিসেবে জেরুজালেমে রেখে যাওয়া ডেভিডের দশজন উপপত্নীকে আবশোলেম প্রকাশ্যে নিজের উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে অদোনিয়ার আপাত নির্দোষ আবদারে সলোমনের প্রতিক্রিয়াবোধগম্য হয়।

২. মিশরের ফারাওরা কদাচিৎ তাদের রাজকুমারীদের অন্য রাজন্যের সাথে বিয়ে দিতেন। সলোমনের রাজ্যের বিস্তৃতি, প্রভাব ও শক্তি সম্পর্কে বাইবেলের অতিরঞ্জনকে আমলে নিলেও ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে একমত যে সলোমনের শক্তি ক্ষয়মান ফারাও সাম্রাজ্যের প্রতি কোন হুমকি হয়ে

উঠেছিল বলে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। মিশর-রাজ ফারাও জেরুজালেমের দক্ষিণে গেজের শহর দখল করেছিলেন। সম্ভবত নিজ রাজধানী হতে বেশ দূরে এসে সলোমনের মত মহিমান্বিত রাজার বিষয়ে জানতে পেরে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাই পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আগেই সলোমনকে তার কন্যাসহ গেজের শহর দান করে ফারাও মুখ রক্ষা করেছিলেন।

৩. Levi. 3 কোন বড় কাজ সমাধা করে, প্রতিজ্ঞা পালন করে বা ঈশ্বরের সাথে ইসরায়েলিদের সন্ধি স্মরণ করে ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে বলি দেওয়া হয় সেই যজ্ঞকে মিলন-যজ্ঞ বলে। বলি দেওয়া পশুর মাংসের এক অংশ আগুনে পুড়িয়ে আহুতি দিয়ে এবং এক অংশ যাজককে দিয়ে বাকি অংশ নিজে এবং জনসাধারণকে ভোগ করতে দেওয়া হত।

৪. সলোমন হাজার হাজার রথ, রথের জন্য ঘোড়া এবং কুড়ি হাজার অশ্বারোহীদের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে ঘোড়া সংগ্রহ করেছিলেন। এসব রথ ও ঘোড়া রাখার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শহর নির্মাণ করেছিলেন।

৫. পণ্ডিতগণ মনে করেন, ওফির প্রাচীন ভারতের কোন বন্দর ছিল যেখান থেকে সলোমনের জন্য সোনা আমদানি করা হত।

৬. বাইবেলীয় যুগের ওজনের মাপ। ১ বাট (Talent) সমান ৩০০০ শেকেল সমান ৯৪ পা. বা ৪২.৬ কিলোগ্রাম। যেকোন মানদণ্ডে সলোমনের সোনার ভাণ্ডার বিশাল ছিল বৈকি।

৭. ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে সলোমন (সুলাইমান) পশু-পাখির সাথে কথা বলতে পারতেন এবং তারা তার আদেশ অনুসারে কাজ করত। 'এবং সুলায়মানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; উহা তাহার আদেশক্রমেপ্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত।' (আল-কোরান ২১:৮১)

৮. শেবার রানীর পরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, তিনি ইথিওপিয়া থেকে এসেছিলেন। তবে অধিকাংশই মনে করেন তিনি ইয়েমেনের 'সাবা' থেকে এসেছিলেন। শেবার রানী ও সলোমনকে নিয়ে ইথিওপিয়ায় বহু লোককাহিনি আছে। বলা হয়, সলোমন ও শেবার রানীর মধ্যে দৈহিক মিলনের ফলে এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। (অবশ্য ইহুদি ও ইসলামি ঐতিহ্যে এর স্বীকৃতি নেই) এই পুত্র-সন্তান পরবর্তীকালে ইথিওপিয়ার উত্তরাঞ্চলের আকসাম রাজ্যের রাজা প্রথম মেনেলিক নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন সেই রাজবংশ ২৯০০ বছরেরও বেশিকাল ইথিওপিয়া শাসন করেছিল। এই বংশের সর্বশেষ রাজা হাইলে সেলাসি ১৯৭৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হন, এবং সেই সাথে ঐ রাজবংশের শাসনের অবসান হয়। কথিত আছে, মেনেলিক একজন ধর্মপালনকারী ইহুদি ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, 'সন্ধি-মঞ্জুষা'(Ark of the Covenant)-এর একটি অবিকল নকল তার মাকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছিল যা চাতুরির মাধ্যমে আসলটির সাথে বদলিয়ে আকসামে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, আসল 'সন্ধি-মঞ্জুষা' এখনো সেখানে আছে এবং ইথিওপীয় সরকার কঠোর নিরাপত্তায় সেটা সংরক্ষণ করে আসছে। মেনেলিক রাজবংশের এত প্রচীনত্ব এবং তাদের হাতে 'সন্ধি-মঞ্জুষা'-টি থাকার দাবি যুগ-যুগ ধরে এই বংশের সম্মান, স্থায়িত্ব ও বৈধতার উৎস ছিল। ইথিওপীয় সংস্কৃতিতেও এই উপাখ্যানের একটি স্থায়ী প্রভাব রয়ে গেছে।

৯. ইসলামি ঐতিহ্যে এই অভিযোগের সমর্থন পাওয়া যায় না।

১০. I King. 10: 11-12।

৯

যুদা ও ইসরায়েল

রেহবোয়াম ও যেরবোয়াম: সলোমনের মৃত্যুর পর তার পুত্র রেহবোয়াম সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। সলোমন যে প্রাচুর্য ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়েছিলেন তার মূল্য পুত্র রেহবোয়ামকে ভালভাবেই পরিশোধ করতে হয়। রেহবোয়াম ইসরায়েলের সকল গোষ্ঠীকে সেখেমে সমবেত করেছিলেন তার উত্তরাধিকারের প্রতি সকল ইসরায়েলি গোষ্ঠীর সমর্থন আদায়ের জন্য। খবর পেয়ে মিশর থেকে সেনাপতি যেরবোয়াম ফিরে এসে উত্তরের গোষ্ঠীসমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তারা নতুন রাজাকে জানিয়ে দেয় সলোমনের আরোপিত কর তারা আর পরিশোধ করতে পারবে না। করের বোঝা থেকে তারা মুক্তি চায়। রেহবোয়াম করের বোঝা লাঘব করতে অস্বীকৃতি জানালে যুদা আর বেঞ্জামিন ব্যতীত আর সকল গোষ্ঠীর ইসরায়েল সন্তানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রেহবোয়ামের প্রধান রাজস্ব আদায়কারী আদোরামকে ইসরায়েলিদের কাছে পাঠালে ইসরায়েলিরা তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করে। তারা রেহবোয়ামের পরিবর্তে যেরবোয়ামকে সকল ইসরায়েলের রাজা ঘোষণা করে। ইসরায়েল সন্তানদের দশটি গোষ্ঠীই যেরবোয়ামের পিছনে ঐক্যবদ্ধ হয়। দু'টি গোষ্ঠী যুদা ও বেঞ্জামিন সলোমনের উত্তরাধিকারী হিসেবে রেহবোয়ামের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখে। রেহবোয়াম সেখেম থেকে পালিয়ে জেরুজালেম ফিরে আসেন।

যেরবোয়াম সেখেমে নতুন ইসরায়েল রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন এবং স্বাধীনভাবে নতুন রাজ্যের শাসন কাজ শুরু করেন। এখান থেকেই ইসরায়েল সন্তানদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক বিভক্তির সূত্রপাত হয় যা আর কোনদিন তাদেরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়নি। এই বিভক্তি ক্রমান্বয়ে ধর্মীয় বিভক্তির রূপ নেয়। মোশী প্রবর্তিত ইহুদি ধর্ম থেকেও ইসরায়েলের দশটি গোষ্ঠী হারিয়ে যায়।

রেহবোয়াম ইসরায়েলের গোষ্ঠীগুলোকে পুনর্বার একত্রিত করার জন্য যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল রাজ্যের বিরুদ্ধে আভিযানের জন্য ১,৮০,০০০ যোদ্ধা সমবেত করেন। যুদ্ধযাত্রার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ঈশ্বর তার একজন

প্রতিনিধির মাধ্যমে রেহবোয়ামকে যুদ্ধে না যাওয়ার আদেশ করেন। '...তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে, সেই ইসরায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি। তারা প্রভুর বাণীর প্রতি বাধ্য হল ও প্রভুর বাণী অনুসারে ফিরে গেল।'[১] রেহবোয়াম জেরুজালেম ফিরে গেলেন। তিনি জেরুজালেমকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করলেন, রাজ্যের বিভিন্ন শহর ও জনপদ সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। বাইবেল আমাদের জানায় যে রেহবোয়ামের রাজত্বকালের পুরো সময়টাই যুদা ও ইসরায়েল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করেছিল।

যেরবোয়াম বুঝতে পেরেছিলেন যে ইসরায়েলের অধিকাংশ গোষ্ঠী তার রাজত্বকে সমর্থন করলেও সকল ইসরায়েলিদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্র জেরুজালেম যুদার নিয়ন্ত্রণে থেকে যাচ্ছে। ইসরায়েলিদের বিসর্জন, যজ্ঞাহুতি ইত্যাদি ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের জন্য তাদেরকে জেরুজালেম যেতে হবে। এই ব্যবস্থা তার রাজত্ব ও রাজ-বংশের স্থায়িত্বের প্রতি একটা স্থায়ী হুমকি হয়ে থাকবে। তাই যেরবোয়াম এর বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দিরের বিকল্প হিসেবে বেথেল ও দানে—ইসরায়েল রাজ্যের দুই প্রান্তে মোয়াবদের মন্দিরের আদলে দুটি মন্দির স্থাপন করেন, এবং সেখানে ঈশ্বরের প্রতীক 'স্বর্ণের বাছুর' ও যজ্ঞবেদি স্থাপন করেন। তিনি এসব মন্দিরে অ-লেবীয় যাজক নিয়োগ দেন। ইসরায়েলিদের অনেকেই যারা এটা মেনে নিতে পারেনি এবং ইসরায়েল অঞ্চলে (সামারিয়া) যেসব যাজক ও লেবীয় বাস করত তারা সবাই একে একে তাদের 'চারণভূমি ও নিজ নিজ স্বত্বাধিকার' ছেড়ে যুদায় চলে এল, কারণ যেরবোয়াম তাদেরকে যাজকের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।[২]

রেহবোয়ামের রাজত্বের ৫ম বছরে মিশর-রাজ ফারাও শিশাক এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইসরায়েল ও যুদা আক্রমণ করেন। তিনি বহু শহর দখল করে নেন এবং জেরুজালেম অবরোধ করেন। রেহবোয়াম জেরুজালেমের মহা পবিত্র মন্দিরের সকল ধন-সম্পদ ফারাও'র হাতে তুলে দিয়ে এ যাত্রায় রক্ষা পান। যুদা মিশরের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। লাক্সর শহরের উত্তরে কারনাকের প্রাচীন মন্দির ফটকে উৎকীর্ণ ফারাও শিশাকের বাণী থেকে এই ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বাইবেলে উল্লেখিত এটিই প্রাচীনতম ঘটনা যার উপর ভিন্ন লিখিত সূত্রের সমর্থন পাওয়া যায়।

রেহবোয়াম সতেরো বছর রাজত্ব করেন। তার ১৮জন স্ত্রী ও ৬০জন উপপত্নী ছিল। তারা তাকে ২৮ পুত্র ও ৬০ কন্যা উপহার দিয়েছিলেন। স্ত্রীদের মধ্যে মায়াখা ছিলেন ডেভিডের পুত্র আবশালোমের কন্যা। রেহবোয়ামের মৃত্যুর পর তাকে জেরুজালেমে তার পিতার কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। মায়াখার গর্ভজাত পুত্র আবিয়া যুদার সিংহাসনে আরোহন করেন।

আবিয়া: আবিয়া মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ইসরায়েলকে যুদার সাথে পুনরায় একত্রীকরণের উদ্যোগ। আবিয়া তার রাজত্বের তৃতীয় বছরে ৪ লক্ষ সেনার এক বিশাল বাহিনী নিয়ে এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলের

সেমারাইম পর্বতের উপর অবস্থান গ্রহণ করেন। বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে, যেরবোয়াম ৮ লক্ষ সেনা নিয়ে তাকে মোকাবিলা করলেন। কথিত আছে, আবিয়া যেরবোয়মের সেনাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন যেন অযথা ভাইয়ের রক্তক্ষয় না করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসরায়েল সন্তানদের পুনরায় এক রাজ্যে একত্রিত করা হয়। 'দেখ, আমাদের সঙ্গে অগ্রনেতারূপে স্বয়ং পরমেশ্বর আছেন: তার যাজকরা তাদের রণ-তুরিতে তোমাদের বিরুদ্ধে রণনিনাদ তুলতে উদ্যত হচ্ছে। হে ইসরায়েল সন্তানেরা, তোমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না, কারণ তোমরা কৃতকার্য হবেই না।' কিন্তু ইসরায়েলিরা তাতে কর্ণপাত করল না।

যেরবোয়াম ইতোমধ্যে তার বাহিনীর এক অংশকে যুদা বাহিনীর পিছন দিকে পাঠিয়ে সাঁড়াশি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। আবিয়ার উজ্জীবিত বাহিনী ইসরায়েল বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল। 'আবিয়া যেরবোয়ামকে ধাওয়া করে তার এই সকল শহর হস্তগত করলেন, যথা: বেথেল ও তার উপনগরগুলো, যেশানা ও তার উপনগরগুলো এবং এফ্রোন ও তার উপনগরগুলো।'

আসা: আবিয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র আসা সিংহাসনে বসেন। তিনি ৪১ বছর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বের প্রথম দশ বছর দেশে শান্তি বিরাজ করেছিল। এই সময়ে তিনি দেশের শহরগুলো পুনর্নির্মাণ করলেন এবং একটা শক্তিশালী বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুললেন। একাদশ বছরে ইথিওপীয় রাজা জেরাহ্ যুদা আক্রমণকরলে আসা তার বাহিনী নিয়ে মারেসার কাছে অবস্থিত সেফাতা উপত্যকায় ইথিওপীয়দের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

আসার রাজত্বের ছত্রিশতম বছরে ইসরায়েল-রাজ বায়াসা যুদার বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। খবর পেয়ে আসা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য সিরিয় আরাম-রাজ বেন-হাদাদকে অনেক উপঢৌকনসহ আমন্ত্রণ জানালেন। তার অনুরোধ অনুসারে হাদাদ ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে অভিযান চালিয়ে 'ইয়োন, দান, আবেল-মাইম ও নেফতালির সমস্ত ভাণ্ডার-নগর দখল করল।'

যোসাফাত: আসার মৃত্যুর পর তার পুত্র যোসাফাত যুদার রাজা হন। তিনি মোশী প্রবর্তিত খাঁটি ইহুদি ধর্ম সারা দেশে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন। তার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে তিনি যুদার সকল শহরে সদুপদেশ দিতে প্রধান কর্মচারীদের, যথা বেন-হয়িল, ওবাদিয়া, জাখারিয়া, নেথানেল ও মিখাইয়া পাঠালেন। ...তারা প্রভুর বিধান-পুস্তক সঙ্গে নিয়ে যুদায় সদুপদেশ দিতে লাগলেন ও যুদার শহরে শহরে গিয়ে লোকদের উপদেশ দিলেন।'

বাইবেলের দৃষ্টিতে তিনি সবকিছুই ভাল করছিলেন—যুদার চারিদিকের সব দেশের সাথে শান্তি ছিল, ফিলিস্তিনিরা, কোন কোন আরবীয়রাও তার জন্য উপহার নিয়ে আসত, তিনি অনেক দুর্গ ও ভাণ্ডার-নগর নির্মাণ করলেন এবং তার কাছে অনেক ধনসম্পদ জড়ো হতে থাকল। কিন্তু খারাপ করলেন ইসরায়েল-রাজ আহাবের কন্যাকে তার ছেলে

যেহোরামের সাথে বিয়ে দিয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি আহাবের সাথে মিলে রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণকরতে গেলেন। এই আভিযান বিপর্যয় ডেকে আনল। আহাব যুদ্ধে মারা গেলেন এবং যোসাফাত নিজে কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে জেরুজালেমে ফিরে এলেন। দৈবদ্রষ্টা যেহু রাজাকে ভৎর্সনা করে বললেন, 'দুর্জনকে সাহায্য করা কি উচিত? প্রভুর বিদ্বেষীদের ভালবাসা কি আপনার উচিত?'

পরবর্তীকালে মোয়াবীয়রা, আম্মোনীয়রা এবং মেউনীয়রা একসাথে যোসাফাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এল। যোসাফাত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছার আগেই শত্রুরা নিজদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পরকে ধংস করে ফেলল। যুদাকে আর যুদ্ধ করতে হল না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রচুর লুটের মাল নিয়ে তারা জেরুজালেম ফিরে এল। এরপর যোসাফাত আরেকবার ইসরায়েল-রাজ আহাজিয়ার সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। 'তার্সিসে৩ যাবার জন্য জাহাজ তৈরি করতে তাকে সহযোগিতা করলেন।' দুর্জনের সাথে সহযোগিতার ফল ভাল হবে না। তাই 'ওই সকল জাহাজ ভেঙে গেল, তার্সিসে কখনও যেতে পারল না।'

যেহোরাম: 'যেহোরাম তাঁর পিতার রাজ্যভার গ্রহণ করে নিজেকে বলবান করার পর তাঁর সকল ভাইকে ও ইস্রায়েলের কয়েকজন অধ্যক্ষকেও খড়্গের আঘাতে প্রাণে মারলেন।' তিনি আট বছর রাজত্ব করেছিলেন। তার আমলে এদম বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়ে গেল। যেহোরাম এদোমের বিরুদ্ধে অভিযানে কিছুই করতে পারলেন না, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। এরপর ফিলিস্তিনি ও আরবীয়রা পর পর জেরুজালেম আক্রমণকরে নগর-প্রাচীর ভেঙ্গে প্রভূর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ লুট করে নিয়ে গেল। যেহোরাম দুরারোগ্য অন্ত্রের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে দু'বছর ভুগে মারা গেলেন।

আহাজিয়া: 'যেরুসালেমের অধিবাসীরা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আহাজিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল, কারণ আরবীয়দের সঙ্গে শিবিরে যে দল হানা দিয়েছিল, তারা তাঁর বড় সন্তান সকলকে বধ করেছিল।' তিনি মাত্র এক বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ইসরায়েলের রাজা যেহোরামের সাথে আরাম-রাজ হাজ্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। যুদ্ধে ইসরায়েল-রাজা আহত হয়ে যেস্রেয়েলে ছিলেন। আহাজিয়া সেখানে তাকে দেখতে গিয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

আহাজিয়ার মা সাবেক ইসরায়েল-রাজ আহাবের কন্যা আথালিয়া তার পুত্র মারা গেছে জানতে পেরে আহাজিয়ার সকল উত্তরাধিকারীদের মেরে ফেলা শুরু করল। কিন্তু আহাজিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র এক বছর বয়সের যোয়াসকে যাজক যেহোইয়াদার স্ত্রীর সহায়তায় লুকিয়ে ফেলা হয়। এ কারণে সে বেঁচে যায়। ছয় বছর প্রভুর গৃহে তাকে লুকিয়ে রেখে প্রতিপালন করা হয়। সপ্তম বছরে যেহোইয়াদা তাকে সকল জেরুজালেমবাসীর সামনে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করেন। যেহোইয়াদার আদেশে আথালিয়াকে হত্যা করা হয়। এইভাবে যুদার সিংহাসনে পুনরায় ডেভিডের বংশধরকে বসানো হয়।

যোয়াস: যোয়াসের রাজত্বকাল ছিল চলিস্নশ বছর। তার আমলে জেরুজালেম মন্দির সংস্কার করা হয়। যাজক যেহোইয়াদার মৃত্যুর পর যোয়াস মন্দিরে বিজাতীয় দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। যেহোইয়াদার পুত্র এর বিরোধিতা করলে তাকে যোয়াসের আজ্ঞায় হত্যা করা হয়। আরামীয়রা যুদা আক্রমণ করে জেরুজালেম দখল করে এবং বহু মানুষকে হত্যা করে। প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করে দামেস্কে নিয়ে যায়। যোয়াসকে মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। তখন 'তাঁর পরিষদেরা যেহোইয়াদা যাজকের সন্তানের রক্তপাতের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকরে তাঁর নিজের শয্যায় তাঁকে বধ করল।'

আমাজিয়া: যোয়াসের মৃত্যুর পর তার সন্তান আমাজিয়া রাজা হলেন। 'রাজ্য যখন তার হাতে সুদৃঢ় হল', তখন তিনি তার পিতার হত্যাকারীদের হত্যা করলেন। তিনি লবণ-উপত্যকায় 'সেইর-সন্তান'দের[৪] বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি ইসরায়েলিদের রাজা যেহোয়াশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। ইসরায়েলিরা জেরুজালেমের চারশ' হাত নগর-প্রাচীর ভেঙে ফেলে এবং শহর, প্রভুর গৃহ ও রাজপ্রাসাদ থেকে বিপুল ধনসম্পদ লুট করে নিয়ে যায়।

এই ঘটনার পরেও আমাজিয়া পনেরো বছর বেঁচে ছিলেন। 'যেরুসালেমে তার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত করা হল, তাই তিনি লাখিশে পালিয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁর পিছু লাখিশে লোক পাঠানো হল, তারা তাঁকে হত্যা করল।'

উজ্জিয়া: 'যুদার সমস্ত লোক ষোল বছর বয়সী উজ্জিয়াকে নিয়ে তাঁকে তাঁর পিতা আমাজিয়ার পদে রাজা করল।' তিনি বায়ান্ন বছর রাজত্ব করলেন। তিনি এলাৎ পুনর্দখল করে প্রাচীরবেষ্টিত করেন। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয় করে গাতের প্রাচীর, যাব্নের প্রাচীর ও আস্‌দোদের প্রাচীর ভেঙে ফেললেন এবং আস্‌দোদ অঞ্চলে ও ফিলিস্তিনিদের এলাকায় কতগুলো দুর্গ নির্মাণ করলেন। আম্মোনীয়রা উজ্জিয়াকে কর দিত এবং তার সুনাম মিশরের সীমানা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। শেষ বয়সে তিনি চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

যোথাম: যোথাম ষোল বছর রাজত্ব করেন। তিনি প্রভুর গৃহের 'উচ্চতর দ্বার গাঁথলেন' এবং *ওফেলের*[৫] প্রাচীরের অনেক জায়গা গেঁথে দিলেন। তিনি আম্মোনীয়দের পরাজিত করেন এবং তাদের কাছ থেকে বহু সোনারূপা কর হিসেবে আদায় করেন।

আহাজ: আহাজ ষোল বছর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে যুদা রাজ্য তার দুই চিরশত্রু আরামীয় ও ইসরায়েলিদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। আরামীয়রা জেরুজালেম থেকে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বন্দি করে নিয়ে যায়। ইসরায়েলিরাও যুদাকে পরাজিত করে জেরুজালেম লুণ্ঠন করে এবং বহু নারী পুরুষ শিশুকে বন্দি করে সামারিয়াতে নিয়ে যায়। যদিও পরে নবী ওদেদের হস্তক্ষেপে ইসরায়েলিরা বন্দিদের মুক্ত করে দেয়।

আহাজ এদোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসিরিয়ার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'এদোমীয়েরা আবার সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যুদা পরাজিত করল ও বহু লোক বন্দি করে নিয়ে গেল। ফিলিস্তিনিরা সেফেলা ও যুদা-নেগেবের শহরে হানা দিয়ে বেথ্-শেমেশ, আয়ালোন, গেদেরাৎ, সেখো ও তার উপনগরগুলো, তিম্না ও তার উপনগরগুলো এবং গিমসো ও তার উপনগরগুলো দখল করে সেই সকল জায়গায় বসতি করল।' আসিরিয়ার রাজা এসে সাহায্য করলেন না, বরং তিনি জেরুজালেমে এসে 'প্রভুর গৃহের, রাজপ্রাসাদের ও প্রধান লোকদের যত ধন' সব নিয়ে চলে গেলেন। বাইবেল অনুসারে পৌত্তলিকতার প্রতি আহাজের আনুগত্যের কারণেই পরমেশ্বর তাকে ও যুদাকে এই অবমাননাকর শাস্তি দিয়েছিলেন।

হেজেকিয়া: হেজেকিয়া[৬] ২৯ বছর রাজ্য শাসন করেন। তিনি ধর্ম বিষয়ে তার পিতার উদার নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলেন। জেরুজালেমের মন্দির যে অবহেলিত অবস্থায় ছিল সে অবস্থা থেকে মন্দিরকে উদ্ধার করে তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মন্দিরের সংস্কার করেন এবং আচার-শুদ্ধভাবে তার পবিত্রকরণ সম্পন্ন করেন। ইহুদিদের মধ্যে পৌত্তলিকতার যে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা তিনি সমূলে উৎপাটনের পদক্ষেপ নেন। এর ফলে যুদা ও ইসরায়েলের ইহুদি সমাজে সনাতন ইহুদি একেশ্বরবাদ ও আচারানুষ্ঠানের পুনর্জাগরণ ঘটে।

আনুমানিক খ্রি. পূ: ৭২২ অব্দে আসিরিয়রা উত্তরের ইহুদি রাজ্য ইসরায়েল দখল করে নেয়। বহু ইসরায়েলিকে নির্বাসিত করা হয়। এই সময় সামারিয়া থেকে ইসরায়েলিদের উৎখাত করে আসিরিয়দের বসতি স্থাপন করা শুরু হয়। হেজেকিয়া সামারিয়ার ইসরায়েলিদের যুদায় বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেন। হেজেকিয়া ফিলিস্তিনিদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে। কিন্তু আসিরিয়দের ব্যাপারে তিনি মারাত্মক ভুল হিসাব করেছিলেন। তার পিতা আসিরিয় রাজাকে যে কর দিতেন তিনি তা বন্ধ করে দেন। তিনি ভেবেছিলেন তার ধর্মপরায়নতার কারণে পরমেশ্বর তাকে আসিরিয়দের পরাজিত করতে সাহায্য করবেন। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি তার একনিষ্ঠ আনুগত্য ও প্রার্থনা তাকে আসিরিয় রাজা সেন্নাখারিবের রোষ থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

হেজেকিয়ার রাজত্বের চতুর্দশ বছরে (আ. খ্রি. পূ. ৭০১) আসিরিয় রাজা সেন্নাখারিব যুদা আক্রমণ করেন। হেজেকিয়া বাধ্য হয়ে মিশরের ফারাও'র সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু মিশরীয় সহায়তা আসার আগেই আসিরিয়রা যুদার ৪৬টি সুরক্ষিত শহর দখল করে জেরুজালেম অবরোধ করে। সেন্নাখারিবের নিজের শিলালিপিতে তিনি এভাবে হেজেকিয়ার কাছ থেকে কর আদায়ের বর্ণনা দিয়েছেন, 'তখন হেজেকিয়ার উপর আমার অস্ত্র-ক্ষমতার ভয় নেমে এল, এবং সে তার সর্দার ও প্রবীণদের সাথে ৩০ বাট স্বর্ণ ৮০০ বাট রৌপ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের মণি-মুক্তার বিশাল ভাণ্ডার' পাঠাল। বাইবেলের বিবরণে সম্পদের পরিমাণের পার্থক্য থাকলেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায়। সেন্নাখারিব

জেরুজালেম পদানত না করেই অবরোধ উত্তোলন করে ফিরে যান। ধারণা করা হয় যে, ফারাও বাহিনীর আগমন বার্তা পেয়েই আসিরিয়রা জেরুজালেম অবরোধ সমাপ্ত করে ফিরে যায়।

হেজেকিয়া আসিরিয়দের জেরুজালেম অবরোধ আসন্ন জেনে জেরুজালেম সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। অবরোধকালে জেরন্নজালেমে পানীয় জল সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে গিহন ঝর্ণা থেকে ৫৩৩ মিটার লম্বা একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মাধ্যমে জল শহরের ভিতরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া অবরোধকারীরা যাতে সহজে পানীয় জল না পায় সেজন্য তিনি ঝর্ণা থেকে জল যেখানে এসে জমা হত সেই সিলোয়াম পুকুরের চারদিক চওড়া ও উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে দেন। হেজেকিয়ার নির্মিত জল নিয়ে আসার ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ইদানিং আবিষ্কৃত হয়েছে।

মানাসে: মানাসে ১২ বছর বয়সে তার পিতা হেজেকিয়ার সিংহাসনে বসেন এবং দীর্ঘ ৫৫ বছর রাজ্য শাসন করেন। তার এই দীর্ঘ রাজত্বকালের দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এ সময়ের কোন উলেস্নখযোগ্য ঘটনার অনুপস্থিতি। পরমেশ্বরের পথে চলায় তার অনিহা এবং তার বিজাতীয় দেব-দেবীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত আর কোন ঘটনা বাইবেলে উল্লেখ নেই। তার শাসনামলের ৫৫ বছরের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্তভাব শেষ করা হয়েছে। এতে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তিনি তার পিতার মত আসিরিয় রাজার পাওনা পরিশোধে হয়ত অবহেলা করেননি, এবং তাই যুদার ঐতিহাসিক শত্রুর সাথে কোন যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়েননি। মানাসের রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল আসিরিয় রাজা সেন্নাখেরিবের সময়। আসিরিয় দলিলে মানাসেকে সেন্নাখেরিব ও তার ছেলে এসারহাদ্দনের একুশজন করদ রাজার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল যুদার তিনিই প্রথম রাজা যার কোন ইসরায়েলি প্রতিপক্ষ ছিল না। কারণ, উত্তরের ইসরায়েল রাজ্য ইতিপূর্বে আসিরিয় সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। তাই যুদা রাজার উত্তর সীমান্ত নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখা যায়নি।

মানাসের রাজত্বকালে যুদা রাজ্য বিরল দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা ভোগ করেছে। প্রত্নতাত্বিক ও ঐতিহাসিক ইসরায়েল ফিঙ্কেলস্টাইন ও নীল এশার সিলবারম্যান সেই যুগের বিভিন্ন প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন বিশেস্নষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ঐ সময়ে যুদার গ্রামাঞ্চল অভূতপূর্ব কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধি দেখেছে।

আমন: আমন ২২ বছর বয়সে তার পিতার সিংহাসনে বসেন। তিনি মাত্র দুই বছর রাজত্ব করেন। তিনিও তার পিতার মত পৌত্তলিকতার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন বিধায় তারই ভৃত্যরা ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করে।

যোসিয়া: যোসিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে জেরুজালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন। যোসিয়ার রাজত্বকালে লেবান্ত ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চল একটি সন্ধিক্ষণে ছিল। যুদার পূর্বে আসিরিয় সাম্রাজ্য ক্ষয়মান অবস্থায় ছিল, কিন্তু বেবিলনীয় সাম্রাজ্য তখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। পশ্চিমে মিশর আসিরিয় করদ রাজ্য থেকে মিত্র

রাজ্যে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ছিল। অঞ্চলের এই ক্ষমতার শূন্যতায় যুদার মত ছোট রাজ্যগুলোর পক্ষে তুলনামূলকভাবে নিজেদের মত চলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

ইতিহাসে যোসিয়া সনাতন ইহুদি ধর্ম পুনঃজাগরণের উদ্যোক্তা হিসেবে সম্যক পরিচিত। তিনি মহাপবিত্র মন্দিরকে পৌত্তলিকতার সকল চিহ্ন থেকে মুক্ত করেন। তার রাজত্বের আঠারতম বছরে প্রধান যাজক হিল্কিয়াকে মন্দির সংস্কার কাজ শুরু করার নির্দেশ দেন। সংস্কার চলাকালে মন্দিরের কোষাগারে মোশীর লেখা পরমেশ্বরের বিধানের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়। বাইবেল বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই পাণ্ডুলিপিটি সম্পূর্ণ তৌরিদ ছিল না বরং ইহুদি বাইবেলের 'দ্বিতীয় বিবরণ' বা Deuteronomy পুস্তকের অংশবিশেষ ছিল। যোসিয়া এই বিধান পুস্তক জনসমাবেশে পড়ে শুনানোর ব্যবস্থা করেন।

যোসিয়ার রাজত্বের ৩১তম বছরে (আনু. খ্রি. পূ. ৬০৮ অব্দ) ফারাও নেখো এক বৃহৎ বাহিনী নিয়ে আসিরিয়দের সহায়তা দেয়ার জন্য ইউফ্রেটিস তীরে যাচ্ছিলেন। যুদার বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিসন্ধি ছিল না। যোসিয়া তার বাহিনী নিয়ে জেজ্রিল উপত্যকায় মেগিদ্দোতে নেখোর পথ রোধ করেন। যোসিয়া হয়ত ভেবেছিলেন মিশরীয়রা আগের মত শক্তিশালী নেই অথবা বেবিলনকে যুদার প্রাচীন শত্রু আসিরিয়দের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হিসাবে ভুল করেছিলেন। যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাকে জেরুজালেমে ফিরিয়ে আনা হয়। এখানে তার মৃত্যু হয়।

যোহায়াহাজ: যোসিয়ার মৃত্যুর পর দেশবাসী তার পুত্র যোহায়াহাজকে রাজা ঘোষণা ক.র। কিন্তু তিনি তিন মাসের বেশি রাজত্ব করতে পারলেন না। ফারাও নেখো হারান থেকে ফেরার পথে যুদায় এসে যোহায়াহাজকে পদচ্যুত করে তার ভাই এলিয়াকিমকে যোহায়াকিম নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান এবং যুদার উপর এক শ' বাট রৌপ্য ও এক বাট স্বর্ণ কর ধার্য করেন। যোহায়াহাজকে নেখো সাথে করে মিশরে নিয়ে যান, তিনি আর যুদায় ফিরে আসেননি।

যোহায়াকিম: পঁচিশ বছর বয়সে যোহায়াকিম রাজা হন এবং তিনি এগার বছর রাজত্ব করেন। মিশর-রাজের কর পরিশোধের জন্য তিনি যুদার অধিবাসীদের উপর করের বোঁঝা বাড়িয়ে দেন। মিশরীয়রা বেবিলনীয়দের হাতে কারখেমিসে পরাজিত হলে যোহায়াকিম মিশরীয়দের কর দেওয়া বন্ধ করে বেবিলনকে কর দেওয়া শুরু করেন। বেবিলন ও মিশরের মধ্যে যুদ্ধ তিন বছর ধরে চলতে থাকলে যোহায়াকিম বেবিলনকে কর দেয়া বন্ধ করে দেন। আনু. খ্রি. পূ. ৫৯৯ অব্দে নেবুখাদনেজার যুদ্ধ অভিযানে আসেন এবং জেরুজালেম অবরোধ করেন। অবরোধকালে যোহায়াকিম মারা গেলে তার মৃতদেহ জেরুজালেমের দেয়ালের উপরদিয়ে বাইরে ফেলে দেয়া হয়।[৭]

যেকোনিয়া (যেহোইয়াসিন): যোহায়াকিমের মৃত্যুর পর তার ছেলে যেকোনিয়া রাজা হন। তিন মাসের মধ্যে জেরুজালেমের পতন হয়। নেবুখাদনেজার যেকোনিয়াকে পদচ্যুত করে যোহায়াকিমের ছোট ভাই সেদেকিয়াকে সিংহাসনে বসান। Babylonian Chronicles[৮] অনুসারে জেরুজালেমের পতন হয়েছিল খ্রি. পূ. ৫৯৭ অব্দে। যেকোনিয়াকে

তার পরিবারবর্গসহ, যুদার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বহু কারিগরকে বন্দি করে বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদেকিয়াকে বিপুল কর দিতে বাধ্য করে রাজ্যের ধংসস্তুপের রাজা বানিয়ে রাখা হয়।

সেদেকিয়া: সেদেকিয়া ২১ বছর বয়সে রাজা হন এবং ১১ বছর রাজত্ব করেন। সেদেকিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছিলেন যে নেবুখাদনেজারের প্রতি অনুগত থেকে আশ্রিত রাজা থাকবেন। কিন্তু স্থানীয় চাপে পরে তিনি প্রতিবেশী দেশ মোয়াব, এদম, আম্মোন, তুরস ও সিদনের সাথে বেবিলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। সেদেকিয়ার রাজত্বের নবম বছরে তিনি মিশরের সহায়তায় বেবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিলে বেবিলনীয় বাহিনী জেরুজালেম অবরোধ করে। অবরোধের ষষ্ঠ মাসে জেরুজালেমের এক জায়গায় দেয়াল ভেঙে পড়লে সেদেকিয়া তার লোকজন নিয়ে রাতের আঁধারে শহর থেকে বেরিয়ে জর্ডন নদীর দিকে যেতে থাকেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তারা ধরা পড়েন। সেদেকিয়া ও তার লোকজনকে বন্দি করে সিরিয়ার রিবলাহ্‌তে নেবুখাদনেজারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সেদেকিয়ার সম্মুখেই তার ছেলেদের হত্যা করা হয়। তাকে আশ্রিত অবাধ্য রাজা হিসেবে তার চোখ তুলে নেওয়া হয় এবং শৃঙ্খলিত অবস্থায় বেবিলনে নিয়ে আজীবন বন্দি করে রাখা হয়।

জেরুজালেমের দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়। মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও শহর চরমভাবে লুণ্ঠন করা হয়। মন্দির ও শহর আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। রাজ্য হিসেবে যুদা বিলুপ্ত করা হয় এবং জুদাকে বেবিলন সাম্রাজ্যে একটি প্রদেশ ঘোষণা করা হয়। হতদরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যতীত প্রায় সকল গণ্যমান্য যুদা নাগরিকদের বন্দি করে বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ইহুদিদের বেবিলনীয় বন্দিত্ব (Babylonian Captivity) ও নির্বাসনের যুগ শুরু হয়।

টীকা

১. I King. 12:24।

২. II Chro. 11:14।

৩. যোসাফাত তার্সিসে কেন যেতে চেয়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। উদ্দেশ্য জানা থাকলে হয়ত স্থানটি কোথায় অবস্থিত তা বের করা সহজ হত। এটা দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের সাইলেসিয়ার Tarsis অথবা স্পেনের Tarshish হতে পারে। পণ্ডিতদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য নেই।

৪. জর্ডন উপত্যকার পূর্ব পাশের পার্বত্য ভূমি এলাকার পাহাড়ি বাসিন্দা। তারা যাকোবের ভাই ইসাউ'র বংশধর বলে ধারণা করা হয়।

৫. যে দুটি পাহাড়ের উপর প্রাচীন জেরুজালেম শহর নির্মিত হয়েছিল তাদের মধ্যে পূর্ব দিকের পাহাড়। মহাপবিত্র মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত।

৬. বাইবেলীয় ঐতিহাসিক William F. Albright হেজেকিয়ার শাসনকাল খ্রি. পূ. ৭১৫ হতে ৬৮৭ অব্দ পর্যন্ত ছিল বলে অনুমান করেছেন।

৭. Jere. 22:19।

৮. বেবিলনীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার বিবরণসম্বলিত বেশ কিছু লিপিফলক। বেবিলনীয় জ্যোতির্বিদরা এগুলো উৎকীর্ণ করেছিলেন সম্রাট নবোনাসারের সময় থেকে পার্থিয়ান যুগ পর্যন্ত।

১০

বেবিলনীয় বন্দিত্ব

খ্রিস্টপূর্ব ১০২৫ অব্দে রাজা সৌল কানানীয়দের দেশে ইহুদি রাজ্য স্থাপনের এক শতাব্দীর মধ্যে ইহুদি রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—ইসরায়েল রাজ্য (সামারিয়া) ও যুদা রাজ্য। খ্রি. পূ. ৭৪০ ও ৭২০ সালের মধ্যে কোন এক সময় নব্য আসিরিয়রা ইসরায়েল রাজ্য দখল করে নেয়। এরপর দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন ধাপে ইহুদিগণ বেবিলনীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং প্রতিবারই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শুরুতে বেবিলনীয়রা যুদা রাজ্যও দখল করে নেয়। বেবিলনের আসিরিয় রাজা নেবুখাদনেজার জেরুজালেম নগর অবরোধ করেন এবং আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫৯৭ অব্দে শহরটির পতন হয়। শহরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। মহাপবিত্র মন্দির লুণ্ঠন করা হয়। আসিরিয়রা খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস করে দেয়।

যুদা ও সামারিয়ার সমস্যা চূড়ান্ত সমাধানের উপায় হিসেবে খ্রি. পূ. ৫৯৭ হতে ৫৮৩ পর্যন্ত তিন দফায় ইহুদি রাজন্যবর্গ, সেনাপতি, ধর্মীয় যাজক শ্রেণি, রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে বন্দি করে বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। এরমধ্যে ইহুদি নবী এজেকিয়েলও ছিলেন। যুদা রাজ্যকে একটি প্রদেশ ঘোষণা করা হয় এবং নাম দেওয়া হয় এহুদা মিদিনাতা।

ইহুদিদের বেবিলনীয় বন্দিত্ব ইহুদি ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথমত, এর ফলে ইহুদি স্বাধীন রাজত্বের অবসান ঘটে। দ্বিতীয়ত, সারা বিশ্বে ইহুদিদের ছড়িয়ে পড়া, যা ইতিহাসে diaspora বা নির্বাসন নামে খ্যাত, সেই অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইহুদি ধর্ম, সমাজ ও জীবনে এর প্রভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং এর ফলে ইহুদি যাজক শ্রেণি মন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ইহুদি ধর্মীয় চেতনায় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। মন্দির ও আচারানুষ্ঠান-ভিত্তিক ধর্ম পালনের স্থলে ইহুদি ধর্মীয় চেতনায় তৌরিদ প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়। তৌরিদ সংকলন, তৌরিদ অধ্যয়ন, এবং তৌরিদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইহুদি ধর্মীয় আচার-আচরণ মন্দির থেকে সরে এসে ইহুদি জীবনে স্থান করে নেয়। যজ্ঞ, বিসর্জন, আহুতির স্থলে বিমূর্ত প্রার্থনা গুরুত্ব পাওয়া শুরু হয়। এজেকিয়েলের পরে ইহুদিদের নির্বাসনের ইতিহাসে তাদের

কাছে গ্রহণযোগ্য আর কোন পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়নি। মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস হওয়ার সাথে ইহুদিদের মহান পয়গম্বরদের যুগেরও অবসান ঘটে।

সাইরাস ও মন্দির পুনর্নির্মাণ: নেবুখাদনেজারের জেরুজালেম ধ্বংসের কিছু কালের মধ্যেই বেবিলন সাম্রাজ্য পারস্য সম্রাট সাইরাসের পদানত হয়। সাইরাস খ্রি. পূ. ৫৩৮ অব্দে এক ডিক্রির মাধ্যমে বেবিলনে নির্বাসিত ইহুদিদের সামারিয়া ও যুদায় ফিরে যাওয়া এবং ইহুদিদের মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন। বাইবেলে দাবি করা হয় যে, বেবিলনে বসবাসরত ৪০ হাজার ইহুদি এই সুযোগ গ্রহণ করেছিল। পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের অনুমতি ও সহায়তা নিয়ে খ্রি. পূ. ৫১৬ অব্দে জেরুজালেম মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয়।

জেরুজালেমে মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণের ফলে ইহুদি ধর্মের সনাতন মন্দির কেন্দ্রিকতা আর ফিরে আসেনি। মন্দিরবিহীন নির্বাসনের সত্তর বছর ইহুদি ধর্মীয় চেতনায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। দ্বিতীয় মহাপবিত্র মন্দির পাঁচশ' ছিয়াশি বছর টিকে ছিল। কিন্তু মন্দিরের পূর্ব গৌরব আর ফিরে আসেনি। এই সময় তৌরিদের পাঁচটি পুস্তক ব্যাবিলনসহ পাঁচটি ইহুদি কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংকলিত হয় এবং তা একত্রিত করে বেবিলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে জেরুজালেম, মহাপত্রি মন্দির ও লেবীয় পুরোহিতদের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিল না। শ্রুতি তৌরিদের ঐতিহ্যকে লিপিবদ্ধ করা হয়। শ্রুতি ও লিখিত তৌরিদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা তালমুদের মিশনাহ্ আর গেমেরাহ্ আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়। তৌরিদের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। মন্দিরে তিন বেলা আহুতির পরিবর্তে মন্দিরের বাইরে বিভিন্ন জনপদে প্রার্থনা ও তৌরিদ অধ্যয়নের জন্য নির্দষ্ট ভবন নির্মিত হয় যেখানে তিন বেলা গণ-প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তৌরিদ মহাপবিত্র মন্দিরের গণ্ডি পেরিয়ে গণ-প্রার্থনাগারে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ধর্মীয় মতবাদ: ইহুদি ধর্মের অনুসারীরা তিনটি প্রধান মতভেদে বিভক্ত হয়ে পড়ে— Sudducees, Pharisees, Essenes। Sudducees মতবাদ ছিল সমাজের অভিজাত ও যাজক শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তারা শ্রুতি তৌরিদের কতৃত্ব স্বীকার করতেন না এবং পুরোহিততন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। অপর দিকে সামাজিকভাবে তারা উদারনৈতিক ছিলেন। গ্রিক সভ্যতা ও দর্শন তারা আলিঙ্গন করেছিলেন। তারা পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন না। তৌরিদের আক্ষরিক অর্থকেই প্রাধান্য দিতেন। Pharisees রা শ্রুতি তৌরিদে বিশ্বাস করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর সাইনাই পর্বতে মোশীকে লিখিত তৌরিদের সাথে কিছু মৌখিক নির্দেশও দিয়েছিলেন, যা শ্রুতি আকারে মোশীর মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পর পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয়ে ইহুদি ঐতিহ্য হয়ে আছে। তৌরিদের এই শ্রুতি অংশ লিখিত অংশের মতই সমান মর্যাদাসম্পন্ন এবং ইহুদিদের জন্য সমানভাবে অনুসরণীয়। অধ্যয়ন ও সাধনার মাধ্যমে তৌরিদের ব্যাখ্যা নির্ণয় ও অনুধাবন করা সম্ভব। তারা বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর মানুষের ভালমন্দের বিচার পরকালে করবেন এবং ভাল কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দিবেন। Pharisees রা ব্যক্তিগত প্রার্থনা এবং গণ-প্রার্থনাগারে গণ-প্রার্থনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

Essenes গণ ছিলেন চরম ভাবাদর্শের অনুসারী। তারা মনে করতেন, ফারিসীস ও সাদুসীস উভয় দলই বিপথগামী এবং তাদের আচরণ ও মতবাদ দিয়ে তৌরিদের অবমাননা, জেরুজালেম শহর ও মহাপবিত্র মন্দিরকে অপবিত্র করেছে। উভয় মতবাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তারা শহর ছেড়ে মরুভূমিতে আশ্রয় নেন। তারা কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে যৌথ সন্ন্যাস জীবনযাপন করতেন। গভীরভাবে তৌরিদ অধ্যয়ন, কঠোর কায়িক পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের করুণা অর্জন করা সম্ভব বলে তারা মনে করতেন। তৌরিদে দেওয়া খাদ্য-বিধান তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন এবং সকলে একান্নবর্তী জীবনযাপন করতেন। তারা মৃত সাগরের উপকূলে কুমরান এলাকায় আশ্রম তৈরি করে বাস করতেন। ১৯৪৭ সালে এই এলাকার একটি গুহাতে Dead Sea Scroll নামে খ্যাত বেশ কিছু পান্ডুলিপি আবিস্কৃত হয় যা থেকে তাদের বিশ্বাস, জীবনযাপন প্রণালী ও সমসাময়িক ঘটনাবলি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। এখানে পশুচর্মে লিখিত কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় যা সর্বপ্রাচীন তৌরিদের নমুনা হিসেবে বিবেচিত হয়।

পারস্য রাজশক্তি সাধারণভাবে ইহুদি ধর্ম, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি বিষয়ে সহানুভূতিশীল ছিল। ইহুদি অধ্যুসিত সামারিয়া ও যুদাতে ইহুদিদের স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল। ইহুদি ধর্মীয় আদালত Sanheidrin কে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচারকাজ পরিচালনার সম্পূর্ণ স্বাধীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাসত্ত্বেও ইহুদিদের উন্নাসিকতা ও অনমনীয় আচরণের কারণে পারস্য রাজন্যবর্গের মধ্যে তাদের প্রতি এক ধরনের বৈরী মনোভাব গড়ে উঠেছিল। পারস্য সম্রাট প্রথম Xerex এর মন্ত্রী হামান ইহুদিদের আচরণে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে ইহুদি-সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে পারস্য সাম্রাজ্যের সকল ইহুদিকে একই দিনে হত্যা করার জন্য সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার প্রথা অনুসারে এ জন্য লটারির মাধ্যমে একটি দিনও ধার্য করা হয়। সম্রাটের আদেশটি পারস্য সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে পাঠানোর আগে সম্রাটের কার্যালয়ে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকালে ইহুদিদের মধ্যে তা জানাজানি হয়ে যায়। সম্রাজ্ঞী ইসথার বিষয়টি জানতে পারেন। ইসথার ছিলেন ইহুদি। তার ইহুদি পরিচয় গোপন রেখে সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সম্রাট তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারই হস্তক্ষেপে এ যাত্রায় ইহুদিরা রক্ষা পায়। এই ঘটনার স্মরণে ইহুদিগণ পুরিম (লটারি) উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকেন। ইসথার ইহুদি জাতিকে রক্ষা করার জন্য সম্রাটের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করার আগে চার দিন অনশন পালন করেছিলেন। তাই উপবাস এই পর্ব পালনের একটি অংশ হয়ে আছে।

গ্রিক বিজয়: খ্রি. পূ. ৩৩২ অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে নেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তার সেনাপতিরা তার বিশাল সাম্রাজ্য নিজদের মধ্যে ভাগ করে নেন। আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য মিশরভিত্তিক Ptolemic ও সিরিয়াভিত্তিক Selucid সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। যুদা প্রথমে টলেমী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, পরে খ্রি. পূ. ২০০ অব্দের দিকে সেলুকিডরা যুদা দখল করে নেয়। প্রথমদিকে ইহুদিদের

সাথে গ্রিক শাসকদের সম্পর্ক ভালই ছিল। গ্রিক সভ্যতা, দর্শন, বহু দেবতাভিত্তিক ধর্ম ও সংস্কৃতি ইহুদিদের একটি অংশ আত্মস্থ করে নেয়। গ্রিক প্রভাবিত ইহুদিগণ হেলেনিক ইহুদি নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশেষকরে Tobiad পরিবার এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। ইহুদিদের মূল অংশ ফারিসীদের সাথে হেলেনিক ইহুদিদের বিভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। হেলেনিক ইহুদিগণ ইহুদি বিধিবিধান বাতিল করে আধুনিক ও আলোকিত গ্রিক জীবনধারা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তারা জেরুজালেমে গ্রিক জিমনেসিয়াম প্রতিষ্ঠা করে গ্রিক ক্রিড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। সেলুকিড সম্রাট ৪র্থ এন্টিয়োকাসের সহায়তায় একজন হেলেনিক ইহুদি মহাপবিত্র মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু কট্টরপন্থি ইহুদিদের বিরোধিতায় এই ব্যবস্থা ভেস্তে যায়। সম্রাট মনোনীত প্রধান যাজককে মন্দির থেকে বিতাড়িত করা হয়।

সম্রাট ৪র্থ এন্টিয়োকাস ক্ষিপ্ত হয়ে তার সাম্রাজ্যে ইহুদি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। মন্দিরে পশু বলিদান, সাব্বাত পালন এবং ইহুদি উৎসব উদযাপন বেআইনি ঘোষণা করা হয়। খৎনা নিষিদ্ধ করা হয়। যে শিশুর খৎনা করা হবে তার মাসহ শিশুকে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়। তৌরিদ পাঠ ও তৌরিদ ঘরে রাখা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন স্থানে গ্রিক দেবতাদের বেদি নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ পশু বলি দেয়া হয়। মহাপবিত্র মন্দির লুন্ঠন করা হয় এবং বেদিতে গ্রিক দেবতা জীউসের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। হেলেনিক ইহুদিগণ এন্টিয়োকাসের এই সকল বিধান সমর্থন করেছিলেন।

মাকাবি বিদ্রোহ: এন্টিয়োকাসের ইহুদি নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা ইতিহাসে Maccabees বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন হাসমোনীয়ান বংশের মাথাথিয়াস নামের যুদার একজন গ্রাম্য যাজক ও তার পাঁচ পুত্র। মাকাবিগণ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত গ্রিক দেবতাদের বেদি ধ্বংস করেন এবং ইহুদি শিশুদের খৎনা করান, ইহুদিদের সেলুকিডের বিধান অমান্য করতে বাধ্য করেন। বিদ্রোহ শুরুর পরপরই মাথাথিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুডাস মাকাবি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সেলুকিডদের বিরুদ্ধে এক বছর ধরে বিদ্রোহ চালিয়ে খ্রি. পূ. ১৬৬ অব্দে মাকাবিগণ বিজয়ীর বেশে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। মহাপবিত্র মন্দির পৌত্তলিকতা মুক্ত করে ধর্মীয় আচার অনুসারে মন্দির পুনঃপবিত্র করা হয়। মাথাথিয়াসের এক পুত্র জোনাথান মাকাবিকে প্রধান পুরোহিত পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। মহাপবিত্র মন্দির পুনঃউৎসর্গীকরণ স্মরণে ইহুদিরা Hanukkah উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকেন। প্রদীপ জ্বেলে, আলোকসজ্জা করে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

খ্রি. পূ. ১৬৬ অব্দে জেরুজালেম মুক্ত করার পর খ্রি. পূ. ১২৯ অব্দ পর্যন্ত যুদা সেলুকিড সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবেই হাসমোনীয় মাকাবিরা শাসন করেন। খ্রি. পূ. ১২৯ অব্দে ৭ম এন্টিয়োকাসের মৃত্যুর পর যুদাকে স্বাধীন ইহুদি রাজ্য ঘোষণা করা হয়।

১১

রোমান যুগ

খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ অব্দে রোমানরা জেরুজালেম দখল করার পূর্ব পর্যন্ত হাসমোনীয় স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এরপর যুদা রোমানদের একটি করদ রাজ্যে পরিণত হয়। খ্রি. পূ. ৩৭ অব্দে ইদুমীয়[১] রাজা হিরড দ্যা গ্রেট ইসরায়েল এবং ইহুদিদের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার সাথে সাথে যুদায় হাসমোনীয় স্বাধীন রাজ্যের অবসান ঘটে।

প্রথমদিকে যুদা রোমানদের করদ রাজ্য ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়েএই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা থেকে ইহুদিদের বিচ্ছিন্ন করা হতে থাকে এবং সরাসরি রোমান শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে ইহুদিরাই নিয়োগ দিতেন। রোমানরা ইহুদিদের এই অধিকার ছিনিয়ে নেয় এবং নিজেরাই তাদের পছন্দের লোক এই পদে নিয়োগ দেওয়া শুরু করে। রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে প্রতি বছর রোমকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতে হত। প্রথা অনুসারে স্থানীয় প্রশাসক এই সীমার অতিরিক্ত যে কর আদায় করতেন তা নিজের জন্য রেখে দিতে পারতেন। স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় প্রশাসক যত বেশি সম্ভব কর আদায় করতেন। ফলে ক্রমান্বয়ে ইহুদিদের উপর করের বোঝা বাড়তেই থাকে। একই সাথে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদার ইহুদিদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে এবং তা বিদ্রোহে পরিণত হয়।

জীলট বিদ্রোহ: ৬৬ খ্রিস্টাব্দে সিজারিয়া শহরে একটি সিনাগগের সামনে স্থানীয় গ্রিকদের পাখি বিসর্জন নিয়ে যে কলহ সৃষ্টি হয় তাই ক্রমেরোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে পরিণত হয়। প্রথম দিকে রোমানরা স্থানীয় ইহুদি ও গ্রিকদের বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। প্রতিবাদে জেরুজালেম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রোমান সম্রাটের কল্যাণে প্রার্থনা করা ও বিসর্জন দেওয়া বন্ধ করে দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় রোমান গভর্নরের আদেশে রোমান সৈন্যরা মন্দিরে প্রবেশ করে মন্দিরের সম্পদ লুন্ঠন করে। জেরুজালেমের পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে সিরিয়া থেকে রোমান লিজীয়নের একটি দল এনে বিদ্রোহ দমনে মোতায়েন করা হয়। কিন্তু রোমান বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। জেরুজালেমের বাইরে রোমানদের এই পরাজয় রোমে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

রোমান সম্রাট নীরো সেনাপতি ভেসপাসিয়ানকে বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদায় প্রেরণ করেন। ভেসপাসিয়ানের পুত্র টাইটাস সিরিয়া থেকে সৈন্য নিয়ে তার সাথে যোগ দেন। বিশাল সংখ্যক প্রশিক্ষিত ও দক্ষ রোমান সৈন্য যুদায় বিদ্রাহ দমনে নিয়োজিত করা হয়। সীজারিয়া, জাফা, নারলতা, সিপরিস, লিড্ডা, আফেক, গেবা প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহীদের পরাজিত করে রোমানরা জেরুজালেম অবরোধ করে। প্রায় আড়াই বছর অবরোধের পর ৭০ সালের গ্রীষ্মে রোমানগণ শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ইহুদি ইতিহাসবিদ যোশেফাস দাবি করেন জেরুজালেম পতনের সময় ১১ লক্ষ ইহুদি নিহত হয় এবং ৯৭ হাজার ইহুদিকে দাস হিসেবে বন্দি করা হয়। যোশেফাসের দেওয়া মৃত ও বন্দির সংখ্যা অতিরঞ্জিত মনে হলেও দীর্ঘ অবরোধের পর রোমানরা জেরুজালেম প্রবেশের পর যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির দ্বিতীয় ও শেষবারের মত ধ্বংস করা হয়, যা আজো পুনর্নির্মিত হয়নি।

রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল ইতিহাসে তারা Zealots নামে পরিচিত। জীলটরা উগ্রপন্থি ইহুদি ছিল। তারা বিশ্বাস করত, ঈশ্বরের সহায়তায় পৌত্তলিক রোমানদের পরাজিত করে ইহুদি বাসভূমির স্বাধীনতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। ইহুদিদের মধ্যে যারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল না তাদেরকে জীলটরা রোমানদের মতই ঘৃণা করত ও নির্দ্বিধায় হত্যা করত। জেরুজালেম অবরোধের শেষের দিকে জীলটরা নগরীর শস্যভাণ্ডার পুড়িয়ে দেয় যাতে নগরীর সকল ইহুদি রোমান অবরোধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যত লোক মারা গেছে তার চেয়ে বেশি লোক মারা গেছে জীলটদের হাতে এবং জীলটদের পোড়ামাটি[২] যুদ্ধ কৌশলের ফলশ্রুতিতে অনাহার ও মহামারীর কারণে। জেরুজালেম পতনের পরও জীলটগণ যুদার বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট ছোট দুর্গ থেকে তাদের প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। জীলটদের সর্বশেষ ঘাঁটি মাসাদ রোমানদের পদানত হয় ৭৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ জেরুজালেম পতনের ৩ বছর পরে। ঐ ঘাঁটির ৯০০ প্রতিরোধকারীর সকলেই রোমান বাহিনীর নিকট অত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মহত্যা করে।

রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলে জেরুজালেম ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ইহুদিদের নির্বাসিত জীবন আরো ব্যাপক মাত্রা লাভ করে। যুদা থেকে ইহুদিগণ মিশর, মেসোপটেমিয়া, লিবিয়া, সাইরিন, সাইপ্রাস এবং নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পরে। যুদা ও সামারিয়ায় ইহুদিদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নগণ্যে পরিণত হয়। রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিদের ধর্মীয় আইন প্রয়োগের মন্দিরভিত্তিক যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল তাও লোপ পায়। রাবাই ইউহানান বেন জাকাই যুদ্ধ চলাকালে রোমান সেনাপতি ভেসপাসিয়ানের অনুমতি নিয়ে যাবোনে একটি ইহুদি ধর্মীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। জেরুজালেম থেকে তিনি জীলটদের ফাঁকি দিয়ে মৃতের ভান করে তার শিষ্যদের সহায়তায় কফিনে করে জেরুজালেম থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর জেরুজালেম ও মহাপবিত্র

মন্দির ইহুদি ধর্মের কেন্দ্র হিসেবে বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে যাবোন ইহুদি ধর্ম চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্যে যখন ইহুদিদের চরম দুরবস্থা তখন রোমান সাম্রাজ্য পার্শ্ববর্তী পার্থিয়ান সাম্রাজ্যর সাথে ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় প্রভাব বিস্তার নিয়ে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। আর্মেনিয়ায় পার্থিয়ানপন্থি রাজার সিংহাসন আরোহন নিয়ে দুই সম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। রোমান ও পার্থিয়ানদের যুদ্ধ মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও লেভান্তে ছড়িয়ে পরে। পার্থিয়ানদের অগ্রগতি প্রতিহত করার উদ্দেশে এসব অঞ্চলের রোমান শিবিরে নামমাত্র সৈন্য রেখে রোমানরা ইউফ্রেটিসের তীরে রোমান পার্থিয়ান সীমান্তে অভিযান শুরু করে। এই সুযোগে এই অঞ্চলের ইহুদিগণ রোমান সেনা শিবিরগুলি দখল করে নেয়। ১১৫ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট ট্রাজান পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানের দায়িত্বে ছিলেন। সাইরেনিয়াতে শুরুহওয়া ইহুদি বিদ্রোহ দ্রুত মিশর ও সাইপ্রাসে ছড়িয়ে পড়ে। যুদার ইহুদি অধ্যুষিত শহর নিসিবিস, ইদেসা, সিলিউসিয়া, আরবেলাতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরে। এই বিদ্রোহে ইহুদিরা প্রথমে রোমান সৈন্যদের হত্যা করে এবং পরে পাইকারি হারে স্থানীয় রোমান ও গ্রিকদের সাথে হেলেনীয় ইহুদিদেরও হত্যা করা শুরু করে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা যে নৃশংসতা করেছে তার বিবরণ রোমান ঐতিহাসিক ক্যাসিয়াস ডাইও এভাবে দিয়েছেন, 'সাইরিন অঞ্চলের ইহুদিগণ এন্ড্রিয়াসের নেতৃত্বে রোমান ও গ্রিকদের ধ্বংস করতে লাগলো। তারা তাদের মাংস রান্না করল, তাদের নাড়িভুড়ি দিয়ে কোমরের বেল্ট, চামড়া দিয়ে পোষাক তৈরি করল এবং রক্ত মাথায় মাখলো। অনেককে মাথা থেকে শুরু করে করাত দিয়ে দুই টুকরা করল। অন্যদের হিংস্র পশুর সামনে নিক্ষেপ করল অথবা পরস্পরকে দিয়ে হত্যা করালো। এইভাবে ২ লক্ষ ২০ হাজার লোককে হত্যা করল। মিশরেও এমনি নৃশংসতা করল।[৩] ইহুদিরা মিশরে লুকাসের নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়া শহর জ্বালিয়ে দেয়, এবং বিধর্মীদের বহু মন্দির ও টলেমির কবর ধ্বংস করে দেয়। ইহুদিরা সাইরিনে যে গণহত্যা চালিয়েছিল তার ফলে সমগ্র দেশ জনশূন্য হয়ে যায়।'[৪] ১১৭ খ্রিষ্টাব্দে মিশর ও সাইরিনিয়ায় বিদ্রোহ দমন করা হয়। পরবর্তীকালে সম্রাট হ্যাড্রিয়ান সম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে মানুষ নিয়ে আবার সাইরিন আবাদ করেন। সাইপ্রাস, যুদা ও মেসোপটেমিয়ায় ইহুদি বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা হয়। রোমান জেনারেল লুসিয়াস কীটস অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করেন। ইহুদি বিদ্রোহীদের সর্বশেষ ঘাটি লিড্ডা পতনের পর ঐ শহরের আশেপাশে সকল ইহুদিকে হত্যা করা হয়। সাইপ্রাসে ইহুদিদের নৃশংসতার জের হিসেবে আইন করে সেখানে ইহুদিদের বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়। এই যুদ্ধের নৃশংসতায় উভয় পক্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

বার কোখবা বিদ্রোহ: ১৩২-৩৬ খ্রিস্টাব্দে বারকোখবা বিদ্রোহ ছিল রোমানদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের তৃতীয় ও শেষ যুদ্ধ। তালমুদের বর্ণনায় বারকোখবা ছিলেন একজন ভূয়া মসীহ। তার মূল নাম ছিল সাইমন বেন কসিবা। সমসাময়িক ইহুদি সাধক রাবাই আকিবা বিশ্বাস করতেন তিনি প্রকৃতই মসীহ ছিলেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন

'বার কোখবা' বা নক্ষত্রের পুত্র। 'যাকোব থেকে একটি তারা উদিত হচ্ছে, ইসরায়েল থেকে একটি রাজদণ্ড গজে উঠছে তা মোয়াবের কপালের দুই পাশ ভেঙ্গে দেবে সেথ সন্তানদের খুলি চূর্ণ করবে।'[৫] বাইবেলে দেওয়া এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে এই নাম দেওয়া হয়েছিল। যুদার ইহুদিদের একটি বিশাল অংশের মধ্যে তিনি এমন একটা বিশ্বাস জন্মাতে পেরেছিলেন যে ইহুদিদের উদ্ধারের জন্য তিনি এসেছেন এবং তাদের মুক্তি আসন্ন। প্রথম মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংসের ৭০ বছরের মাথায় দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মহাপবিত্র মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংসের ৭০ বছর পূর্তি হবে ১৪০ খ্রিস্টাব্দে। ধ্বংসের ৭০ বছরের মধ্যে ঈশ্বর তার আবাস পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করবেন। এই বিশ্বাসে বিদ্রোহের প্রস্তুতি হিসেবে যুদা থেকে রোমানদের তাড়ানোর জন্য অস্ত্র ধারণের মোক্ষম সময় ছিল খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীর তৃতীয় দশক। ধারণাটি যুদার ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। গোপনে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এই বিদ্রোহের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে যুদার প্রায় সকল ইহুদি এর পিছনে ঐক্যবদ্ধ ছিল, যা রোমানদের বিরুদ্ধে অন্য দুটি বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ছিল না।

বিদ্রোহের প্রথম দিকে যুদায় মোতায়েন এক লীজিয়ন রোমান সৈন্য (ষষ্ঠ ফেরাটা) বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হয়। বিদ্রোহীরা জেরুজালেমসহ ৫৯টি দুর্গ ও ৯৮৫টি অরক্ষিত জনপদ দখল করে নেয়। যুদার অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বিদ্রোহীরা স্বাধীন ইসরায়েল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যা দুই বছর ধরে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। বিদ্রোহীদের প্রাথমিক সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ান যুদার সেনাপতি রূকাসকে সহায়তা দেয়ার জন্য সিরিয়ার গভর্নর পাবলুস মাস্রেলাসকে প্রেরণ করেন। ইহুদিগণ এই দুই জেনারেলকেই পরাজিত করে। এরপর হ্যাড্রিয়ান ব্রিটেন থেকে শ্রেষ্ঠ রোমান জেনারেল জুলিয়াস সার্ভিবাসকে ১২ লীজিয়ন সেনাসহ যুদায় প্রেরণ করেন। এতে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। ক্রমান্বয়ে রোমানগণ বিদ্রোহীদের দখলাধীন ৫০টি দুর্গ ও ৯৮৫টি জনপদই পুনর্দখল করে নেয়। রোমানরা এসকল দুর্গে ও জনপদে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। রোমান বাহিনীকেও প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। জেরুজালেম পতনের পর জেরুজালেমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। কথিত আছে, হ্যাড্রিয়ান জেরুজালেমে লাঙ্গাল চালিয়ে জমি চাষ করিয়েছিলেন।

এই বিদ্রোহের চূড়ান্ত যুদ্ধটি হয় বার কোখবার প্রধান আস্তানা বিথারে। বিথার ছিল পর্বত শীর্ষ এলাকায় দীর্ঘ সরু উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একটি সুরক্ষিত দুর্গ যেখান থেকে সোরেখ উপত্যকা এবং গুরুত্বপূর্ণ জেরুজালেম-বেথগুরবিন সড়ক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল। বহু ইহুদি এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ১৩৫ খ্রি. হ্যাড্রিয়ান বাহিনী বিথার অবরোধ করে এবং দ্বিতীয় মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংসের বার্ষিকী ৯ই আব (হিব্রু বর্ষপঞ্জি) তারিখে বিথারের পতন ঘটে। বিথারের প্রতিটি ইহুদিকে হত্যা করা হয়।

রোমান ইতিহাসবিদ ক্যাসিয়াস ডাইও'র বর্ণনা অনুসারে বার কোখবা বিদ্রোহে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ইহুদি নিহত হয়েছিল। রোমান বাহিনীরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল।

ক্যাসিয়াস ডাইও দাবি করেন যে এই কারণেই হ্যাড্রিয়ান রোমান সিনেটে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি শুরুতে প্রথাগত সম্ভাষণ, 'আপনারা ও আপনাদের সন্তানরা সুস্বাস্থে থাকুন, এই কামনা করছি। আমি ও আমার বাহিনী ভাল আছি।'[৬]—বাক্য দু'টি ব্যবহার করেননি। এই বিদ্রোহের ফলে ইহুদিদের যুদা হতে নির্বাসনের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হয়। হ্যাড্রিয়ান এই বিদ্রোহ ও অবাধ্য আচরণের জন্য ইহুদি ধর্মকে দায়ী করেন। তাই রোমান সম্রাজ্যে ইহুদি ধর্ম নিশ্চিহ্ন করার জন্য ইহুদি ধর্ম পালন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন। ইহুদিদের ধর্মীয় আচার, যেমন পুরুষ শিশুদের খৎনা করানো, সাব্বাত পালন, সীনাগগে প্রার্থনা করা, প্রকাশ্যে তৌরিদ অধ্যয়ন, যে কোন ইহুদি ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই যুদ্ধে ইহুদি ইতিহাসে 'দশ শহীদ' নামে খ্যাত ধর্মীয় নেতারা নিহত হন বলে দাবি করা হয়।[৭] জেরুজালেমে ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। যেখানে মহাপবিত্র মন্দির ছিল সেখানে রোমান দেবতা জুপিটার ও হ্যাড্রিয়ানের নিজের মূর্তি স্থাপন করা হয়। হ্যাড্রিয়ান জেরুজালেম শহর পুনর্নির্মাণ করেন, কিন্তু এর নাম পরিবর্তন করে 'ইলিয়া ক্যাপিটলনিয়া' রাখেন। তৎকালীন ইসরায়েলের স্মৃতি মুছে ফেলার জন্য প্রদেশের নাম 'সিরিয়া প্যালেস্টিনিয়া' রাখা হয়।[৮]

বহু ইহুদিকে হত্যা করা হয় অথবা দাস হিসেবে বিক্রিকরা হয়। ইহুদিগণ যুদা থেকে প্রাণ ভয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা বিশেষকরে মিশরে ও মেসোপটেমিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহুদিগণ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করা শুরু করে। উল্লেখ্য, ১৩৮ খ্রি. রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়নের মৃত্যুর পর ইহুদিধর্ম পালনের উপর বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল এবং ইহুদিরা বিশেষ কর প্রদানের বিনিময়ে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ লাভ করে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইহুদিরা আর কখনো প্যালেস্টাইনে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেনি। যদিও ইহুদিগণ পরবর্তীকালে কখনো একক ভাবে বা অন্য কোন শক্তির সাথে মিলিত হয়ে ইতস্ততভাবে বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তা কখনোই তৎকালীন রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য হুমকি বলে গণ্য হয় নাই। জেরুজালেমে ইহুদি সংখ্যা কমেছে বা বেড়েছে, কিন্তু বার কোখবা বিদ্রোহের পরে বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত তা কখনোই রাজনৈতিক বা সামরিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয় নাই।

টীকা

১. হিরডের জন্মস্থান দক্ষিণ লেভান্তের ইমুদিয়া হতে এই রাজবংশের নামকরণ হয়।

২. 'Scorched earth policy' অর্থাৎ শত্রুর অগ্রযাত্রার মুখে পিছু হটার আগে ব্যবহারযোগ্য সকল সম্পদ ধ্বংস করে ফেলার যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করা যাতে অগ্রসরমান শত্রু এই সম্পদ ব্যবহার করে যুদ্ধে সুবিধা লাভ করতে না পারে।

৩. Casius Dio, Dio's Rome, vol. v, Book 68, para 32।

৪. সাইরিন গণহত্যার বিষয়ে Jewish Encyclpedia এভাবে মন্তব্য করেছে: 'By this outbreak Libya was depopulated to such an extent that a few years later new colonies had to be established there'.(Eusebius, "Chronicle" from the Armenian, fourteenth year of Hadrian) ৪র্থ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ Paulus Orosius এভাবে সাইরিন গণহত্যার বিবরণ দিয়েছেন, 'The Jews waged war on the inhabitants throughout Libya in the most savage fashion, and to such an extent was the country wasted, its cultivators having been slain, its land would have remained utterly depopulated, had not the Emperror Hadrian gatherd settlers from other places and sent them thither, for the inhabitants had been wiped out.' Orosius, Seven Books of History, Against the Pagans. 7.12.6।

৫. Numb. 27:17।

৬. Casius Dio, Roman History।

৭. রাবানিক মিদ্রাস অনুসারে বার কোখবা ছাড়াও স্যানহ্যাড্রিনের প্রধান পুরোহিত রাবাই ইশমায়েল, সভাপতি রাবাই শিমন জামালিয়েল, রাবাই আকিবা, রাবাই হান্নানিয়া বিন তিরাডিয়ন, রাবাই ইলিয়েজার বিন সামুয়া, রাবাই হানিনা বিন যাকিনিয়া, রাবাই ইয়েশাভাব, রাবাই ইয়াহুদা বিন দামা, রাবাই ইয়েজাদা বিন বাবা এবং রাবাই হিউসপিথকে হত্যা করা হয়। এরা ইহুদি ইতিহাসে 'দশ শহীদ' নামে পরিচিত। অবশ্য, ঐতিহাসিকদের ধারণা এই দশজনের মধ্যে একাধিক রাবাই আছেন যারা বার কোখবার সমসাময়িক ছিলেন না।

৮. ইসরায়েলিদের প্রাচীন শত্রু Philistine গোত্রের নাম অনুসারে প্রদেশের নামের সাথে 'প্যালেস্টিনা' যুক্ত করা হয়। সেই থেকে যে ভৌগোলিক এলাকায় প্রাচীন যুদা ও ইসরায়েল রাজ্য এবং বাইবেলীয় কানানদের দেশ ছিল সেই এলাকাটি 'প্যালেস্টাইন' নামে পরিচিতি লাভ করে।

১২

খ্রিস্টান জগতে

খ্রিস্টধর্মের সাথে ইহুদি ধর্মের সম্পর্ক 'নাড়ির সম্পর্ক'। যীশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে ও পরে প্রায় এক শতাব্দী ধরে খ্রিস্টের অনুসারীরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলে নিজদের বিবেচনা করতেন না এবং ইহুদিরাও তাদেরকে ইহুদি ধর্মেরই নতুন একটা 'ফেকরা' বলে বিবেচনা করতেন। ইহুদি ধর্মে 'ফেকরা' আবির্ভাব কোন অভিনব ঘটনা নয়। যীশুও তার জীবিতকালে ইহুদি ধর্মের বাইরে কোন নতুন ধর্ম প্রচার করতে এসেছেন মর্মে ঘোষণা দেননি। ১১০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সিরিয়ার একজন ধর্মপ্রচারক এন্টিওকের ইগনেশাস সম্ভবত প্রথম যীশুর অনুসারীদের ইহুদি ধর্ম থেকে পৃথক 'খ্রিস্টান' ধর্মের অনুসারী হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি যে পত্রে 'খ্রিস্টান' শব্দটি ব্যবহার করেন সেখানে তিনি খ্রিস্টানদের ইহুদিদের পর্বগুলো পালন না করার আহ্বান জানান। তার এই আহ্বান থেকে ধারণা করা হয় যে, খ্রিস্টের অনুসারীরা তখনো ইহুদি ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানই পালন করতেন।

ইহুদি ও খ্রিস্টের অনুসারীদের সম্পর্কের দুই হাজার বছরের মধ্যে প্রথম আঠারো শ' বছরের সম্পর্ক আবর্তিত হয়েছে ধর্মীয় মতভেদ হতে সৃষ্ট তিক্ততার ভিত্তিতে। পরবর্তী দেড়শ' বছর অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ সম্পর্কের তিক্ততার ভিত্তি ধর্ম থেকে জাতিতত্ত্বভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তিক্ততার মাত্রা উঠা-নামা করেছে, কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়নি। তবে এটা ধারণা করা ভুল হবে যে, এই দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সর্বযুগে ও সর্বত্র সম্পর্ক একইরকম বৈরিতাপূর্ণ ছিল। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এই সম্পর্ক আকাশ-পাতাল তারতম্য ঘটেছিল। এলাকার রাজক্ষমতা ধারকের বা বিশপের ইহুদিদের প্রতি মনোভাব, স্থানীয় প্যাস্টরের ধর্মোপদেশে ইহুদিদের বিষয় কীভাবে উপস্থাপন করা হয় এমন অনেক বিষয়ের উপর এলাকার সাধারণ মানুষের ইহুদিদের প্রতি মনোভাব নির্ভর করত।

ধর্মতত্ত্বের বিরোধ: প্রথম আঠারো শ' বছরে খ্রিস্টান-ইহুদি সম্পর্কের বৈরিতা বুঝতে হলে ধর্মতত্ত্বে তাদের বিরোধ কোথায় তা সনাক্ত করতে হবে। বিরোধের বিষয়গুলো

অনেক গভীর ও বিস্তৃত। এর মধ্যে প্রধান বিরোধগুলোর ইঙ্গিতই শুধু আমরা এখানে দিতে পারি। প্রথমত, যীশুই তৌরিদে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত ইসরায়েলের উদ্ধারকারী ছিলেন, খ্রিস্টানদের এই দাবি ইহুদিরা মানেন না। দ্বিতীয়ত, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পর তার পুনরুত্থান ঘটেছে এটাও তারা অস্বীকার করেন। তাদের মতে, একমাত্র মসীহ্ এর উত্থানের পরেই ইসরায়েলের পুনরুত্থান হবে, তার আগে কারো পুনরুত্থান হবে না। তৃতীয়ত, যীশুকে ইশ্বরের পুত্র হিসেবে ইহুদিরা মেনে নিতে পারে না। ঈশ্বর নিরাকার এবং তার পিতা নেই, সন্তানও নেই। চতুর্থত, খ্রিস্টীয় তত্ত্ব ঈশ্বরের ত্রিয়েক্যের ধারণা (Trinity)—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—ঈশ্বরের এই বিভাজন ইহুদি একেশ্বরবাদের পরিপন্থি। পঞ্চমত, অ-ইহুদিরাও ইসরায়েলের পরমেশ্বরের পথে চলতে পারে খ্রিস্টের অনুসারীদের এই বিশ্বাস ইহুদিরা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহুদি মতে, তৌরিদে প্রদর্শিত পথ পরমেশ্বরের নির্বাচিত জাতি একমাত্র ইসরায়েল সন্তানদের জন্য—যেকোন মানুষের জন্য নয় এবং যেকোন মানুষের এই পথ অনুসরণের প্রয়োজনও নেই।

যীশু হত্যার দায়: সাধারণ খ্রিস্টান জনমনে ইহুদির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল তা হল ইহুদিরা জাতিগতভাবে যীশু খ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধহওয়ার জন্য দায়ী। একই দায় পুরুষানুক্রমে ইহুদিরা বহন করতেই থাকবে। এক পর্যায়ে সত্যি যীশুর ক্রুশবিদ্ধহয়ে মৃত্যুর জন্য জাতিগতভাবে ইহুদিরা দায়ী ছিল কিনা, দায়ী হলেও পুরুষানুক্রমেসকল ইহুদিকে দায়ী করা কতটা যুক্তিগ্রাহ্য সে বিবেচনা কেউ করেনি। একজন ইহুদি যে জন্মগত কারণে যীশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী 'ব্যাপটিজমের' মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের সাথে সাথে সে সেই দায় থেকে চিরদিনের জন্য মুক্ত হয়ে যাবে, তারই বা যৌক্তিকতা কী সে প্রশ্ন করার অবকাশ কারো ছিল না। জাতিগতভাবে যীশু হত্যার দায়ের ধারণার সূচনা হয় বাইবেলের Mathew পুস্তক থেকে। এই পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, জেরুজালেমের প্রধান ইহুদি যাজক ও প্রবীণরা যীশুর বিরুদ্ধে ধর্মোদ্রোহের অভিযোগ নিয়ে রোমান শাসক Pontius Pilate-এর কাছে নিয়ে যীশুর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। পিলাত প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দিতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু উপস্থিত ইহুদি যাজক ও জনতা সমস্বরে যীশুর মৃত্যদণ্ডের দাবিতে অনড় থাকলে পিলাত যখন দেখলেন, তার প্রচেষ্টা নিষ্ফল, এমনকি আরো গোলমাল হচ্ছে, তখন কিছু জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, 'এই ধার্মিক মানুষের রক্তপাতের বিষয়ে আমি দায়ী নই; এ চিন্তা তোমাদেরই'। প্রতিবাদ করে সমস্ত জনগণ বলল, 'ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানদের উপরেই পড়ুক'।"[১] খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু করে বহু খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা ইহুদিদের যীশু হত্যার জন্য দায়ী করে, তাদেরকে ঈশ্বরের অভিশপ্ত ও ঘৃণিত জাতি হিসেবে চিত্রিত করে লিখেছেন এবং গির্জার প্রার্থনা সভায় অনুশাসন দিয়েছেন। এই অনুশাসনের সমর্থনে তারা উল্লেখ করতেন যে, ইহুদিদের উপর ঈশ্বরের অভিশাপের কারণেই দুই দুইবার জেরুজালেমের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, ইহুদিরা দেশে দেশে শিকড়হীন জীবন যাপন করছে, দেশ থেকে দেশান্তরে বার বার বিতাড়িত হচ্ছে।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইহুদি বা খ্রিষ্টান কারো হাতেই রাজ-ক্ষমতা ছিল না। তখন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল ইহুদিদের উভয় পক্ষে নেওয়ার টানাটানিতে। এক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের বাড়তি সুবিধা ছিল এই যে তারা অ-ইহুদিদের তাদের ধর্মের আবেদন জানাতে পারতেন এবং এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নতুন অনুসারী তাদের বিশ্বাসে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে, ইহুদিরা ছিলেন তাদেরই সম্প্রদায়ের লোকদের ধর্মান্তর রোধের চেষ্টায় ব্যস্ত। ক্রমান্বয়েএকদিকে ইহুদি লোকসংখ্যা কমতে থাকে, অপরদিকে খ্রিস্টানদের সংখ্যা বিপুল হারে বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে ইহুদিদের যে সংখ্যাধিক্য ছিল খ্রিস্টানদের সাথে সেই সুবিধা তারা হারাতে থাকে। এই পর্যায়ে রাজ-ক্ষমতার অধিকারী রোমানরা বহু দেবতার পূজারি হিসেবে দুই ধর্ম থেকেই সমদূরত্বে ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে ইহুদি নির্যাতন খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবের আগেই শুরু হয়েছিল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও ইহুদিদের তারা কিছুটা ঘৃণার চোখে দেখতেন, রোমানদের দৃষ্টিতে ইহুদিরা ছিলেন নাস্তিক। কারণ,তাদের দৃশ্যমান কোন দেবতা ছিল না। অন্যেরা যা খান তারা তা খান না। এদিক থেকে তাদেরকে বিবেচনা করা হত অদ্ভুত এক জাতি যারা কোন জাতিরই বন্ধু নয়। অন্যদিকে, খ্রিস্টানরা যদিও রোমানদের বহু দেবতার ভক্ত ছিলেন না এবং 'একজন শাস্তি পাওয়া অপরাধীকে'[২] বন্দনা করত, কিন্তু রোমানদের সাথে তাদের খাওয়া-দাওয়া ও সখ্যতা গড়তে কোন অসুবিধা ছিল না। রোমানদের মধ্যে অনেকেই খ্রিস্টধর্মের বিশ্বজনীনতায় আকৃষ্ট হয়ে খুবই সহজে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টের অনুসারীদের পবিত্রতা-অপবিত্রতা বা খাদ্য গ্রহণে বাধা নিষেধ না থাকায় ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তনের সাথে জীবনধারায় দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন লক্ষণীয় ছিল না। এসব কারণে রোমান কর্তৃপক্ষের কাছে নতুন ধর্মের অনুসারীরা রাজনৈতিক হুমকি হয়ে আবির্ভাব হয়নি। তবে কখনো কখনো ইহুদিদের চক্রান্তে অথবা গণঅভিযোগের ভিত্তিতে জনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা বিরল ছিল না। তৃতীয় শতাব্দীতে রোমান সম্রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে নতুন ধর্মের অনুসারীদের ক্রমবর্ধমানসংখ্যার কারণে অথবা প্রশাসনের দরবারে নতুন ধর্মের প্রভাবের কারণে খ্রিস্টধর্মের অবস্থান ইহুদি ধর্মের চেয়ে দৃঢ়তর ছিল।

রাজক্ষমতায় খ্রিস্টান: খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শুরুতে রোমান সম্রাট ১ম কনস্টেনটাইনের মা প্রথমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে কনস্টেনটাইন নিজে এই ধর্ম গ্রহণ করেন। ৩১৪ খ্রি. Edict of Milan ঘোষণায় রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মসহ সকল ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কনস্টেনটাইনের মৃত্যুর পর সম্রাট থিওডসাস ও তার পশ্চিমের প্রতিপক্ষ সম্রাট গ্রাটিয়ান ৩৮০ খিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতাসীন সম্রাটের খেয়ালের উপর কখনো কখনো খ্রিস্টধর্মের ভাগ্য উঠা-নামা করেছে। কিন্তু ৩৮০ সালের পর খ্রিস্টধর্ম রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ হয়ে যে রূপান্তর ঘটে তাতে ইহুদিধর্মের অনুসারীদের জন্য দীর্ঘ দুঃস্বপ্নের সূচনা হয়। পরবর্তী প্রায় দেড় সহস্রাব্দ ধরে খ্রিস্টান জগতে ইহুদিরা সবসময়ই এক অনিশ্চিত ভবিষ্যত

নিয়ে টিকে ছিল। এই সময়ে ইহুদি নিপীড়নের দীর্ঘ ইতিহাসের অসংখ্য আখ্যানের মধ্যে কিছু আখ্যানের নির্ঘণ্ট দেওয়া হল:

৩৮০: যে বছর খ্রিস্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করা হয় ঐ বছরই সম্রাট থিওডসাস ধর্মীয় প্রয়োজনে সিনাগগ ধ্বংসের ঢালাও অনুমতি দেন। মিলানের বিশপ সিনাগগ ধ্বংস করাকে 'ঈশ্বরের সন্তুষ্টির কাজ' বলে মন্তব্য করেন।

৪১৫: আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ ঐ শহরের সকল ইহুদিদের বহিষ্কার করেন। সেন্ট অগাস্টাইন লিখেন, 'একজন ইহুদির প্রকৃত চেহারা হচ্ছে যুদাস ইস্কারিয়ট[৩] যে রৌপ্যের বিনিময়ে প্রভুকে বিক্রয় করে। ইহুদিরা কোনদিনই ঈশ্বরের বাণী অনুধাবন করতে পারে না, এবং চিরদিনের জন্য তারা যীশু হত্যার দায় বয়ে বেড়াবে।'

৪১৮: সেন্ট জেরোম হিব্রু থেকে ল্যাটিনে বাইবেলের প্রামাণ্য অনুবাদ করেন, তিনি লিখেন,' সিনাগগকে যদি বেশ্যালয় বলা হয়, পাপের আস্তানা, শয়তানের আখড়া, শয়তানের দুর্গ, দুরাচার আত্মার আশ্রয়, যেকোন অনুমেয় দুর্যোগের অতল গহ্বর, অথবা এটাকে যাই বলা হোক না কেন তবু সেটার যা প্রাপ্য তা বলা হবে না।'

৪৮৯-৫১৯: উচ্ছৃঙ্খল খ্রিস্টান জনতা এন্টিঅক, ডাফনে ও রাভেন্নার সিনাগগ ধ্বংস করে দেয়।

৫২৮: সম্রাট জাস্টিনিয়ান 'জাস্টিনিয়ান কোড' জারি করে ইহুদিদের সিনাগগ নির্মাণ, হিব্রু ভাষায় তৌরিদ পাঠ, প্রকাশ্য স্থানে সমেবেত হওয়া, ঈস্টারের আগে পাস্কা (Passover) পালন এবং কোন খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

৫৩৫: ক্লেয়ারমন্টের সীনড আদেশ জারি করে যে কোন ইহুদি সরকারি পদে নিয়োগের যোগ্য নয় এবং সে কোন খ্রিস্টানের উপর কতৃত্ব করতে পারবে না।[৪]

৫৩৮-৪১: অর্লিঅনের ৩য় ও ৪র্থ কাউন্সিল ঘোষণা করে যে, ঈস্টার উৎসব চলাকালে কোন ইহুদি জনসমক্ষে বেরুতে পারবে না। 'ঈস্টারের পূর্বের বৃহস্পতিবার থেকে চার দিন কোন খ্রিস্টানের সাথে কোন ইহুদিকে দেখা যেতে পারবে না।'[৫] ইহুদি ও খ্রিস্টানের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয় এবং কোন খ্রিস্টানের ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

৫৬১: ফ্রান্সের উজে'র বিশপ তার এলাকা থেকে সব ইহুদিকে বিতাড়িত করেন।

৬১২: রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিদের জন্য ভূমির মালিকানা, ভূমি চাষ করাসহ কিছু পেশা নিষিদ্ধ করা হয়।

৬১৩: স্পেনে ইহুদিদের উপর চরম নিপীড়ন শুরু করা হয়। ইহুদিদের হয় খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ অথবা দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ছয় বছর বয়সের শিশুদের পিতামাতার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে খ্রিস্টধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

৬৯৪: টলেডোর সপ্তদশ কাউন্সিল ইহুদিদের রাজার ক্রীতদাসহিসেবে ঘোষণা করে। যীশুকে হত্যার দায়ে ঈশ্বর ইহুদিদের চিরকালের জন্য দাসত্বের শাস্তি দিয়েছেন চার্চ কর্তৃপক্ষের এই অভিমতের আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৬]

৭২২: বাইজেন্টাইন সম্রাট ৩য় লিও ইহুদি ধর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সকল ইহুদিদের জোর করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়।

৮৫৫: ইটালি থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়।

১০৫০: নরবোনের সীনডে খ্রিস্টানদের ইহুদি-গৃহে বাস করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

১০৭৮: গিরোনার সীনডে ইহুদিদের চার্চের কর দিতে বাধ্য করা হয়।

১০৯৬: প্রথম ক্রুসেড শুরু হয়। ক্রুসেডের মূল লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র ভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করা। কিন্তু জেরুজালেমের পথে ইহুদিদের প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। পথে পথে ক্রুসেডকারীরা ইহুদিদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু বেছে নিতে বলে। এইভাবে শুধু রাইন উপত্যকায় ১২০০০ ইহুদি হত্যা করা হয়। ১১৭২তে ৯ম ক্রুসেডের পূর্বে ৮টি ক্রুসেড যাত্রায় একই আচরণ করা হয়।

১০৯৯: ক্রুসেডারদের জেরুজালেম সাময়িক দখলকালে জেরুজালেমের সকল ইহুদিদের প্রধান সিনাগগে জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে সকলকে হত্যা করা হয়।

১১২১: বর্তমান বেলজিয়ামের ফ্ল্যান্ডারস থেকে সকল ইহুদিকে বিতাড়িত করা হয়।

১১৩০: অভিযোগ উঠেছিল যে, কয়েকজন ইহুদি লন্ডনে একজন অসুস্থ লোককে হত্যা করেছিল। শহরের সকল ইহুদিদের মোট দশ লক্ষ মার্ক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।

১১৪৬: দ্বিতীয় ক্রুসেডের শুরুতে রুডল্ফ নামের একজন ফরাসি পাদ্রী সকল ইহুদিকে হত্যা করে ক্রুসেডের উদ্বোধন করার আহ্বান জানান।

১১৮০: ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস ফ্রান্সের সকল ইহুদিকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেন। তাদের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু সকল স্থাবর সম্পত্তি রাজা দখল করে নেন।

১১৮৯: ইংল্যান্ডের রাজা সকল ইহুদিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। ইহুদিদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

১২০৫: পোপ ৩য় ইনোসেন্ট সেইন ও প্যারিসের আর্চ বিশপদের কাছে লিখেন, 'ইহুদিরা প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করার পাপের কারণে চিরকালের জন্য দাসত্বের নিয়তিতে আবদ্ধ হয়ে আছে... ঈশ্বর যাদের মুক্ত করেছেন তাদেরই দাস হিসেবে ঈশ্বরের মৃত্যুর ষড়যন্ত্রকারীরা নিজদের চিনতে পারছে...।'

১২১৫: ৪র্থ লেটিরান কাউন্সিল বিধান জারি করে যে, ইহুদিদের গোলাকার ব্যাজসহ বিশেষ পোষাক পড়তে হবে যাতে তাদেরকে খ্রিস্টানদের থেকে আলাদা করে সহজে চেনা যায়। পরে এই বিধান অন্যান্য দেশেও চালু করা হয়।

১২২৯: স্পেনীয় ইনকুইজিশন শুরু করা হয়। এই ইনকুইজিশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল গোপন ইহুদিদের বের করা যারা বা যাদের পূর্বপুরুষরা বাধ্য হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু গোপনে ইহুদি ধর্ম পালন করত। পোপ ৪র্থ ইনোসেন্ট নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় অনুমোদন করেন।

১২৩৬: পোপ গ্রেগরী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের চার্চকে 'লেন্টের প্রথম শনিবার'এর উপর সকল ইহুদি বই বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন।

১২৫৯: মেইনজ-এর আর্চ ডিউকের এলাকায় বিধান করা হয় যে ইহুদিদের হলুদ ব্যাজ পরতে হবে।

১২৬১: বেলজিয়ামের ব্রাবান্তের ডিউক ৩য় হেনরী উইল করেন যে ব্রাবান্ত থেকে ইহুদিদের অবশ্যই বহিষ্কার করতে হবে যেন তাদের একজনও না থাকে। শুধু তারাই থাকতে পারবে যারা অন্যদের মত সাধারণ ব্যবসা বানিজ্য করবে কিন্তু অর্থ লগ্নি ও সুদের ব্যবসা করবে না।[৭]

১২৬৭: ভিয়েনার সীনড আদেশ দেয় যে ইহুদিদের শিং-অলা টুপি পরতে হবে।

১২৯০: ইংল্যান্ড থেকে সব ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়। প্রায় ১৬,০০০ ইহুদি দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।

১২৯৮: অস্ট্রিয়া, বাভারিয়া ও ফ্রাঙ্কোনিয়াতে ইহুদিদের উপর উৎপীড়ন চালানো হয়। ১৪০টি ইহুদি বসতি ধ্বংস করা হয় এবং ৬ মাসের মধ্যে এক লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়।

১৩০৬: ফ্রান্স থেকে এক লক্ষ ইহুদিকে বহিষ্কার করা হয়। তাদেরকে শুধু গায়ের কাপড় ও একদিনের খাবার সাথে নিতে দেয়া হয়।

১৩২০: ৪০,০০০ ফরাসি মেষপালকরা 'মেষপালকদের ক্রুসেডে' প্যালেস্টাইন যায়। যাবার পথে ১৪০টি ইহুদি বসতি ধ্বংস করে।

১৩২১: ফ্রান্সের গুইয়েনে অভিযোগ করা হয় যে ইহুদিদের উস্কানিতে দুষ্কৃতকারীরা কুয়োর পানিতে বিষ মিশিয়েছে। পাঁচ হাজার ইহুদিকে খুটিতে বেধে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

১৩৪৭+: ইউরোপে প্লেগের মহামারি দেখা দেয়। কয়েক বছরে এই প্লেগে আনুমানিক আড়াই কোটি লোক মারা যায়। ইংল্যান্ডে যে লোক ক্ষতি হয় তা পূরণ হতে পরবর্তী দু'শ' বছর সময় লেগেছিল। এই মহামারিতে লক্ষ্য করা যায় যে, ইহুদিদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম লোক মারা যাচ্ছে। পণ্ডিতদের ধারণা, জীবনধারণ ও খাদ্র গ্রহণে পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ইহুদিদের ধর্মীয় বিধি-বিধানের কারণে হয়ত ইহুদিদের খাদ্যাভ্যাস অধিক স্বাস্থ্যসম্মত ছিল এবং তারা তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করত। সেই কারণে হয়ত মহামারীতে তাদের ক্ষতি কম হয়ে থাকতে পারে। গুজব ছড়ানো হয় যে, শয়তান ইহুদিদের রক্ষা করছে এবং বিনিময়ে তারা খ্রিস্টানদের ব্যবহারের কুয়োগুলোতে বিষ ছড়াচ্ছে। অতএব ইহুদিদের হত্যা কর। ইউরোপে বিশেষকরে মধ্য ইউরোপে হাজার হাজার ইহুদিকে পুড়িয়ে মারা হয়। এভাবে বাভারিয়ায় ১২০০০, এরফার্টে ২০০০, রুক্রুলিতে ২০০০, স্ট্রাসবুর্গে ২০০০, মেইসজে ৬০০০, ওয়ার্মসে ৪০০জন মানুষকে হত্যা করা হয়।[৮]

১৩৫৪: টলেডোতে ১২০০০ ইহুদিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হত্যা করা হয়।

১৩৭৪: জার্মানির রাইন নদীর নিম্ন অববাহিকায় সেন্ট জন দিবসে জনসাধারণ ফুর্তি করার সময় বেশ কিছু লোকের মধ্যে দেখা গেল যে তারা যেন কোন অপার্থিব প্রভাবে

নেচে গেয়ে ফুর্তি করেই যাচ্ছে। থামার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিনে দিনে এই ভূতগ্রস্ততায় আরো মানুষ আক্রান্ত হল, আরো এলাকায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়ল। জার্মানি থেকে নেদারল্যান্ডেও এর প্রাদুর্ভাব দেখা গেল। কোথাও দেখা গেল শতশত লোক খোলা আকাশের নিচে উন্মাদের মত নৃত্য করছে যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে। এই ধরনের দৃশ্য প্রায় এলাকায়ই দেখা যেতে লাগল। যাদু-মন্ত্রের আশ্রয় নেওয়া হল, সাধু-সন্তের মাজারে মানত-তীর্থ করা হল। কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হল না। তখন গুজব ছড়ালো যে ঈশ্বর ইউরোপের মানুষকে অভিশাপ দিয়েছেন একারণে যে তারা ঈশ্বরের দুশমন ইহুদিদের সাথে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার করছে না। তারপর শুরু হয়ে গেল সারা মধ্য ইউরোপ জুড়ে ইহুদি নিপীড়নের তাণ্ডব। হাজার হাজার ইহুদিকে নির্যাতন করে হত্যা করা হল, ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হল। কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। এই ভূতগ্রস্ততার মহামারী ধীরে ধীরে দূর হতে বেশ লম্বা সময় লেগেছিল।

১৩৯৪: দ্বিতীয়বারের মত ফ্রান্স থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়।

১৪৩১: বেজ্‌ল কাউন্সিল ইহুদিদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিষিদ্ধ করে। দুই খ্রিস্টানের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনে ইহুদির মধ্যস্থতা নিষিদ্ধ করা হয়। ইহুদিদের চার্চে হিতোপদেশ শোনা বাধ্যতামূলক করা হয়।

১৪৫৩: পোল্যান্ডের রাজা ইহুদিদের নাগরিক অধিকার রহিত করেন।

১৪৭৮: চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনে বহু ইহুদি ও মুসলমানকে জোর করে খ্রিস্টান করা হয়েছিল। তাদের বংশধররা প্রকৃতই খ্রিস্টানধর্ম পালন করে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নতুন করে ইনকুইজিশন চালু করা হয়। ইহুদি ও মুসলমান বংশোদ্ভূত নব্য খ্রিস্টানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য পদ লাভ, কোন সরকারি পদে নিয়োগ এবং বহু পেশা গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়।

১৪৯২: স্পেনে ইহুদিদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ নতুবা দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ৩,০০,০০০ ইহুদি কপর্দকহীন অবস্থায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। অন্যেরা খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে দেশে থেকে যায়।

১৪৯৭: পর্তুগাল থেকে ২০ হাজার ইহুদি বহিষ্কার করা হয়।

১৫১৬: ভেনিসের গভর্নর সিদ্ধান্ত নেন যে, ইহুদিরা শহরের এক এলাকায়ই থাকবে। ইহুদিদের বাস করার জন্য যে এলাকা বরাদ্দ করা হয় তার নাম ছিল 'নভো ঘেটু'। এটাই ইউরোপের প্রথম ঘেটু।

১৫৪০: নেপলস থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়।

১৫৪৩: খ্রিস্টানধর্ম-সংস্কারক মার্টিন লুথার ঈশ্বরের ধিকৃত ইহুদিদের নিয়ে যে সমস্যা তা কীভাবে সমাধান করা যায় তার উপর একটি নিবন্ধ লিখেন। সমস্যা সমাধানের তিনি যে উপায় বাৎলান তা নিম্নরূপ:

প্রথমত, তাদের সকল সিনাগগে আগুন দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদের বাড়িঘরও ধ্বংস করে জিপসিদের মত এক ছাদের নীচে তাদেরকে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, তাদের প্রার্থনার বই, তালমুদ যা তাদেরকে পৌত্তলিকতা, মিথ্যা, অভিশাপ ও ধর্মদ্রোহিতা শেখায় সেগুলো ধ্বংস করতে হবে।

চতুর্থত, তাদের রাবাইদের মৃত্যুর হুমকি দিয়ে এসব শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

পঞ্চমত, তাদের পাসপোর্টসহ ভ্রমণের সুবিধা প্রাপ্তির অন্যান্য কাগজপত্র দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

ষষ্ঠত, তাদের সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। তাদের টাকা-পয়সা, সোনা-রূপাসহ মুল্যবান জিনিষপত্র ছিনিয়ে নিতে হবে।

সপ্তমত, শক্তসামর্থ্য ইহুদি পুরুষ ও নারীদের খুন্তি, কুড়াল, লাঙল, দা-কাঁচি দিয়ে মাঠে নামিয়ে দিতে হবে যাতে তারা অন্যদের মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্ন সংস্থান করে জীবনযাপন করে।

সর্বশেষ তিনি ইউরোপের রাজাদের প্রতি আহ্বান জানান, ইহুদি সমস্যা সমাধানের এর চেয়ে ভাল পন্থা যদি তাদের জানা থাকে তাহলে তারা যেন তাই প্রয়োগ করেন যাতে 'আপনারা ও আমরা সকলেই এই অসহনীয় শয়তানের বোঝা— ইহুদিদের থেকে মুক্ত হতে পারি।

১৫৫০: জেনোয়া ও ভেনিস থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়।

১৫৫৫: ইহুদিরা শুধু ঘেটুর মধ্যে বাস করবে, ঘেটুর বাইরে কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না এবং সবসময় পোষাকে হলুদ ব্যাজ পরতে হবে এই মর্মে পোপের এক অনুশাসন জারি করা হয়। এর ফলে ঘেটুর পরিবেশ ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়। এমনও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, আট একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত ঘেটুতে তিন হাজার লোক বাস করতে বাধ্য হয়।

১৫৮২: হল্যান্ড থেকে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়।

১৬৪৮-৫৬ পোলিশ-লিথুয়নিয়ান কমনওয়েলথের ইউক্রেনীয় অঞ্চলে খেমলিনিস্কি বোগদানের নেতৃত্বে কসাক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। দাবি করা হয় যে, এই বিদ্রোহ চলাকালে ১০০০০০ ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছে। এই বিদ্রোহ ছিল পোলিশ ভুস্বামী ও তাদের প্রধানত ইহুদি মধ্যস্বত্বভোগী কর আদায়কারীদের শোষণের বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহকালে ইহুদিরা যেমন নিহত হয়েছে পোলিশ নাগরিকরা এবং ইউক্রেনীয় সাধারণ নাগরিকরাও বিপুল সংখ্যায় নিহত হয়েছে। এই ঘটনা ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অন্যান্য হত্যাযজ্ঞের সাথে তুলনীয় নয় এই কারণে যে, এই যুদ্ধে ইহুদিদের ধর্মীয় বা জাতিগত কারণে নয় বরং উৎপীড়নকারীদের অংশীদার বা সহযোগী হিসেবে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে যেমন করা হয়েছে পোলিশদেরকে বা পোলিশরা

হত্যা করেছে ইউক্রেনীয় সাধারণ মানুষকে। তবে তৎকালীন ইউরোপের সাধারণ মানুষের ইহুদিদের প্রতি বৈরী মনোভাবের প্রেক্ষিতে বিদ্রোহী কসাকদের মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব থাকাই স্বাভাবিক। এই কারণে ইহুদিদের প্রতি বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরতার মাত্রা হয়ত বেশি ছিল।

নিহত ইহুদির সংখ্যাও আধুনিক গবেষণায় অতিরঞ্জিত বলে সাব্যস্ত হয়েছে।[৯] সর্বশেষ গবেষণায় এই যুদ্ধে ইহুদি মৃতের সংখ্যা ১৮০০০ থেকে ২০০০০ হতে পারে বলে অনুমান করা হয়।[১০]

যুক্তিবাদের যুগ: সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপের চিন্তার জগতে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় পণ্ডিতগণ তাকে যুক্তিবাদের যুগের সূচনা মনে করেন। এই যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞান-চর্চাকে ঐতিহ্য, বিশ্বাস, ঐশী-প্রকাশের গণ্ডি থেকে বের করে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়, ব্যক্তি, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মের পরিবর্তে যুক্তি ও প্রয়োগিকতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু দখল করে নেয়। মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রার সম্মুখভাগে চলে আসে ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতাবাদ, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, যুক্তিবাদ ও জাতীয়তাবাদ। ইউরোপীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে যুক্তিবাদের প্রভাবের ফলে ইহুদিদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্টীয় সমাজে ধর্মের প্রভাব যতটা কমতে থাকে ইহুদিদের প্রতি তাদের মনোভাব ততটা নমনীয় হয়ে আসতে থাকে। এই বিবর্তন চলতে থাকে যতদিন পর্যন্ত খ্রিস্টীয় সমাজ ইহুদিদের ঘৃণা করার নতুন কারণ খুঁজে বের করতে না পারে। আমরা দেখতে পাই খ্রিস্টীয় সমাজ তার ঐতিহাসিক ইহুদি-বিদ্বেষকে নতুন রূপ ও মাত্রা দিতে খুব বেশি সময় নেয়নি।

খ্রিস্টান ধর্মান্ধরা বিভিন্ন অযুহাতে ইহুদিদের নির্যাতন ও হত্যা করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসীদের কাছে শুধু ধর্মবিশ্বাসের কারণে কাউকে ঘৃণা করা বা হত্যা করা গ্রহণযোগ্য ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও কুসংস্কারের ভিত্তিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা চার্চের বা স্থানীয় রাজন্যের উস্কানিতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল জনতার তাণ্ডব ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই আর দেখা যায় না। অবশ্য এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় রাশিয়াতে। রাশিয়া ও রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের দু'একটি দেশে ধর্মীয় কারণে ইহুদিদের বিরুদ্ধে লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় ইহুদি নিপীড়নের ফলশ্রুতিতে ইহুদিদের মধ্যে এক নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয় যা 'জাইঅনবাদ' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী একটি অধ্যায়ে জাইঅনবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার ইহুদিদের অবস্থার উপর আলোকপাত করা হবে।

নবরূপে ইহুদি বিদ্বেষ: উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক ইহুদি বিদ্বেষের স্থান দখল করে নেয় জাতীয়তাভিত্তিক ইহুদি বিদ্বেষ। ফরাসি বিপ্লবের পরে সারা ইউরোপে

ক্রমান্বয়ে প্রায় সকল দেশেই ইহুদিদের নাগরিক অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়। শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা, ব্যবসা ও পেশার ক্ষেত্রে সকল বাধা-নিষেধ অপসারণের ফলে ইহুদিরা এই সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় খ্রিস্টান সমাজে যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয় তার প্রকাশ ঘটে নবরূপের ইহুদি বিদ্বেষ যা Anti-Semitism নামে পরিচিতি লাভ করে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য Anti-Semitic ঘটনার একটি নমুনা-তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

১৮০৬: একজন ফরাসি জেসুইট পাদ্রী এবে বারুয়েল লিখেন যে, ফরাসি বিপ্লবের পেছনে ইহুদিদের হাত ছিল। এই অভিযোগ থেকে পরবর্তীকালে জার্মানি, পোল্যান্ড ও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, একটি আন্তর্জাতিক ইহুদি ষড়যন্ত্র ঐসব দেশে বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টায় আছে।

১৮১৯: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপের অনেক দেশে ইহুদিরা তাদেরকে নাগরিকত্ব ও সকল নাগরিক অধিকার প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের উপর প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় কোন কোন দেশে ইহুদিদের ও তাদের সম্পদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৮১৯ সালে প্রথম জার্মানির ওয়েৰ্জবার্গ শহরে ইহুদি ও ইহুদিদের সম্পত্তির উপর প্রথম আক্রমণ পরিচালিত হয়। এর পরে জার্মানির অন্যান্য শহরে এবং তার পরবর্তী সময়ে ডেনমার্ক ও পোল্যান্ড পর্যন্ত ইহুদিদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিস্তার লাভ করে।[১১]

১৮৫০-৫৮: পোপ ৯ম পাইয়াস তার শাসনাধীন এলাকায় ইহুদিদের ঘেটুতে বাস করতে বাধ্য করেন। এডগার্ডো মোরতারা নামক ৬ বছরের গুরুতর অসুস্থ এক ইহুদি শিশুকে তার একজন খ্রিস্টান ধাত্রী ছেলেটির আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কা করে গোপনে তাকে অপসুদীক্ষা (Baptism) দেন। ছেলেটি পরে রোগমুক্ত হলে পোপ যখন ঘটনা জানতে পারেন তখন পোপের পুলিশ গিয়ে ছেলেটির পরিবার থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। কারণ তৎকালীন আইন অনুসারে, কোন খ্রিস্টান সন্তান ইহুদির ঘরে পালিত হতে পারবে না, এমন কি নিজ পিতা মাতার ঘরেও না। ছেলেটিকে পোপের ব্যক্তিগত হেফাজতে লালন করা হয় এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন ক্যাথলিক যাজক হন।

১৯০৫: রাশিয়ার গোয়েন্দা পুলিশ 'ওখরানা' একটি ফরাসি-ইহুদিবিরোধী উপন্যাসের রূপরেখা অনুসরণে ইহুদি প্রবীণদের গোপন সভায় যেসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে তারই কার্যবিবরণী আকারে একটি ভুয়া দলিল তৈরি করে। এই দলিলটি 'Protocols of the Learned Elders of Zion' নামে প্রকাশ করা হয়। এই প্রটোকলে ইহুদিরা কীভাবে অ-ইহুদিদের নৈতিক অবনতি ঘটিয়ে, পৃথিবীর প্রচার মাধ্যম ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সারা পৃথিবীর উপর তাদের আধিপত্য স্থাপন করবে তার নীলনক্সা তৈরি করা রয়েছে। পরবর্তীকালে ইহুদি-বিদ্বেষীরা এই বইটি ইহুদি বিরোধী প্রচারণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।

বইটি বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং প্রচারিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের হেনরী ফোর্ড বইটির ৫০০০০০ কপি মুদ্রণ করে বিতরণ করেছিলেন। এডলফ হিটলার ক্ষমতা গ্রহণের পর জার্মানির বিদ্যালয়ে বইটি অধ্যয়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক নরমান কোহনের অভিমত এই যে, হিটলার এই বইটি তার ইহুদি গণহত্যার প্রধান ন্যায্যতা প্রতিপাদন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।[১২]

জার্মান শ্রেষ্ঠত্ববাদ: উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতে একটি মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে যার মূল বক্তব্য ছিল এই যে জীববিজ্ঞানিক কারণে মানুষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে গুণগত বৈষম্য থাকে। এই গুণগত বৈষম্যের মাপকাঠিতে আর্য জাতির স্থান সর্বোচ্চে এবং ইহুদির স্থান একেবারে নিচের দিকে, রোমান ও কালোদের উপরে। আর্য ও ইহুদি দুই জাতির মধ্যে অস্তিত্বের লড়াই চলছে। এই লড়াইয়ে আর্য প্রজাতির (জার্মানরা আর্য প্রজাতির প্রতিভূ) টিকে থাকতে হলে জার্মান জাতির বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে হবে। বিশ্বে জার্মান জাতির প্রাপ্য মর্যাদাপূর্ণ স্থান চিরস্থায়ীভাবে গ্রহণ করার জন্য জার্মান সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে ইহুদি প্রভাব নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, উনংশি ও বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে জার্মানির বিপুল অগ্রগতি, এবং জার্মান কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে জার্মানদের মধ্যে প্রচণ্ড বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, জার্মান জাতির মোক্ষম অর্জন অত্যাসন্ন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ও মূল্যস্ফীতির ফলে জার্মান জাতির স্বপ্নভঙ্গ ঘটে। জার্মান বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা জার্মানির পরাজয়ের কারণ যাই বের করুন না কেন জার্মান শ্রেষ্ঠত্ববাদীরা এর কারণ সহজেই বের করে ফেলেন যে জার্মান পরাজয়ের জন্য ইহুদিরাই দায়ী। জার্মানির সাধারণ মানুষও তা বিশ্বাস করা শুরু করে। জার্মান শ্রেষ্ঠত্ববাদ ও ইহুদি-বিদ্বেষের বাণীর উপর ভর করে ১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানিতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

১৯৩৩: জার্মানিতে প্রথম অন্তরীণ শিবির (Concentration Camp) খোলা হয়। ১লা এপ্রিল তারিখে হিটলারের ডাকে দেশব্যাপী ইহুদি ব্যবসা বয়কট পালন করা হয়। এখান থেকে শুরু হয় অবিরাম ইহুদি নির্যাতনের পালা। ইহুদিদের জন্য সরকারি চাকরি, আইন ব্যবসা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, পত্রিকার সম্পাদক হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৩৪: জার্মানিতে ইহুদিদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করা ও অন্য কয়েকটি পেশা থেকে বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আইন করা হয়।

১৯৩৫: 'নুরেমবার্গ আইন' পাশ করা হয়। এই আইনে জার্মানত্ব নির্ধারণের বিস্তারিত নীতিমালা স্থির করা হয়। যাদের চতুর্থ পূর্ব-পুরুষের মধ্যে ইহুদি রক্তের ইতিহাস ছিল তারা পূর্ণ জার্মান মর্যাদা পাবে না। আর্য ও অনার্যের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মান ইহুদিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়।

১৯৩৮: একজন পোলিশ ইহুদি প্যারিসে একজন জার্মান কূটনীতিককে হত্যা করে। প্রতিশোধ হিসেবে ৯ নভেম্বর হিটলারের ঝটিকা বাহিনী, এসএস ও হিটলার

ইয়ুথ সারা দেশে ১৭৭টি সিনাগগ জ্বালিয়ে দেয়, ৭৫০০ ইহুদি দোকান লুট করে, ৯১জন ইহুদিকে হত্যা ও হাজার হাজার ইহুদিকে আহত করে। সর্বত্র ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই তাণ্ডব 'নাইট অব দ্য ব্রোকেন গ্লাস' নামে খ্যাত। কূটনীতিক হত্যার ক্ষতিপূরণ বাবদ জার্মান ইহুদিদের কাছ থেকে ১০০ কোটি মার্ক জরিমানা আদায় করা হয়। ইহুদিদের পোষাকে হলুদ ব্যাজ পরার শতাব্দী-পুরানো আইন পুনরায় চালু করা হয় যেন রাস্তায় সহজেই ইহুদিদের চেনা যায়। ইহুদিদের পাসপোর্টে লাল অক্ষরে বড় করে 'J' ছাপ দেওয়া হয়। মিউনিখে সিনাগগ ধ্বংস করা হয়। সকল জার্মান স্কুল থেকে ইহুদি ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়।

১৯৩৯: ইউরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হিটলার জার্মানির ইহুদি সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন জার্মান ইহুদিদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে। যুদ্ধ শুরুর পর এই কৌশল অকার্যকর হয়ে যায়। অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার ইহুদিদের পোল্যান্ডে পাঠানো হয়। পোল্যান্ডের ইহুদিদের পোষাকে হলুদ রঙএর স্টার অব ডেভিড লাগাতে বাধ্য করা হয়।

১৯৪০: জার্মানির দখল করা দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে ইহুদিদের নির্যাতন করা হয় ও বহু সংখ্যক ইহুদিকে হত্যা করা হয়। Auschwitz এ অন্তরীণ শিবির খোলা হয় এবং ইহুদিদের সেখানে পাঠানো হয়। এসব অন্তরীণ শিবিরে অতিরিক্ত শ্রম, অনাহার ও অপুষ্টির কারণে প্রায় ৫০ শতাংশ বন্দির মৃত্যু ঘটত। পোল্যান্ডের ইহুদিদের জন্য ওয়ারশতে ঘেটু সৃষ্টি করে সেখানে ৩,৮০,০০০ ইহুদিকে রাখা হয়। সেখানে গড়ে প্রতি রুমে ৯.৫ জন মানুষকে গাদাগাদি করে থাকতে হয়। এই ঘেটুর চারদিকে ১০ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে কার্যত বন্দিশিবিরে পরিণত করা হয়। ফ্রান্সের জার্মান তাবেদার সরকার ৮০,০০০ ইহুদি ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করে। পরবর্তী চার বছরে ফ্রান্স ৭৬০০০ ইহুদিকে নাজি মৃত্যুশিবিরে প্রেরণ করে যার মধ্যে মাত্র ২৫০০ জন শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল।

১৯৪১: নিধন বাহিনী (Einsatzgruppen[১৩]) গঠন করে বিভিন্ন দখলাধীন এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় ইহুদি হত্যা শুরু করা হয়। ইউক্রেনের কীয়েভ শহরের নিকটবর্তী বাবি ইয়ার নামক একটি খাদে দুইদিনে ৩০,০০০ ইহুদিকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। রুমানিয়ার তাবেদার সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত 'পগ্রোমে' বুখারেস্টে ১৩,০০০ ইহুদিকে হত্যা করা হয়। পোল্যান্ডের নাগরিকরা ইহুদিবিদ্বেষী দাঙ্গায় বহু ইহুদির সম্পত্তি ধ্বংস করে ও বহু ইহুদিকে হত্যা করে।

১৯৪২-৪৫: জার্মানির নাজি নেতারা ওয়ানসী সম্মেলনে ইহুদি সমস্যার 'চূড়ান্ত সমাধানের' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইউরোপের সকল ইহুদিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়াকেই 'চূড়ান্ত সমাধান' নাম দেওয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে পোল্যান্ডে ছয়টি বড় 'মৃত্যুশিবির' (Extermination Camps) স্থাপন করা হয়। এগুলো হচ্ছে Auschwitz II, Belzec, Chelmo, Mazdanek, Sobibor ও Treblinka| এছাড়া বেলারুশের Maly Trostinets এ একটি এবং ক্রোয়েশিয়ায়Jasenovac

মৃত্যুশিবির স্থাপন করা হয়। জার্মানি ও জার্মান অধিকৃত ইউরোপীয় দেশগুলোর শ্রম শিবির, অন্তরীণ শিবির ও ঘেটু থেকে ইহুদি, রোমা ও রাজনৈতিক বন্দিদের এনে গ্যাস চেম্বারে হত্যা করা হত। এই মৃত্যুশিবিরগুলোতে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আনুমানিক পঁয়ত্রিশ লক্ষ[১৪] মানুষ হত্যা করা হয়েছে। Auschwitz II কে সর্বশেষ ব্যবহার করা হয় ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৫। সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রযাত্রার মুখে মৃত্যুশিবিরগুলো বন্ধ করে দিয়ে বন্দিদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল তাদেরকে জবরদস্তিমূলক যাত্রায় (forced march) নামানো হয়। এই যাত্রা কার্যত মৃত্যুযাত্রায় পরিণত হয়।

টীকা

১. Math. 27:24-25।

২. রোমান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে যীশু একজন শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধী ছিলেন। ইহুদি প্রধান যাজক ও প্রবীণদের চাপে হলেও রোমান কর্তৃপক্ষই যীশুর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

৩. যীশু তার বাণী প্রচারের জন্য যে বারোজন শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন তাদের একজন উৎকোচের বিনিময়ে যীশুকে ইহুদি ধর্মীয় বিচারকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেন।

৪. Fritz B. Voll, 'A short Review of a Troubled History' at http://www.jcrelations.com।

৫. Max Solbrekken, 'The Jews and Jesus: Mistreatment of the Jews: Christian Shame,' at http://www.mswm.org।

৬. *ibid*।

৭. 'Importance and Unimportance of theJews of Belgium from the Middle Ages to Enlightenment,' at http://pcgr17.uia.ac.be/JEWS.html।

৮. 'A Calendar of Jewish Persecution,' at http://www.hearnow.org/caljp.htm।

৯. http://www.yivoinstitute.org/downloads/ukraine.pdf অনুমান করা হয় ঐ সময়ে সমগ্র কমনওয়েলথে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০০০। এর মধ্যে বিদ্রোহাক্রান্ত এলাকায় ইহুদি জনসংখ্যা ছিল বিভিন্ন গবেষকের অনুমান অনুসারে ৪০০০০ থেকে ৫১০০০ এর কিছু বেশি। তাই এই বিদ্রোহে ১০০০০০ ইহুদির মৃত্যুর দাবি স্পষ্টত অবাস্তব।

১০. Stampfer, Shaul: Jewish History, vol. 17: 'What Actually Happened to the Jews of Ukraine in 1648?' (2003) pp. 165-178।

১১. Jonathan Frankel, 'The Damascus Affair: Ritual Murder', 'Politics and the Jews in 1840,' Cambridge University Press, (1997)।

১২. Norman Cohn, Warrant for Genocide: The Myth of the Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, (1966) Harper & Row Publishers, pp. 32-36।

১৩. পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে এই বাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর পিছনে পিছনে অগ্রসর হত। তাদের কাজ ছিল অধিকৃত এলাকায় রাজনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের ধরে এনে হত্যা করে অগ্রসরমান জার্মান সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ নিরাপদ করা। এই প্রক্রিয়ায়পোলিশ বুদ্ধিজীবীদর থেকে শুরু করে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য, ইহুদি, রোমা ও প্রতিবন্ধীদের নির্বিচারে হত্যা করা হত। এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ করতেন হেইনরিখ হিমলার।

১৪. http//en.wikipedia.org/The_Holcaust#cite_note-157।

১৩

ইসলামের জগতে

আরবদেশে ইসলামের আবির্ভাবের একশ’ বছরের মধ্যে পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের অধিকাংশ খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায় ইসলামি শাসনের অধীনে চলে আসে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে এ ছিল এক অভাবনীয় ঘটনা। এই নতুন শক্তির উৎস আরব উপদ্বীপ ছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের দিগ্বিজয়ের চেনা পথের বাইরে। বিস্তীর্ণ উষর মরুভূমি আর এর স্বাধীনচেতা যাযাবর অধিবাসীরা দিগ্বিজয়ীদের আকর্ষণের বস্তু ছিল না। যাযাবর বেদুইনদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ যাযাবর জীবন ছেড়ে ছোটছোট লোকালয় গড়ে তুলেছিল দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়ার বাণিজ্যপথের মাঝে জল সরবরাহ ও বিশ্রামের স্থান হিসেবে। এই লোকালয়গুলোর মধ্যে কিছু কিছু লোকালয় ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে, যেমন মক্কা, তায়েফ, ইয়াথরিব ও খায়েবার। আর এখানে সেখানে কিছু স্থায়ী ইহুদি বসতি গড়ে উঠেছিল। ইহুদিরা বাস করত স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুর্গসম ছোট ছোট সুরক্ষিত বসতিতে। স্থানীয়দের তুলনায় তারা ছিল ধনবান এবং তাদের প্রাচুর্যের মূল উৎস ছিল খেজুর বাগান। জেরুজালেমের ইহুদিদের মহাপবিত্র মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংসের পর রোমান সাম্রাজ্যে ইহুদিদের বসবাসের জন্য পরিবেশ বৈরী হয়ে উঠেছিল। রোমান নিপীড়ন এবং পরবর্তীকালে রোমান সাম্রাজ্য খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহুদিরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের ধারণা, খ্রিস্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান ও খ্রিস্টান নির্যাতন থেকে পালিয়ে নির্যাতনকারী শক্তির নাগালের বাইরে তুলনামূলকভাবে কঠোর পরিবেশ কিন্তু নিপীড়নকারীদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে তারা নতুন জীবন শুরু করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আরব শক্তি উত্থানের উষালগ্নে তারা তাদের ভ্রান্ত কৌশলের কারণে আরব উপদ্বীপ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

মদিনার সংবিধান: মুহাম্মদ (দ.) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন মদিনার (ইয়াথরিব) আশেপাশে তিনটি ইহুদি গোত্রের বাস ছিল তিনটি ভিন্ন বসতিতে। এগুলো ছিল বনি কায়নুকা, বনি নাদির ও বনি কুরাইজা। ইয়াথরিবের দুই আরব গোত্রের পুরুষানুক্রমিক

শত্রুতার অবসান ঘটানো হয়েছিল ইসলামের বন্ধনে তাদেরকে আবদ্ধ করে। ইসলামের নবীর পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ইয়াথরিবের মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা যেন বাইরের কোন পৌত্তলিক গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষকালে একেশ্বরবাদীরা ঐক্যবদ্ধভাবে তা মোকাবিলা করতে পারে। তিনি ইহুদিদের একটি সমঝোতা চুক্তিতে আহ্বান জানান যার অধীনে মুসলিম ও ইহুদিদের মর্যাদা সমান থাকবে, উভয়ে যার যার নিজস্ব ধর্ম পালন করবে, দুই সম্প্রদায়ের যে কেউ অন্যায়ের শিকার হলে উভয় সম্প্রদায় তার প্রতিকার পেতে সাহায্য করবে। পুতুলপূজারিদের সাথে যুদ্ধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ এক হয়ে যুদ্ধ করবে, কোন পক্ষ ভিন্নভাবে শত্রুর সাথে শান্তি স্থাপন করবে না। কোন মতভেদ দেখা দিলে ইসলামের নবীর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে সমাধানের জন্য পেশ করা হবে। ইতিহাসে এই সমঝোতা মদিনার সংবিধান নামে পরিচিত।

ইহুদিরা এই সমঝোতা গ্রহণ করেছিল রাজনৈতিক কারণে। মদিনার আরবদের দুই গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপন এবং উভয় গোত্র ইসলাম গ্রহণের ফলে মুহাম্মদ (দ.) আরবদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন। পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিতে এই সমঝোতার আহ্বান উপেক্ষা করার অর্থ ছিল মদিনার আরবদের মিলিত শক্তির বৈরিতা ডেকে আনা। আরব দুই গোত্রের শত্রুতায় ইহুদি গোত্রগুলো এপক্ষ ওপক্ষ নিয়ে নিজেরা বেশ নিরাপদেই ছিল। ইসলামের নবীর মদিনার দৃশ্যপটে আবির্ভাব ও তার ক্রমবর্ধমানশক্তি ইহুদিদের তাদের অবস্থান নতুন করে মূল্যায়নে বাধ্য করল। ইহুদিরা ইসলামের নবীর মধ্যে নবীর সকল লক্ষণই দেখতে পেল, কিন্তু ইসরায়েল সন্তানের বাইরে ইসমাইলের বংশধরের মধ্যে একজনকে নবী মেনে নেওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াল[1]। নতুন এই ধর্মের সাথে সংঘাত অনিবার্য ধরে নিয়ে গোপনে তারা মক্কার কোরাইশদের সাথে মুহাম্মদ (দ.) ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এরপর ঘটনা পরম্পরায় মদিনায় ইসলাম আবির্ভাবের মাত্র দুই যুগের মধ্যে আরব দেশ থেকে একে একে প্রায় সকল ইহুদি গোত্র উচ্ছেদ হয়ে যায়। বদরের যুদ্ধের পর একজন মুসলিম মহিলা ও বনি কায়নুকার একজন নিহত হওয়ার জের ধরে বনি কায়নুকা চুক্তি অনুসারে ইসলামের নবীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করলে মুসলমানগণ বনি কায়নুকা অবরোধ করে। বনি কায়নুকা আত্মসমর্পণ করলে সকল অস্থাবর সম্পদ নিয়ে তাদের বসতি ছেড়ে চলে যেতে দেওয়া হয়। পরের বছর ইসলামের নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্রের অপরাধে বনি নাদিরকে মদিনা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। খন্দকের যুদ্ধে কুরায়েশদের পক্ষ অবলম্বনের অপরাধে বনি কুরাইজাকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। হিজরি ২০ সালে খলিফা ওমরের নির্দেশে আরবের পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত ও জেদ্দা ব্যতীত সকল আরব এলাকা থেকে সকল ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করা হয়।

ইহুদি মুক্তি: আরবরা যে সমস্ত খ্রিষ্টান রাজ্য দখল করে সেখানে ইহুদিদের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্নতর। খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে যীশুর হত্যাকারী হিসেবে ইহুদিরা ছিল ঘৃণিত, সমাজ-

তাড়িত ও নির্যাতিত। রাজ-ক্ষমতা থেকে খ্রিস্টীয়দের বিতাড়নে ইহুদিদের মনোবেদনার কোন কারণ ছিল না। বরং ইসলামের বিজয় ইহুদিদের অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের সূত্রপাত করেছিল। প্রথমত, খ্রিস্টান চার্চের নির্যাতন থেকে তারা মুক্তি পেয়ে সাম্রাজ্যের রাজ-ক্ষমতার বলয়ের বাইরে বিশাল প্রজাসমষ্টির অংশে পরিণত হয়। এই প্রজাসমষ্টির বৃহত্তর অংশ ছিল এত দিনের নির্যাতনকারী খ্রিস্টান সম্প্রদায়। দ্বিতীয়ত, ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে খ্রিস্টান ও ইহুদির মধ্যে মর্যাদার কোন ব্যবধান নেই। সর্বশেষ, পরাক্রমশালী বাইজান্টাইন ও পারস্য সম্রাজ্যের এত দ্রুত পতন যে একেশ্বরবাদী শক্তির হাতে সাধিত হয়েছে তা একেশ্বরবাদী ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে ইহুদিরা বিবেচনা করেছিল।[২] তাই এটা আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে সর্বত্রই বিশেষ করে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং স্পেনে ইহুদিরা আরব বিজয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছে এবং বিজয়ী মুসলমানরা স্থানীয় ইহুদিদের মিত্র হিসেবে গণ্য করত।[৩]

জিজিয়া: ইসলামি রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ভিন্ন-ধর্মী প্রজাদের সাথে কী আচরণ করতে হবে তা কোরান ও সুন্নায় স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। 'যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও শেষদিনেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসুল হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিয্‌য়া দেয়।' (আল-কোরান সূরা তাওবা ৯:২৯) জিজিয়া কর শুধু সুস্থ, সবল, যুদ্ধে যেতে সক্ষম পুরুষদের উপরই প্রযোজ্য ছিল অন্যদের উপরে নয়। যারা জিজিয়া পরিশোধ করবে তাদেরকে ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাদের জানমালের সুরক্ষার দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্র গ্রহণ করে। ইসলামি রাষ্ট্রে তারা 'জিম্মি'র মর্যাদা লাভ করে। 'যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে হত্যা করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের সুঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।'[৪] হযরত ওমর (রা.) একজন জিম্মির ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে তার সম্ভাব্য উত্তরসূরীকে 'জিম্মি বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসুলের বিধান মেনে চলা, তাদের সাথে চুক্তি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলা, তাদেরকে রক্ষায় যুদ্ধ করা এবং তাদের উপর আরোপিত কর সহনীয় রাখার' নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, ইহুদিদের সাথে নতুন ইসলামি কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক কী হবে তার নীতি ইতিপূর্বেই স্থির হয়েছিল। শাসকের খামখেয়ালির কারণে ইহুদি বা ভিন্ন-ধর্মী প্রজার সাথে ইসলামি রাজ-শক্তির আচরণে তারতম্য হওয়ার আইনগত সুযোগ ছিল না।

অবশ্য জিজিয়া প্রদানের অর্থ এই নয় যে ইসলামি রাজ্যে ভিন্ন-ধর্মীরা সকল ক্ষেত্রেই বিশ্বাসীদের সমান সুযোগ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করত। ইসলামি আইনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য অবধারিত ছিল। যেমন কোরান ও সুন্না অনুযায়ে ভিন্ন-ধর্মের অনুসারীদের জীবন ও অধিকার সুরক্ষা করতে হবে। এই বিধির মূল বিষয় হল রক্ষা করা। অর্থাৎ যা আছে তা রক্ষা করা, যা নেই তা রক্ষা

করার দায়িত্ব আসে না। এই বিধানের কিছুটা সংকীর্ণ কিন্তু যৌক্তিক অনুমিতি অনুসরণ করে ইসলামি কর্তৃপক্ষ নতুন সিনাগগ নির্মাণের অনুমতি দিতে পারে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত এই অনুমতি দেওয়া হত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বিধি প্রয়োগে যথেষ্ট শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। তা নাহলে বাগদাদসহ মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত কোন নতুন শহরে সিনাগগ নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। তেমনিভাবে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে যেসব অধিকার থেকে ইহুদিরা বঞ্চিত ছিল, যেমন অনেক পেশা গ্রহণে বাধা, ভূমির মালিকানা ও কোন সরকারি পদে নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি অধিকার ইহুদিদের ফিরিয়ে দেওয়ায় ইসলামি কর্তৃপক্ষের আইনগত কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু এই অধিকারগুলি ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ইহুদিরা ভোগ করেছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবমাননাকর যেমন, ইহুদিদের পোষাকে ইহুদি হিসেবে সনাক্ত করার মত কিছু চিহ্ন ধারণ করা, ঘোড়া বা গাধার পিঠে দু'পা দুদিকে ঝুলিয়ে না বসা, রাস্তার বাম দিকে হাঁটা এই ধরনের প্রথা ইসলামি সাম্রাজ্যের কোথাও কোথাও কোন সময়ে প্রচলিত ছিল[৫] কিন্তু সর্বত্র ও সর্বদা প্রচলিত ছিল না। ইসলামি আইনজ্ঞগণ জিম্মিসংক্রান্ত ইসলামি বিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ভিন্ন-ধর্মীদের উপর আরোপিত এসব বিধিনিষেধের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করেছেন ঠিকই অপর দিকে এসকল আইনজ্ঞরাই অমুসলিম প্রজাদের অধিকার যেন বিধি-বহির্ভূতভাবে সংকোচিত না করা হয় সে ব্যাপারেও রাজ-শক্তির অতি-প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তার নজিরও ইতিহাসে অনেক আছে।[৬]

মদিনা থেকে দামেস্ক: উমাইয়ারাই প্রথম ইসলামি সাম্রাজ্যের কেন্দ্র আরব উপদ্বীপের বাইরে সিরিয়ার দামেস্কে নিয়ে আসে। এর ফলে ইসলামি সাম্রাজ্য এমন এক স্থান থেকে পরিচালিত হওয়া শুরু হয় যেখানে ভিন্ন-ধর্মীদের সংখ্যা ইসলামের অনুসারীদের চেয়ে বেশি ছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের অনেকটা অনানুষ্ঠানিক রাজ্য পরিচালনার রীতির স্থান দখল করে রোমান সাম্রাজ্যের আদলে গড়ে উঠা শাসন ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য যে দক্ষতাসম্পন্ন জনবল প্রয়োজন ছিল আরবদের মধ্যে তার অভাব ছিল। এই অভাব পূরণ করা হয় স্থানীয় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সরকারি পদে নিয়োগ দিয়ে। বেশ কয়েকজন উমাইয়া খলিফার বিশেষ করে আল-মুতাদিদের শাসনামলে উচ্চ সরকারি পদে আসীন ইহুদির কথা জানা যায়। খলিফা আবদুল মালিকের টাঁকশালের প্রধান ছিলেন একজন ইহুদি।

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর আরব পর্যটক, ভূগোলবিদ ও লেখক আল-মোকাদ্দেসের লেখা থেকে জানা যায় যে, ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার প্রায় সকল মুদ্রা ব্যবসায়ী ছিল ইহুদি এবং অধিকাংশ করণিক ও চিকিৎসক ছিল খ্রিস্টান। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে অংশীদারিত্বের তথ্য জানা যায়। এইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাম্রাজ্যের বড় বড় নগরীতে অভিজাত ও ধনবান শ্রেণির চাহিদা মেটাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিলাসসামগ্রী আমদানি করত। জানা যায়, এই আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিল। সাম্রাজ্যের বৃহৎ শহরগুলির কেন্দ্রস্থলে এইসব ব্যবসায়ীদের

প্রাসাদোপম বাসভবন ছিল। এ থেকে বুঝা যায়, এসময় মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাথে ইহুদি ব্যবসায়ীরাও স্বাধীনভাবে তাদের ব্যবসা করত।

ইসলামের আবির্ভাবের চার শতাব্দীর মধ্যে লেভান্ত ও পশ্চিম এশিয়ায় খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী প্রায় বিলীন হয়ে গেলেও ইহুদিরা এই অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে লক্ষণীয়ভাবে তাদের উপস্থিতি বজায় রেখেছিল। এসব এলাকায় গ্রিকের পরিবর্তে আরবি সাধারণ মানুষের, সরকারি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভাষায় পরিণত হয়েছিল। ইহুদিরা এই ভাষাকে ব্যবহারিক ও জ্ঞানচর্চাই নয় ধর্মচর্চার ভাষা হিসেবেও গ্রহণ করে নিয়েছিল।[৭] ল্যাটিন যেমন খ্রিস্টধর্মের চর্চার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত আরবি তেমনভাবে ইসলাম ধর্ম চর্চার সাথে সংযুক্ত ছিল না, বরং এই ভাষার একটি বিশ্বজনীন আবেদন ছিল। সাম্রাজ্যের সামগ্রিক পরিচালনে ধর্মনিরপেক্ষতার একটা আবহ ছিল বলেই আরবি ভাষাকে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা এমনভাবে আলিঙ্গন করে নিয়েছিল। অপরদিকে, খ্রিস্টান জগতে রাষ্ট্র, সমাজ ও ভাষাকে ধর্ম এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল যে সেই যুগে একজন ইহুদি খ্রিস্টানধর্ম বিষয়ে গবেষণা ব্যতীত অন্যকোন কারণে ল্যাটিন ভাষা চর্চার কথা ভাবত না।

আরব উপদ্বীপের বাইরে ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদিদের ভূমি মালিকানার সীমাবদ্ধতার কারণে ইহুদি সমাজ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে এসে ফেরিওয়ালা, অর্থ লগ্নিকারক, রঞ্জক, তেলী, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি পেশা জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ইসলামি সাম্রাজ্যে ইহুদিদের ভূমি মালিকানায় নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও দেখা যায় তারা ভূমি বা কৃষিভিত্তিক পেশায় আর ফিরে যায়নি। পেশার ক্ষেত্রে কোন বাধানিষেধ না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য, অন্যান্য অধিক অর্থকরী পেশা যেমন মুদ্রা বেচাকেনা, স্বর্ণ-রৌপ্য কারিগর, মণিমুক্তার ব্যবসা, লৌহ, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতু প্রক্রিয়াকরণপেশায় তাদের লক্ষণীয় উপস্থিতি দেখা যায়। বিশেষকরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইহুদিদের পসার দেখা যায়। কায়রোতে আবিষ্কৃত 'Geniza Papers'[৮] থেকে জানা যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত একজন সাধারণ ইহুদি ব্যবসায়ী আরবি, ফার্সি, রোমান (অর্থাৎ প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্যে প্রচলিত গ্রিক ভাষা), ফ্রাঙ্কদের ভাষা (বর্তমান ফ্রান্সের অধিবাসীদের ভাষা), আন্দালুসিয়ানদের ভাষা (স্পেনের খ্রিস্টানদের ভাষা) ও স্লাভদের ভাষা'য় কথা বলতে পারতেন। এইসব ইহুদি ব্যবসায়ীদের ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে ইউরোপীয় ইহুদিদের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ থাকার কারণে তারা ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে ব্যবসায়ের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়েছিলেন।

ফাতিমী সুলতানগণ মিশর ও প্যালেস্টাইন দু'শ' বছর (৯৬৯-১১৭১) শাসন করেছেন। ফাতিমীগণ মধ্যযুগের প্রধান উদারনৈতিক প্রশাসন পরিচালন করেছিলেন। বহু ইহুদি ও খ্রিস্টান কর্মকর্তা প্রশাসনের উচ্চতম পদে আসীন ছিলেন। জেকব ইবনে কিলিস ছিলেন একজন ইহুদি। তিনি সুলতানের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনিই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ঐ যুগের গেনিজা পেপারস্ থেকে জানা

যায়, ইহুদিদের চলাফেরা, পোষাক, পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্যে কোথাও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। জেরুজালেমের ইহুদি ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার প্রধান প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ফাতিমী সুলতানদের অর্থানুকূল্য পেয়েছিল। কায়রো গেনিজায় পাওয়া একটি পত্র থেকে জানা যায় যে ফাতিমী সুলতানগণ প্রজন্ম পরম্পরায় ইহুদি পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[৯]

স্পেনে ইহুদিদের সোনালি যুগ: স্পেনের ইহুদিদের সোনালি যুগ কখন শুরু হয়েছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, ৭১১ সালে কর্ডোবা বিজয় অথবা ৭১৮ সালে স্পেনে মুসলমানদের ক্ষমতা সংহত করা থেকেই ইহুদিদের সোনালি যুগ শুরু হয়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ৯১২ সালে ৩য় আবদুর রহমানের ক্ষমতা আরোহনের সময় থেকে সোনালি যুগের সূচনা হয়। এই যুগের সমাপ্তি ধরা হয় সাধারণত ১০৭০ তে যখন স্পেনের মুসলিম সাম্রাজ্য কট্টর ইসলামপন্থি আল-মোহাদেসদের করতলগত হয়।

অন্তত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ইহুদিরা হিস্পানিয়া বা স্পেনে বসবাস করছিলেন। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে স্পেনের ভিসিগথিক শাসকরা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিরা মোটামুটি নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করছিলেন, কারণ প্রজারা কে কি ধর্ম পালন করছিলেন সে ব্যাপারে ভিসিগথিক শাসকদের তেমন মাথাব্যথা ছিল না। খ্রিস্টধর্ম রাজ-ধর্মে পরিণত হওয়ার পর হতেই সর্বক্ষেত্রে ইহুদি জীবন দুর্বিষহ হওয়া শুরু হয়। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তারিক ইবনে জিয়াদের নেতৃত্বে স্পেনে আরব বিজয়ের পর স্পেনে ইহুদি জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইহুদিরা আরব বিজয়কে উলস্নাসের সাথে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কর্ডোবা দখলের পর মুসলিম বাহিনী অন্যান্য শহর দখল করতে যাওয়ার সময় কর্ডোবার সুরক্ষার দায়িত্ব ইহুদিদের উপর ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে যায়। গ্রানাডা, মালাগা, সেভিল ও টলেডোতে মিশ্র মুসলিম ও ইহুদি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

খ্রিস্টান ভিসিগথিক যুগের তুলনায় মুসলিমদের অধীনে স্পেনীয় ইহুদি জীবন ছিল অমিত সম্ভাবনার জীবন। খ্রিস্টান ও মুসলিম বিশ্বের ইহুদিদের নিকট আইবেরীয় উপদ্বীপ (আধুনিক স্পেন, জিব্রাল্টার, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের দক্ষিণের পিরেনীজ পর্বতমালার পাদদেশের কিছু এলাকা) সহনশীলতা ও অনুকূল পরিবেশের দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিশেষকরে ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আরব বিশ্ব থেকে দলে দলে ইহুদিরা স্পেনে অভিবাসন শুরু করে।[১০] ইউরোপীয় ও পশ্চিম এশীয় দেশ থেকে আগত ইহুদিদের সাথে সংমিশ্রণের ফলে আইবেরীয় ইহুদিদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিদের সাথে স্পেনীয় ইহুদিদের সংযোগ দৃঢ় হয় এবং এই সময় স্পেনীয় ইহুদিদের জীবনে বেবিলনিয়ার সুরায় অবস্থিত ধর্মীয় একাডেমিগুলোর প্রভাব বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। আরবি ভাষা তাদের বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা হয়ে যায়। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইহুদিদের ধর্ম বিষয়ের গ্রন্থাদি আরবিতে লেখা শুরু হয়। আরবি ভাষাকে

সার্বিকভাবে আলিঙ্গন করার ফলে আরব সংস্কৃতির সাথে ইহুদি মননের সংযোগ গভীরতা লাভ করে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন মুসলিম উপদলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণে ইহুদিরা সাধারণভাবে রাজনীতি থেকে দূরত্ব রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। স্পেনে ইহুদিদের 'স্বর্ণযুগ' শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী দুই শতাব্দী ধরে ইহুদিরা বহু পেশায় বিশেষকরে চিকিৎসা, বাণিজ্য, অর্থব্যবস্থাপনা, কৃষিক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখেন।[১১] ইহুদিদের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির চরম বিকাশ ঘটে কর্ডোবায় ৩য় আবদুর রহমানের (৮৮২-৯৪২) স্বাধীন খলিফা হিসেবে অভিষেকের পর হতে।

ইহুদি পণ্ডিতগণ জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কবিদ্যা, গণিত ও দর্শন বিদ্যাকে ঐশী-জ্ঞান লাভের ভিত্তি বিবেচনা করতেন। তাই এই বিষয়গুলোর চর্চাকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের উপায় মনে করতেন। আরবি ভাষা তাদেরকে আরব সাধক ও পণ্ডিতদের এইসব বিষয়ের উপর অর্জনের সাথে পরিচিতি লাভের সহায়ক হয়েছিল। এসব ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান ছাড়াও স্পেনীয় পণ্ডিতগণ অনুবাদের কাজেও যথেষ্ট তৎপর ছিলেন। গ্রিক থেকে আরবি, আরবি থেকে হিব্রু, হিব্রু ও আরবি থেকে ল্যাটিন ভাষায় এই সব বিষয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করে জ্ঞানচর্চার এক নতুন বৈশ্বিক দিগন্ত উন্মোচন করা হয়। এই সময় আরবি, হিব্রু ও গ্রিক ভাষার সেরা গ্রন্থ ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে বিজ্ঞান ও দর্শনকে ইউরোপের দোড়গোরায় নিয়ে যাওয়া হয় যা পরবর্তীকালে রেনেসাঁ আন্দোলনের ভিত রচনা করে।

ইহুদি মনীষী: মুসলিম শাসনাধীন স্পেনে ইহুদি মেধার চরম বিকাশ লাভ করে। এই যুগের উন্মুক্ত ও উদার পরিবেশে ইহুদি ধর্ম চর্চা, বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় আন্দালুসিয়া ইহুদি সভ্যতার এক অসাধারণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। নিম্নে এই যুগের কতিপয় ইহুদি মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হল:

১. যুদা হালেবি: স্পেনীয় হিব্রু কবি ও ধর্ম-চিন্তাবিদ আনু. ১০৮৫ সালে জন্মগ্রহণ ও ১১৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র, গ্রিক ও আরব দর্শনের উপর শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু হিব্রু ভাষায় রচিত তার কবিতায় তার ভাব পরিপূর্ণতা লাভ করে। ঈশ্বর যেহেতু ইসরায়েলিদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তারাই সকল জাতির হৃদপিণ্ড। হৃদপিণ্ড যেমন মানব দেহের সকল অংশে রক্ত সঞ্চালন করে তেমনি ইসরায়েল পৃথিবীর সকল জাতির নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। তার সবচেয়ে প্রভাবশালী রচনা 'কিতাব আল-খাজারি' তিনি রচনা করেছিলেন আরবি ভাষায়।

২. বাহিয়া ইবনে পাকুদা: খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি স্পেনের সারাগোসায় কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তার রচিত 'আল হিদায়া ইলা ফারায়েজ আল-কুলুব' বা 'হৃদয়ের করণীয়সমূহের নির্দেশিকা' ইহুদিধর্মের নৈতিকতাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করে। তিনি মনে করতেন

ইহুদিরা শুধু বাহ্যিকভাবে ধর্ম পালনে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে ধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মাত্রা অবহেলিত থাকছে, যা মোটেই কাম্য নয়।

৩. দুনাশ বেন লাব্রাত: তিনি দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেনে বাস করতেন এবং সম্ভবত করডোবায় রাবাই হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ছিলেন হিব্রু ব্যাকরণবিদ এবং কবি। তার বহু কবিতা ইহুদিদের প্রার্থনা সভায় ব্যবহার করা হয়। তিনি ছিলেন প্রথম হিব্রু কবি যিনি আরবি কবিতা শৈলী হিব্রু কবিতায় সফলভাবে প্রয়োগ করেন। সলোমন হালেবি তাকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ হিব্রু কবি বলে বর্ণনা করেছেন।

৪. আঁইজাক বেন বারুখ আলবালিয়া: তিনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ও তালমুদ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১০৬৯ এ খলিফা আল-মুতামিদ আলবালিয়াকে তার দরবারের জ্যোতির্বিদ হিসেবে যোগ দেওয়ার আহ্বান করেছিলেন।

৫. জেকুথিয়েল ইবনে হাসান: জ্যোতির্বিদ ও রাষ্ট্রনায়ক। একাদশ শতাব্দীতে তিনি স্পেনের সারাগোথায় আমির মুন্ধিরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমিরের ভাতিজা আবদালস্নাহ্ ইবনে হাকাম আমিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে ১০৩৯ সালে আমির এবং প্রধানমন্ত্রী দুজনেরই শিরশ্ছেদ করেন।

৬. যোসেফ ইবনে হাসদাই: একাদশ শতাব্দীর স্পেনের কবি। কর্ডোবায় ১০৪৫ ও ১০৫৫ সালের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। তার একটি মাত্র কবিতা 'ইয়াতিমা' এখনো অত্যন্ত সমাদৃত।

৭. যোসেফ ইবনে মিগাশ: একাদশ শতাব্দীর স্পেনীয় তালমুদীয় পণ্ডিত। তিনি ১১০৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তালমুদ বিশেষজ্ঞ আইজাক আলফাসির শিষ্য ছিলেন। ইবনে মিগাশ ২০০ 'Responsa'[১২] এর প্রণেতা ছিলেন।

৮. সলোমন ইবনে গেব্রিওল: তিনি ১০২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৫৮ এ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন আন্দালুসিয়ার হিব্রু কবি ও দার্শনিক।

৯. হাসদাই ইবনে শাপরুত: তিনি ছিলেন একজন হিব্রু পণ্ডিত, চিকিৎসক, কূটনীতিক ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি খলিফা ৩য় আব্দুর রহমানের (৯১২-৯৬১) ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও পরামর্শক ছিলেন। বেবিলনের স্থলে আন্দালুসিয়াকে ইহুদি পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার অবদান ছিল মুখ্য। তিনি আন্দালুসিয়ায় একটি ইহুদি জ্ঞানচর্চার একাডেমি স্থাপন করে বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিতদের জড়ো করে ধর্মীয় জটিল বিষয়ে বেবিলনের উপর নির্ভরশীলতার অবসান ঘটিয়েছিলেন। খলিফার পক্ষে তিনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যসহ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন।

১০. মোজেস বিন মায়মোনাইডসঃ মায়মোনাইডস (১১৩৮-১২০৪) ছিলেন মধ্যযুগের এবং সম্ভবত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ইহুদি দার্শনিক। ১৪ খণ্ডের তার 'মিশনেহ্ তোরাহ্' তৌরিদের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য হিসেবে এখনো সমাদৃত। আরবি ভাষায় রচিত 'Guide to the Perplexed' তার শ্রেষ্ঠ দর্শন তত্ত্বের গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি ধর্মজ্ঞানের সাথে ধর্মনিরপেক্ষ তাত্ত্বিকতার দ্বন্দের সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি পেশায় ছিলেন চিকিৎসক এবং মিশরের সুলতানের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। কয়েকটি রোগ ও সেই রোগের চিকিৎসার উপর তিনি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রজম্মের পর প্রজম্মের দার্শনিকগণ তার কাজের উপর ভাষ্য রচনা করেছেন যা একিনাস, স্পিনোজা, লিবনিজ ও নিউটনের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। মায়মোনাইডসের জন্ম হয়েছিল কর্ডোবার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে যখন কর্ডোবা ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র। কিন্তু আল-মোহাদেসের কর্ডোবা দখলের কারণে বৈরী পরিস্থিতিতে তার পরিবার দক্ষিণ স্পেন, মরক্কো ও প্যালেস্টাইন হয়ে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

১১. মেনাহিম বেন সারুকঃ স্পেনের তরতোসায় ৯২০ এর দিকে তার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ভাষাতত্ত্ববিদ ও বহুভাষাবিদ। হিব্রু ভাষার অন্যতম প্রাচীন অভিধান তিনি প্রণয়ন করেন। কিছুকাল তিনি রাষ্ট্রনায়ক হাসদাই ইবনে শাপরুতের সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

১২. মোজেস বেন ইনখঃ ঘটনাচক্রে তিনি মধ্যযুগীয় স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ তালমুদীয় পণ্ডিত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। তিনি ৯৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অধুনা ইরাকের সুরা'তে অবস্থিত ইহুদি একাডেমির জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে অপর তিন সহযোগীর সাথে সমুদ্র যাত্রাকালে মুসলিম স্পেনীয় নৌসেনাপতি ইবনে রুমাহিসের হাতে ধরা পরেন। তাকে কর্ডোবায় নিয়ে আসা হলে স্থানীয় ইহুদিরা মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করেন। তালমুদের উপর তার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাকে কর্ডোবায় নবপ্রতিষ্ঠিত একাডেমির প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার পরিচালনায় ক্রমান্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তৎকালীন বিশ্বে ইহুদি জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়েছিল।

১৩. আব্রাহাম ইবনে এজরাঃ মুসলিম স্পেনের টুডেলাতে সম্ভবত ১০৯৩ সালে এজরার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন কবি ও দার্শনিক। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের মাধ্যমে তিনি ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্ব ব্রম্মান্ড পরিচালনের পদ্ধতি অনুধাবন করতে চেয়েছেন।

১৪. বেঞ্জামিন অব টুডেলাঃ স্পেনের টুডেলাতে ১১৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বেশ কিছু এলাকা ভ্রমণ করে যে প্রাণবন্ত বিবরণ রেখে গেছেন তা থেকে তৎকালীন পশ্চিম এশিয়ার ইহুদিদের জীবনধারা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। তার ভ্রমণকে মার্কোপলোর ভ্রমণের পথ নির্দেশক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

১৫. সামুয়েল ইবনে নাঘরেলা: ৯৯৩ সালে তিনি কর্ডোবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে তালমুদীয় পণ্ডিত, ব্যাকরণবিদ, কবি, যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনায়ক। বার্বাররা যখন কর্ডোবা দখল করে তখন তিনি পালিয়ে গ্রানাডায় চলে যান। সেখানে তিনি বার্বার রাজা হাব্বুস আল-মুজাফফরের কর আদায়কারী, পরে সচিব এবং সবশেষে সহকারী মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। তিনি হাব্বুসের মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারী বাদিসের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। নতুন পদে তিনি ১৭ বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১০৪৭ সালে রন্ডাতে সেভিল, মালাগা ও বার্বারদের এক সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে জোসেফ ইবনে নাঘরেলা তার পদ লাভ করেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি কতিপয় মুসলিমের হাতে ইহুদিদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে নিহত হন।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বার্বার আক্রমণও উমাইয়া শাসনের পতনের ফলে কর্ডোবাভিত্তিক কেন্দ্রীয় মুসলিম কতৃত্বের অবসান ঘটে। এর পরিবর্তে স্থানীয় আরব, বার্বার অথবা স্লাভ বংশোদ্ভুত শাসকদের অধীনে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এই বিভক্তির কারণে ইহুদিদের মেধা বিকাশের সুযোগ সীমিত হওয়ার পরিবর্তে বরং বিস্তৃতি লাভ করে। উদ্যমী ইহুদিদের জন্য নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইহুদি বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, কবি ও পণ্ডিতগণ মুসলিম শাসকদের নিকট সমাদৃত ছিলেন। নতুন প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট রাজ্যে তাদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মুসলমানদের ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রশাসনের সাথে ইহুদিদের নিবিড় পরিচিতির কারণে এসময়ে খ্রিস্টান বিজেতাদের নিকটও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সমাদর ছিল।

স্বর্ণযুগের অবসান: ইতিহাসের অমোঘ নিয়তি অনুসারে একদিন আইবেরিয়াতে ইহুদিদের সোনালি যুগেরও অবসান ঘটেছিল। ২য় আল-হাকাম ইবনে আব্দুর রহমানের মৃত্যুর পর স্পেনের ইসলামি খেলাফত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট রাজ্য সৃষ্টি হয়। এইসব রাজ্যে সময় সময় ইহুদি ভাগ্য উঠানামা করেছে। এই উপদ্বীপে মুসলিম শাসনের সাড়ে তিনশ' বছরে ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রথম দাঙ্গার ঘটনা ঘটে গ্রানাডায় ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এই রাজ্যের ইহুদি উজির জোসেফ ইবনে নাগরেলার আচরণে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষের বহিপ্রকাশ ঘটে গ্রানাডার সুলতান ও উজিরকে হত্যা ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার মাধ্যমে। ইহুদি ঐতিহাসিকদের মতে, এই দাঙ্গায় ৪০০০ ইহুদি নিহত হয়েছিল। ১০৯০ তে মরক্কোর আল-মোরাবিদরা আল-আন্দালুসে ক্ষমতা গ্রহণ করে। তারা মৌলবাদী মুসলমান হলেও ইহুদিদের প্রতি সহনশীল ছিল। এই আমলে অন্তত চারজন ইহুদির কথা আমরা জানতে পারি যারা 'উজির' পদ অলংকৃত করেছিলেন। এরা ছিলেন আবু আইউব সলোমন ইবনে আল-মোয়ালস্সাম, আব্রহাম ইবনে মীর ইবনে কামনিয়াল, আবু ইসাক ইবনে মুহাজার এবং সলোমন ইবনে ফারুসাল। ১১৪৮ এ কট্টর ইসলামপন্থি আল-মোহাদেসরা আন্দালুস দখল করে। এবার সত্যিকার অর্থেই আন্দালুসের

ইহুদিদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। আল-মোহাদিসরা ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণ অথবা দেশ ত্যাগের আদেশ দেয়। এই সময় বহু ইহুদি দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়, অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আপাত সংকট মোকাবিলা করে। আল-মোহাদেসরা সংকোচিত আন্দালুসিয়ার অধিপতি হিসেবে একশ' বছরের বেশি শাসন করেছে। ইসলামি উদ্দীপনা তারা বেশিকাল টিকিয়ে রাখতে পারেনি। কালক্রমে ইহুদিদের উপর তাদের বিধিনিষেধ শিথিল থেকে শিথিলতর করতে হয়েছিল। কিন্তু আন্দালুসিয়া তার হারানো গৌরব আর ফিরে পায়নি। ইহুদিরা স্পেনে ক্রমবর্ধমান খ্রিস্টান শক্তির সাথে বেশ কিছুকাল টিকে থাকতে পেরেছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে খ্রিস্টান শক্তির স্পেন পুনর্বিজয়ের পর ফার্ডিনান্ড ও ইসাবেলার অধীন ঐক্যবদ্ধ ক্যাথলিক স্পেনের অভ্যুদয় ঘটে এবং তার সাথে সাথে স্পেনে ইহুদিদের দিন চূড়ান্তভাবে ফুরিয়ে আসে। স্পেনের ইহুদি ও মুসলমানদের খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ অথবা দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। স্পেনে ইহুদিদের তেরোশ' বছরের এবং মুসলমানদের সাতশ' বছরের উপস্থিতির যবনিকাপাত ঘটে।

তুর্কি সাম্রাজ্যে: তুর্কি সাম্রাজ্যে ইহুদিদের ইতিহাস স্পেনের ইহুদিদের ইতিহাসের মত তেমন বৈচিত্রময় নয়। এশিয়া মাইনরে ইহুদিরা প্রায় ২৪০০ বছর ধরে বাস করেছে। এই অঞ্চলে তুর্কিরা চতুর্দশ শতাব্দীতে বৃহৎ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কিরা ইউরোপীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, আর এই শতাব্দীতেই স্পেন থেকে বহিষ্কৃত ইহুদিরা দলে দলে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রধানত ইউরোপীয় অংশে বসতি স্থাপন করে। তুর্কিরা প্রথম থেকেই ভিন্ন ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিল। তুর্কীদের বিশাল সাম্রাজ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে অথবা রাজনৈতিক বিবেচনায় ইহুদিরা ছিল গুরুত্বহীন। ধর্মীয় বিবেচনায় যেহেতু তুর্কিদের ইহুদিদের প্রতি বৈরী আচরণের কোন উৎসাহ ছিল না তাই ইহুদিগণ স্বাধীনভাবেই তাদের ধর্ম ও পেশা অনুসরণের সুযোগ পেয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন বিষয়ে তুর্কি কর্তৃপক্ষের উদার মনোভাবের কারণেই প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি স্থাপন ও পরবর্তীকালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল। সাম্রাজ্যের অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী, যেমন গ্রিক অর্থোডক্স, আর্মেনীয় ক্যাথলিক, ইস্টার্ন অর্থোডক্স এর মত ইহুদিদেরকেও একটি 'মিলেস্নত' হিসেবে গণ্য করা হত। প্রতিটি 'মিলেস্নত' তার ধর্মীয়, কিছু বিচারিক ও প্রশাসনিক স্বাধিকার ভোগ করত। 'হাকাম বাশি' বা প্রধান রাবাই অটোমান রাষ্ট্র-যন্ত্রে ইহুদিদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। মূলত মিলেস্নতের প্রশাসন ও কর আদায় প্রক্রিয়ায়একক কর্তৃত্ব ও দায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অমুসলিম প্রজা, বিশেষকরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানদের মত ইহুদিদের অতিরাষ্ট্রিক অভিবাবক-রাষ্ট্র না থাকায় সাম্রাজ্যের উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে তাদের নিয়োগে বাস্তব কোন অসুবিধা ছিল না। তদুপরি তাদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহুদি ব্যবসায়ীদের সাথে সংযোগ ও পরিচিতি থাকার সুবাদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে তাদের বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থান ছিল। এসব কারণে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অমুসলিমদের

তুলনায় সাম্রাজ্যের উচ্চ পদ ও কূটনীতিক পদে নিয়োগে ইহুদিদের প্রাধান্য ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে জোসেফ নাসিকে নাক্সস দ্বীপের গভর্নর বা সানজাক-বে নিযুক্ত করা হয়েছিল, যদিও এই পর্যায়ের পদে সাধারণত অমুসলিমদের নিয়োগ দেয়া হত না। তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রশাসনের উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন যেসব ইহুদিরা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুলতান ২য় মেহমেদের অর্থ মন্ত্রী হেকিম ইয়াকুপ পাশা, তার চিকিৎসক মোজেস হামন, সম্রাট ২য় মুরাদের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ইসহাক পাশা এবং টাঁকশাল প্রধান আব্রাহাম ডি কাস্ট্রো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সম্রাটের দরবারের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন ড্যানিয়েল দ্য ফন্সেসকা। তিনি শুধু চিকিৎসকই ছিলেন না দরবারের একজন রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। ভল্টেয়ার তার কথা সম্মানের সাথে উলেস্নখ করেছেন। সুইডেনের রাজা ১২শ চার্লস এর সাথে তুর্কি সম্রাটের দর-কষাকষিতে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তুর্কি সাম্রাজ্যে ইহুদিদের সাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইস্তাম্বুলের অর্থ লগ্নির ব্যবসা ছিল ইহুদি ও গ্রিকদের নিয়ন্ত্রণে। অর্থ লগ্নিকারকদের অধিকাংশই ছিলেন স্পেন থেকে আগত শরণার্থী পরিবার। এদের অনেকেই বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে এসেছিলেন। এদের মধ্যে মারানো[১৩] মেন্ডেস পরিবার ছিল প্রধান। তারা ১৫৫২ সালে ইস্তাম্বুলে এসে ব্যবসা শুরু করেন। কথিত আছে, আলভারো মেন্ডেস যখন ১৫৮৮ সালে ইস্তাম্বুল আসেন তখন তিনি ৮৫০০০ স্বর্ণ ডুকাট[১৪] সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মেন্ডেস পরিবার তুর্কি সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থাপনা ও ইউরোপের সাথে বাণিজ্যে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করত। অবশ্য অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থ ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মেন্ডস পরিবারের আধিপত্য আর ছিল না। তাদের স্থান দখল করেছিল গ্রিক ধনকুবেররা।

তুর্কি সাম্রাজ্যে জাতিগত তুর্কিদের সাথে ইহুদিদের সহিংস বিরোধ বা সংঘর্ষের নজির নেই। তবে সাম্রাজ্যের আরবদের সাথে ইহুদিদের সংঘর্ষের ইতিহাস আছে। ৪র্থ মুরাদের শাসনামলে (১৬২৩-৪০) জেরুজালেমের আরব গভর্নর ইহুদি নির্যাতন করেছিলেন বলে অভিযোগ আছে। ১৮২৮ সালে বাগদাদে ইহুদিবিরোধী দাঙ্গা হয়েছিল। ১৮৩৯ সালে পারস্যের মেশেদে সিনাগগ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং ইহুদিদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। এই ধরনের স্থানীয় কিছু ঘটনা বাদ দিলে তুর্কি সাম্রাজ্য মধ্য ও আধুনিক যুগে সত্যিকার অর্থেই ইহুদিদের জন্য অভয়ারণ্য ছিল।

টীকা

১. Martin Lings, Muhammad: his life based on the earliest sources. (1983) George Allen & Unwin (Publishers) Ltd. p. 127।

২. S. D. Goitein, Jews and Arabs: Their Contact through Ages, Schocken Books Inc. (1955) p. 63।

৩. *ibid. p. 63*
৪. সহি হাদিস নং ৭৬৩, বুখারী শরীফ [এক খন্ডে সমাপ্ত], অনুবাদ ও সংকলন: মাওলানা আবু তামীম ইবনে আবু বকর, আল-হেরা প্রকাশনী, ঢাকা।
৫. বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ইয়েমেনের ইমামের শাসনাধীন ধর্মতান্ত্রিক রাজ্যে এই ধরনের বহু প্রথা চালু ছিল। এমনকি ইহুদি মহিলাদের দু'পায়ে দু'রঙের জুতা পরতে হত—একটি সাদা ও আরেকটি কালো। ইহুদি পরিবারে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান রেখে বাবার মৃত্যু হলে সন্তানদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করত এবং মুসলমান হিসেবে লালন করা হত। একটা হাদিস আছে যে, সকল মানব শিশুর জন্ম হয় ইসলামে, কিন্তু বাবা-মা'র কারণে তারা বিভিন্ন ধর্মে বড় হয়। বাবাই যেহেতু পরিবার প্রধান তাই অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান রেখে বাবার মৃত্যু হলে সন্তানকে তার মূল ধর্মে ফিরিয়ে আনা ইসলামি সরকারের দায়িত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর ইহুদি ঐতিহাসিকদের ঐকমত্য ছিল যে, মুসলিম শাসনাধীন এলাকায় ইহুদিদের সার্বিক অবস্থা খ্রিস্টান শাসনাধীন এলাকার ইহুদিদের তুলনায় অনেক ভাল ছিল। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও আরব ইসরায়েল বিরোধের প্রেক্ষাপটে আধুনিক ইহুদি ঐতিহাসিকগণ এই সব উদাহরণ টেনে দেখানোর চেষ্টা করছেন যে ইসলামি শাসনামলে ইহুদিদের অবস্থা যত ভালো বলে ইতিপূর্বে চিত্রায়িত হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে তা অতিরঞ্জিত।
৬. S. D. Goitein, Jews and Arabs: Their Contacts Through Ages (1955), Schocken Books Inc. New York, p. 68।
৭. *ibid. p. 126.* 'Christians and Jews unhesitatingly used Arabic even while expounding sacred topics to their co-religionists, just as a modern Muslim or Jew might make use of English, when preaching or working on religious subjects.' এমনকি যখন তাদের ধর্মের সহ-অনুসারীদের নিকট পবিত্র বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতেন তখনও খ্রিস্টান ও ইহুদিরা নির্দ্বিধায় আরবি ব্যবহার করতেন, একজন আধুনিক মুসলিম বা ইহুদি যেমন ইংরেজি ব্যবহার করতে পারেন ধর্ম প্রচার বা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অধ্যয়নকালে।
৮. ইহুদিদের মধ্যে ঈশ্বরের নাম লেখা যেকোন বস্তু যত্রতত্র ফেলে দেওয়া বা নষ্ট করার বিধান নেই। প্রত্যেক সিনাগগে একটা নির্দিষ্ট কক্ষ থাকত যেখানে এ ধরনের হিব্রু, আরামাইক ও জুডো-আরবি ভাষায় লিখা কাগজপত্র, ব্যবহারের অযোগ্য ধর্মীয় বই, চিঠিপত্র, হিসাবের খাতা, দলিলপত্র ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকত। সিনাগগের এই কক্ষকে Geniza বা গুদামঘর বলা হত। জেরুজালেমের সিনাগগে রক্ষিত এই কাগজপত্র প্রতি ৭ বছর পরপর আনুষ্ঠানিকভাবে সমাহিত করা হত। ১৮৬৪ সালে পুরাতন কায়রোর 'বেন এজরা সিনাগগ'-এর গেনিজায় প্রায় ৭,৫০,০০০ হস্তলিপির পৃষ্ঠা বা টুকরা পাওয়া যায়। এগুলো ৮৭০ সাল থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত হয়েছিল। এসকল হস্তলিপি থেকে বিশেষ করে মধ্য যুগে এই অঞ্চলের ইহুদিদের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।
৯. Jewish Quarterly Review, New Series, vol. 45, Philadelphia, 1954.
১০. Assis, Yom Tov. The Jews of Spain: From Settlement to Expulsion, (1988) The Hebrew University Press, Jerusalem, p. 12।
১১. Raphael, Chaim. The Shephardi Story: A Celebration of Jewish History. (1991) Valentine Mitchell & Co. Ltd. London p. 72।

১২. ইহুদি ধর্মীয় আইনবিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত নতুন নতুন বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। এগুলো সাধারণত ঐসব বিষয়ের উপর যেগুলোর উত্তর তৌরিদ, তালমুদ সংকলিত আইন, বিধানে বা ভাষ্যে নেই। প্রাচীনকাল থেকে যে সমস্ত প্রশ্নের উপর স্থানীয় রাবাইদের সম্মত সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব না হয় সেগুলো স্বীকৃত ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠানো হত সিদ্ধান্তের জন্য। আইনবিশেষজ্ঞ বিচার বিবেচনা করে যে লিখিত উত্তর পাঠাতেন তা 'Responsa' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই 'Responsa' সমূহ সংশিস্নষ্ট বিষয়ের উপর প্রামাণ্য সমাধান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১৩. মারানো অর্থ শুকর। স্পেনে খ্রিস্টান শাসকদের চাপের মুখে যেসব ইহুদি ও মুসলমানরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বা প্রাণে বাঁচার জন্য বাহ্যিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন তাদের অবজ্ঞাসূচক নাম ছিল 'মারানো'।

১৪. Inacik, Halil; Quataert, Donald (1994). An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge University Press. p. 212 মধ্যযুগ থেকে ১ম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ডুকাট ছিল ইউরোপের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত প্রামাণ্য স্বর্ণমুদ্রা। বিবেচ্য সময়ে ডুকাটের ওজন ছিল ৩.৪৯১ গ্রাম ০.৯৮৬ স্বর্ণ।

১৪

জাইঅন

প্রাচীন জেরুজালেম শহরটি যে দু'টি পাহাড়ের উপর নির্মিত হয়েছিল তার একটির নাম ছিল জাইঅন (Zion)। বর্তমান শহরের দক্ষিণ-পূর্বে Ophel নামের পাহাড়টির নামই সম্ভবত ছিল জাইঅন। প্যালেস্টাইনের অন্যতম আদি অধিবাসী জেবুসীয় গোত্রের একটি দুর্গ ছিল এই পাহাড়ে। রাজা দাউদ এটা দখল করে নেয়ার পর এটাকে দাউদের শহরও বলা হত। ইহুদি বাইবেলে বহুবার জেরুজালেম শহরকে 'জাইঅন' বলা হয়েছে। ইসরায়েলিদের ঈশ্বরের বিশেষ অবস্থান ছিল জাইঅন পর্বতে (Mount Zion)| খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে আসিরিয়গন ইহুদিদের মহাপবিত্র মন্দির ধবংস করার পর নির্বাসিত ইহুদিদের নিকট 'জাইঅন' নামটি আবেগ ও ভক্তির রূপ নেয়। মসীহ্ এই জাইঅনেই মন্দির পুনঃনির্মাণ করবেন এবং এখানেই তিনি বাস করবেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীতে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের স্থায়ী বাসভূমি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন পরিচালিত হয় সেই আন্দোলন Zionism বা জাইঅনবাদ নামে খ্যাত।

জেরুজালেম ও ইহুদিত্ব: ইহুদিগণ প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে প্যালেস্টাইনের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছিলেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতেন, একদিন তারা জেরুজালেম বা প্যালেস্টইনে পুনরায় একত্রিত হবেন। বিষয়টি ইহুদি ধর্ম বিশ্বাসের অংশ ছিল। তারা বিশ্বাস করতেন এবং এখনো করেন যে মসীহ্ তাদেরকে পুনরায় জেরুজালেমে একত্রিত করবেন। মসীহ্ এর আগমনের উপরই তাদের প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তন নির্ভরশীল। পার্থিব কোন শক্তি তাদেরকে প্যালেস্টইনে ফেরত নেবে এটা তাদের ধারণাতীত ছিল। এমনকি মসীহ্ এর নেতৃত্ব ব্যতীত অন্য কোন নেতৃত্বে তাদের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এটা বিশ্বাস করাও কোন কোন ইহুদি গোষ্ঠীর নিকট ধর্ম অবমাননার শামিল ছিল।[১] ইহুদিগণ প্রতিদিন প্রতিবেলার প্রার্থনায় ঈশ্বরের নিকট সেই দেশে ফিরিয়ে নেয়ার এবং মসীহ্ এর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করার আকুতি করে থাকেন। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে বার কোখবাহ্ বিদ্রোহের ব্যর্থতার পরে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ইহুদিদের জেরুজালেমে বা প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সংঘবদ্ধ কোন

প্রয়াস হয়নি। ক্রমান্বয়েজেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ইহুদি আধ্যাত্মিক জগতের অংশ হয়ে পড়ে। প্রতিটি ইহুদি পর্বে ইহুদিদের পরস্পরকে পরবর্তী বছরে জেরুজালেমে দেখা হওয়ার ইচ্ছ প্রকাশ করা একটা লৌকিক শুভেচ্ছা সম্বোধনে পরিণত হয়েছিল, যা বাস্তবে কারো জীবদ্দশায় ঘটবে তা আশা করা হত না। মসীহ্ এর আগমন যেকোন দিন হতে পারে, সেই বিশ্বাসের মতই এটাও আরেকটি বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল, যার বাস্তব কোন তাৎপর্য ছিল না।

ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ অবশ্য সবসময়ই কামনা করতেন যেন তার মৃত্যু জেরুজালেমে হয়। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে বা কখনো কখনো সীমিত আকারে দলবদ্ধভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদিগণ তীর্থদর্শন অথবা বসতি স্থাপনের জন্য জেরুজালেম বা এই শহরের আশেপাশের এলাকায় আসতেন। এদের সংখ্যা কখনোই উলেস্নখযোগ্য ছিল না।

১৩৪ খ্রিস্টাব্দে বার কোখবা বিদ্রোহের পতনের পর Eretz Israel বা ইসরায়েলের দেশ ইহুদিদের বাস্তব বাসভূমির পরিবর্তে আধ্যাত্মিক চারণভূমিতে পরিণত হয়েছিল। ঈশ্বর যেহেতু ইসরায়েল সন্তানদের সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাই একমাত্র ঈশ্বরই মসীহ্ এর উত্থানের পর 'ইসরায়েলের দেশে' পুনঃএকত্রিত করবেন। অন্য কথা বলা শুরু করেন এয়োদশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাধক, দার্শনিক, চিকিৎসক ও তৌরিদ পণ্ডিত রাব্বাই মোজেস বিন নাখমান। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক ইহুদির কর্তব্য হচ্ছে জেরুজালেমের জন্য শুধু শোক না করে এখানে এসে বসবাস করা ও এই শহরকে পুনর্নির্মাণ করা। তিনি ১২৬৭ খ্রিস্টাব্দে যখন জেরুজালেমে আসেন তখন জেরুজালেম তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে প্রায় পরিত্যক্ত এক জনপদে পরিণত হয়েছিল।[২]

ইহুদি মুক্তি: ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপস্নব ইউরোপীয় ইহুদিদের মুক্তি সূচনা করে। ক্রমান্বয়েইহুদি মুক্তির সুবাতাস প্রায় সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইহুদি মুক্তি ইহুদিদের দাবি, আন্দোলন বা সংগ্রামের ফলে হয়নি। যে মহান আদর্শকে সামনে রেখে ফরাসি বিপস্নব সংঘটিত হয়েছিল সেই আদর্শ—স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্ব এর তাত্ত্বিকতার সাথে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় সীমায় ইহুদিদের পক্ষে সকল নাগরিক অধিকার বঞ্চিত থেকে মানবেতর জীবনযাপন করা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। মানুষে মানুষের সমতা ও মানবাধিকারের ঘোষণা (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) এর যৌক্তিক পরিণতিতে বিপস্নবীগণ ১৭৯১ এর ২৮শে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের ইহুদিদের পূর্ণ নাগরিকত্ব ও সকল নাগরিক অধিকার দান করে অধ্যাদেশ জারি করে। ফরাসি বিপস্নবী বাহিনী ইউরোপের যেসব দেশ দখল করে, সেখানেও ইহুদিদের মুক্তি ঘোষণা করা হয়। ফরাসি বিপস্নব বা বিপস্নবীদের ভাগ্যে যাই ঘটুক, পরবর্তী শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে ইহুদিদের নাগরিক অধিকার অন্তত আইনগত বাস্তবতায় পরিণত হয়।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইউরোপে ইহুদি মুক্তির যে জোয়ার শুরু হয়েছিল তা ইহুদিদের মুক্তির দাবি নিয়ে কোন আন্দোলনের ফসল ছিল না। অথবা ইহুদিদের দুরবস্থা দেখে

ব্যথিত হয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা বা ইউরোপীয় সমাজ উন্নয়নে ইহুদিদের ভূমিকার কৃতজ্ঞতার স্মারক হিসেবে ইহুদিদের মুক্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ইউরোপের দেশে দেশে গণমুক্তি, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের যে আন্দোলন চলছিল তারই উপজাত হিসেবে ইহুদি সমাজ যুগ যুগ ধরে তার উপর আরোপিত পঙ্গুত্বকারী বাধা নিষেধ থেকে মুক্তি লাভ করে। তারপরও বৃহত্তর যে সমাজের ভৌগোলিক আওতায় কিন্তু সেই সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ইহুদিরা বসবাস করতেন, ইহুদিদের প্রতি সেই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির খুব বেশি পরিবর্তন তখনো হয়নি। ইহুদি মুক্তির ফলে বৃহত্তর সমাজের ইহুদিদের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

নব উদ্দীপনা: অন্যদিকে ইহুদি সমাজ অপ্রত্যাশিতভাবে সকল প্রকার আইনগত বৈরিতা থেকে মুক্ত হয়ে নব উদ্দীপনায় বৃহত্তর ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে–রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন, দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চায়–সাহসিক ভূমিকা গ্রহণ করা শুরু করে। বৃহত্তর ইউরোপীয় সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থেকে ইহুদিরা নিজদের আত্মিক উৎকর্ষ লাভ ও সাধনার জন্য নিজ গণ্ডিতে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বাহ্যিক জগতের বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে আশ্রয় ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তির বিচরণভূমি রচিত হয়েছিল ধর্ম ও দর্শন চর্চায়। প্রতিটি ইহুদির জন্য তৌরিদ পাঠ অবশ্য কর্তব্য ছিল। শুধু তাই নয়, তৌরিদের ব্যাখ্যা, বিশেস্নষণ সাধারণ ইহুদির জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। বিচ্ছিন্নভাবে ইহুদি সমাজ তার নিজের জন্য একটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যা সে সমাজের সকলের জন্য ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার একটা ভিত্তি সৃষ্টি করত। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেখানে ইউরোপীয়দের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুবই কম ছিল এবং বিদ্যাচর্চা সাধারণত বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে ইহুদিদের শিক্ষা চর্চা ছিল প্রায় সর্বজনীন–যদিও শিক্ষাচর্চা ছিল মূলত ধর্মীয় চর্চায় সীমাবদ্ধ। তাই ইহুদিদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিদ্যাপীঠ যখন উম্মুক্ত হয়ে যায় তখন ইহুদিরা অতি উৎসাহের সাথে এ সুযোগ কাজে লাগায়। ঝাঁকে ঝাঁকে ইহুদি সন্তানরা সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় করা শুরু করে। ক্রমান্বয়েচিকিৎসা, শিক্ষা, প্রকৌশল, আইনসহ বিভিন্ন পেশায় ইহুদিদের উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়ে উঠে। ইউরোপীয়দের জন্য এ ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। বিশেষকরে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে ইহুদিদের প্রভাব বৃদ্ধি ইউরোপীয়দের শঙ্কিত করে তুলে। মুক্তির ফলে ইহুদি জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফসল হিসেবে ইহুদিদের সুপ্ত মেধা, প্রতিভা, দক্ষতার বিস্ফোরণ ঘটে। সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদিরা নব নব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, যার জন্য ইউরোপীয় সমাজের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন আঙিনায় ইহুদিদের নতুন ভূমিকা মেনে নেওয়ার জন্য যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, চেতনা ও মূল্যবোধ থাকা প্রয়োজন ছিল, একমাত্র ইংল্যান্ড

ব্যতীত ইউরোপের সকল দেশেই তার অভাব ছিল প্রকট। এসব দেশে দেশে ঐতিহ্যগত ইহুদি বিদ্বেষ বৈরিতার রূপ ধারণ করে।

ড্রেফু বিচার: ফ্রান্সের ড্রেফু বিচার প্রহসন এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ড্রেফু ছিলেন ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের একজন ইহুদি কর্মকর্তা। ফরাসি সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য জার্মানির নিকট সরবরাহ হচ্ছে এ ধরনের একটা অভিযোগ উঠার পর মিথ্যা ও বানানো সাক্ষীর ভিত্তিতে ক্যাপটেন ড্রেফুকে বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর শাস্তি দেওয়া হয়। ১৮৯৪ সালে এই বিচার চলাকালে ইহুদি বিদ্বেষ সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পরে এবং গণমনে ইহুদিরা ফ্রান্সের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। যদিও পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়, প্রকৃতপক্ষে ড্রেফু নির্দোষ ছিলেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ জেনে শুনে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অপকর্ম চাপা দেওয়ার জন্য ইহুদি কর্মকর্তা ড্রেফুকে বলির পাঠা করেছিল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী এবং অন্যান্য পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপীয় দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহু ইহুদিবিরোধী ঘটনা ঘটতে থাকে।

টীকা

১. এখনো ইসরায়েল রাষ্ট্রে কিছু ইহুদি গোষ্ঠী আছে যারা আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রকে halakhicভাবে বৈধ ইহুদি রাষ্ট্র মনে করেন না। মসীহ্-এর আবির্ভাবের আগে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে ধর্মোদ্রোহিতা বলে বিবেচনা করেন। Ultra Orthodox ইহুদিদের একটি অংশ এখনো ইসরায়েলকে একটি ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করেন না। কারণ, একমাত্র ঈশ্বরই এটা করবেন। মানুষের কোন কার্যক্রময়া ইহুদিদের উদ্ধার ও মসীহ্-এর আগমন ত্বরান্বিত করবে তা অবৈধ। Hasidic ইহুদিগণ একই মত পোষণ করেন। Reform ইহুদিদের একটি অংশ অবশ্য ভিন্ন কারণে ইহুদি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। তারা মনে করেন, ইহুদিগণ একটি জাতি নন বরং একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী। ঈশ্বর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের জন্য জাতীয়তার উর্ধ্বে থেকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্রের ভূমিকা পালনের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। জাতীয়তার গণ্ডিতে আবদ্ধ হলে ইহুদিদের জন্য ঈশ্বর নির্ধারিত আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন সম্ভব হবে না।

২. রাব্বাই নাখমান জেরুজালেমের অবক্ষয় দেখে আক্ষেপ করেন! 'মা, আমি তোমার তুলনা করি সেই নারীর সাথে যার কোলে সন্তানের মৃত্যু হয়েছে আর বেদনাতুর স্তনের দুধ খাওয়াচ্ছে কুকুর ছানাকে।' এই শহরের দুই হাজার বাসিন্দার মধ্যে দু'জন ইহুদ ও তিনশত খ্রিস্টান ছিলেন। ইহুদিদের জেরুজালেমে ফিরে আসার আহ্বানের জন্য রাব্বাই নাখমান বিখ্যাত ছিলেন না, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাইঅনবাদ (Zionism) এর ধারণা প্রতিষ্ঠালাভের পরে ভূতাপেক্ষভাবে তাকে ইতিহাসের প্রথম জাইঅনবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

১৫

রাশিয়া: জাইঅনবাদের সূতিকাগার

পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের ইহুদিরা যখন মুক্ত জীবনের সকল সম্ভাবনার দ্বারে আঘাত হানতে ব্যস্ত তখন রাশিয়া ও পোল্যান্ডের ইহুদিদের অবস্থা শোচনীয় থেকে অধিকতর শোচনীয় হতে থাকে। তারা তখনো মধ্যযুগীয় ইহুদি নিপীড়নের শিকার। ইউরোপের ইহুদি মুক্তির বাতাস তখনো রাশিয়াতে পৌঁছেনি। পশ্চিম ইউরোপে ইহুদিগণ বৃহত্তর ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আত্তীভূত হওয়া নিয়ে যখন বিতর্কে নিমগ্ন তখন পূর্ব ইউরোপের বিশেষকরে রাশিয়ার ইহুদিগণ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত। ১৭৯৫ সালে পোল্যান্ড বিভক্তির ফলে অধিকৃত পোল্যান্ডের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সাথে লক্ষ লক্ষ ইহুদিও রাশিয়ার ভাগ্যে জোটে। আগে থেকেই রাশিয়াতে ইহুদিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এই লক্ষ লক্ষ ইহুদি নিয়ে রাশিয়া বেশ বেকায়দায় পড়ে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাশিয়া তার অধিকাংশ অধিকৃত পোলিশ এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী রাশিয়ার কিছু অংশ নিয়ে ইহুদি বসতি এলাকা (Pale of Settlement) নির্ধারণ করে দেয়, যার বাইরে ইহুদিদের বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়।

জার ১ম আলেকজান্ডার: এমনকি ইহুদিদের জন্য নির্ধারিত এলাকায়ও ইহুদিরা নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারত না। জার ১ম আলেকজান্ডার (১৮০১-১৮২৫) ইহুদিদের কৃষি জমি থেকে বহিস্কারের নীতি গ্রহণ করেন। ভূমি থেকে উৎখাত করে ইহুদিদের বিভিন্ন শহরে বাস করতে বাধ্য করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঐ জমি পোলিশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা। এর ফলে পোলিশ কৃষকরা উপকৃত না হলেও বিপুল সংখ্যক ইহুদি সর্বস্বান্ত হয়। জার ১ম নিকোলাস (১৮২৫-১৮৫৫) রুশ সাম্রাজ্যের সকল অরুশদের বিশেষকরে ইহুদিদের রুশীকরণ কার্যক্রমশুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। ১৮ বছর বয়স্ক সকল ইহুদি ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি করা শুরু হয়। সেনাবাহিনীতে এই অভাগা তরুণদের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রুশ সাম্রাজ্যে দূরতম স্থানে তাদের প্রশিক্ষণ ও কার্যস্থল নির্ধারণ করা হত। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের পর ২৫ বছর পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ শেষ করে খুব

কম সংখ্যকই ইহুদি তার পরিবারে ফিরে আসতে পারতো। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য তাদের উপর ক্রমাগত দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ প্রয়োগ করা হত। এই প্রক্রিয়ার ইহুদি সেনাদের একমাত্র শুকরের মাংস এবং ইহুদিদের জন্য অন্যান্য নিষিদ্ধ খাদ্য দেওয়া হত। এর ফলে অনাহারে মৃত্যুবরণ অথবা ইহুদি কাশরুত (খাদ্য বিধান) বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে হত। অনেকে ধর্মত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে জীবনকে সহনীয় করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও ১ম নিকোলাস ইহুদিদের বসবাসের জন্য নির্ধারিত এলাকা সংকুচিত করেন। তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে নানারকম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিল হিব্রু বইপত্র সেন্সর করা, ইহুদিদের গ্রাম থেকে উৎখাত করা, ইহুদি ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত এলাকার বাইরে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা। সর্বোপরি, ইহুদি ধর্মীয় শিক্ষা নিরুৎসাহিত করে ইহুদি ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট বয়সে রুশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

২য় আলেকজান্ডার ও 'পগ্রম': ১ম নিকোলাসের মৃত্যুর পর ২য় আলেকজান্ডার সিংহাসনে বসেন। তিনি ইহুদিদের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল করেন। ইহুদি ছেলেদের ধরে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা বন্ধ করেন। ইহুদিদের বসবাসের এলাকা বৃদ্ধি করে ককেশাস অঞ্চলকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। কয়েক ধরনের পেশা ইহুদিদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ২য় আলেকজান্ডারের উদার নীতি সত্ত্বেও রাশিয়ায় বিপস্নবী তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। বিপস্নবী আন্দোলনে কিছু কিছু ইহুদিও অংশগ্রহণ করে। ১৮৮১ সালের ১৩ ই মার্চ এক বিপস্নবী আততায়ীর হাতে ২য় আলেকজান্ডার নিহত হন। যদিও ২য় আলেকজান্ডারের হত্যায় কোন ইহুদির সরাসরি অংশগ্রহণ প্রমাণিত হয়নি তবুও সরকারি বিবৃতিতে জার হত্যায় ইহুদিগণকে আংশিক দায়ী বলে সাব্যস্ত করা হয়। এই অজুহাতে ইহুদিদের উপর নতুন করে নিপীড়ন শুরু হয়। ইহুদি বসতি, প্রতিষ্ঠান, সিনাগগে হামলা শুরু হয়। ইহুদিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা প্রায় এক বছর ধরে চলতে থাকে। রাশিয়ায় ইহুদিবিরোধী এই অভিযান সারা পৃথিবীতে Pogrom নামে কুখ্যাতি লাভ করে। রুশ ভাষায় শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ধবংস করা'। ইহুদিদের রক্ষায় রুশ সরকারের উদাসীনতা সারা পৃথিবীতে নিন্দিত হয়। এর জবাবে রুশ সরকার জানায় যে, ইহুদিদের কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত খ্রিস্টানরা এইসব হামলা চালাচ্ছে। সমসাময়িক পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক অভিযোগ করা হয়, স্থানীয় রুশ সরকারি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা অথবা উৎসাহ দানে বিভিন্ন স্থানে ইহুদিবিরোধী Pogrom সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। ১৮৮২ সালের পরে Pogrom এর তীব্রতা কিছুটা কমে আসে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ইহুদিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ১৮৮২ সালে May Laws নামে খ্যাত কতকগুলি বিধান জারি করা হয় যার মাধ্যমে ইহুদিদের নতুন বসতি স্থাপন ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পেইলের মধ্যেও নির্দিষ্ট শহর ও বরোর বাইরে ইহুদিদের বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়। ইহুদি দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রবিবার ও অন্যান্য

খ্রিস্টান পর্বে বন্ধ রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়। নির্দিষ্ট শহর ও বরো'র বাইরে কোন ইহুদির অনুকূলে বন্ধকি ও ইজারা দলিল সম্পাদন, কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বা ব্যবস্থাপনা বা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আম মোক্তারনামা সম্পাদন নিষিদ্ধ করা হয়। এটা ছিল ইহুদিদের সনাতন পেশা অর্থ লগ্নির উপর মারাত্মক আঘাত। ইহুদিদের শিক্ষার সুযোগ কঠোরভাবে সংকুচিত করা হয়। ১৮৮৭ সালে স্কুলে ইহুদি ছাত্রভর্তির কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। Pale of settlement এলাকার হাইস্কুলে দশ শতাংশ আসন ইহুদিদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে দেখা যায়, কোন কোন স্কুলের এলাকায় যেখানে ইহুদি জনসংখ্যা প্রায় আশি শতাংশ সেখানে স্কুলের ক্লাশরুম প্রায় খালি থাকছে অথচ ইহুদি ছাত্রগণ স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। উল্লেখ্য, পেইল-এ অন্তর্ভুক্ত খুব কমই প্রশাসনিক জেলা ছিল যেখানে ইহুদি জনসংখ্যা দশ শতাংশের কম ছিল। Pale এর বাইরে এই কোটা পাঁচ শতাংশ এবং সেন্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কোর মত বড় বড় শহরে তিন শতাংশ করা হয়।[১]

১৮৯১ সালের পরে ইহুদিদের জন্য আইন পেশার সুযোগ কঠোরভাবে সংকুচিত করা হয়। নতুন আইন ডিগ্রিধারীদের আইন পেশায় যোগদানের পথ রুদ্ধ করা হয়। ২য় আলেকজান্ডারের শাসনামলে যেসকল ব্যবসায়ী, প্রকৌশলী, দক্ষ কারিগর ও অন্যান্য পেশাজীবীদের শহরে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে শহর থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৮৮১-১৮৮৪ সালের মধ্যে অন্তত ২০০টি Pogrom সংঘটিত হয়। এইসব হামলায় প্রাণহানির সংখ্যা বেশি ছিল না। কিন্তু ইহুদিদের বাড়িঘর, ব্যবসা-বাণিজ্যের যে ক্ষতি হয়েছিল তা ছিল ব্যাপক। ১৯০৩-১৯০৬ এর মধ্যে আরেক দফা Pogrom সংঘটিত হয়। এই সময় রাশিয়ার ৬৪ টি বড় ও মাঝারি শহরে ইহুদিরে উপর আক্রমণ হয় এবং এতে ২০০০ এর বেশি প্রাণহানি হয়। উপর্যুপরি ইহুদিদের উপর আক্রমণের ফলে রাশিয়ার ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয় এবং ইহুদিদের মধ্যে দেশ ত্যাগের হিড়িক পরে যায়। ১৮৮১ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার ৫০ লক্ষ ইহুদির মধ্যে ২০ লক্ষ ইহুদি দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। এদের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছু সংখ্যক রাশিয়ান ইহুদি এই সময় প্যালেস্টাইনেও আশ্রয় নেয়। মূলত রাশিয়ার ইহুদিদের দেশত্যাগের পরিস্থিতি মোকাবিলার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের বিষয়টি সকলের সম্মুখে চলে আসে।

আত্তীকরণ ব্যর্থ: রাশিয়ার ইহুদিদের দুঃসহনীয় অবস্থা, জার্মানি, হাঙ্গেরি অস্ট্রিয়ার ইহুদিবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে দেখা দেওয়া এবং ফ্রান্সের ড্রেফু কেলেঙ্কারি ইহুদিদের ইউরোপের বৃহত্তর সমাজে আত্তীভুক্ত হওয়ার চিন্তায় প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী ইহুদিগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদিরা যার যার দেশে নিজকে সর্ববিবেচনায় ঐ দেশের পূর্ণ নাগরিক কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিসেবে নিজদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ইহুদিদের স্থায়ী পরবাস অবস্থার পরিবর্তন হবে। অষ্টাদশ ও

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে দেশে দেশে জাতীয়তাবোধের সাথে ইহুদিদের একাত্মতা প্রকাশকে ঐসকল দেশের সরকার এবং নাগরিকগণ অভিহিত মূল্যে গ্রহণ করেনি। জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে দেশে দেশে প্রভাব বিস্তারের যে প্রতিযোগিতা চলছিল সেই পরিস্থিতিতে ইহুদিদের অবস্থান সব দেশেই সাধারণভাবে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়। বিশেষকরে প্রায় সবদেশেই অর্থনীতিতে ইহুদিদের ঈর্ষণীয় অবস্থানের সাথে নবজাগরিত ইহুদিদের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পেশায় গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ লক্ষণীয় অবস্থান অ-ইহুদি দেশবাসী একটি নতুন হুমকি হিসেবে গ্রহণ করে।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তায় ইহুদিদের আত্তীকরণের বিষয়টি অনেকের নিকট অবাস্তব বলে বিবেচিত হতে থাকে। রাশিয়ার ইহুদিদের মধ্যে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, বিভিন্ন দেশে দেশান্তরিত হওয়া ইহুদিদের সমস্যার সামগ্রিক সমাধান হতে পারে না। কারণ যেসব দেশে তারা আশ্রয় গ্রহণ করবে সেখানেও তাদের মর্যাদা 'সহ্য করে নেওয়া' সংখ্যালঘুর মর্যাদার বেশি কিছু হবে না। ভবিষ্যতে যে কোন সময় ক্ষমতাবানদের খেয়ালের উপর তাদের ভাগ্য নির্ভর করবে। তাই ইহুদিদের ক্রমান্বয়েপ্যালেস্টাইনে বসতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে গিয়ে খামার গড়ে তোলায় উদ্বুদ্ধ করতে সমিতি গঠন করা হয়। লিওন পিনস্কার[২] Auto Emancipation শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি না পাওয়া পর্যন্ত তাদের দুর্দশা শেষ হবে না। এজন্য তিনি আর্জেন্টিনায় ইহুদি বাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। ধারণাটি পশ্চিম ইউরোপের ইহুদিগণ স্বাগত জানালেও রাশিয়ান ইহুদিরা এতে প্রবল আপত্তি করে। তারা ইহুদিদের চিরায়ত কাঙ্ক্ষিত আবাসভূমি প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি স্থাপনের পক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লিওন পিনস্কারকে প্রধান করে Hovevei Zion (জাইঅনের প্রেমিক) গঠন করা হয়। Hovevei Zion এর পক্ষ থেকে Baron Rothschild এর নিকট রাশিয়ান ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনে ভূমি ক্রয়করতে অর্থায়নের জন্য আবেদন করা হয়।

টীকা

১. Sonja Weinberg, Pogroms and Riots: German Press Responses to anti-Jewish Violence in Germany and Russia (1881-1882) Peter Lang, 2010 p. 210।

২. লিওন পিনস্কার (১৮২১-১৮৯১) ছিলেন রাশিয়ান ইহুদি চিকিৎসক এবং ইহুদিদের নিজস্ব আবাসভূমি স্থাপনের ধারণার অন্যতম প্রথম প্রবক্তা।

১৬

থিওডর হার্জেল ও জাইঅনবাদ

Zionism শব্দটি উদ্ভাবন করেন একজন অস্ট্রীয় লেখক, সাংবাদিক, ইহুদি চিন্তাবিদ ও জাতীয়তাবাদী নেতা নাথান বার্নবম (১৮৬৪-১৯৩৭)। ভিয়েনা থেকে তার প্রকাশিত সাময়িকী 'Self Emancipation' এ ১৮৯০ সালে তার একটি রচনায় সর্বপ্রথম Zionist ও Zionism শব্দ দু'টি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। Zionist হিসেবে তিনি তাদেরকে অভিহিত করেছিলেন যারা ইহুদিদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার চেতনা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করতেন। তাদের কাজকে আখ্যায়িত করেছিলেন Zionism হিসেবে। প্রথমত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে শব্দটির ব্যবহার শুরু হলেও খুব শীঘ্রই জাতীয়তাবাদী ইহুদিগণ শব্দ দুটি লুফে নিয়ে নির্দিষ্টভাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য জাতীয় বাসভূমি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা কাজ করছিলেন তাদেরকে এবং তাদের মতবাদকে যথাক্রমে Zionist ও Zionism নামে আখ্যায়িত করতে থাকেন। কিন্তু ধর্মীয় Zionist-রা মনে করতেন একমাত্র মসীহ্ ইহুদিগণকে জাইঅনে একত্রিত করবেন, এবং মসীহ্ ব্যতীত ইহুদিদের জাইঅনে একত্রিত করার যেকোন কার্যক্রমকে তারা ধর্মদ্রোহিতার শামিল মনে করতেন। অতএব, যে কোন বর্ণের—সমাজবাদী, লেবার, লিবারেল অথবা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক Zionist দেরকে তারা প্রকৃত Zionist মনে করতেন না।

জাইঅনবাদকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করেন অবশ্য অন্য আরেকজন অস্ট্রীয় ইহুদি। তিনি নিজকে ইহুদি বংশোদ্ভূত গণ্য করলেও নিজকে ইহুদি ধর্মাবলম্বী মনে করতেন না। ধর্ম বিষয়ে রাবাই নাখমান, লিওন পিনস্কার বা নাথান বার্নবমের বিপরীত মেরুর অবস্থানে ছিলেন থিওডর হার্জেল। তিনি ছিলেন পুরোপুরি ও কেতাদুরস্ত ইউরোপীয়ান যার সাথে চিন্তা, চেতনা বা বেশভূষায় একজন সাধারণ ইহুদির কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি ইহুদি ধর্মীয় বিধানকে এমনি তাচ্ছিল্য করতেন যে নিজের পুত্রের খৎনা করানো তিনি প্রয়োজন মনে করেননি। খৎনার বিষয়টি ইহুদি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির এমনি একটি অংশ হয়ে গেছে যে একজন ইহুদি যিনি ধর্মে বিশ্বাসী নন তিনিও সাধারণত

তার পুত্র সন্তানের খৎনা করিয়ে থাকেন। থিওডর হার্জেল প্রশিক্ষণে একজন আইনজ্ঞ হলেও পেশায় ছিলেন সাংবাদিক ও শিল্পসমালোচক। সাংবাদিক হিসেবে ড্রেফু বিচার-প্রহসন রিপোর্ট করার জন্য প্যারিসে ছিলেন তিনি। তিনি দেখেছেন ফরাসি উন্মত্ত জনতা কিভাবে শুধু ড্রেফু নয় বরং সকল ইহুদির মৃত্যু দাবি করে রাজপথ কাঁপিয়েছে। এর সাথে রাশিয়ার প্রায় অন্তহীন 'পগ্রম' পর্যবেক্ষণ করে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, বৃহত্তর ইউরোপীয় সমাজে ইহুদিদের আত্তীকরণ ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে ইহুদিদের প্রতি ইউরোপীয়দের ঘৃণা ও বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই তিনি স্থির করেন যে, ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি স্থাপন না করা পর্যন্ত ইহুদিরা প্রকৃত নিরাপত্তা পাবে না। ১৮৯৬ সালে তিনি 'The Jewish State' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন যার মধ্যে তার মতবাদ খুব কার্যকরভাবে তুলে ধরেন।

প্রথম বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেস: ইহুদিদের সমস্যা সমাধানে ইহুদিদের জন্য নিজস্ব আবাসভূমি সৃষ্টির ধারণা হার্জেলের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। রাশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছুকাল যাবতই কাজ করে যাচ্ছিলেন। হার্জেলই প্রথম পশ্চিম ইউরোপীয় ইহুদি বুদ্ধিজীবী যিনি ইহুদিদের জন্য নিজস্ব বাসভূমি স্থাপনের ধারণাকে বৃহত্তর শ্রোতা, ধনবান ও ক্ষমতাধরদের সামনে স্পষ্টভাষায় তুলে ধরেন। তারই উদ্যোগে ১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বেজল শহরে প্রথম বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে 'ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনে নিজস্ব বাসভূমি স্থাপন প্রকাশ্যে নিশ্চিত করা এবং আইনগতভাবে সুরক্ষিত' করাকে এই আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে আগত ১৯৭ জন প্রতিনিধি বিপুল উৎসাহে এই লক্ষ্যে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।[১]

প্রথম ইহুদি কংগ্রেসের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে হার্জেল তার ধারণা নিয়ে সারা ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্য চষে বেড়ানো শুরু করলেন। প্রভাবশালী ইহুদিগণ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিলেন। প্রথমত, এটা ছিল পশ্চিম ইউরোপীয় ইহুদিদের আত্তীভূত হওয়ার তত্ত্বকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা এবং সংশিস্নষ্ট দেশের সংখ্যাগুরু সমাজকে উচ্চস্বরে জানিয়ে দেওয়া যে ইহুদিগণ ঐ সমাজ এবং রাষ্ট্রের অনুগত সদস্য নন, তাদের আনুগত্য কল্পিত ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতি। ইউরোপ যখন জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় চরমভাবে বিভক্ত সেই সময় পশ্চিম ইউরোপের ইহুদিদের জন্য এটা ছিল একটা বিপজ্জনক পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে প্রভাবশালী জাতি-তত্ত্বভিত্তিক ইহুদিবিদ্বেষ (Anti-Semitism) বিস্তার লাভ করছিল।[২] ইহুদিদের এই নতুন জাতিগত অবস্থান নতুন ধারার ইহুদি-বিদ্বেষে শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা ইহুদিদের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

উইলহেমের পরজীবী: প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল, যার যার নিজস্ব কারণে ইউরোপের বৃহৎ শক্তিসমূহ হয় প্রকাশ্যে নতুবা পরোক্ষভাবে এই প্রস্তাবের পক্ষে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। হার্জেল বিভিন্ন ইউরোপীয় সরকারকে এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করার

প্রস্তাব দেন। ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির মধ্যে জার্মান সম্রাট উইলহেম এই প্রস্তাবটি লুফে নেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ঘোর ইহুদিবিদ্বেষী। প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তার সাম্রাজ্যের ইহুদিগণ, যাদেরকে তিনি পরজীবী মনে করতেন তাদের জন্য একটা গন্তব্য পাওয়া যাবে এবং কালক্রমেতোর সাম্রাজ্য পরজীবী মুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, ইহুদি রাষ্ট্র যদি জার্মান সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাহলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারী ইহুদি ধনিকগোষ্ঠীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করে জার্মান সাম্রাজ্যের জন্য তাদের অর্থানুকূল্য পাওয়া সহজ হবে। তৃতীয়ত, তিনি ভেবেছিলেন আর্থিকভাবে দুর্বল তুর্কি সুলতান হয়ত তার হস্তক্ষেপের সম্মানে বিপুল ইহুদি অর্থের বিনিময়ে প্যালেস্টাইনের বেশ খানিকটা অনাবাদি জলাভূমি ইহুদি বসতি স্থাপনের জন্য ছেড়ে দিতে রাজি হবেন। তাই জার্মান কাইজার তুর্কি সুলতানের সাথে মধ্যস্ততার এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানান এই ভেবে যে, অবশেষে তার সাম্রাজ্যের ইহুদি সমস্যা একটা স্থায়ী সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে।

ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য: ফরাসি ও যুক্তরাজ্য সরকার ইতোমধ্যেই তুর্কি সাম্রাজ্যের আশু প্রয়াণের জন্য প্রস্তুত ছিল। মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ফরাসি ও ব্রিটিশ প্রভাব স্পষ্ট রূপ লাভ করছিল। মিশরের উপর ব্রিটিশদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত সত্য ছিল। ইহুদিদের মাধ্যমে সেই প্রভাব পবিত্র নগরী জেরুজালেম পর্যন্ত বিস্তৃত করা খুবই যৌক্তিক ছিল। তাই ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে না হলেও বিভিন্ন ইহুদি সূত্র মাধ্যমে প্রস্তাবটির উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে থাকে। তুর্কি সম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশে বিশেষকরে খ্রিস্টান অধ্যুষিত লেবাননে ফরাসি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ক্যাথলিক গির্জাভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফরাসি শিকড় ধারণ শুরু হয়েছিল। তাই এই অঞ্চলের বিষয়ে ইতোমধ্যেই ফরাসিরা আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। ফরাসিদের নিকট তাদের ইহুদিমুক্ত হওয়ার যে কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা গ্রহণযোগ্য ছিল। ফরাসিরা মনে করতেন যে, কোন সুযোগে ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতার পুরস্কার হিসেবে তুর্কি সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত ভাগবাটোয়ারায় ব্রিটিশদের সমর্থনে একটা সম্মানজনক অংশ ফরাসিরা পাবে। তাই ফরাসিরা উৎসাহের সাথে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি স্থাপনের ধারণাকে স্বাগত জানায়। হার্জেল আশা করেছিলেন, তুর্কি সরকারের কাছ থেকে জার্মান কাইজার ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনের জন্য একটি কোম্পানি স্থাপনের অনুমতি নিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু তুর্কি সুলতান ২য় হামিদ কাইজারের প্রস্তাব বিনয়ের সাথে কিন্তু দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

লর্ড রথসচাইল্ড: ইতিমধ্যে প্রথম লর্ড রথসচাইল্ড জাইঅনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তার মধ্যস্থতায় হার্জেল ব্রিটিশ উপনিবেশ সেক্রেটারি জোসেফ চেম্বারলেনের নিকট সাইপ্রাস অথবা মিশরের আল-আরিশ এলাকায় ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। চেম্বারলেন প্রথমেই সাইপ্রাস প্রস্তাব নাকচ করে দেন কিন্তু আল-আরিশের ব্যাপারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আর্থার বালফোর আল-আরিশ প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর পরিবর্তে উগান্ডায় জনশূন্য ৫ হাজার বর্গমাইল ভূমি অথবা কেনিয়ার একটি অংশে ইহুদিদের বসতি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। হার্জেল ব্রিটিশ সরকারের উগান্ডা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু হার্জেলকে হতাশ করে তার সতীর্থ জাইঅনবাদীরা এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। বিশেষকরে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের তৎকালীন ইহুদিগণ যাদের জন্য ইহুদি আবাসভূমি স্থাপন জীবন-মরণ সমস্যায় পরিণত হয়েছিল তারা প্যালেস্টাইন ব্যতীত অন্য কোথাও ইহুদি বাসভূমি স্থাপনে ঘোর বিরোধী ছিল। এই বিরোধিতার নেতৃত্ব দেন একজন রুশ ইহুদি যুবা ডেভিড বেন গুরিয়ন। চরম পরিশ্রান্ত থিওডর হার্জেল মাত্র চুয়ালিস্নশ বছর বয়সে ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। থিওডর হার্জেল ইহুদিদের জন্য নিজস্ব আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু ইহুদি সমস্যা সমাধানের যে ধারণা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারই পরিণতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসরায়েল রাষ্ট্র।

টীকা

১. এই কংগ্রেসের সাফল্যে হার্জেল এতটাই উদ্দীপ্ত হন যে, ঐদিন তার ডায়েরিতে চতুর্দশ লুই এর সেই বিখ্যাত উক্তি ব্যবহার করে তিনি লিখেন, 'আমিই রাষ্ট্র। আমি আজকে বেজেলে ইহুদি রাষ্ট্র পওন করলাম। আজ আমি যদি একথা উচ্চস্বরে বলি পৃথিবীর সকলেই হাসবে। হয়ত পাঁচ বছর পর, এবং নিশ্চিতভাবে পঞ্চাশ বছর পর সারা পৃথিবীর লোক এটাই জানবে।' হার্জেলের উক্তির ৫০ তম বছরে না হলেও ৫১ তম বছর ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২. Anti-Semitism শব্দটি ইহুদি বিদ্বেষ অর্থে ১৮৭৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেন জার্মান সাংবাদিক Wilhelm Marr তার The Victory of Judaism over Germandom বইয়ে। পূর্বের ধর্মভিত্তিক ইহুদিবিদ্বেষের স্থলে উনবিংশ শতাব্দীর জাতি-বর্ণভিত্তিক ইহুদি বিদ্বেষ বর্ণনা করতে গিয়ে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

১৭

আলিয়া

হার্জেলের জীবদ্দশায় ইহুদিদের জন্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দৃশ্যমান ফল না পাওয়া গেলেও প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া থেমে ছিল না। প্যালেস্টাইনে ইহুদি সংখ্যা ১৮৮২ সালে যেখানে মাত্র ২৫,০০০ ছিল তা প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষে। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৬ এবং ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রায় সারা দেশব্যাপী সংঘটিত 'পগ্রমের' কারণে রাশিয়া থেকে ইহুদিদের অভিবাসন প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রমুখী হলেও ইহুদি ধনকুবেরদের, বিশেষকরে ব্যারণ রথসচাইল্ড এর অর্থায়নে প্যালেস্টাইনের ভূস্বামীদের কাছ থেকে জমি কিনে সেখানে বেশকিছু ইহুদির বসতি স্থাপন করা হয়।

সমাজবাদ ও আলিয়া: এই সময় রুশ ইহুদি নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিশেষকরে সমাজবাদী ইহুদি নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মে যে বিশ্বের ইহুদি জনগোষ্ঠীর হাতে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে অনেক উচ্চ হারে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও নিজস্ব আবাসভূমি স্থাপনে সাফল্যের জন্য ভূমি ও ভূমির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জনগোষ্ঠীর যে নিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন ঐতিহাসিক কারণেই ইহুদিদের মধ্যে তার অভাব ছিল। সম্পদের প্রাথমিক উৎপাদনে জড়িত শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণিতে ইহুদিদের উপস্থিতি ও অভিজ্ঞতা নেই। যে কোন রাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পেশার বিন্যাস পিরামিড আকারের হয়ে থাকে। এই পিরামিডের ভিত্তিতে থাকে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি এবং তার উপরে ক্রমান্বয়েকমতি হারে থাকে অন্যান্য পেশার মানুষ যেমন, কারিগর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষক, পেশাজীবী ইত্যাদি। কিন্তু ইহুদিদের ক্ষেত্রে পিরামিডের আকৃতি উল্টো। এমন অবস্থায় ইহুদিদের জন্য নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেই রাষ্ট্রের প্রাথমিক সম্পদ উৎপাদনের জন্য শিল্প ও কৃষি শ্রমের জন্য অন্য জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে হবে, যা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত টেকসই রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল নয়। তাই প্যালেস্টাইনে ভূমিনির্ভর ইহুদি জনগোষ্ঠী নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সমাজবাদী জাইঅনবাদীরা যৌথ গণ-খামার গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে বিভিন্ন সময় প্যালেস্টাইনে সংগঠিতভাবে যে ইহুদি অভিবাসন ঘটেছে তার বিভিন্ন ধাপকে ইহুদিগণ 'Aliyah' নামে অভিহিত করে থাকে।[১]

রুশ সাম্রাজ্যে ইহুদি নির্যাতনের 'পগ্রম' এর ফলশ্রুতিতে প্রথম 'আলিয়া'র সূচনা হয় (১৮৮২-১৯০৩)। এই সময়কালে আনুমানিক ৩৫,০০০ রাশিয়ান ও পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদির জন্য প্রধানত ব্যারন এডমন্ড দ্য রথসচাইল্ডের বদান্যতায় প্যালেস্টাইনে কৃষি খামারভিত্তিক বসতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সকল কৃষি ভিত্তিক বসতিতে ইহুদি অভিবাসনকারীদের জমির মালিকানা দেওয়া হয়। অভিবাসনকারীদের অধিকাংশেরই কৃষিকর্মের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা না থাকার কারণে এই সকল খামারে আরব কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে খামারের কাজ চালানো হত। এর ফলে ইহুদি অভিবাসনকারীদের কৃষি উৎপাদনে অভীষ্ট ভূমিকা ও দক্ষতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। কিন্তু প্রথম আলিয়ার প্রতি স্থানীয় আরবদের বৈরী মনোভাবও সৃষ্টি হয়নি। কারণ, আরব কৃষকরা তাদের নিজস্ব জমিতে শ্রম দেওয়ার পরেও ইহুদি অভিবাসীদের জমিতে শ্রম ও তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করে। এই ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক জাইঅনবাদীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ এটা প্যালেস্টাইনে স্বনির্ভর ইহুদি খামার ব্যবস্থা সৃষ্টির সহায়ক হয়নি। কিন্তু প্রথম 'আলিয়া' যা করতে সফল হয়েছিল তা হল ইহুদিদের পরবর্তী আলিয়ার জন্য প্যালেস্টাইনে একটা কৌশলগত অবস্থান সৃষ্টি করা। এই কৌশলগত অবস্থানকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে বৃহত্তর আকারে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে অভিবাসন প্রক্রিয়া সফলভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এবং সারা বিশ্বের ইহুদিদের অভিবাসনের জন্য প্যালেস্টাইন একটি বাস্তব গন্তব্যে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় আলিয়া ও কিবুজ: সমাজতন্ত্রী জাইঅনবাদীগণ পরবর্তী ২য় আলিয়া (১৯০৩-১৯১৪) এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৫ এর রাশিয়ার ব্যর্থ বিপ্লবের পরে যে ব্যাপক রক্তক্ষয়ী 'পগ্রম' সংঘটিত হয় তারই ফলশ্রুতিতে রুশ সাম্রাজ্য থেকে ইহুদিরা পাইকারি হারে দেশ ত্যাগ করে। এদের মধ্যে বেশ কিছু ইহুদি আশ্রয় গ্রহণ করে প্যালেস্টাইনে। ২য় আলিয়াতে প্রায় ৪০,০০০ রুশ ও পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে। এবার ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানায় জমি ক্রয় করে সেখানে যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতদিন সমাজতন্ত্রী জাইঅনবাদী নেতারা প্যালেস্টাইনে পা রাখেননি। এবারই প্রথম নেতৃস্থানীয় সমাজতন্ত্রী জাইঅনবাদীরা প্যালেস্টাইনে আসা শুরু করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আরন ডেভিড গর্ডন। ১৯০৫ সালে ৪৭ বছর বয়সে তিনি প্যালেস্টাইনে আসেন। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। তবু তিনি যৌথ খামারে দাপ্তরিক কাজ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজ হাতে জমি চাষের কাজ গ্রহণ করেন। কায়িক শ্রমই ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে পাপমুক্ত করতে পারে এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি কায়িক শ্রমকে ইহুদি পাইওনিয়রদের নিজের উদাহরণের মাধ্যমে

অনুপ্রাণিত করতেন। তার দল Hapoel Hatzair (যুবকর্মী) প্যালেস্টাইনে প্রথম সফল যৌথ খামার 'কিবুজ' (Kibbutz)[২] স্থাপন করেন পূর্ব গ্যালিলির দাগানিয়াতে।

দ্বিতীয় আলিয়ার সমাজবাদী নেতাদের থেকেই ভবিষ্যত ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রথম প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে উঠে। এদের মধ্যে ডেভিড বেন গুরিয়ন প্যালেস্টাইনে আসেন ১৯০৬ সালে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের পূর্বশর্ত ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভূমিভিত্তিক অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করা। হিব্রুভাষী শক্তিশালী ইহুদি শ্রমজীবী শ্রেণি সৃষ্টি এবং নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমেই শুধু প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য অপরিহার্য ইহুদি জাতি সৃষ্টি সম্ভব। তিনি দাগানিয়ার অনুকরণে বিভিন্ন স্থানে সামাজিক মালিকানায় ভিত্তিতে 'কিবুজ' স্থাপন করায় সহায়তা করেন। প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি স্থাপনের পাশাপাশি বেন গুরিয়ন বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে ইহুদিদের সংগঠিত করতে থাকেন।

ইহুদিদের স্থাপিত যৌথ খামারে স্থানীয় আরব শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ঐসব খামারের প্রতি আরবদের বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই মনোভাব ক্রমান্বয়ে ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে আক্রমণ, নাশকতা ও প্রতিরোধ রূপ গ্রহণ করে। অপরদিকে, আরব বৈরিতার প্রেক্ষিতে কিবুজভিত্তিক ইহুদিদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির সূচনা হয় যা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইহুদিদের সশস্ত্র আন্দোলনের অত্যন্ত কার্যকর ইউনিটে পরিণত হয়। আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিবুজভিত্তিক যুদ্ধ প্রয়াস কতটা কার্যকর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের প্রথম ইসরায়েল-আরব যুদ্ধে। গ্যালিলিতে স্থাপিত প্রথম কিবুজ 'দাগানিয়া' এই যুদ্ধে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত পেট্রল বোমা দিয়ে সিরিয় ট্যাঙ্কবাহিনীর অগ্রগতি থামিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আরেক কিবুজ Maagam Michael এ স্থাপিত স্টেনগান বুলেট প্রস্তুতের গোপন কারখানা পরবর্তীকালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের শক্তিশালী Israel Military Industries-এ রূপ নেয়।

টীকা

১. হিব্রু শব্দ Aliyah অর্থ উচ্চ স্তরে আরোহণ বা ascent। ইসরায়েল ভূমিতে অভিবাসন। প্যালেস্টাইনে অভিবাসন ইসরায়েলিদের জন্য ধর্মীয়ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বাস করা হয় যে, ঈশ্বর তৌরিদে যে ৬১৩ টি আজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ইসরায়েলে বসবাসের জন্য যাওয়া একটি 'Mitzvah' বা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন। তাই ইহুদিদের জন্য ইসরায়েলে অভিবাসনে একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বাস্তবেও পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে ইসরায়েলে যাওয়া ভৌগোলিকভাবে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করা হয়। মিশর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান বা ভূমধ্যসাগর—যেদিক থেকেই আসা হোক বাইবেলের যুগে ইহুদিরা যে অঞ্চলে বাস করত সেখানে যেতে সাগর পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতর লেভেলে আরোহণ করতে হয়। জেরুজালেম সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ২৭০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত।

২. হিব্রু শব্দ Kibbutz অর্থ হচ্ছে একত্রিত হওয়া বা জড়ো হওয়া। সমাজবাদী জাইঅনবাদী নেতাদের প্রেরণা ও উদ্যোগে প্যালেস্টাইনের গ্রামীণ এলাকায় ইহুদি অভিবাসনকারীদের জন্য যৌথ খামারভিত্তিক বসতি বা কিবুজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে জমি ও অন্যান্য সম্পদ যৌথ মালিকানায় ছিল। কিবুজ সদস্যরা যার যার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে শ্রম দিতেন এবং তাদের সৃষ্ট সম্পদের মালিকানা ছিল কিবুজের। তারা আহার করতেন গণভোজনালয়ে এবং তাদের সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব ছিল কিবুজের। ইসরায়েলে এখনো কিছু কিবুজ আছে যেগুলি এই নীতিতে পরিচালিত হয়। তবে অধিকাংশ কিবুজ সীমিত পরিমাণ সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা অনুমোদন করে। প্রথমদিকে কিবুজ মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল। এখন অধিকাংশ কিবুজে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, হাই-টেকসহ অন্য বহুবিধ শিল্প-বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

১৮

বালফোর ঘোষণা

হার্জেলের রাজনৈতিক জাইঅনবাদের পাশাপাশি রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী ইহুদি চিন্তাবিদ Asher Ginsberg (তার ধারণ করা নাম Ahad Haam নামেও পরিচিত) এর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক জাইঅনবাদ ইহুদিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি 'ইহুদিদের জন্য রাষ্ট্র'-এর পরিবর্তে প্যালেস্টাইনে 'ইহুদি-রাষ্ট্র' স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আরো মনে করতেন, 'ইহুদি-রাষ্ট্র' (যদি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়) একমাত্র প্যালেস্টাইনেই তা স্থাপন করতে হবে। প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রাথমিক লক্ষ্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় বরং নির্বাসনে বসবাসকারী ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে জড়ো করে হিব্রুভাষা চর্চা ও ইহুদি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ শক্তিশালী করে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির ধারকদের একই ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে গড়ে তোলা। তার এই চিন্তাধারার সহযোগী হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন আরেকজন রাশিয়ায় জন্ম নেওয়া বিজ্ঞানী খাইম ওয়াইজম্যান (Chaim Weizmann) কে। ১৯০৪ সালে থিওডর হার্জেলের মৃত্যুর পর তারা দু'জন World Zionist Oraganization (WZO) এর নেতৃত্বে চলে আসেন। জাইঅনবাদীদের মধ্যে প্যালেস্টাইনের বাইরে অন্য কোথাও ইহুদি বাসভূমি স্থাপনের সমর্থন ক্রমান্বয়েক্ষীণ হয়ে আসে।

ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসে ইহুদি অবদান: খাইম ওয়াইজম্যান ছিলেন মানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিদ্যার অধ্যাপক। তার স্ত্রী বেরা ওয়াইজম্যানের পিতা ছিলেন জারের আমলে রুশ সেনাবাহিনীর যে কয়জন হাতেগোনা ইহুদি অফিসার ছিলেন তার মধ্যে একজন। বেরা ওয়াইজম্যান সচেতনভাবে ইহুদি সমাজে মেলামেশা এড়িয়ে চলতেন এবং ব্রিটিশ উচ্চসমাজে চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। সেই সুবাদে ওয়াইজম্যান কোন কোন প্রভাবশালী ব্রিটিশ রাজনীতিকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওয়াইজম্যান ধর্ম দূরে রেখে সাংস্কৃতিক জাইঅনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। হিব্রুভাষাকে একটি জীবন্ত ভাষায় পরিণত করে ইহুদি জাতি গঠনের ভিত্তিমূল করতে চেয়েছিলেন। জেরুজালেমে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি অত্যন্ত আবেগময় প্রচারণা চালিয়েছিলেন।

তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি স্থাপন করতে হলে ইউরোপীয় কোন বৃহৎ শক্তির আশীর্বাদ পেতে হবে। প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে ব্রিটিশদের চেয়ে বেশি আগ্রহ অন্য কোন ইউরোপীর বৃহৎ শক্তির থাকার কথা নয়। কারণ ব্রিটেন একদিকে ভারত অপরদিকে মিশর ও সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাভাবিকভাবেই তারা চাইবে না তুর্কি সাম্রাজ্যের পতনের পর অন্যকোন শক্তি প্যালেস্টাইন কবজা করুক। তাই তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি স্থাপনে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে মানচেস্টার এলাকায় এমপি আর্থার বালফোর এর সহায়তা লাভ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ওয়াইজম্যান জীবাণুঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (Fermentation) মাধ্যমে বাণিজ্যিক পরিমাণে Acetone উৎপাদনের পন্থা আবিস্কার করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ওয়াইজম্যানের তত্ত্বাবধানে ত্রিশ হাজার টন Acetone উৎপাদন করে সরবরাহ করা হয়। ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসে ওয়াইজম্যানের এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ওয়াইজম্যানকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিল। ওয়াইজম্যান বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ সরকারের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন কামনা করেন। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের অনুমোদন নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড বালফোর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর ইহুদি ধনকুবের লর্ড রথসচাইল্ডকে লেখা এক চিঠিতে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি স্থাপনের জাইঅনবাদীদের দাবির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা ইতিহাসে 'Balfour Declaration' নামে খ্যাত।[১] জাইঅনবাদীদের জন্য এটা ছিল ঐতিহাসিক বিজয়। জাইঅনবাদীরা যে লক্ষ্য অর্জনের স্বপ্ন নিয়ে আন্দোলন করছিলেন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে তৎকালীন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাধর ঔপনিবেশিক শক্তির অঙ্গীকার লাভ করল। আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদ প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি স্থাপনের বিষয়টি ইহুদিদের আধ্যাত্মিক স্তরের 'অলীক ইচ্ছা' একটা বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচির মর্যাদা লাভ করল। বালফোর ঘোষণা এমন সময় দেওয়া হল যখন পতনমুখী তুর্কি সাম্রাজ্যের মধ্যপ্রাচ্য অংশ ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তির মধ্যে ভাগবাটোয়ারার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। এই ঘোষণার পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ৯ ডিসেম্বর ১৯১৭ জেনারেল এলেনবী'র নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যে ব্রিটিশ বাহিনী সিরিয়া দখল সম্পন্ন করে। তৎকালীন প্যালেস্টাইন তুর্কি সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের অংশ ছিল। প্যালেস্টাইন ব্রিটিশ সামরিক প্রশাসনের অধীনে চলে আসে।

তৃতীয় আলিয়া: প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্যালেস্টাইনে নতুন ইহুদি অভিবাসন স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসনের তৃতীয় ঢেউ বা তৃতীয় আলিয়া শুরু হয় ১৯১৯ সালে এবং এই আলিয়ার সমাপ্তি ধরা হয় ১৯২৩ সালে। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে ইহুদিরা নতুনভাবে আক্রমণেরশিকার হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের

ফলশ্রুতিতে ইউরোপে নয়টি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। সাধারণ সামাজিক অস্থিরতার মাঝে ঐসব দেশে ইহুদিরা গতানুগতিকভাবে সহিংসতার শিকারে পরিণত হয়। অপরদিকে বালফোর ঘোষণা, ব্রিটিশদের প্যালেস্টাইন দখল ও পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহে ইহুদি অভিবাসনের উপর কড়াকড়ি আরোপের ফলে নবগঠিত সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে ইহুদি দেশত্যাগীরা প্যালেস্টাইনকেই সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল গন্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে। এই পর্যায়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন মোটামুটি দ্বিতীয় আলিয়ার পথ অনুসরণ করে যৌথ মালিকানায় কৃষিভিত্তিক 'কিবুজ' পত্তন করা হয়। তৃতীয় আলিয়ার 'ইয়ং পাইওনিয়র'দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। কৃষির জন্য পতিত ও জলা-জমি উদ্ধার, নতুন নতুন রাস্তাঘাট ও ইমারত নির্মাণসহ অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি এই পর্যায়ের উলেস্নখযোগ্য দিক ছিল। এই সময় বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে জেনারেল ফেডারেশন অব ওয়ার্কার্স (হিস্টাদ্রুত) এবং আরবদের বৈরিতা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে গোপন প্রতিরোধ-বাহিনী Hagana সৃষ্টি করা হয়। তৃতীয় আলিয়ায় প্রায় ৩৫০০০ ইহুদি প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে প্যালেস্টাইনে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইতিপূর্বে দুটি আলিয়ায় যারা প্যালেস্টাইনে এসেছিল তাদের অনেকেই এখানকার রূঢ় পরিবেশ ও কঠোর জীবনধারণ মেনে নিতে না পেরে স্বদেশ ফিরে গিয়েছিল বা তৃতীয় কোন দেশে চলে গিয়েছিল। ১ম মহাযুদ্ধ শুরুর সময় ১৯১৪ সালে প্যালেস্টাইনে যে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল যুদ্ধের শেষ হতে সেই সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমে গিয়েছিল। এর ফলে দেখা যায়, ১৯২৩ সালেও প্যালেস্টাইনে মোট ইহুদি জনসংখ্যা এক লক্ষেরও কম ছিল। ১৯২২ সালে পরিচালিত ব্রিটিশ সরকারি আদমশুমারি অনুসারে প্যালেস্টাইনে মোট জনসংখ্যা ছিল ৭,৫২,০০০। এর মধ্যে ইহুদি ছিল ৮৪,০০০ এবং আরব জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৫০,০০০।[২] অর্থাৎ ইহুদিরা প্যালেস্টাইনের মোট সংখ্যার ১৩ শতাংশ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ইহুদিরা যখন সংঘবদ্ধভাবে প্যালেস্টাইনে গ্রামীণ এলাকায় বসতি স্থাপন শুরু করে তখন স্থানীয় আরবদের মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। প্রথমত, এমন এলাকার তারা জমি ক্রয়করে বসতি স্থাপন করে যে সব জমি সাধারণত অনাবাদি পতিত জমি হিসেবে স্থানীয় আরব কৃষকদের নিকট আকর্ষণীয় ছিল না এবং এসব জমির মালিক ভূস্বামীরা ঐ জমি ইহুদিদের নিকট অপ্রত্যাশিত উচ্চমূল্যে বিক্রিকরতে পেরে নিজদের লাভবান মনে করত। আশেপাশের আরব কৃষকরা ঐসব জমি উন্নয়ন ও চাষাবাদে শ্রম দিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হত। পরিস্থিতি পাল্টে যায় যখন ইহুদিদের কৃষি বসতিতে আরব শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আরবরা বুঝতে পারে যে, ইহুদিরা আরবদের সাথে সহযোগিতা ও সৎপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। ইহুদি বসতি স্থাপন তারা সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে।

টীকা

১. Balfour Declaration-এ 'জাইঅনবাদী আকাঙ্ক্ষার প্রতি' ব্রিটিশ সরকারের 'সহানুভূতি' প্রকাশ করা হয় এবং 'ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনে তাদের জাতীয় আবাস ভূমি স্থাপন' করার প্রতি সমর্থন এবং 'এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা' করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এই ঘোষণায় অবশ্য এটাও বলা হয় যে, 'এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে যে এমন কিছু করা হবে না যা প্যালেস্টাইনে বিদ্যামান অ-ইহুদি জনগোষ্ঠীর নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে অথবা অন্যদেশে বসবাসকারী ইহুদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদার কোন ব্যাঘাত ঘটতে পারে'।

২. Harry B. Ellis, Israel and the Middle East. 1957 The Ronald Press Company, New York, p. 95।

১৯

ইহুদিদের সাংগঠনিক প্রস্তুতি

বালফোর ঘোষণা প্যালেস্টাইনে ইহুদি-আরব সম্পর্ক চরম অবনতির দিকে ঠেলে দেয়। ইহুদি বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ সাধারণ আরব কৃষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা আরব ভূস্বামী, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথম তারা বুঝতে পারে যে, একটি বৃহৎ শক্তির সহায়তায় আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্রআরবদেরকে তাদের বাসভূমি প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত করে সেখানে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের চক্রান্তে লিপ্ত। গ্রামীণ ইহুদি বসতিতে বা বসতির আশেপাশে যে স্থানীয় গোলযোগ ছিল তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বালফোর ঘোষণার পরপরই ব্রিটিশ বাহিনী প্যালেস্টাইন দখল করে নেয়। ইহুদিরা উজ্জীবিত হয়ে আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদীদের সহায়তায় প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন পুনরায় জোরে শোরে শুরু করে এবং ইতিমধ্যে স্থাপিত বসতিগুলোতে সম্ভাব্য আরবদের আক্রমণপ্রতিহত করার প্রস্তুতি শুরু করে। বেন গুরিয়নসহ যেসব ইহুদি নেতা যুদ্ধের সময় তুর্কি কর্তৃপক্ষের সম্ভাব্য নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার শিকার হওয়ার ভয়ে প্যালেস্টাইন ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারাও ফিরে আসা শুরু করে। অন্যদিকে, আরবদের মধ্যে গভীর আশঙ্কা ও হতাশা দেখা দেয়।

ব্রিটিশদের দখলের পর প্যালেস্টাইন ১৯২০ এর মার্চ পর্যন্ত সামরিক প্রশাসনের অধীনে ছিল। এই সময় ইহুদি অভিবাসন তেমন উলেস্নখযোগ্য ছিল না। বালফোর ঘোষণার ফলে আরবদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তা কাজে লাগিয়ে আরবদের সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু ইহুদিরা যারা যে আদর্শেই বিশ্বাসী হোক তাদের সকলে মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টি হয় যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি সৃষ্টির জন্য আরবদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিরাজমান উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ইহুদিরা কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও পরিকল্পনা অনুসারে গ্রামীণ অঞ্চলে স্থাপিত বসতি ও কিবুজভিত্তিক এবং শহর এলাকায় শহর ও মহলস্নাভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ইহুদি অভিবাসনকারীদের মধ্যে যে সমস্ত শ্রমিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলা হয় সেগুলির প্রত্যেকটিকেই আরবদের সাথে অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

হাশোমার: ইহুদিদের বসতি সুরক্ষার জন্য ১৯০৯ সালে Hashomar বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। Yitzhak Ben-Zvi (ইতসাক বেন জবি) ও তার স্ত্রী Rachel Yanait (রাখেল ইনায়েত) এ বাহিনী গঠন করেন। প্রথমে এই বাহিনী ইহুদি বসতি এলাকায় চুরি ঠেকানোর জন্য গঠন করা হলেও পরবর্তী পর্যায়ে বেদুইন ও আরবদের সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করার জন্য এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং হালকা অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। এই বাহিনীর সদস্যরা মূলত মার্কসবাদী Poalei Zion (Workers of Zion) পার্টির সদস্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এই দল প্রথমত, রুশ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, যুক্তরাষ্ট্রে এবং ১৯০৬ সালে প্যালেস্টাইনে এর শাখা গঠিত হয়।

Poalei Zion পার্টি ভেঙে ১৯১৯ সালে ডেভিড বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে Ahdut Ha Avoda (Labour Unity) দল গঠিত হয়। বিরোধের মূলে ছিল Communist International এর সদস্য হয়েও যারা জাইঅনবাদী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল তাদের সাথে মূলধারার কম্যুনিস্টদের বিরোধ। যারা মার্কসবাদের উর্ধ্বে জাইঅনবাদকে স্থান দিয়েছিল তারাই Ahdut Ha Avoda গঠন করে। এর ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদি শ্রমজীবীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বরং বিভেদ সৃষ্টি হয়। তৃতীয় আলিয়ায় যারা প্যালেস্টাইনে এসেছিল তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সবচেয়ে বেশি বিকাশ ঘটেছিল। তারা গঠন করেছিল Gdut Ha Avoda। তাদেরই উদ্যোগে ও নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ দল গঠনের প্রেরণায় Ahdut Ha Avoda, Gdut Ha Avoda, Hopoel Hatzair একত্রিত করে ১৯২০ সালে হাইফাতে HaHistadrut Haklait shd HaOvdim B'Eretz Yisrael (General Federation of Labour in the Land of Israel) গঠন করা হয় যা সংক্ষেপে Histadrut নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯২১ সালে বেন গুরিয়ন এই সংগঠনের সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ইসরায়েল রাষ্ট্রে এই সংগঠনটি সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন লেবার দলে রূপ নেয়।[৭] এর সদস্য সংখ্যা ১৯২০ সালে ৪,০০০ হতে ১৯২২ সালে ৮,৩৯৪ এবং ১৯২৭ সালে ২৫ হাজারে উন্নীত হয়। তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদি শ্রমজীবীদের ৭৫% এই দলের সদস্য ছিল।

বেন গুরিয়ন হিস্টাদ্রুতের সেক্রেটারি নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি এই সংগঠনটির সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নিম্নতম ইহুদি গ্রামীণ বসতি পর্যন্ত ক্রমঅর্পিতকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এর ফলে সারা প্যালেস্টাইনে এই সংগঠনের কার্যক্রম কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সমন্বিত হতে থাকে। বেন গুরিয়ন হিস্টাদ্রুতকে জাইঅনবাদের লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় হাতিয়ারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই বিষয়ে ১৯২২ দেয়া বেন গুরিয়নের বক্তব্য ছিল, 'আমাদের সমস্যা হল অভিবাসন...এই মতবাদ বা ঐ মতবাদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা নয়। জাইঅনবাদী আন্দোলন এমনিভাবে পরিচালিত করতে হবে যেন আমাদের কর্মীদের মাধ্যমে ভূমি জয় করা সম্ভব হয় এবং যেভাবে সম্পদ আহরণ করে বিশাল অভিবাসন ও বসতি স্থাপনের মাধ্যম জাইঅনবাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়।'[১]

অভিবাসন, বসতিস্থাপন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, অর্থ সংস্থান ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে জাইঅনবাদের লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হিসেবে স্থির করা হয়।

হাগানা: প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেখানে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায় (Yishuv[২]) এর প্রতিটি স্তরে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা হয় যার নাম দেওয়া হয় Haganah (The Defense)। হাশোমার বাহিনী যেহেতু Paolei Zion দলের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাই হিস্টাদ্রুত গঠনের পর হাশোমার বাহিনীকে সামরিক বাহিনীতে উন্নীত করার লক্ষ্যে এই বাহিনী বিলুপ্ত করে এই বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে Haganah বাহিনী গঠন করা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই বাহিনীকে কেন্দ্র করেই Israel Defense Force (IDF) গঠিত হয়।

১৯২০ এর জেরুজালেম দাঙ্গা ও ১৯২১ এর জাফা দাঙ্গা'য় এই বাহিনী ইহুদি বসতি, কিবুজ এবং শহরে ইহুদি মহল্লা রক্ষা ও আরবদের উপর আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯২৯ সালের প্যালেস্টাইনব্যাপী দাঙ্গার পর এই বাহিনীকে পুরোপুরি একটা গোপন সামরিক বাহিনীতে রূপান্তরিত করা হয়। এই বাহিনী সজ্জিত করার জন্য বিদেশে থেকে আধুনিক অস্ত্র আমদানি করা হয়। গোলা-বারুদ ও অস্ত্র নির্মাণের জন্য গোপন কারখানা স্থাপন করা হয় যেখানে হ্যান্ড গ্রেনেডসহ মেশিন গান ও স্টেনগানের বুলেট উৎপাদন করা হত। হাগানা বাহিনী বিস্তৃত করে প্রতিটি ইসরায়েলি যুব ও প্রাপ্তবয়স্ক খামার ও কিবুজবাসীকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে এই বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। বস্তুতপক্ষে, প্রতিটি সক্ষম ইহুদি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য এই বাহিনীতে ভূমিকা নির্ধারণ করা হয়। আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদ আন্দোলনের শীর্ষ সংগঠন World Zionist Organization (WZO) এর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও অর্থায়নে এবং প্যালেস্টাইনে স্থানীয়ভাবে গঠিত WZO এর নির্বাহী কমিটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী পরিচালিত হত।

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের প্যালেস্টাইন ছিল গোলযোগপূর্ণ। প্রথমত, বালফোর ঘোষণা ইহুদিদের আবাসভূমি নির্মাণে জাইঅনবাদীদের দুঃসাহসী করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত, লীগ অব নেশনস প্যালেস্টাইনের উপর ব্রিটিশদের যে ম্যান্ডেট দিয়েছিল তাতে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি নির্মাণে বৃটিশ ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে আরবরা সঙ্গত কারণেই প্রথম হতাশ ও পরে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সারা দশক জুড়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই ছিল। হাগানা সাফল্যের সাথে ইহুদি বসতি ও খামারগুলোতে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হামলা প্রতিহত করে ইহুদি জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। আরবদের সাথে সংঘর্ষে হাগানা সাধারণত দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করলেও আরবদের উপর পাল্টা আক্রমণে সংযত ভূমিকা গ্রহণ করত। হাগানার এই নীতি হাগানার চরমপন্থি অংশের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। এই অংশের তাত্ত্বিক গুরু ছিলেন সংশোধনবাদী জাইঅনবাদ নামে খ্যাত মতবাদের প্রবক্তা জীব জাবতনিস্কি (Ze'ev Jabotinsky)।

ইরগুন: হাগানা ও বিশ্ব জাইঅনবাদী সংস্থা WZO প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহায়তা ও সহযোগিতায় ক্রমন্বয়ে বাস্তবায়নের পক্ষে ছিল। আরবদের মোকাবিলার ক্ষেত্রেও তারা সংযত থাকার কৌশল অবলম্বন করেছিল। জাবতনিস্কি একইসাথে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমেই প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। তার মতাদর্শ ছিল আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতিগ্রহণ করে হাগানাকে বিক্রিয়ামূলক প্রতিরক্ষার পরিবর্তে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। হাগানায় এই যুদ্ধ কৌশল চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে চরমপন্থীরা হাগানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে Irgun বা The National Military Organization in the Land of Israel নামে সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে তুলে। ১৯৩৬-৩৯ এর আরব বিদ্রোহ কালে 'ইরগুন' তাদের সন্ত্রাসী কার্যকালাপের পরিপূর্ণতা দান করে। তারাই প্রথম আরব জনসমাগমে বোমা বিস্ফোরণ করে বিপুল সংখ্যক আরবদের হত্যা ও জখম করে এবং আরব সম্পদ ধবংস করার মহোৎসবে মেতে উঠে। এই আক্রমণগুলি বিপুল সংখ্যক আরবকে হত্যা ছাড়াও আরবদের মধ্য ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই ধরনের প্রথম আক্রমণ ঘটে ১৯৩৭ এর ১১ জুলাই জেরুজালেমের জাফা স্ট্রিটের বাস ডিপোতে। এখানে দুইজন আরব প্রাণ হারায়। এর দু'দিন পর সারা প্যালেস্টাইনে বিভিন্ন জায়গায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রায় অর্ধশত আরবকে হত্যা করা হয়। ১৯৩৮ এর ৬ই জুলাই হাইফার বাজারে বোমা মেরে ২১জন আরবকে হত্যা ও ৫২জনকে আহত করা হয়। ২৫শে জুলাই হাইফার আরেক বাজারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে অন্তত ৩৯জন আরব নিহত এবং ৭০জন আহত হয়। ২৬ আগস্ট জাফার সবজি বাজারে বোমা মেরে ২৪জন আরবকে হত্যা ও ৩৯জনকে আহত করা হয়।[৩]

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কৌশল সম্পর্কে Irgun এর ভাবগুরু জাবতনিস্কি বিশ্বাস করতেন, 'প্রত্যেক ইহুদির প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অধিকার আছে, একমাত্র প্রতিআক্রমণআরবদের ঠেকাতে পারে, একমাত্র ইহুদি সশস্ত্রবাহিনী ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে পারে।' ইসরায়েল রাষ্ট্রের ডানপন্থি রাজনৈতিক দল Herut (Freedom) এবং Likud দলের পূর্বসুরি এই Irgun।

লেহী: আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে আরেকটি চরমপন্থি সংগঠনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ইরগুন থেকে বেরিয়ে Lehi নামক এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন Abraham Stern। তার নামে এই সংগঠনটি Stern Gang নামেও পরিচিতি লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই গ্রুপটি ফ্যাসিস্ট ইটালি ও নাৎসী জার্মানির পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তাব করেছিল। শর্ত ছিল, ইউরোপের সকল ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসন করা হবে। তারা প্যালেস্টাইনে জাতীয়তাবাদী একদল শাসন ব্যবস্থাভিত্তিক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি রাষ্ট্রে জাতীয় বলশেভিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় এই দলটি।

এই সংগঠনটির রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকলেও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। তারা মনে করত, পৃথিবীর সকল ইহুদির প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনের অধিকার রয়েছে। ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন বাধাগ্রহস্থ করছে। তাই ব্রিটিশরা ইহুদিদের প্রধান শত্রু। আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দুরাশা মাত্র। সুতরাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সরাসরি যুদ্ধ শুরু করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত ও আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করার কৌশল গ্রহণ করেছিল এই গোষ্ঠী। তাদের এই কৌশল প্রয়োগ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আরব মহলস্না আক্রমণ, ব্রিটিশ স্থাপনায় বোমা হামলা, ট্রেনে ও বাসে আক্রমণ, ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে তারা সারা প্যালেস্টাইনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে কায়রোতে ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড ময়নীকে হত্যা করেছিল লেহী'র দুই সন্ত্রাসী। রোমে ব্রিটিশ দূতাবাসে বোমা হামলা, লন্ডনে কলোনিয়াল অফিস ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের হত্যার চেষ্টায় পত্রবোমা ব্যবহারের কৃতিত্ব এই সংগঠনের। ইতিহাসে প্রথম ট্রাক বোমা হামলায় হাইফার পুলিশ স্টেশন উড়িয়ে দিয়েছিল লেহী। তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ১৯৪৮ সালের আরব ইসরায়েল যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং যুদ্ধকালে ইহুদিপ্রধান এলাকা থেকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে আরবদের তাদের বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদ করে ৭ লক্ষ আরবকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা। Deir Yassin গ্রামে গণহত্যায় আড়াইশত আরব পুরুষ-নারী-শিশু হত্যার দায়িত্ব প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিল লেহী, এবং একাজে তাদের সহযোগী ছিল ইরগুন। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনের জন্য নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ দূত কাউন্ট বার্নাডোটকে জেরুজালেমে তারাই হত্যা করেছিল।

প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হতে অবমুক্ত হওয়া ইহুদি যোদ্ধারা। প্রথম মহাযুদ্ধে প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের নিয়ে দু'টি ব্যাটেলিয়ন এশিয়া মাইনর ও গ্রিসে ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধ শেষে এই অভিজ্ঞ যোদ্ধারা হাগানায় যোগ দেয়। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিশেষকরে নির্বাসনে পোলিশ আর্মি ও ফ্রান্সের গলিস্ট আর্মির ইহুদি ইউনিট থেকে অব্যহতি পাওয়া সেনাগণকে WZO বিশেষ ব্যবস্থায় হাগানায় যোগ দেওয়ার জন্য প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর প্রায় ২৯ হাজার অভিজ্ঞ ইহুদি সেনা প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাহিনীর অঙ্গীভূত হয়।

উইংগেট: হাগানাকে নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত করার ক্ষেত্রে একজন জাইঅনবাদী ব্রিটিশ আফিসারের অবদান ইসরায়েলিরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকে। ওর্ডে উইংগেট নামের এই ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল ভারতের নৈনিতালে। তার পিতা ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির একজন কর্নেল। তার বাল্যকাল কেটেছিল গোড়া খ্রিস্টান-জাইঅনবাদী[৪] ধর্মীয় পরিবেশে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে পুনঃস্থাপিত করা তার

ধর্মীয় দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি আরবি ও হিব্রু ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন।

১৯৩৬ সালে যখন তাকে ব্রিটিশ আর্মি ইন্টেলিজেন্সের একজন ক্যাপটেন হিসেবে প্যালেস্টাইনে বদলি করা হয় তখন তিনি এটাকে তার ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই সময় ১৯৩৬-৩৯ সালের প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ চলছিল। প্যালেস্টাইনে পৌঁছেই তিনি ইহুদিদের সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করেন। আরব বিদ্রোহ দমনের নতুন কৌশলসম্বলিত একটি পরিকল্পনা তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। ব্রিটিশ সেনাছাউনির পরিবর্তে ইহুদি বসতি বা কিবুজে ঘাটি করে Special Night Squad (SNS) গঠনের প্রস্তাব করেন। ব্রিটিশ সেনা ও হাগানার সদস্যদের নিয়ে রাতে আরব গেরিলাদের ঘাটি এবং আরব গ্রামে হানা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এর ফলে যুদ্ধ আরব গ্রামে নিয়ে গিয়ে আরবদের প্রতিহত করার প্রস্তাব করা হয়। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ এটা অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে ১৯৩৮ সালে নতুন ব্রিটিশ কমান্ডার জেনারেল হাইনিং Special Night Squad গঠনের অনুমতি দেন। এই স্কোয়াডের ব্যয়ের একটি অংশ জুইশ এজেন্সি বহন করার সিদ্ধান্ত হয়। Ein Harod কিবুজে এই বাহিনীর ঘাটি করা হয়। উইংগেট হাগানা সদস্যদের কমান্ডো অপারেশন ও রাত্রিকালিন অভিযানের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দেন এবং রাতের বেলা তাদেরকে নিয়ে সন্দেহজনক আরব গ্রামে হানা দেওয়া শুরু করেন। রাত্রিকালিন অভিযানকালে উইংগেট আরব গ্রাম বাসীদের এমন নির্বিচার হত্যা, অত্যাচার ও নিষ্ঠুর আচরণ করতেন যে এমনকি হাগানার নেতৃবৃন্দও কখনো কখনো তার নিষ্ঠুর ও অদ্ভুত আচরণে বিব্রত বোধ করতেন।[৫]

উইংগেট অন্যান্য ইহুদি কিবুজ ও বসতিতে SNS এর ঘাটি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ইহুদি বাহিনীকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত করার জন্য দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। উইংগেটের 'ধর্মীয় দায়িত্ব পালন' শেষ হয় অসম্মানর সাথে। ইহুদি আবাসভূমি স্থাপনের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য উইংগেট ছুটি নিয়ে লন্ডনে গিয়ে কলোনিয়াল সেক্রেটারির সাথে দেখা করে Woodhead Commission-এর রিপোর্ট গ্রহণ না করার তদ্বির করেন। তার উর্ধ্বতন সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট এটা প্রকাশ পেলে তাকে যুক্তরাজ্যে বদলি করা হয়, এবং প্যালেস্টাইন ত্যাগের সময় তার পাসপোর্টে প্যালেস্টাইনে ফেরত আসা নিষিদ্ধ করে সিল দিয়ে দেয়া হয়। উইংগেট হাগানাকে পুরোপুরি যুদ্ধোপযোগী বাহিনীতে রূপান্তর ঘটান। প্রকৃতপক্ষে হাগানা ও পরবর্তী পর্যায়ে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (IDF) এর যুদ্ধের ঐতিহ্য কমান্ডো আক্রমণ, যুদ্ধ শত্রুর এলাকায় নিয়ে যাওয়া, রাত্রিকালিন অভিযান, চুপিসারে অভিযান চালানো ইত্যাদির তত্ত্বগত শিক্ষা ও কৌশল উইংগেট থেকেই সূত্রপাত হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উইংগেটের অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন বলেছিলেন, 'উইংগেট বেঁচে থাকলে তিনিই হতেন ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান সেনাপতি।'

বিশ্ব জাইঅনবাদীদের নেতৃত্বে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি স্থাপনে বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তা ও সমর্থন আদায় করা হয়। বিশ্ব ইহুদি চক্রের বিশাল সম্পদ কাজে লাগিয়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সামরিক সরঞ্জামের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা ও সরাসরি অংশগ্রহণে ইহুদি আধাসামরিক বাহিনী হাগানাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি কার্যকর সামরিক বাহিনীতে পরিণত করা হয়। প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশদের সরাসরি সহায়তায় ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রশাসনের উদাসিনতা বা ব্যর্থতার কারণে প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা ১৯২২ সালে ৮৪,০০০ থেকে ১৯৪৮ সালে ৭,০০,০০০ এ উন্নীত হয়। Histadrut ও Jewish Agency স্থাপন করে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক অবকাঠামো শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা করে আরবদের সাথে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়।

জুইশ এজেন্সি: ইহুদিদের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় এমনভাবে যাতে ম্যান্ডেটরি কতৃপক্ষ ও আরবদের সহায়তা ছাড়াও ইহুদি বসতিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে টিকে থাকতে পারে। লীগ অব নেশনস-এর ম্যান্ডেট অনুসরণে বিশ্ব জাইঅনবাদী সংস্থার উদ্যোগে জুইশ এজেন্সি নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। প্যালেস্টাইনে এর একটি কার্যকরী কমিটি সৃষ্টি করা হয় যা স্থানীয় ইহুদিদের বিকল্প সরকার হিসেবে গড়ে উঠে। জুইশ এজেন্সিকে ইহুদি অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। সারা পৃথিবী থেকে যেসব ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের অনুমতি দেওয়া হবে তাদের নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয় জুইশ এজেন্সির উপর। এর ফলে ইউরোপ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইহুদিদের অভিবাসন অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হয়। এছাড়া 'ইউসুবে' যেসব পেশা ও দক্ষতার প্রয়োজন বেশি সেসব পেশা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাক্তিদের অভিবাসনে সহায়তা দেওয়া হয়। Histadrut গঠিত হয়েছিল শ্রমজীবী আন্দোলন হিসেবে। কিন্তু এই সংস্থা তার কার্যপরিধি বাড়িয়ে সকল প্রকার ব্যবসা, উৎপাদনমুখী শিল্প স্থাপন, সকল সামাজিক সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এমনকি ইহুদিদের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হাশোমার (নৈশ প্রহরী) থেকে হাগানা (প্রতিরক্ষা), হাগানা থেকে ইরগুন (জাতীয় সামরিক সংগঠন) এবং লেহী (ইসরায়েল মুক্তিযোদ্ধা) গঠিত হয়। এই সকল সামরিক সংগঠন ইহুদিদের সাধারণ জীবনযাত্রার সাথে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায় যে, প্রকৃতপক্ষে প্যালেস্টাইনে প্রতিটি ইহুদি ইউসুবের সামগ্রিক নিরাপত্তার সাথে কোন না কোন ভূমিকায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের প্রতিটি বসতি প্রতিটি 'কিবুজ' যেন শত্রুবেষ্টিত 'সশস্ত্র ঘাটি'র রূপ নেয়।[৬] বিদেশ থেকে প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের উন্নয়ন ও আবাসভূমি স্থাপনের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে আসতে থাকে জুইশ ন্যাশনাল ফান্ড এবং প্যালেস্টাইন ফাউন্ডেশান ফান্ড এর মাধ্যমে। ইহুদি অভিবাসনকারীদের শিক্ষাজীবনের মানোন্নয়ন

ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য অর্থ কোন সমস্যা ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহুদিদের ও আরবদের তুলনামূলক অবস্থান দেখে দু'টি সমাজের উন্নয়নের মাত্রার তারতম্য বুঝা যায়। ১৯৩৫-৩৬ বছরে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সের ইহুদি শিশুদের প্রায় শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষা পাচ্ছিল এবং ইহুদিদের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ ইহুদিরা নিজেরা সংস্থান করত। অপরদিকে, একই বয়স গ্রুপের আরবদের মাত্র ৩৯ শতাংশ ছেলে এবং ১৭ শতাংশ মেয়ে স্কুল শিক্ষা পেত। আরবদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় শতভাগ ব্যয়ের জন্য ম্যান্ডেট সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল।

জুইশ এজেন্সি ছাড়াও ইহুদিদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের বিকাশ ঘটেছিল এই সময়। ইহুদি সমাজের মধ্যে সীমিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য নির্বাচিত বিধানসভা ও সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছিল। এসকল নির্বাচিত সংস্থায় ইহুদিদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতবাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে এই সকল প্রতিষ্ঠান ইহুদিদের সর্বজনস্বীকৃত নেতৃত্বের সৃষ্টি করেছিল যার ফলে যুদ্ধকালে এবং পরবর্তী পর্যায়েও রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরোধ বা শূন্যতা দেখা যায়নি।

টীকা

১. Z.Tzahor. The Histadrut' in Essential Papers on Zionism', 1996. Rheinharz & Shapira, p. 486।

২. Yishuv-কে দুই স্তরে ভাগ করা হয়। জাইঅনবাদী আন্দোলনের পূর্বের Yishuv (Old Yishuv) এবং পরবর্তীকালে বসতিস্থাপনকারী New Yishuv। Old Yishuv কিছুটা অবজ্ঞাসূচক এই কারণে যে, জেরুজালেমে বসবাসকারী ইহুদিগণ মূলত পরবাসী ইহুদিদের চাঁদার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করতেন। তারা কোন উৎপাদনশীল পেশা গ্রহণ না করে শুধু তৌরিদ চর্চা করতেন। তারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু হওয়া ধর্মনিরপেক্ষ জাইঅনবাদ-এর বিরোধিতা করতেন। এদের উত্তরসূরীরাই বর্তমান যুগের Ultra-Orthodox ইহুদি যারা আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্র স্থাপনকে ধর্মোদ্রোহিতা বলে গণ্য করেন।

৩. Morris, Benny. 1999, Righteous Victim; A History of Zionist Arab Conflict, 1881-1999, John Murray।

৪. খ্রিস্টান জাইঅনবাদীরা মনে করেন, যীশু খ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাবের পূর্বে ইসরায়েলিদের ঈশ্বরের অঙ্গীকার করা দেশ প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসন অবশ্যই হতে হবে। ষষ্টদশ শতাব্দী হতে কয়েকটি খ্রিস্টান চার্চ এই মতবাদ ধারণ করে আসছে। এই মতবাদের বিশ্বাসীরা আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে বাইবেলের ভবিষ্যতবাণীর বাস্তব রূপ বলে মনে করেন। তাই যীশুর পুনরাবির্ভাব ত্বরান্বিত করতে প্রত্যেক খ্রিস্টানের উচিত ইসরায়েল রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন দেওয়া যেন পৃথিবীর সকল ইহুদিদের বৃহত্তর প্যালেস্টাইন ভূমিতে পুনর্বাসন করা সম্ভব হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মৌলবাদী ও ইভাঞ্জেলিক খ্রিস্টানরা এই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী।

৫. উইংগেট নিজে বহু আরব গ্রামে রাত্রিকালিন কমান্ডো হামলার নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার সঙ্গীদের নির্মম আচরণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজে অপ্রয়োজনে আরবদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতেন এবং কখনো কখনো নির্মমভাবে হত্যা করতেন। এই ধরনের অভিযান থেকে ফিরে এসে নিজ কক্ষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় কাঁচা পেয়াজ চিবাতেন আর বাইবেল পড়তেন। দর্শনার্থী এলে এই অবস্থায়ই তার সামনে উপস্থিত হতেন।

৬. Harry B Ellis, Israel and the Middle East, The Renault Press Company, New York, p. 96।

২০

আরব জাতীয়তাবাদ ও প্যালেস্টাইন

জর্ডন নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড যা ঐতিহাসিকভাবে প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত সে অঞ্চলের উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা বাস করত তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অনুসারী এবং তাদের ভাষা ছিল আরবি। ইহুদিরা ছিল একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে এই অঞ্চলটি তুর্কি সুলতানাতের সিরিয়া প্রদেশের বৈরুত বিলায়েতের জেরুজালেম সানজাকের অধীন এলাকা ছিল। তুর্কি সাম্রাজ্যের চতুর্থ স্তরের প্রশাসনিক এলাকা ছিল প্যালেস্টাইন। বাইবেলে যাদেরকে কানানের বংশধর বা কানানাইট বলা হয়েছে প্যালেস্টাইনি আরবরা মূলত কানানাইটদের ও ফিনিসীয়দের বংশধর। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা ও আধুনিক ডিএনএ টেস্টে প্রমাণিত হয়েছে প্যালেস্টাইনি আরবদের রক্তের সম্পর্ক আরব উপদ্বীপের আরবদের অপেক্ষা ইসরায়েলি বা হিব্রুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর। এমনকি ইহুদিদের জাতীয় ভাষা হিব্রু ভাষাও ছিল মূলত কানানীয়দের ভাষা। বাইবেলের ভাষ্য অনুসারেই ইসরায়েলিদের বহু পূর্ব হতে কানানীয়রা এই অঞ্চলে বসবাস করছিল। তাই প্যালেস্টাইনের আরবরা প্রকৃত অর্থেই এই ভূখণ্ডের ভূমিপুত্র, ইসরায়েলিরা নন।

আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ: উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে আলবেনীয় সেনানায়ক মেহমেত আলী মিশর ও সিরিয়া দখল করলে প্যালেস্টাইন তার শাসনাধীন হয়। মেহমেত আলী ও তার পুত্র ইব্রাহিমের উদারনৈতিক শাসনের আমলে সিরিয়া ও লেবাননে আমেরিকান প্রটেস্টান্ট ও ফরাসি ক্যাথলিক চার্চের উদ্যোগে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন হয়। ১৮৬০ সালের মধ্যে শুধু আমেরিকানরাই লেবানন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে তেত্রিশটি স্কুল স্থাপন করে। ১৮৬৬ সালে বৈরুতে প্রটেস্টান্ট কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯২০ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনো মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্ররাই আরব নবজাগরণ এবং আরব জাতীয়তাবাদ বিকাশের নেতৃত্ব দেন।

এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম প্রধান অবদান ছিল আরবি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার প্রসার ঘটানো। এর ফলে বৈরুতে আরবি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় এবং সেগুলি তুর্কি প্রশাসনের দুর্বলতা তুলে ধরে সাধারণ আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে। আরবদের গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে বর্তমান পরাধীন দৈন্যদশা প্রকট হয়ে উঠে। লক্ষণীয় যে, এই জাগরণের প্রাথমিক নেতৃত্ব এসেছিল খ্রিস্টান আরবদের মধ্য থেকে। ১৮৪৭ সালে খ্রিস্টান আরব নেতা নাসিফ ইয়াজেজী এবং বুট্রুস বুস্তামীর নেতৃত্বে 'শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৮৫৭ সালে দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সিরিয় বিজ্ঞান সমিতি'। প্রথম প্রতিষ্ঠানটির সদস্যপদ আরব খ্রিস্টান, ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রতিষ্ঠানটিতে মুসলিম, খ্রিস্টান, দ্রুজসহ সকল আরবদের অংশগ্রহণ ছিল।

নাসিফ ইয়াজেজীর পুত্র ইব্রাহিম ইয়াজেজী রচিত একটি কবিতা সকল শ্রেণির আরবদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে গৌরবময় আরব ঐতিহ্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তুর্কি পরাধীনতার গস্নানি থেকে মুক্তির আকুল আহ্বান জানায়। এই কবিতাটিকে বলা হয় আরব জাতীয়তাবাদ জন্মের প্রথম ক্রন্দন কবিতাটি বৃহত্তর সিরিয়ার গ্রামে গঞ্জে মানুষের মুখে মুখে আবৃত্তির মাধ্যমে আরব জাগরণের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়।

১৮৮০ সালের দিকে বৈরুত, দামেস্ক, ত্রিপলি, ইত্যাদি আরব শহরে জায়গায় জায়গায় হাতে লেখা পোস্টার দেখা যায়। এইসব পোস্টারে তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহের আহ্বান জানানো হয়। প্রতিটি পোস্টারেই ইব্রাহিম ইয়াজেজীর কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তি স্থান পায়। বৈরুত ও দামেস্কে বিভিন্ন গোপন গ্রুপ গড়ে উঠে। কিন্তু তুর্কি কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এই গ্রুপগুলি দৃশ্যমান সাফল্য লাভ না করলেও বৃহত্তর সিরিয়া ও ইরাকের আরবদের মধ্যে স্থায়ী স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টি করে যা পরবর্তীকালে প্রথম মহাযুদ্ধের অনুকূল পরিবেশে তুর্কিদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নেয়।

প্যালেস্টাইন জাতীয় অস্তিত্বের উদ্ভব: বিংশ শতাব্দীর শুরুতে প্যালেস্টাইনি আরবদের মধ্যেও আরব জাতীয়তাবাদ ও জাগরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তুর্কি সাম্রাজ্যের শাসনাধীন প্যালেস্টাইনের আরব সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সারা দেশের ভূমির মালিকানা ছিল হাতে গোনা কয়েকটি পরিবারের হাতে। হুসাইনী ও নাশাসিবী এই দু'টি সামন্ত পরিবারের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণি বিভক্ত ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল এই পরিবারগুলির সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাভাবিকভাবে আরব জাতীয়তাবাদের প্রভাব প্যালেস্টাইনে এই পরিবারগুলির বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে তখনো পৌঁছাতে পারেনি। সাধারণ প্যালেস্টাইনি আরব পরিবারগুলি প্যালেস্টাইনের সীমিত চাষযোগ্য জমিতে অতি ক্ষীণ-স্বত্বে প্রজা হিসেবে চাষাবাদ করে প্রান্তিক জীবন ধারণ করত।

প্যালেস্টাইনি আরবদের মধ্যে তুর্কি প্রশাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটেছিল তা ছিল আরব জাতীয়তাবাদ, প্যালেস্টাইনি জাতীয়তাবাদ নয়। প্যালেস্টাইনি

আরবদের নেতৃত্বে যারা ছিলেন তাদের কাছে প্যালেস্টাইনি আরবদের বৃহত্তর আরব জগতের বাইরে কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্যালেস্টাইনি আরবদের প্রধান নেতা গ্র্যান্ড মুফতী হাজ্জ আমিন আল হুসাইনী ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্যালেস্টাইনকে সিরিয়ারই অংশ বলে বিবেচনা করতেন। ব্রিটিশদের বসানো সিরিয়ার রাজা ফয়সালকে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে উৎখাতের পূর্ব পর্যন্ত প্যালেস্টাইনকে সিরিয়ার সাথে যুক্ত করার পক্ষে তিনি জোরালো ভূমিকা পালন করেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন সিরিয়ার সাথে প্যালেস্টাইনের বিচ্ছিন্নকরণ রহিত করা সম্ভব নয় তখনই তিনি প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদ বিরোধিতায় সর্বাত্মকভাবে মাঠে নামেন। আরব জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন ও দাবি অগ্রাহ্য করে তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির কারসাজিতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ট্র্যান্সজর্ডান নামে অর্থনৈতিকভাবে কৃত্রিম কয়েকটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদের স্বার্থে প্যালেস্টাইনকে তার ঐতিহাসিক আরব অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন একটি কৃত্রিম রাজনৈতিক সত্তা সৃষ্টি করা হয়। প্যালেস্টাইনি আরবদের এই বাস্তবতার মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

আরব স্বাধীনতার স্বপ্ন: বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বৃহৎ শক্তিদের চিন্তায় প্যালেস্টাইনের সামরিক কৌশলগত কোন গুরুত্ব ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতেই তুর্কিরা প্রমাণ করে যে, আধুনিক সেনাবাহিনীর জন্য প্যালেস্টাইনের উত্তর থেকে ভূমধ্যসাগরের তীর ধরে সাইনাই অতিক্রমকরে সুয়েজ খাল দখল করা কোন সমস্যা নয়। মিশরে ব্রিটিশ আধিপত্য এবং সুদূর ভারত নিয়ন্ত্রণের জন্য সুয়েজখালকে বিপদমুক্ত রাখতে হলে প্যালেস্টাইনকে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। অপরদিকে দারদানেলিসে মিত্র শক্তির পরাজয়ের পর তুর্কিদের বিরুদ্ধে পূর্ব দিক থেকে অভিযান শুরু করাও জরুরি হয়ে পড়ে। এজন্য আরবদের সহযোগিতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। নবজাগ্রত আরব জাতীয়তাবাদ এবং তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষকে কাজে লাগাতে ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই উদ্দেশ্য সাধনে মিশরে ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্যার হেনরী ম্যাকমাহনকে আরবদের সাথে সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তুর্কি সাম্রাজ্যে মক্কার শরীফের পদটি ধর্মীয় দিক থেকে ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর বংশধর ও হারাম শরীফের অভিভাবক হিসেবে আরবদের মধ্যে তার সম্মানীয় অবস্থান ছিল। ব্রিটিশদের ভয় ছিল তুর্কি সুলতান যদি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দেন এবং মক্কার শরীফ তা সমর্থন করেন তাহলে আরবদের মধ্যে তুর্কিবিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও মিত্রশক্তির পক্ষে আরবদের টেনে আনা সম্ভব হবে না। তাই শরীফ হোসেনের সাথে ব্রিটিশ শক্তি সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯১৪ সালে শরীফ হোসেনের পুত্র আবদুলল্লাহ্ মিশরে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রতিনিধি লর্ড কিচেনারকে আরব স্বাধীনতার দাবির প্রতি সমর্থন দানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে ব্রিটিশরা ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার শর্ত নিয়ে শরীফ হোসেন ও ম্যাকমাহনের বৎসরব্যাপী পত্র বিনিময়ের পর ম্যাকমাহন তার ৩০

জানুয়ারি শরীফ হোসেনকে লেখা পত্রে শরীফের দাবি অনুসারে আরব উপদ্বীপের এডেন ব্যতীত সমগ্র আরব উপদ্বীপ, ইরাক ও বৃহত্তর সিরিয়া (সিরিয়া, লেবানন ও প্যালেস্টইন ও আধুনিক জর্ডনসহ) সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্রের প্রতি ব্রিটিশদের সমর্থনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বিনিময়ে আরবরা তুর্কি প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আরবভূমি থেকে তুর্কি প্রশাসন অবসানের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করবে। ব্রিটিশ সরকার আরব বিদ্রোহীদের অস্ত্র,সাজ সরঞ্জাম ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করবে। শরীফ হোসেন ও ব্রিটিশদের মধ্যে সমঝোতা অনুসারে ৫ জুন ১৯১৬ আরব বিদ্রোহ শুরু হয়। জানুয়ারি ১৯১৭ এর মধ্যে শরীফ হোসেনের তিন পুত্র আলী, আব্দুলস্নাহ্ ও ফয়সালের নেতৃত্বে মদিনা বাদে হেজাজের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান আরবরা দখল করে নেয়। আসিরে এক ডিভিশন ও ইয়েমেনে দুই ডিভিশন তুর্কি সৈন্যের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অপরদিকে, সৌদিরা পূর্বে লোহিতসাগর ও পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ফলে আরব উপদ্বীপে তুর্কিদের চূড়ান্ত পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ফয়সালের নেতৃত্বে আরবরা উত্তরে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং ১৬ই জুলাই ১৯১৭ আকাবা দখল করে নেয়। আকাবাকে ঘাটি করে আরব বাহিনী দামেস্কের দিকে অগ্রসর হয়। অপরদিকে স্যার এডমন্ড এলেনবীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী প্যালেস্টাইন হয়ে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হয়। ইতোমধ্যে আরব বাহিনী তুর্কি নিয়ন্ত্রিত হেজাজ রেলওয়ের বিভিন্ন অংশ ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ফলে আরব উপদ্বীপের সাথে তুর্কি বাহিনীর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১ অক্টোবর ১৯১৮ ফয়সালের নেতৃত্বে আরব বাহিনী ও এলেনবীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী একই সময় দুই দিক থেকে দামেস্কে প্রবেশ করে। এর ফলে আরবভূমিতে ৪ শত বছরের তুর্কি শাসনের অবসান ঘটে। ৩০শে অক্টোবর ১৯১৮ তুরস্কের সাথে মিত্র বাহিনীর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। আরবরা মনে করলো, এতদিন পর তারা আবার স্বাধীনতার আস্বাদন পেতে যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনা সেভাবে ঘটলো না।

সাইক্স-পাইকো চুক্তি: প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তত এক শতাব্দী পূর্ব থেকে তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভেঙ্গে পড়া ঠেকানো ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। কারণ তুর্কি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে সেইসব ইউরোপীয় শক্তি— ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানি যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে তুরস্ক জার্মানীর প্ররোচনায় মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। তখন মধ্যপ্রাচ্যে তুরস্ক সাম্রাজ্যের যুদ্ধপরবর্তী ভাগবাটোয়ারায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজমুকুটের সবচেয়ে উজ্জ্বল মণি ভারতের সাথে যোগাযোগ পথ সুরক্ষার তাগিদে ব্রিটিশরা মিত্র শক্তি ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাথে একটি গোপন সমঝোতায় উপনীত হয় যা ইতিহাসে 'সাইক্স-পাইকো চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে, যুদ্ধের পরে লেবানন ও সিরিয়ায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপিত হবে। ফ্রান্সের অংশে থাকবে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা, দক্ষিণ আনাতোলিয়া এবং ইরাকের মসুল জেলা। রাশিয়া পাবে

বসফরাসের উভয় পার্শ্বে উপযুক্ত পশ্চাৎভূমিসহ কনস্টান্টিনিপল ও আনাতোলিয়ার একটি অংশ। ব্রিটিশদের অংশে থাকবে সিরিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ইরাকের বাগদাদ ও বসরা হয়ে পারস্য উপসাগর এবং ফ্রান্সকে দেওয়া ভূখণ্ড বাদে সমগ্র এলাকা। এছাড়াও হাইফা ও একর বন্দরের পশ্চাৎভূমিসহ বৃহত্তর সিরিয়ার প্যালেস্টাইনও ব্রিটিশদের দখলে থাকবে। জেরুজালেম থাকবে একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অধীনে। অপরদিকে, প্যালেস্টাইনে নিজস্ব বাসভূমি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ইহুদিদের যা 'বালফোর ঘোষণা' নামে পরিচিত।

বলশেভিকরা রশিয়ায় সরকার উৎখাতের পর ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে সাইক্স-পাইকো চুক্তি প্রকাশ করে দেয়। আরবরা এই প্রথম জানতে পারে যে, ব্রিটিশরা যে আরব ভূখণ্ডে স্বাধীন আরব রাজ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই ভূখণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভাগবাটোয়ারা করার ব্যবস্থা ইতোমধ্যে ফ্রান্সের সাথে করে রেখেছিল যেখানে আরব স্বাধীনতার স্বপ্নের কোন স্থান ছিল না। যখন এই তথ্য প্রকাশিত হয় তখনো তুর্কিদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য আরবদের সহযোগিতা অপরিহার্য বিবেচিত হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার তড়িঘড়ি করে ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৮ এক পত্রে শরীফ হোসেনকে আশ্বস্ত করে যে সাইক্স-পাইকো চুক্তিতে যাই থাকুক না কেন আরবদের সাথে ব্রিটিশের সমঝোতার শর্ত পূরণ করার পথে তা কোন প্রতিবন্ধক হবে না। কিন্তু যুদ্ধশেষে ফরাসিরা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় আরবদের সাথে ব্রিটিশদের সমঝোতায় যেহেতু ফরাসি সরকারের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না তাই সেই সমাঝোতা তাদের মেনে চলার প্রশ্ন ওঠে না। এ নিয়ে দীর্ঘ দরকষাকষির পর লীগ অব নেশনস এপ্রিল ১৯২০ এ লেবানন ও সিরিয়ায় ফরাসি এবং প্যালেস্টাইন ও ইরাকে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আরব উপদ্বীপে শরীফ হোসেনকে রাজা ঘোষণা করে স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের পত্তন করা হয়। লীগ অব নেশনস সিরিয়ায় ফরাসি ম্যান্ডেট ঘোষণার পূর্বেই জাতীয়তাবাদীরা ১৯২০ মার্চে আরব জাতীয় কংগ্রেস গঠন করে শরীফ হোসেনের পুত্র ফয়সালকে প্যালেস্টাইন লেবাননসহ সিরিয়ার রাজা ঘোষণা করে। লীগ অব নেশনসের ম্যান্ডেট গ্রহণ করেই ফ্রান্স ১৯২০ এর ৭ই আগস্ট ফয়সালকে উৎখাত করলে ফয়সাল পালিয়ে ব্রিটিশদের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আমির আব্দুল্লাহ তার ভাইয়ের সিংহাসন রক্ষার জন্য সিরিয়া অভিযানে উদ্যত হলে ব্রিটিশ সরকার শরীফ হোসেনকে সান্ত্বনা হিসেবে ফয়সালকে ইরাকে ও জর্ডন নদীর পূর্ব পার্শ্বে ট্রান্সজর্ডন নামে নতুন রাজ্য সৃষ্টি করে শরীফ হোসেনের আরেকপুত্র আব্দুল্লাহকে সেখানে রাজা ঘোষণা করে। ইরাক ও ট্রান্সজর্ডন ব্রিটিশদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় এবং লেভান্ট ও ইরাক নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠনের জাতীয়তাবাদীদের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ব্রিটিশ সরকারের নৈতিকতা বিবর্জিত কূটনীতির কারণে বিপর্যস্ত আরব ঐক্যের স্বপ্নভঙ্গের প্রেক্ষাপটে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ব্রিটিশ ও আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদের সম্মিলিত শক্তির মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে প্যালেস্টাইনের ভাগ্যহত আরবরা।

হার্বার্ট স্যামুয়েল: প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট আইনসঙ্গতভাবে শুরুর আগেই ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে তাদের প্রথম হাইকমিশনার নিয়োগ করে ১৯২০ সালের মার্চ মাসে। হাইকমিশনার নিয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের আরবদের প্রতি তার কপটতার আরেকটি প্রমাণ দেয়। প্যালেস্টাইনকে 'ইংরেজদের জন্য যেমন ইংল্যান্ড ইহুদিদের জন্য তেমন প্যালেস্টাইন করা হবে না' মর্মে আরবদের দেওয়া আশ্বাস যে কতটা অসার তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই নিয়োগে। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মধ্যে সর্বপ্রধান জাইঅনবাদী ইহুদি হার্বার্ট স্যামুয়েলকে প্যালেস্টাইনে প্রথম ব্রিটিশ হাইকমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯১৫ সালে তিনি যখন ব্রিটিশ সরকারের স্থানীয় সরকার বোর্ডের চেয়ারম্যান (স্থানীয় সরকার মন্ত্রী) তখন তিনিই সর্বপ্রথম প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের বাসভূমি স্থাপনের সুবিধার্থে যুদ্ধশেষে প্যালেস্টাইনকে ব্রিটিশ সরকারের আশ্রিত রাজ্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সুয়েজ হয়ে ভারতের সাথে স্থল যোগাযোগ সুরক্ষায় প্যালেস্টাইনে প্রস্তাবিত ব্রিটিশ আশ্রিত ইহুদি রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে এই যুক্তিতে তিনি তার প্রস্তাব অনুমোদনের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলে যুদ্ধে আরবদের মিত্র হিসেবে পাওয়া কঠিন হতে পারে এই বিবেচনায় তখন ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এটি অনুমোদন করেনি। এহেন হার্বার্ট স্যামুয়েলকে তুরস্কের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আগেই প্যালেস্টাইনে বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান নিযুক্ত করা সামরিক বিধি এবং হেগ কনভেনশন লঙ্ঘন বলে প্যালেস্টাইনের প্রধান ব্রিটিশ সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল এডমন্ড এলেনবী মত প্রকাশ করেন। তিনি আরো মত প্রকাশ করেন যে, আরবরা এই নিয়োগকে দেশের প্রশাসন স্থায়ীভাবে জাইঅনবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া বলে গণ্য করবে। প্রকৃতপক্ষে হার্বার্ট স্যামুয়েলের নিয়োগের সংবাদটি প্যালেস্টাইনে 'মুসলিম ও খ্রিস্টান জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক, নৈরাজ্য ও ক্রোধ সৃষ্টি করে। ... তারা নিশ্চিত যে সে জাইঅনবাদীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হবে এবং সে ব্রিটিশ নয় ইহুদি সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে।[১] খোদ লন্ডনে *Morning Post* লিখেছিল 'কেবলমাত্র ইহুদিদের ব্যতীত সকলেই স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েলের হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ একটি মারাত্মক ভুল ছিল বলে মনে করেন।' দুই হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম প্যালেস্টাইনে একজন ইহুদি শাসন ক্ষমতায় আসীন হলেন।

হার্বার্ট স্যামুয়েল হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই জাইঅনবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেন। তিনি প্যালেস্টাইনে অবাধ ইহুদি অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করেন। স্থানীয় জনসাধারণকে প্রশাসনে সম্পৃক্ত করার নামে ইহুদিদের একতরফাভাবে বিভিন্ন প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া শুরু করেন। এমনকি আরবি ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি হিব্রু ভাষাকে প্যালেস্টাইনে দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দান করেন। যদিও ১৯২০ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র সাত শতাংশ। অপরদিকে, তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা আরবদের বিভক্ত করায় সহায়ক হয়।

মুফতি নিয়োগ: তুর্কি প্রশাসনের আমল থেকেই জেরুজালেমের মুফতি পদে নিয়োগ দিতেন তুর্কি সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি। সাধারণত স্থানীয় আলেমদের ভোটে নির্বাচিত তিনজন প্রার্থীর একটি প্যানেল থেকে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হত। হার্বার্ট স্যামুয়েল এই পদে হাজ্জ্ব আমিন হুসাইনীকে নিয়োগ দেন যিনি চারজন প্রার্থীর মধ্যে সর্বনিম্ন ভোট পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯১৯ সালের জেরুজালেমের দাঙ্গায় আমিন হুসাইনীর ভূমিকার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সামারিক আদালত তাকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। মুফতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেন তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন সেজন্য হাইকমিশনার তার দণ্ড মওকুফ করেছিলেন। তাকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব করার জন্য নির্বাচনের পরে একজন প্রার্থীকে দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানো হয় যাতে আমিন হুসাইনী চূড়ান্ত প্যানেলে স্থান পেতে পারেন। মুফতির পদটি ছিল আজীবন মেয়াদি। আমিন হুসাইনীকে যখন এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। দেশের ইসলামি আদালতে নিয়োগ এবং ওয়াক্‌ফ প্রশাসন মুফতির হাতে ছিল বিধায় এই পদের সাথে অনুগ্রহ বিতরণের যোগসূত্র ছিল। তাই এই নিয়োগ বঞ্চিত পরিবার ও হুসাইনী পরিবারের মধ্যে স্থায়ী তিক্ততা সৃষ্টি হয়। এই নিয়োগের কারণে দেশটিতে ইহুদি আগ্রাসন মোকাবিলায় প্যালেস্টাইনি আরবদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল।

আরব-ইহুদি দাঙ্গা: হার্বার্ট স্যামুয়েলকে হাইকমিশনার নিয়োগে আরবদের মধ্যে যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পরে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯২০ এর এপ্রিল মাসের দাঙ্গায়। এই দাঙ্গায় পাঁচজন ইহুদি নিহত ও শতশত আহত হয়। এই দাঙ্গার পর গঠিত ব্রিটিশ তদন্ত কমিটি বালফোর ঘোষণা, নতুন হাইকমিশনার নিয়োগ, যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশঙ্কাকে আরব ক্ষোভের মূল কারণ বলে চিহ্নিত করে।[২]

১৯২১ সালে আরো মারাত্মক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই দাঙ্গা শুরু হয় ১লা মে মে দিবসের শোভাযাত্রা থেকে। জাফা ও তেলআবিবে শুরু হওয়া দাঙ্গা প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন ইহুদি বসতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই দাঙ্গায় ৪৮ জন আরব ও ৪৭ জন ইহুদি নিহত হয়। আহত হয় ১৪৬ জন ইহুদি ও ৭৩ জন আরব। প্যালেস্টাইন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার টমাস হেক্রফট-এর নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে আরবদের মধ্যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশঙ্কাকে এই দাঙ্গার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরবদের শঙ্কা নিরসনে জাইঅনবাদীদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই বলেও প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ সালে এক শ্বেতপত্রে ঘোষণা করে যে, সমগ্র প্যালেস্টাইনকে ইহুদি বাসভূমিতে পরিণত করা হবে না, এবং প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিকভাবে আত্মীভূতকরণের সক্ষমতার মধ্যে ইহুদি অভিবাসন সীমিত রাখা হবে। এই আশ্বাস যে একেবারেই অন্তঃসারশূন্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া

যায় পরবর্তী বছরগুলিতে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন সংখ্যা থেকে। ১৯২২ সালে যেখানে প্যালেস্টাইনে ইহুদির সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৪,০০০ সেখানে ১৯২৫ সালে হার্বাট-স্যামুয়েলের হাইকমিশনার পদের মেয়াদ শেষে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসনের সংখ্যা দাড়ায় ১,৬০,৫৮৫।[৩] অর্থাৎ হার্বাট স্যামুয়েলের পাঁচ বছর শাসনামলের শেষ তিন বছরে ইহুদি অভিবাসন হয়েছিল ১৯২২ সালের ইহুদি জনসংখ্যার ৯১ শতাংশ। ইহুদি মালিকানায় ১৯২০ সালে জমির পরিমাণ ছিল ১,৬০,০০০ একর। ১৯২৯ সালে এই জমির পারিমাণ দাঁড়ায় ২,৮৮,০০০ একরে।

টীকা

১. Ingrams, Palestine Papers, p. 106।

২. The Political History of Palestine under British Administration (New York, British Information Services), p. 3।

৩. The Political History of Palestine under British Administration, p. 8।

২১

প্যালেস্টাইনি আরব সমাজ

আশ্চর্যের কোন বিষয় নয় যে ব্রিটিশ এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরব অসন্তোষ বাড়তেই থাকে। অপরদিকে, স্তরবিন্যস্ত আরব সমাজে গণতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলার কোন উদ্যোগ বা তাগিদ ছিল না। সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যে নেতৃত্ব ছিল কুক্ষিগত। সমাজের উচ্চস্তরের ভূস্বামীদের সাথে নিম্নশ্রেণির চাষীদের সামাজিক যোগসূত্র ছিল খুবই ক্ষীণ। ভূমির খাজনা আদান-প্রদানের মধ্যে এই সম্পর্ক সীমাবদ্ধ ছিল। ইহুদিদের ভূমি মালিকানা গ্রহণ বা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আরবদের দূরে রাখার নীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল ভূমিহীন কৃষক শ্রেণি। কৃষকদের বঞ্চনার চেতনাকে কাজে লাগিয়ে জাইঅনবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের প্রথমদিকে ১৯২১ সালে ব্রিটিশ, আরব ও ইহুদিদের নিয়ে একটি বিধানসভা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আরব নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। প্যালেস্টাইনে আরব নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়নি বিধায় এই প্রস্তাব নাকচ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে জুইশ এজেন্সির মতো একটি আরব এজেন্সি গঠনের প্রস্তাব করা হয়। আরবদের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আরব প্যালেস্টাইন গঠনের কোন ইঙ্গিত এই প্রস্তাবে ছিল না, বরং এর মাধ্যমে আরব ও ইহুদিদের একই পাল্লায় মূল্যায়নের প্রয়াস হিসেবে মুফতি হুসাইনীর নেতৃত্বে আরবরা এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আরবদের পক্ষে ইহুদি অভিবাসন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সুযোগ সৃষ্টি হত। আরব নেতৃবৃন্দের ব্রিটিশ সরকার ও জাইঅনবাদীদের ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণের ফলে ইহুদি বসতি স্থাপনের গঠনাত্মক পর্যায়ে আরবদের পক্ষে গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় যে প্রভাব খাটানোর সম্ভাবনা ছিল তা হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্যদিকে, ব্রিটিশ এবং জাইঅনবাদীদের একই সাথে মোকাবিলার জন্য যে সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তার অভাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি স্থাপনে আরব বিরোধিতা অকার্যকর হয়ে যায়। প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ কোন বিরোধিতা না থাকায় ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি সরকার ও জাইঅনবাদীদের পক্ষে নির্বিঘ্নে জাইঅনবাদী কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব: ম্যান্ডেট প্রশাসনের প্রথম থেকেই প্যালেস্টইনে আরব নেতৃত্বের সম্মুখভাগে ছিলেন জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি হাজ্ব আমিন আল হুসাইনী। হার্বার্ট স্যামুয়েল প্রকাশ্য পক্ষপাতিত্ব করে তাকে প্রথমে জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি নিয়োগ দেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে নবগঠিত ইসলামিক সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আমিন হুসাইনীর নিকট থেকে যে সহযোগিতা ও সর্মথন হাইকমিশনার স্বাভাবিকভাবে আশা করেছিলেন তা অবশ্য তিনি পাননি। প্রথম থেকেই বালফোর ঘোষণা ও এই ঘোষণা বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ ম্যান্ডেট সরকার গ্রহণ করেছিল তা তিনি দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতা করেছিলেন।

আমিন আল হুসাইনী ছিলেন প্যালেস্টাইনের অন্যতম প্রধান গোষ্ঠী হুসাইনী গোষ্ঠীর সন্তান। তিনি ছিলেন জেরুজালেমের এক মুফতির পুত্র; এবং যার মৃত্যুর কারণে মুফতির পদটি শূন্য হয়েছিল সেই মুফতি কামিল আল হুসাইনীর সৎভাই। হুসাইনীরা ছিলেন জেরুজালেমভিত্তিক ভূস্বামী গোষ্ঠী। তারা দীর্ঘকাল যাবত প্যালেস্টাইনের অন্যতম প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিলেন। ১৮৬৪ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত জেরুজালেমের চৌদ্দজন মেয়র এই পরিবার থেকে এসেছিল। প্যালেস্টাইনে এই পরিবারের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নাশাসিবী পরিবার। ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে ম্যান্ডেট সরকার ঐ বছর মার্চ মাসের দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে জেরুজালেমের মেয়র মুসা কাজিম পাশা আল হুসাইনীকে বরখাস্ত করে রাঘিব আল-নাশাসিবীকে মেয়র নিযুক্ত করে। এই ঘটনা এবং আমিন আল হুসাইনীকে মুফতি পদে নিয়োগ ম্যান্ডেট সরকারের সময় প্যালেস্টাইনের আরব রজনীতিকে বিভক্ত করে রাখার নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল। খুঁটিনাটি বিষয়ে দুই পরিবারের বিরোধের কারণে ব্রিটিশ সরকার ও জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনি আরবদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আমিন হুসাইনীর নেতৃত্বে হুসাইনী পরিবার ম্যান্ডেট সরকার ও জাইঅনবাদের ঘোরবিরোধী ছিল। প্যালেস্টাইনে নিরঙ্কুশ আরব আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেয়ে কোন কিছু কম হুসাইনীদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। এ কারণে এই পরিবার সরকার ও জাইঅনবাদীদের সাথে সংলাপে অংশগ্রহণ অথবা কোন প্রকার ছাড় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। নাশাসিবী পরিবার ছিল সাধারণভাবে ম্যান্ডেট সরকার ও জাইঅনবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সরকারের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনি আরবদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে ছিল এই পরিবার। দুই গোষ্ঠীর পরস্পর বিরোধিতা এমনি অনিবার্য ছিল যে যেকোন বিষয়ে একে অপরের বিরোধী অবস্থান গ্রহণই ছিল স্বাভাবিক। অভিযোগ আছে যে, আমিন আল হুসাইনীর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইন বিদ্রোহের সময় (১৯৩৬-১৯৩৯) নাশাসিবীরা আরব বিদ্রোহের বিরোধিতা করার জন্য জাইঅনবাদীদের নিকট হতে আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকতেন। ১৯৩৮ এর প্রথম থেকেই নাশাসিবীগণ আরব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের কাছ থেকে অর্থ পেতে থাকে। রাঘিব আল-নাশাসিবী জাইঅনবাদী নেতা মোশে শারটককে লিখেছিলেন যে, বিদ্রোহের

বিষয়ে ব্রিটিশরা যে নীতিই গ্রহণ করুক নাশাসিবীরা তা সমর্থন করবে। কথিত আছে যে, রাঘিব আল-নাশাসিবী নিজে জাইঅনবাদীদের কাছ থেকে ৫,০০০ পাউন্ড পেয়েছিলেন। এই সময় রাঘিব আল- নাশাসিবীর নেতৃত্বে শান্তি জোট (peace band) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করা হয় যা সরাসরি জাইঅনবাদী ও সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সবরকম সহায়তা করে।[১]

জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতির পদটি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছিল না। কিন্তু আমিন হুসাইনী এই পদটি ব্যবহার করে নিজকে প্যালেস্টাইনের আরবদের একমাত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্যালেস্টাইনের আরব জনগোষ্ঠীকে যত সীমিত ভাবেই হোক প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত করার ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষের সকল প্রস্তাব আমিন আল হুসাইনী প্যালেস্টাইনি আরবদের অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীদের সাথে কোন আলাপ আলোচনা না করেই প্রত্যাখ্যান করেন। তৃণমূলভিত্তিক সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও আমিন আল হুসাইনীর নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদবিরোধী কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় যার পিছনে কোন সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক আরব নেতৃত্ব ছিল না।

আরব-ইহুদি সংঘাত: ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, আল আকসা মসজিদ যে টিলার উপর স্থাপিত তার পশ্চিমের ভিত দেয়াল ইহুদি মহাপবিত্র মন্দিরের সবচেয়ে পবিত্র অংশ। এই দেয়ালটি Wailing Wall নামে পরিচিত। সেই দেয়ালের পার্শ্বে সংকীর্ণ চত্বরে ইহুদিরা প্রার্থনা করে থাকে। ইহুদি ধর্মীয় বিধান অনুসারে, সেখানে পুরুষ ও মহিলা প্রার্থনাকারীদের পৃথক করার জন্য একটি পাতলা পর্দা টানানো হয়। উল্লেখ্য, ইহুদি উপাসনালয় সিনাগগে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক করার জন্য এইরূপ পর্দা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইহুদিদের একটি গোষ্ঠী আল-আকসা মসজিদের স্থানে তৃতীয় মহাপবিত্র মন্দির নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছিল। তাই পর্দা লাগানোর বিষয়টিকে মুফতি আমিন আল হুসাইনী ঐখানে ইহুদি মন্দির নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করে এবং ঐ পর্দা অপসারণের দাবি জানায়। ১৯২৮ সালের আগস্টে পশ্চিম দেয়ালের পর্দা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর মুফতি আল-হুসাইনী পশ্চিম দেওয়ালের পাশের রাস্তাটি খুলে দেন। ফলে ওয়ালের পাশের বদ্ধ চত্বরটি চলাচলের রাস্তায় পরিণত হয়। এই কারণে সারা দেশের ইহুদিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। প্রতি শুক্রবারে মুসলিম উপাসনাকারীরা জুমার পরে পশ্চিম দেয়ালের চত্বরে নেমে এসে ইহুদিদের তাড়া করে বের করে দিতে থাকে। পশ্চিম দেয়ালের প্রশ্নে মুফতির অবস্থান নাশাসিবীগণ সমর্থন করেনি। মেয়র রাঘিব নাশাসিবী, দাজালীগণ এবং খালিদীগণ ইহুদিদের সাথে সব বিষয়েই সমঝোতার পক্ষে প্রচারণা চালায়। তারা বিশ্বাস করত ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের সাথে সর্বতোভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষমূলক অবস্থানের পরিবর্তে সমঝোতা করার চেষ্টা করা আরবদের স্বার্থ রক্ষায় সহায়ক হবে।

১৯২৯ এর দাঙ্গা: একদিকে আরবদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ, অপরদিকে পশ্চিম দেয়াল নিয়ে অব্যাহত উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ক্রমেঅবনতি হতে থাকে। ১৫ আগস্ট ১৯২৯

জোসেফ ক্লাসনারের নেতৃত্বে একদল ইহুদি পশ্চিম দেয়ালের চত্বর দখল করে সেখানে জাইঅনবাদী পতাকা উত্তোলন করে। পরের দিন শুক্রবার জুমার পর মুসল্লিগণ ইহুদিদের উপর চড়াও হয়ে তাদের মারপিট করে তাড়িয়ে দেয়। ১৭ আগস্ট ফুটবল খেলা নিয়ে বিরোধে একজন ইহুদি ছেলে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এর প্রতিশোধ নিতে ইহুদিরা মুসলমান মহল্লা আক্রমণ করে। পরের শুক্রবার ২৩শে আগস্ট জেরুজালেম ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে মুসলমানরা আল-আকসায় জড়ো হয়। আমেরিকান কনসুলেটের রিপোর্ট অনুসারে, এই দাঙ্গায় হত্যাকাণ্ড শুরু করে ইহুদিরা বেলা ১২টা থেকে ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে মিয়া শিআরিম ইহুদি মহল্লায় দুইজন আরবকে হত্যা করে। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পরই আল-আকসা মসজিদে জড়ো হওয়া মুসলমানগণ মারমুখী হয়ে ইহুদিদের উপর আক্রমণ শুরু করে।[২] এই দাঙ্গা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে। জেরুজালেম, হেবরন, তেলআবিব ও অন্যান্য এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ২৩-২৯ আগস্ট দাঙ্গায় ১৩৩জন ইহুদি ও ১১২জন আরব নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ৩৩৯জন ইহুদি ও ২৩২জন আরব।

কমিশনের পর কমিশন: বিশিষ্ট আইনবিদ স্যার ওয়ালটার শ' এর নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিশন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, এই দাঙ্গা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না। ইহুদিদের পাইকারি হারে আরব চাষযোগ্য জমি ক্রয়ের ফলে আরবদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি এবং আরবদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কাকে এই দাঙ্গার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আরবদের ভয় ক্রমান্বয়ে দেশটি ইহুদিদের কবজায় চলে যাবে। তাই ইহুদিদের অভিবাসন ও ভূমি ক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সুপারিশ করা হয়। শ' কমিশনের রিপোর্টের উপর করণীয় নির্ধারণের জন্য, স্যার জন হোপ কমিশন নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের খামার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে আরব শ্রমিক নিয়োগ না করার নীতির ফলে ইহুদিদের ক্রয়কৃত জমি চিরদিনের জন্য আরবদের জীবিকার উৎস হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।[৩] এই প্রেক্ষাপটে প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক ধারণক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে ইহুদি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ ও ইহুদিদের জমি ক্রয়ে বিধিনিষেধ আরোপের সুপারিশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩০ সালের শ্বেতপত্রে ঘোষণা করে যে প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহুদি অভিবাসন স্থগিত রাখা এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ভূমি ক্রয়নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জেরুজালেম হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Avraham Sela এর ভাষায় এই দাঙ্গা ' জীবন ও সম্পদের ক্ষতি, মেয়াদ ও ভৌগোলিক এলাকার বিস্তৃতি আরব-ইহুদি সংঘাতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা।'

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল-আকসার পশ্চিম দেয়াল থেকে বোরাকে চড়ে মেরাজে গিয়েছিলেন। পশ্চিম দেয়াল নিয়ে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিরোধ থেকেই ১৯২৯ এর দাঙ্গার উৎপত্তি। তাই এই দাঙ্গাকে আরবরা 'বোরাক অভ্যুত্থান' নামে অভিহিত করে থাকে। যে নামেই ১৯২৯ এর আগস্টের ঘটনাবলি

অভিহিত করা হোক এই দাঙ্গা বা অভ্যুথান আরবদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনেনি। ব্রিটিশরা কমিশনের পর কমিশন করে, শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ইহুদি অভিবাসন ও ভূমি ক্রয়বিষয়ে যে আশার বাণী উচ্চারণ করেছিল তা বিশ্ব জাইঅনবাদীদের তীব্র বিরোধিতার মুখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বাতিল করতে বাধ্য হন। জাইঅনবাদী নেতা ডা. ওয়াইজম্যানকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালে লিখা এক পত্রে বালফোর ঘোষণার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে শ্বেতপত্রে ঘোষিত ইহুদি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের নীতি স্থগিত ঘোষণা করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসনের পরিসংখ্যান এর স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।[৪]

বছর	ইহুদি অভিবাসনকারী সংখ্যা
১৯৩০	৪,৯৪৪
১৯৩১	৪,০৭৫
১৯৩২	৯,৫৫৩
১৯৩৩	৩০,৩২৭
১৯৩৪	৪২,৩৫৯
১৯৩৫	৬১,৮৬৪
১৯৩৬	২৯,৭২৭
মোট	***১,৮২,৮৩৯***

জমির ফটকা বাজার: এই সাত বছরে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসনের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল অভিবাসনকারীদের মধ্যে জার্মান ইহুদির তুলনামূলক সংখ্যাধিক্য। ১৯৩৬ সালে অভিবাসনকারীদের ২৭ শতাংশই ছিল জার্মান ইহুদি।[৫] জার্মানিতে হিটলারের ইহুদি নিপীড়নের ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যা ছিল ১৩,০০,০০০। এর মধ্যে ইহুদির সংখ্যা ছিল ৩,৮৪,০০০। যেখানে ১৯২২ সালে প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ ছিল ইহুদি সেখানে ১৯৩৬ সালে দাঁড়ায় ৩০ শতাংশ। তেলআবিব শহরের পত্তন করেছিল নিকটবর্তী জাফা শহরের ইহুদি অধিবাসীরা ১৯০৯ সালে। ১৯৩৬ সালে সেই তেলআবিব শহরের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১,৫০,০০০। সিকি শতাব্দীর মধ্যে তেলআবিব একটি বিশাল ইহুদি শহরে পরিণত হয়। এই ইহুদি অভিবাসনকারীদের গুণগত পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। জার্মানি ও মধ্য ইউরোপ থেকে আগত ইহুদিরা তুলনামূলক ভাবে বিওশালী ও পেশাগত দক্ষতার অধিকারী ছিল। তাদের মধ্যে জাইঅনবাদী আদর্শ অপেক্ষা পুজিবাদী প্রবণতা বেশি লক্ষণীয় ছিল। তারা একদিকে শিল্প ও আধুনিক খুচরা ব্যবসায় বিনিয়োগ ও অপর দিকে জমির ফটকা বাজারি শুরু করে।

১৯২৯ সালের দাঙ্গা ও ১৯৩৬ সালের তথাকথিত আরব বিদ্রোহ শুরু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে প্যালেস্টাইনে আরব দৃশ্যপটের ব্যাপক পরিবর্তন হয়। অব্যাহত ইহুদি অভিবাসন

ও জুইশ ন্যাশনাল ফান্ড, প্যালেস্টাইন ফাউন্ডেশন ফান্ড এবং অপেক্ষাকৃত ধনি ইহুদিদের জমি ক্রয়ের মহোৎসবের ফলে প্যালেস্টাইনের বিপুল পরিমাণ উর্বরা জমি ইহুদিদের মালিকানায় চলে যায়। ব্যক্তিপর্যায়ে ইহুদিদের জমি ক্রয়ের ফলে জমির মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সকল গোষ্ঠী, শ্রেণি ও মতবাদের আরব ভূস্বামীগণ অপ্রত্যাশিত লাভে, জমির মালিক প্রান্তিক কৃষক দেনার দায়ে অথবা সম্মুখ লাভের আশায় ইহুদিদের হাতে জমি তুলে দিতে থাকে। ইহুদি মালিকানাধীন জমিতে কর্মসংস্থান না হওয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক আরব ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক হিসেবে কাজ পাওয়ার আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় করে। দরিদ্র ও নিঃস্ব এই আরবদের মধ্যে পুঞ্জীভূত ইহুদিবিদ্বেষ জ্বলে উঠার জন্য শুধু একটি স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা ছিল।

টীকা

১. Morris Benny: (1999). Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1999 John Murray, pp. 153-154।

২. ১৯২৯ এর দাঙ্গার উপর গঠিত Shaw Commison এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৩শে আগস্ট জড়ো হওয়া আরব জনতার ইহুদিদের হত্যার কোন প্রস্তুতি ছিল না। ইহুদি মহল্লায় আরব হত্যাকাণ্ডের পরে প্রায় ১ঃ১৫ এর দিকে ইহুদিদের উপর তারা আক্রমণ শুরু করে।

৩. The report on Immigration, Land Settleauant and Development (Hope Simpson report); p. 56 'Actually thc result of the purchase of land in Palestine by the Jewish National Fund has been that the land became extra territorial. It ceases to be land from which the Arab can gain any advantage either now or any time in the future. Not only can he never hope to lease or cultivate it, but by the stringent provisions of the lease of the Jewish National Fund, he is deprived for ever from employment on the land.' অর্থাৎ, জুইশ ন্যাশনাল ফান্ডের প্যালেস্টাইনে জমিক্রয়ের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রকৃত পক্ষেই সেই জমি স্বদেশ বহির্ভূত হয়ে গেছে। বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোন কালেই এই জমি থেকে আরবরা আর কোন সুবিধা পাবে না। এই জমিতে তার কাজ পাওয়ার সুযোগও চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল।

৪. The Political History of Palestine under British Administration, p. 15।

৫. Harry B. Ellis, Israel and the Middle East, the Ronald Press Company, New York, p. 102।

২২

আরব রাজনৈতিক সংগঠনের উন্মেষ

প্যালেস্টাইনি আরব রাজনীতির গোষ্ঠীভিত্তিক বিভাজন সত্ত্বেও শিক্ষিত আরবদের মধ্যে ইহুদি অভিবাসন ও জমির মালিকানা দখলের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে এক ধরনের জাতীয় চেতনা সৃষ্টি হয়। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ থেকে ইহুদিদের আগমনের হিড়িক, অভিবাসনকারীদের স্থানীয় আরবদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে স্বনির্ভর বসতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আরবদের মধ্যে তাদের নিজ আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। আরবদের সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।

মুসলিম ব্রাদারহুড: ১৯২৮ সালে মিশরে ইয়ং মেন'স মুসলিম এসোসিয়েশন নামে একটি আরব জাতীয়তাবাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সংগঠনটি পরবর্তীকালে মুসলিম ব্রাদারহুড নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সংগঠনের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন ইজ্জাদ্দিন আল-কাসাম নামক একজন ধর্মশিক্ষক যিনি সিরিয়ার ফরাসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে হাইফায় এসে ভূমিহীন আরব কৃষক ও শহর এলাকার বস্তিবাসী শ্রমজীবীদের ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে সংগঠিত করা শুরু করেন।

দ্য ইয়ুথ কংগ্রেস পার্টি: ১৯৩২ সালে ক্যাম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইয়াকুব আল-ঘুসাইনী প্যালেস্টাইনে দ্য ইয়ুথ কংগ্রেস পার্টি গঠন করেন। আল-ঘুসাইনী মূলত অভিজাত আরবশ্রেণির প্রতিভূ হিসেবে প্যালেস্টাইনি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আরব জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেন।

প্যালেস্টাইন ইনডিপেন্ডেন্ট পার্টি: তুর্কি সাম্রাজ্যের সাবেক বেসমারিক কর্মকর্তা ও শিক্ষাবিদ ইজ্জাত দারওয়াজা ১৯৩২ সালে প্যালেস্টাইন ইনডিপেন্ডেন্ট পার্টি গঠন করেন। এই দলটি ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির আদলে ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের বয়কট ও অসহযোগের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনি আরবদের স্বাধিকার অর্জন সম্ভব বলে বিশ্বাস করত ও প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের সূচনা করেছিল।

দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স পার্টি: নাশাসিবী পরিরবারের নেতা জেরুজালেমের সাবেক মেয়র রাঘিব আল-নাশাসিবীর নেতৃত্বে ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স পার্টি। এই দলটির কর্মকৌশল ছিল নাশাসিবী পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষ ও জাইঅনবাদীদের সাথে সহযোগিতা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনি আবরদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে হুসাইনী পরিবার, বিশেষকরে মুফতি আমিন আল হুসাইনীর বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করা।

প্যালেস্টিনিয়ান আরব পার্টি: নাশাসিবীদের দল গঠনের পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে আমিন আল হুসাইনীর ছোট ভাই জামাল আল-হুসাইনীর নেতৃত্বে ১৯৩৫ সালে প্যালেস্টিনিয়ান আরব পার্টি নামে একটি দল গঠন করা হয়। মূলত আমিন আল হুসাইনীর ট্রেডমার্ক ব্রিটিশ সরকার ও জাইঅনবাদীদের প্রতি আপোষহীন নীতির ধারক ছিল এই দলটি।

প্যালেস্টাইন রিফর্ম পার্টি: প্যালেস্টাইনের আরেক ভূস্বামী পরিবার খালিদী গোষ্ঠীর তৎকালীন জেরুজালেমের মেয়র হুসাইন আল-খালিদী ১৯৩৫ সালে প্যালেস্টাইন রিফর্ম পার্টি গঠন করেন। এই দলটির অবস্থান ছিল হুসাইনী ও নাশাসিবীদের দলের দুই বিপরীত মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে।

ন্যাশনাল বস্নক: ১৯৩৫ সালে আবদুল লতিফ সালাহ্ এর নেতৃত্বে ন্যাশনাল বস্নক নামের আরেকটি দল গঠিত হয়। আমিন আল হুসাইনীর বিরোধিতা করাই ছিল এই দল গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের আরেক পর্যায়: প্যালেস্টাইনি আরবদের স্বঘোষিত নেতা মুফতি আমিন আল হুসাইনী সংগঠন গড়ে তোলা ও সাধারন মানুষকে শক্তি হিসেবে সংগঠিত করার উদ্যোগ প্রথম গ্রহণ করেননি। যখন নাশাসিবীরা তাদের ক্ষমতার বাহন ও প্রতীক হিসেবে ন্যাশনাল ডিফেন্স পার্টি গঠন করে এবং প্যালেস্টাইনি সমাজের ক্ষমতা বলয়ের বাইরে অবস্থানরত কতিপয় নেতাও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কেবল তখনই আমিন আল-হুসাইনীর নেতৃত্ব পাকাপোক্ত করার নিমিত্তে আরব ন্যাশনাল পার্টি গঠন করা হয়। খালিদীরাও প্যালেস্টাইনের রাজনৈতিক অঙ্গনে তাদের জানান দেয় রিফর্ম পার্টি গঠন করে।

আমিন আল-হুসাইনী, রাঘিব নাশাসিবী, হুসাইন আল-খালিদী বা আবদাল লতিফ সালাহ্ কেউই জনগণকে সাথে নিয়ে ব্রিটিশ সরকার বা জাইঅনবাদীদের মুখোমুখি হওয়া অথবা প্যালেস্টাইনি আরবদের ব্রিটিশ এবং জাইঅনবাদীদের সাথে অনিবার্য সামরিক সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত করার জন্য দল গঠন করেননি। ব্রিটিশদের উপর ক্রমাগতরাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ অথবা তাদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনি আরবদের অধিকার সুরক্ষিত করা সম্ভব ছিল বলে তারা বিশ্বাস করতেন। ইহুদিদের সামরিক প্রস্তুতিকে মূল্যায়ন করে যথাযথ কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে তারা অবহেলা করেছিলেন বা ব্যর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য আরব ন্যাশনাল পার্টির অন্যতম নেতা আবদুল কাদির আল-হুসাইনী 'অর্গানাইজেশন অব হলি স্ট্রাগল' নামের একটি গোপন সামরিক সংগঠন

গড়ে তুলেছিলেন যেটা ১৯৪৮ সালের আরব ইসরায়েলি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তারাব আবদুল হাদি: প্যালেস্টাইনি আরব নারীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইন্ডিপেন্ডেট পার্টির নেতা আউনি আবদুল হাদির স্ত্রী তারাব আবদুল হাদি স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। তার নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে জেরুজালেমে 'প্যালেস্টাইন আরব উইমেন'স কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মূলত প্যালেস্টাইনের অভিজাত পরিবারের মহিলাদের জাইঅনবাদবিরোধী আন্দোলনে পুরুষদের সহায়ক ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। প্যালেস্টাইনীদের দুর্দশা তুলে ধরার জন্য তারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখা, টেলিগ্রাম পাঠানো ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বন্দিদের শাস্তি মওকুফ বা হ্রাসের জন্য তদ্বির করা এবং রাজনৈতিক বন্দিদের পরিবারের সহায়তার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ছিল এই সংগঠনের মুখ্য কাজ। আরব মহিলাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে নিয়ে আসার উদ্যোগ তিনিই প্রথম গ্রহণ করেন।

১৯৩৬ সালের প্রথম দিকে প্যালেস্টাইনি বয় স্কাউট আন্দোলনের সূচনা হয়। বয়স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনি আরব কিশোরদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা সৃষ্টি করা হয় এবং জাতীয় সংকটকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। ১৯৩৬-৩৯ সালের আরব বিদ্রোহের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান, সাধারণ ধর্মঘটের সময় দরিদ্র পরিবারের জন্য খাদ্য ও রসদ পৌঁছে দেওয়া, অসুস্থদের সেবা দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বয়স্কাউটগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২৩

ইজ্জাদ্দিন আল-কাসাম

আরব বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্বে যার ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তিনি ছিলেন ইজ্জাদ্দিন আল-কাসাম। তিনি সিরিয়ার লাটাকিয়ার জাবেলেহ্ অঞ্চলে ১৮৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে ইমাম ও ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি ধর্মীয় অনুশাসন (শরিয়া) সমাজে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে মুসলিম জাতির পুনঃজাগরণ নিহিত রয়েছে বলে মনে করতেন। পরবর্তীকালে ফরাসিরা সিরিয়া দখল করলে তিনি জাবেলেহ্ এলাকায় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। ফরাসিরা লাটাকিয়া দখল করে নেওয়ার পর কাসাম তার বাহিনীসহ আলেপ্পোতে পলায়ন করেন। ১৯২০ এর জুলাই মাসে আলেপ্পোর পতন অনিবার্য হয়ে গেলে তিনি ভুয়া পাসপোর্ট নিয়ে লেবানন হয়ে প্যালেস্টাইনের হাইফাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হাইফাতে তিনি ভূমিহীন শ্রমজীবী আরবদের মাঝে কাজ শুরু করেন। তিনি হাইফার ইশতিকলাল মসজিদের ইমাম হিসেবে কর্মরত থাকাকালে শহরের নিম্নশ্রেণির মানুষের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে ব্রিটিশ সরকার ও জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। আপার গ্যালিলীর কৃষিভূমি জাইঅনবাদীদের মালিকানায় চলে যাওয়া এবং জাইঅনবাদীদের শ্রমনীতির কারণে যারা কৃষি জমি থেকে উৎখাত হয়ে বিকল্প কাজের সন্ধানে হাইফা শহরের বস্তিতে জড়ো হয়েছিলেন তারাই প্রধানত কাসামের অনুসারী ছিলেন। এই সময় তিনি ইয়ংমেনস মুসলিম এসোসিয়েশন এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টির (ইশতিকালাল পার্টি) সাংগঠনিক কার্যক্রমে হাইফা এলাকায় নেতৃত্ব দেন।

নিকাহ্ রেজিস্ট্রার: ১৯২৯ সালে তিনি হাইফা এলাকার নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের পদে নিয়োগ পান। এর ফলে তার পক্ষে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি দরিদ্র চাষিদের কৃষি সমবায়ে সংগঠিত হতে সাহায্য করেন। গ্রামবাসীদের জাইঅনবাদী ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এই সময় তিনি দামেস্কের মুফতির কাছ থেকে ইংরেজ ও জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদ হিসেবে ঘোষণা করে ফতোয়া আদায় করেন।

ব্ল্যাক হ্যান্ড: ১৯৩০ সালে আল-কাসাম 'ব্ল্যাক হ্যান্ড' নামক একটি জিহাদী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের সদস্যরা প্রায়ই ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের উপর আক্রমণ চালাতো। এই সময় ব্ল্যাক হ্যান্ডের অপর নেতা আবু ইব্রাহিমের সাথে তার মতভেদ দেখা দেয়। আবু ইব্রাহিম তার পরামর্শ না মেনে ইহুদি বসতির উপর সন্ত্রাসী আক্রমণ চালাতে থাকে। আল-কাসাম চেয়েছিলেন যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই বিদ্রোহ শুরু করা হবে। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীরা কিবুজ ইয়াগুর আক্রমণ করে তিনজন ইহুদিকে হত্যা করে। ১৯৩২ সালের প্রথমদিকে হাইফার বিচ্ছিন্ন ইহুদি বসতিতে ব্যর্থ আক্রমণসহ কয়েকটি আক্রমণচালিয়ে উত্তরাঞ্চলে ৪জন বসতি স্থাপনাকারীকে হত্যা করা হয়। ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩২ নাহালে এক ইহুদি বসত ঘরে বোমা মেরে এক পিতা ও তার পুত্রকে হত্যা করা হয়। এসব ঘটনার কারণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্ল্যাক হ্যান্ডকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৩৫এর মধ্যে আল-কাসাম কয়েকশত প্রশিক্ষিত যোদ্ধা তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হন। তিনি প্রতি পাঁচজন যোদ্ধা নিয়ে একেকটি সেল গঠন করে তাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্র ও হাতবোমা দিয়ে সজ্জিত করেন। তাদেরকে ইহুদি বসতি ও ব্রিটিশ স্থাপনা, বিশেষকরে নবনির্মিত মসুল-হাইফা রেললাইনে নাশকতার কাজে ব্যবহার করা হয়। আল-কাসাম তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ আরবদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করলেও নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত প্রতিষ্ঠিত অভিজাত শ্রেণির আরব নেতাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেন।

আল-কাসাম হাইফাতে তার কার্যক্রমের শুরু থেকেই মুফতি আল-হোসাইনীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল-হুসাইনীর আশীর্বাদ লাভ করার ফলে তার পক্ষে ইশতিকলাল মসজিদের ইমাম ও পরবর্তীকালে নিকাহ্ নিবন্ধকের পদলাভ করা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে তিনি হাইফার গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠনের বিস্তার ঘটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আল-কাসাম যখন সশস্ত্র বিদ্রোহে আল-হুসাইনীর সমর্থন কামনা করেন তখন তিনি সেই সমর্থন পাননি। কারণ আল-হুসাইনী তখনো ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেননা। তখনো তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রিটিশদের সাথে কূটনীতি ও নবগঠিত আরব রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে স্বাধীন আরব প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

মৃত্যু: ৮ নভেম্বর ১৯৩৫ আইন হারদে ব্রিটিশ কনস্টেবল মোশে রোজেনফিল্ডের মৃতদেহ পাওয়া যায়। সন্দেহ করা হয় যে, আল-কাসামের বাহিনী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিল। আল-কাসামকে খুঁজে ধরার জন্য ৪শ সদস্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠানো হয়। আল কাসাম তার বারোজন অনুসারী নিয়ে আত্মগোপন করেন। তারা জেনিন ও নাবলুসের মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যান এবং দশদিন যাবত পাহাড়ি অঞ্চলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থান পরিবর্তন করতে থাকেন এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ বাহিনী শেখ জাইদ গ্রামের ইযাবাদ গুহায় তার দলকে ঘিরে ফেলতে সক্ষম হয়।

দীর্ঘ বন্দুকযুদ্ধের পর ২০শে নভেম্বর ১৯৩৫ আল-কাসাম তিনজন অনুসারীসহ নিহত হন এবং তার পাঁচজন অনুসারী ধরা পড়েন।

আল-কাসাম ও তার অনুসারীদের ঘিরে ফেলার পর আত্মসমর্পণ না করে আল কাসাম তার অনুসারীদের শহীদ হওয়ার নির্দেশ দেন এবং শত্রুর উপর গুলিবর্ষণ শুরু করেন। দীর্ঘসময় বন্দুকযুদ্ধের পরে যেভাবে তিনি শহীদ হন তাতে সমগ্র প্যালেস্টাইনি জনগণ বিদ্যুতচকিত হন। তার বীরত্বগাথা সারা দেশকে আলোড়িত করে এবং এই ঘটনা একটা কিংবদন্তির রূপগ্রহণ করে। হাইফায় হাজার হাজার মানুষ পুলিশের বেস্টনি ভেঙ্গে আল-কাসামের জানাজায় যোগ দেয় এবং সেই জানাজা অনুষ্ঠান প্যালেস্টাইনি ইতিহাসে সর্ববৃহৎ জন সমাবেশে পরিণত হয়।

সশস্ত্র সংগ্রামের পথপ্রদর্শক: আবদুল্লাহ্ সেলিফারের ভাষায় আল-কাসাম ছিলেন 'ইসলামি সামাজিক নীতিমালায় অনুপ্রাণিত একজন ব্যক্তি যিনি প্যালেস্টাইনি কৃষক ও বাস্তুহারাদের অবস্থা দেখে মর্মাহত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি প্যালেস্টাইনের পরিবেশে প্রাচীন সামাজিক সমঝোতা যেভাবে পদদলিত হচ্ছিল তাতে একজন মুসলমান হিসেবে তার নৈতিক ক্ষোভ মানবিক ধর্মীয় চেতনাকে উদ্বেলিত করেছিল। এই ক্ষোভ তার রাজনৈতিক চরম মতবাদকে উস্কে দিয়ে তাকে অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য করে যা তাকে প্যালেস্টাইনের অভিজাত নেতাদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে।' ডেভিড বেন গুরিয়ান আল-কাসামের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে হিস্টাদ্রুতের এক সভায় সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, 'আরবরা এই প্রথম দেখল তাদের আদর্শের জন্য একজন প্রাণ দিলেন। এতে আরবদের নৈতিক শক্তি যোগাবে যা তাদের নেই।'

আল-কাসাম তার জীবদ্দশায় বিপ্লবের সাফল্য দেখেননি। কিন্তু তার স্মৃতি ১৯৩৬-৩৯ সালের আরব বিদ্রোহীদের সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে। আরব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা নিজেদের আল-কাসামের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন।[১] রশিদ আল-খালিদীর ভাষায় আল-কাসাম 'আরব জনতাকে অভিজাত শ্রেণির ব্রিটিশদের সাথে সমঝোতার রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন এবং তাদেরকে ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন।'

টীকা

১. বর্তমানকালে গাজার প্রশাসন নিয়ন্ত্রণকারী দল হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসামের নামে Ijjad- Din al-Qasam Brigade নামে পরিচিত। এই বাহিনী যে রকেট ব্যবহার করে তার নামও 'কাসাম রকেট'।

২৪

আরব বিদ্রোহ

১৯৩৫ সালের শেষদিকের দুটি ঘটনায় সমগ্র প্যালেস্টাইনের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ১৯৩৬ এর প্রথমার্ধে তা গণবিদ্রোহের রূপ নেয়। প্রথমটি ঘটে অক্টোবর মাসে। হাগানার জন্য নাজি জার্মানি থেকে আমদানি করা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র জাফা বন্দরে ধরা পড়ে। 'সিমেন্ট ঘটনা' নামে পরিচিত এই ঘটনা ঘটে ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫। তেলআবিবে জে. কাতান নামক একজন ইহুদি ব্যবসায়ীর নামে বেলজিয়াম থেকে ৫৩৭ ড্রাম 'হোয়াইট স্টার' সিমেন্ট আমদানি করা হয়। ড্রামগুলি জাফা বন্দরে নামাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় একটি ড্রাম ভেঙ্গে গেলে ড্রাম থেকে সিমেন্টের সাথে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বেরিয়ে আসে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানে ৫৩৭টি ড্রামের মধ্যে ৩৫৯টি ড্রামে ২৫টি মেশিনগান, ৮০০ রাইফেল এবং ৪ লক্ষ রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। হাগানার জন্য বিদেশ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ চোরাচালান করে আনা হচ্ছে এটা প্রায় সবারই জানা ছিল, বিশেষকরে ১৯২৯ সাল থেকে অস্ত্র ক্রয়ের জন্য হাগানা এজেন্টরা বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও ইতালি থেকে বাক্স-পেটরা, লাগেজে করে অস্ত্র গোলা-বারুদ প্যালেস্টাইনে পাঠাচ্ছিল।[১] কিন্তু হাগানার জন্য অস্ত্রের চোরাচালান যে এত বিশাল আকারে হচ্ছে তা আরবরা অনুমান করতে পারেনি। প্যালেস্টাইনি আরবদের মধ্যে উপলব্ধি ঘটে যে, ইহুদিরা সামরিক শক্তি অর্জন করে প্যালেস্টাইন থেকে আরবদের বিতাড়িত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই অস্ত্র চালানের প্রকৃত আমদানিকারক বা চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়। আরব পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর সাথে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করে এর রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার প্রতিবাদে ২৬ অক্টোবর সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে অস্ত্র চোরাচালানের ঘটনারই ফলশ্রুতিতে। ইহুদিদের অস্ত্র চোরাচালানের বিশালত্ব প্যালেস্টাইনি আরবদের শঙ্কিত করে তুলে। বিশেষকরে যারা ইতিমধ্যেই অনুধাবন করতে পেরেছিল যে ইহুদি ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া প্যালেস্টাইনে আরব অধিকার সুরক্ষা করা সম্ভব নয়। তারা ব্রিটিশ ও ইহুদিদের

বিরুদ্ধে অবিলম্বে অস্ত্র ধারণের তাগিদ অনুভব করে। এই জরুরি তাগিদের প্রকাশ ঘটে ইজ্জাদ্দিন আল-কাসামের অনুসারীদের দ্বারা ব্রিটিশ কনস্টেবল মোশে রোজেনফেল্ডের হত্যাকাণ্ডে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হন্যে হয়ে ইজ্জাদ্দিন আল-কাসামকে খুঁজে বের করে এবং তাকে হত্যা করে। হাইফায় আল-কাসামের জানাজায় পুলিশের বাধা অতিক্রম করে হাজার হাজার আরব জনতা অংশগ্রহণ করে এবং তা এ যাবতকালের মধ্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বৃহত্তম গণ বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। আরব পত্র-পত্রিকায় আল-কাসামকে আরবদের স্বাধীনতার জন্য প্রকৃত যোদ্ধা হিসেবে সম্মানিত করা হয়। এই মৃত্যুতে সারা প্যালেস্টাইনি আরবদের মধ্যে ত্বরিৎ গতিতে বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। প্যালেস্টাইনি বিভিন্ন শহর ও গ্রামে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল-কাসামের আদর্শে উদ্দীপ্ত সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। প্যালেস্টাইনি আরব নেতৃবৃন্দ যারা প্যালেস্টাইনি আরব রাজনীতিকে মূলত গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে পরিণত করেছিলেন তারা গণজাগরণের চাপে সাময়িকভাবে হলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

প্যালেস্টাইনি আরবদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ১৯৩৩ হতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এই চার বছরে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসনকারীদের সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি। এই চার বছরে ১,৬৪,০০০ এরও বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে অভিবাসন করে। ১৯৩১ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল ১,৭৫,০০০। ১৯৩৬ সালে সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে দাঁড়ায় ৩,৭০,০০০। মূলত গ্রামাঞ্চলে আরবদের জমি ক্রয়করে এই বিপুল সংখ্যক অভিবাসনকারীদের জন্য কৃষিভিত্তিক বসতি স্থাপন করা হয়। ইহুদিদের নিকট আরব জমি হস্তান্তত্বরে কিছু কিছু সরকারি বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ক্রেতা ও বিক্রেতার কারসাজিতে বিপুল পরিমাণ আরব কৃষি জমি ইহুদিদের আয়ত্তে চলে যায়। ফলে ভূমিহীন আরব কৃষকগণ তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উৎস কৃষি ভূমি হতে উৎখাত হয়ে কর্মসংস্থানের আশায় স্রোতের মত শহরাঞ্চলে জড়ো হতে থাকে। প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা এই আরবগণের অসন্তোষ ১৯৩৬ সালে বারুদের মত বিস্ফোরিত হয়।

প্যালেস্টাইনে আরব অভ্যুত্থান কবে ও কখন শুরু হয়, সেটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। জাফায় অস্ত্র আটক ও আল-কাসামের হত্যাকাণ্ডের পর প্রায় প্রতিদিনই প্যালেস্টাইনের কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক সহিংস ঘটনা ঘটছিল। ৯ই এপ্রিল ১৯৩৬ সারা দেশব্যাপী আরব সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয়। ১৫ই এপ্রিল তারিখে সম্ভবত কাসামের অনুসারীগণ নাবলুস থেকে তুলকারামগামী এক ট্রাক বহরে আক্রমণ চালিয়ে একজন ইহুদি ট্রাকচালককে হত্যা করে এবং আরেকজনকে আহত করে। পরবর্তী পর্যায়ে আহত ট্রাকচালকের মৃত্যু হয়। ১৬ই এপ্রিল ইহুদি সন্ত্রাসী বাহিনী ইরগুন দু'জন ঘুমন্ত আরব শ্রমিককে হত্যা করে। ১৯-২২শে এপ্রিলের মধ্যে জাফা ও তেলআবিবে দাঙ্গায় ১৬ জন ইহুদি ও ৫ জন আরব নিহত হয়। এরপর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আরব সাধারণ ধর্মঘট ও বিদ্রোহ চলতে থাকে।

আরব হাইয়ার কমিটি: এপ্রিলের প্রথমদিকের ধর্মঘট ও সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছিল সাধারণ শ্রমিক শ্রেণির মানুষের উদ্যোগে গঠিত স্থানীয় কমিটির নেতৃত্বে। ১৯ এপ্রিল ধর্মঘট শুরু হওয়ার সময় নাবলুসে আরব ন্যাশনাল কমিটি গঠিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শহর ও বৃহৎ গ্রামগুলিতে এই কমিটি গঠন করা হয়। দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ২১ এপ্রিল তারিখে পাঁচটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল একযোগে ২২শে এপ্রিল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ২৫ এপ্রিল জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি আমিন আল হুসাইনীর নেতৃত্বে 'আরব হাইয়ার কমিটি' নামে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে প্যালেস্টাইনি আরব সকল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ছিল। এমনকি নাশাসিবী গোষ্ঠী যারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হুসাইনীদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সেই গোষ্ঠী প্রধান রাঘিব আল-নাশাসিবীও এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। ইহুদিদের অভিবাসন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা, আরব মালিকানার জমি ইহুদিদের নিকট হস্তান্তর বন্ধ করা এবং স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠনের দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।

সাধারণ ধর্মঘট: স্থিরলক্ষ্য ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে লাগাতর সাধারণ ধর্মঘট ও রাজনৈতিক দরকষাকষির দক্ষতা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে কতটা সাফল্য লাভ করতে পারে তার নজির এই অঞ্চলের দেশগুলিতে ইতোমধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল। সিরিয়াতে ২০ জানুয়ারি থেকে ৬ই মার্চ ১৯৩৬ পর্যন্ত লগাতার ধর্মঘটের ফলে সিরিয়ার জাতীয় আন্দোলন ফরাসি সরকারের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ফরাসি ঔপনিবেশিক সরকার আন্দোলন দমানোর জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু ২রা মার্চ সিরিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশে একটি সিরীয় প্রতিনিধি দলকে প্যারিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হয়েছিল। 'ফ্রাঙ্কো-সিরিয়ান ট্রিটি অব ইনডিপেন্ডেন্স' স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই আলোচনার সফল সমাপ্তি ঘটেছিল। মিশরে ১৯৩৬ সালে একনাগাড়ে ৫০ দিনের সাধারণ ধর্মঘটের ফলশ্রুতিতে মিশর ও ব্রিটেন দরকষাকষির মাধ্যমে ঐ বছরের আগস্ট মাসে মিশরের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ঐতিহাসিক ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি সম্পাদনের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। ১৯৩১ সালে অনুরূপ সাধারণ ধর্মঘট ও আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ ম্যানডেট সরকার ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল এবং ১৯৩২ সালে ইরাক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে লীগ অব ন্যাসন্স-এর সদস্য পদ লাভ করেছিল।

প্যালেস্টাইনের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার চিত্র প্যালেস্টাইনি আরবদেরও একই পন্থায় স্বাধীনতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের পরিস্থিতি ও প্যালেস্টাইনের বাস্তবতায় মৌলিক পার্থক্য ছিল। ঐ দেশগুলোর জাতীয় আন্দোলন সাধারণভাবে ঐ দেশগুলোর সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ছিল। ঐ দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন গোষ্ঠী সক্রিয়ভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে প্রকাশ্য সহযোগিতা করেনি। কিন্তু প্যালেস্টাইনের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

১৯৩৬ সালে ইহুদিগণ ঐ দেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই ছিল না বরং অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামরিকভাবে সুসংগঠিত একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল যাদের উদ্দেশ্য ছিল যেকোন মূল্যে প্যালেস্টাইনি আরবদের জাতিগত অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং যে কোন আকারে এই জাতীয় সত্তার প্রকাশকে প্রতিহত ও পরাজিত করা। তাই প্যালেস্টাইনে আরবগণ শুধু ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের সশস্ত্র বিরোধিতার সম্মুখীন ছিল না, ইহুদিদের সশস্ত্র বিরোধিতারও মুখোমুখি হয়েছিল। এছাড়া প্যালেস্টাইনি আরবদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই ক্রান্তিলগ্নেও প্যালেস্টাইনি আরব নেতৃত্ব তাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। নাশাসিবী গোষ্ঠী ১৯৩৬-৩৯ এর আরব বিদ্রোহে সাধারণভাবে ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। অসংগঠিত, বিভক্ত এবং সামরিকভাবে অপ্রস্তুত প্যালেস্টাইনি আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের সক্রিয় সহযোগিতায় চূড়ান্তভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। সাধারণ ধর্মঘট শুরু হওয়ার প্রায় একমাস পর আরব হাইয়ার কমিটি সরকারের কর প্রদান বন্ধের আহ্বান জানায়।

পীল কমিশন: সাধারণ ধর্মঘট চলাকালে ব্রিটিশ সরকার আরব বিদ্রোহের কারণ নিরূপণ এবং আরব অসন্তোষ প্রশমনের উপায় সুপারিশ করার জন্য ১৮ মে, ১৯৩৬ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ আর্ল পীল-এর নেতৃত্বে একটি রাজকীয় কমিশন গঠনের ঘোষণা দেয়। সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, ট্র্যান্স জর্ডনের শাসকদের মধ্যস্থতায় আরব হাইয়ার কমিটি সাধারণ ধর্মঘট ও অসহযোগ ১১ অক্টোবর, ১৯৩৬ প্রত্যাহার করার পর নভেম্বর ম'সে পীল কমিশন প্যালেস্টাইনে কাজ শুরু করে এবং জুলাই ১৯৩৭ কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। পীল কমিশনের কার্যপরিধিতে[২] প্যালেস্টাইনে আরব ও ইহুদিদের সমপালস্নায় বিবেচনা করার কারণে আরব হাইয়ার কমিটি কমিশন বয়কটের ঘোষণা দেয়। তবে আরব রাষ্ট্র প্রধানদের হস্তক্ষেপে আরব হাইয়ার কমিটির প্রধান আমিন হুসাইনী কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে রাজি হন এবং কমিটির অন্য একজন সদস্য রাঘিব আল নাশাসিবী কমিশনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ইহুদিগণ কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা দেয়।

পীল কমিশনের রিপোর্ট: কমিশন আরবদের স্বাধীনতার স্পৃহা, প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি স্থাপনের পরিকল্পনার প্রতি তাদের ঘৃণা, পাইকারি হারে ইহুদিদের অভিবাসন, ইহুদিদের অবারিতভাবে আরব জমি ক্রয়ব্রিটিশ সরকারের আন্তরিকতার উপর আরবদের অবিশ্বাস এবং ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে আরবদের সন্দেহকে আরব অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে। প্যালেস্টাইনে ইহুদি জাতির জন্য আবাসভূমি স্থাপনের বিষয়টি এখন আর কোন পরীক্ষামূলক বিষয় নয় বরং প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদিদের সাংগঠনিক অগ্রগতিতে এই বিষয়টি একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়ে গেছে বলে কমিশন মত প্রকাশ করে। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সমঝোতা বা সামাজিক সংমিশ্রনের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের সমস্যা সমাধানও সম্ভব নয়। তাই প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে একটি

ইহুদি স্বাধীন রাষ্ট্র, আরবদের জন্য ট্রান্স জর্ডনের সাথে সংযুক্ত একটি ভূখণ্ড এবং জেরুজালেম ও আশপাশের কিছু এলাকা এবং জাফা হয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত একটি করিডোরসহ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ম্যান্ডেট এলাকা সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়।

প্রস্তাব অনুসারে, ইহুদিদের জন্য প্যালেস্টাইনের মধ্য-পশ্চিম ও উত্তরে মাউন্ট কারমেল থেকে বির তুবিয়ার দক্ষিণ পর্যন্ত এবং জীজরিল উপত্যকা ও গ্যালিলী অন্তর্ভুক্ত হবে। আরবরা পাবে যুদা, সমারাহ এবং নেগেব মরুভূমিসহ দক্ষিণ ও মধ্য-পূর্ব প্যালেস্টাইনের অংশ। এর ফলে আরবরা যদিও প্যালেস্টাইনের বৃহত্তর অংশের অধিকারী হবে, কিন্তু প্যালেস্টাইনের কৃষিযোগ্য ও উর্বরা জমি অধিকাংশই ইহুদিদের অংশে পড়বে। পীল কমিশনের সবচেয়ে মারত্মক সুপারিশ ছিল ইহুদিদের জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসরত ২,২৫,০০০ হাজার আরব অধিবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে আরব এলাকায় স্থানান্তর করা। অপরদিকে, আরব এলাকা থেকে মাত্র ১,২৫০ জন ইহুদিকে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তর করতে হবে। এই সুপারিশটি এতটাই ইহুদিদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ছিল যে তৎকালীন জুইশ এজেন্সির কার্যনির্বাহী সভাপতি বেন গুরিয়ন মন্তব্য করেছিলেন যে, ইহুদিরা স্বপ্নেও যে সুযোগ আশা করেনি অর্থাৎ অ-ইহুদিবিহীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, সেই সুযোগ পীল কমিশন ইহুদিদের দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।[৩] খুবই স্বাভাবিকভাবে আরবরা এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করে, এবং ইহুদিদের মধ্যে জাবতনিস্কির নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী জাইঅনবাদীরা (যারা বৃহত্তর প্যালেস্টাইন নিয়ে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখতেন) ব্যতীত মূলধারার ইহুদিগণ সাধারণভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে। পীল কমিশনের গঠন ছিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আরব বিদ্রোহ আশু মোকাবিলার একটি কৌশল। আরব মিত্রদের সহায়তায় ব্রিটিশরা আরব বিদ্রোহ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে সক্ষম হয়েছিল। পীল কমিশনের কার্যকালে প্যালেস্টাইনে মোটামোটি শান্ত অবস্থা বিরাজ করেছিল।

উডহেড কমিশন: পীল কমিশনের রিপোর্ট বিস্তারিত পরীক্ষা করে এর বাস্তবায়নযোগ্যতা যাচাই করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৮ সালে 'উডহেড কমিশন' গঠন করে। এই কমিশন পীল কমিশন রিপোর্ট অনুসারে প্যালেস্টাইন পার্টিশন পরিকল্পনাকে অবাস্তবায়নযোগ্য ঘোষণা করে। পরিবর্তে কমিশন তার নিজস্ব পার্টিশন পরিকল্পনা পেশ করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে, উপকূলীয় এলাকায় ১২৫০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র, আরো সংকোচিত এলাকা নিয়ে জেরুজালেমকেন্দ্রিক ম্যান্ডেটরি এলাকা এবং প্যালেস্টাইনের বাকি অংশ নিয়ে আরব প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। ইহুদিরা এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে; আরবরা প্যালেস্টাইন ভূমিতে কোন প্রকার ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা করে। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণ বাস্তবসম্মত নয়।

বিদ্রোহ: পীল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর আরব বিক্ষোভ পুনরায় স্ফুলিঙ্গিত হয়। সহিংস বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে। বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছিল

ইহুদি বসতির উপর আক্রমণ,ইহুদি ও ব্রিটিশ অর্থনৈতিক সম্পদ ও স্থাপনার উপর আক্রমণে মসুল থেকে হাইফা পর্যন্ত নবনির্মিত তেলের পাইপলাইন ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল বিদ্রোহী আক্রমণেরবিশেষ লক্ষ্যবস্তু। ২৬ অক্টোবর, ১৯৩৭ গ্যালিলীর জেলা কমিশনার Lewis Andrews এর হত্যাকাণ্ডে আরব বিদ্রোহের দ্বিতীয় ও অধিকতর সহিংস অধ্যায়ের সূচনা হয়। ব্রিটিশ পুলিশ, বৃটিশ সামরিক বাহিনী, ইহুদি স্থাপনাদি ও ইহুদি কৃষি খামার বিদ্রোহীদের চোরাগুপ্তা হামলার শিকার হয়েছিল। এবার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরব আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে চরম নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১ অক্টোবর আরব হাইয়ার কমিটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং কমিটির সদস্যগণকে গ্রেফতার করে রোডেশিয়া ও সেসলিজ দ্বীপে নির্বাসনে পাঠায়। আমিন হুসাইনী হারাম শরীফে আশ্রয়গ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে লেবাননে পালিয়ে যান। ব্রিটিশরা এই পর্যায়ের বিদ্রোহ দমন করেছিল অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুরভাবে। ব্রিটিশরা আরব যোদ্ধা, আরব গ্রাম, এবং শহরের আরব মহল্লার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালায়।

এ পর্যন্ত আরব বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল প্যালেস্টাইনের ভূস্বামীদের প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠী-প্রধানরা। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিদ্রোহের নেতৃত্ব চলে যায় গ্রাম পর্যায়ের সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি। বিদ্রোহের চিহ্নিত ও স্বীকৃত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছিল যাদের কোন পূর্ব পরিচিতি ছিল না। Hillel Cohen রচিত *Army of Shadows: Palestinian Collaboration with Zionism* গ্রন্থে ১৯৩৬-৩৯ এর আরব বিদ্রোহে ২৮২ জন বিদ্রোহী নেতার পরিচয় উল্লেখ করা হয়। এর মধ্যে ফওজি আল-কোয়কজিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্র মৃত্যুবরণ করেছেন।

ফওজি আল-কোয়াকজি: তিনি ছিলেন আরব বিদ্রোহের সবচেয়ে বিখ্যাত কমান্ডার। ১৮৯০ সালে তিনি বৈরুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১২ সালে কনস্ট্যান্টিনিপলের তুর্কি মিলিটারি একাডেমির স্নাতক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করেন। ১৯৩৬ সালে প্যালেস্টাইনে ঢুকে প্যালেস্টাইনের গ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন।

আব্দুল খালিক: নাজারেথ এলাকায় আব্দুল খালিককে নিয়োগ করেছিলেন ফওজি আল-কোয়াকজি। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও সফল কৃষক নেতা ছিলেন। তিনি নাজারেথ এলাকায় ব্রিটিশ এবং ইহুদিদের প্রচুর জানমালের ক্ষতি করেছিলেন। শত্রু পক্ষের নিকট তিনি একজন ভয়ঙ্কর যোদ্ধা হিসেবে পরিচিতি পান। ১৯৩৮ সালের ২রা অক্টোবরে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ব্রিটিশরা তাকে ফাঁদে ফেলে। সহযোগীদের নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি নিহত হন।

ইউসুফ সাইদ আবু দুরবা: তিনি ছিলেন কাসামের অনুসারী। জেনিন এলাকায় তিনি ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন সংকীর্ণমনা এবং নিষ্ঠুর। দুরবার সহকারী

ইউসুফ হামদাম অধিক শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পরে তিনি নিজেই একটি বিদ্রোহী দল গঠন করেন। সেনাবাহিনীর একটি টহলদল তাকে ১৯৩৯ এ হত্যা করে এবং তাকে লাজ্জুনে সমাহিত করা হয়। দুরবা ট্র্যান্স জর্ডনে আরব লীজিয়নের হাতে ধরা পড়েন এবং পরে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

আবদুল রহিম আলহাজ মোহাম্মদ: তুলকার্ম এলাকার আবদুল রহিম আলহাজ মোহাম্মদ ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, বুদ্ধিদীপ্ত, একনিষ্ঠ জাইঅনবাদ বিরোধী ও বিদ্রোহের প্রতি একান্ত অনুগত। নেতৃত্বের গুণাবলিতে তিনি ছিলেন ফওজি আল-কোয়াকজির যোগ্য সহকারী। এখনো প্যালেস্টাইনি আরবরা তাকে একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা এবং বীর হিসেবে শ্রদ্ধা করে। সানুবের নিকটবর্তী এলাকায় ১৯৩৯ এর ২৭শে মার্চ তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

আব্দুল রাজ্জাক: তাইয়েরী গ্রামের আরিফ আব্দুল রাজ্জাক তুলকার্ম এলাকার দায়িত্বে ছিলেন। নিরাপত্তা বাহিনী যখন তাকে ধাওয়া করত তখন হঠাৎ তিনি উধাও হয়ে যেতেন। তিনি তার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে 'শেখ কাসামের প্রেতাত্মা' নামে স্বাক্ষর করতেন। তার এই হাওয়ায় মিশে যাওয়া নিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে লোকগীত সৃষ্টি হয়েছিল।[৪] রাজ্জাক ছিলেন দুঃসাহসী ও দক্ষ। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাছে তিনি ছিলেন একজন প্রশংসনীয় বীর কিন্তু দুর্ধর্ষ শত্রু।

মোহাম্মদ রানা'ন: জাবা গ্রামের মোহাম্মদ রানা'ন ছিলেন সাহসী কিন্তু বুদ্ধিতে তার ঘাটতি ছিল। জেরুজালেম এলাকায় কৃষক নেতা ছিলেন ইসাবাত্তা। তিনি নিরাপত্তা বাহিনীর বিপুল ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে হেবরনের নিকট পুলিশ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

ফকরি আব্দুল হামিদ: আররবরা গ্রামের ফকরি আব্দুল হামিদ ১৯৩৬ সালে ফওজি আল-কোয়াকজির সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করেন। পরবর্তীকালে তিনি দলত্যাগ করে ব্রিটিশদের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহবিরোধী প্রচারণায় অংশ নেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে তিনি নিজেই একটি শান্তি বাহিনী গঠন করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

অন্যপ্রান্তে শান্তিবাহিনী ছিল নাশাসিবীদের নেতৃত্বে। নাশাসিবীরা বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরপরই নিজেদের আরব হাইয়ার কমিটি থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। নাশাসিবীদের অনুগত কৃষকদের নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ব্রিটিশ ও জাইঅনবাদীদের সহায়তায় শান্তিবাহিনী সংগঠিত করা হয়। ব্রিটিশরা তাদেরকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয় আর জাইঅনবাদীরা দেয় অর্থ। ফাসাইল আল-সালাম (Peace Band) নামের এই বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বহু অভিযানে অংশগ্রহণ করে। হেবরন পাহাড়ি এলাকায় ফখরি নাশাসিবী শান্তিবাহিনী গঠনে বেশ সাফল্য পেয়েছিলেন। ১৯৩৮ এর ডিসেম্বরে ইয়াতাতে শান্তিবাহিনীর সমাবেশে তিনি তার তিন হাজার অনুসারী জড়ো করতে পেরেছিলেন। ঐ সমাবেশে জেরুজালেম এলাকায় ব্রিটিশ কামান্ডার জেনারেল রির্চাড ঔকনর উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্রোহ সমাপ্তির প্রাক্কালে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শান্তিবাহিনীর ইউনিটগুলি ভেঙে দেয় এবং তাদের অস্ত্র গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। শান্তিবাহিনীর সদস্যদের প্রতি সাধারণ আরবদের ঘৃণার কারণে তারা আর আরব সমাজে সাধারণ জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। তারা অনেকেই বাধ্য হয়েই জাইঅনবাদীদের সহায়তায় প্যালেস্টাইনের আরব জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।

বৃটিশ-ইহুদি অংশীদারিত্ব: আল-কাসামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ ও ইহুদি সামরিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যবস্তুর উপর উপর্যুপরি আঘাত করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে নাজেহাল করে ফেলে। এর ফলে ব্রিটিশ ও ইহুদি বসতি স্থাপনাকরীদের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠে। ইহুদি বাহিনী হাগানাকে পুরোদস্তুর সামরিক বাহিনীতে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা দিতে থাকে। মেজর উইংগেটের নেতৃত্বে ইহুদি ঝটিকা বাহিনী গঠন করা হয়। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী ও হাগানা যৌথভাবে বিদ্রোহী আরব গ্রামে অত্যন্ত কার্যকর নৈশ হামলা পরিচালনা করে। যে সকল গ্রাম হতে ইহুদি বসতি বা ব্রিটিশ লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ করা হত অথবা সন্দেহ করা হত ঐসব গ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহীরা আশ্রয় লাভ করে সেইসব গ্রামে রত্রিকালে আক্রমণ পরিচালনের জন্য বিশেষ নৈশ বাহিনী বা SNS (Special Night Squads) কে নিয়োজিত করা হত। আক্রান্ত গ্রামকে সাধারণত চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে মেশিনগান, হাল্কা আগ্নেয়াস্ত্র, মর্টার ও গ্রেনেডের সাহায্যে ধবংসস্তুপে পরিণত করা হত। এই অভিযানে হতাহত কতজন হল অথবা কতজন গৃহহীন হল সে বিষয়ে কারো বিশেষ কোন দায়বদ্ধতা ছিল না।[৫]

এই আক্রমণথেকে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ যারা জীবন নিয়ে বেঁচেছিল তাদেরকে দিনের পরদিন ক্যাম্পে আটকে রেখে প্রত্যেকের পরিচয় নিশ্চিত করে সন্দেহভাজনদের বন্দি শিবিরে পাঠিয়ে অন্যদের গ্রামের ধ্বংস স্তুপে আবার জীবন গড়ার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হত। যেখানে বিদ্রোহীদের আক্রমণঘটত তার আশে পাশের গ্রামের সকলকে পাইকারি হারে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হত ও জরিমানা করা হত। দেশের বেসামরিক প্রশাসনকে সামরিক বাহিনীর অধীনস্থ করে বিদ্রোহী ও বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে যাদেরকে সন্দেহ করা হত তাদের সামরিক আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডসহ কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

আরবদের যৌথ শাস্তি প্রদানের একটি প্রধান মাধ্যম ছিল ঘর-বাড়ি ও সম্পদ ধবংস করা। প্রায়ই সম্পূর্ণ গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হত অথবা বেছে বেছে গ্রামের বড় বড় বাড়িগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করা হত। ১৬ই জুন, ১৯৩৬ জাফা শহরে রাস্তা প্রশস্ত করার অজুহাতে উচ্চ বিস্ফোরক দিয়ে জাফার পুরানো এলাকার ২৪০টি ভবন ধবংস করে ৬,০০০ মানুষকে গৃহহীন করা হয়েছিল। আরব গ্রাম ও শহর এলাকায় আক্রমণে বিমান বাহিনী ব্যবহার করা হয় এবং কখনো কখনো নৌবাহিনীর জাহাজ থেকেও ঘনবসতি এলাকায় গোলা বর্ষণ করার পরে সেনাবাহিনীকে ঐ এলাকায় প্রবেশের সুযোগ

করে দেওয়া হয়। আরব গ্রামবাসীদের উপর যৌথ জরিমানা ধার্য করে প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড জরিমানা আদায় করা হয়। ঘর-বাড়ি ধবংস, সম্পত্তি বিনষ্টকরণ, গবাদি পশু বাজেয়াপ্তকরণ এবং এর সাথে যৌথ জারিমানা আদায়ের মাধ্যমে দরিদ্র আরব কৃষকদের এমনিভাবে নিঃস্ব করা হয় যে বহু কৃষক তাদের জমিজমা ইহুদিদের নিকট বিক্রিকরে দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে আরব ভূমিহীনদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়।

বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ পুলিশকে সহায়তার জন্য ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ কর্মকর্তা স্যার চার্লস টিগার্টকে অক্টোবর ১৯৩৭ এ প্যালেস্টাইনে বদলি করা হয়। টিগার্টের পরামর্শ অনুসারে, প্যালেস্টাইনের পুলিশ স্টেশনগুলিকে কংক্রিট দেয়াল ও চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ টাওয়ার সহযোগে ছোটখাটো দুর্গে পরিণত করা হয়। এছাড়া সিরিয়া ও লেবানন হতে অস্ত্র ও রসদ চোরাচালান ও বিদ্রোহী যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশ বন্ধের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও লেবাননের সাথে সীমান্ত রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। কাটাতারের বেড়া দিয়ে জায়গায় জায়গায় পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং পিলবক্স নির্মাণ করা হয়। টিগার্টের পরামর্শে আরব তদন্ত কেন্দ্র নামে বন্দিদের নির্যাতনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। টিগার্ট মারধোর, পায়ের তালু পেটানো, নখ উঠিয়ে ফেলা, ইলেকট্রিক শক, নাক দিয়ে জল ঢুকিয়ে বন্দিদের থেকে তথ্য সংগ্রহের কৌশল চালু করেন। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদকারীদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জেরুজালেমে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়।

বিদ্রোহের ফলাফল: ব্রিটিশরা ইহুদি অভিবাসনকারীদের সহায়তায় আরব বিদ্রোহ চূড়ান্তভাবে দমনে সমর্থ হয়। এই বিদ্রোহে প্যালেস্টাইনি আরবদের চরম মূল্য দিতে হয়। আরবরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা তারা কোনদিন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এই বিদ্রোহের সুযোগে ইহুদি হাগানা বাহিনী যে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রসজ্জা লাভ করে তাতে তাদের সামরিক শক্তি গড়ে তোলার শক্ত ভিত রচিত হয়। সকল মতবাদের ইহুদিগণের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, অস্ত্রের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে তাদের আবাসভূমি স্থাপন সম্ভব হবে এবং এই উদ্দেশ্যে শুধু আরবদের বিরুদ্ধেই নয় শেষপর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেও তাদের যুদ্ধ করতে হবে। এখন থেকে বিরামহীনভাবে ইহুদিদের সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত অস্ত্র রাখা মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে এবং আরবদের অনুমোদিত অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করে। অপরদিকে ব্রিটিশ পুলিশের সহায়ক অতিরিক্ত ইহুদি সুপারনিউমারি পুলিশ বাহিনী ইহুদি বসতি রক্ষা বাহিনী হিসেবে অস্ত্রসজ্জিত করে পুলিশ বাহিনীর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া প্রতিটি ইহুদি যৌথ খামার ও ইহুদি মহলস্না সুরক্ষার জন্য হাগানা সদস্যদের অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হয়।[৬] অপরদিকে, প্যালেস্টাইনী আরবদের সম্পদ ধবংস ও লোকবল ক্ষয়ের কারণে আরব প্রতিরোধ ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

৫০,০০০ ব্রিটিশ নিয়মিত সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর সদস্য, পুলিশ সদস্য, ১২০০ ঝটিকা বাহিনীর সদস্য এবং ১৫,০০০ হাজার হাগানা সেনা, এবং ৫০০০ ব্রিটিশ ও ইহুদি অনিয়মিত বাহিনীর সক্রিয়যুদ্ধ প্রয়াস সত্ত্বেও আরব বিদ্রোহ দমনে তিন বছর (১৯৩৬-

১৯৩৯) সময় লেগেছিল। এই বিদ্রোহে ২০ থেকে ৬০ বছর বয়সের আরব পুরুষদের মধ্যে অন্তত এক দশমাংশ নিহত, আহত, নির্বাসিত হয় অথবা কারাভোগ করে। প্রায় ৪০০০ আরব নিহত হয়, ১৪৬ জনকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় এবং প্রায় ৫০,০০০ আরবকে জেলে দেওয়া হয়। ৫০০০ ঘর-বাড়ি ধবংস করা হয়। ১৫০ জন ব্রিটিশ ও প্রায় পাঁচশত ইহুদি এই বিদ্রোহে নিহত হয়। দীর্ঘসময় ধরে চলা সাধারণ ধর্মঘট ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এবং যুদ্ধে শষ্যক্ষেত, শষ্য, ফল, বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে আরবদের অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হয়।

বিদ্রোহ জাইঅনবাদীদের সাথে আরবদের অবধারিত সম্মুখযুদ্ধের প্রস্তুতিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে ফেলে। আরব বিদ্রোহের সামরিক নেতৃত্ব নির্মূল হয়ে যায়। নির্বাসিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিশেষকরে আমিন আল-হুসাইনীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নাৎসিদের পক্ষালম্বনের ফলে প্যালেস্টাইনি আরবরা নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭-৪৮ এর আরব-ইসরায়েলিদের যুদ্ধের সময় আরবদের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক দুর্বলতা, সামাজিক সংহতির অভাব, অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও সামরিক সক্ষমতায় ঘাটতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

আরব বিদ্রোহের ফলে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতির ক্ষতি হয়েছিল সামান্যই। শত শত ইহুদির প্রাণহানি হলেও ইহুদিদের কোন বসতি বা যৌথ খামার আরবরা দখল করতে পারেনি। ফলে ইহুদিদের ভৌত অবকাঠামোর তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। বিদ্রোহ চলা অবস্থায়ও প্রায় ৫০,০০০ ইহুদি অভিবাসন ঘটেছিল এবং বেশ কয়েকটি নতুন ইহুদি বসতি ও খামার গড়ে উঠেছিল।

যুদ্ধাবস্থার কারণে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের স্বয়ম্ভর উন্নয়ন আরো জোরদার হয়। আরব শ্রমিক, কারিগর ও পেশাজীবীদের উপর ইহুদি অর্থনীতির নির্ভরতা বিপুলাংশে হ্রাস পায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিদ্রোহের আগে ইহুদি শহর তেলআবিবকে নির্ভর করতে হত নিকটবর্তী আরব বন্দর জাফার উপর। ধর্মঘট ও বিদ্রোহের কারণে জাফা বন্দরের ব্যবহার অনিশ্চিত ও ঝুকিপূর্ণ হওয়ার ফলে তেলআবিবে একটি নতুন বন্দর স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়। সর্বক্ষেত্রে আরব শ্রমিক ও কারিগরদের পরিবর্তে ইহুদিদের নিয়োগ এবং পুলিশবাহিনীতে বর্ধিতহারে ইহুদি নিয়োগের ফলে ইহুদি বেকারত্বহ্রাস পায়। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতার ফলে বহু ইহুদি যুবা সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়। এই অভিজ্ঞতা ১৯৪৮ সালের আরবদের সাথে যুদ্ধে ব্যাপক কাজে লাগে।

আরব বিদ্রোহ যখন তুঙ্গে তখন ১৯৩৮ সালে জাইঅনবাদীরা অবৈধ পথে ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসার সুসংগঠিত ও সমন্বিত কার্যক্রম শুরু করে। এই অবৈধ অপারেশনে হাগানা, ইরগুন ও ওয়ার্ল্ড জুইশ অর্গানাইজেশন জড়িত ছিল। প্রথমদিকে এই কার্যক্রমের কেন্দ্র ছিল এথেন্স। সারা ইউরোপ থেকে ইহুদিদের এথেন্সে এনে জড়ো করে এখান থেকে জাহাজ ভাড়া করে অবৈধ অভিবাসনকারীদের প্যালেস্টাইন

উপকূলের কিছু দূরে নিয়ে এসে ছোট ছোট নৌকায় করে উপকূলে নামানো হত। ইহুদি পাচার কার্যক্রমচালানোর জন্য ১৯৩৯ সালের ২৯ এপ্রিল Mossad Lettliyah Bet নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠনটি ৫০টি খেপে ২০,০০০ ইহুদিকে প্যালেস্টাইনে পাচার করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধকালে এই অবৈধ পাচার বন্ধ ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সমুদ্রপথে আরো ৭০,০০০ ইহুদিকে অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা হয়েছিল।

লন্ডন কনফারেন্স: ১৯৩৯ সালে ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা শুরু হলে ব্রিটিশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহের নিশ্চয়তার জন্য আরবদের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে আরব নেতাদের, আরব রাষ্ট্র ট্র্যান্স-জর্ডন, মিশর, ইরাক, সৌদী আরব ও ইয়েমেন এবং জাইঅনবাদীদের নিয়ে প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত আলোচনার জন্য লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য ছিল, প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত বিষয়ে আরব এবং ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গির যতটা সম্ভব সমন্বয় করা। আরব প্রতিনিধিগণ যেহেতু ইহুদিদের সাথে সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে সম্মত ছিল না তাই ব্রিটিশদের ভিন্ন ভিন্নভাবে আরব ও ইহুদিদের সাথে পৃথক আলোচনা চালাতে হয়।[৭] সম্মেলন ৭ ই ফেব্রুয়ারি হতে ১৫ মার্চ, ১৯৩৯ পর্যন্ত চলে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সমাপ্ত হয়।

শ্বেতপত্র ১৯৩৯: আরবরা স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন ও ইহুদি অভিবাসন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করার দাবিতে অটল থাকে। অপরদিকে, জাইঅনবাদীরা প্যালেস্টাইনে অবারিত ইহুদি অভিবাসন ও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করে। ব্রিটিশ সরকার ১৭ মে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি উহ্য রেখে আগামী ১০ বছরের মধ্যে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। এটা ছিল বালফোর ঘোষণা ও প্যালেস্টাইনে লীগ অব ন্যাশনস ম্যান্ডেটের পরিপন্থি। স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের সাথে বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে। প্যালেস্টাইনকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে। একটি অঞ্চলে আরব মালিকানাধীন জমি ইহুদিরা অবারিতভাবে ক্রয়করতে পারবে। একটি অঞ্চলে ইহুদিদের জমি ক্রয়সীমিত করা হবে এবং অন্য অঞ্চলটিতে ইহুদিদের জন্য জমি ক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকবে। পরবর্তী পাঁচ বছর প্রতি বছর ১৫০০০ করে মোট ৭৫০০০ ইহুদি অভিবাসনের অনুমতি দেওয়া হবে। এর পরে শুধু আরব সম্মতি নিয়ে ইহুদি অভিবাসন অনুমতি দেওয়া যাবে। অন্যথায় অভিবাসন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

জাইঅনবাদীরা এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে। এই ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটেন কার্যত ১৯১৭ সালের বালফোর ঘোষণার দায়বদ্ধতা থেকে নিজকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে নেয়। তৎকালীন বিশ্বরাজনীতির বাস্তবতাই ব্রিটেনকে এ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য

করে। যদি ইউরোপে আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়, যার আলামত তখন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল, তাহলে ইহুদিদের পক্ষে ব্রিটেনকে সহায়তা না করে গত্যন্তর থাকবে না। অপরদিকে আরবদের সত্যিকার অর্থেই দুই পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষকে সমর্থন করবে সে বিষয়ে তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা ও সুযোগ ছিল। তাই চেম্বারলেন সরকার আরবদের পক্ষে নেয়ার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, 'If we must offend one side', said Chamberlain, 'let us offend the Jews rather than the Arabs.' অর্থাৎ 'যদি আমাদের এক পক্ষকে অসন্তুষ্ট করতেই হয় তাহলে আসুন আমরা আরবদের পরিবর্তে ইহুদিদের অসন্তুষ্ট করি।'[৮]

স্পষ্টতই এই ঘোষণা আরবদের পক্ষে যাওয়া সত্ত্বেও নির্বাসিত আরব নেতা আমিন-হুসাইনী এই ঘোষণাকে প্রত্যাখ্যান করে এই কারণে যে ঘোষণায় অবিলম্বে আরব স্বাধীনতা ও ইহুদি অভিবাসন সম্পূর্ণরূপে বন্ধের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে এটাই ছিল প্যালেস্টাইনি আরবদের জন্য সর্বোত্তম প্রস্তাব। ইতোপূর্বে অথবা পরে কখনোই প্যালেস্টাইনি আরবদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের এত কাছাকাছি প্রস্তাব কোন বৃহৎ শক্তি বা অন্তর্জাতিক সংস্থার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। তৎকালীন বিশ্ব ভূ-রাজনীতির বাস্তবতা ও আরবদের বাস্তব অবস্থান অনুধাবনে ব্যর্থ আরব নেতৃত্ব এই সুযোগ গ্রহণ করে ব্রিটিশদের সাথে সর্বাত্মক সহযোগিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লে প্যালেস্টাইনের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভবনা ছিল।

টীকা

১. Mathews, Weldon C. 2006, Confronting an Empire Constructing a Nation; Arab Nationalists and Popular Politics in Mandate Palestine. IB. Tauris, p. 237।

২. পীল কমিশনের কার্যপরিধি ছিল:
'To ascertain the underlying causes of the disturbances which broke out in Palestine in the middle of April; to enquire into the Mandate for Palestine is being implemented in relations to the obligations of the Mandatory towards the Arabs and the Jews respectively; and ascertain whether, upon a proper construction of the terms of the Mandate, either the Arabs or the Jews have any legitimate grievances on account of the way in which the Mandate has been or is being implemented; and if the Commission is satisfied that any such grievances are well founded, to make recommendations for their removal and prevention of their recurrence.'

৩. বেন গুরিয়ন লিখেছেন, 'The compulsory transfer of the Arabs from the villages of the proprosed Jewish State could give us something we never had, even

when we stood on our on own during the days of the First and Second Temples [a Galilee almost free of non Jews] .... We are being given an opportunity which we never dared to dream of in our wildest imaginations' –S. Teveth, Ben-Gurion and the Palestinian Arabs, Oxford University Press, 1985 pp.180-182।

৪. ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে আরিফকে নিয়ে যে গান রচিত হয়েছিল তা ছিল এই:

Aref had a litte mare
Its coat as white as snow
And where that mare and Aref went
We are Jiggered if we know

৫. রয়েল আলস্টার রাইফেলসের একজন অফিসার ডেসমন্ড উডস্ আল-বাসরা নামক একটি গ্রামের অভিযান এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'And Iwill never forget arriving at al-Basra and seeing the Rolls Royce armoured cars of the 11th Hussars peppering Basra with machine gun fire and this went on for 20 minutes and I remember we lighted braziers and we set the houses on fire and we burned the village to the ground'. অর্থ্যাৎ 'আল বাসরায় পৌঁছে রোলস রয়েস সাজোয়া গাড়িগুলির মেশিনগান দিয়ে গ্রামটিকে ২০ মিনিট ধরে খাবারে গোলমরিচের গুড়ো ছড়ানোর মতো গুলি দিয়ে ঝাঁজরা করে ফেলার কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারবো না। আমার মনে আছে, আমরা বাড়িগুলিতে আগুন ধরিয়ে গ্রামটি সম্পূর্ণরূপে জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলাম।' Harry Arrigonie নামের একজন পুলিশ যে সেখানে উপস্থিত ছিল, বলেন, 'এর পর রয়েল ইনজিনিয়ারস এর লোকরা গ্রাম থেকে পঞ্চাশ জনকে ধরে এনে এদের মধ্যে বিশজনকে একটি বাসে ভরে ড্রাইভারকে মাটিতে পুঁতে রাখা শক্তিশালী ভূমি মাইনের উপর দিয়ে বাস চালিয়ে নিতে বাধ্য করে। বাসটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায় এবং বন্দিদের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ সারা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।'

Hughes, M (2009) The Banality of Brufality: British Armed Forces and the Repression of the Arab Revolt in Palestine, 1936-1939, English Historical Reviews Vol. cxxiv, No 507, p. 314-354।

৬. Simon Sebag Montefiore, Jerusalem: The Biography 2011, Weidenfeld &Nicolson, London, p. 453।

৭. Harry B Ellis, Israel and the Middle East, 1957 Ronald Press Company, New York, p. 106।

৮. Segeb, Tom (2000) One Palestine Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, Abacus, p. 436।

২৫

বিশ্বযুদ্ধ

শ্বেতপত্র প্রকাশের পরপরই বেন গুরিয়ন হাগানাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেন। ইহুদিরা জেরুজালেমে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়। ২রা জুন জেরুজালেমের জাফা গেইটের বাইরে জনাকীর্ণ বাজারে ইরগুন বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বোমা হামলায় নয়জন আরব নিহত এবং বহু অহত হয়। ৮ই জুন রাতে জেরুজালেমের উপর্যুপরি ইরগুন বোমা হামলায় জেরুজালেমের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বেন গুরিয়ন প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ-বিরোধী সব তৎপরতা বন্ধ করে দেন। এমনকি ইরগুনও তাদের ব্রিটিশবিরোধী অভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে। জুইশ এজেন্সির তৎকালীন সভাপতি বেন গুরিয়ন সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ এ ঘোষণা করেন, 'আমরা হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এমনভাবে যেন শ্বেতপত্র (১৯৩৯ এর) নেই আর শ্বেতপত্রের এমনিভাবে বিরোধিতা করব যেন (হিটলারের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ নেই।' জুইশ এজেন্সি সকল ইহুদিকে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্রিটিশদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানায়। যদিও ১৯৩৯ এর শ্বেতপত্র সরাসরি ইহুদিদের স্বার্থবিরোধী ছিল এবং ব্রিটিশদের দীর্ঘদিনের ইহুদি আশা আকাঙ্ক্ষার লালন ও পৃষ্ঠপোষকতার অবসান সূচনা করেছিল তবু ইহুদিগণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিল যে জার্মানির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের বিজয় ব্যতীত বিশ্বে ইহুদি অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন হবে।

ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রয়াসে সমর্থন ও সহযোগিতা দেওয়া ইহুদিদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে পরিণত হয়। ফলত প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ সহায়ক বাহিনীতে ২৭,০০০ ইহুদি যোগ দেয় যেখানে আরবদের মধ্য থেকে মাত্র ১২০০০ এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ব্রিটিশ বাহিনীতে একটি ইহুদি ডিভিশন গঠন করার প্রশ্ন বেশ কিছুকাল বিবেচনাধীন ছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ একটি ইহুদি ব্রিগেড গঠন করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা ইহুদি কমান্ডো ইউনিটকে প্রশিক্ষণ দেয় যা পরে বিখ্যাত ইহুদি অভিঘাত বাহিনী (Shock troops) Palmach এর মূলাধারের

ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও ইহুদি স্বেচ্ছাসেবকদের নাশকতা, বিধ্বংসী কৌশল ও শত্রুর দখলকৃত এলাকায় সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের উপর নিবিড় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভাগ্যের পরিহাস এই যে, এই প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শক্তিকে প্যালেস্টাইন থেকে উৎখাত করতে জাইঅনবাদীরা অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেছিল।

উইনস্টন চার্চিল: ১৯৪০ সালের মে মাসে উইনস্টন চার্চিল ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। জাইঅনবাদীদের প্রতি চার্চিলের সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল সর্বজনবিদিত। তাই জাইঅনবাদীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয় যে অচিরেই হয়ত ১৯৩৯ এর শ্বেতপত্র বাতিল করা হবে। কিন্তু একই মাসে ইটালি জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধক্ষেত্র মধ্যপ্রাচ্যের কাছাকাছি চলে আসে। চার্চিল বুঝতে পারেন যে, শ্বেতপত্রের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। অন্যথায়, আরব সহযোগিতা পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই ব্রিটিশরা এমন এক সময় প্যালেস্টাইনে অভিবাসন কোটা বলবৎ করে যখন ইউরোপীয় ইহুদিরা জার্মান নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য প্যালেস্টাইনে পা রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং জাইঅনবাদীদের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে তীব্র আকার ধারণ সত্ত্বেও হাজার হাজার ইহুদি স্বেচ্ছাসেবক ব্রিটিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়া অব্যাহত রাখে।

বিল্টমোর প্রোগ্রাম: জাইঅনবাদীরা অনুধাবন করতে পারে যে, চার্চিল ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও তারা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশদের সহায়তার উপর আর নির্ভর করতে পারবে না। তারা আরো বুঝতে পারে যে, তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি রাজনৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করার সময় এসেছে। আমেরিকান জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশন নিউইয়র্ক সিটির বিল্টমোর হোটেলে জাইঅনবাদীদের এক সম্মেলন আয়োজন করে। সম্মেলন ১৯৪২ সালের ৬-১১ মে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন ওয়ার্ল্ড জাইঅনিষ্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি খাইম ওয়াইজম্যান, জুইশ এজেন্সির কার্যনির্বাহী সভাপতি বেন গুরিয়ন এবং নির্বাহী সদস্য নাহাম গোল্ডম্যান।

১১ মে সম্মেলনের ৮টি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। এ প্রস্তাবগুলি ইতিহাসে 'বিল্টমোর প্রোগ্রাম' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই প্রস্তাবে ১৯৩৯ সালের শ্বেতপত্র সমূলে প্রত্যাখ্যান করে। বালফোর ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য ও ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। এই প্রথমবার প্যালেস্টাইনে 'ইহুদি কমনওয়েলথ' প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। বালফোর ঘোষণায় প্যালেস্টাইনে 'ইহুদি কমনওয়েলথ' বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ ছিল না। উল্লেখ ছিল ইহুদিদের আবাসভূমি স্থাপনের কথা। ১৯২২ সালের শ্বেতপত্রে প্যালেস্টাইন নয় বরং প্যালেস্টাইনের একটি অংশে ইহুদি জাতির আবাসভূমি স্থাপনের কথা বলা হয়েছিল। এমনকি পীল কমিশনের সুপারিশ যা ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশন গ্রহণ করেছিল সেই সুপারিশেও প্যালেস্টাইনের একটি অংশে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছিল। ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে সমগ্র প্যালেস্টাইনকে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য উলেস্নখ করেনি। এইবারই

সর্বপ্রথম এই দাবি উত্থাপন করা হয়। এই প্রস্তাবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পরিচালনায় ইহুদিদের নিয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠনের কথাও উল্লেখ করা হয়। ১৯৪২ এর নভেম্বরে বিল্টমোর প্রোগ্রামকে ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি হিসেবে অনুমোদন করা হয়।

বিল্টমোর প্রোগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যের আইনসভায় প্রস্তাব পাশ করা হয়। এমনকি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে দিয়ে এই প্রোগ্রামের সমর্থনে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়। এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রকেই জাইঅনবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান সহায়ক বহিঃশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার তৎপরতা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জাইঅনবাদীদের কবজায় থাকা বিপুল অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণকে কাজে লাগিয়ে জাইঅনবাদীরা ঐ দেশের রাজনীতিতে দ্রুত তাদের প্রভাব বলয় সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই প্রভাব বলয়কে ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত করে জাইঅনবাদী লক্ষ্যকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতির মূলধারায় নিয়ে আসা হয়।

স্ট্রুমা ঘটনা: যুক্তরাষ্ট্রের রজনীতিকে জাইঅনবাদের অনুকূল করার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জাইঅনবাদী তৎপরতায় নতুন শক্তি সঞ্চার হয়। ইউরোপ হতে ইহুদি উদ্বাস্তুদের বাধাহীনভাবে প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অধিকার আদায়ের জন্য আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদীদের চাপ উপেক্ষা করে ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষ ১৯৩৯ এর শ্বেতপত্রে ইহুদি অভিবাসনের বাৎসরিক কোটা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নির্ধারিত প্রক্রিয়াঅনুসরণ না করে যে সকল ইহুদিকে অভিবাসনের উদ্দেশে জাইঅনবাদীরা জাহাজ ভর্তি করে প্যালেস্টাইনে পাঠায় তাদেরকে কর্তৃপক্ষ প্যালেস্টাইনে অবতরণে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের বাছাই সম্পন্ন করার জন্য সাইপ্রাস বা মরিশাসে অস্থায়ী ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ১৯৪২ সালের Struma ঘটনা জাইঅনবাদীদের সাথে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। রুমানিয়া থেকে একটি পুরানো পানামা পতাকাবাহী গ্রিক জাহাজ Struma-তে করে জাইঅনবাদীরা ৭৬৮ জন ইহুদি পুরুষ, নারী ও শিশুকে অভিবাসনের জন্য প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণসাগর বন্দর Constanza থেকে পাঠিয়ে দেয়। জাহাজটি ছিল ৭৪ বছরের পুরানো। বন্দর ত্যাগ করার পরেই জাহাজটির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জাহাজটি ইস্তাম্বুল বন্দরে পৌঁছে। কিন্তু যখন দেখা গেল যাত্রীদের কারোরই প্যালেস্টাইনের ভিসা নেই তখন তুর্কি কর্তৃপক্ষ যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে তাদেরকে জানানো হয় যে প্যালেস্টাইনের বিদ্যমান অভিবাসন নীতি অনুসারে তাদেরকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘ ৭১ দিন বন্দরে অপেক্ষার পরও ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি না পাওয়ায় তুর্কি কর্তৃপক্ষ ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ জাহাজটি টেনে যে বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সে বন্দরের পথে কৃষ্ণসাগরে পৌঁছে দেয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটি সেভিয়েত সাবমেরিন থেকে টর্পেডো মেরে জাহাজটি ডুবিয়ে দেওয়া হয়। যাত্রীদের মধ্যে চারজনের পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থায় প্যালেস্টাইনের ভিসা সংগৃহীত হওয়ায় তারা স্থলপথে প্যালেস্টাইনে চলে গিয়েছিলেন। একজন মহিলা

ইস্তাম্বুলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন আর জাহাজ ডুবি থেকে একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। এই Struma ডুবিতে ৬৬২জন ইহুদির মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনাটিকে জাইঅনবাদীরা পুঁজি করে সারা পৃথিবীতে ব্রিটিশবিরোধী প্রচারণা চালায় এবং ব্রিটিশ সরকারকে একটি হৃদয়হীন মানবতাবিরোধী প্রশাসন হিসেবে চিত্রিত করে।

জাইঅনবাদীদের প্যালেস্টাইনে ইহুদি পাচার তৎপরতায় আরো অনেক ইহুদির সলিল সমাধি হয়েছিল। এর মধ্যে ১৯৪০ এর ২৫শে নভেম্বরের Patria বিপর্যয় উল্লেখযোগ্য। অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে আগত ১৮০০ ইহুদি হাইফা বন্দরে পৌঁছলে তাদেরকে মরিসাসের ডিটেনশন কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য Patria নামের একটি জাহাজে উঠানো হয়। জাহাজটি যখন মরিশাস যাওয়ার অপেক্ষা করছিল তখন জাইঅনবাদীরা তাদেরকে প্যালেস্টাইনে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করছিল। সাধারণ ধর্মঘট করে হাইফা বন্দর অচল করেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বদলাতে না পেরে জাহাজটি যাতে বন্দর ত্যাগ না করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে হাগানার এজেন্টরা জাহাজটিকে অকেজো করার জন্য বোমা পেতে রাখে। হাগানার পোঁতা বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতার হিসাবে ভুল করায় বোমাটি বিস্ফোরণের পরে মাত্র ১৬ মিনিটের মধ্যে জাহাজটি সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে যায়। জাহাজের খোলে আটকে পড়া যাত্রীদের সকলকে এত অল্প সময়ে উদ্ধার করা যায়নি। এই ঘটনায় ২৬০জন অভিবাসনেচ্ছু ইহুদির মৃত্যু ঘটে।

ইহুদি অভিবাসন নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও যতদিন অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে মিত্র শক্তির জয় প্রায় নিশ্চিত না হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত বেন গুরিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীন হাগানা বাহিনী এবং এমনকি সন্ত্রাসী বাহিনী ইরগুন ও লেহীও (Stern Gang) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুরু করেনি। ১৯৪২ এর অক্টোবরে জেনারেল মন্টগোমারী আল-আলামিনে জার্মানদের পরাজিত করে। এর মাধ্যমে জার্মানদের মিশর দখল অভিযান ব্যর্থ হয়। এরপর জার্মান ও ইটালিয়ানদের উত্তর আফ্রিকা অভিযানও সমাপ্তি ঘটে যখন ১৯৪৩ সালের ১৩ই মে জার্মান আফ্রিকান কোর মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। প্যালেস্টাইন হিটলার বাহিনীর হুমকিমুক্ত হয়। ইতিমধ্যে হিটলারের ইহুদি নিধন কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ হতে থাকে। জাইঅনবাদীদের চাপ সত্ত্বেও হিটলারের ইহুদি নিধন কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা জাইঅনবাদীদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ইহুদিদের নিজ বাহু বলের উপরই নির্ভর করতে হবে। কোন বৃহৎ শক্তিই ইহুদি রাষ্ট্র ট্রেতে সাজিয়ে দিয়ে ইহুদিদের উপহার দেবে না।

প্যালেস্টাইনে জুইশ এজেন্সির নিয়ন্ত্রণে ছিল সবচেয়ে বড় ইহুদি বেসামরিক বাহিনী হাগানা। এর মধ্যে ছিল ২০০০০ সৈন্যসহ বিশেষ বাহিনী পালমাখ এবং ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশিক্ষিত প্রায় ২৫,০০০ আধা সামরিক বাহিনী। জুইশ এজেন্সির নেতা বেন গুরিয়ন ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তার বাহিনীকে ব্রিটিশদের সহায়তায় নিয়োজিত রেখেছিল। কিন্তু

সন্ত্রাসী দল ইরগুন এবং এই দল থেকে বেরিয়ে আসা স্টার্ন গ্যাং বৃটিশদের বিরুদ্ধে কিছুটা নিম্ন মাত্রার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। ইরগুন কমান্ডার জাবতনিস্কি ১৯৪০ সালে হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন এবং স্ট্যার্ন গ্যাং এর নেতা আব্রাহাম স্টার্নকে ব্রিটিশ বাহিনী ১৯৪২ সালে হত্যা করে।

মেনাখেম বেগিন: বেগিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন পোল্যান্ডের ব্রেস্ট লিটভস্কে এবং প্রথম জীবনে জাবতনিস্কির সংশোধনবাদী জাইঅনবাদে দীক্ষা নেন। সোভিয়েত বাহিনী পোল্যান্ড দখল করার পর বেগিনকে ব্রিটিশ গুপ্তচর সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪১ সালে স্ট্যালিনের সাথে পোলিশ জেনারেল সিকরস্কির সমঝোতা হবার পর বেগিন কারামুক্ত হয়ে পোলিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি জাবতনিস্কির বৃটিশ-ঘেষা নীতিকে যথেষ্ট আক্রমণাত্মক নয় বিবেচনা করে নিজস্ব মুক্তিযুদ্ধের ধারণা নিয়ে ১৯৪২ সালে পারস্য হয়ে প্যালেস্টাইনে আসেন। তিনি মনে করতেন, আরবরা প্যালেস্টাইনে জবরদখলকারী এবং ব্রিটিশরা তাদের সহযোগী। প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই দুই পক্ষের বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ করতে হবে। আরব এবং ব্রিটিশ উভয়কেই প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করতে হবে। ইসরায়েলের একজন ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী (১৯৭৮-১৯৮৩) মেনাখেম বেগিন (Menachem Begin) ১৯৪৪ সালে ইরুগুন বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন।

প্যালেস্টাইনে পৌঁছেই মেনাখেম বেগিন ইরগুন বাহিনীকে সক্রিয়করতে শুরু করেন। ইরগুন থেকে বেরিয়ে গিয়ে আব্রাহাম স্টার্ন এর নেতৃত্বে লেহী (ইসরায়েলের স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ) গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ইরগুন ব্রিটিশদের সাথে যোগ দিলেও লেহী বা স্টার্ন গ্যাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিল। বেগিন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে প্রথম চ্যালেঞ্জ করেন আক্টোবর ১৯৪৩ এ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আল-আকসার পশ্চিম দেয়ালের সামনে সোফার ফুঁকিয়ে। ব্রিটিশ পুলিশ আক্রমণকরে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে। পরের বছর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য বেগিন আবার 'সোফার' ফুৎকারের আদেশ দেন। এবার ব্রিটিশ পুলিশ সংযত থাকে। বেগিন এটাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দুর্বলতা ভেবে তার বাহিনীকে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণেরনির্দেশ দেন। ব্রিটিশ সরকারের ট্যাক্স অফিস, ইমিগ্রেশন অফিস ও পুলিশ স্টেশনের উপর আক্রমণ শুরু করা হয়। সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ এ ইরগুন জেরুজালেমের পুলিশ স্টেশনগুলিতে হামলা চালিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর একজন সিআইডি কর্মকর্তা যখন শহরের রাস্তায় হাঁটছিলেন তখন তাকে হত্যা করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বেগিনকে জীবিত বা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ১০,০০০ পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। বেগিন লম্বা দাড়িওয়ালা তালমুদ পণ্ডিতের ছদ্মবেশ ধারণ করে আত্মগোপনে থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করেন। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে ইরগুন প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ হাইকমিশনার হ্যারল্ড ম্যাকমাইকেলকে জেরুজালেমের রাস্তায় দুইবার হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। ঐ বছরই ইরগুন নভেম্বরে কায়রোতে

ব্রিটিশ স্টেটমন্ত্রী ও চার্চিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড ময়নীকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডে জুইশ এজেন্সি নিন্দা জানিয়েছিল। কিন্তু এর ফলে উইনস্টন চার্চিল যিনি জাইঅনবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন তিনিও জাইঅনবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। এরপর থেকে আর কোন ব্রিটিশ সরকার জাইঅনবাদের পক্ষ অবলম্বন করেনি।

২৬

আলিয়া বেত

ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেলে প্যালেস্টাইনে নতুন করে ইহুদি অভিবাসনের চাপ সৃষ্টি হয়। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারী ইহুদিগণ প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাহাজের পর জাহাজ ভর্তি ইহুদি অভিবাসনকারীদের ফিরিয়ে দিতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১ লক্ষ ইহুদিকে হিটলারের বন্দি-শিবির থেকে উদ্ধার করা হয়। এর সাথে যোগ হয় সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পূর্ব ইউরোপীয় দেশ থেকে পলাতাক ইহুদিরা। জাইঅনবাদীদের চাপের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বারবার এই ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের অনুমতি দানের জন্য ব্রিটিশদের প্রতি আহ্বান জানায়। প্যালেস্টাইনে এই বাড়তি সংখ্যক ইহুদিকে অভিবাসন প্রদানের অর্থনৈতিক সক্ষমতা রয়েছে কিনা এবং এই অভিবাসনের জন্য প্যালেস্টইনে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে সুপারিশ করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব অনুসারে একটি অ্যাংলো-আমেরিকান কমিটি অব ইনকোয়ারি গঠন করা হয়। ১৯৪৬ সালে কমিটি মত প্রকাশ করে যে, প্যালেস্টাইনে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নতুন করে অধিক সংখ্যক ইহুদি অভিবাসন দেশের রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত করবে এবং জর্ডন থেকে সুপেয় পানি আনার অসুবিধার কারণে প্যালেস্টাইনের পক্ষে অধিকতর হারে অভিবাসানেচ্ছুদের গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তবে ইউরোপে বিভিন্ন দেশের আশ্রয় শিবিরের বিপুল সংখ্যক ইহুদির দুরবস্থার প্রেক্ষিতে আরো এক লক্ষ ইহুদিকে অভিবাসনের অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়ভাবে এই সুপারিশ গ্রহণে তাদের বিরোধিতা জানিয়ে দেয়।

ইউনাইটেড রিজিস্টেন্স কমান্ড: ইউরোপীয় ইহুদি শরণার্থীদের প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের অনুমতি আদায়ে ব্যর্থ হয়ে জুইশ এজেন্সির প্রধান বেন গুরিয়ন ইরগুন ও লেহীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবৈধ উপায়ে ইহুদি অভিবাসনকারীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসা ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণপারিচালনের উদ্দেশ্যে অক্টোবর ১৯৪৫-এ United Resistance Command গঠন করেন। গঠনের পর হতে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ইউনাইটেড রেসিসটেন্স কমান্ড ৭০,০০০ ইহুদিকে অবৈধভাবে প্যালেস্টাইনে অভিবাসনের জন্য নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিছু কিছু অবৈধ অভিবাসনকারীদের স্থলপথে সিরিয়া ও লেবানন হয়ে আনা হলেও অধিকাংশ অবৈধ অভিবাসনকারীদের আনা হয় ছোট ছোট জাহাজে করে সমুদ্রপথে। অবৈধ পন্থায় ইহুদি অভিবাসনকারীদের প্যালেস্টাইনে নিয়ে আসার এই প্রক্রিয়াআলিয়া বেত' নামকরণ করা হয়। আ'লিয়া শব্দের সাথে হিব্রু প্রথম অক্ষর 'আলেফ' যোগ করে বৈধ উপায়ে ইহুদি অভিবাসনকে 'আলিয়া আলেফ' এবং 'আলিয়া' শব্দের সাথে দ্বিতীয় অক্ষর 'বেত' করে যোগ করে অবৈধ অভিবাসনের নাম দেওয়া হয় 'আলিয়া বেত'।

'দ্য এক্সোডাস ১৯৪৭': আলিয়া বেত এর সবচেয়ে সাড়া জাগানো ঘটনা ছিল 'The Exodus 1947 এর ঘটনা। The Exodus 1947 এর ঘটনা ছিল আ'লিয়া বেত-এ ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় জাহাজ। আলিয়া বেত-এ সাধারণত ছোট ছোট জাহাজ ব্যবহার করা হত যাতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে প্যালেস্টাইনের কোন নির্জন উপকূলে যাত্রিদের নামানো সহজ হয়। কিন্তু 'The Exodus 1947 ' ছিল ১৮ হাজার টনের একটি বেশ বড় যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ। হাগানা জাহাজটি কেনে আমেরিকার 'পটোম্যাক শিপ ব্রেকিং কোং' থেকে যেখানে জাহাজটি যখন ভাঙার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল। উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এই প্রায় পরিত্যক্ত জাহাজটি ইউরোপীয় ইহুদিদের বহনের জন্য কেনা হয়েছিল। এরূপ একটি নড়বড়ে জাহাজে যাত্রী পরিবহন ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাহাজটি যেকোন সময় ডুবে যেতে পারে ভেবে হয়ত যাত্রীসহ জাহজটি প্যালেস্টাইন থেকে ফেরত পাঠাবে না অথবা গভীর সমুদ্রে বলপ্রয়োগ করে এটার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে না। জাইঅনবাদীরা ব্রিটিশ সরকারের দৃঢ়তা অবমূল্যায়ন করেছিল। জাহজটিতে ৪৫১৫ জন নারী-পুরুষ ও শিশুকে গাদাগাদি করে ভরে ১১ জুলাই জাহাজটি ফ্রান্সের পেতে বন্দর থেকে প্যালেস্টাইনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ৪৫১৫জন যাত্রী ও ক্রুর জন্য জাহাজটিতে মাত্র ১৮টি টয়লেট ছিল। যাত্রী পিছু প্রতিদিন সুপেয় পানি বরাদ্দ ছিল ১লিটার করে। জাইঅনবাদীদের পরিকল্পনা অনুসারে, বিশ্ব প্রচার মাধ্যমের বিপুল উপস্থিতিতে জাহাজটি বন্দর ত্যাগ করে। শুরু থেকেই ব্রিটিশ নৌবাহিনী জাহাজটির গতিবিধি অনুসরণ করে, প্যালেস্টাইন উপকূল থেকে ৪০ কি. মি. দূরে ব্রিটিশ বাহিনী জাহাজটি দখলে নেয়। কাজটি বাধাহীন হয়নি। সহিংসতায় তিনজন যাত্রী নিহতসহ আরো বেশ কয়েকজন যাত্রীও নৌ-সেনা আহত হয়। জাহাজটি প্রথমে ফ্রান্সে ফেরত নেওয়া হয়, কিন্তু ফ্রান্স সরকার যাত্রীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে নামাতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন জাহাজটি জার্মানির হামবুর্গে ব্রিটিশ ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যাত্রীদের কোন কোন ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে নামানো হয়। পরে অবশ্য প্রায় সকল যাত্রীকেই সাইপ্রাসে শরণার্থী শিবিরে নিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীকালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'The Exodus' এর সকল বেঁচে থাকা যাত্রীকেই ইসরায়েলে অভিবাসনের জন্য পাঠানো হয়েছিল।

'The Exodus' ঘটনা ছিল জাইঅনবাদীদের একটি প্রচারণা চমক। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষকে সারা বিশ্বের কাছে নির্দয় ও সংবেদনহীন জাইঅনবাদবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করার এক অভিনব প্রয়াস। সুপরিকল্পিত এই ঘটনা ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বে একটি সোরগোল তুলতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে, এই ঘটনা জাইঅনবাদীদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংগঠনিক ও প্রচারণা কৌশলের অসাধারণ কার্যকারিতার সাক্ষ্য বহন করে।

২৭

ইরগুন ও হাগানার সন্ত্রাস

হাগানা, ইরগুন ও লেহী ১লা নভেম্বর ১৯৪৫ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। ঐ রাতে হাগানা ইউনিটসমূহ একই সময়ে সারা দেশের রেল সিস্টেমের ১৫৩টি স্থানে নাশকতা করে এবং হাইফা ও জাফা বন্দরের দুটি টহল লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়। অন্যদিকে, ইরগুন ও লেহীর একটি যৌথ ইউনিট লিড্ডায় প্রধান রেলস্টেশনে হামলা চালায়। এই অভিযানকে 'Night of The Trains' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

জবাবে ব্রিটিশ সরকার হাগানা দমনের নির্দেশ দেয়। বহু জাইঅনবাদী নেতাকে আটক করা হয়। কিন্তু বেন গুরিয়ন তখন বিদেশে থাকায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যখন হাগানা দমনে ব্যস্ত তখন ইরগুন ও লেহী মেনাখেম বেগিনের নেতৃত্বে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সন্ত্রাসী আক্রমণ চালাতে থাকে। জেরুজালেমের রুশ প্রাঙ্গণের জার আমলে নির্মিত বিশাল হোস্টেলগুলিতে প্যালেস্টাইনের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স স্থাপন করা হয়েছিল। দুর্গসম এই রুশ প্রাঙ্গণ ইরগুন আক্রমণের প্রিয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারা রুশ প্রাঙ্গণে অবস্থিত সিআইডি সদরদপ্তর উড়িয়ে দেয়। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারিতে একই প্রাঙ্গণে অবস্থিত জেলখানা ধ্বংস করে দেয়।

১৯৪৬ সালের ১৭ জুন হাগানা প্যালেস্টাইন ও প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে যোগাযেগের ১১টি সেতুর মধ্যে ১০টি সেতু ধবংস করে দেয়। ২৯শে জুন শনিবার ব্রিটিশরা দুই সপ্তাহব্যাপী এক অভিযান শুরু করে। সারা দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে ১৭,০০০ সৈন্য নামিয়ে সারাদেশের ইহুদি বসতি, যৌথ খামার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র ও দলিলাদি উদ্ধার ও নেতাদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনা করে। এই অভিযান সন্ত্রাসী দলের কোন বড় অধিনায়ক গ্রেফতার বা অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে জাইঅনবাদীদের বেতনভুক গুপ্তচরদের তৎপরতায় হাগানা এই অভিযানের খবর পূর্বাহ্নেই পেয়ে যায়। এর ফলে ব্রিটিশদের এই বিশাল অভিযান ইপ্সিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। ইহুদিদের সাবাৎ-এর দিন অর্থাৎ শনিবারে

শুরু হওয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই অভিযানকে ইহুদিরা 'ব্ল্যাক সাবাৎ' নামে অভিহিত করে থাকে।

কিং ডেভিড হোটেল: ইরগুনের সবচেয়ে চমকপ্রদ আক্রমণছিল জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলের উপর। কিং ডেভিড হোটেল ছিল জেরুজালেমের প্রথম ও সর্ববৃহৎ বিলাসবহুল হোটেল। ১৯৩৮ সাল থেকে এই হোটেলের দক্ষিণ উইংয়ে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ বাহিনীর সদরদপ্তরের একটি অংশ ও ম্যান্ডেট সরকারের সচিবালয় অবস্থিত ছিল। মেনাখেম বেগিনের নেতৃত্বাধীন ইরগুন ২২ জুলাই ১৯৪৬ এই হোটেলে বোমা আক্রমণ চালায়। ঐ দিন ভোর বেলা ১৫-২০জন ইহুদিসন্ত্রাসী আরব পোষাক পড়ে একটি লরি থেকে কয়েকটি দুধের বড় ভাণ্ড নামিয়ে হোটেলের বেইজমেন্টে রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই দুধের ভাণ্ডগুলিতে ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক ভর্তি ছিল। কাছে দাঁড়ানো একজন ব্রিটিশ অফিসার মেজর ম্যাকিন্টশ আগন্তুকদের চালফেরা সন্দেহজনক দেখে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে আগন্তুকদের একজন তাকে গুলি করে হত্যা করে। বেইজমেন্ট থেকে বের হওয়ার গেটে আরেক পুলিশ গার্ডও একই ভাগ্য বরণ করে। তখন গার্ড এবং সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হলে কয়েকজন সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয়, কিন্তু সকলেই পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরই মধ্যে হোটেলের বেইজমেন্টে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হোটেলের দক্ষিণ উইং এর পশ্চিমের অংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বসে পড়ে। এই আক্রমণে ৯১জন মৃত্যুবরণ করে এবং ৬০জন আহত হয়। মৃতদের মধ্যে ছিলেন ২৮জন ব্রিটিশ, ৪১জন আরব, ১৭জন ইহুদি ও ৫জন অন্যান্য জাতিসত্তার।

কিং ডেভিড হোটেলে বোমা হামলা ছিল ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সবচেয়ে মারাত্মক ও প্রাণহানিকর হামলা। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকার সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনে যে অভিযান চালিয়েছিল এই হামলা তারই চরম ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করে। অপরদিকে, কিং ডেভিড হোটেলের মত একটা নিরাপত্তা বেষ্টনি এলাকার অভ্যন্তরে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক জড়ো করে তা সাফল্যের সাথে বিস্ফোরণ ঘটানোর মধ্যে জাইঅনবাদী সন্ত্রাসী গ্রুপের সাংগঠনিক শক্তি ও সন্ত্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর দায়ী ব্যক্তিদের ধরার জন্য তেলআবিব শহরে ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। সামরিক কারফিউ, যখন তখন ইহুদিদের দেহ ও বাসস্থান তল্লাশি, রাস্তায় প্রতিবন্ধক স্থাপন এবং গণগ্রেপ্তারের পরও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রকৃত দোষীদের সনাক্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে, ব্রিটিশ নিরাপত্তা বাহিনীর এসকল কার্যক্রমেরকারণে সাধারণ ইহুদি সামাজে ম্যান্ডেট সরকারের গ্রহণযোগ্যতা শূন্যের পর্যায়ে চলে যায়, যা ইরগুনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

এই ঘটনায় সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। জাইঅনবাদীদের প্রতি পশ্চিমা জগতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নাৎসি বীভৎসতার কারণে যে সহানুভূতির আবহ সৃষ্টি হয়েছিল এই হামলায় নির্দোষ সাধারণ মানুষের হত্যাযজ্ঞের কারণে সেই সহনুভূতিতে ভাটা দেখা দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে জাইঅনবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব তীব্র ভাষায় এই আক্রমণের

নিন্দা জানায়। হাগানা, ইরগুন, ও লেহী সমন্বেয়ে গঠিত United Resistance Command অকার্যকর করে দেওয়া হয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইরগুন ও লেহীর সাথে তাদের দূরত্ব সৃষ্টির দৃশ্যমান কিছু পদক্ষেপ নেয়। যদিও পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয় যে হাগানা সদর থেকে লিখিত নির্দেশ পেয়েই ইরগুন কিং ডেভিড হোটেলে আক্রমণ চালিয়েছিল।[১] অ্যাংলো আমেরিকান কমিটির অন্যতম সদস্য ব্রিটিশ লেবার পার্টির এম. পি. রিচার্ড ক্রসম্যানকে এই ঘটনার কিছুদিন পরে জাইঅনবাদী নেতা ও পরবর্তীতে ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ড. খাইম ওয়াইজম্যান বলেছিলেন, 'I cant help being proud of my boys, if only it had been a German headquarter they would have gotten the Victoria Cross' অথাৎ, 'আমি আমার এই ছেলেদের (ইরগুন) নিয়ে গর্বিত না হয়ে পারি না। এটা (কিং ডেভিড হোটেল) যদি একটা জার্মান সদর হত তাহলে তারা ভিকটোরিয়া ক্রস (যুদ্ধে বীরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ব্রিটিশ সামরিক মেডেল) পেত।

কিং ডেভিড হামলা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌছে দেয়। ব্রিটিশ সেনা ও ইহুদি বেসামরিক ব্যক্তিদের সামাজিক মেলামেশা সীমিত হয়ে যায়। ব্রিটিশদের প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট চালিয়ে যাওয়ার স্পৃহা কমিয়ে দেয় এবং তাদের প্যালেস্টাইন ত্যাগ ত্বরান্বিত করে। প্যালেস্টাইনে আসন্ন যুদ্ধের কথা সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকে। জেরুজালেমের সামাজিক জীবনে যেন একটি অদৃশ্য পর্দা নেমে আসে।[২] ইহুদিরা আসন্ন নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের গুজবে আতঙ্কিত দিন কাটাতে থাকে। জেরুজালেম থেকে ব্রিটিশ বেসামরিক ব্যক্তিদের নিরাপত্তার কারণে অপসারণ করা হয়।

কিং ডেভিড ঘটনার দুই মাসের মধ্যে প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট সরকারের চিফ সেক্রেটারি স্যার জন শ'কে ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগোর হাই কমিশনার পদে বদলি করা হয়। তিনি ত্রিনিদাদে পৌছা মাত্রই ইরগুন তাকে পত্র বোমা দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তারা অক্টোবরে রোমে বৃটিশ দূতাবাসে আক্রমণ চালায়। একজন ইরগুন সন্ত্রাসীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রতিশোধ হিসেবে ইরগুন ১ মার্চ ১৯৪৭ সালে জেরুজালেমে গোল্ডস্মিথ অফিসার্স ক্লাব উড়িয়ে দেয়। এতে ১৩জন নিহত এবং ১৮জন আহত হয়।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরগুনের একটি প্রিয় কৌশল ছিল ব্রিটিশ অফিসারদের অপহরণ করে জিম্মি হিসেবে বন্দি রেখে বিভিন্ন দাবি আদায় করা। এই ধরনের প্রথম অপহরণের ঘটনা ঘটে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৫। তেলআবিব আদালত কক্ষ থেকে বিচারক উইন্ডহ্যামকে অপহরণ করা হয়। ইহুদি বন্দিদের মুক্তির বিনিময়ে তাকে ফেরত দেওয়া হয়। একই বছর ১৮ই জুন তেলআবিব অফিসার্স ক্লাব থেকে পাঁচজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও রয়েল এয়ার ফোর্সের একজন এয়ারম্যানকে অপহরণ করা হয়। অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগে কারাগারে বন্দি দুইজন ইহুদিকে মুক্ত করার বিনিময়ে চার দিন পর দু'জন অফিসারকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদের ছাড়া হয় দু'জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ইরগুন সন্ত্রাসীর মৃত্যুদণ্ড শাস্তি কমিয়ে কারাদণ্ড দেওয়ার পরে। ১৬ জুন ১৯৪৭ এক জেলখানা ভেঙে

বন্দিদের মুক্ত করার অপরাধে দুজন ইহুদি সন্ত্রাসীকে আদালত মৃত্যুদণ্ড দেয়। ১২ই জুলাই ব্রিটিশ ফিল্ড সিকিউরিটির দুজন কর্মকর্তাকে অপহরণ করা হয়। দুই সপ্তাহ অনেক খোঁজাখুঁজির পর এই দু'জন কর্মকর্তার কোন হদিস পাওয়া গেলনা। ২৯শে জুলাই দুই ইহুদি বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দুইদিন পর ৩১শে জুলাই অপহৃত দুইজন কর্মকর্তাকে ইরগুন গাছে ঝুলিয়ে হত্যা করে। অফিসার দুজনকে যেখান থেকে অপহরণ করা হয়েছিল তার অদূরে দুটি গাছে দুজনকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এদের মৃতদেহ উদ্ধার করতে গিয়ে দেখা গেল গাছের চারদিকে মাইন পুঁতে রাখা হয়েছিল। মৃতদেহের মধ্যেও 'বুবি ট্র্যাপ' ছিল। একটি মৃতদেহের দড়ি কেটে নামানোর সময় মৃতদেহের ভিতরে ঢুকানো 'বুবি ট্র্যাপ' বিস্ফোরণ ঘটে এবং মৃতদেহ উদ্ধারকারী একজন ব্রিটিশ সৈন্য মারাত্মকভাবে আহত হয়।

২৮শে জুন ১৯৪৭ ইরগুন হাইফার একটি রেস্টুরেন্টে আক্রমণ চালায়। হাইফার এস্টোরিয়া রেস্টুরেন্টে কতিপয় ব্রিটিশ আর্মি অফিসার নৈশভোজরত ছিলেন। দুজন ইহুদি সন্ত্রাসী রেস্টুরেন্টের বিপরীত দিকে অবস্থান নিয়ে থমপসন সাবমেশিনগান নিয়ে রেস্টুরেন্টের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ৯ম প্যারাসুট ডিভিশন ক্যাপ্টেন কিসানে তৎক্ষণাৎ নিহত এবং অন্য দুজন অফিসার আহত হন। অন্য অফিসাররা যারা আহত হননি তারা পাল্টা গুলি শুরু করলে ইহুদি সন্ত্রাসীরা পশ্চাদপসারণ করে। একজন আক্রমণকারী আহত হয় এবং অন্যজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান সমস্যাসংকুল দেশ। প্যালেস্টাইনে মোতায়েন ১ লক্ষ ব্রিটিশ সেনা প্যালেস্টাইনে ইহুদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নোংরা যুদ্ধে জড়িয়ে পরে যা ব্রিটিশ ভোটারদের নিকট মোটেই জনপ্রিয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্রমান্বয়ে জাইঅনবাদীদের পক্ষে ঝুঁকে পড়া এবং শত্রুভাবাপন্ন আমেরিকান প্রচারমাধ্যমে বিরামহীন ব্রিটিশবিরোধী প্রচারণায় পশ্চিমা বিশ্বে ব্রিটেনের ভাবমূর্তি সংকট সৃষ্টি হয়। তদুপরি যুদ্ধ-পরবর্তী দুর্বল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে প্যালেস্টাইনে এই ব্যয়বহুল যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে যাচ্ছিল।

ইহুদি বিদ্রোহ দমন করা ব্রিটিশদের পক্ষে ক্রমেই অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরব বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিল ইহুদিদের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে। তখন ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশদের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশদের ইহুদি সহিংসতা মোকাবিলায় আরবদের কাছ থেকে অনুরূপ কার্যকর কোন সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব ছিল না। প্যালেস্টাইনি আরবগণ তখনো ১৯৩৬-৩৯ এর বিদ্রোহের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ব্রিটিশ ও আরবদের মধ্যে বালফোর ঘোষণার পর থেকে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল তা তখনও দুরীভূত হয়নি। তাই প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশদের একাই ইহুদি সহিংসতা মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

টীকা

১. হাগানা জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এর সহকারী প্রধান মোশে স্লেহ ১ জুলাই ১৯৪৫ ইরগুন প্রধান মেনাখেম বেগিনকে কিং ডেভিড হোটেলে (সাংকেতিক নাম Chick) হামলা চালানোর নির্দেশ দেয়। মূল পত্রটি জেরুজালেমের জাবতনিস্কি ইনস্টিটিউট আর্কাইভে রক্ষিত আছে।

২. Simon Sebag Montefiore, Jerusalem: The Biography. Widenfeld and Nicolson, 2011, London, p. 466।

২৮

জাতিসংঘ

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৮,৮৭,০০০। এর মধ্যে ইহুদির সংখ্যা ছিল ৬,২৫,০০০। প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ ছিল ইহুদি। ম্যান্ডেট সরকারের সূত্র অনুসারে, ১৯৪৪-৪৫ সালে ইহুদিদের গ্রামীণ কৃষি বসতির সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫৯। ১৯৩৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭২। প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যার এই পরিবর্তন এবং বিশ্ব জাইঅনবাদীদের অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে একইসাথে ব্রিটিশ ও আরব বৈরিতা মোকাবিলায় সাহসী ও সক্ষম করে তুলেছিল।

লন্ডন কনফারেন্স: প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশদের সঙ্গীন অবস্থা থেকে সম্মানজনকভাবে বেরিয়ে আসার জন্য ইহুদি ও আরবদের মধ্যে একটা সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার লন্ডনে একটি ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন আহ্বান করে। ১৯৪৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন ডাকা হয়। প্যালেস্টাইনের আরব নেতাগণ অথবা জুইশ এজেন্সি কোন পক্ষই সম্মেলনের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। একমাত্র আরব রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে আরব লীগ[১] এই সম্মেলনে যোগ দেয়। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৬ সালের অ্যাংলো আমেরিকান কমিটি অব ইনকোয়ারীর সুপারিশকে ভিত্তি করে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধানে আরব ও ইহুদি উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি উপায় বের করা। প্যালেস্টাইনি আরব ও ইহুদি পক্ষের অনুপস্থিতিতে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

ব্রিটিশ সরকারের পরবর্তী পদেক্ষেপ ছিল প্যালেস্টাইন সমস্যা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বিভান ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন সমস্যা আর একা মোকাবিলা করতে চায় না। তিনি নব প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘে সমস্যাটি নিয়ে যেতে চান। ২ এপ্রিল ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘকে প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের উপায় বের করার জন্য অনুরোধ জানায়। ১৫ই মে, ১৯৪৭ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১১টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে United Nations Special Committee

on Palestine (UNSCOP) স্থাপন করে। কমিটির সদস্য ছিল অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যান্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে, এবং যুগোস্লাভিয়া। কমিটি প্যালেস্টাইনে সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান করবে এবং সম্ভব হলে এই সংঘাত সমাধানের একটা উপায় বের করে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে রিপোর্ট পেশ করবে মর্মে কমিটিকে নির্দেশ দেয়া হয়।

কমিটি তিন মাস ধরে প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন মতবাদের ইহুদি ও আরব-গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দের সাক্ষ্য গ্রহণ করে। ইউরোপীয় ইহুদি অভিবাসনেচ্ছুদের বহনকারী জাহাজ 'Exodus 1947' এর গতিবিধি ও ঐ জাহাজের যাত্রীদের সাথে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আশ্রয় শিবিরে অবস্থানকারী ইহুদি শরণার্থীদের বক্তব্য গ্রহণ করে। কমিটি ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রিপোর্ট পেশ করে।

কমিটি প্যালেস্টাইন সমস্যা সামাধানের উপায় বিষয়ে সর্বসম্মত সুপারিশ গ্রহণ করতে পারেনি। লীগ অব ন্যাশনস কর্তৃক প্যালেস্টাইনের উপর প্রদত্ত ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের আশু অবসানের বিষয়ে কমিটি সর্বসম্মত সুপারিশ করে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার প্রশ্নেও কমিটি একমত পোষণ করে; কিন্তু প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের পন্থা বিষয়ে কমিটি বিভক্ত সুপারিশ করে।

কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাত সদস্য প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে একটি আরব রাষ্ট্র, একটি ইহুদি রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম ও বেথেলহাম এবং এর আশেপাশের কিছু এলাকা নিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আলাদা এলাকা স্থাপনের প্রস্তাব করে। ভারত, ইরান ও যুগোস্লাভিয়া প্যালেস্টাইনে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করে। প্রস্তাবিত ফেডারেল রাষ্ট্রে ইহুদি ও আরবদের জন্য স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি প্রদেশ থাকবে। ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তিন বছরের মধ্যে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্যালেস্টাইন শাসনের দায়িত্ব থাকবে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের উপর। এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হবে যথাশীঘ্র সম্ভব ইহুদি ও আরব এলাকার সীমানা নির্ধারণ করে সকল প্রাপ্ত বয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদ একটি সংবিধান প্রণয়ন করার পর সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইনকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করবে। এই প্রস্তাবটি জতিসংঘ সনদে প্রদত্ত সকল মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগ এবং জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্যালেস্টাইনের সকল শ্রেণির জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যত নির্ধারণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

এডহক কমিটি: যদিও সাধারণ পরিষদে উভয় প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল, পরিষদ শুধু কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনুমোদিত রিপোর্ট বিবেচনা করে। অর্থাৎ প্যালেস্টাইন

বিভাগের প্রস্তাবটি পরিষদ বিবেচনা করে। UNSCOP এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের রিপোর্টে প্যালেস্টাইন বিভক্তির খুঁটিনাটি বিষয়, বিশেষ করে দুই রাষ্ট্রের সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি বিশদ পরীক্ষা করে রিপোর্ট পেশ করার জন্য পরিষদ ২৩ সেপ্টেম্বর ছয় সদস্যের একটি এডহক কমিটি গঠন করে দেয়। এডহক কমিটি ইহুদিদের জুইশ এজেন্সি ও আরব হাইয়ার কমিটিকে মতামত প্রদানের আহ্বান জানায়। উভয় পক্ষ তাদের মতামত কমিটির নিকট পেশ করে। আরব হাইয়ার কমিটি UNSCOP এর সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় সুপারিশই প্রত্যাখ্যান করে। তারা প্যালেস্টাইনের ইতিহাস পর্যালোচনা শেষে জানায় যে, প্যালেস্টাইনের উপর ইহুদিদের দাবির ঐতিহাসিক বা আইনগত গ্রহণযোগ্যতা নেই। প্যালেস্টাইনে শুধু একটি আরব রাষ্ট্র গঠন করা জাতিসংঘ সনদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আরব হাইয়ার কমিটি প্রস্তাবিত প্যালেস্টাইনি আরব রাষ্ট্রে সকল ইহুদির পূর্ণ নাগরিক অধিকার এবং আরবদের সাথে সমআইনগত মর্যাদা থাকবে বলে উল্লেখ করে।

জুইশ এজেন্সি UNSCOP এর সংখ্যালঘু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে এবং সংখ্যাগুরু রিপোর্টের অধিকাংশ সুপারিশের সাথে একমত পোষণ করে। তারা ইউরোপের উদ্বাস্তু শিবিরে অবস্থানরত ইহুদিদের অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসনের উপর গুরুত্ব অরোপ করে। তবে তারা পশ্চিম গ্যালিলী ও পশ্চিম জেরুজালেমের প্রস্তাবিত সীমানার সমালেচনা করে এবং ঐ এলাকা দু'টি ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল বলে মত প্রকাশ করে। অচিরে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র 'পুনঃস্থাপিত' হবে এবং সেই রাষ্ট্রের অভিবাসন নীতির উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হবে এই আশায় তারা প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে রাজি আছে বলে ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ সরকার এডহক কমিটিকে জানায় যে, ব্রিটিশ সরকার ম্যান্ডেটের অবসান, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা ও ইহুদি অভিবাসন বিষয়ে UNSCOP এর রিপোর্টের সুপারিশ সমর্থন করে। তবে যেকোন সিদ্ধান্ত যা আরব এবং ইহুদি উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় তা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকে বিকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

UNSCOP প্যালেস্টাইন বিভক্ত করে তিনটি ভৌগোলিক সত্তার সীমা প্রস্তাব করেছিল। এডহক কমিটি সেই সীমার কিছু সংশোধন প্রস্তাব করে। মূলত আরব শহর জাফাকে ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পরিবর্তন করে জাফাকে ইহুদি রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে একটি আরব ছিটমহল সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাব বাস্তায়িত হলে ইহুদি রাষ্ট্রে ইহুদি লোকসংখ্যা মোট লোকসংখ্যার ৫৫ শতাংশ থেকে উন্নীত হয়ে ৬১ শতাংশে দাঁড়াবে।

ব্রিটিশ সরকার ১লা নভেম্বর, ১৯৪৭ বেদুইন বসতি এবং লোকসংখ্যা বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কমিটিতে পেশ করে। প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর সহায়তায় বীরশেবা জেলায় বেদুইন লোকসংখ্যার একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা যায় যে, বিশ লক্ষ ডুনাম[২] এর অধিকাংশ জমি বেদুঈনরা খাদ্যশস্য চাষে ব্যবহার

করে থাকে। বিমানে জরিপের মাধ্যমে ৩৩৮৯টি বেদুইন গৃহ এবং ৮৭২২টি তাবু চিহ্নিত করে। এই জরিপের ফলে বীরশেবা জেলায় বেদুইন লোকসংখ্যা অনুমান করা হয় প্রায় ১,২৭,০০০ যা UNSCOP এর রিপোর্টে উল্লিখিত ইহুদি রাষ্ট্রের বেদুইন জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি। সুপারিশ অনুসারে ইহুদি রাষ্ট্রের এলাকায় বেদুইন সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৫,০০০ এবং আরব রাষ্ট্রে ২২,০০০। এর ফলে ইহুদি রাষ্ট্রের শুরুতে সেখানে সামান্য আরব সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে। প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা হবে ১০,০৮,৮০০; যার মধ্যে ৫,০৯,৭৮০জন আরব এবং ৪,৯৯,০২০জন ইহুদি। এডহক কমিটি তাই বীরশেবা জেলা এবং নেগের মরুভূমির একটি বড় অংশ আরব রাষ্ট্রের অন্তর্গত করার প্রস্তাব করে। অপরদিকে, মৃত সাগরের উপকূলের একটি অংশ ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

UNSCOP এর প্রস্তাব অনুসারে, ৫৪টি আরব গ্রামকে ঐ গ্রামের কৃষি জমি থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই বিষয়ে সুপারিশ করা হয় যে, প্রস্তাবিত United Nations Palestine Commission-কে এই গ্রামগুলির সীমা এমনভাবে পুনঃনির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হোক যেন কোন গ্রাম এবং তার কৃষির জমি থেকে বিভক্ত না হয়। গ্রামগুলির সীমা আর কখনো সংশোধন করা হয়নি।

সাধারণ পরিষদ অনুমোদিত প্রস্তাব: ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৭ সাধারণ পরিষদ এডহক কমিটির প্রস্তাবিত সংশোধনসহ UNSCOP রচিত প্যালেস্টাইন বিভক্তিকরণ প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের ১৮১ (২) নং প্রস্তাব হিসেবে পাশ করে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ৩৩টি, বিপক্ষে ১৩টি এবং যুক্তরাজ্যসহ ১০টি দেশ ভোট দানে বিরত থাকে।

প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার জাতিসংঘের পরিকল্পনা ছিল লীগ অব ন্যাশনস প্রদত্ত প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেট অবসানের পর প্যালেস্টাইন কীভাবে শাসিত হবে তার একটি বিস্তারিত রূপরেখা। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের পরে প্যালেস্টাইনের ইহুদি রাষ্ট্র, আরব রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকভাবে শাসিত অঞ্চল নিয়ে একটি অর্থনৈতিক ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

প্রস্তাবের প্রথম অংশ ছিল প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ শাসন অবসানসংক্রান্ত যতশীঘ্র সম্ভব প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটরি শাসন অবসান করতে হবে এবং তা অবশ্যই ১৯৪৮ সালের ১ আগস্টের মধ্যে হতে হবে। প্যালেস্টাইন থেকে ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে এবং কোনক্রমে ১লা অক্টোবর ১৯৪৮ পরে নয়, প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র, একটি আরব রাষ্ট্র এবং জেরুজালেম ও বেথেলহাম ঘিরে একটি আন্তর্জাতিক এলাকা সৃষ্টি হবে। পরস্পরবিরোধী আরব জাতীয়তাবাদ ও জাইঅনবাদের আকাঙ্ক্ষাকে প্যালেস্টাইনের সীমানার মধ্যে সংকুলানের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে প্রস্তাবিত দুটি রাষ্ট্র ও একটি আন্তর্জাতিক অঞ্চলের বিস্তারিত সীমা নির্ধারণ করা হয়। প্রস্তাবিত রাষ্ট্র দু'টি এবং আন্তর্জাতিক এলাকার মধ্যে একটি অর্থনৈতিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং প্যালেস্টাইনের

সমগ্র এলাকায় ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষা করার প্রস্তাব করা হয়। প্যালেস্টাইন বিভাজন কার্যকর করে দুটি রাষ্ট্র ও একটি আন্তর্জাতিক সত্তা স্থাপন তত্ত্বাবধান করা, এবং প্যালেস্টাইন থেকে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ শক্তির প্রত্যাহারের ফলে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করার উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক প্যালেস্টাইন কমিশন' গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৮১(২) নম্বর প্রস্তাব অনুসরণে প্যালেস্টাইন যে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে তাতে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক বসতি সমাবেশের ভূ-সীমা অনুসরণ করা হয়েছিল। জাইঅনবাদীরা প্রথম থেকেই আঁচ করতে পেরেছিল যে তাদের পাইকারি হারে অভিবাসন ও বসতি স্থাপনের কারণে এক সময় প্যালেস্টাইন বিভক্ত করা অবধারিত হতে পারে। তাই তারা ইহুদি বসতি স্থাপনের সময় পরিকল্পিতভাবেই বসতিগুলো যত বেশি সম্ভব প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক সীমায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল। এর ফলে দুটি সম্প্রদায়ের বসতি সীমা অনুসরণ করে দেশটির বিভাজন জটিল আকার ধারণ করে এবং ইহুদি বসতিগুলি যতদূর সম্ভব এক ভৌগোলিক অঞ্চলে একত্রিত করতে বসতিগুলির মধ্যবর্তী এলাকা বিভক্ত করার সুপারিশ করায় তা ইহুদিদের পক্ষে যায়।

প্যালেস্টাইনের প্রস্তাবিত বিভক্তিতে ইহুদি ও আরব রাষ্ট্র দু'টির সীমারেখার মধ্যে একটি রাষ্ট্রে কয়েকটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকা অপর রাষ্ট্রের এলাকার উপর দিয়ে করিডরের মাধ্যমে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক George Lenczowski প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক বিভক্তিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'এসড্রিলন উপত্যকা থেকে নিচে বীরশেবা পর্যন্ত, পশ্চিম গ্যালিলী এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূল ধরে এক ফালি জমি গাজা থেকে দক্ষিণে মিশর সীমান্ত ধরে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। জাফা ইহুদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি ছিটমহল থাকবে। ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব গ্যালিলী এবং এসড্রিলনের উপর দিয়ে হাইফা থেকে জাফার দক্ষিণ ও নেগেবের একটি প্রধান বন্দর, জেরুজালেম ও বেথেলহেম এবং এর সংলগ্ন কিছু এলাকা নিয়ে দুই রাষ্ট্রের বাহিরে অসি পরিষদের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক প্রশাসন গঠিত হবে।'[৩]

সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অনুসারে, ম্যান্ডেটের ভূমির ৪৩ শতাংশ পাবে আরব রাষ্ট্র, ৫৬ শতাংশ ইহুদি রাষ্ট্র এবং ১ শতাংশ থাকবে অসি পরিষদ নিয়ন্ত্রিত জেরুজালেম ও বেথলেহাম নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এলাকা। ইহুদি জনসংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও অধিকতর ইউরোপীয় ইহুদি অভিবাসনকারীদের স্থান সংকুলানের জন্য ইহুদি রাষ্ট্রকে বেশি জমি দেওয়া হয়। এছাড়া পার্টিশনের সময় ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য চিহ্নিত এলাকায় প্রায় ৫০ শতাংশ আরব অধিবাসী থাকবে। আরব রাষ্ট্রের ভাগে পড়বে জেরুজালেম বাদে প্রায় সব পাহাড়ি এলাকা এবং সমুদ্র উপকূলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। প্যালেস্টাইনের সমতল ও উপকূলীয় এলাকার পানি সরবরাহের প্রধান উৎস ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত। উপকূলীয় এলাকা শ্যারন, জিজরীল উপত্যকা ও আপার জর্ডন উপত্যকাসহ সমতল অঞ্চলের উর্বরা জমি ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে। অবশ্য ইহুদি রাষ্ট্রের একটা বড় অংশে থাকবে নেগেব মরুভূমি। এই মরুভূমি সেই সময়

কৃষিকাজ বা শহর স্থাপনের উপযোগী ছিল না। লোহিত সাগরের প্রবেশপথ ইহুদি রাষ্ট্রের অধিকারে থাকবে।

সাধারণ পরিষদের ভোট: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যেভাবে প্যালেস্টাইন প্রশ্নটি বিবেচিত হয়েছে এবং ভোট গৃহীত হয়েছে তাতে স্বচ্ছতা ও সততার ঘাটতি ছিল। প্রথমত, জাতিসংঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে সাধারণ পরিষদ সরাসরি এই ধরনের রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না, যদি না নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে বিষয়টি বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ পরিষদে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে জাইঅনবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় অনৈতিকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব বিবেচনার সময় বিশ্ব জাইঅনবাদী সংস্থা ও জুইশ এজেন্সি যে কোন উপায়ে পরিষদের ভোট তাদের পক্ষে নেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু করে। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশে জাইঅনবাদীদের অর্থনৈতিক শক্তি ও প্রচারমাধ্যমের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ঐসব দেশে রাজনৈতিক শক্তিকে প্রভাবিত করা হয়েছিল। বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে তারা অত্যন্ত সফলভাবে তাদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পেরেছিল। সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব বিবেচনা কালে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের ২৬জন সদস্য স্বাক্ষরিত একটি পত্রে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থন জানানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ জাতিসংঘের কতিপয় সদস্য রাষ্ট্রের সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির উপর জাইঅনবাদীরা কী ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছিল তা যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বক্তব্য থেকেই বুঝা যায়। 'The facts were that not only were there pressure movements around the United Nations unlike any things that had been seen there before, but that the White House, too, was subjected to a constant barrage. I do not think I ever had as much pressure and propaganda aimed at the White House as I had in this instance. The persistence of a few of the extreme Zionist leaders actuated by political motives and engaging in political threats disturbed and annoyed me' অর্থাৎ, 'ঘটনাগুলি এমন ছিল যে শুধু জাতিসংঘের চারদিকে অভূতপূর্ব চাপের আন্দোলন ছিল তাই নয় হোয়াইট হাউসও অবিরাম অবরোধের শিকার হয়েছিল। আমার মনে হয় না হোয়াইট হাউসকে আমি কখনো এমন চাপ ও প্রচারণার শিকার হতে দেখেছি। কয়েকজন নাছোড়বান্দা চরম জাইঅনবাদী নেতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হুমকি আমাকে বিচলিত ও বিরক্ত করেছে।'[৪]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জাইঅনবাদীদের অনৈতিক চাপ ও প্রলোভন দেখানোর কথা বলতে গিয়ে ক্রোধ ও ঘৃণার সাথে বলেছেন যে জাইঅনবাদীরা ভারতীয়দের

লক্ষ লক্ষ ডলার ঘুষ দিতে চেয়েছিল এবং একইসাথে তার বোন বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে (যিনি তখন জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন) প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হত যেন তিনি সঠিকভাবে ভোট দেন।[৫]

লাইবেরিয়ার প্রতিনিধি অভিযোগ করেন যে, জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদল লাইবেরিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশকে জানায় যে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট না দিলে তাদের দেশে মার্কিন সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। লাইবেরিয়ার উপর চাপ সৃষ্টিতে Firestone National Rubber Company এর প্রেসিডেন্ট হার্ভে এস. ফায়ারস্টোন জুনিয়রও তৎপর ছিলেন। উলেস্নখ্য, ফায়ারস্টোন কোম্পানির লাইবেরিয়াতে বিপুল বিনিয়োগ ছিল।[৬]

ফিলিপাইনসের প্রতিনিধি জেনারেল কার্লোস পি. রমুলো জাইঅনবাদীদের চাপে চাকরিচ্যুত হন। সাধারণ পরিষদে তার বক্তব্যে বলেছিলেন, 'যে নীতি প্যালেস্টাইনি জনগণের বৈধ জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থি সেই নীতি চাপিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব জাতিসংঘ গ্রহণ করবে কিনা তাই বিবেচ্য। ফিলিপাইন সরকার মনে করে যে জাতিসংঘ অবশ্যই এই ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না।' পরদিনই ওয়াশিংটন থেকে একটি ফোন পেয়ে ফিলিপাইন সরকার জাতিসংঘ থেকে জেনারেল রমুলোকে প্রত্যাহার করে নেয় এবং ফিলিপাইন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়।[৭] হাইতিকে ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রস্তাবের পক্ষে তার ভোট নিশ্চিত করা হয়েছিল।[৮]

আরব প্রতিক্রিয়া: আরবরা প্যালেস্টাইনের বিভক্তিকে আরবদের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের ফসল হিসেবে গণ্য করেছিল। সাইক্স-পাইকো চুক্তি, বালফোর ঘোষণা ও আরবদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রতিষ্ঠার যৌক্তিক পরিণতিতে আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও ট্রান্স জর্ডন ম্যান্ডেট শক্তির কাছ থেকে স্বাধিকার আদায় করে নিয়েছিল। জাতিসংঘকে ব্যবহার করে প্যালেস্টাইনকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হল। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের শক্তি যাদের সহযোগিতায় প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন শুরু হয়েছিল তাদেরই সরাসরি হস্তক্ষেপে নবপ্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অভিমত, আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করে প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘকে কার্যকরভাবে বৃহৎশক্তি বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্রের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করা হলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আরবরা বিজয়ী পক্ষ হয়েও প্যালেস্টাইনি আরবরা পরাজিত পক্ষ অপেক্ষাও করুণ পরিণতির সম্মুখীন হল।

স্বাভাবিকভাবেই প্যালেস্টাইন ও প্যালেস্টাইনের বাইরের আরবরা জাতিসংঘের এই প্রস্তাব তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করে। তখনো প্যালেস্টাইনের ১২ লক্ষ আরব প্যালেস্টাইনের ৯৪ শতাংশ জমির বৈধ মালিক। ইহুদিদের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ, যাদেরক ৫৬ শতাংশ ভূমি দেওয়া হল। প্যালেস্টাইনের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের ইচ্ছাকে আগ্রাহ্য করে প্যালেস্টাইন

বিভক্ত করা হল। সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুমোদনের পরের দিন ৩০শে নভেম্বর আরব হাইয়ার কমিটির ডাকে সারা প্যালেস্টাইনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। এরপর ২রা ডিসেম্বর হতে তিন দিনব্যাপী ধর্মঘটে ব্যাপক সহিংসতায় ৮জন ইহুদি এবং ৬জন আরব নিহত হয়।

ইহুদি প্রতিক্রিয়া: প্রত্যাশিতভাবেই প্যালেস্টাইন ও অন্যত্র ইহুদিরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্যালেস্টাইন বিভক্তির প্রস্তাবে উচ্ছ্বসিত সমর্থন জানায়। জুইশ এজেন্সি প্রস্তাবটির প্রশংসা করে এবং তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা দেয়। যদিও প্রস্তাবের কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ে তারা দ্বিমত প্রকাশ করে। মূলধারায় ইহুদি নেতাগণ একটি আধুনিক ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অঞ্চলের সকল অধিবাসীদের সাথে সহাবস্থানের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। খাইম ওয়াইজম্যান ঘোষণা দেন, 'এখন আমাদের প্রধান কাজ আমাদের আরব প্রতিবেশীদের সাথে শান্তি ও সঙ্গতিপূর্ণ সর্ম্পক গড়ে তোলা।' একদিকে ইহুদি নেতারা প্যালেস্টাইনে তাদের আরব প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বললেও হাগানা ৩০শে নভেম্বর আরবদের সাথে সংঘাতের প্রস্তুতি হিসেবে প্যালেস্টাইনে ১৭ থেকে ২৫ বছরের সকল ইহুদি পুরুষকে সামরিক দায়িত্বের জন্য নিবন্ধিত হওয়ার আহ্বান জানায়।

কিছু সংশোধনবাদী জাইঅনবাদী প্যালেস্টাইনের বিভক্তি পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। তাদের ধারণায় ট্র্যান্সজর্ডন ও লেবাননসহ সমগ্র প্যালেস্টাইনই ইহুদিদের ন্যায়সঙ্গত আবাসভূমি। এই এলাকা বাইবেলীয় যুগের তাদের ঐতিহাসিক আবাসভূমি কানানদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্যালেস্টাইন বিভক্তি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার অর্থ ইহুদিদের ঐতিহাসিক আবাসভূমির দাবি ছেড়ে দেওয়া। মেনাখেম বেগিনের ইরগুন এবং লেহী (স্টার্ন-গ্যাং) যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিল তারা জাতিসংঘের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বেগিন ঘোষণা করেন যে, 'আমাদের আবাসভূমি দ্বিখণ্ডিত করা অবৈধ। এটা কখনোই স্বীকার করা হবে না।' শুধু বেগিন নয় বেন গুরিয়নও মনে করতেন, সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানা, আকার ও আয়তন কোনটাই চূড়ান্ত নয়। এটা শুধু শুরু। পরবর্তীকালে সীমানা সংশোধনের সুযোগ থাকবে এবং তা করতে হবে। এটা তাই সঠিক নয় যে জাইঅনবাদীরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এবং আরবরাই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ শুরু করেছিল।

ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়া: পার্লামেন্টে বহু আলোচনা ও বিতর্কের পর ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহুদি ও আরবরা উভয়পক্ষই যেহেতু এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি তাই এই পরিকল্পণা বলপ্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকৃতি জানায়। ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, ১৪ মে ১৯৪৮ মধ্যরাতে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসান হবে এবং একই বছর ৩১ আগস্টের মধ্যে প্যালেস্টাইন থেকে সকল ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হওয়ার দুই সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটিশরা জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন কমিশনকে

অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন স্থাপন ও কাজ শুরু করতে অনুমতি দেয়নি। ইহুদি বা আরব আধাসামরিক বাহিনীর নিকট ভূমি বা কর্তৃত্ব সুষ্ঠুভাবে হস্তান্তরের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ব্রিটিশদের এই কার্যক্রমবর্ধিত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল।

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি: ইহুদিরা ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকার প্রতিষ্ঠার পর হতেই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সকল সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো গঠনের প্রক্রিয়াচালু রেখেছিল এবং ১৯৪৭-'৪৮ সালে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছিল। জুইস এজেন্সি দীর্ঘকাল যাবত প্যালেস্টাইনের ইহুদিদের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সমান্তরালে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সহযোগী সরকারের ভূমিকা পালন করে আসছিল। ইহুদিদের নিজস্ব প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা, সর্বোপরি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের জন্য প্রস্তুত রাখা ছিল।

অপরদিকে, প্যালেস্টাইনি আরবদের এইক্ষেত্রে কোন প্রস্তুতিই ছিল না। প্রথমত, বিগত তিন দশক যাবত একনাগাড়ে ইহুদিদের বাদ দিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের একক সহযোগী বা উত্তরাধিকারত্বের দাবিতে প্রশাসনে ইহুদি ভূমিকা অস্বীকার করে ব্রিটিশ প্রশাসনে অংশীদারিত্ব প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। দ্বিতীয়ত, ইহুদিরা প্রশাসনিক বা সামরিক সংগঠন যেভাবে গড়ে তুলেছিল তার সমান্তরালে আরবদের কোন প্রয়াস ছিল না। প্যালেস্টাইনি আরবরা স্বাধীনতা অর্জন করে সার্বভৌম প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র নাকি ট্র্যান্সজর্ডন বা সিরিয়ার সাথে অঙ্গীভূত হবে সে বিষয়েও আরব নেতৃত্বের সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। ১৯৩৬-'৩৯ এর আরব বিদ্রোহের পর কতিপয় প্যালেস্টাইনি আরব নেতার বিশেষকরে আমিন আল-হুসাইনী, আবদুল কাদির হুসাইনী ও ফওজি আল-কোয়াকজির অক্ষশক্তির পক্ষ অবলম্বন করার কারণে প্যালেস্টাইনে তাদের প্রবেশের সুযোগ ছিল না। ব্রিটিশদের অনুপস্থিতিতে প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদীদের আধুনিক ও সুসংগঠিত শক্তি মোকাবিলার সামর্থ প্যালেস্টাইনি আরবদের গড়ে ওঠার জন্য যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও জনপ্রিয় নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল তা তাদের ছিল না। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী স্বাধীন আরব রাষ্ট্রগুলির প্যালেস্টাইনের রাজনীতিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বারবার হস্তক্ষেপের ফলে প্যালেস্টাইনি আরবদের স্বাধিকারের সংগ্রাম আন্তঃআরব বিষয়ে পরিণত হয়। এই বিষয়টিও প্যালেস্টাইনি আরবদের মাঝথেকে নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সহায়ক হয়নি। এসব কারণের সাথে ব্রিটিশদের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করার ফলে ব্রিটিশ শক্তি প্যালেস্টাইন থেকে প্রত্যাহার পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে একতরফাভাবে ইহুদিগণ কার্যত খালিমাঠে তাদের অবস্থান সংহত করতে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়।

জেরুজালেম: ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ থেকে শুরু করে ১৯৪৯ সালের শুরু পর্যন্ত প্যালেস্টাইন ছিল উত্তপ্ত, সংঘাতময় এবং ঘটনাবহুল। স্থানে স্থানে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ

শহরে আরবরা ইহুদি আবাসিক এলাকা, ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় ইহুদিরা আরবদের আবাসিক এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। ২ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ জেরুজালেমের পুরানো শহরে তিনজন ইহুদি গুলিবিদ্ধ হয়। ৩ ডিসেম্বর, আরব বন্দুকধারীরা জেরুজালেমের মন্টিফিয়ারো মহল্লায় আক্রমণ চালায়। প্রাচীরঘেরা পুরনো জেরুজালেমের ১৫০০ ইহুদি বাসিন্দা ২২০০০ আরব বাসিন্দাদের মাঝে আতঙ্কে বসবাস করলেও আরব নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সময়োচিত হস্তক্ষেপে সেখানে কোন অঘটন ঘটেনি। ১৩ই ডিসেম্বর মেনাখেম বেগিনের ইরগুন জেরুজালেমের দামেস্ক ফটকের সামনের বাসস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে ৫জন আরব নিহত ও বহু সংখ্যক আরব আহত হয়। সাম্প্রদায়িক সহিংসতা শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে শুধু জেরুজালেমেই ৭৪জন ইহুদি, ৭১জন আরব ও ৯জন ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হয়।

জেরুজালেমের ইহুদি মহল্লার জাইঅনবাদী বন্দুকধারীরা আল-আকসায় (টেম্পল মাউন্টে) গুলিবর্ষণ করে এবং আরবরা পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কাটামনের ইহুদি বাসিন্দাদের উপর আক্রমণ চালায়। ৫ই জানুয়ারি, ১৯৪৮ হাগানা কাটামন আক্রমণ করে হোটেল সেমিবামিস ধ্বংস করে দেয়। এরফলে ১১ জন খ্রিস্টান আরবের মৃত্যু হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে এবং আরবরা জেরুজালেম শহর ত্যাগ করতে শুরু করে। সারা প্যালেস্টাইনব্যাপী আরব ও ইহুদি মিশ্র বসতি থেকে সংখ্যালঘু আরব ও ইহুদিগণ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে নিজ বাসস্থান ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু করে। দুই দিন পরে হাগানা জাফা গেটের আরব পর্যবেক্ষণ ফাঁড়িতে আক্রমণ করে। অভিযোগ ছিল এই ফাঁড়িটি ইহুদি মহল্লয় রসদ সরবরাহে বাঁধা দিয়েছিল। ইহুদিদের মন্টিফিয়রের মহল্লায় বারবার আরবরা আক্রমণকরে। হাগানা যোদ্ধারা তা প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। ১৬ই জানুয়ারি ১৯৪৮ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘকে জানায় যে, সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইন বিভক্ত করার প্রস্তাব পাস হওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাতে ১০৬০জন আরব, ৭৬৯জন ইহুদি এবং ১২৩জন ব্রিটিশ নাগরিক নিহত হয়। প্রতিটি নৃশংসতার জবাব দ্বিগুণ নৃশংসতা দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। জেরুজালেম প্রতিসাম্যহীন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।

যুদ্ধ প্রস্তুতি: এদিকে দুই পক্ষেরই যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছিল। ৩০ নভেম্বর হাগানা প্যালেস্টাইনের ১৭-২৫ বছর বয়সের সকল ইহুদিদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লিখানোর আহ্বান জানায়। ডিসেম্বরে আরব লীগ প্যালেস্টাইনের মুক্তিযুদ্ধে সহয়তার জন্য গেরিলা যোদ্ধা ফওজি আল-কোয়াকজি'র নেতৃত্বে আরব লিবারেশন আর্মি গঠনের ঘোষণা দেয়। ৮-১৭ ডিসেম্বর আরব লীগের রাজনৈতিক কমিটির সভায় প্যালেস্টাইন বিভক্তির প্রস্তাবকে অবৈধ ঘোষণা করে। প্যালেস্টাইনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১০,০০০ রাইফেল ও ৩০০০ স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো এবং আরব লীগের টেকনিক্যাল মিলিটারি কমিটির জন্য ১০ লক্ষ পাউন্ড বরাদ্দ ঘোষণা দেয়। এরই মধ্যে আরব হাইয়ার কমিটি প্যালেস্টাইনের শহর ও গ্রাম প্রতিরক্ষায় ২৭৫টি স্থানীয় কমিটি গঠন করে। প্যালেস্টাইনের আরব গেরিলা

নেতা আবদুল কাদের আল হুসাইনী ১০ বছর নির্বাসন কাটিয়ে আরব প্রতিরোধ সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে গোপনে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করেন।

অপরদিকে, জুইশ এজেন্সির কার্যনির্বাহী কমিটির ১৭ ডিসেম্বর ঘোষণা দেয় যে, এজেন্সি আমেরিকান ইহুদিদের নিকট ২৫ কোটি ডলার প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছে। ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৪৮ হাগানা চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি সম্পন্ন করে। এই চুক্তির অধীনে ২৪,৫০০ রাইফেল, ৫০০ হাল্কা মেশিনগান, ২০০ মাঝারি মেশিনগান, ৫ কোটি ৪০ লক্ষ রাউন্ড গোলাবারুদ, এবং ২৫টি মেসারসজ্মিট ফাইটার প্লেন ক্রয়েরব্যবস্থা করা হয়। ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার আগেই অন্তত ১০,৭৪০টি রাইফেল, ১২০০ মেশিনগান, ২৬টি দূরপাল্লার কামান ও ১ কোটি ১০ লক্ষ গোলাবারুদ হাগানাকে সরবরাহ করা হয়। ১৯৪৮ এর মে মাসের মধ্যে বাকি অস্ত্রসস্ত্র ইহুদিদের হাতে পৌঁছে।

জেরুজালেমের ইহুদিরা কিছুটা অরক্ষিত ছিল। তেলআবিব থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত ৩০ মাইল পথ ছিল আরব এলাকার মধ্য দিয়ে। আমিন আল-হুসাইনীর ভাই আবদুল কাদের আল হুসাইনীর 'হলি ওয়ার আর্মি' প্রায়ই এই রাস্তা বন্ধ করে দিত এবং জেরুজালেমে ইহুদি এলাকায় আক্রমণচালাতো। ১লা ফেব্রুয়ারি হুসাইনীর অনিয়মিত বাহিনী মন্টিফিয়োর আক্রমণ করলে হাগানার যোদ্ধারা ৬ ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশরা মন্টিফিয়োর রক্ষার জন্য একটি ঘাটি স্থাপন করেছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশরা ৪জন হাগানা যোদ্ধাকে গ্রেফতার করে এবং পরে তাদের ছেড়ে দেয়। নিরস্ত্র এই চারজন হাগানা যোদ্ধা আরব জনতার হাতে নিহত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি হুসাইনী বাহিনী বেন ইয়েহুদা স্ট্রিটে আক্রমণচালিয়ে ৫২ জন ইহুদিকে হত্যা করে। এর প্রতিশোধে ইরগুন ১০জন ব্রিটিশ বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে।

ব্রিটিশ সরকার ক্রমান্বয়ে আরব ও ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় যথাক্রমে আরব ও ইহুদিদের নিকট স্থানীয় পুলিশের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে থাকে। কিন্তু হাগানা ও ইরগুন ২১ ডিসেম্বর থেকেই তেলআবিবের উত্তরের উপকূলীয় সমতল ভূমির গ্রামগুলি ও বেদুইন বসতিগুলির উপর আক্রমণ শুরু করে। ৩১শে ডিসেম্বর হাইফার বালাদ আল-শাইখে গণহত্যা চালিয়ে ৬০জন বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে স্থানীয় আরবদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। আরবরা তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণরক্ষার জন্য আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করা শুরু করে।

হাগানা ও ইরগুনের তৎপরতার ফলে জেরুজালেমের আরবরা দলে দলে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়ে পরে। হাগানা জেরুজালেমের প্রাচীন নুসাইবাহ দুর্গ উড়িয়ে দেয়। সাবেক আরব মেয়র হুসেইন খালিদী তার ডায়েরিতে আভিযোগ করেন, 'প্রত্যেকেই চলে যাচ্ছে। আমি আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারব না। জেরুজালেম আমরা হারিয়েছি। কাটামনে আর কেউ নেই। শেখ জাররাও খালি হয়ে গেছে। যার কিছু অর্থ অথবা চেক বই আছে তারা সকলেই মিশর, লেবানন বা দামেস্কে চলে যাচ্ছে।'

শীঘ্রই জেরুজালেমের আরব শহরতলি এলাকার আরবরাও ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া শুরু করে। তা সত্ত্বেও আব্দুল কাদির আল-হুসাইনীর বাহিনী ইহুদি অধ্যুষিত পশ্চিম জেরুজালেমকে উপকূলীয় এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন বিভক্তি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর থেকেই আরব রাষ্ট্রগুলির প্যালেস্টাইনে সরাসরি হস্তক্ষেপ শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আরব রাষ্ট্রগুলি প্যালেস্টাইন আক্রমণকরতে পারবে না, কারণ সেক্ষেত্রে কার্যত তা হবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। বিকল্প হিসেবে আরব লীগ 'আরব লিবারেশন আর্মি' নামে আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং এর বাইরে থেকেও কিছু স্বেচ্ছাসেবক ও প্যালেস্টাইনিদের নিয়ে একটি আধাসামরিক বাহিনী গঠন করে। ফওজি আল-কোয়াকজির নেতৃত্বে এই বাহিনী প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্যালেস্টাইনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্যালেস্টাইনে এই বাহিনীর তৎপরতার জন্য সামারিয়াসহ উত্তর প্যালেস্টাইন এলাকা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, যাতে আমিন আল-হোসাইনীর গেরিলা বাহিনীর ও এই বাহিনীর তৎপরতা একই এলাকায় না থাকে।

প্ল্যান দালিত: ব্রিটিশ সরকার ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ ঘোষণা করে যে, ১৫ মে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসান হবে। তখন আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হাগানার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে, প্যালেস্টাইনের জাইঅনবাদী কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের যে মাস্টার পস্ন্যান প্রস্তুত করে এবং পরবর্তীকালে এপ্রিলের শুরু থেকে কার্যকর করা শুরু হয়। এই পরিকল্পনা 'Plan Dalet' নামে পরিচিত। দালিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত এলাকাগুলির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা, এই এলাকাগুলিকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে চলমান একক প্রতিরক্ষা লাইন সৃষ্টি করা এবং প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র এলাকার বাইরে অবস্থিত ইহুদি বসতিগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্য অর্জনে প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা লাইনের পথে ও আশেপাশের আরব গ্রামগুলি দখল করে সেগুলি ধবংস করে ঐ এলাকাগুলি ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যূহের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে আরব বাসিন্দাদের বিতাড়িত করে এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যে সকল গ্রাম বা শহরে ইহুদি ও আরব মিশ্র অধিবাসী রয়েছে সে সকল গ্রামকে যতদূর সম্ভব আরব বাসিন্দামুক্ত করতে হবে। তেলআবিব থেকে জেরুজালেমের পথ মুক্ত করে পশ্চিম জেরুজালেমের ইহুদিদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ এর ৬ এপ্রিলে বেন গুরিয়ন দালিত পরিকল্পনার আওতায় অপারেশন 'নাঁখশন' শুরু করেন। ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে হাগানা তেলআবিব থেকে পশ্চিম জেরুজালেমের পথের সকল আরব গ্রাম দখল করে নেয়। ঐতিহাসিক বেনি মরিশ লিখেছেন, 'এই পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবে নির্দেশ ছিল পথের পাশের সকল প্রতিরোধকারী গ্রাম ধবংস করে দিতে হবে এবং আরব অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করতে হবে। যদিও এই দলিলের কোথাও লেখা নেই যে আরব অধিবাসীদের প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করতে হবে।'

আল-কাস্তেল: তেলআবিব-জেরুজালেম সড়ক নিয়ন্ত্রণ করতো আল-কাস্তেল নামক একটি গ্রাম। এই গ্রামটি ২রা এপ্রিল রাতে হাগানা দখল করে নেয়। হুসাইনী হাগানার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, ভারী অস্ত্র ছাড়া গ্রামটি পুনঃদখল করা যাবে না। তাই কাদের আল-হুসাইনী দ্রুত দামেস্কে চলে যান কিছু ভারী অস্ত্র সংগ্রহের জন্য। কিন্তু পরের দিন তাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

৭ই এপ্রিল আবদুল কাদের তার তিনশ' যোদ্ধা সমবেত করে কাস্তেল পুনরুদ্ধারে অভিযান চালান। রাত ১১ টায় তারা গ্রামটি আক্রমণ করে, কিন্তু ইহুদি বাহিনী এই অক্রমণ প্রতিহত করে। পরের দিন ভোর রাতে কাদির আল-হুসাইনী তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে একজন আহত অফিসারকে উদ্ধারের জন্য গ্রামের দিকে যান। কুয়াশার মধ্যে একজন হাগানা প্রহরী আগন্তুকদের ইহুদি পক্ষের ভেবে আরবি কথ্য ভাষায় আওয়াজ দেয়, 'আমরা এখানে আছি।' আবদুল কাদের প্রহরীকে নিজ পক্ষের ভেবে ইংরেজিতে বলে ওঠেন, 'হ্যালো বয়েজ।' হাগানার সদস্যরা নিজদের মধ্যে কখনো কখনো আরবি ভাষায় কথা বললেও কখনোই ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করত না। তাই সেই প্রহরী তার ভুল বুঝতে পেরে ভয় পেয়ে একরাশ গুলি ছুড়ে দেয়। আবদুল কাদির আল হুসাইনী সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

তার ভাই খালিদ অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। কাদিরের মৃত্যুসংবাদ প্রচার হওয়ার সাথে সাথে আরব আধাসমরিক বাহিনীর সদস্যরা দলে দলে আল-কাস্তেলে আসতে থাকে এবং কাস্তেল পুনঃদখল করে। 'পালমাখ' ইউনিটের সৈন্যরা তাদের অবস্থান রক্ষায় প্রাণ হারায়। অভিযোগ আছে যে, এই সংঘর্ষে আটক ৫০জন ইহুদি সৈন্যকে হত্যা করা হয়। কাস্তেল পুনর্দখলের ফলে জেরুজালেম আরবদের আওতায় ফিরে আসে।

৯ই এপ্রিল হুসাইনীর দাফনে জেরুজালেমে ত্রিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। আরব আধাসামারিক বাহিনী, ট্র্যান্সজর্ডনের 'আরব লিজীয়ন', কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ মানুষ সকলেই প্যালেস্টাইনের বীর মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান জানাতে জেরুজালেমে সমবেত হয়। আরব আধাসামারিক বাহিনী যারা কাস্তেল পুনর্দখল করেছিল তারাও জেরুজালেমে তাদের প্রিয় নেতার দাফনে শরিক হওয়ার জন্য কাস্তেলকে অরক্ষিত রেখে জেরুজালেমে চলে এসেছিল। এই সুযোগে হাগানার পালমাখ ব্রিগেড কাস্তেল ধবংস করে ধূলির সাথে মিশিয়ে দেয়।

দির ইয়াসিন: আরবরা যখন আবদুল কাদের আল হুসাইনীর শোকে মাতম করছে তখন ইরগুন ও লেহী ১৯৪৮ এর আরব ইসরায়েলি যুদ্ধের জঘন্যতম গণহত্যা চালিয়েছিল। দির-ইয়াসিন ছিল জেরুজালেম শহরের ঠিক পশ্চিম পাশে একটি আরব গ্রাম। লোকসংখ্যা ছিল ৭৫০। গ্রামটি জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। গ্রামটি শান্তি প্রিয় হিসেবে খ্যাত ছিল। এই গ্রাম আরব বিদ্রোহ বা যুদ্ধের সাথে কোনভাবেই সংশিস্নষ্ট ছিল না। কিন্তু গ্রামটি ছিল তেলআবিব-জেরুজালেম করিডরে। হাগানা এখানে বিমান অবতরণ ও উড্ডয়নের সুবিধা সৃষ্টি করে এখান থেকে

জেরুজালেমের অবরুদ্ধ ইহুদিদের জন্য রসদ সরবরাহের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করেছিল।

৯ই এপ্রিল ভোরে মেনাখেম বেগিনের নেতৃত্বে ইরগুন ও লেহী যোদ্ধারা গ্রামটি আক্রমণ করে। দুপুরের মধ্যে নারী ও শিশুসহ শতাধিক গ্রামবাসীকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। ২৫জন পুরুষ গ্রামবাসীকে ট্রাকে করে জেরুজালেমের জাখরন ইউসফ এলাকায় প্রদর্শন করা হয় এবং পরে গিড়াত সাউল ও দির ইয়াসিনের মাঝে অবস্থিত একটি পাথরের খনিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১২ই এপ্রিল মৃতদেহগুলি যখন সমাহিত করা হয় তখনকার গণনায় ২৫৪জন নারী, শিশু ও পুরুষের মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং এই তথ্য *নিউইয়র্ক টাইমস* প্রত্রিকায় ১৩ এপ্রিল প্রকাশিত হয়।

দির ইয়াসিন অভিযানে হাগানার ২৫জন যোদ্ধা অংশ গ্রহণ করেছিল, যদিও দাবি করা হয় তারা গণহত্যায় অংশগ্রহণ করেনি। হাগানা নেতারা স্বীকার করেছিলেন যে, দির ইয়াসিন ঘটনা 'ইহুদি যোদ্ধাদের আদর্শ অবমাননা করেছে এবং ইহুদি অস্ত্র ও পতাকাকে কালিমাযুক্ত করেছে।' জুইশ এজেন্সির নেতা বেন গুরিয়ন এমন কি ট্র্যান্সর্জডনের রাজা আবদুল্লাহ্‌র কাছে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু মেনাখেম বেগিন দাবি করেছেন, 'হাগানার জ্ঞাতসারে এবং হাগানার অধিনায়কের অনুমোদন নিয়েই দির ইয়াসিন দখল করা হয়েছিল।'

গ্রামের ১৪৪টি বাড়ির মধ্যে ১০টি ডিনামাইট দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে গ্রামের কবরস্থানটি বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ এর মধ্যে পোল্যান্ড, রুমানিয়া ও স্লোভাকিয়া থেকে আগত কট্টরপন্থি ইহুদিদের জন্য ঐ গ্রামে বসতি স্থাপন করা হয়। জেরুজালেম শহরের বিস্তৃতির সাথে এই গ্রামটি এখন জেরুজালেম শহরের অংশ হয়ে গেছে। এই এলাকার নতুন নাম করা হয়েছে সিবত সাউল বেত।

দির ইয়াসিনের গণহত্যা বিংশ শতাব্দীর প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই ঘটনার ধবংসযজ্ঞের পরিমাপ বা নিহতের সংখ্যার জন্য নয় বরং এই ঘটনা যে ঘটনাক্রমেরসূচনা করেছিল তা এই অঞ্চলের পরবর্তী ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারণ করেছিল। এই ঘটনা ও এর পারিপার্শ্বিকতা প্যালেস্টাইনি আরবদের মনে এমন অবুঝ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল যে পরবর্তী পর্যায়ে আরব গ্রামবাসীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইহুদিদের গৃহীত কিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ[৯] প্যালেস্টাইনের ৪০০ আরব গ্রামকে জনশূন্য করে ৭ লক্ষ আরবকে উদ্বাস্তু করতে সহায়ক হয়েছিল।

মেনাখেম বেগিনের ভাষায়, 'সারাদেশের আরবরা ইরগুনের নৃশংসতার অতিরঞ্জিত কাহিনি বিশ্বাস করে সীমাহীন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য পালাতে শুরু করে। গণপালায়ন দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা নিয়ন্ত্রণহীন উর্ধ্বশ্বাসে ধাবনে রূপ নেয়। এই ঘটনার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল অপরিমেয়। পরবর্তীতে ইসরায়েল রাষ্ট্রে ইউরোপ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক অভিবাসনকারীদের স্থান সংকুলানে সহায়ক হয়েছিল।'

দির ইয়াসিন প্যালেস্টাইনি আরব গণহত্যার প্রথম অথবা শেষ ঘটনা নয়। গ্রামটির জেরুজালেম শহরের নৈকট্য এবং তেলআবিব-জেরুজালেম সড়কের উপরে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কারণে বিশ্ব-প্রচারমাধ্যমে গুরুত্ব পেয়েছে এবং আরব মানসিকতায় এর প্রভাব ছিল লক্ষণীয়। প্যালেস্টাইনে ১৯৪৭-'৪৮ সালে এ ধরনের ঘটনা আরো বহু ঘটেছে। দির ইয়াসিন গণহত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইন থেকে যত বেশি সংখ্যক আরবদের বিতাড়িত করা অথবা তাদেরকে চলে যেতে উৎসাহিত করা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে এবং পরে ইহুদি সামরিক বাহিনী শুধু এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু আরব অধ্যুষিত শহর ও গ্রামের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছে এবং তাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে।

মিশমার হাইমেক: মিশমার হাইমেক উত্তর প্যালেস্টাইনের জেজরিল উপত্যকার একটি কিবুজ। ৪ এপ্রিল ১৯৪৮ ফওজি আল-কোয়াকজির নেতৃত্বে প্রায় ১০০০ আরব লিবারেশন আর্মির সেনা কিবুজটি আক্রমণ করে। ৮০০ গজ দূর থেকে আরব লিবারেশন আর্মি কিবুজটির উপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। তিনদিন গোলাবর্ষণ এবং পদাতিক অভিযান চালিয়ে আরবরা কিবুজটি দখল করতে ব্যর্থ হয়। ৭ এপ্রিল একটি ব্রিটিশ ইউনিটের মধ্যস্থতায় ২৪ ঘন্টার যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হয়। কোয়াকজির দাবি অনুসারে হাগানা আত্মসমর্পণে রাজি না হলে যুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়। ইতিমধ্যে হাগানার গোলানি বিগ্রেডের একটি কোম্পানি এবং ১-পালমাখ ইউনিট কিবুজের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সাথে যোগ দিতে সমর্থ হয়।

বেন গুরিয়নের নির্দেশে হাগানা ৮ এপ্রিল পাল্টা আক্রমণ করে। নির্দেশ ছিল কিবুজটির আশপাশের সকল আরব গ্রাম দখল করে ধবংস করা এবং এলাকা থেকে 'আরব লিবারেশন আর্মি' এবং আরব বাসিন্দাদের স্থায়ীভাবে বিতাড়িত করে কিবুজটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তদনুসারে ৮/৯ এপ্রিল মিশমার হাইমেকের পার্শ্ববর্তী ঘুরায়া আল-তাহতা, ঘুরায়া আল-ফাউকা এবং খিবাত বাইতবাস দখল করে গ্রামগুলি ধূলিস্যাৎ করে গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করা হয়। ১০ এপ্রিল নিকটবর্তী গ্রাম আবুসুশা, ১২ তারিখে আল-কাকরাইন ও আবু জুরাইক গ্রাম ধ্বংস করা হয়। ১২ এপ্রিল তারিখে আল-কোয়াকজি ও তার সৈন্যদের হাগানা বাহিনী প্রায় ঘিরে ফেলে। আরব লিবারেশন আর্মি দ্রুত যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে জেনিনে ফিরে যায়। ১২-১৩ এপ্রিল রাতে পালমাখ ইউনিট আল-মাপসি এবং নাঘানাঘিয়া গ্রাম দুটি ধবংস করে। মধ্যপ্রাচ্যবিশেষজ্ঞ এলিয়েজার বাউয়ের যিনি মিশমার হাইমেকের বাসিন্দা ছিলেন ১৪ই এপ্রিল ১৯৪৮ তার ডায়েরিতে লিখেছেন, '(আল জুরাইক) গ্রামের গ্রামবাসীরা যখন গ্রাম থেকে পালিয়ে জিজরিল উপত্যকায় প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছিল তখন পার্শ্ববর্তী বসতির ইহুদি বাহিনী তাদেরকে ধাওয়া করে ঘিরে ফেলে। তখন বন্দুকের গুলিতে কিছু লোক নিহত হয় এবং বাকিরা আত্মসমর্পণ করে অথবা নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের ধরে ফেলা হয়। এদের প্রায় সকলকেই হত্যা করা হয়।'[১০]

হাইফা: ১৯৪৮ এর জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত হাগানা হাইফা ও আল হুলা হ্রদের আশেপাশে গ্রামগুলির উপর আক্রমণচালিয়ে আরব গ্রামবাসীদের উচ্ছেদ করে। হাগানার কমান্ডো বাহিনী পালমাখ নেগেব মরুভূমি থেকে বেদুইনদের বহিষ্কার করে দেয়। মার্চ থেকে মধ্য মে পর্যন্ত জাইঅনবাদীরা উপকূলীয় এলাকায় দ্বিতীয় বারের মত 'আগাছা উপড়ে ফেলা' অভিযান চালায়। হাগানার আলেজান্দ্রোনা ব্রিগেড ও অন্যান্য ইউনিট হাইফা থেকে ও জাফার উপকূলীয় এলাকা থেকে প্রায় সকল প্যালেস্টাইনি জনপদ জনশূন্য করে ফেলে। ৯-১০ মে তারিখে হাগানার গোলানি বিগ্রেড ও পালমাখ আরব লিবারেশন আর্মির হাত থেকে সাফাদ দখল করে নেয়। তীব্র প্রচারণা ও আক্রমণের মাধ্যমে স্থানীয় আরবদের পূর্ব গ্যালিলী ও গ্যালিলীর সংকীর্ণ ভূভাগ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। রোশ পিন্নার দক্ষিন হতে জর্ডন নদী পর্যন্ত এলাকা থেকে বেদুইনদের বিতাড়িত করা হয়। হাগানার গোলানি ব্রিগেড ও পালামাখের কয়েকটি ইউনিট ১৬-১৭ এপ্রিল টাইবেরিয়াস দখল করে নেয় এবং প্যালেস্টাইনিদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে। ২১ এপ্রিল ব্রিটিশরা হঠাৎ করে হাইফা পরিত্যাগ করলে হাগানা হাইফার আরব মহল্লাগুলিতে মর্টার ও মেশিনগান নিয়ে আক্রমণ শুরু করে। ২২শে এপ্রিল স্থানীয় আরব আধাসামরিক বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে। হাগানার অবিরাম গোলাবর্ষণ ও পদাতিক অভিযানের মুখে হাইফার সাধারণ আরব নাগরিকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ২৭শে এপ্রিল হাগানা জাফার পূর্ব শহরতলির উপর তীব্র পদাতিক আক্রমণ শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল জাফাকে তার পশ্চাদভূমির গ্রামগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। ইরগুন ও হাগানার যৌথ আক্রমণের মুখে প্রায় ৫০,০০০ আরব তাদের বাড়ি-ঘর ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আইন আল জায়তুন: আইন আল জায়তুন ছিল সাফাদ শহরের উত্তরে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে আপার গ্যালিলীর একটি গ্রাম। গ্রামটির লোকসংখ্যা ছিল ৮২০জন। হাগানার কমান্ডো বাহিনী পালমাখ গ্রামটি দখল করে ২রা মে, ১৯৪৮।

ইসরায়েলি ঐতিহাসিক ইলাম পাপ্পের মতে ইহুদি সেনারা আরব শহরের শহরতলিতে গণহত্যার কৌশল অনুসরণ করত। শহরতলির এই গণহত্যা শহরের আরব আধিবাসীদের শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে প্ররোচিত করত। এই কৌশলে তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক মানুষ হত্যা করে বেশি সংখ্যক আরবকে উদ্বাস্তু করতে খুবই কার্যকর ছিল। জেরুজালেমের পাশে দির ইয়াসিন, টাইবেরিয়াস শহরের পাশে নাসির আল-দিন, সাফাদ শহরের পাশে আইন আল-জায়তুন, হাইফার কাছে তিরাত হাইফাতে একই কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। হাগানা এইসকল এলাকার আরবদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।

আইন আল-জায়তুন ইহুদিরা দখল করার ঠিক আগে প্রায় সকল যুব ও মধ্যবয়সী পুরুষরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পালমাখের ৩য় ব্যাটালিয়ন আইন আল-জায়তুন আক্রমণ করেছিল, সাফেদ আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে। এই গ্রামের উপর সর্বপ্রথম ইহুদিদের নিজেদের প্রস্তুত ডেভিডকা মর্টার ব্যবহার করে। এই মর্টারের গোলা খুবই

উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করত, কিন্তু লক্ষ্যভেদে ছিল দুর্বল। বিকট শব্দের কারণে আশেপাশের আরবদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারে ছিল খুবই কার্যকর। গ্রামটি খুব সহজে দখল করে নেওয়া হয়েছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা পালাতে পারেনি তাদের মধ্য থেকে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়সের প্রায় ১০০জনকে রেখে অন্যদের জোর করে গ্রাম থেকে উৎখাত করা হয়। নেতিডা বেন এহুদা নামের একজন পালমাখ সেনার সাক্ষ্য অনুসারে, বন্দিদের হাত পা বেঁধে একটা গভীর গিরিখাতে ফেলে দেওয়া হয় এবং সেখানে এভাবেই দু'দিন ফেলে রাখা হয়। পালমাখের কমান্ডার কেলম্যান ঝামেলা শেষ করার সিদ্ধান্ত নিলে তার ইউনিটের কেউই এভাবে বন্দিদের হত্যা করতে রাজি হয়নি। পরে অবশ্য দু'জনকে আদেশ দেয়া হলে তারা গিরিখাতে পড়ে থাকা বন্দিদের হত্যা করে। এই গণহত্যার খবর প্রকাশ হয়ে গেলে পাছে ব্রিটিশ বা জাতিসংঘের তদন্তে গণহত্যার তথ্য বেরিয়ে পড়ে সেই ভয়ে মৃত বন্দিদের বাঁধন খুলে দিয়ে দেহগুলি মাটি চাপা দেয়া হয়।

৭ থেকে ১৮ জুলাইয়ের মধ্যে ইসরায়েলি বাহিনী স্থানীয় আরব আধাসামরিক বাহিনীর হাত থেকে লীড্ডা ও আল-বামলা দখল করে এবং দু'টি শহর থেকেও আরবদের বহিষ্কার করে। ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (IDF) এর গিভাটি ব্রিগেড মিশরীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হেবরন ও উপকূলের মাঝে আল-বামলার দক্ষিণের গ্রামগুলির সকল অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আইডিএফ এর নেগেব ও ইফতাখ বিগ্রেড নেগেব মরুভূমিতে অভিযান চালিয়ে বেদুঈনদের তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করে। ২৯-৩০ অক্টোবর ইসরায়েলি বাহিনীর গিবাতি, ওদেদ ও শেবা ব্রিগেড কোয়াকজি বাহিনীকে আপার গ্যালিলী থেকে বিতাড়িত করে। তাদের অগ্রাভিযানের মুখে হাজার হাজার প্যালেস্টাইনি তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

১৯৪৮ এর ২৯ অক্টোবর ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স গ্যালিলীর আরব গ্রাম সাফসাফ দখল করে। ইসরায়েলি বাহিনীর 'অপারেশন হিরামের' অধীনে সাফসাফই প্রথম আরব গ্রাম যা ইসরায়েলিদের দখলে আসে। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল 'কেন্দ্রীয় গ্যালিলী পকেটে' শত্রুকে ধ্বংস করে সমগ্র গ্যালিলী নিয়ন্ত্রণে এনে দেশের উত্তর সীমান্তে প্রতিরক্ষা লাইন স্থাপন করা। দুই প্লাটুন সাজোয়া গাড়ি ও এক কোম্পানি ট্যাংক গ্রামটি আক্রমণ করে। গ্রামটি দখলের আগে সন্ধ্যা থেকে ভোর ৭ টা পর্যন্ত তীব্র লড়াই চলে। হাগানার একজন সিনিয়র কর্মকর্তা ইয়সেফ নাহমানি'র ৬ই নভেম্বরের ডায়েরি ও চাক্ষুষ সাক্ষী আরবদের বক্তব্য থেকে এই গণহত্যার তথ্য পাওয়া যায়। 'সাফসাফ-এর বাসিন্দারা সাদা পতাকা উত্তোলনের পরে সৈন্যরা পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা করে। ৫০ থেকে ৬০জন আরব কৃষক (ফেলাহিন) কে বেঁধে ফেলে এবং তাদের গুলি করে হত্যা করে এবং একটি কুয়োতে ফেলে মাটি চাপা দেয়। তারা কয়েকজন মহিলাকে ধর্ষণও করে।'

১৯৪৯ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি মিশরের সাথে সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের পরেও ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স যুদ্ধবিরতির চুক্তির শর্ত অমান্য করে ফালুজা থেকে ২-৩ হাজার আরবকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে।

যে কোন মূল্যে নিরাপত্তা: জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন বিভক্তির প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পর থেকেই প্যালেস্টাইনের জাইঅনবাদী কর্তৃপক্ষ বিশ্ব জাইঅনবাদী নেতৃত্বের সাথে সমন্বয় করে প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার ভিত মজবুত করার উদ্দেশ্যে দৃঢ় চিত্তে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই পথে জাতিসংঘের প্রস্তাব, মানবাধিকার, আইনগত বৈধতা বা অবৈধতা, বিশ্বজনমত, এমনকি তাদের শক্তির প্রধানতম উৎস যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ঘোষিত নীতি কোন কিছুই প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদীদের কার্যক্রমে বাধা হয়ে দেখা দেয়নি। যখন ও যেখানে যা প্রয়োজন নির্দ্বিধায় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অনতিকাল পূর্বে ইউরোপে ইহুদি নিধনের যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তার স্মৃতিও আরবদের বিরুদ্ধে বারংবার গণহত্যা পরিচালনে তাদের দ্বিধাগ্রস্ত করেনি।[১১] ব্রিটিশ ম্যান্ডেট সরকারের পড়োপড়ো অবস্থায় প্যালেস্টাইনের ঘটনা প্রবাহের প্রতি তাদের ইচ্ছাকৃত উদাসীনতা এবং যতশীঘ্র সম্ভব প্যালেস্টাইনকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে প্যালেস্টাইন ত্যাগের সকল আয়োজনে নিবদ্ধ থাকা প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদীদের যথেচ্ছ শক্তি প্রয়োগে উৎসাহিত করেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অন্তত জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়নে প্যালেস্টাইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনকে ন্যূনতম সহযোগিতা করলেও জাইঅনবাদীদের বেপরোয়া আচরণ কিছুটা সংযত হতে পারত।

ব্রিটিশদের ঘোষণা অনুসারে, ১৫ ই মে, ১৯৪৮ ম্যান্ডেট অবসানকে সামনে রেখে জুইশ এজেন্সি ও হাগানা ঐ তারিখের পূর্বেই ইহুদি রাষ্ট্রের সকল নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ম্যান্ডেট অবসানের পরে আরব রাষ্ট্রগুলির নিয়মিত বহিনীর প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিশ্চিত হামলা প্রতিহত করার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আরব রাষ্ট্রগুলির সরাসরি আক্রমণের প্রস্তুতি পর্বের অগ্রবর্তী দল হিসেবে দুটি আরব আধা-সামরিক বাহিনী প্যালেস্টাইনে তৎপর ছিল। আবদুল কাদির আল হুসাইনী ও হাসান সালামার নেতৃত্বে 'আর্মি অব দি হলি ওয়ার' জেরুজালেম অঞ্চল এবং তেলআবিব-জেরুজালেম সড়কের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছিল। এপ্রিলের মধ্যেই জেরুজালেমসহ তেলআবিব-জেরুজালেম সড়ক এবং পার্শ্ববর্তী আরব গ্রামগুলি হাগানার নেতৃত্বে জাইঅনবাদী বাহিনী ধ্বংস করে এলাকাটি পুরোপুরি ইহুদি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। ম্যান্ডেট শেষ হওয়ার আগেই 'হলি ওয়ার আর্মি' প্যালেস্টাইনে ইহুদি শক্তিকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রতিহত করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

ফওজি আল-কোয়াকজির নেতৃত্বে আরব লিবারেশন আর্মি ১৯৪৮ এর ৭ মার্চ ট্র্যান্সজর্ডন থেকে এলেনবী ব্রিজ অতিক্রম করে প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করে। এপ্রিলের প্রথমদিকে উত্তর প্যালেস্টাইনে জোরেশোরে হাগানার বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করে কিন্তু হাগানা যোদ্ধাদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে জেনিনে আশ্রয়গ্রহণ করে। এর পরপরই 'পালমাখ' আরব লিবারেশন আর্মির হাত থেকে সাফাদ দখল করে নেয়। ১৪ মের মধ্যে টাইবেরিয়াস, হাইফা, জাফা, পশ্চিম জেরুজালেমের কাটামন আবাসিক এলাকা, পশ্চিম জেরুজালেমের আরব আবাসিক এলাকা, আল রমলা-লাতরুন সড়কের উপর

অবস্থিত সকল গ্রাম, আল-রিমলা, বেসান উপত্যকার সকল গ্রাম ও বেসান শহর, একর ও একর শহরের উত্তরে উপকূল এলাকা, জেরুজালেমের পুরানো শহরের বাইরে আরব মহল্লা এবং পুরানো জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং এলাকাগুলি আরব মুক্ত করে ফেলে।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক সংঘর্ষ এবং আরব রাষ্ট্রগুলির সাথে সরাসরি যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে জুইশ এজেন্সি চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে ১২.২৮ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি সম্পাদন করে। প্যালেস্টাইনে আরব ইহুদি সংঘর্ষ দিন দিন অবনতির প্রেক্ষিতে বিবদমান দুই পক্ষের উপর যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই নিষেধাজ্ঞা আরবদের উপর কার্যকর হলেও সেভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় চেকোস্লোভাকিয়া চুক্তি অনুসারে জাইঅনবাদীদের অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখে। সোভিয়েত একনায়ক জোসেফ স্টালিন চেকোস্লাভাকিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যানের সাহায্য গ্রহণে বাধা দেয়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে চেকোস্লোভাকিয়াকে নগদ অর্থের বিনিময়ে হাগানাকে অস্ত্র সরবরাহে সহায়তা করে। ইহুদিরা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবলে সমৃদ্ধ ছিল। হাগানার লোকবলের মধ্যে প্রায় ২৯০০০ সেনা ছিল যারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটেনসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সামরিক বাহিনীর অংশ হিসেবে সক্রিয়ভাবেযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বহু ইউরোপীয় দেশের অতিরিক্ত সামরিক অস্ত্র সরঞ্জাম সংগ্রহে আন্ত র্জাতিক জাইঅনবাদীরা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেয়। চেকোস্লোভাকিয়া হতে সর্বাধুনিক অস্ত্র লাভের ফলে হাগানা বাহিনীর দক্ষতা ও কার্যকরিতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।

টীকা

১. ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ মিশর, ইরাক, লেবানন, সউদী আরব, সিরিয়া, ট্রান্স জর্ডন ও ইয়েমেন—এই সাতটি আরব দেশ মিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যৌথ আরব অবস্থান তুলে ধরার উদ্দেশ্যে আরব লীগ নামে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করে।

২. তুর্কি সাম্রাজ্যে জমি পরিমাপের একক হিসেবে ব্যবহার করা হত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ১০০ পদক্ষেপ বেষ্টিত জমি। তুর্কি সাম্রজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এক ডুনাম জমির পরিমাপ ৯০০ থেকে ২৫০০ বর্গমিটার হত। ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইন ১ ডুনাম জমি ১০০০ বর্গমিটার সমান ছিল।

৩. Lenczowski, George (1956), The Middle East in World Affairs (2nd ed, Ithaca; Cornell University Press), p. 334।

৪. Lenczowski, George (1990). American Presidents and the Middle East. Duke University Press, p 157 cite, Harry S, Truman, Memoires p. 158।

৫. Heptulla, Najma (1991), Indo-West Asian Relations: the Neheru Era, Allied Publishes, p. 158।

৬. Quigly, John B. (1990). Palestine and Israel: A Challenge to Justice, Duke University Press, p. 37।

৭. Phyllis Bennes, Before and After: Foreign Policy and the 11 September Crisis।

৮. Ahron Bergman: Jihan El-Tahri (1998). The Fifty Years War, Israel and the Arabs, Penguin Books, p. 25।

৯. প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসীরা সাধারণত আরব গ্রামের মুখতার (গ্রাম প্রধান) এর মাধ্যমে আরবদের সাথে যোগাযোগ রাখত। ১৯৪৮ সালে যুদ্ধের সময় ইহুদি এজেন্টরা মুখতারদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য হিসেবে ইতিপূর্বে আরব গ্রামে ইহুদি হামলার অতিরঞ্জিত নৃশংসতার বিবরণ দিয়ে তাদের গ্রামের উপর আসন্ন সন্ত্রাসী আক্রমণেরমিথ্যে খরর দিত। এর ফলে আরবরা তাদের গ্রামে ইহুদি সন্ত্রাসীদের কথিত আক্রমণেরআগেই নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে যেত।

১০. Benny Morris (2004), The Birth of Palestinian Refugee Problem Revisited, Cambridge University Press, note 610, p. 297।

১১. UNSCOP রিপোর্টে প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদীদের বেপরোয়া কার্যকলাপ এভাবে বর্ণনা করেছে, 'The right of any Community to use force as a means of gaining its political ends is not admitted..... Since the beginning of 1945 the Jews have implicitly claimed this right and have supported by an organized campaign of lawlessness, murder and sabotage, their contention that, whatever other interests might be concerned, nothing should be allowed to stand in the way of Jewish state and free Jewish immigration to Palestine' অর্থাৎ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোন সম্প্রদায়কেই বল প্রয়োগের স্বাধীনতা দেওয়া যায় না...। ইহুদিরা ১৯৪৫ সালের শুরু থেকে এই অধিকারই চাইছে। ব্যাপক অরাজকতা, খুন এবং নাশকতার মাধ্যমে এটাই তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে যে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং প্যালেস্টাইনে অবারিত ইহুদি অভিবাসন নিশ্চিত করার পথে অন্য যার স্বার্থই থাকুক তার কোন কিছুই বাধা হতে দেওয়া যাবে না।' Report of the United Nations Special Committee on Palestine, Vol, II p. 28।

২৯

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্রের প্যালেস্টাইন নীতির হঠাৎ একটা নাটকীয় পরিবর্তন দেখা দেয়—যদিও এটা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সিকিউরিটি কাউন্সিলে বলেন যে, জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনের বিভাগ বাস্তবায়নের পরিবর্তে শান্তিরক্ষকের ভূমিকা পালন করা উচিৎ। আরব রাষ্ট্রসমূহ বিশেষকরে সউদি আরব ও ইরাকের প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরিকল্পনার বিরোধিতার কারণে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, আরবরা হয়ত যুক্তরাষ্ট্রের উপর তেল নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে পারে। এই বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের কূটনীতিকগণ প্যালেস্টাইনে ইহুদি আকাঙ্ক্ষার প্রতি নিশঃর্ত সমর্থন প্রত্যাহারের সুপারিশ করে। এছাড়াও তাদের ধারণা ছিল যে, সম্মিলিত আরব আক্রমণেরমুখে ইহুদি রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে না। আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সামরিক সহায়তা ব্যতীত ইহুদি রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হবে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাতিসংঘের প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরিকল্পনা হতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন প্রত্যাহারের সুপারিশ করে।

১৯-২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র সিকিউরিটি কাউন্সিলকে প্যালেস্টাইন বিভক্তির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্থগিত করার অনুরোধ জানায়। পরিবর্তে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশনে প্যালেস্টাইনের জন্য একটি ট্রাস্টিশিপ পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য আহ্বান জানায়। প্যালেস্টাইনের আরব ও ইহুদিদের মধ্যে চলমান সংঘর্ষ ও দেশ বিভাগের প্রশ্নে মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে একমাত্র বিপুল সামরিক শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, যা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অনিশ্চিত। তাই ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার পথ খোলা রেখে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে প্যালেস্টাইনকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রশাসিত হওয়া উচিত। প্রস্তাবিত এই প্রশাসনে যুক্তরাষ্ট্র অংশগ্রহণে প্রস্তুত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

প্রস্তাবটি আরবরা গ্রহণ করলেও ইহুদিরা অত্যন্ত জোরালোভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। জুইশ এজেন্সির প্রতিনিধি সিকিউরিটি কাউন্সিলে ঘোষণা করেন যে, প্যালেস্টাইনের বিভক্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যদি আন্তর্জাতিকভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় প্রস্তাবিত ট্রাস্টি প্রশাসন স্থাপনের জন্য অধিকতর শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। প্রস্তাবের মধ্যে ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বানচাল বা বিলম্বিত করার একটি প্রয়াস দেখতে পায়।

তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবে প্যালেস্টাইনের জন্য অসি পরিষদের অধীন একটি একক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছিল। প্যালেস্টাইনে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সেই রাষ্ট্র কোনক্রমেই একটি ইহুদি রাষ্ট্র হবে না, কারণ তখনো সমগ্র প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও কম ছিল। খাঁটি ও নিরঙ্কুশ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ব্যতীত প্যালেস্টাইনে অবাধ ইহুদি অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। তাই জাইঅনবাদীরা কৌশল গ্রহণ করে যে, প্যালেস্টাইনে ১৫ই মে পূর্বেই এমন একটি বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যেন ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথে সকলের নিকট এই রাষ্ট্র একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়। একই সাথে যে কোন উপায়েই হোক ঐ তারিখের মধ্যে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব যেন গৃহীত না হতে পারে তা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘে জোর কূটনৈতিক অভিযান চালাতে হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবের বিপক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হবে।

৩০

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

খাইম ওয়াইজম্যান: ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির হঠাৎ পরিবর্তন জাইঅনবাদী কূটনীতিকে সংকটে ফেলে দেয়। জুইশ এজেন্সি ও আমেরিকার জাইঅনবাদীরা খাইম ওয়াইজম্যানকে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে এই সংকট সমাধানের জন্য জরুরি অনুরোধ জানায়। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জনমত জাইঅনবাদীদের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে খাইম ওয়াইজম্যানের বিকল্প জাইঅনবাদীদের ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের কারণে ব্রিটিশদের সহায়তায় প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ অর্থাৎ ব্যাপক হারে ইহুদি অভিবাসন সম্ভব হয়েছিল। প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা সেই রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে গেছে। এখন পরিস্থিতি বদলে যাবার আগেই সর্বোচ্চ কূটনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যতটা সম্ভব ত্বরান্বিত করে অপরিবর্তনীয় বাস্তবতা সৃষ্টি করতে হবে। জাইঅনবাদীরা ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্যালেস্টাইনে যে নীতি অনুসরণ করছিল তা খাইম ওয়াইজম্যানের ভাষায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্যালেস্টাইনের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে জাইঅনবাদীদের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, 'It was plain to me that retreat would be fatal. Our only chance now, as in the past was to create facts, to confront the world with these facts, and to build on these foundations.'[১] 'আমার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে পিছু হটা হবে মারাত্মক। আগের মতই, এখন আমাদের একমাত্র সুযোগ হচ্ছে বাস্তবতা সৃষ্টি করা, তা নিয়ে পৃথিবীর মুখোমুখি হওয়া এবং তার উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করে যাওয়া।'

আন্তর্জাতিক জাইঅনবাদী নেতাদের মধ্যে খাইম ওয়াইজম্যান প্রথমে ব্রিটেনের এবং পরবর্তী পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাবানদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব খাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত তারই প্রয়াসে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার বালফোর ঘোষণা করেছিল, যা ছিল প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রতি কোন বিশ্বশক্তির প্রথম আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার

জন্য ম্যান্ডেটরি কর্তৃপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাও ছিল যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি আলোচনায় জাইঅনবাদী প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ওয়াইজম্যানের কূটনৈতিক দক্ষতার ফসল। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে 'প্যালেস্টাইন পার্টিশন প্ল্যান' অনুমোদনের পেছনেও ওয়াইজম্যানের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়াইজম্যান প্রথমবার ১৯২১-১৯৩১ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৩৫-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ওয়াইজম্যানের ব্রিটিশঘেঁষা নীতি এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী আক্রমণের বিরোধিতার কারণে তিনি ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনে কোনঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৪৬ এর কংগ্রেসে অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি প্রেসিডেন্টের পদ হতে বাদ পড়েন এবং বেন গুরিয়নকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'The twenty-first Congress therefore had special character, differing in at least one respect from previous Congresses: the absence among, very many delegates of faith, or even hope, in the British Government, ...I became, therefore, as in the past, the scapegoat to the sins of the British Government; and knowing that their assault on the British Government was ineffective, the actors .... turned their shafts on me. About half of the American delegation, led by Rabbi Silver, and a part of the Palestine, led by Mr Ben Gurion, had made up their minds that I was to go.'[২] অর্থাৎ, 'একুশতম কংগ্রেসের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যা আগের কংগ্রেসের ছিল না, তা হল বহু প্রতিনিধির মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের উপর বিশ্বাস, এমনকি আশাও ছিল না,... অতএব আগের মতই ব্রিটিশ সরকারের পাপের জন্য আমাকে বলির পাঁঠা হতে হয়েছিল। তারা জানত যে ব্রিটিশ সরকারের উপর তাদের আক্রমণ কোন কাজে আসবে না... নাটের গুরুরা তাদের অস্ত্র আমার দিকেই তাঁক করলো। রাবাই সিলভারের নেতৃত্বে প্রায় অর্ধেক আমেরিকান প্রতিনিধি এবং মি. বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে কতিপয় প্যালেস্টাইনি মনস্থির করে ফেলেছিল যে আমাকে বিদায় নিতে হবে।' বুঝাই যায় ড. ওয়াইজম্যানের পক্ষে কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিতই নয়, বেদনাদায়কও ছিল। অভিমান নিয়ে তিনি জাইঅনবাদী সক্রিয় রাজনীতি থেকে প্রায় অবসরের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশনের ও জুইশ এজেন্সির কর্ণধার না থাকলেও প্যালেস্টাইন প্রশ্নটি যখন জাতিসংঘে উত্থাপিত হয় তখন WZO এবং জুইশ এজেন্সির অনুরোধে তিনি জাতিসংঘে জাইঅনবাদীদের পক্ষের অনানুষ্ঠানিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং অতি দক্ষতার সাথে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা জাতিসংঘে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

১৯৪৭ এর ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্যালেস্টাইন পার্টিশন পস্ন্যান অনুমোদিত হওয়ার পর ওয়াইজম্যান ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সমাপ্ত হয়েছে ধারণা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে লন্ডনে কিছুদিন অবস্থানের পর প্যালেস্টাইনে তার প্রতিষ্ঠিত ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪৮ এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জাইঅনবাদীরা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্যালেস্টাইন নীতি তথা প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের নীতি পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিশেষকরে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সন্দিহান হয়ে পড়েন যে প্যালেস্টাইনের জাইঅনবাদীরা আরব রাষ্ট্রসমূহের আক্রমণেরমুখে টিকে থাকতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ওয়াইজম্যান যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাইঅনবাদী ও জাইঅনবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল নেতাদের সাথে শলাপরামর্শ শুরু করেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য এবং জাতিসংঘের সদস্যদের প্রতিনিধিদের সাথে প্যালেস্টাইনের পার্টিশন বিষয়ে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু তখনো সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠকে পার্টিশন প্ল্যানের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হয়নি। ১৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান প্যালেস্টাইন পার্টিশনের পক্ষে তার অবস্থানের কথা ওয়াইজম্যানকে জানিয়েছিলেন। ওয়াইজম্যান আমেরিকান প্রেসিডেন্টের এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারেননি। তিনি মন্তব্য করেছেন, 'I doubt, however, whether he was himself aware of the extent to which his own policy and purpose had been balked by subordinates in the State Department.' অর্থাৎ, 'যাই হোক আমি সন্দিহান তিনি (প্রেসিডেন্ট) জানেন কিনা স্টেট ডিপার্টমেন্টে তারই অধস্তনরা কি পরিমাণে তার নীতি ও উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে।'

প্রকৃতপক্ষে তখন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি প্রশাসন ছিল খুবই দুর্বল। ঐ বছরই নভেম্বরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সম্ভাব্য ফল সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পুনঃনির্বাচিত হবেন না। তাই রাষ্ট্রপতি ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অনেক বিষয়েই সমন্বয়হীনতা দেখা যাচ্ছিল। প্যালেস্টাইন বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও স্টেট ডির্পাটমেন্টের মতদ্বৈততা প্রকট হয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল। পরের দিন ১৯ মার্চ জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সিনেটর অস্টিন প্যালেস্টাইনে বিবদমান পক্ষের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধ-বিরতি করা এবং ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব করেন যাতে ১৫ মে, ১৯৪৮ ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের পূর্বেই অসি পরিষদের অধীন প্যালেস্টাইনে নতুন সরকার গঠন সম্ভব হয়।

ওয়াইজম্যান যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রকে জাইঅনবাদের পক্ষে আনতে না পারলেও ইহুদি নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম এবং তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের জনমত প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকায় এটা ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্যালেস্টাইনে যে ট্রাস্টিশিপ সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি জাতিসংঘের পক্ষে প্যালেস্টাইনে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং সেখানকার বিবাদমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অন্তত তিন লক্ষ সেনা প্যালেস্টাইনে মোতায়েন করতে হবে। ২য় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে আমেরিকান জনগণের নিকট এই সম্ভাবনা মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। ওয়াইজম্যানের ভাষায়,

'During those crucial days we had many defenders in the public press, foremost among them Mr Sumner Wellis, who wrote a number of impressive articles in the Herald Tribune. The New York Times... strongly criticized the United States reversal, and urged that partition be given a chance.'[৩] অর্থাৎ 'এই সঙ্কটপূর্ণকালে সংবাদপত্র জগতে আমাদের অনেক সমর্থক ছিল যাদের সর্বাগ্রে ছিলেন মি. সুমনার ওয়েলিস যিনি Herald Tribune এ বেশ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। New York Times যুক্তরাষ্ট্রের নীতি পাল্টানোর কঠোর সমালোচনা করত এবং (প্যালেস্টাইন) বিভক্তিকে সুযোগ দেওয়ার জোরালো সুপারিশ করত।'

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুসারে প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব স্থগিত রেখে অন্তর্বর্তীকালের জন্য সমগ্র ম্যান্ডেট প্যালেস্টাইনে ট্রাস্টিশিপ সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেনি। ১৬ই এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বিস্তারিত ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পেশ করে। সাধারণ পরিষদ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য ১ম কমিটিতে প্রেরণ করে। ২০ এপ্রিল হতে ১ম কমিটিতে প্রস্তাবটির উপর বিতর্ক শুরু হয়। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবটি খুব সহজে অনুমোদিত হবে না। বিশেষকরে প্যালেস্টাইনে জাইঅনবাদীদের সামরিক অগ্রগতি, লক্ষ লক্ষ আরবদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হওয়া এবং প্যালেস্টাইনের সার্বিক উত্তপ্ত পবিস্থিতিতে জতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্র প্যালেস্টাইনে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণে আগ্রহ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবের প্রতি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। যুক্তরাজ্য ইতিমধ্যেই সাধারণ পরিষদকে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে, ১৫ই মে'র পরে যুক্তরাজ্য প্যালেস্টাইনে শান্তিরক্ষায় কোন ভূমিকাই পালন করবে না। এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাতিসংঘ ১৫ই মে'র আগে কোনক্রমেই ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবের উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। সিকিউরিটি কাউন্সিল ১ এপ্রিল, ১৭ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল সাময়িক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। বিবাদমান কোন পক্ষই যুদ্ধবিরতি পালনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

ওয়াইজম্যান ও জতিসংঘে জাইঅনবাদীদের প্রতিনিধিদল নিশ্চিত হয়েছিল যে, জাতিসংঘের ২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৭ প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব রহিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। জাইঅনবাদীরা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে এবং ১৫ই মে'র পূর্বেই তা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথেই যাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক বৃহৎ শক্তি ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দেয় ওয়াইজম্যান সে বিষয়টি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা শুরু করেন।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার সাথে সাথেই যেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেই অনুরোধ জানিয়ে ওয়াইজম্যান ১৩ই মে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে উলেস্নখ করা হয় যে, ১৫ই মে মধ্যরাতে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট অবসানের

সাথে সাথেই ইহুদি রাষ্ট্রের সরকার ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে, রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণথেকে রক্ষা করার সকল ব্যবস্থা করবে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিশ্বের সকল দেশের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করবে। ওয়াইজম্যান লিখেন, 'I deeply hope that the United States, which under your leadership has done so much to find a just solution, will promptly recognize the provisional Government of the new Jewish State. The world, I think, will regard it as especially appropriate that the greatest living democracy should be the first to welcome the newest into the family of nations.' অর্থাৎ 'আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে আপনার নেতৃত্বে যে যুক্তরাষ্ট্র একটি ন্যায়সঙ্গত সমাধান বের করার জন্য এত কিছু করেছে সেই যুক্তরাষ্ট্র নতুন ইহুদি রাষ্ট্রকে অতি দ্রুত স্বীকৃতি দান করবে। আমি মনে করি পৃথিবী এটাই যথাযথ মনে করবে যে সবচেয়ে মহৎ প্রাণবন্ত গণতান্ত্রিক দেশ সবচেয়ে নতুন (গণতান্ত্রিক) দেশকে সর্বপ্রথম জাতিসমূহের পরিবারে বরণ করে নেবে।' প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ওয়াইজম্যানের অনুরোধ রেখেছিলেন। তেলআবিবে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার ১১ মিনিটের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[৪]

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা: প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ ইহুদির কাছে ইহুদি রাষ্ট্রের শুরু হয়েছিল ২৯ নভেম্বর ১৯৪৭ যখন জতিসংঘের সাধারণ পরিষদ প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশদের ম্যান্ডেট অবসানের তারিখ ঘোষণার ফলে ইহুদিদের নিকট এটা ছিল সময়ের ব্যাপার যে সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে আইনগতভাবে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষ ম্যান্ডেট অবসানের তারিখ ঘোষণার পর থেকে তাদের ১ লক্ষ সেনাকে নিরাপদে প্যালেস্টাইন থেকে প্রত্যাহারের জন্য যতটুকু রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন শুধু তার মধ্যে সরকারের কার্যক্রম সীমিত রেখেছিল। ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য নির্ধারিত এলাকায় রাষ্ট্রের সকল দায়িত্ব শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় পরিষেবা জুইশ এজেন্সি দিয়ে আসছিল। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরে প্যালেস্টাইনের ইহুদি জীবনে লক্ষণীয় কোন তারতম্য অনুভব করার মত কিছু ছিল না।

জাইঅনবাদী নেতৃত্বের বিষয় ছিল আলাদা। প্রস্তাবিত ইহুদি রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে ইহুদিদের ক্ষমতা সুসংহত করার উদ্দেশ্যে যা যা করণীয় তা সবই তারা করেছিলেন। কিন্তু প্যালেস্টাইন বিভাগের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির হঠাৎ করে 'উল্টো যাত্রা' জাইঅনবাদী নেতৃত্বকে বিচলিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে যথাসময়ে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে নেতৃত্বের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্যালেস্টাইন ম্যান্ডেটের শেষের দিকে ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া শূন্যতাকে পুরণের কাজ করার জন্য জাইঅনবাদীদের সাধারণ পরিষদ ৩৭ সদস্যের একটি গণপরিষদ (People's Council) গঠন করে। এই পরিষদে সকল দল ও মতের

প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এটা ইহুদি রাষ্ট্রের অনানুষ্ঠানিক আইনসভার দায়িত্ব পালন করছিল। এছাড়া বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের জাতীয় প্রশাসন (National Administration) গঠন করা হয়, যা কার্যত মন্ত্রিসভার দায়িত্ব পালন করছিল। জাতীয় প্রতিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এই প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাপ উপেক্ষা করে জাতীয় প্রশাসন সৃষ্টি করে কার্যত ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২ মে জাতীয় প্রশাসনের রাতব্যাপী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২ দিন পর ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। প্যালেস্টাইনে চলমান যুদ্ধের অবস্থা এবং ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণার পর আরব রাষ্ট্রসমূহের নিয়মিত বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার কৌশল ও ক্ষমতা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা উপেক্ষা করে রাষ্ট্র ঘোষণা করার পরিণতি শিশু রাষ্ট্রের জন্য কী হতে পারে এটা নিয়েও বিস্তর বিতর্ক হয়। যথাসময়ে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা না করা হলে প্যালেস্টাইনে ইহুদি অধিবাসীদের ও যোদ্ধাদের মনোবলের উপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে বলে যুক্তি তুলে ধরা হয়। এই সভা চলাকালে টেলিফোনে খাইম ওয়াইজম্যানের মতামত চাওয়া হলে ওয়াইজম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'What are they waiting for, idiots?' 'বোকারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?' তিনি অবিলম্বে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত জানান। সারা রাত আলোচনার পর জাতীয় প্রশাসন ৬ এবং ৪ ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ঘোষণাপত্রের খসড়া অনুমোদনের প্রস্তাব করে ১২ মে জাতীয় প্রশাসনের কাছে পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু খসড়ার উপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সভা শেষ হয়। খসড়াটি পরীক্ষা করে একটি সংশোধিত খসড়া প্রস্তাব করার দায়িত্ব দেওয়া হয় পাঁচজন প্রখ্যাত আইনজ্ঞের উপর। ১৪ই মে ঘোষণার খসড়া অনুমোদনের জন্য জাতীয় কাউন্সিলে পেশ করা হয়। দু'টি বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। প্রথমত, ঘোষণায় রাষ্ট্রের সীমানা উল্লেখ করা হবে কিনা। প্রস্তাব করা হয় যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানায় ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। বেন গুরিয়ন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এই কারণে যে, জাতিসংঘের পার্টিশন পস্ন্যান ইহুদিরা গ্রহণ করলেও আরবরা গ্রহণ করেনি। এছাড়া আরবদের সাথে চলমান যুদ্ধের ফলে ইহুদি রাষ্ট্রের সীমানার পরিবর্তন হতে পারে। এই সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে রাষ্ট্রের সীমানা উল্লেখ ঘোষণায় থাকার প্রয়োজন নেই বলে মত দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত যে বিষয়টি নিয়ে তিক্ত বিতর্কের সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে ঘোষণায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উল্লেখ থাকবে কিনা। সমাজবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ জাইঅনবাদী সদস্যরা এ ঘোষণায় ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করার বিরোধিতা করেন। অপরপক্ষে, পরিষদের দু'জন রাব্বাই সদস্য 'ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে' বাক্যাংশটি ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান। রাষ্ট্রের সীমানার বিষয়টি ঘোষণায় উলেস্নখ না রাখার সিদ্ধান্ত ভোটে গৃহীত হয়। অপরদিকে, ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখার বিষয়টি ভোটে না দিয়ে এর পরিবর্তে 'Rock of Israel'

এর উপর আস্থা রাখা যোগ করা হয়। 'Rock of Israel' ঈশ্বরকে বুঝায়, আবার ইহুদি রাষ্ট্রের ভিতও বুঝাতে পারে।

সর্বশেষে রাষ্ট্রের নাম কী হবে তা নিয়েও বিতর্ক হয়। নতুন রাষ্ট্রের নাম 'Eretz Israel' (ইসরায়েলের দেশ), 'জাইঅন', 'যুদা', 'জাইঅনা', ইব্রিয়া', (ইব্রাহিমের দেশ) 'হার্জলিয়া' (হার্জেলের দেশ) নাম প্রস্তাব করা হয়। প্রথম চারটি নামের প্রস্তাব নাকচ করা হয় এই কারণে যে, এই নামগুলি ইহুদি রাষ্ট্রের বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। Eretz Israel এর 'ঐতিহাসিক ধারণাগত' সীমায় প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, লেবানন, সিরিয়ার অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য নাম তিনটি সাধারণত জেরুজালেমের অপর নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু জেরুজালেম ইহুদি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা নেই। সর্বশেষ, বেন গুরিয়ন রাষ্ট্রের নাম 'ইসরায়েল' প্রস্তাব করলে তা ভোটে গৃহীত হয়। ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণার মাত্র কয়েক মিনিট আগে রাষ্ট্রের নাম নির্ধারণ করা হয়।

প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা করা হবে ১৬ মে, এই মর্মে ঘোষণা ছিল ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গনাইজেশনের। ম্যান্ডেট অবসানের পরের দিন এই ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঘোষণা দেওয়া হয়, ১৪ ই মে বেলা ৪টায়। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ১৪ মে রাত ১২-০১ মিনিটে হাইফা বন্দর থেকে নোঙর তুলে প্যালেস্টাইন থেকে বিদায় নেন এবং এর সাথেই প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের অবসান হয়। এর আট ঘন্টা আগে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ঘোষণা করা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষণার তারিখ ও সময় গোপন রাখা হয়েছিল ঘোষণা অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার স্বার্থে এবং শত্রুকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। আরেকটি বড় কারণ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অতি উৎসাহের কারণে জতিসংঘ প্রস্তাবিত রাষ্ট্র ঘোষণা ব্যহত করার মত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগেই ইহুদি রাষ্ট্রকে বাস্তব সত্যে (fait accompli) পরিণত করা।

অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় তেলআবিব শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত সিমেন্টের আস্তরন দেওয়া একটা সাদামাটা তিনতলা ভবনে। এই ভবনটিতে তেলআবিব যাদুঘর নামে একটি ব্যক্তিগত জাদুঘর ছিল। গোপনীয়তা রক্ষার খাতিরে কাছাকাছি অবস্থিত এই ধরনের অনুষ্ঠান ধারণের জন্য অধিকতর উপযোগী 'জুইশ ন্যাশনাল ফান্ড' ভবনের পরিবর্তে এই ভবনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল। ১৪ই মে বেলা ৪টায় জাতীয় প্রশাসনের প্রধান বেন গুরিয়ন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা পাঠ শুরু করেন এবং তা ষোল মিনিটে শেষ হয়। ' ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। সভা মুলতবি করা হল।' এই কথা বলে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

'Eretz Israel' অর্থাৎ 'ইসরায়েল ভূমি' (প্যালেস্টাইন)কে ইহুদি জাতির জন্মভূমি বলে উলেস্নখ করে ঘোষণাপত্রটি শুরু করা হয়। এরপর ইহুদিদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া, হাজার বছর ধরে ইহুদি জাতির জন্মভূমিতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষাকে সদা জিইয়ে রাখা, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সংগঠিত অভিবাসনের পূর্বেও ইতিহাস জুড়ে

তাদের প্যালেস্টাইনে উপস্থিতি ধরে রাখা, নাৎসি ইউরোপে ইহুদিদের বিপর্যয়, জাতিসংঘের প্যালেস্টইন বিভক্তি পরিকল্পনায় ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার উল্লেখসহ ইহুদি জাতির রাষ্ট্র-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় উল্লিখিত বিষয়সমূহের সাথে যোগ করা হয় 'Eretz Israel এর ইহুদি সমাজে ও বিশ্ব জাইঅনবাদী আন্দোলনের সদস্য ইহুদিগণ ও এই গণপরিষদে তাদের প্রতিনিধিগণ এখানে একত্রিত হয়ে তাদের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক অধিকার এবং 'জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের শক্তিতে এতদ্বারা 'Eretz Israel' এ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল যা ইসরায়েল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হবে।' ইসরায়েল রাষ্ট্র ইহুদিদের অভিবাসন এবং নির্বাসিতদের সমবেত হওয়ার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, এই দেশের সকল অধিবাসীদের স্বার্থে উন্নয়ন লালন করবে, ইসরায়েলের নবীগণ যেরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তিতে এই রাষ্ট্র সকল অধিবাসীদের ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করবে। 'এই রাষ্ট্র ধর্ম, বিবেক, ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকার বদ্ধ থাকবে; সকল ধর্মের সকল পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং জাতিসংঘ সনদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে।'

টীকা

১. Chaim Weizamann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann (1950), East and West Library, London, p. 582.

২. *ibid. pp. 543-544.*

৩. *ibid.*

৪. *Gore Vidal, in a Preface to Israel Shahak's book, "Jewish History, Jewish Religion," p. vii-viii,* gives information about Jews giving money to President Truman just prior to his recognition of the Nation of Israel. 'That's why our recognition of Israel was rushed through so fast.'

৩১

ইহুদি জনসংখ্যা

ইসরায়েল রাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের পরিসংখ্যান অনুসারে, সারা পৃথিবীতে ২০০৯ সালে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৪ লক্ষ ২১ হাজার। পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না বিধায় এ বিষয়ে সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। Jewish People's Planning Institute এর অনুমান, সারা পৃথিবীতে ২০০৭ সালে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ। ২০০০ -২০০১ সালে ইহুদি লোকসংখ্যা বেড়েছিল ০.৩ শতাংশ। অন্যদিকে, পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছিল ১.৪ শতাংশ। ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই কম হওয়ায়, বর্তমান ২০১২ সালে পৃথিবীর ইহুদি জনসংখ্যা দেড় কোটির বেশি হবে না বলে ধারণা করা যায়। এই অনুমানের ভিত্তিতে এই সংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার ০.০২ শতাংশ।

৭০ থেকে ২৩ লক্ষ: অনুমান করা হয় খ্রি. পূ. ১৩১২ অব্দে ইসরায়েলের সন্তানরা মিশরীয় দাসত্বমুক্ত হয়ে মহাপ্রস্থানে সাইনাইয়ের জনহীন প্রান্তরে এসে পৌঁছেছিল। তৌরিদে উল্লেখ আছে যে, এই ঘটনার ৪৩০ বছর আগে যাকোব যখন মিশরে বসবাস শুরু করেন তখন তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০ জন।[১] তৌরিদে আরো উল্লেখ আছে যে, ইসরায়েলিগণ মিশর ত্যাগের তেরো মাস পরে যখন সাইনাই এ অবস্থান করছিলেন তখন ২০ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সের যুদ্ধে যাওয়ার উপযুক্ত পুরুষদের গণনা করে ৬,০৩,৫৫০জন পাওয়া গিয়েছিল। ইসরায়েলের বারো গোত্রের মধ্যে লেবি গোত্রের পুরুষদের এই গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কারণ, মন্দির ও পৌরহিত্যের দায়িত্ব তাদের উপর ছিল।[২] এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, ঐ সময় নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধসহ সকল ইসরায়েলিদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ লক্ষ।[৩]

৪৩০ বছরে ইসরায়েলিদের সংখ্যা যদি ৭০ থেকে ২৩ লক্ষ হয়ে থাকে তাহলে জনসংখ্যার বার্ষিক নীট বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫১ শতাংশ। এটা খুবই অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি ছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু, যুদ্ধ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদির কারণে মৃত্যু বাদ দিয়েই এই প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায়। পরবর্তী ৩ হাজার বছর একই হারে যদি ইসরায়েল সন্তানদের

সংখ্যা বাড়ত তাহলে ২০১২ সালে পৃথিবীতে ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়াতো ২.৯৭ X ১০^{৩৫} জন।

এই সংখ্যাটি আর ২০১২ সালে পৃথিবীর লোকসংখ্যা পরপর লিখলে দুটি সংখ্যার তুলনামূলক তাৎপর্য বুঝা যাবে:

পৃথিবীর লোকসংখ্যা: ৭ X ১০^{৯} = ৭০০,০০,০০,০০০ (সাত শ' কোটি)

সম্ভাব্য ইহুদি সংখ্যা: ২.৯৭ X ১০^{৩৫} =

২৯৭০০০০০,০০০০০০০,০০০০০০০,০০০০০০০,০০০০০০০

(দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ কোটি কোটি কোটি কোটি)

তৌরিদে দেওয়া ইসরায়েল সন্তানদের সংখ্যা যদি সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে তেইশ লক্ষ মানুষকে, তাদের খাদ্যদ্রব্য, গবাদি পশু ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে সাইনাই মরুপ্রান্তরে প্রবেশ, সেখানে চল্লিশ বছর ধরে ঘুরে বেড়ানো এবং বেঁচে থাকা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না বলে একজন বাইবেলবিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছেন।[৪]

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরো যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জনসংখ্যাবিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করে থাকে। এছাড়া বিশ্বের জনসংখ্যার ইতিহাস, বিভিন্ন যুগে এর প্রবৃদ্ধি,হ্রাস ইত্যাদি গবেষণা পরিচালন ও তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। তাদের অনুমান, খ্রি. পূ. ২০০০ অব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে তিন কোটি এবং খ্রি. পূ. ১০০০ অব্দে ৫ কোটি।[৫] অর্থাৎ, এক হাজার বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছিল মাত্র দেড় কোটি। সেই একই সহস্রাব্দে ইসরায়েলিদের সংখ্যা ৪৩০ বছরে ৭০ থেকে বেড়ে ২৩ লক্ষ হওয়া বিচিত্রই বটে।

নিহত ১১ লক্ষ, বন্দি ৯৭ হাজার: ইহুদি লোকসংখ্য বিষয়ে আরো কিছু তথ্য আছে যা মাত্রাতিরিক্ত অতিরঞ্জন বলে মনে হয়। রাজা ডেভিড ইসরায়েল ও যুদা রাজ্যের ২০ বছর ও তার চেয়ে বেশি বয়সের ইসরায়েলি পুরুষদের গণনা করে তাঁদের সংখ্যা পেয়েছিলেন ১৩ লক্ষ। তাহলে দুটি রাজ্যের লোকসংখ্যা ধরে নেওয়া যায় প্রায় ৫০ লক্ষ ছিল। তাহলে তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ এই দুই রাজ্যে বাস করত যা কোন বিশ্লেষণেই সমর্থনযোগ্য নয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমান ইতিহাসবিদ Tacitus উল্লেখ করেছেন যে, ৭০ সালে জেরুজালেম পতনের সময় জেরুজালেমের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লক্ষ। একই সময়কার ইহুদি ইতিহাসবিদ যোশেফাস দাবি করেন যে, ৭০ সালে জেরুজালেম পতনের সময় ১১ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয় এবং ৯৭০০০ ইহুদিকে ক্রীতদাসকরা হয়। কিন্তু পুরাতন জেরুজালেমের তখন যে আয়তন ছিল তা সমসাময়িক পৃথিবীর বৃহত্তম শহর রোম, কনস্টান্টিনিপল অথবা চীনের হান রাজ্যের রাজধানী জিয়ান শহরের আয়তনের এক ভগ্নাংশও ছিল না। এই শহরে এত লোক নিহত ও বন্দি হওয়া দূরে থাক তাদের দাঁড়াবার জায়গাও ছিল না।[৬]

প্রাচীনকালে ইহুদিদের সংখ্যা যাই থাকুক না কেন আড়াই হাজার বছরে ইহুদিদের লোকসংখ্যা অন্যান্য জাতির তুলনায় যথেষ্ট বাড়েনি তাতে কারো দ্বিমত নেই। খ্রিস্টপূর্ব

১০০০ অব্দে পৃথিবীর লোকসংখ্যা ৫ কোটি থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়েছে ৭০০ কোটিতে। এই সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছে ১৪০ গুণ। পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে ইহুদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ২০১২ সালে ইহুদি লোকসংখ্যা দাঁড়াতো অন্তত ৩৬ কোটি।[৭] কিন্তু তা হয়নি।

৩৬ না হয়ে দেড় কেন?: প্রধান কারণ আরো দুটি একেশ্বরবাদী ধর্মের আবির্ভাব। খ্রিস্টধর্ম শুরু হয়েছিল মূলত ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের এক অংশের বিদ্রোহের ফলে। প্রথমত এটা ছিল একটা সংস্কারের প্রচেষ্টা। খ্রিস্টধর্মের প্রচার শুরু হয়েছিল সিনাগগের বেদি থেকে। যীশু খ্রিস্ট যে বারোজন শিষ্যকে তার বাণী প্রচারের জন্য বেছে নিয়েছিলেন তাদের এগারোজনই ছিলেন ইহুদি।[৮] ইহুদি ধর্মের পুরোহিততন্ত্র, আচার প্রাধান্য ও গোষ্ঠীআবদ্ধতা প্রত্যাখ্যান ও পবিত্রতা-অপবিত্রতা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল খ্রিস্টধর্মের মূল আবেদন যা বহু ইহুদিকে আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তীকালে যখন খ্রিস্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং ইউরোপ, নিকটপ্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্য খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের অধীন চলে আসে তখন ইহুদিদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরকরণ কোন অসাধারণ ঘটনা ছিল না। এর ফলে বহু শতাব্দী ধরে ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাব সনাতন ইহুদি ধর্মের প্রতি অরেকটি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের নিখাদ একেশ্বরবাদিতা, পৌত্তলিকতার সকল নামগন্ধ প্রত্যাখ্যান, এই ধর্মের সর্বজনীনতা ও তুলনামূলকভাবে শিথিল খাদ্য-বিধান বহু ইহুদিকে এই ধর্ম আকৃষ্ট করেছিল। বহু ইহুদি পণ্ডিত ও সাধক ইসলামের পয়গম্বরের মধ্যে তৌরিদে প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের নিদর্শন দেখতে পান, কিন্তু তাকে ইসরায়েলের যোগ্য পয়গম্বর মানতে পারেননি। ইতিপূর্বে যত নবী এসেছেন তারা সকলেই ইসরায়েল বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং তারা এসেছিলেন ইসরায়েলিদের সংশোধন ও নেতৃত্ব দানের জন্য। ভবিষ্যতে মসীহ্ যিনি আসবেন তিনিও আসবেন ইসরায়েলিদের মাঝ থেকেই। ইসলামের পয়গম্বরকে গ্রহণ করতে না পারলেও ইসলামের বাণীর প্রতি তারা মারমুখি হতে পারেননি, যেমনটি ছিলেন যীশু খ্রিস্টের অনুসারীদের প্রতি। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে উৎসাহিত না করলেও ইহুদি সমাজ কিছুকালের জন্য হলেও এর প্রতি কিছুটা উদাসীন ছিল। ইসলামের অনুসারীগণ যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন সেই ঈশ্বর এবং ইসরায়েলিদের ঈশ্বর একই এবং অভিন্ন, ইসরায়েলি পণ্ডিতগণ সাধারণভাবে এটা বিশ্বাস করতেন। ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে, অ-ইহুদিগণ সর্বনিম্ন যেসব বিধান পালন করলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করতে পারে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে তা অর্জন করা সম্ভব। তাই ইসলামের অনুসারীগণ যেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন সেখানে ইহুদিগণ ইসলামধর্ম গ্রহণে বাড়তি অনুপ্রেরণা পেতেন। একদিকে খ্রিস্টান রাষ্ট্রীয় শক্তির নিপীড়ন, অন্যদিকে ইসলামের আবেদন ও ইসলামী রাষ্ট্রীয় শক্তির আনুকূল্য ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা হ্রাস পেতে সহায়ক হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ও ইসলামধর্ম প্রচার ও প্রসারে যে ধর্মীয় তাগিদ রয়েছে ইহুদিধর্মের ক্ষেত্রে সেই তাগিদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং অন্য ধর্ম থেকে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তর কার্যত নিরুৎসাহিত করা হয়। তাছাড়া ইহুদিরা যেসব দেশে বাস করতেন সেসব দেশে খ্রিস্টান অথবা ইসলামধর্মের অনুসারীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। এসব দেশে খ্রিস্টান বা ইসলামধর্ম থেকে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত করা অবশ্যই অসাধারণ সাহসিকতার কাজ ছিল। রোম সাম্রাজ্যে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তর, ধর্মান্তরকারী এবং ধর্মান্তরিত উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল। সাম্রাজ্যের পতনের পরেও এ আইন বহু শতাব্দী ধরে অনেক ইউরোপীয় দেশে বলবৎ ছিল। ইসলামধর্মের অনুসারীদের জন্য ধর্মান্তরের কোন সুযোগই নেই, কারণ ইসলামি আইনে ধর্মত্যাগ করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। তাই ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইহুদির সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইহুদি ধর্মের অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও ইহুদি সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশও অনুকূল ছিল না। বরং বিপরীত পথে যাত্রার পথ ছিল অবারিত ও সম্ভাবনাপূর্ণ। ইহুদিধর্ম থেকে খ্রিস্ট বা ইসলামধর্মে ধর্মান্তরে প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগত প্রণোদনা সবসময় ছিল, যা ইহুদি সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক ছিল না।

ফলবান হওয়া আর বংশবৃদ্ধি করায়ও কাজ হয়নি: ইহুদি সংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র পথ ছিল জন্মসূত্রে যারা ইহুদিত্ব লাভ করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ইহুদি পরিবারের গড় আকার তাদের বিধর্মী প্রতিবেশীর পরিবারের আকারের চেয়ে বড় ছিল। ঈশ্বরের নির্দেশ, 'ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল', ইহুদিগণ বিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বরের এই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। জন্ম নিরোধের যেকোন পদক্ষেপকে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ বলে গণ্য করা হত। তৌরিদে উল্লেখ আছে, যুদার জ্যেষ্ঠ পুত্র এর নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে যুদা তার দ্বিতীয় পুত্র ওনানকে বললেন, 'তুমি তোমার ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে মিলিত হও, ও দেবর হিসেবে যা কর্তব্য তার প্রতি তা সমাধান করে তোমার আপন ভাইয়ের জন্য বংশ রক্ষা কর। কিন্তু ঐ বংশ তার নিজের বলে গণ্য হবে না জেনে ওনান, ভ্রাত্রি বংশ উৎপন্ন করার অনিচ্ছায়, ভ্রাতৃজায়ার কাছে যতবার যেত ততবার মাটিতে রেতঃপাত করত।' (Gene. 39:9)[৯] ঈশ্বর ওনানের এ কাজে রুষ্ট হয়ে ওনানের মৃত্যু ঘটালেন। এর ভিত্তিতেই তালমুদ অকারণে বা অপাত্রে বীর্যপাতকে জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছে। Halakhah অনুসারে, একমাত্র সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যতীত যৌন সম্ভোগ গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদিধর্মে সন্তান উৎপাদন ও লালনকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, নারী জীবনে সন্তান জন্ম দেওয়া এবং তাদের লালন করা ব্যতীত নারীর জন্য খুব সামান্য ধর্মীয় কাজ (mitzvah) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রত্যেক পুরুষের জন্য তৌরিদ অধ্যয়ন অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা নয়। নারীদের জন্য দিনে তিনবেলা প্রার্থনাসহ অধিকাংশ ধর্মীয় আচার বাধ্যতামূলক নয়। পণ্ডিত ও সাধকগণের অভিমত এই যে, ঘন ঘন সন্তান ধারণ, সন্তান পালন ও গৃহকর্মে নারীদের যে সময় ব্যয় হয় এর পর ধর্মীয় আচার-আচরণ, প্রার্থনা ইত্যাদির জন্য নারীদের সময় ব্যয় করা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নেই। এই পরিস্থিতিতে

ইহুদি পরিবারের আকার বড় হওয়াই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও ইহুদি উচ্চ জন্মহার ইহুদি সংখ্যা হ্রাসের কারণসমূহ ছাপিয়ে ইহুদি সংখ্যা বৃদ্ধিতে খুব বেশি অবদান রাখতে পারেনি।

ইহুদি জনসংখ্যা সীমিত রাখার ক্ষেত্রে আরেকটি বড় কারণ যা ইহুদি পণ্ডিতগণ সমস্বরে উল্লেখ করে থাকেন তা হল ঐতিহাসিক বাস্তবতা, বারংবার ইহুদিরা গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। ইউরোপীয় ইহুদিদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে প্রাচীনকালে ইহুদিরা যেখানেই ছিল সাধারণত সেখানেই কোন না কোন সময় গণহত্যার শিকার হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের পর অতি দ্রুত মধ্য ও নিকটপ্রাচ্য এবং স্পেন ইসলামি শাসনাধীন চলে আসে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কনস্টান্টিনিপল পতনের পর এশিয়া মাইনর ও দক্ষিণ ইউরোপের একটা বিশাল অংশ তুর্কিদের অধীন চলে আসে। মুসলিম সাম্রাজ্যে ইহুদিগণ খুব কমই গণহত্যার শিকার হয়েছেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে ইহুদিগণ ঐশী গ্রন্থের অনুসারী (আহলে কিতাব) হিসেবে সাধারণত 'জিম্মি' বা সংরক্ষিত জাতির মর্যাদা পেত এবং ধর্ম, পেশা, জীবিকা ও বাসস্থানের তুলনামূলক স্বাধীনতা পেত। মুসলিম শাসনাধীন এলাকায় কখনো কখনো বাধ্যতামূলক ধর্মান্তকরণের অথবা বহিষ্কারের শিকার হয়েছে। কদাচিৎ গণহত্যারও শিকার হয়েছে, তবে এটা নিয়ম নয় নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। কিন্তু খ্রিস্টান শাসনাধীন এলাকায় ইহুদি নিপীড়নের বিষয়টি অনেকটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। যেকোন অজুহাতে এবং যখন তখন ইহুদিরা গণহত্যার শিকার হত।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, ইসরায়েলের সন্তানগণ খ্রি. পূ. ১৭৪২ থেকে খ্রি. পূ. ১৩১২ অব্দ পর্যন্ত মিশরে বসবাস করেছে। এর মধ্যে ৩২০ বছর তারা শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির সাথেই সেখানে ছিল। ফারাও এবং মিশরীয়দের দেবতা ও ধর্মীয় আচার-আচরণ তারা গ্রহণ না করলেও যতদিন পর্যন্ত ইসরায়েলিগণ রাজনৈতিকভাবে মিশরীয়দের প্রতি হুমকি ছিল না ততদিন পর্যন্ত ফারাওগণ ইসরায়েলিদের তাদের শাসন ব্যবস্থায় সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করতেন। ইসরায়েলিদের পৃথক ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি তারা সহনশীল ছিলেন। ইসরায়েলিদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেলে ফারাও তাদেরকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করেন, ক্রমান্বয়ে ইহুদিগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। ইসরায়েলিদের সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য ইহুদিদের উপর ক্রমান্বয়ে কাজের বোঝা বাড়াতে থাকেন। 'সেই অনুসারে তাদের উপরে এমন মেহনতি কাজের সর্দারদের নিযুক্ত করা হল, যারা তাদের উপর কঠোর পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে দিল; আর তারা ফেরাউর জন্য পিথোন ও রামসেস এ দুটো ভাণ্ডার নগর নির্মাণ করল। ... কঠোর দাসত্ব দ্বারা তারা তাদের জীবন তিক্তই করে তুলল; তাদের দ্বারা গাথনির মসলা তৈরি করাল, ইট প্রস্তুত করাল, ক্ষেতখামারে নানা রকম কাজ করাল, তাদের উপর এ সমস্ত দাসের কাজ নির্মমভাবে চাপিয়ে দিল।'[১০] দাসত্বের এই নিপীড়নেও ইসরায়েলিদের সংখ্যা কমলো না বরং তা বেড়েই চলল। এতে শঙ্কিত

হয়ে ফারাও ইসরায়েলিদের উপর গণহত্যার পরিকল্পনা করল। 'তখন ফারাও তার সকল লোককে এই আজ্ঞা দিলেন তোমরা নবজাত প্রতিটি ছেলেকে নদীতে ফেলে দেবে, কিন্তু মেয়েদের বাঁচতে দেবে।'[১১] এ ছিল ইসরায়েল সন্তানদের গণহত্যার প্রথম অভিজ্ঞতা। পরবর্তী পর্যায়ে ইসরায়েলিরা বহু গণহত্যা ও জোরপূর্বক ধর্মান্তরের শিকার হয়েছে।

টীকা

১. 'ইসরায়েলের সন্তানেরা, এক একেকজন যাঁরা যাকোবের সঙ্গে মিশর দেশে গিয়েছিলেন, তাদের নাম এই: রুবেন, সিমেয়োন, লেবি ও যুদা, ইসাখার, জাবুলোন ও বেঞ্জামিন, দান ও নেফতালি, গাদ ও আসের। সবসমেত যাকোবের বংশধর ছিল সত্তরজন; যোশেফ আগে থেকেই মিশরে ছিলেন।' (Exod. 1:1-5)

২. 'সেইসমস্ত পুরুষদেরই গণনা করা হলে, তালিকাভুক্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াল ছ'লক্ষ তিন হাজার পাঁচশ' পঞ্চাশ জন। কিন্তু লেবিয়রা তাদের পিতৃকুল অনুসারে, অন্যান্যদের সঙ্গে তালিকাভুক্ত হল না।' (Numb. 1:46-47)

৩. বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিক্স এর ২০১০ এর নমুনা সার্ভে অনুসারে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার আনুমানিক ২৮.৮১ শতাংশ পুরুষের বয়স ২০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। এই হারকে ভিত্তি করে সাইনাই মরু প্রান্তরে ইসরায়েলি পুরুষ, নারী, শিশু, বৃদ্ধের মোট সংখ্যা অনুমান করা হয়েছে প্রায় ২৩ লক্ষ। অবশ্য বাইবেল বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন সাইনাইয়ে ইসরায়েল সন্তানদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের কম ছিল না।

৪. John William Colenso, *The Pentateuch and Book of Joshua Critically Examined.* Elibron Classics, 2003 re-print; 'People's Edition' (1865) *via Google Books*, pp. 51।

৫. US Census Bureau, Historical Estimates of World Population।

৬. 139 pp. 39।

৭. তৌরিদের হিসাব অনুসারে, খ্রি. পূ. ১৩১২ অব্দে ইহুদি লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ লক্ষ। ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩৩১৪ বছরে ইহুদি লোকসংখ্যা অন্তত ১৬০ গুণ বৃদ্ধি পেলে লোকসংখ্যা দাঁড়াতো ৩৬,৮০,০০০।

৮. বারোজনের মধ্যে একমাত্র Simon the Cananite ছিলেন অইহুদি।

৯. নারী-পুরুষের যৌন সম্ভোগের পর যোনীর বাইরে পুরুষের বীর্যপাত ঘটানোকে এই ওনানের নামানুসারে ইংরেজিতে onanism বলা হয়।

১০. Exod. 4:11-14।

১১. Exod. 1:22।

তত্ত্বকথা ও ধর্মকথা

৩২

ইহুদি একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বর-ভাবনা

'আমি তোমার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি মিশর দেশ থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন; আমার প্রতিপক্ষ কোন দেবতা যেন তোমার না থাকে। তুমি তোমার জন্য খোদাই করা কোন প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না, উপরে সেই আকাশে, নিচে এই পৃথিবীতে, ও পৃথিবীর নিচে জলরাশির যা কিছু রয়েছে, তার সাদৃশ্যেও কোন কিছুই তৈরি করবে না। তুমি তেমন বস্তুগুলির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে না, সেগুলির সেবাও করবে না, কেননা আমি, তোমার পরমেশ্বর প্রভু যিনি, আমি এমন ঈশ্বর, যিনি কোন প্রতিপক্ষকে সহ্য করেন না;...' (Exodus 20:1-5)

পৃথিবীর প্রধান তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের মধ্যে ইহুদি ধর্ম প্রাচীনতম। অবশ্য একেশ্বরবাদের ধারণা আরো প্রাচীন। তৌরিদ এবং আল-কোরআন অনুসারে, মানবজাতির আদি পুরুষ আদম সৃষ্টির শুরু থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এক ঈশ্বরের ধারণা ও উপাসনা যত সীমিত বা ক্ষীণ আকারেই হোক পৃথিবীতে অব্যাহতভাবে চলমান ছিল। এর ব্যত্যয় যখনই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে তখন তা সংশোধনের জন্য ঈশ্বরের দূত-এর আর্বিভাব ঘটেছে এবং একেশ্বরবাদ পুনঃশক্তি সঞ্চার করেছে।

সাইনাই মরুপ্রান্তরে মোশী ও ইসরায়েলের বংশধরদের সাথে ঈশ্বরের নতুন সন্ধি স্থাপনের আগেও তাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেই ঈশ্বরের ধারণা বিমূর্ত ছিল না বলে ধরে নেওয়া যায়। যে কারণে ঈশ্বর মোশীকে তার আজ্ঞাসমূহ ঘোষণার শুরুতেই সাবধান করে দিয়েছেন যেন মোশী তার ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি তৈরি না করেন। পৃথিবীর উপরে বিচরণ করে এমন কোন প্রাণী, আকাশে বিচরণকারী অথবা পানির নিচে বসবাসকারী কোন প্রাণির অবয়বে খোদাই করে অথবা তৈরি করে ঈশ্বরের প্রতীক নির্মাণ করে তাকে সেবা বা উপাসনা যেন না করা হয়।

মূর্তিমান একেশ্বরবাদ: এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব মেনে নিয়েও মূর্তিপূজার অবকাশ থেকে যায়। এক ঈশ্বরের সৃষ্টির বিভিন্ন মাত্রার প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন গৌণ ঈশ্বরের মূর্তি বানিয়ে পূজা করার প্রথা পূর্বে ছিল, এবং এখনো আছে। ইসরায়েলিদের

মধ্যে ইসরায়েলের ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও মূর্তি তৈরি ও তার পূজার প্রবণতা কতটা শক্তিশালী ছিল তার সাক্ষ্য সাইনাই মরুপ্রান্তরে তাদের আচরণে লক্ষণীয়। মোশী যখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য সাইনাই পর্বতে আরোহণ করেন এবং সেখানে চল্লিশ দিন অবস্থান করেন তখন ইসরায়েলিগণ তার অনুপস্থিতে ধৈর্য হারিয়ে একটি স্বর্ণের বাছুর তৈরি করে তার বেদিতে 'আহুতি দিল ও মিলন-যজ্ঞাবলি নিয়ে এল'। (Exod. 32:6) লক্ষণীয় যে এর মাত্র কয়েকদিন আগে ঈশ্বরের নির্দেশে ইসরায়েলিগণ সাইনাই পর্বতের পাদদেশে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে ঈশ্বর তার পূর্ব ঘোষণা অনুসারে আগুনের লেলিহান শিখা এবং ঝড় ও বজ্রপাতের মাঝে তার মহিমা প্রকাশ করেছিলেন। ইসরায়েলিগণ তখন আতঙ্কগ্রস্ত ও কম্পমান অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি প্রণিপাত করেছিল। তাসত্ত্বেও ইসরায়েলিগণ কয়েকদিনের ব্যবধানে তাদের পৌত্তলিকতার প্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। ইসরায়েলিদের পৌত্তলিকতা-প্রবণতা কতটা তীব্র ছিল এই ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়।

ইহুদি পণ্ডিত, সাধক ও ঋষিদের মধ্যে ঈশ্বরের একত্ব ও অদ্বিতীয়তার বিষয়ে কোন মতভেদ না থাকলেও ঈশ্বর সত্তার প্রকৃতি নিয়ে নানা মত রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে ইহুদি দার্শনিকগণ যত আলোচনা ও যুক্তি-তর্ক করেছেন ইহুদি ধর্মের অন্যকোন দিক নিয়ে তত আলোচনা হয়নি। ইহুদিধর্মের ইতিহাসে একেশ্বরবাদের বিশ্বাস ও ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যুগ থেকে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। আবার একই যুগে ঈশ্বরের বিভিন্ন ধারণা পাশাপাশি অবস্থান করেছে এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। এমনকি একজন ব্যক্তির ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে বিভিন্ন যুগের মতবাদের সমন্বয় দেখা যেতে পারে।[১]

ঈশ্বর-সত্তার বৈচিত্র্য: ইহুদি বাইবেলে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিবরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে ঈশ্বর-সত্তা ধারণার বৈচিত্র্যের মূল কারণ। পরমেশ্বর বললেন, 'এসো, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি: তারা সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, গবাদি পশুদের উপরে, গোটা পৃথিবীর, ও মাটির বুকে চরে যত সরীসৃপের উপর প্রভুত্ব করুক। পরমেশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন; পরমেশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন: পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন।' (Gene.1:26-27) বাইবেলের এই অংশে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্কের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এবং ঈশ্বরের সাথে মানুষের সাদৃশ্য। সাদৃশ্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে একবার এবং প্রতিমূর্তি ব্যবহার করা হয়েছে তিনবার। প্রতিমূর্তি (প্রতি+মূর্তি) শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুরূপ বা অবিকল মূর্তি। মূর্তি হচ্ছে দেহ বা শরীর। এই শব্দটির মূল মাত্রা হচ্ছে দৈহিক। অতএব ঈশ্বরের সাথে মানুষের আকৃতি বা অবয়বের যে সাদৃশ্য রয়েছে বাইবেলের এই উক্তিতে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সাদৃশ্য শব্দের আত্মিক ও দৈহিক দুই মাত্রাই থাকতে পারে। বাইবেল বাংলা বা ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়নি। মূল বাইবেল রচিত হয়েছে হিব্রু ভাষায়। 'প্রতিমূর্তি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে হিব্রু শব্দ 'zelem' অর্থাৎ form,

figure বা shape এর অনুবাদ হিসেবে। আর অপরদিকে হিব্রু শব্দ 'demut' বা likeness এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'সাদৃশ্য'। গ্রিক ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় রাজা James I এর অনূদিত বাইবেলে এ দু'টি শব্দের প্রতিশব্দ করা হয়েছে যথাক্রমে image ও likeness।

প্রতিমূর্তি শব্দের হিব্রু ও ইংরেজি 'zelem' এবং 'image' দুটি শব্দই সমনাম শব্দ অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটিরই একাধিক অর্থ আছে। একটি দৈহিক, আরেকটি আত্মিক অর্থ। 'image' শব্দটি যখন আত্মিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয় তখন ঈশ্বরকে নিরাকার ধরে নেওয়া হয় এবং মানুষের সাথে ঈশ্বরের সাদৃশ্য বিমূর্ত, নির্বস্তুক মাত্রা লাভ করে। অনুকম্পা, দয়া, ক্ষমশীলতা, প্রজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতা যা ঐশরিক গুণাবলি বলে ধরে নেওয়া হয় তা মানুষের মধ্যে ঈশ্বর সঞ্চারিত করেছে, এবং এইসব গুণাবলি সম্বলিত মানুষ ঐশরিক মাত্রা লাভ করে।

কিন্তু সমস্যা হল ইহুদি বাইবেলে কোথাও বলা হয়নি যে ঈশ্বর নিরাকার। বরং সারা বাইবেল জুড়েই মানবসুলভ গুণাবলি, যেমন সন্তষ্ট হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া, সৃষ্টি নিয়ে হতাশ হওয়া, প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া, খাদ্যগ্রহণ করা, শ্রান্ত হওয়া, অনুতপ্ত হওয়া ইত্যাদি ঈশ্বরের মধ্যে বিদ্যমান দেখানো হয়েছে। কখনো মানব আকৃতিতে ঈশ্বরের অবস্থান দেখানো হয়েছে এবং তিনি আহার গ্রহণ করছেন (Gene.18:5), আবার কখনো মানব আকারে অন্য এক মানুষের সাথে মল্লযুদ্ধ করছেন (Gene. 32:24-25) এসব কারণে ঈশ্বরকে মানব আকৃতিতে কল্পনা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ও পৃথিবীর সাথে মানুষের সর্ম্পকের ভাষা ঈশ্বরের উপর প্রয়োগ করা ঈশ্বরের বির্মূত ধারণার সাথে সংঘাতপূর্ণ হয়।

Torah, Talmud এবং ইহুদিদের দৈনন্দিন প্রার্থনায় ব্যবহৃত বইসমূহে ঈশ্বরকে মানবিক গুণের আধার হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা নির্বস্তুক একেশ্বেরবাদ এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'Anthropomorphic languages affect the kind of monotheism which is couched in its terms. It emphasises the continuity of God's being with man's being, projecting God as more powerful, more moral, manlike entity'[১] অর্থাৎ, মানুষের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্কের ভাষায় ঈশ্বরকে চিত্রায়িত করলে ঈশ্বরকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে আসা হয় যাতে ঈশ্বর শুধু বেশি ক্ষমতাবান, বেশি ন্যায়বান মানবপ্রতিম অস্তিত্বমাত্র।

খ্রি. পূ. ৪র্থ শতাব্দীতে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ইটালি থেকে ভারত পর্যন্ত গ্রিক সম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। এই বৃহৎ ভৌগোলিক এলাকায় গ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে গ্রিক যুক্তিবাদী দর্শনেরও চর্চা শুরু হয়। ইহুদি পণ্ডিতগণও গ্রিক দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চায় নিজদের নিয়োজিত করেন। ইহুদি দার্শনিকগণ গ্রিক যুক্তিবাদিতা প্রয়োগের মাধ্যমে ইহুদি ধর্মের ঈশ্বর ধারণার নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়াস নেন। গ্রিক ধর্মীয় চেতনা ও আচার বহু-দেবতাভিত্তিক ছিল। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র এবং

সত্তার প্রকৃতি ও জ্ঞানসংক্রান্ত দর্শন শাস্ত্রের চর্চার মাধ্যমে গ্রিক দার্শনিকগণ সকল বস্তুর উৎসে এক প্রগাঢ় ঐক্য অনুধাবন করেন। এই ঐক্যের মধ্যে নিহিত পাওয়া যায় এক সর্বজনীন ঈশ্বর বা মনন যা সকল দেবদেবীরও অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করা হতো। খ্রি. পূ. প্রথম শতাব্দীতে ইহুদি দার্শনিক Philo এই সর্বজনীন ঈশ্বর সত্তা ইসরায়েলের ঈশ্বরের অভিন্ন রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান।

পরবর্তীকালে বহু Rabbinic সাহিত্যের রূপকে স্রষ্টাকে রোম সম্রাটের দরবারের অনুকরণে ঈশ্বর তার প্রাসাদে ঐশী দূত পরিবেষ্টিত হয়ে মসনদে আসীন চিত্রায়িত করা হয়েছে যা বাইবেলে ঈশ্বরের রাজসিক চিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহুদি মরমিবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ দাবি করতেন তারা ধ্যানের মাধ্যমে সপ্তমণ্ডল পেরিয়ে ঈশ্বরের খাস কক্ষ Merkhabah পযর্ন্ত পৌছে প্রার্থনা করেছেন। সেখানে তারা যা দেখেছেন তা রোমান রাজদরবারের অনুরূপ যেখানে মহিমান্বিত ঈশ্বর তার সিংহাসনে আসীন এবং দুই ধারে রোমান সম্রাটের পারিষদের ন্যায় দেবদূতগণ ঈশ্বর বন্দনারত রয়েছেন।

ইহুদি পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরকে পার্থিব ও মানবিকতার ঊর্ধ্বে তুলে না আনতে পারলে ইহুদি ধর্মে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঠেকানো সম্ভব হবে না। তাই, ঈশ্বরের মানবপ্রতিম অস্তিত্বের ধারণার বিপরীতে ঈশ্বরকে এমন সত্তার অধিকারী করার চেষ্টা করা হয় যে সত্তার ধারণা মানুষের যুক্তি, বিশ্বাস ও বর্ণনা শক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়। অনেক ইহুদি দার্শনিকের কাছে এটা একেশ্বরবাদের সাথে সামঞ্জস্যেপূর্ণ একটি ঈশ্বর ধারণা। ঈশ্বরকে মানবিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের উর্ধ্বে কল্পনা করা হয়। ঈশ্বরের ভাবনা, ঈশ্বরের পন্থা মানুষের ভাবনা আর পন্থা এক নয়। প্রাচীন ইহুদি মরমিবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের Merkhabahপন্থিরা এই ধারণার ধারক। পৌত্তলিকতা এই ধারণার সাথে সম্পূর্ণরূপে সংঘাতময় এবং ঈশ্বরকে তার সৃষ্টির কোন গুণের সাথে তুলনা করা যায় না।

সর্বব্যাপী ঈশ্বর: ঈশ্বর-ধারণার আরেকটি মতবাদ হল এই যে ঈশ্বর সবকিছুর মধ্যেই বিদ্যমান যদিও সামগ্রিক সৃষ্টি অথবা সৃষ্টির কোন অংশের সাথে ঈশ্বর তুলনীয় নয়। এই ঈশ্বর-ধারণা তুলনামূলকভাবে আধুনিক, এবং মধ্যযুগের ইহুদি মরমিবাদীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। মানবপ্রতিম ঈশ্বর-ধারণা বিমূর্ত একেশ্বরবাদের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে। অপরদিকে, ঈশ্বরকে মানব ধারণাতীত অস্তিত্ব প্রদান, ধর্মীয় বিধি-বিধান বা ঐশী প্রত্যাদেশের প্রতি আস্থা না রেখেও, এক পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রবণতা সৃষ্টি করে। ঈশ্বরের সব কিছুতেই উপস্থিতি মানবপ্রতিম ঈশ্বর ও মানব ধারণাতীত ঈশ্বরের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে। এই ধারণায় ঈশ্বর তার সৃষ্টি থেকে আলাদা কিন্তু আবার তার সকল সৃষ্টির সাথেই তিনি অন্তরঙ্গভাবে উপস্থিত। কিন্তু এখানেও সমস্যা থেকে যায়। ঈশ্বর যদি সবকিছুর মধ্যেই পরিস্ফুটিত হয় তাহলে ভাল-মন্দ আর পবিত্র-অপবিত্রের পার্থক্য বেশ ঝাঁপসা হয়ে যায়। ইহুদি মননে ও আচার-আচরণে পবিত্র-অপবিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ ইহুদি বাইবেলে ঈশ্বর বহুবার ইহুদি জাতিকে পবিত্র

জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন, এবং তারা যে অন্য সকল জাতি থেকে আলাদা এই বিশ্বাস ইহুদি অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রায় সকল মতবাদ বা ফেকরার ইহুদি ধর্মাবলম্বীগণ এই বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ। ইসরায়েলের একান্ত ঈশ্বর ধারণার সাথেও 'সবকিছুতে ঈশ্বরের উপস্থিতির' ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Cabbala নামে এক ইহুদি মরমিবাদের বিকাশ ঘটে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের সকল ইহুদি গোষ্ঠীর মধ্যে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময়টা মূলত চিরায়ত ইহুদি একেশ্বরবাদকে এই Cabbala মতবাদের সাথে রীতিমত সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হয়। কাবালার অনুসারীগণ গভীর অধ্যয়ন এবং দীক্ষার মাধ্যমে এই মতবাদ উপলব্ধি করতেন, এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে এই মরমীবাদের মর্ম অনুধাবন করা কঠিন ছিল।

কাবালা অনুসারে এক ঈশ্বর নয়, বরং একাধিক দেব-দেবীর পরস্পর মিলন ও সংঘর্ষের মাধ্যমে বিশ্বজগত সৃষ্টি ও পরিচালিত হয়ে আসছে। 'প্রথম উৎস' (First Cause) হতে প্রথম পুরুষ দেবতা (God), 'প্রাজ্ঞতা' (Wisdom) অথবা পিতা (Father) এবং তারপর স্ত্রী দেবতা (Goddess) 'জ্ঞান' অথবা মাতা (Mother) উৎসরিত হয়। এই দুই দেব-দেবীর মিলনে দুই কনিষ্ঠ দেব-দেবীর জন্ম হয়। 'পুত্র' যাকে 'Holy Blessed One' 'আশীষময় পবিত্র সত্তা' এবং কন্যার নাম দেওয়া হয়ে থাকে Lady বা Shekhina বা Queen। এই কনিষ্ঠ দেব-দেবীর মিলন আবশ্যক। কিন্তু শয়তানের ষড়যন্ত্রের কারণে এদের নিরববিচ্ছিন্ন মিলন সম্ভব হয় না। এই তত্ত্ব অনুসারে, শয়তান স্বাধীন ও প্রভাবশালী সত্তা। 'প্রথম উৎস' সৃষ্টি শুরু করেছিলেন এই দুই জনকে মিলিত করার জন্য, কিন্তু শয়তানের বিভিন্ন চতুরতার কারণে Holy Blessed One ও Shekhina এর মিলন অপেক্ষা বিভেদই প্রবলতর হয়। ইহুদিদের সৃষ্টি করা হয়েছিল আদম ও হাওয়ার ভুল শোধরানোর জন্য এবং মোশীকে সাইনাই পর্বতে তৌরিদ প্রদানকালে Holy Blessed One মোশীতে অবতরণ করে এক পর্যায়ে Shekhina এর সাথে মিলিত হয়েছিল। ইহুদিদের সেই 'সোনার বাছুর পূজা'র ফলে সেই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এমনিভাবে ইহুদি ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন কানানীয়দের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন দখল করে নেওয়া, ১ম ও ২য় মহাপবিত্র মন্দির নির্মাণ ও ধবংস, ইহুদিদের প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়ন ও তাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্বাসন, পর্যায়ক্রমে Holy Blessed One ও Shekhina এর মিলন ও বিচ্ছেদের বহিঃপ্রকাশ। মসীহ্ এর আবির্ভাব সকল ইহুদিদের তাদের 'চিন্তার বাসভূমি' প্যালেস্টাইনে একত্রীকরণ, জেরুজালেমে তৃতীয় মহাপবিত্র মন্দির স্থাপন এবং সমগ্র পৃথিবীতে মসীহ্ এর রাজত্ব কায়েমের মাধ্যমে Holy Blessed One ও Shekhina এর চূড়ান্ত মিলনের বহিঃপ্রকাশ হবে Olam Ha Ba বা আসন্ন পৃথিবীতে চির প্রশান্তি স্থাপনে।[৩]

মরমিবাদের এই উদ্ভট তত্ত্ব বহু শতাব্দী ধরে চিরায়িত ইহুদিধর্মকে আলোড়িত করেছে। এই মতবাদের প্রকৃত চর্চাকারীদের সংখ্যা কখনোই খুব বেশি ছিল না, কিন্তু এর

তাত্ত্বিক প্রভাব ইহুদিধর্মের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে ব্যাপক ছিল। বর্তমান ইসরায়েলেও ধর্মীয় কট্টরপন্থি (Orthodox) ইহুদিদের চেতনায় এর প্রভাব রয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

টীকা

১. Rabbi Benjamin Blech, Understanding Judaism, Second Edition, Penguin Group (USA) Inc. p. 14.

২. Alan Unterman, Jews: Their Religious Beliefs and Practices, p. 20.

৩. Israil Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years 1994, Pluto press.

৩৩

একান্ত ইসরায়েলি ঈশ্বর

কানান ইসরায়েলিদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিটি পর্যায়েই ঈশ্বর ইসরায়েলিদের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছেন। এই কারণে ইহুদিগণ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বরের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক তাদের অস্তিত্বেরই অংশ। ধর্ম পালন করুন কি না করুন, প্রায় প্রত্যেক ইহুদি এই ধারণায় এখনো বিশ্বাসী। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আব্রাহাম থেকে শুরু করে মোশী পর্যন্ত সময়কালে মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, লেবানন এলাকায় যেসব গোত্র বাস করত যেমন কানানাইট, হিট্টাইট, মোয়াবাইট, আমোমাইট ইত্যাদি প্রত্যেক গোত্রেরই ভিন্ন দেবতা ছিল যাদের বেদিতে তারা নৈবদ্য আহুতি ও বিসর্জন দিত। কানানাইটদের গোত্রীয় দেবতা ছিল বা'ল। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, আব্রাহাম, আইজাক, যাকোব বা মোশী তাদের ঈশ্বরকে শুধু তাদেরই গোত্রীয় ঈশ্বর ধরে নিয়েছিলেন। একেশ্বরবাদ যেহেতু আব্রাহাম ও তার গোত্র থেকেই উৎপত্তি তাই ইসরায়েলিগণ ঈশ্বরকে বিশ্বের সকল কিছুর স্রষ্টা মনে করলেও তাদের অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে ঈশ্বরকে মূলত ইসরায়েলের ঈশ্বর হিসেবে গণ্য করা হত।

পরমেশ্বর প্রভুর নাম অযথা নেবে না: 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তার নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না' (Exod. 1:7)। মোশী এবং ইসরায়েলিদের এমন কঠিন ভাষায় শাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাইনাই পর্বতে ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা ঘোষণাকালে। এটি হচ্ছে দশটি আজ্ঞার (Ten Commandments) দ্বিতীয় আজ্ঞা। প্রথম আজ্ঞা ছিল ঈশ্বরকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মান্য করা এবং তার কোনো প্রতিমূর্তি স্থাপন না করা। পরবর্তীকালে ঈশ্বর ইসরায়েলিদের উপর বহু আজ্ঞা জারি করেছেন। সকল আজ্ঞার মাঝে ঈশ্বরের নাম অযথা না নেওয়ার আজ্ঞার অবস্থানই এই আজ্ঞার অপরিসীম গুরুত্ব নির্দেশ করে। এটা ইহুদিধর্ম-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ সম্পর্কে ঈশ্বরের অন্যতম প্রধান ও মৌলিক নির্দেশ। ঐতিহ্যগতভাবে ইহুদিগণ এই আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। যেহেতু কোন কোন ক্ষেত্রে ঈশ্বরের একক নাম নেওয়া যাবে তার পরিষ্কার নির্দেশ বাইবেলে নেই, তাই ঈশ্বরের সংজ্ঞাসূচক একক নামের ব্যবহার প্রায় বিলীন হয়ে গেছে।

তৌরিদে কোন কোন জায়গায় ঈশ্বরের সংজ্ঞাবাচক বা একক নাম ব্যবহার করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় ঈশ্বরের নামের বানানে যে তিনটি হিব্রু অক্ষর ব্যবহার করা হয় তার সবচেয়ে নিকট প্রতিরূপ রোমান তিনটি অক্ষরে সেই নামটি এভাবে লিখা হয়: Y-H-W-H ঈশ্বরের এই তিনটি হিব্রু অক্ষরের মিলিত উচ্চারণ যে কি, সে ব্যাপারে ঐকমত্য নেই। কোন কোন খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ এই নামের উচ্চারণ 'যেহোবা', বা 'ইয়াহুয়ে'-এর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রাচীন হিব্রু ভাষায় স্বরবর্ণ বা স্বরচিহ্ন (যেমন, া ি) ব্যবহার ছিল না। তদুপরি, জেরুজালেমের Temple ৭০ খ্রি. এ ধ্বংসের পরে ঈশ্বরের একক বা সংজ্ঞাবাচক নাম কেউ উচ্চারণ করেনি। ঐ Temple-এর প্রধান পুরোহিত ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞাহুতি দেওয়ার সময় ঈশ্বরের একক হিব্রু নাম উচ্চারণ করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন। যেহেতু Temple এখনো পুনঃনির্মিত হয়নি, তাই এই নাম উচ্চারণ করার সুযোগ ছিল না এবং এখনো নেই।

যেহেতু ঈশ্বরের মূল একক নাম উচ্চারণে বাধা আছে তাই বাইবেলেই এর কয়েকটি সমনাম ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলির একটি হল Elohim (God)। কোথাও কোথাও El elyon (the supreme God) বা এর সংক্ষিপ্ত আকারে El ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোথাও El Shadai বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদি শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের রচনায় যে নাম দু'টি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো Hakadush Barukh Ha অর্থাৎ 'আশীষপূর্ণ পবিত্র নাম' এবং Harakhman 'করুণাময়' বা 'ক্ষমাশীল'। Adon Olam বা চিরন্তন প্রভু, Goel Israel বা ইসরায়েলের উদ্ধারকারী এবং Noten Hatorah বা Torah প্রদানকারী নামগুলি বহুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রাব্বাই সংস্কৃতি ও প্রার্থনা বইগুলিতে এই নামগুলির মধ্যে Elohei Israel বা 'ইসরায়েলের ঈশ্বর' নামে ইসরায়েলের একান্ত ঈশ্বরের এর ধারণা প্রতিফলিত দেখা যায়। Cabbalistic তথা ইহুদি মরমিবাদী সাহিত্যে মরমিদের ঈশ্বর ধারণা ফুটে উঠে En sof বা 'অনন্ত অসীম' নামে।

অধিকাংশ আধুনিক ও সংস্কারপন্থি ইহুদি ইংরেজি ভাষায় অথবা God এর অন্য ইউরোপীয় ভাষার সমার্থক কোন নামে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। God নামটি যেহেতু Y-H-W-H এর নিকটতম সমার্থক বলে ধরে নেওয়া হয় তাই এই নামটি উচ্চারণ করতে সংকোচ বোধ না থাকলেও পাছে নামটি কোনভাবে মুছে যায় অথবা অপবিত্র হয়ে যায় সেই ভয়ে অনেকেই লিখার সময় God সম্পূর্ণ না লিখে G-d লিখে থাকেন। ঈশ্বরের নামের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই এমনটি করা হয়ে থাকে। Orthodox বা Traditionalist ইহুদিগণ এ ব্যাপারে আরেক ধাপ এগিয়ে। ঈশ্বরের কোন নাম সরাসরি ব্যবহার না করে Hashem বা 'পবিত্র নাম' ব্যবহার করে থাকেন।

ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বরের তথাকথিত বিশেষ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে ঈশ্বরের সার্বিক আচরণ ইসরায়েলিদের পক্ষে একপেশে হবে এটাই স্বাভাবিক। বাইবেলে বিবৃত ঈশ্বরের

সকল কর্মকাণ্ড ইসরায়েলিদের ঘিরে আবর্তিত দেখা যায়। ইসরায়েলিদের রক্ষা করা, তাদেরকে আজ্ঞা প্রদান, শাস্তি প্রদান, নির্দেশনা দেওয়া, অন্যান্য জাতির সাথে ইসরায়েলিদের আচরণ কী হবে তার নির্দেশনা প্রদান, ইসরায়েলিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্যান্য জাতিকে বিপথে পরিচালনা করা এবং তাদের সাথে সংঘর্ষে সরাসরি ইসরায়েলিদের পক্ষ অবলম্বন করা, অন্যান্য জাতিকে অভিশম্পাত দেওয়া এগুলিই হচ্ছে ঈশ্বরের কাজ। ইসরায়েলিদের ঈশ্বর এমন এক ঈশ্বর যার মধ্যে সর্বজনীনতা প্রকটভাবে অনুপস্থিত। ইসরায়েলিদের উপর অন্যান্য জাতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, তাদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নিগৃহীত করা, শৃঙ্খলিত করা, ঈশ্বর প্রদত্ত তাদের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা, তাদের মহাপবিত্র মন্দির ধবংস করা সবই ইসরায়েলিদের বিপথগামিতা অথবা অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদানের জন্যই ঈশ্বরের নির্দেশে হয়েছে। ইসরায়েলিদের জন্য ঈশ্বরের আঁকা ছকে অন্যান্য জাতির উত্থান-পতন, প্রাচুর্য-দারিদ্র্য, মহাবিজয়, মহামারি, সবই ইসরায়েলিদের নিয়ে ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার অংশ। ইসরায়েলিদের জন্য ঈশ্বর নির্ধারিত নিয়তি গঠনে অন্যান্য জাতি উপাদান মাত্র।

বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা যিনি সকল জাত ও বর্ণের মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তার সৃষ্ট সকল মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র ইসরায়েলের সন্তানগণকে চিরদিনের জন্য তার নিজস্ব জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন কী কারণে অবশ্য তার ব্যাখ্যা বাইবেলে নেই। অবশ্য বাইবেলে এই ব্যাখ্যা না থাকলেও ইহুদি সাধক ও পণ্ডিতগণ সেই অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন। এক তত্ত্ব অনুসারে, ঈশ্বর একে একে সকল জাতিকে তৌরিদ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিলেন, কেউ এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, একমাত্র ইসরায়েলিগণ এই দায়িত্ব গ্রহণে সম্মতি দিয়েছেন। আরেক তত্ত্ব অনুসারে, ইসরায়েলিগণ ছিল সবচেয়ে বিভেদ ও কলহপূর্ণ জাতি। কোন এক কর্তৃত্ব মানতে তারা রাজি ছিল না। তাই তাদের উপর তৌরিদ স্থাপন করে তাদেরকে বশে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আরোও এক তত্ত্ব অনুসারে, ইসরায়েলিগণ ছিল একমাত্র জাতি যাদের কোন সামরিক শক্তি বা ঐতিহ্য ছিল না। যেসকল জাতির শক্তিশালী সামরিক শক্তি ছিল তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে তৌরিদ প্রতিষ্ঠিত হোক তা ঈশ্বরের কাম্য ছিল না। তাই ঈশ্বর ইসরায়েলকে সবচেয়ে দুর্বল জাতি হিসেবে তৌরিদের ভার বহন করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন।

৩৪

পরকাল ভাবনা

ইহুদিধর্মে পুরস্কার ও শাস্তি ইহজগতকেন্দ্রিক। তৌরিদে কোথাও পরকালের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তৌরিদের মূল দৃষ্টি এই জগত, এই কাল এবং এই জনগোষ্ঠীর উপর নিবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন ও সমাজ বিধান দেওয়া এবং পুরস্কারের আশ্বাস ও শাস্তির ভয়ের মাধ্যমে তাদেরকে ঐ বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করা। ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই আত্মার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে না। মৃত্যু-পরবর্তী জগত সম্পর্কে তৌরিদে বিস্তারিত রূপরেখা নেই কারণে এ সম্পর্কে ইহুদি পণ্ডিত ও ঋষিগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের অপর দু'টি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্ম (অবশ্য খ্রিস্টধর্মকে যদি একেশ্বরবাদী ধর্ম বলে গণ্য করা হয়) খ্রিস্ট ও ইসলামধর্মের সাথে ইহুদিধর্মের প্রধান ব্যবধানই এখানে। খ্রিস্টীয় এবং ইসলাম ধর্মে পরকালের স্বর্গ ও নরকের যে প্রাণবন্ত বিবরণ আছে তৌরিদে তা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। তৌরিদে পরকালের উল্লেখমাত্র নেই। খ্রিস্টীয় এবং ইসলামধর্মে বর্তমান জগতের সাফল্য ও অর্জনকে পরলোকের জীবনের পরিত্রাণের চেয়ে অনেক খাটো করে দেখার প্রবণতা সুস্পষ্ট। এর বিপরীতে ইহুদিধর্মের অনুসারীদের উপর নির্দেশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ঈশ্বর নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ পথে জীবনকে সার্থক করে তোলা। ইহজগতই মুখ্য, পরলোকের ভাবনা নিয়ে ইহজগতকে অবহেলার কোন সুযোগ বা প্রয়োজন নেই। জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য ও ব্যর্থতা এই জগতের মধ্যেই সীমিত, এর অন্য কোন গন্তব্য বা মাত্রা নেই। 'Verily there is a reward for the righteous, verily He is a God that judgeth in the earth; ধার্মিকের জন্য সত্যি পুরস্কার আছে; সত্যি ঈশ্বর আছেন, যিনি পৃথিবীতে বিচার সম্পূর্ণ করেন' (সামসঙ্গীত ৫৮:১২)।

তৌরিদের পাঁচটি স্থানে পরলোকের ইঙ্গিত আছে। Gene. 25:8, 25:17, 35:29, 49:33 Deut. 32:56। পাঁচটি জায়গাই ইহুদিদের পুরুষতান্ত্রিক প্রধান (Patriarch) বা পয়গম্বরের মৃত্যু প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদি বাইবেলের আরেকটি জায়গায়

এই ইঙ্গিত পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সেটা হল II King পুস্তকের ২২:২০ পঙ্‌ক্তিতে King Josiah এর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করার সময়। এই সবকয়টি স্থানেই যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা মোটামুটি একই রকম। যেমন আব্রাহামের মৃত্যুকে এভাবে বিবৃত করা হয়েছে, 'Then Abraham breathed his last and died in a good old age,...and was gathered to his people' (Gene. 25:8)। অর্থাৎ 'পরে তিনি (আব্রাহাম) বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে শুভ বার্ধক্যে প্রাণ ত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন।' বাক্যটির শেষের অংশ 'তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন।' পরলোকের প্রতি ইঙ্গিতবহ বলে ইহুদি শাস্ত্রপণ্ডিত ও বোদ্ধাগণ মনে করেন। মৃত্যুর সাথেই যদি সবকিছু শেষ হয়ে যায় তাহলে মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ থাকে না। মৃত্যুর পর পূর্বপুরুষগণ নিশ্চয় কোথাও থাকেন যেখানে নতুন মৃত ব্যক্তি তাদের সাথে মিলিত হতে পারেন। তাই যে প্রকারেরই হোক একটি পরলোকের অস্তিত্ব বোধগম্য।

পরলোকের আরো একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিছু কিছু পাপ কাজের জন্য তৌরিদে দেওয়া বিধানের মধ্যে। 'কিন্তু যার লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদিত হবে না এমন অপরিচ্ছেদিত পুরুষ মানুষকে নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ হোক সে আমার সন্ধি ভঙ্গ করেছে।' (Gene. 17:14) 'নিজের লোকদের মধ্য থেকে উচ্ছেদ করা হোক।' আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যক্যটির অর্থ হচ্ছে অপরাধী ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত বা একঘরে করা হবে, যার সাথে তার আত্মীয়স্বজন বা সমাজের অন্য কারো লেনদেন, যোগাযোগ বা সংস্রব থাকবে না। তাহলে তৌরিদের এই পঙ্‌ক্তিটি অর্থ কি? 'তাই তোমরা সাব্বাৎ পালন করবে; কেননা তোমাদের জন্য সেই দিনটি পবিত্র; যে কেউ তেমন দিন অপবিত্র করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে, হ্যা যে কেউ সেই দিনে কাজ করবে তাকে তার জনগণের মধ্যে থেকে উচ্ছেদ করা হবে।' উল্লিখিত পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পার্থিব আপনজন থেকে সে উচ্ছেদ এমনিতেই হয়ে গেল। পণ্ডিত ও বোদ্ধাদের ধারণা মৃত্যুর পরেও তাকে আপনজনদের সাথে মিলিত হতে দেয়া হবে না। যেমনটি ইহুদি গোষ্ঠীপতি আব্রাহাম, আইজ্যাক, যাকোবকে দেওয়া হয়েছে অথবা অন্যান্য ন্যায়নিষ্ঠ ইহুদিদের মৃত্যুর পর তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হতে দেওয়া হবে। ইহুদি পুরুষদের লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন না করা গুরুতর পাপ। কিন্তু এই পাপের জন্য পার্থিব শাস্তির বিধান করা হয়নি। এই পাপের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুর মাধ্যমে তার দেহ ও আত্মা সম্পূর্ণভাবে ধবংস হয়ে যাবে এবং তার পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ সে পাবে না। অপরদিকে, সাব্বাৎকে অবমাননা করা আরো ঘোরতর পাপ যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং একই সাথে পরকালে আপন জনগনের সাথে মিলিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। ইহুদি শাস্ত্রীয় পন্ডিতগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে, 'আপন জনগণের মধ্যে হতে উচ্ছেদ'—এই শাস্তি পরকালের জন্যই জমা থাকবে। তৌরিদে পরকালের বিবরণ না থাকলেও অধিকাংশ ধর্মপালনকারী ইহুদি পরকালে

বিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের সর্বপেক্ষা প্রভাবশালী ইহুদি পণ্ডিত রাবাই মোশে বিন মায়মোনইড ইহুদি ধর্মের ১৩টি বুনিয়াদি বিশ্বাসের যে তালিকা তৈরি করেছেন তাতে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস অন্যতম, যদিও এটা স্থান পেয়েছে ১৩ নম্বরে।

পরলোকের ক্রিয়াকলাপ,আবহ এবং এর তাৎপর্য বিষয়ে সর্বজনীন মতৈক্যের অভাব রয়েছে। পরলোকের বিষয়টি তৌরিদে স্থান না পাওয়া এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী নবীগণের বিবরণও ঝাপসা হওয়ার কারণে পণ্ডিত ও ঋষিদের মধ্যে এ সম্পর্কে বিভিন্নমুখী ধারণা ও ভাবনা উদ্ভবের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। পরলোকের বিষয়ে সর্বপেক্ষা প্রাচীন মতভেদ দেখা যায় Pharisees এবং Sadducees-দের মধ্যে। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে এই দু'টি মতবাদের উৎপত্তি হয়। Phariseesগণ পরলোকে বিশ্বাস করতেন। Pharisees গণ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, পরলোক ও মসিহ্-এর আবির্ভাব বিশ্বাস করতেন। এই মতবাদই পরবর্তীকালে মূলধারার ইহুদিধর্মের রূপ গ্রহণ করে। অপরদিকে Sadducees গণ পুরোহিততন্ত্র ও আচারভিত্তিক ধর্মচর্চার বিশ্বাসী। তারা শ্রুতি তৌরিদে অগ্রাহ্য করতেন, এবং তৌরিদে স্পষ্ট করে উলেস্নখ নেই কারণে পরলোকে বিশ্বাস করতেন না। ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের দ্বিতীয় মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংসের সাথে সাথে এই মতবাদও বিলীন হয়ে যায়।

৩৫

কুপ্রবৃত্তি, সুপ্রবৃত্তি

প্রতিটি মানুষের দুটি প্রবণতা বা প্রবৃত্তি আছে। একটি হচ্ছে সুপ্রবৃত্তি এবং অপরটি কুপ্রবৃত্তি। সুপ্রবৃত্তি (Yetzer Tov) মানুষকে ভাল কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে, ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের দিকে আকৃষ্ট করে। কুপ্রবৃত্তি (Yetzer Hama) মানুষকে অন্যায় ও ঈশ্বরের নির্দেশকে অমান্যের পথে উৎসাহিত করে। এই দুটি প্রবৃত্তির মধ্যে Yetzer Hama বা কুপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত এবং এটা তাকে অর্জন করতে হয় না। তোরাহ্-তে মানুষের কুপ্রবৃত্তির কথা দুইবার উল্লেখ আছে। 'প্রভু দেখলেন মানুষের ধূর্ততা বড়, তার অন্তর সারাদিন ধরে শুধু অধর্মের চিন্তা আঁটছে।' (Gene. 8:5) 'আমি মানুষের কারণে পৃথিবীকে আর কখনো অভিশাপ দেব না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন অধর্মের প্রবণ'(Gene. 8:21)। তালমুদে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষ যদিও কুপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু Yetzer Hama সংযত রাখার জন্য মানুষ তার বয়োবৃদ্ধির সাথে Yetzer Tov বা সুপ্রবৃত্তি অর্জন করে। পুরুষ ১৩ বছর ও নারী ১২ বছর বয়সে Yetzer Tov এর পুরোপুরি অধিকার লাভ করে। এরপর থেকে মানুষ দুই প্রবৃত্তির কোন্‌টাকে কোন্ বিষয়ে প্রাধান্য দেবে সেই সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে এবং এর দায়িত্ব তার। কোন কোন দার্শনিকের মতে Yetzer Hama কুপ্রবৃত্তি নয় বরং মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা মাত্র। যেমন খাদ্যের ক্ষুধা ও যৌন ক্ষুধা। দুটিই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। বেঁচে থাকার জন্য পেটের ক্ষুধা মেটাতে হয় এবং কখনো কখনো এই ক্ষুধার তাড়না তাকে চৌর্যবৃত্তির দিকে প্ররোচিত করে। তেমনিভাবে মানুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষার কারণে যৌনমিলন অপরিহার্য। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত যৌন-তাড়না মানুষকে ব্যভিচার ও অন্যান্য যৌনঅপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। মানুষকে তার কর্মের দায়িত্ব বহন করতে হবে। ঈশ্বরের নির্দেশ পালনের মাধ্যমে মানুষ শুধু Mitzva বা ঐশী আদেশ মান্য করে ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্যই প্রকাশ করে না বরং 'Kabbalist'-দের মতে মানুষ তার মধ্যকার ঐশী উপাদানের প্রকাশ ঘটায়। তাই Yetzer Tov মানুষকে তার প্রকৃত স্বকীয়তার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। 'মানুষ পাপ

করে না যতক্ষণ একটা অচৈতন্য মূঢ়তা তার মধ্যে জেঁকে না বসে।' তালমুদের এই বক্তব্য পাপ নয় পাপীর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি প্রকাশ পায়।

তাই পদস্খলিতদের প্রথম সুযোগ রয়েছে অনুশোচনার মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরে আসা বা Teshuvah করা। শাস্তির ভয়ের পরিবর্তে ভালবাসা থেকে উৎসরিত Teshuvah ঈশ্বরের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য। এমনকি প্রকৃত Teshuvah করে অতীতের পঙ্কিলতা থেকে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের আলোকিত পথে ফিরে আসতে পারলে অতীতের সকল পাপ ন্যায়নিষ্ঠতায় পরিগণিত হতে পারে (বেবিলনীয়ান তালমুদ Yoma 866)। তালমুদীয় রচনাবলিতে Teshuvah (তওবা?) এর বিষয়ে বারবার জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃত Teshuvah এর দরজা ইহুদিদের জন্য সর্বক্ষণ খোলা রয়েছে। নিস্কপট আত্ম-নিরীক্ষণের মাধ্যমে ঐশী আদেশ পালনে নিজের ব্যর্থতা বা ঘাটতি অনুধাবন করত Teshuvah করে নিজেকে সংশোধিত করার প্রয়াসকে সর্বত্র উৎসাহিত করা হয়েছে। ইহুদিগণ নিজদের ভুল সংশোধন করে সঠিক পথে ফিরে নিজেকে 'Baal Teshuvah' বা Master of repentance এর মর্যাদা দিতে পারে। Baal Teshuvah-কে ইহুদিধর্মে নবজীবন লাভ করা অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত বিবেচনা করা হয়।

৩৬

শাস্তি ও পুরস্কার

'...যারা আমাকে ঘৃণা করে তাদের বেলায় আমি পিতার শঠতার দণ্ড সন্তানদের উপরে ডেকে আনি তাদের তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত;' (Exod. 20:5) ঈশ্বরের এই কঠোর হুঁশিয়ারি ইহুদি বাইবেলে আরও অন্তত তিনবার উচ্চারিত হয়েছে। লক্ষণীয় যে, শঠতার শাস্তি দেওয়া হবে শঠতাকারীকে নয় বরং তার সন্তানদের এবং এ শাস্তি চলতে থাকবে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত। এর আগেও আমরা লক্ষ্য করেছি নূহের পুত্র হ্যাম তার পিতার উলঙ্গতা দেখে ফেলার অপরাধে নূহ অভিসম্পাদ দিয়েছিলেন হ্যামকে নয় বরং তার কনিষ্ঠ পুত্র কানান ও তার বংশধরদের। সম্ভবত এরই জের ধরে ঈশ্বর কানানীয়দের তাদের বাসভূমি থেকে উৎখাত করে তা আব্রাহাম, আইজাক ও যাকোবের সন্তানদের চিরদিনের জন্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন যার রেশ এখনো চলছে প্যালেস্টাইনিদের তাদের বাসভূমি থেকে বহিষ্কার করে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

'জারজ ব্যক্তি প্রভুর জনসামবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না, দশম পুরুষ পর্যন্তও তাদের বংশের কেউই প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশাধিকার পাবে না' (Deut. 23:3) এমনিভাবে আম্মোনীয় ও মোয়াবীয়রা প্রভুর জনসমাবেশে প্রবেশ করতে পরবে না, কারণ ইসরায়েলিরা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে আসে তখন তারা পথে খাবার ও জল নিয়ে ইসরায়েলিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেনি। তবে ইসরায়েলিরা যেহেতু পরবাসী হয়ে মিশরে অবস্থান করেছিল তাই মিশরীয়রা ইসরায়েলিদের কাছে জঘন্য গণ্য হবে না। তাদের তৃতীয় পুরুষ পর্যন্ত মিশরীয়রা প্রভুর সমাবেশে প্রবেশ করতে পারবে না। পরবর্তী পুরুষগণের ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। পিতার অপরাধ পুত্রকে এবং পুত্রের বংশধরদের শাস্তি দেওয়ার অজস্র বিধান রয়েছে ইহুদি বাইবেলে।

বহু প্রকার অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে ইহুদি বাইবেলে। ইহজগতেই সকল শাস্তির বিধান রাখা আছে। খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড,...প্রাণের বদলে প্রাণ। 'যে কেউ স্বজাতীয়ের দেহে ক্ষত করে, তবে সে যেমন করেছে, তার প্রতি তেমন করা হবে। ভঙ্গের বদলে ভঙ্গ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত; মানুষের যে যেমন ক্ষত

করে, তার প্রতি তেমনি করা হবে।' (Levi.24:18-20) চুরি করলে চোরাই সম্পদ ফেরত দিতে হবে পাঁচগুণ। ঈশ্বরের নিন্দা করলে পাথর ছুড়ে নিন্দাকারীকে হত্যা করা হবে।

'যে কেউ তার পিতা বা মাতাকে অভিশাপ দেয় তার প্রাণদণ্ড হবে:...যে লোক পরের বধূর সঙ্গে ব্যভিচার করে, যে লোক প্রতিবেশীর বধূর সঙ্গে ব্যভিচার করে, সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিনীর দু'জনের প্রাণদণ্ড হবে।' (Levi.20:10-11) নিষিদ্ধ আত্মীয়ের সাথে যৌনাচারের জন্য সম্পর্কভেদে 'স্বজাতি থেকে উচ্ছেদ' মৃত্যুদণ্ড অথবা নিঃসন্তান থাকার শাস্তি হতে পারে। সুচিতা, অশুচিতা, অথবা অন্য কিছু কিছু ধর্মীয় বিধান ভঙ্গের দায় উৎসর্গ, নৈবেদ্য প্রদান অথবা যজ্ঞের মাধ্যমে মোচনের বিধান রয়েছে।

ইসরায়েলের সন্তানগণের জন্য সকল ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান ইহজগতেই রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়া, ঈশ্বরের বিধানকে মান্য না করে তাকে তুচ্ছ করা, ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা, ঈশ্বরের সাথে শঠতা করা, ইত্যাদি সব ধরনের অপরাধের জন্য বিচিত্র শাস্তির ব্যবস্থা রাখা আছে। এ সকল অপরাধের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গিয়ে তা যদি জাতীয় স্খলনে পরিণত হয়, তাহলে ঈশ্বর যে শাস্তি দিবেন তারও বিস্তৃত বিবরণ বাইবেলে উলেস্নখ করা আছে।'...তোমাদের বিরুদ্ধে বিভীষিকা, যক্ষ্মা ও কম্পজ্বর প্রেরণ করব, তখন তোমাদের চোখ ক্ষীণ হয়ে পড়বে ও তোমাদের প্রাণ যন্ত্রণা ভোগ করবে।... আমি তোমাদের প্রতি বিমুখ হব, তখন তোমরা তোমাদের শত্রুদের দ্বারা পরাজিত হ.ব; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তারা তোমাদের উপরে প্রভুত্ব চালাবে, এবং তোমাদের পিছনে কেউ ধাওয়া না করলেও তোমরা পালাতে থাকবে।' (Levi.26:16-17)

এরপরেও যদি ইসরায়েল সন্তানগণ তাদের অবাধ্যতার জন্য অনুতপ্ত না হয়, তাদের শঠতা স্বীকার না করে তাহলে তাদের জন্য আরো কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। 'তবে আমি রুষ্ট হয়ে তোমাদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করব, এবং তোমাদের পাপের জন্য আমি নিজে তোমাদের সাতগুণ শাস্তি দেব। তখন তোমরা তোমাদের আপন ছেলেদের মাংস খাবে ও তোমাদের আপন মেয়েদের মাংস খাবে।...আমি তোমদের শহরগুলো উৎচ্ছন্ন করব, তোমাদের পুণ্যালয় ও পুণ্যালয়গুলো ধবংস করব ও তোমাদের সৌরভের ঘ্রাণ নেব না। আমি নিজেই তোমাদের দেশ ধবংস করে দেব ও তোমাদের শত্রুরা যারা তা দখল করবে, তারা তাতে বিস্মিত হবে। তোমাদের আমি জাতিগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও খড়্গ কোষমুক্ত করে তোমাদের পিছু ধাওয়া করব, তখন তোমাদের দেশ ধবংসস্থান হবে ও তোমাদের শহরগুলো জনশূন্য হবে।' (Levi. 26:28-33)

ঈশ্বর ইসরায়েল সন্তানগণকে এত শাস্তি দেওয়ার পরেও তাদের সম্পূর্ণরূপে ধবংস ও বিলীন হয়ে যেতে দেবেন না। ঈশ্বর ইসরায়েলিদের উপর তার অভিসম্পাত ঘোষণার সাথে সাথে এও ঘোষণা করছেন যে এই শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরায়েলিদের তাদের দোষ স্বীকারে বাধ্য করা এবং 'যখন তারা 'নম্রতা স্বীকার করবে, ও তারা তাদের শঠতার

ঋণ শোধ করবে, তখন যাকোবের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি স্মরণ করব; ইসায়েকের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি ও আব্রাহামের সঙ্গে আমার সেই সন্ধিও স্মরণ করব, দেশের কথাও স্মরণ করব।' (Levi.26:41-42)

ইহুদি বাইবেলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করার জন্য যেমন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তেমনি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার পুরস্কার কী হবে তাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। 'যদি তোমরা আমার বিধিপথে চল, আমার আজ্ঞাগুলি মেনে চল ও সেই সমস্ত পালন কর, তবে আমি ঠিক সময়ে তোমাদের বৃষ্টি দান করব, তুমি ফসল উৎপন্ন করবে, ও মাঠের গাছপালা আপন আপন ফল দেবে,...আমি দেশে শান্তি মঞ্জুর করব; তোমরা ঘুমাতে যাবে আর কেউই তোমাদের ভয় দেখাবে না। তোমরা তোমাদের শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে, ও তারা তোমাদের সামনে খড়্গের আঘাতে পড়বে। তোমাদের পাঁচজন একশজনকে তাড়িয়ে দেবে,...আমি তোমাদের প্রতি মুখ তুলে চাইব, তোমাদের ফলবান করব, তোমাদের বংশবৃদ্ধি করব,...আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না। আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব, হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।' (Levi.26:3-13)

ইহুদি বাইবেলে শাস্তির বিধান ও পুরস্কারের আশ্বাসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লক্ষণীয়:

ক. শাস্তি ও পুরস্কার দু'টিই দেওয়া হবে ইহজগতে। সামাজিক অপরাধের শাস্তি দেবে মানুষ আর নৈতিক ও ধর্মীয় বিধানসংক্রান্তঅপরাধের শাস্তি দেবেন ঈশ্বর, এবং তা হবে এই পৃথিবীতেই;

খ. ঈশ্বর ইসরায়েলিদের যত শাস্তিই দিন, ইসরায়েলিদের পৃথিবী থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হতে দেবেন না, কারণ ঈশ্বর ইসরায়েলিদেরই পরমেশ্বর হয়ে থাকতে চান; এবং

গ. ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তির মেয়াদান্তে ইসরায়েলিদের আবার তাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত বাসভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার ঈশ্বর ভুলবেন না।

৩৭

স্বর্গ, নরক

সৎকর্মের পুরস্কার এবং পাপকর্মের শাস্তি বিধান ইহুদিধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তৌরিদে পরকাল ও পরকালের বিচার সম্পর্কে ইঙ্গিতের অস্পষ্টতা থাকলেও তালমুদ সাহিত্যের মিশনাহ্, গেমারাহ্ ও মিদ্রাসে Gaan Eden ও Gehinnom নামক দু'টি স্থানের প্রাণবন্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জায়গা দুটি খ্রিস্ট ও ইসলামধর্মের স্বর্গ ও নরকের সমতুল্য না হলেও তাদের আদিরূপ বলা যেতে পারে। খুবই ন্যায়নিষ্ঠ ও নিষ্পাপ নগণ্য সংখ্যক ইহুদি ব্যতীত মৃত্যুর পর সকলকে তাদের পাপের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন মেয়াদের জন্য Gehinnom বা Sheol এ অবস্থান করতে হবে। Gehinnom একই সাথে পাপযুক্ত আত্মার বিশোধনের জন্য শুদ্ধিস্থান এবং নরক বা জীবনে পাপকর্মের জন্য শাস্তি ভোগের স্থান। যারা তুলনামূলকভাবে হালকা পাপের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা স্বল্প মেয়াদের জন্য এখানে অবস্থান করবে এবং মেয়াদান্তে Gaan Eden এ প্রবেশ করবে।

গেহিন্নম: ইহুদিদের মধ্যে যারা জীবিতকালে জঘন্যতম পাপে লিপ্ত ছিল এবং এ জন্য অনুতপ্ত ছিল না, অথবা যারা ঈশ্বর এবং তৌরিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি তাদের আত্মা চিরকালের জন্য Gehinnom এ অবস্থান করবে, অথবা মতান্তরে, ধবংসপ্রাপ্ত হবে। পৌত্তলিকগণেরও একই অবস্থা হবে। এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা ন্যায়নিষ্ঠ জীবন যাপন করেছেন এরূপ অ-ইহুদিগণ Gehinnom এর মেয়াদ কাটানোর পর Gaan Eden এ স্থান পাবেন। Gehinnom এ অবস্থানের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১২ মাস। পূর্ণ বারো মাস মেয়াদে শুধু তারাই Gehinnom এ থাকবে যাদের আত্মা চিরকাল এখানে থাকবে অথবা যাদের আত্মা ধবংস করে দেওয়া হবে। মৃত ইহুদির নিকটতম আত্মীয়গণ (বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন, স্বামী অথবা স্ত্রী) ধর্মীয় বিধান অনুসারে এগারো মাস শোক পালন করেন। এই সময় তারা মৃতের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ করে থাকেন যা Kaddish নামে পরিচিত। মৃত্যুবার্ষিকীর পূর্বেই এই Kaddish বন্ধ করা হয়, কারণ এমন ধারণা যেন সৃষ্টি না হয় যে মৃতের আত্মীয়গণ তাকে এতটাই পাপী মনে করেন যে মৃত্যুর পর পুরো বারো মাসই তাকে Gehinnom এ অবস্থানের যোগ্য মনে করেন।

Gehinnom-এ কি ধরনের শাস্তি দেওয়া হয় সে বিষয়ে ইহুদি ঋষি ও দার্শনিকদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, ইহুদিগণের প্রতিটি পাপ কাজের জন্য একজন করে দৈত্য (Demon) সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পর ঐ দৈত্যগণ একের পর এক তার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে মৃতের আত্মাকে শাস্তি দিতে থাকে। অন্য মতে, Gehinnom-এ মৃতের আত্মার সামনে তার পাপকার্যের সকল চিত্র ভেসে উঠবে এবং প্রতিটি পাপ কাজের জন্য সে অনুশোচনায় বিচলিত হতে থাকবে এবং ঈশ্বর ক্ষমা না করা পর্যন্ত আত্মা স্বস্তি লাভ করবে না। মৃতের আপনজনদের অনন্ত প্রশান্তি ভোগ লক্ষ্য করে তার আত্মার অশান্তি আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

Gehinnom কোথায় অবস্থিত তার আভাস পাওয়া যায় এই নামটির উৎপত্তি অনুসন্ধান করলে। তালমুদে এই স্থানটিকে Gai Ben-Hinnom বলে উল্লেখ করা হয়েছে যার শাব্দিক অর্থ 'Hinnom' এর পুত্রের উপত্যকা'। এই উপত্যকার নামটি ব্যবহার করা হয়েছে তালমুদে Gehinnam বা Gehinnom হিসেবে। বাস্তবে প্রাচীন জেরুজালেম শহরের প্রাচীরের বাইরের একটি উপত্যকা ছিল যার নাম ছিল Gai Ben-Hinnom। এই উপত্যকাটির সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান বিষয়ে দ্বিমত না থাকলেও এর বিস্তৃতি বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীন জেরুজালেমের প্রাচীরের দক্ষিণে এই উপত্যকা অবস্থিত যা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। ইহুদি বাইবেলে উলেস্নখ আছে যে, প্রাচীন কালে কানানীয় ও হিত্তীয়দের দেবতা বা'ল ও মলেখ (Molech) এর পূজারিরা এবং এমনকি ধর্মভ্রষ্ট ইসরায়েলিগণ এই উপত্যকায় আগুনে পুড়িয়ে শিশু বলি দিত। এলাকাটির এক অংশে অনেক ছোট ছোট খুপরির মত গুহাগুলিকে মৃতদের কবর হিসেবে বারবার ব্যবহার করা হত। পরবর্তীকালে এই উপত্যকায় শহরের আবর্জনা পোড়ানো এবং মৃতদেহ দাহ করা হতো। এই প্রক্রিয়ায়এখানে সবসময়ই ধুকে ধুকে আগুন জ্বলতো। এই জ্বলন্ত আগুনে মৃত পশু এবং অপরাধীদের মৃতদেহ ফেলে দেয়া হত। ক্রমান্বয়েস্থানটি একটি ভয়ঙ্কর শাস্তির জায়গা হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করে। তালমুদ, মিশনাহ্ এবং খ্রিস্টানদের বাইবেলে মৃত্যুর পর পাপীদের শাস্তির স্থান হিসেবে এই জায়গায়টির নাম ব্যবহার করা হয়। জাহান্নাম শব্দটিরও উৎপত্তি হিব্রু Gehinnam থেকে।

ইডেনের বাগান: গেহিন্নম এর বিপরীতে রয়েছে Gaan Eden বা ইডেনের বাগান অথবা Olam Ha Ba বা আসন্ন জগত। যথারীতি Gaan Eden বা Olam Ha Ba বিষয়েও ইহুদি ঋষি ও দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, আদম ও হাওয়া সৃষ্টির পর প্রথম যে Garden of Eden এ ছিলেন এবং মৃত্যুর পর ন্যায়নিষ্ঠগণ যে Gaan Eden এ থাকবেন তা এক নয়। দু'টি ভিন্ন জায়গা। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দু'টি একই জায়গা। অন্য আরেকটি মতবাদ হল, মৃত্যুর পর ন্যায়নিষ্ঠগণ যে Olam Ha Ba-তে থাকবেন তা এবং মসীহ্-এর বাসস্থান জেরুজালেমই অবস্থিত থাকবে। স্থান যেখানেই হোক Gaan Eden বা Olam Ha Ba-তে ন্যায়নিষ্ঠগণ

কি করবেন বা কি উপভোগ করবেন সে বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কেউ বলেন, Olam Ha Ba হচ্ছে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার চরম বিন্দুতে পৌছানোর স্থান। কেউ সাব্বাৎ এর উদাহরণের মাধ্যমে এখানকার প্রশান্তির গভীরতা বুঝাতে চেয়েছেন। ঈশ্বরের নির্দেশমত কর্মহীন ও প্রশান্তিময় সাব্বাৎ পালন করতে পারলে, যা মরণশীল মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তাতে যে প্রশান্তি পাওয়া যাবে Olam Ha Ba-তে ন্যায়নিষ্ঠ আত্মা তার ষাটগুণ প্রশান্তি লাভ করবে। কেউ বা Olam Ha Ba এর উপলব্ধিকে যৌনমিলনের চরম তৃপ্তির সাথে তুলনা করেছেন যা চিরস্থায়ী হবে। তালমুদের Beranhot গ্রন্থে আসন্ন জগতে ন্যায়নিষ্ঠদের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'The World to come is not like this World. The World to come does not have in it eating or drinking or procreation or business dealings or jealousy or hate or competitiveness. Only the righteous sitting with their crowns on their head enjoying the radiance of the Shekinah.' অর্থাৎ আসন্ন জগত এই পৃথিবীর মত নয়। আসন্ন জগতে আহার নেই, পান নেই অথবা প্রজননের কাজও নেই অথবা ব্যবসায়িক লেনদেন নেই অথবা হিংসা, ঘৃণা বা প্রতিযোগিতা নেই। ন্যায়নিষ্ঠাগণ মাথায় মুকুট পরে শুধু Shekinah এর দীপ্তি উপভোগ করতে থাকবে।' Shekinah হচ্ছে সৃষ্টি জগতে স্রষ্টার সর্বব্যাপিতা, যা ঈশ্বরের নারী সত্তার প্রকাশ। একমাত্র আধ্যাত্মিক চরম উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে 'শেখিনা' উপলব্ধি করা যেতে পারে।

আত্মা নাকি দেহ?: মসীহ্-এর আবির্ভাবের যুগে অথবা আসন্ন জগতে যখন ভালো ও মন্দের বিচার হবে তখন বিচারের রায় কে বহন করবে, আত্মা নাকি দেহ? নাকি আত্মা এবং দেহ উভয়? এই বিষয় নিয়ে ইহুদি ধর্মতত্ত্ব আলোচনা ব্যাপক আকারে হয়েছে। এখানেও সেই একই অবস্থা। সর্বজনগ্রাহ্য কোন উত্তর নেই। তৌরিদে যেহেতু পরকালের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, তাই এই বিষয়টিও মীমাংসার কোন উদ্যোগ লক্ষণীয় নয়। খ্রি. ২য়-৩য় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইহুদি সাধক ও পণ্ডিত Rabbi Judah the Prince একটি নীতিগর্ভ রূপকগল্পের মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন:

> এক রাজার একটি খুব সুন্দর ফলের বাগান ছিল। সেখানে সুস্বাদু পাকা ডুমুর ছিল। বাগানটি পাহারা দেওয়ার জন্য তিনি দু'জন পাহারাদার রাখলেন— একজন খোঁড়া, আরেকজন অন্ধ। খোঁড়া পাহারাদার অন্ধ পাহারাদারকে বলল, 'বাগানে আমি সুস্বাদু পাকা ডুমুর দেখতে পাচ্ছি। আসো আমাকে বহন করে নিয়ে চল আমরা এই ডুমুরগুলি খাব।' খোঁড়া পাহারাদার অন্ধ পাহারাদারের পিঠে চড়ে ডুমুরগুলি পেড়ে দুজনে খেয়ে ফেললো। পরবর্তীতে মালিক এসে যখন জানতে চাইল সেই পাঁকা সুস্বাদু ডুমুরগুলি কোথায় গেল, তখন খোঁড়া পাহারাদার বললো, 'আমার কি পা আছে যে আমি হাটতে পারব?' অন্ধ পাহারাদার বললো, 'আমার কি চোখ আছে যে আমি দেখতে পাবো?' বাগানের মালিক

তখন কি করবে? সে খোড়া পাহারাদারকে অন্ধ পাহারাদারের ঘাড়ে তুলে দিয়ে তাদেরকে একক হিসেবে গণ্য করে বিচারের রায় দিলো। এমনিভাবে পবিত্র সত্তা আত্মা এনে দেহে ফেলে দিয়ে তাদেরকে একক গণ্য করে বিচার করবেন। (বেবিলনীয় তালমুদ Sanhedrin 9/a)

৩৮

পুনরুত্থান

'ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে। জ্ঞানবানরা গগণতলের দীপ্তির মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে।' (Dani. 12:2-3) ইহুদি বাইবেলে নবী গ্রন্থাবলী অংশে এইভাবেই পুনরুত্থানের দিনের বিবরণ দিয়েছেন নবী দানীয়েল।

সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, মসীহ্-এর উত্থানের পর পৃথিবীর সকল ইহুদি ইসরায়েলে প্রত্যাবর্তন করবে। পৃথিবীর সকল জাতি মসীহ্-এর আনুগত্য স্বীকার করবে, জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির ঈশ্বরের আবাস হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সেখানে যজ্ঞ, আহুতি ও নৈবদ্য পুনরায় চালু হবে। ইসরায়েল ও সারা পৃথিবীতে এক অনাবিল প্রশান্তি নেমে আসবে এবং সকল মৃত ইহুদির আত্মার পুনরুত্থান হবে। শুধু অতি দুষ্ট আত্মা পুনরুত্থিত হবে না। সেসকল আত্মা চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা মতান্তরে, ঐসকল আত্মা অপরাধবোধ নিয়ে অনন্তকাল অনুতপ্ত হতে থাকবে। অন্যান্য জাতির মধ্যে যারা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল তাদের আত্মার পুনরুত্থান হবে না, কিন্তু অইহুদিদের মধ্যে যারা একেশ্বরবাদী ছিলেন তাদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করেছেন তাদের আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে এবং সেই প্রশান্তির জগতের একটি অংশ তারা পাবেন। তাদের একনিষ্ঠতার বিচার হবে নূহের উপর ঈশ্বর আরোপিত সাতটি বিধান এর মানদণ্ডে। অ-ইহুদিগণের মধ্যে যারা নূহের সাতটি বিধান মেনে চলেছেন তাদেরও সেই প্রশান্তির জগত-আসন্ন পৃথিবী (World to come) বা Olam Ha Ba-তে স্থান থাকবে। তৌরিদ অনুসারে নূহের সাতটি বিধান নিম্নরূপ:

১. পৌত্তলিকতা অনুসরণ না করা।

২. নরহত্যা বা খুন না করা।

৩. চৌর্যবৃত্তি পরিহার করা।

৪. যৌনঅনাচার যথা ব্যভিচার, কতিপয় নিকট আত্মীয়ের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন, সমকামিতা, পশুগমন পরিহার করা।

৫. ঈশ্বরের নিন্দা না করা।

৬. জীবিত প্রাণীর অঙ্গচ্ছেদ করে না খাওয়া

৭. আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ন্যায়বিচার করা।

আত্মার পুনরুত্থানের বিষয়ে অধিকাংশ ইহুদি একমত হলেও পুনরুত্থান কখন এবং কিভাবে হবে সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, পুনরুত্থান বিষয়টি এককালীন নয়। আসন্ন পৃথিবীতে মসীহ্‌ের উত্থানের সাথে ইহুদি আত্মার পুনরুত্থান ঘটলেও তার আগেও কোন কোন আত্মার পুনর্জন্ম হতে পারে। মৃত্যুর পর কোন কোন আত্মা নতুন দেহ নিয়ে জন্মলাভ করতে পারে। প্রথম জীবনের কোন অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্য পুনর্জন্ম হতে পারে। ইহুদি মরমিবাদীদের মধ্যে, বিশেষকরে Hasidic ইহুদিগণের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল। Hasidism এর প্রতিষ্ঠাতা Israel ben Eliezer (১৬৯৮-১৭৬০) যিনি Baal Shem Tov (শুভ নামের প্রভু) বা Besht নামেও পরিচিত, তিনি মানুষের অতীত ও ভবিষ্যত বলে দিতে পারতেন। অতীতের মধ্যে কারো পূর্ব জন্মের ইতিহাস থাকলে তাও তিনি বলে দিতে পারতেন। তাই Hasidic ইহুদিগণ পুনরুত্থান (resurrection) এর সাথে পুনর্জন্মেও (reincarnation) বিশ্বাস করেন।

সমগ্র পুনরুত্থানের বিষয়টি মসীহ্‌কেন্দ্রিক। মসীহ্ এর উত্থানের পরেই ইহুদি আত্মার পুনরুত্থান হবে এবং 'আসন্ন জগৎ' এর দ্বার উন্মোচিত হবে। এ সম্পর্কে তৌরিদে (ইহুদি বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তক) সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও ইহুদি বাইবেলের অন্য কয়েকটি পুস্তকে 'আসন্ন জগৎ' রূপ কেমন হবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মসীহ্ এর উত্থানে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস তিনি আসবেন রাজা ডেভিড (দাউদ) এর বংশধরদের মধ্য থেকে।

কথিত আছে, রাজা ডেভিডের পুত্রসন্তানের সংখ্যা ছিল ২২ জন। রাজা ডেভিডের জীবনকাল সাধারণত খ্রি. পূ. ১০৪০ থেকে খ্রি. পূ. ৯৭০ পর্যন্ত ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রতি পুরুষের জন্য ৩০ বছর ধরা হলে এখন পর্যন্ত আনুমানিক ১০০ পুরুষ পার হয়েছে ডেভিডের বংশধরদের। এর মধ্যে তাদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হতে পারে। ইথিওপিয়ার সর্বশেষ সম্রাট হাইলে সেলাসীকে রাজা ডেভিডের পুত্র সলোমনের বংশধর বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এছাড়াও জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার বাগ্রাতি (Bagratid) রাজবংশসহ কোন কোন ইউরোপীয় রাজ পরিবারকে ডেভিডের উত্তরসূরী হিসেবে দাবি করা হয়। ইহুদি পণ্ডিত ও ঋষিদের মধ্যে রাশি, মায়মনাইড, হিলেস্নল এবং হাসিডিক ইহুদিবাদের প্রতিষ্ঠাতা বাল শেম তোভ (Baal Shem Tov)-কে তাদের ভক্তগণ রাজা ডেভিডের বংশধর বলে দাবি করেন। হাসিদিক ইহুদিগণ বাল শেম টোভকে মসীহ্ বলেও দাবি করেন। ইহুদি ঐতিহ্য অনুসারে, মসীহ্ এর আগমন যে কোন সময় হতে পারে। তবে কারো কারো

ধারণা এই যে, পৃথিবীতে ন্যায়নিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা হলেই মসীহ্ এর আবির্ভাব ঘটবে। তাই প্রত্যেক ইহুদির কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে মসীহ্ এর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করা।

ইহুদি বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে মসীহ সম্পর্কে সে সকল ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি নিচে উদ্ধৃত করা হল:

'তিনি (মসীহ্) দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন, বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দিবেন।' (ইসায়াহ্ ২:৪)

'যেসব মূলকাণ্ড থেকে এক পল্লব উৎপন্ন হবে না; তার শিকড় থেকে এক নবাঙ্কুর অঙ্কুরিত হবেন। প্রভুর আত্মা-প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রনা ও পরাক্রমেরআত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা, তার উপর অধিষ্ঠান করবে।' (ইসায়াহ্ ১১:১-২)

মসীহ্-এর যুগে 'নেকড়েবাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে, চিতাবাঘ ছাগ শিশুর পাশে শুয়ে থাকবে'। (ইসায়াহ ১১:১৬) 'তিনি (মসীহ্) মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন;...তার আপন জাতির অপমান গোটা পৃথিবী থেকে দূর করে দেবেন।' (ইসায়াহ ২৫:৮)

'সেই দিনগুলিতে সর্বজাতির সর্বভাষার দল দশ পুরুষ এক এক ইহুদি পুরুষের পোষাকের অঞ্চল ধরে একথা বলবে, আমরা তোমার সঙ্গে যাব, কারণ আমরা বুঝতে পেরেছি যে, পরমেশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন।' (Zechariah 8:23)

মসীহ্-এর বিষয়ে তালমুদে অনেক উপাখ্যান আছে। তার আবির্ভাব কখন হবে তা রাব্বাই যোহান্নান এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'দাউদের পুত্র শুধু সেই যুগেই আসবে যেই যুগ হয় সম্পূর্ণরূপে ন্যায়নিষ্ঠ অথবা সম্পূর্ণভাবে পাপদুষ্ট...তোমার জাতির সকলেই হবে ন্যায়নিষ্ঠ তারা চিরদিনের জন্য দেশটির উত্তরাধিকার হবে।'

ইহুদিধর্মে পরকাল বেশ ধোঁয়াটে। একদিকে পুনরুত্থানের কথা বলা হয়েছে, আবার পুনরুত্থানের বিষয়টি মসীহ্-এর উত্থানের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। মসীহ্-এর উত্থান হবে এই পৃথিবীতেই জেরুজালেমে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিগণ জেরুজালেম তথা প্যালেস্টাইনে চিরস্থায়ীভাবে একত্রিত হবে। এর সাথে একত্রিত হবে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে মৃত সকল ইহুদির আত্মা, এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নূহের সাতটি বিধান মেনে অন্য ধর্মাবলম্বী যারা ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের আত্মা। মূর্তিপূজারি ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী যারা ন্যায়নিষ্ঠ জীবনযাপন করেনি তারা পুনরুত্থানের আওতায় আসবে না। ইহুদিদের মধ্যেও যারা অতি দুষ্ট প্রকৃতির ছিল তারাও পুনরুত্থানে তালিকা থেকে বাদ যাবে।

মসীহ্-এর আর্বিভাবের পর সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসরায়েলের সকল শত্রু বিনষ্ট হবে। পৃথিবীর সকল জাতি মসীহ্-এর অধীনতা স্বীকার করবে এবং ইসরায়েলের প্রভুকে তাদেরও ঈশ্বর বলে মেনে নিবে। 'তিনি মৃত্যুকে চিরকালের মতই বিলুপ্ত করবেন।' (ইসায়াহ্ ২৫:৮) অর্থাৎ মসীহ্-এর যুগে যারা বেঁচে থাকবেন তারা মৃত্যুহীন হবেন।

৩৯

মসীহ্ কবে আসবেন?

মসীহ্-এর আবির্ভাব কখন হবে সে বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন যে সেই দিন যে কোন দিনই হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ইহুদি তার জীবদ্দশায় প্রতিদিন মসীহ্-এর আবির্ভাব কামনা করেন। প্রতিদিনের প্রতিবেলার প্রার্থনার এটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধার্মিক ইহুদিগণ প্রতিদিন অন্তত তিন বেলা গণপ্রার্থনায় যোগ দেন। সন্ধ্যার গণপ্রার্থনা Maariv ভোরে Shacharit দুপুরে Mincha। প্রতিটি গণপ্রার্থনায় ১৯টি আর্শীবাদের মধ্যে পৃথিবীর সকল ইহুদিগণকে জেরুজালেমে একত্রীকরণের প্রার্থনা, জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রার্থনা এবং রাজা ডেভিড এর বংশধরদের মধ্য থেকে মসীহ্ এর আর্বিভাব ঘটানোর প্রার্থনা উচ্চারিত হয়। যে কোন দিন মসীহ্-এর আবির্ভাব হতে পারলেও ইহুদি পণ্ডিত ও ঋষিগণ মসীহ্-এর আবির্ভাবের সময়সীমা স্থির করে দিয়েছেন। তালমুদে এবং প্রাচীন মরমিবাদী পুস্তক Zohar এ বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির ৬০০০ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই মসীহ্-এর আবির্ভাব হবে। কট্টরপন্থি ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন যে, ইহুদি বর্ষপঞ্জির শুরু হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বজগত সৃষ্টির শুরু থেকে। সেই হিসাবে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৫৭৭২ সাল। অর্থাৎ কট্টর ইহুদি-বিশ্বাস অনুসারে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এখন থেকে ৫৭৭২ বছর পূর্বে। সুতরাং মসীহ্-এর আবির্ভাব অবশ্যই ২২৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঘটবে।

বিশ্বজগত সৃষ্টির ৬০০০ বছরের মধ্যে মসীহ্-এর আবির্ভাব হতে হবে, এই বিশ্বাসেরও একটি যুক্তি আছে। ঈশ্বর বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছিলেন ছয় দিনে, এবং বিশ্রাম নিয়েছিলেন সপ্তম দিনে। ঈশ্বর যেমন সাব্বাৎ পালন করেছেন তেমনি সাব্বাৎ পালনের নির্দেশ রয়েছে ইহুদিদের উপর এবং তারা সপ্তাহের ছয়দিন কর্মমুখর দিন কাটানোর পর সপ্তম দিনে অর্থাৎ শনিবার কর্মহীন সাব্বাৎ পালন করেন। ঈশ্বরের একদিনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে সৌরজগতের এক হাজার বছর। তাই বিশ্বজগতে ছয় হাজার বছর ধরে চলবে কর্মচাঞ্চল্য। যুদ্ধবিগ্রহ ও শান্তি এই ছয় হাজার বছর ধরে আসবে ও যাবে। যুদ্ধ বা শান্তি কোনটাই চিরস্থায়ী হবে না। সপ্তম সহস্রাব্দে প্রবেশের সাথে সাথে বিশ্বজগত

সাব্বাৎ এর যুগে প্রবেশ করবে। তখন শুরু হবে অনাবিল প্রশান্তি, সেই প্রশান্তি উপভোগ করবে শুধু ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। মসীহ্-এর আবির্ভাবের পর তাকে যে কাজগুলি সমাধা করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে অশুভ শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা, পৃথিবীর সকল জাতির উপর কতৃত্ব স্থাপন করা, ঈশ্বরের আপন জাতি অর্থাৎ ইহুদিগণকে জেরুজালেমে একত্রিত করা, জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির তৃতীয় ও শেষবারের মত পুনর্নির্মাণ করা এবং আদিকালের মত ঈশ্বরের বেদিতে উৎসর্গ ও বিসর্জনের আচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। একাজগুলি সমাধা করা হলে বিশ্বে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্বজগতে সাব্বাৎ শুরু হওয়ার আগেই এ কাজগুলি সমাধা করতে হবে মসীহ্-কে। অতএব, বিশ্বজগতের সাব্বাৎ শুরুর বছর ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৬০০০ সাল শেষ হওয়ার বেশ কিছুকাল অথবা অব্যবহিত পূর্বেই মসীহ্-এর উত্থান হবে।

মসীহ্-এর আর্বিভাব এবং পৃথিবী ও মানবজাতির গুণগত রূপান্তর জেরুজালেমকেন্দ্রিক। পৃথিবীর উপর মসীহ্-এর একক কতৃত্ব স্থাপনের পর পৃথিবীর যে রূপান্তর হবে সেখানে ইহকাল আর পরকাল একাকার হয়ে অনন্তকালব্যাপী মহা প্রশান্তি বিরাজ করবে। মসীহ্-এর যুগে পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। 'তিনি দেশে দেশে বিচার সম্পাদন করবেন, বহু জাতির বিবাদ মিটিয়ে দেবেন, তারা নিজেদের খড়গ পিটিয়ে পিটিয়ে চাষ করার লাঙলের ফলা, নিজেদের বর্শাকে করবে কাস্তে, এক দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে খড়গ উচুঁ করবে না, তারা রণশিক্ষাও আর করবে না, জনশ্রুতি অনুসারে বিচার নিষ্পতি করবে না। বরং তিনি ধর্মমাতার দীনহীনদের বিচার করবেন, সততা দেশের অত্যাচারিতদের পক্ষে নিষ্পত্তি করবেন।' (ইসায়াহ্ ১১:৩-৪) মসীহ্ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ মিটিয়ে দেবেন এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু এর পরেই যা বলা হয়েছে তা ন্যায় ও বিচারের অনুকূল বলে মনে হয় না। সারা পৃথিবীর ইসরায়েলিদের একত্রিত করা হবে। ইসরায়েলিদের মধ্যে আর গোষ্ঠী দ্বন্দ থাকবে না। '...এফ্রাইম যুদার উপরে আর ঈর্ষা করবে না; যুদাও এফ্রাইমের বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে না। বরং তারা মিলে পশ্চিম দিকে উড়ে গিয়ে ফিলিস্তিনিদের পিঠে নেমে পড়বে, তারা মিলে পূব দেশের লোকদের সম্পদ লুট করবে; এদোম ও মোয়াবের উপরে হাত বাড়াবে, এবং আম্মোনীয়রা তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।' (ইসায়াহ্ ১১:১৩-১৪) মসীহ্ আসবেন ইসরায়েলিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

পুনরুত্থান ও পরকাল পারস্পারিকভাবে বদলযোগ্য মনে হতে পারে। কিন্তু ইহুদি ঋষি ও দার্শনিকদের মধ্যে এ বিষয়ে ঐকমত্য নেই। তৌরিদে বিষয় দু'টি সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ নেই তাই এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের ইহুদিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ও বিশ্বাস পোষণ করেন। এমনকি একজন নির্দিষ্ট মতবাদের ইহুদির এই বিষয়ে তার নিজস্ব মত পোষণের সুযোগ রয়েছে। এর আগেও উলেস্নখ করা হয়েছে যে, ইহুদির ধর্ম মূলত ইহজগতকেন্দ্রিক এবং বিমূর্ত বিশ্বাস অপেক্ষা কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি বা অবস্থান, পরকাল ও পুনরুত্থান বিষয়ে বিস্তর বিতর্ক

ও ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও এই বিষয়গুলির উপর সর্বজনস্বীকৃত কোন মতবাদ নেই।

অর্থোডক্স ইহুদিগণ যারা ইহুদি জনসংখ্যার আনুমানিক ১৫ শতাংশ তারা পুনরুত্থান ও পরকালে বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করেন যে, কৃতকর্মের ফল ইহজগতে ভোগ করলেও কৃতপাপের কারণে মৃত্যুর পর শাস্তিভোগ করতে হবে এবং আসন্ন জগতে তার স্থান সংকুচিত হবে। পুনরুত্থানের পর শেষ দিনের বিচারেও তারা বিশ্বাসী। Conservative ইহুদিগণ ইহুদি জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ বলে ধারণা করা হয়। তারাও পুনরুত্থান, পরকালে বিশ্বাস করেন। Reform এবং Reconstructionist ইহুদিগণ হয় পুনরুত্থান এবং পরকালে বিশ্বাস করেন না অথবা এ বিষয়ে তারা উদাসীন। এই মতবাদের অনুসারীগণ পরকালে বা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করবেন, কি করবেন না সে বিষয়ে তারা স্বাধীনতা ভোগ করেন। এদের সম্মিলিত সংখ্যা প্রায় ৩৫ শতাংশ। এই চার মতবাদের বাইরের ইহুদিগণ সাধারণভাবে পরলোকে বিশ্বাসী। তবে পরলোক, শেষ বিচারের দিনের বিস্তারিত বিবরণ, পুনরুত্থান, পুনর্জম্ম বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

মসীহ্-এর আর্বিভাব ও পুনরুত্থানের বিয়য়টি ইহুদিদের নিকট একটি বিশেষ কারণে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। ইহুদিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ইহুদিরা বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের কাছে তাদের একটা বিশেষ অবস্থান আছে যে কারণে তারা অন্যদের থেকে আলাদা। ঈশ্বরের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক এবং ঈশ্বরের আপন জাতি হিসেবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে তাদের জন্য ঈশ্বর পবিত্রতর পুরোহিত জাতির সম্মানজনক স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। অথচ দীর্ঘদিনের আপাত বাস্তবতা তাদের দ্বিধাগ্রস্ত ও বিচলিত করত। শত শত বছর যাবত তারা ঈশ্বরের অঙ্গীকার করা দেশ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিজাতীয় রাজশক্তির অনুকম্পায় ও প্রতিবেশীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো ঈর্ষা, প্রায়ই ঘৃণা, আর নিষ্ঠুর নিপীড়নের পাত্র হয়ে নিজদের অনিশ্চিত অস্তিত্ব রক্ষা করে আসছিল। তাদের আপদসঙ্কুল জীবনে যেকোন দিন যে কোন মুহুর্তে মসীহ্-এর আগমনের সম্ভাবনা তাদের দৃশ্যত অভিশপ্ত জীবনকে অর্থপূর্ণ করে রেখেছিল। তাই আধ্যাত্মিকতা আর আসন্ন জগতের কল্পনা ইহুদি মননের একটা বিশাল অংশ দখল করে ছিল।

খ্রিস্টান ও মুসলমানরা বিশ্বাস করে শেষ বিচারের আগে যীশু বা ইসা (আ.) মসীহ্ হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন। ইহুদিরা যীশুকে মসীহ্ হিসেবে স্বীকার করে না। ভবিষ্যতে যিনি মসীহ্ হয়ে আসবেন তিনি যীশু নন অন্য কেউ হবেন, যার জন্ম হবে রাজা ডেভিডের বংশে।

৪০

ইহুদিধর্ম কি 'ধর্ম'?

ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। পৃথিবীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বহুবিধ আচার-আচরণ, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, সামাজিক আচরণের নীতিমালা, জীবন-বিধান, ন্যায়-অন্যায় বিধি, পবিত্রতা বিধান ইত্যাদির প্রতি আনুগত্যকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন মাত্রা অবলম্বন করে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। তবে মানবজীবনে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আছে যা পুনঃপুনঃ ঘটনশীল, অটল এবং অসহনীয় যেগুলি মোকাবিলা করতে ধর্ম এবং বিশ্বাস আমাদের সাহায্য করে। কেন এবং কিভাবে জগতসংসার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে ধর্ম আমাদের কিছু ধারণা ও তত্ত্ব দিয়ে থাকে যা আমাদের মানসিক ধারণশক্তির সীমাবদ্ধতা উত্তরণে সহায়ক হয়।

The Encyclopedia of Philosophy ধর্মের কতগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে যেগুলি কোন বিশ্বাসতন্ত্রে যত বেশি দৃশমান হবে সেই বিশ্বাসতন্ত্র তত বেশি ধর্মীয় চরিত্র লাভ করবে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

ক. অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস (ঈশ্বর, দেবতা ইত্যাদি);
খ. পবিত্র ও অপবিত্র বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নির্ধারক;
গ. পবিত্র বস্তু বা সত্তাকেন্দ্রিক আচারানুষ্ঠান;
ঘ. ঈশ্বর কর্তৃক প্রণীত একটি নৈতিক বিধান সংকলন;
ঙ. পবিত্র বস্তুর বা সত্তার উপস্থিতিতে ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাব (যেমন, ভয়মিশ্রিত রহস্যবোধ, অপরাধবোধ, প্রেমময়তা, উপাসনা) সৃষ্টি হওয়া;
চ. ঈশ্বর ও দেবতার সাথে প্রার্থনা ও অন্য কোন আচারের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন;
ছ. সামগ্রিক সৃষ্টিজগতের পটভূমি ব্যাখ্যা, এবং এর মধ্যে একজন ব্যক্তির অবস্থান এবং বিশ্বজনীন আবেদন;
জ. একজন ব্যক্তির জীবনের প্রায় সবদিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা; এবং
ঝ. উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী গঠন।

একমাত্র (ছ) বৈশিষ্ট্যের বিশ্বজনীনতা ব্যতীত আর সবগুলি বৈশিষ্ট্যই ইহুদিধর্মে উপস্থিত রয়েছে। ইহুদিধর্ম মূলত একটি নির্দিষ্ট গোত্র-যাকোব বা ইসরায়েলের বংশধরদের জন্য নির্ধারিত। বিশ্বে প্রচলিত বহু ধর্মে উপরের সবগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। সনাতন ধর্মে (হিন্দু) অনুরূপ সর্বজনীনতার অভাব আছে। কারণ, একজন হিন্দু শুধু একজন হিন্দু হয়েই জন্মগ্রহণ করতে পারেন। ধর্মান্তরের মাধ্যমে হিন্দুত্ব লাভ করা সম্ভব নয়।

তাসত্ত্বেও শিরোনামের প্রশ্নটি উত্থাপনের যৌক্তিকতা কি থাকতে পারে? আপাত দৃষ্টিতে ধারণা হতে পারে যে প্রশ্নটি সম্ভবত কট্টর ইহুদিবিরোধীগণ উত্থাপন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন বেশ কিছু ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদ এবং ঋষি।

'In the modern context there is considerable resistance among traditional Jews to the characterization of Judaism as a religion, for this seems to them to imply a belittling of its status. They do not consider Judaism of a class with Christianity, Islam or Budhism, it is unique and in a category of its own as recording the divinely revealed teaching mediated through God's covenant with Israel.'[১] 'আধুনিক প্রেক্ষাপটে 'ইহুদি ধর্মকে' একটি ধর্ম হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে সনাতন ইহুদিগণের মধ্যে বেশ আপত্তি লক্ষণীয়। তারা মনে করেন, তাহলে ইহুদিধর্মের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। খ্রিস্ট, ইসলাম অথবা বৌদ্ধধর্মের সাথে এক সারিতে একই শ্রেণিতে ইহুদিধর্মকে বিবেচনা করা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসরায়েলের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির মাধ্যমে ঐশী শিক্ষাকে লিপিবদ্ধ করার কারণে ইহুদি ধর্ম একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।'

নির্দিষ্টতা: তৌরিদ অনুসারে, সকল ইসরায়েলিদের উপস্থিতিতে ঈশ্বর সাইনাই পর্বতে নিজের আবির্ভাব ঘটিয়ে মোশী এবং ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি ঘোষণা করেছিলেন এবং এই চুক্তি নির্দিষ্টভাবে শুধু ইসরায়েলিদের উপর প্রযোজ্য ছিল। তৌরিদ আকারে ঈশ্বর যে বিধান ঘোষণা করেছিলেন তা পালন করা ও রক্ষা করা একমাত্র ইসরায়েলিদের দায়িত্ব। তাই এটা অনস্বীকার্য যে, ইহুদিধর্মে যে নির্দিষ্টতা (Particularism) রয়েছে তা এই ধর্মের অন্তস্থিত বিশ্বজনীনতাকে ঢেকে রেখেছে। ইহুদিধর্মের ইতিহাসে কোন কোন পর্যায়ে পুতুল-পূজারিদের মধ্য থেকে ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইহুদি ধর্মে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত থাকলেও ইহুদিধর্ম সাধারণভাবে এর মধ্যে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের প্রবণতা সবসময় বজায় রেখেছে।

দ্বি-বিভাজনত্ব নেই: ইহুদি পণ্ডিতগণের মতে, Judaism-কে অতীতের ঋষিগণ কখনোই একটা ধর্ম বলে মনে করতেন না। যেই অর্থে পৌত্তলিকতাকে ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হত সেই অর্থে Judaism-কে ধর্ম হিসেবে গণ্য করায় তাদের তীব্র বিরোধিতা ছিল। ইসরায়েলিদের সাথে ঈশ্বরের বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে Judaism হচ্ছে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন প্রণালি। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগ পযর্ন্ত ইহুদি ধর্ম এবং সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ইহজাগতিকতার মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধী দ্বি-বিভাজনত্ব ছিল না। ইসরায়েল রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর যাবৎ ইহুদিরা কোথাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিল না, তাই আধুনিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদি ধর্মীয় বিধানের সাংঘর্ষিকতা পরীক্ষিত হয় নাই। আর ইহুদিরা পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তারা তাদের পারিপার্শ্বিক সমাজ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক cocoon (রেশম কীটের শক্ত আবরণ)-এ জীবনযাপন করত। তাই ধর্মীয় বিধান ও ইহজাগতিক বাস্তবতার সংঘর্ষ ইহুদি মননে প্রকট হয়ে ধরা পড়েনি, যা ইসরায়েল রাষ্ট্রে এখন দেখা দিয়েছে।

প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্ম: অনস্বীকার্য যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদি ধর্ম একেশ্বরবাদের প্রাচীনতম ধারক ও বাহক। অপর দুটি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্ম, যথা খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ইহুদিধর্মের বহু ঐতিহ্যের অংশীদার। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাস করে যে, ইহুদি বাইবেলের কতিপয় মূল বিধান ঈশ্বরই বাতিল করে নব-বিধান বা New Testament বহাল করেছেন। তাসত্ত্বেও ইহুদি বাইবেলকে খ্রিস্টানগণ এখনো ঈশ্বরপ্রদত্ত বলে বিশ্বাস করেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ New Testament এর সম্পূরক বলে বিবেচনা করে। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে অবশ্য বর্তমানে তৌরিদ বলে প্রচলিত গ্রন্থ ঈশ্বরপ্রদত্ত মূল তৌরিদ গ্রন্থ নয়। এটা পরিবর্তন করে তৌরিদের মূল শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। New Testament এর ক্ষেত্রেও ইসলাম অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করে। তাসত্ত্বেও তিনটি ধর্মের ভিত্তিমূলে ঐক্য রয়েছে। ইহুদিধর্মের বিধানাদি সংস্কারের ফসল খ্রিস্টানধর্ম এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানধর্মের অধিকতর সংস্কারের ফসল ইসলামধর্ম। তাই খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের তুলনায় ইহুদি ধর্ম প্রাচীনতর সন্দেহ নেই। কিন্তু উচ্চতর শ্রেণির বিবেচনা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির বিবেচনায় খ্রিস্টধর্ম, ইসলামধর্ম কিংবা অন্য অনেক ধর্মের মতোই Judaism ও একটি ধর্ম। যুগের পরিবর্তনের সাথে এই ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিধর্মের মূল আচার—পশু-পক্ষী বলিদান, অগ্নি-আহুতি, বিসর্জন, নৈবদ্য, ইত্যাদির প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দিরকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বিকেন্দ্রিত গণ-প্রার্থনা প্রবর্তিত হয়েছে। ঈশ্বরের সাথে ইসরায়েলিদের তথাকথিত চুক্তির মাধ্যমে পাওয়া বহু ধর্মীয় বিধান ইহুদিরা স্থগিত বা বাতিল করেছে।

সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে: ইহুদিধর্ম বা Judaism-কে অন্য সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া এমন কোন অনন্য বিষয় নয়। অন্য অনেক ধর্ম যেমন খ্রিস্টীয় ধর্ম ও ইসলামধর্ম নিজস্ব অনন্য গুণাবলির দাবিদার। খ্রিস্টানগণ সাধারণভাবে বিশ্বাস করে যে, যীশুর মাধ্যমে ঐশ্বরিক করুণা (Grace) লাভ না করে পাপমোচন ও পরিত্রাণ (Salvation) লাভ করা সম্ভব নয়, এবং শুধু অম্বুদীক্ষা (Baptism)-এর মাধ্যমে খ্রিস্টীয় ধর্মসংঘের সদস্য হলেই এই অনুকম্পা অর্জন সম্ভব। ইসলামধর্মের অনুসারীগণও বিশ্বাস করে যে, ইমান এবং আমল ব্যতীত ঐশ্বরিক অনুকম্পা ও পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ, আল্লাহ প্রেরিত রাসুলগণ, আল্লাহ্ নাজিলকৃত কিতাবসমূহ, পরকাল ও বিচারের দিনে বিশ্বাস ব্যতীত

ইমানদার হওয়া সম্ভব নয়। তাই অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসীগণ ইমানদার হতে পারে না। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও পরিত্রাণ বিষয়ে নিজস্ব ধর্মের একচেটিয়া বা অনন্য অধিকারের দাবি শুধু ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

মহান ধর্ম: ইহুদি ধর্মের কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা হাজার বছর যাবৎ ইহুদিধর্মকে অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ইহুদিধর্মকে শুধু নিজস্ব ভাবমূর্তি দেয়নি, হাজার বছর ধরে এর ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেছে, এই ধর্মের প্রতি বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের অধিকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত করেছে। এই ধর্মের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা অ-ইহুদিগণকে এর থেকে দূরে রেখেছে। পশ্চিমা লেখক ও গণমাধ্যম ইহুদিধর্মকে অন্যতম মহান ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। কিন্তু এর অনুসারী সংখ্যা অথবা এর ভৌগোলিক ব্যাপ্তি কোন বিবেচনায়ই ইহুদিধর্মকে একটি মহান ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সংখ্যার দিক দিয়ে এই ধর্ম বিশ্বের অন্যতম ক্ষুদ্র একটি ধর্ম। বহু উপজাতীয় প্রাচীন বিশ্বাসের অনুসারী অথবা ধর্মীয় উপগোষ্ঠীর অনুসারীর সংখ্যা অনেক ক্ষেত্রেই এর চেয়ে বেশি।

প্যালেস্টাইন ও ধর্মতত্ত্ব: ইহুদিদের প্রথম পুরুষতান্ত্রিক প্রধান আব্রামকে (আব্রাহাম) ঈশ্বর প্রথম দেখা দিয়ে প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন তার পিতা-পিতামহের দেশ ত্যাগ করে কানানদের দেশে (বর্তমানে ইসরায়েল রাষ্ট্র ও প্যালেস্টাইন) চলে যেতে। ঈশ্বর কানানদের বাসভূমি আব্রাহামের বংশধরগণকে চিরকালের জন্য তাদের বাসভূমি হিসেবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতি আংশিকভাবে বাস্তব রূপ নিতে সময় লেগেছিল প্রায় ৬০০ বছর। এর মধ্যে আব্রাহাম ও তার অধস্তন দুই পুরুষ (আইজাক ও যাকোব) যাযাবর হিসেবে জীবন কাটিয়েছে। পরবর্তী ৪৩০ বছর আব্রাহামের বংশধরগণ (ইসরায়েলের সন্তানগণ) বাস করেছেন মিশরে এবং ৪০ বছর কাটিয়েছে জনহীন প্রান্তরে। এরপর ইসরায়েলের সন্তানগণ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ (?) সহায়তায় কানানদের দেশের কিছু এলাকা দখল করে ইসরায়েলি রাজত্ব কায়েম করে। খ্রি. পূ. আনুমানিক ৯২১ অব্দে রাজা সলোমানের মৃত্যুর পর ইসরায়েলি রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—উত্তরে ইসরায়েল রাজ্য ও দক্ষিণে জুডিয়া (যুদা) রাজ্য। এই দুই রাজ্যের মধ্যে ইসরায়েল রাজ্য আসিরিয়গণ দখল করে নেয় খ্রি. পূ. ৭৪০ অব্দে এবং জুডিয়া রাজ্যের পতন হয় নেবুখাদনেজার বাহিনীর নিকট খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে। ঐ বছরই জেরুজালেমের প্রথম মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস করা হয়। ইতোমধ্যে খ্রি. পূ. ৫৯৭ অব্দে বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে বন্দি করে বেবিলনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ইহুদিদের দীর্ঘস্থায়ী বেবিলনীয় বন্দিত্ব শুরু হয়।

প্যালেস্টাইনের একটি অংশে দু'টি ইহুদি রাজ্য ছিল ২৭০ বছর।[২] খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে জুডিয়া রাজ্যের পতনের পর ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত কখনো জেরুজালেমকেন্দ্রিক একটি ক্ষুদ্র ইহুদি রাজ্যের উত্থান বা পতন হয়েছে কিন্তু কখনো তা কানান দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজ্য হয়ে ওঠেনি। আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার বছর ইহুদিগণ মূলত নির্বাসন

জীবন কাটিয়াছে এবং প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে ছিল না। সমগ্র প্যালেস্টাইন অথবা বাইবেলীয় তথাকথিত ইসরায়েলের আবাসভূমি (Eretz Israel) কখনো ইসরায়েলিদের অধীন ছিল না এবং এখনো নেই।

ইতিহাসবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদদের বিবেচনায় তৌরিদ (বাইবেলের প্রথম ৫ টি পুস্তক) লিখিত হয়েছিল খ্রি. পূ. ৯৫০ অব্দ থেকে খ্রি. পূ. ৫০০ অব্দের মধ্যে। ধর্মতত্ত্ববিদ Julius Wellhamsen মতে, খ্রি. পূ. আনুমানিক ৯৫০ অব্দে দক্ষিণে জুডিয়া রাজ্যে, খ্রি. পূ. ৮৫০ অব্দে উত্তরের ইসরায়েল রাজ্যে, খ্রি. পূ. ৬০০ অব্দে জেরুজালেমে এবং খ্রি. পূ. ৫০০ অব্দে ব্যাবিলনের নির্বাসনে তৌরিদের ৪টি অংশ লিখিত হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে দুইবার এই চারটি অংশের মূল রচনাকে অক্ষুণ্ন রেখে সংকলিত করে প্রকাশ করা হয়। তৌরিদের সর্বশেষ সংকলন প্রকাশিত হয় খ্রি. পূ. ২০০ থেকে খ্রি. পূ. ১০০ অব্দের মধ্যে। মোশীর নেতৃত্বে ইসরায়েলিগণ খ্রি. পূ. আনুমানিক ১৩১২ অব্দে মিশর থেকে যাত্রা শুরু করে। বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে, যাত্রা শুরুর ৫০তম দিনে ঈশ্বর সাইনাই পর্বতে মোশী ও ইসরায়েলিদের তৌরিদ দান করেন।[৩] এই হিসেবে সাইনাই পর্বতে তৌরিদ নাজিল হওয়ার প্রায় ১১০০ বছর পরে বর্তমান আকারে তৌরিদ সংকলিত হয়। তৌরিদ যখন প্রকাশিত হয় তখন ইহুদিগণ নিজ রাজ্যহারা প্রবাসী ও পরাধীন জীবনযাপন করছে। কানানীয়দের দেশ প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাজ্য পুনঃস্থাপনের উগ্র বাসনার কারণেই হয়তো প্যালেস্টাইনে ইসরায়েলিদের চিরন্তন বাসভূমির ধারণাটি ধর্মতাত্ত্বিক মাত্রা লাভ করেছে। তৌরিদে ইসরায়েলের চিরন্তন বাসভূমির স্বপ্ন জীইয়ে রেখে নির্বাসনে ইহুদিদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করা হয়েছিল। ইসরায়েলিদের পুনরায় প্যালেস্টাইনে একত্রিত করা, সেখানে ইহুদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণে তাদের পরমেশ্বরের হস্তক্ষেপ কামনা করা প্রতিদিনের প্রতিবেলার গণ-প্রার্থনার অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশে পরিণত করা হয়েছিল। এখনো প্রতিটি সিনাগগে প্রতিদিন প্রতিবেলার গণ-প্রার্থনায় এই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়।

রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র: একটি ভূখণ্ডকে ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গে পরিণত করা এবং উপকথা ও আবছা ইতিহাসের উপর ভর করে সেই ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি করা একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা। একটি এলাকার আধিবাসীদের উৎখাত করে সেখানে আরেকটি জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কৌশল, এমন নজির পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। এর মাধ্যমে তৌরিদকে একটি রাজনৈতিক ঘোষণাপত্রের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে।[৪] ইসরায়েলিগণকে যখন মিশর থেকে সাইনাই এর জনহীন প্রান্তরে নিয়ে আসা হয় তখন প্যালেস্টাইন ও এর আশেপাশের অঞ্চলে যারা বাস করত— হিট্টাইটস, এমোরাইটস, মোয়াবাইটস, জেবুসাইটস, কানানাইটস, আম্মোমাইটস—তারা সকলেই মূর্তিপূজারি ছিল। সেই সময় নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্রই মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। তাই মূর্তিপূজারি বলেই কানানীয়দের তাদের বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, এটা সঠিক বলে মনে হয় না। এদের উৎখাতের সিদ্ধান্ত ঈশ্বর (?) নিয়ে ছিলেন আপাতদৃষ্টিতে ভূমির উৎকৃষ্টতা, ফলমূলের প্রাচুর্য বা 'দুধ ও মধুর' দেশের খ্যাতির কারণে।

গণহত্যা: কানানীয়দের দেশে ইসরায়েলিদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঈশ্বর (?) যে পন্থা বেছে নিয়েছিলেন তা রীতিমত লোমহর্ষক। কানানীয়দের দেশের পথে জর্ডন নদীর পারে মিদিয়ান রাজাদের ইসরায়েলিরা পরাজিত করে তাদের শহরের সকল পুরুষদের হত্যা করে। তাদের শহরগুলি পুড়িয়ে দেয়, গবাদিপশু ও ধনসম্পদ লুট করে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দি করে ইসরায়েলিদের শিবিরে নিয়ে আসে। মোশী এতে খুশি হননি। তার প্রতিক্রিয়া তৌরিদে এভাবে লিখা হয়েছে। 'যুদ্ধযাত্রা থেকে যে সেনাপতিরা ফিরে এসেছিল, তাদের উপরে, অর্থাৎ সহস্রপতি ও শতপতিদের প্রতি মোশী ক্রুদ্ধ হলেন। তোমরা কি সকল স্ত্রীলোকদের বাঁচিয়ে রেখেছ?...তোমরা এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সকল ছেলেদের বধ কর এবং পুরুষের সাথে যত মেয়ের মিলন হয়েছে, সেই সকলকেও বধ কর, কিন্তু পুরুষের সঙ্গে যে মেয়েদের কখনও মিলন হয়নি, তাদের তোমাদের জন্য বাঁচিয়ে রাখ।' (Num. 31:16-18) কানানীয়দের দেশের যেসকল এলাকা ভবিষ্যত ইসরায়েল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেসকল এলাকার শহরবাসীদের ভাগ্যের তুলনায় মিদনীয় কুমারী মেয়েদের ভাগ্য অনেক ভাল ছিল। তারা অন্তত প্রাণে বেঁচে ছিল। কানানীয় এবং প্যালেস্টাইনের অন্যান্য দুর্ভাগা জাতিদের বিষয়ে ইসরায়েলিদের প্রতি নির্দেশ ছিল স্পষ্ট। 'কিন্তু এই জাতিগুলি যে সকল শহর তোমার পরমেশ্বর প্রভু উত্তরাধিকার রূপে তোমাকে দিচ্ছেন, সেইগুলোর মধ্যে তুমি একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখবে না। তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞাতে তাদের-হিত্তীয় আমোরীয়, কানানীয়, পেরিজীয়, হিব্বীয় ও যেবুসীয়দের বিনাশন মানতের বস্তু করবে।' (Deut. 20:16-18) এদের বন্দি হবার কোন সুযোগ নেই। নারী-পুরুষ, শিশু-নির্বিশেষে সকল মানুষকে হত্যা করলেই চলবে না। এই সকল এলাকার গরু, ছাগল, মেষ, ঘোড়া, গাধা, খচ্চরসহ সকল প্রাণীকে হত্যা করতে হবে। ' You shall let nothing that breaths, remain alive' যারা নিশ্বাস নেয় তাদের কিছুই বেঁচে থাকতে দেওয়া যাবে না'। এই হচ্ছে তৌরিদের নির্দেশ। গণহত্যার এর চেয়ে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ আর কিছু হতে পারে কি?

টীকা

১. Alan Unterman, Jews: Their Religious Beliefs and Practices, 1981 Routledge & Kegan Paul Ltd, p. 7।

২. রাজা সাউল রাজত্ব স্থাপন করেন খ্রি. পূ. আনুমানিক ১০১০ অব্দে। এবং ইসরায়েল রাজত্ব পতন হয় খ্রি. পূ. আনুমানিক ৭৪০ অব্দে।

৩. Exod. 19:1।

৪. ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন Zionism-কে অনেকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করেন। Zionism এর প্রবক্তারা এবং এই আন্দোলনের অনেক নেতা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপ্রাণ ইহুদি ছিলেন না। কিন্তু প্যালেস্টাইনকে ইহুদিদের চিরন্তন বাসভূমির ধারণা সন্দেহাতীতভাবে তৌরিদ থেকে পাওয়া এবং ধর্মপ্রাণ বা ধর্মনিরপেক্ষ সকল ইহুদিদের এই আন্দোলনের প্রেরণার উৎস ছিল তৌরিদ।

৪১

অ-ইহুদিদের প্রতি মনোভাব

অ-ইহুদির প্রতি ইহুদির মনোভাব সবসময়ই উন্নাসিকতাদুষ্ট। কখনো কখনো ধৃষ্টতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর। ঈশ্বরের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক, ঈশ্বরে বরপুত্র হিসেবে নিজদের তারা বিশেষ এক শ্রেণিভুক্ত গণ্য করে থাকে। একমাত্র ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেই সেই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব। '...তুমি তোমার পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত এক জাতি; পৃথিবীর বুকে যত জাতি রয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে প্রভু তাঁর নিজস্ব অধিকার হবার জন্য তোমাকেই বেছে নিয়েছেন।'(Deut. 14:2)

দিনে তিন বেলা ইহুদি গণপ্রার্থনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ Aleinu। এই আশীর্বাদ দিয়ে গণ-প্রার্থনার সমাপ্তি টানা হয়। এই আশীর্বাদটি ইহুদি গণ-প্রার্থনার বই Siddur-এ নিয়মিত পাঠের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা শুধু গণ-প্রার্থনায় নয় অন্যান্য বিশেষ উপলক্ষ যেমন সাব্বাৎ, খৎনা, বিয়ের অনুষ্ঠান ইত্যাদি, যখনই বিশেষ প্রার্থনা করা হয়, সেই প্রার্থনা Aleinu পাঠ ব্যতীত সমাপ্ত হয় না। এই আশীর্বাদের কথাগুলোর মধ্যে ইহুদিদের এই উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'সকল বস্তুর প্রভুর আমরা প্রশংসা করি, সকল মহত্ত্বের অধিকারী সৃষ্টিকর্তা, যিনি আমাদেরকে সকল দেশের সকল জাতি থেকে পৃথক করেছেন, পৃথিবীর অন্যসব পরিবারের মধ্যে আমাদের স্থাপিত করেননি। কারণ অন্যের ভাগ্যের সাথে আমাদের অংশীদার করেননি এবং আমাদের নিয়তি অন্য জনতার সাথে মিলিয়ে দেননি। কারণ তারা অহমিকা ও নিঃসারতার কাছে মাথা নত করে এবং যে দেবতা তাদের রক্ষা করতে পারে না তার কাছে তারা প্রার্থনা করে। অন্যদিকে, আমরা হাটু বাঁকা করি ও প্রণিপাত করি রাজা, রাজাধিরাজ পবিত্র সত্তা বরণ্যের প্রতি...শুধু মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কারো প্রতি নয়। আমাদের রাজা সত্য, অন্য কেউ নয়।'

GENTILE: ইহুদিগণ নিজদের মধ্যে অ-ইহুদিকে নির্দেশ করে যেসব সর্বনাম ব্যবহার করে তার মধ্যে 'gentile' শব্দটি সবচেয়ে ভদ্রসূচক। gentile শব্দটি Latin শব্দ gentilis থেকে উৎপত্তি হয়েছে। শব্দটির অর্থ হচ্ছে, pagan বা heathen। সহজ বাংলা কথায়

পৌত্তলিক বা বিধর্মী। অ-ইহুদিগণকে gentile নামে আখ্যায়িত করা এত প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে যে এখন এই সর্বনামটিকে খ্রিস্টানগণ তেমন অপমানজনক মনে করেন না। আরেকটি অবমাননাকর সর্বনাম যা ইহুদিগণ অ-ইহুদি, বিশেষকরে খ্রিস্টানদের বর্ণনা করতে ব্যবহার করেন তা হচ্ছে Goi, বহু বচনে Goim। পৃথিবীতে বাস করে ইহুদি এবং Goim। সাধারণ অর্থে Goim হচ্ছে জাতি। Goi অর্থ মানুষ নয় তবে পশুও নয়। 'Ye are my flock, the flock of my pasture are men' (Ezekiel 34:31) ইহুদিগণ মানুষ, অন্যরা Goim। তালমুদ অনুসারে, The seed of a Goi is worth the same of a beast' (Kethuboth 3b) অর্থাৎ একজন Goi এর বীজ (বীর্য) একটি পশুর বীজের সমমূল্যের। 'The sexual intercourse of a Goi is like that of a beast.' (Sanhedrin 746 Tosephot) 'একজন Goi এর যৌন সঙ্গম পশুর সঙ্গমের সমতুল।' অ-ইহুদি, বিশেষ করে খ্রিস্টানগণের ক্ষেত্রে আরেকটি যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয় তা আরো মারাত্মক। সেটি হচ্ছে 'sheketz' স্ত্রী লিঙ্গ shekash। এটি একটি Hebrew noun যার অর্থ হচ্ছে 'abomination' বা নিদারুণ ঘৃণ্য বা বিভীষিকাজনক ব্যক্তি বা বস্তু। ইহুদি বাইবেলে sheketz ব্যবহার করা হয়েছে kashrut অনুসারে অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র পশু শুকর এর ক্ষেত্রে। অ-ইহুদিগণকে ইহুদিগণ কতটা তাচ্ছিল্য বা ঘৃণার চোখে দেখতে পারে এ থেকেই তা বুঝা যায়। 'The heathen or Goi, was not considered to be on the same moral or socio cultural level as the Jew, and he was to live an animal-like existence.'[১] নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিধর্মী অথবা Goi-কে ইহুদিদের সমপর্যায়ের গণ্য করা হত না এবং সে পশুর পর্যায়েই জীবনযাপন করত বলে মনে করা হত।'

খ্রিস্টীয় পৌত্তলিকতা: খ্রিস্টানদের Trinity (God the Father, God the Son and the Holy Ghost) বিশ্বাসের কারণে খ্রিস্টানদেরকে ইহুদিরা একেশ্বরবাদী বলে গণ্য করে না। যীশুকে ঈশ্বরের সন্তান এবং ঈশ্বরের অংশ হিসেবে গণ্য করা এবং ঈশ্বর সত্তারই আরেক অংশীদার হিসেবে পবিত্র আত্মার সমাহারে ত্রিত্ব মতবাদকে ইহুদি ধর্মশাস্ত্রবিদ ও রাব্বাইগণ বহু ঈশ্বরবাদ বলে মনে করেন। অপরদিকে, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি, ম্যাডোনা ও সাধু-সন্তদের মূর্তি বা প্রতিকৃতির সম্মুখে উপাসানা করা এবং মানব দেহে ঈশ্বরের আবির্ভাবের বিশ্বাসকে সরাসরি পৌত্তলিকতা ও ধর্মোদ্রোহিতা বলে গণ্য করা হয়। খ্রিস্টানগণের পৌত্তলিকতা, বহু ঈশ্বরবাদ এবং একই সাথে তৌরিদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত এবং তাদের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিবেচনা করাকে ভণ্ডামি ও ঘৃণ্য মতবাদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এছাড়া খ্রিস্টানদের খাদ্যগ্রহণে কোন বাধা-নিষেধ না মানা, পবিত্র অপবিত্রতার বিধান অগ্রাহ্যকরাসহ আরো বহু খ্রিস্টান আচারকে ইহুদিগণ জঘন্যতম বলে মনে করে। এ সকল কারণে খ্রিস্টানধর্মকে ইহুদিধর্ম ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় হুমকি বলে মনে করা হয় এবং প্রতি বেলার ইহুদি গণ-প্রার্থনায় খ্রিস্টানধর্মের আশু বিনাশ কামনা করা হয়।[২]

ইসলাম: ইসলামধর্মের ব্যাপারে ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদদের বিরোধিতা ততটা কঠোর নয়। ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে অন্তত পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদের অভিযোগ তাদের নেই। ইসলাম পূর্ববর্তী কালে মক্কার কা'বা ঘর পৌত্তলিকতার আখড়ায় পরিণত হবার পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিরা আব্রাহামের সম্মানে তার উত্তরাধিকার বঞ্চিত কিন্তু আশীর্বাদপুষ্ট জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলের জন্য প্রতিষ্ঠিত কাবাকে তাদের অন্যতম পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করত।৩

তবে বর্তমান আকারে তৌরিদকে ঈশ্বরপ্রদত্ত তৌরিদ হিসেবে গণ্য না করার কারণে আসন্ন মসীহ-এর যুগে এবং Olam Ha Ba-তে ইসলাম অনুসারী ন্যায়নিষ্ঠগণও জায়গা পাবেন কিনা সে ব্যাপারে ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে পৌত্তলিকতা ও বহু-ঈশ্বরবাদ বর্জনের কারণে ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদগণ ইসলাম সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে নমনীয় মনোভাব পোষণ করেন। তালমুদের বিধান অনুসারে, ইহুদিকে কোন পৌত্তলিক উপাসনালয় (খ্রিস্টানদের গির্জাসহ) অতিক্রমকালে মনে মনে এর আশু ধবংস কামনা করতে হয় এবং তার নিজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে, ঐ উপাসনালয়ের উদ্দেশে অন্তত তিনবার থু থু নিক্ষেপ করতে হয়। মুসলমানদের মসজিদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয় বলে রাবাইগণ রায় দিয়েছেন। ইহুদিদের দৈনন্দিন তিনবেলা গণ-প্রার্থনায় মূল প্রার্থনা Shemoneh Esrei এর একটি অংশ ইহুদি ধর্মত্যাগীগণ যারা পৌত্তলিকতা অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছে তাদের আশু ধবংস কামনা করে একটি প্রার্থনা খ্রি. ১ম শতাব্দী থেকে প্রচলন করা হয়। রাবাইগণ রায় দিয়েছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ইহুদিগণ এই অভিসম্পাতের আওতায় পড়ে না। আঙুর রসের মদের বোতলের ছিপি খোলা অবস্থায় কোন পুতুল-পূজারির (সকল মতবাদের খ্রিস্টানসহ) হাতের ছোঁয়া লাগলে সেই মদ সম্পূর্ণটা ঢেলে ফেলে দিতে হবে, কিন্তু একজন ইসলাম অনুসারীর ছোঁয়া লাগলে তা ইহুদি পান করতে পারবে না। তবে,তা ফেলে না দিয়ে বিক্রি করতে পারবে।

৬১৩ টি ঐশ্বরিক আজ্ঞা: তৌরিদে ইহুদিদের জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা বিশেস্নষণ করে ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদগণ ৬১৩টি ঐশ্বরিক আজ্ঞা সনাক্ত করেছেন। এই আজ্ঞাগুলি ইহুদি জীবনের প্রায় সকল খাত নিয়ন্ত্রণ করে। এই ৬১৩টি ঐশ্বরিক আজ্ঞা, এই আজ্ঞাগুলির ব্যাখ্যা, বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে এগুলির প্রয়োগ ও অব্যাহতি, ইহুদি ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, ঐতিহ্য, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে ইহুদি ঋষি ও রাবাইদের রচনা নিয়ে বিশাল তালমুদ শাস্ত্র প্রণীত হয়েছে। বিগত দুই হাজার বছর যাবত এই তালমুদ, বিভিন্ন পণ্ডিত রচিত তালমুদের নির্যাস চিরায়ত ইহুদি জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। ঈশ্বরের সাথে ইসরায়েলের সম্পর্ক, আচার-অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, নৈবেদ্য, অপরাধের শাস্তি, যুদ্ধে আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক ব্যবসায়িক লেনদেন, খাদ্যাচার, অ-ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি কোন বিষয়ই বাদ দেওয়া হয়নি। ইহুদিদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কে সামাজিক ন্যায়বিচার মানবিক ও নৈতিক আচরণের বিশদ নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসতে বলা হয়েছে। সমাজের মধ্যে দরিদ্রদের জন্য বিশেষ Tzedeka এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিচার ও মানবতা ভাই ও প্রতিবেশীর জন্য: সামাজিক ন্যায়বিচার দয়া-দাক্ষিণ্য বা মানবিকতা যা কিছু ইহুদি ধর্মীয় আইন ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত আছে, তা শুধু ইহুদিদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অ-ইহুদিগণের ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচার বা দয়া-দাক্ষিণ্য কিছুই প্রযোজ্য নয়, 'Halakhic conception of justice tend of stop at the borders of the Jewish community.'[৪] অর্থাৎ 'ইহুদি ধর্মীয় অনুশাসনের বিচারের ধারণা ইহুদি সমাজের সীমান্তে এসে থেমে যেতে চায়।' তৌরিদের ঐশ্বরিক আজ্ঞাসমূহে সামাজিক, বিচারিক, মানবিক, অথবা দয়াশীলতার প্রেক্ষাপটে যেখানেই 'তোমার ভাই' বা 'প্রতিবেশী' বলা হয়েছে, সেখানেই শুধু ইহুদি ভাই বা প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে। 'তোমার হিব্রু কোন ভাই বা হিব্রু কোন স্ত্রীলোক যদি তোমার কাছে নিজকে বিক্রিকরে দেয়, সে ছ'বছর ধরে তোমার সেবা করে যাবে, কিন্তু সপ্তম বছরে তুমি তাকে মুক্ত অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় দেবে।' (Deut.15-12) অথবা তালমুদে এটা পর্যাপ্তভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে এই সকল আজ্ঞায় শুধু স্বজাতীয়দের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। 'Where as dealings between Jews are circumscribed by high demands of ethical or religious conduct, these demands do not apply in the contact between a Jew and a heathen, at best Jewish behaviour towards the heathen must be such as not to cause enmity or strife.'[৫] 'যেখানে এক ইহুদি ও অন্য ইহুদির মধ্যে লেনদেনে উচ্চমানের নৈতিক ও ধর্মশুদ্ধ আচরণের দাবি রাখে, একজন ইহুদি ও একজন বিধর্মীর মধ্যে লেনদেনে ঐরূপ উচ্চমানের নৈতিক ও ধর্মশুদ্ধতা প্রযোজ্য নয়। বেশির পক্ষে হতে পারে যে, একজন বিধর্মীর সাথে একজন ইহুদির আচরণ অবশ্যই এমন হতে হবে যেন শত্রুতা ও বিবাদ সৃষ্টি না হয়।' সোজাকথায় অ-ইহুদিদের সাথে লেনদেন ও আচরণে ইহুদিগণ নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন মুক্ত। অ-ইহুদিদের সাথে আচরণের নৈতিকতা অথবা মানবিকতা শুধু তখনই দেখা যাবে যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটানো হলে সংশিস্নষ্ট ইহুদি ব্যক্তি অথবা ইহুদি সমাজের জন্য বিপদ ডেকে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। ইহুদি ধর্মীয় বিধানের এই দিকটি শুধু তাত্ত্বিকভাবে সমালোচিত হয়নি বরং বাস্তবে ইহুদিদের নৈতিকতা সম্পর্কে অ-ইহুদিদের মধ্যে একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

অ-ইহুদি মানুষ নয়: ইহুদি আইন ব্যবস্থায় (Halakhah) অ-ইহুদিকে কোন পরিস্থিতিতেই মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না। ইহুদি বিচারিক প্রক্রিয়ায়কোন অ-ইহুদির সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ নেই। কারণ, ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অ-ইহুদিগণ জন্মগতভাবে মিথ্যাবাদী। সমস্যা সৃষ্টি হয় যখন কোন ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একমাত্র কোন অ-ইহুদির সাক্ষ্যের উপর রাব্বাই আদালতকে নির্ভর করতে হয়। ইহুদি ধর্মীয় আইন অনুসারে, একজন মহিলাকে তখনই বিধবা ঘোষণা করা যাবে এবং সে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে, যদি একজন চাক্ষুষ সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে সে সেই মহিলার স্বামীকে মারা যেতে দেখেছে অথবা তার মৃতদেহ সে সনাক্ত করেছে। সেই চাক্ষুষ সাক্ষী যদি

অ-ইহুদি হয় তাহলে বিচারক সরাসরি তাকে জিজ্ঞাসা করে তথ্য নিতে পারবে না। কারণ ধরে নেওয়া হয় যে অ-ইহুদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে। তখন বিচারক পরোক্ষ আলাপচারিতার মাধ্যমে অ-ইহুদি ব্যক্তির কাছ থেকে মৃত ব্যক্তি সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করে বিচারক নিজের সাক্ষ্যে রায় দিতে পারবে। অ-ইহুদিদের মধ্যে বিবাহের সম্পর্ক ইহুদি আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাই ইহুদির সাথে অ-ইহুদির বিবাহ শুধু স্বীকৃতির অযোগ্যই নয় এটা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

ইহুদি আইনে কোন ইহুদিকে হত্যা করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ, কোন ইহুদি যদি অন্য কোন ইহুদির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয় তাহলে তালমুদীয় আইন অনুসারে সে ঐশ্বরিক আইনে পাপী সাব্যস্ত হবে। এই জন্য তার শাস্তি ঈশ্বর দেবেন, কোন পার্থিব আদালতে তার শাস্তি হবে না। কোন ইহুদি যদি একজন অ-ইহুদিকে হত্যা করে তা হলে সে অজাগতিক আইনে পাপী সাব্যস্ত হবে এবং তার শাস্তি দিতে পারবে একমাত্র ঈশ্বর। সে যদি একজন অ-ইহুদির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী হয় তাহলে তার কোন পাপও হবে না। তালমুদের অন্যতম প্রধান ও সম্মানিত ব্যাখ্যাকারী David Halevi উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, কোন অ-ইহুদি কূপে পড়ে গেলে ইহুদি যদি মই সরিয়ে নেয় তাহলে সে কোন অপরাধ করবে না। কিন্তু একজন অ-ইহুদি যদি পরোক্ষভাবেও কোন ইহুদির মৃত্যুর জন্য দায়ী হয় তা হলে তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

ইহুদি জীবন রক্ষা করতে হবে: মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের সকলেরই সর্বোচ্চ দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ যে কোন সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইহুদি আইন ব্যবস্থায় এই দায়িত্ব শুধু ইহুদি জীবন রক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু অ-ইহুদি জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে তালমুদীয় নীতি হলো সাধারণভাবে অ-ইহুদি জীবন রক্ষায় ইহুদি কোন পদক্ষেপ নিবে না। Gentiles are neither to be lifted (out of a well) nor hauled down (in to it) অর্থাৎ 'অ-ইহুদিকে কূপ থেকে তুলে আনতে হবে না, তাকে টেনে (কূপে) নামাতেও হবে না।' Maimonides এভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, 'As for Gentiles with whom we are not at war ...their death must not be caused, but it is forbidden to save them if they are at the point of death; if for example, one of them is seen falling into the sea, he should not be rescued, for it is written: neither shall thou stand against the blood of thy fellow'- but a gentile is not thy fellow.'[৬] 'অ-ইহুদিদের মধ্যে যাদের সাথে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত নই... আমরা অবশ্যই তাদের মৃত্যুর কারণ হবো না, কিন্তু তারা যদি মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তাদেরকে রক্ষা করা নিষিদ্ধ; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি তাদের একজন সমুদ্রে পড়ে যাবার উপক্রম হয় তাহলে তাকে রক্ষা করা যাবে না, কারণ এইভাবেই লেখা আছে 'তোমার প্রতিবেশীর রক্তপাতে তুমি সহযোগিতা দেবে না, কিন্তু একজন অ-ইহুদি তোমার প্রতিবেশী নয়।'

ব্যভিচার: বিবাহিত ইহুদি মহিলা তার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে যৌনসঙ্গম করলে উভয় পক্ষের জন্যই নির্দিষ্ট শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু অ-ইহুদি মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম। একজন অ-ইহুদি মহিলা বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তা মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়, কারণ ইহুদিগণ অ-ইহুদিদের বৈবাহিক সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয় না। তাই একজন ইহুদি পুরুষ ও অ-ইহুদি মহিলার মধ্যে ব্যভিচারের প্রশ্ন ওঠে না। তালমুদ এই ধরনের যৌনসঙ্গমকে পশু গমনের পাপের সমতুল্য বলে গণ্য করে। উল্লেখ্য তৌরিদ প্রদত্ত বিধান অনুসারে, কোন ইহুদি পুরুষ যদি পশুগমন করে তাহলে সংশ্লিষ্ট পশুটিকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, আর ইহুদি অপরাধীকে বেত্রাঘাত করতে হবে। *Talmudic Encyclopedia* অনুসারে, ‘He who has carmal knowledge of the wife of a gentile is not liable to the death penalty, for it is written: thy fellows wife’ অর্থাৎ যে (ইহুদি) অ-ইহুদির স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করবে তার মৃত্যুদণ্ড হবে না, কারণ সে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি। কারণ একজন অ-ইহুদি একজন ইহুদির ‘প্রতিবেশী’ নয়।

তবে অবশ্য ধরে নেওয়া যাবে না যে, একজন ইহুদি পুরুষ ও একজন অ-ইহুদি মহিলার মধ্যে যৌনসম্পর্ক গ্রহণযোগ্য। তা নয়, তবে এই পরিস্থিতিতে মূল শাস্তি হবে মহিলার। তাকে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এমনকি যদি সেই মহিলা একজন ইহুদি পুরুষের ধর্ষণের শিকারও হয়। ‘ If a Jew has coitus with a gentile woman, whether she be a child of three or an adult, whether married or unmarried, and even if he is a minor aged only nine years and one day- because he had willful coitus with her, she must be killed, as is the case with a beast, because through her a Jew got into trouble.’[৭] The Jew, however, must be flogged, and if he is a Kohen (member of the priestly tribe) he must recieve double the mumber of lashes, because he has committed a double offense. A Kohen must not have intercourse with a prostitute, and all gentile women are presumed to be prostitutes.’ ‘যদি কোন ইহুদি অ-ইহুদি নারীর সাথে যৌনসঙ্গম করে সেই নারী তিন বছরের শিশু হোক বা প্রাপ্তবয়স্কা হোক, বিবাহিতা হোক কি অবিবাহিতা, আর সে (ইহুদি পুরুষ) যদি নয় বছর একদিন বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্কও হয়, সে যেহেতু ইচ্ছাকৃতভাবে তার (অ-ইহুদি নারী) সাথে সংগম করেছে তাই তাকে (অ-ইহুদি নারী) অবশ্যই পশুর মতই হত্যা করতে হবে কারণ তার মাধ্যমে একজন ইহুদি ঝামেলায় পড়েছে। ঐ ইহুদিকে অবশ্য বেত্রাঘাত করতেই হবে। সে যদি Kohen (ইহুদি পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত) হয় তাকে দ্বিগুণ বেত্রাঘাত করতে হবে। কারণ সে দ্বিগুণ অপরাধ করেছে। একজন কোহেন কখনোই কোন বেশ্যার সাথে যৌনসঙ্গম করবে না। সকল অ-ইহুদি নারীকেই বেশ্যা হিসেবে

ধরে নেওয়া হয়।' এখানে অপরাধ হলো, সে একই সাথে পশু গমন ও বেশ্যা গমনের অপরাধ করেছে। উলেস্নখ্য বেশ্যাগমন সাধারণ ইহুদিদের জন্য অপরাধ নয়, কিন্তু একজন Kohen-এর জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অর্থ ও সম্পত্তি: ইহুদি ধর্মীয় আইন ব্যবস্থায় অ-ইহুদিদের প্রতি বৈষম্যমূলক যে সকল বিধান আছে তার মধ্যে অর্থ ও সম্পত্তি বিষয়ক যে বিধানগুলি আছে সেগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে। এই বিধিগুলির বাস্তব প্রয়োগ বেশি থাকার কারণে ইহুদিদের এইসব আচরণ সাধারণ মানুষের মনে ইহুদি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। যেমন প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পযর্ন্ত ইহুদি শব্দটি ধুর্ত ও নিষ্ঠুর অর্থলগ্নীকারক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। শেক্সপিয়রের নাটক The Merchant of Venice এর সেই Shylock[৯] এর নামটি সাধারণ মানুষের মনে ইহুদি চরিত্রের বাস্তব লেবেলে পরিণত হয়েছিল। অপরদিকে Halakhah এর অন্যান্য মারাত্মক বিধান যার দু'একটি নমুনা উপরে তুলে ধরা হয়েছে সেগুলির প্রয়োগিক তাৎপর্য সাধারণ মানুষের উপলব্ধিতে নেই। কারণ বিগত আড়াই হাজার বছর এই বিধানগুলি প্রয়োগের জন্য যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োজন তা ইহুদিদের নাগালের বাইরে ছিল। অর্থ ও সম্পত্তি বিষয়ক Halakhah এর অ-ইহুদিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক বিধির কয়েকটি নমুনা নিম্নে উলেস্নখ করা হলো:

ক. *উপহার:* অ-ইহুদিগণকে উপহার দেওয়ার বিষয়ে ইহুদিদের উপর তালমুদের নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট। অবশ্য মধ্যযুগীয় রাব্বাই কর্তৃপক্ষ এই নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করেছেন। কারণ প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসায়ীদের মধ্যে উপহার বিনিময় বহুল প্রচলিত একটি প্রথায় পরিণত হয়েছে। এই ধরনের উপহার প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যতে প্রাপ্তির আশায় বিনিয়োগ বলে বিবেচিত হয়। তাই ইহুদি ও অ-ইহুদিদের মধ্যে এই ধরনের উপহার বিনিময়কে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিস্বার্থভাবে কোন অ-ইহুদিকে উপহার দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে। ভিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে একই ধরনের বিধান রয়েছে। ইহুদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া ইহুদিদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য। অ-ইহুদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। তবে অ-ইহুদি ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিলে যদি ইহুদিদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে শান্তি রক্ষার খাতিরে তা দেওয়া যেতে পারে। তবে অ-ইহুদি দরিদ্রগণ যাতে ইহুদি ভিক্ষা পাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে না পরে সেদিকে সতর্ক থাকার জন্য রাব্বাই কর্তৃপক্ষের বহু উপদেশ রয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতে এই ভিক্ষা দান বন্ধ করা হলে ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের অযুহাতে পরিণত হতে পারে।

খ. *সুদ আদায় করা:* ইহুদি ভাইদের অর্থ বা অর্থকরী কোন বস্তু ধার দিয়ে সুদ গ্রহণ করা Halakhah অনুসারে মারাত্মক অপরাধ। তৌরিদে বার বার এই

আদেশ দেওয়া হয়েছে।[১০] কিন্তু অ-ইহুদিকে বিনা সুদে ধার দেওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে Maimonides সহ বহু রাব্বাই কর্তৃপক্ষ অ-ইহুদি খাতকের নিকট হতে যত বেশি সম্ভব সুদ আদায় করা বাধ্যতামূলক বলে মত প্রকাশ করেছেন।

গ. *হারানো সম্পত্তি:* যদি কোন ইহুদি সম্ভাব্য কোন ইহুদির হারানো সম্পত্তি পায় তাহলে তার মালিক খুঁজে বের করার জন্য তাকে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ যেমন, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে মর্মে কঠিন নির্দেশ দেওয়া আছে। অপরদিকে, পাওয়া সম্পদের মালিক যদি অ-ইহুদি হয় সেই ক্ষেত্রে তালমুদ ও অন্যান্য রাব্বাই কর্তৃপক্ষের নির্দেশ হল, পাওয়া সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না।

ঘ. *ব্যবসায়িক প্রতারণা:* কোন ইহুদিকে প্রতারণা করা মহাপাপ। অ-ইহুদিদের বেলায় সরাসরি প্রতারণা করা নিষেধ। যদি ইহুদির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অ-ইহুদির সাথে পরোক্ষ প্রতারণায় অসুবিধা নেই। এই ধরনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কেনা-বেচার হিসাব করার সময় যদি কোন ইহুদি নিজেরপক্ষে ভুল করে তাহলে অপর পক্ষের ধর্মীয় কর্তব্য হচ্ছে সেই ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক হিসাব অনুসারে লেনদেন করা। কিন্তু অপর পক্ষ যদি অ-ইহুদি হয় তাহলে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া ইহুদির দায়িত্ব নয়। পাছে পরবর্তীকালে ক্ষতিগ্রস্ত অ-ইহুদি তার ভুল বুঝতে পেরে ইহুদির প্রতি মারমুখি হয় তাই এই পরিস্থিতিতে 'আপনার হিসাবের উপরই আমি নির্ভর করছি' বলে লেনদেন সমাপ্ত করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

ঙ. *প্রবঞ্চনা:* বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কোন ইহুদির সাথে প্রবঞ্চনা করা মহাপাপ, কারণ তৌরিদে এটা কঠোরভাবে নিষেধ করা আছে। কিন্তু কোন অ-ইহুদির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।[১১]

চ. *চুরি এবং ডাকাতি:* সহিংসতা ব্যতীত চুরি সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ, এমনকি এর শিকার যদি অ-ইহুদিও হয়। কোন ইহুদির উপর ডাকাতি করা (সহিংস) সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু অ-ইহুদির উপর সহিংস ডাকাতি করা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে ডাকাতির শিকার অ-ইহুদি শাসনাধীন কিনা তার উপর। তালমুদ অনুসারে, সেই অ-ইহুদি যদি ইহুদি শাসনাধীন হয় তাহলে ডাকাতি করা কোন অপরাধ নয়। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন রাব্বাই কর্তৃপক্ষের মধ্যে বির্তক আছে। তবে বিতর্ক হচ্ছে ঠিক কি পরিস্থিতিতে অ-ইহুদিকে ডাকাতির শিকার করা যাবে তার খুটিনাটি বিষয় নিয়ে, বিশ্বজনীন বিচারের ধারণা এবং মানবিকতার বিবেচনায় এরূপ ডাকাতি কতটুকু অনুমোদনযোগ্য সেই বিষয় নিয়ে নয়।[১২]

টীকা

১. Alan Unterman, The Jews Their Religious Beliefs and Practice, 1981 Routledge & Kegan Paul, p. 227.

২. Birkat HaMinim, the 12th blessing of Amidah, which reads as follows:
'For apostates who have rejected Your Torah let there be no hope, and may the Nazarenes and heretics perish in an instant. Let all the enemies of Your people, the House of Israel, be speedily cut down; and may You swiftly uproot, shatter, destroy, subdue, and humiliate the kingdom of arrogance, speedily in our days! Blessed are You, O Lord, who shatters His enemies and humbles the arrogant.'

৩. Martin Lings, Muhammad: His Life based on the Earliest Sources, 1983 George Allan & Unwin (Publisher) Ltd, p. 4.

৪. John Corrigan, et al. Jews, Christians, Muslims: A Comparative Introduction to Monotheistic Religions, 1998 Prentice Hall, p. 291.

৫. Alan Unterman, Jews: Their Religious Beliefs and Practices, 1981, Routledge & Kegan Paul, p. 227.

৬. Maimonides, Mishneh Torah, Murderer 4.11.

৭. Maimonides op. cit. Prohibitions on Sexual Intercourse' 12,10 Talmudic Encyclopedia 'Goy'.

৮. Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years, 1994, Pluto Press ch. 5 As a matter of fact every gentile woman is regarded as N.Sh.G.Z- acronym for Hebrew words Niddah, Shifdah, Goyah, Zonah (unpurified) from mesnses, slave, gentile, prostitute 'প্রকৃত ঘটনা হল এই যে প্রতিটি অ-ইহুদি নারীকে ঋতুস্রাবজনিত কারণে অপবিত্র, কৃতদাসী, অ-ইহুদি ও বেশ্যা বলে গণ্য করা হয়।'

৯. Shakespeare এর The Merchant of Venice এর ইহুদি সুদখোর Shylock চরিত্রটি এতটাই সফল যে বিগত কয়েকশ' বছর যাবত এই নামটি নির্দয় সুদখোরের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। *The American Heritage Dictionary of the English Language* এই শব্দটির অর্থ করেছে, A heartless exacting creditor অর্থাৎ একজন হৃদয়হীন কঠোর ঋণদাতা।

১০. ইহুদিগণকে সুদমুক্ত ঋণ দেওয়াকে এখনো বদান্যতা ও পুন্যের কাজ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু বহুযুগ পূর্ব থেকেই ধনী ইহুদিগণ যাতে তাদের ইহুদি খাতকের কাছ থেকে সুদ আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা রাবাইগণ করে রেখেছেন। এই ব্যবস্থায় ইহুদি-লগ্নিকারক ইহুদিখাতককে ঋণ না দিয়ে তার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে। ধরে নেওয়া হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঐ ব্যবসায় যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করবে এবং সেই মুনাফা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফাসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ বিনিয়োগকারীকে ফেরত দেবে। (ইসলামি ব্যাংকিং এর পথিকৃৎ?)।

১১. 'যখন প্রতিবেশীর কাছে কোন জিনিস বিক্রিকর বা তার কাছ থেকে কেন, তখন তোমরা যেন একে অপরের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না কর।' (Lev. 25:14) এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, তৌরিদ যেখানে 'প্রতিবেশী' 'ভাই' ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে শুধু ইহুদি নির্দেশ করা হয়েছে। ইহুদি ঋষি ও পণ্ডিতগণ সকলেই একমত যে তৌরিদের বিধান অ-ইহুদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১২. Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years 1994, Pluto Press.

৪২

ইহুদি কে?

অ-ইহুদিগণের দৃষ্টিতে যাকে ইহুদি বলে গণ্য করা হয়, ইহুদি সমাজ ও ধর্মের বিবেচনায় তাকে সবসময় ইহুদি বিবেচনা নাও করা হতে পারে। ইহুদিত্বের তিনটি উৎস আছে। ইহুদিত্ব লাভের জন্য এই তিনটি উৎসের সমন্বয়ের প্রয়োজন নেই। এদের যে কোন একটি উৎস হতে ইহুদিত্ব লাভ করা সম্ভব। আবার কোন কোন ইহুদির ক্ষেত্রে একাধিক উৎসের সমাহারও ঘটতে পারে। ইহুদিত্বের এই উৎসগুলি হচ্ছে, জন্মসূত্রে ইহুদিত্ব লাভ, ধর্মীয় আনুগেত্যর মাধ্যমে ইহুদিত্ব অর্জন এবং নৃতাত্ত্বিক অথবা জাতীয়তার ভিত্তিতে ইহুদিত্ব লাভ করা। অধিকাংশ ইহুদি এই সূত্রগুলির একাধিক সূত্রে ইহুদিত্বের পরিচয় বহন করেন।

জন্মসূত্রে ইহুদি: ঐতিহ্যগতভাবে ইহুদিধর্ম একটি গোত্রীয় ধর্ম। আব্রাহাম, আইজাক ও যাকোব বা ইসরায়েলের রক্তের ধারা যাদের ধমনীতে প্রবাহিত তারা সকলেই ইহুদি একথা বলা যাবে না। আমরা জানি, যাকোব বা ইসরায়েলের বারো পুত্রের পরিচয়ে ইসরায়েলিদের যে বারোটি গোত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই বারোটি গোত্রের দশটি গোত্রই ইহুদিত্ব থেকে হারিয়ে গেছে। শুধু দুটি গোত্রের পরিচয় এখন ইহুদিদের মধ্যে পাওয়া যায়।

ইহুদি ধর্মীয় আইন ব্যবস্থা বা Halakhah অনুসারে ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া সন্তানগণ জন্মসূত্রে ইহুদিত্ব লাভ করেন। মা যদি ইহুদি হন এবং পিতা অ-ইহুদি হলেও ইহুদি মায়ের সন্তান ইহুদিত্ব লাভ করে। এমনকি অ-ইহুদি কর্তৃক ধর্ষণের ফলে ইহুদি মায়ের যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে সেই সন্তানকেও পুরোপুরি ইহুদি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অপরদিকে, ইহুদি পিতা ও অ-ইহুদি মায়ের ঔরসজাত সন্তানকে Halakhah অ-ইহুদি হিসেবে গণ্য করে। আধুনিক যুগে ইহুদিগণ যে দেশে বাস করে সে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে অবারিত মেলামেশার কারণে ইহুদি ও অ-ইহুদির মধ্যে বিয়ে অতি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তাই ইহুদি বাবা ও অ-ইহুদি মায়ের সন্তানের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। অবশ্য সংস্কারবাদী (Reform Jews) ইহুদিরা অ-ইহুদি মা ও ইহুদি

পিতার সন্তানকে সাধারণত ইহুদি সমাজভুক্ত করে নেয়। এর ফলে পরিচয়ের সমস্যা সমাধান হলেও আরো সমস্যা সৃষ্টি হয়। কারণ সনাতনী ইহুদি (Orthodox Jews) এবং রক্ষণশীল ইহুদিরা (Conservative Jews) অ-ইহুদি মা ও ইহুদি পিতার সন্তানকে ইহুদি হিসেবে গ্রহণ করে না।

ইসরায়েল রাষ্ট্রে Orthodox ও Conservative ইহুদিরা অধিক প্রভাবশালী এবং ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সরকার গঠনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত আছে। প্রতিটি ইসরায়েলি নাগরিককে সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র সবসময় সাথে রাখতে হয়। এই পরিচয়পত্র প্রদানের দায়িত্ব ইসরায়েলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। ঐতিহ্যগতভাবে এই মন্ত্রণালয় Orthodox ইহুদি প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সরকারিভাবে যদিও Halakhah অনুসারে এই মন্ত্রণালয় পরিচালিত হবার কথা নয়, তবু এই মন্ত্রণালয় যে পরিচয়পত্র দিয়ে থাকে সেই পরিচয়পত্রে অ-ইহুদি মা ও ইহুদি পিতার সন্তানের Leom বা নৃ-গোষ্ঠী হিসেবে ইহুদি উলেস্নখ করা হয় না, যদিও তারা সামাজিকভাবে ইহুদি হিসেবেই পরিচিত। ইহুদি রাষ্ট্রে বসবাসরত অন্যান্য নাগরিক যারা আরব, খ্রিস্টান, অথবা দ্রুজ, তাদের পরিচয়পত্রে আরব, খ্রিস্টান বা দ্রুজ উলেস্নখ করা হয়। ইহুদি পিতা ও অ-ইহুদি মায়ের সন্তানকে ইসরায়েলে বসবাসরত alien বা পরদেশি বলে উলেস্নখ করা হয়-যদিও সে ইসরায়েলি নাগরিকের ভোটাধিকারসহ সকল সুবিধা ভোগ করে। ইসরায়েল রাষ্ট্রের নাগরিকদের নাগরিকত্বের একক নাম 'ইসরায়েলি' গ্রহণের বহু উদ্যোগ এই পর্যন্ত Orthodox ও Conservative ইহুদিদের বিরোধিতার কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ, তাদের আশঙ্কা অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণকে 'ইসরায়েলি' নামে নাগরিকত্বের পরিচয় দেওয়া হলে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের অস্তিত্বের সাথে আপোষ করা হবে। তাছাড়া 'ইসরায়েলি' শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে ইহুদিত্বের সমার্থক। ইসরায়েলের সকল নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের এই নামের অংশীদার করতে তাদের ঘোর আপত্তি আছে।

ইহুদি পিতা ও অ-ইহুদি মাতার সন্তান ইহুদি হিসেবে গণ্য না করার আরেকটি সমস্যা হল বৃহত্তর অ-ইহুদি সমাজ সাধারণভাবে ইহুদি পিতার সন্তানটিকে ইহুদি সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য করে। নাৎসি জার্মানীর Citizens Law অনুসারে পিতা বা মাতার ২য় পূর্বপুরুষ সূত্র পর্যন্ত যার মধ্যে ইহুদি রক্তের ধারা ছিল তাদের সকলকেই ইহুদি গণ্য করা হত। এর ফলে দেখা গেছে, ইহুদি সমাজ যাকে ইহুদি হিসেবে গণ্য করেনি তারাও ইহুদি পরিচয়ে নাৎসি নিপীড়নের শিকার হয়েছিল।

ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্ম নেওয়া একজন নাস্তিক, এমনকি একজন ধর্মবিরোধীকেও ইহুদি সমাজ তার সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে। সমস্যা দাঁড়ায় যখন কেউ ধর্মান্তরিত হন অথবা ইহুদি মায়ের সন্তান হয়েও অন্য ধর্মের অনুসারী হন। ইসরায়েলি Law of Return অনুসারে, পৃথিবীর যে কোন ইহুদি ইসরায়েলে বাস করার উদ্দেশে ইসরায়েলে অবতরণের সাথে সাথেই ইসরায়েলি নাগরিকত্ব লাভ করে। ১৯৬২ সালে Daniel Ruteisen নামক একজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী (Monk) তার মা'র ইহুদিত্বের সূত্রে ইসরায়েলের

নাগরিকত্ব দাবি করেন। ইসরায়েলি সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে তার আবেদন নাকচ করে দেয়। এই ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান অগ্রাহ্য করে সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করে যে একজন অন্য ধর্মের অনুসারীকে ইহুদিত্ব প্রদান করা শুধুমাত্র ইহুদি ধর্মীয় চেতনার পরিপন্থি নয় বরং ইহুদি শব্দটির সাধারণভাবে গৃহিত অর্থেরও পরিপন্থি।

ধর্মীয় আনুগত্য: Halakhah -এর বিধান অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যে কেউ ইহুদিধর্ম গ্রহণ করতে পারে। ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর একজন অ-ইহুদি ইহুদিত্ব অর্জন করতে পারলেও হালাখা অনুসারে তাকে (যদি সম্ভব হয়) কোন ইহুদির উপর তদারকির দায়িত্ব দেওয়া যাবে না—যেমন ইসরায়েলি সেনাবাহিনীতে দশজন সৈন্যকে পরিচালনা করা যায় যে পদ থেকে এমন কোন পদ অথবা কোন দপ্তরে সর্বনিম্ন পদ থেকে উচ্চতর কোন পদ। এই নিষেধাজ্ঞা নব্য ইহুদির অধস্তন দশ পুরুষ পর্যন্ত চালু থাকবে। মহিলা নব্য ইহুদির ক্ষেত্রে আরেকটু বেশি প্রতিবন্ধিকতা থাকবে সারা জীবনের জন্য। অ-ইহুদি মহিলাগণ Halakhah অনুসারে যে চারটি অপবিত্রতার আধার বলে বিবেচিত হয় (ঋতুস্রাবজনিত অপবিত্রতা, দাসত্ব, অ-ইহুদিত্ব ও বেশ্যাজীবী) ধর্মান্তরের মাধ্যমে প্রথম তিনটি অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হলেও চতুর্থ অপবিত্রতা তার আজীবন সাথী হয়ে থাকবে।[১] কারণ Halakhah অনুসারে ঋতুস্রাবজনিত অপবিত্রতা একটা সাময়িক বিষয়। Halakhah এর বিধান অনুসারে ঋতুস্রাব বন্ধের পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে নির্দিষ্ট আচার পালনের মাধ্যমে ঋতুস্রাবজনিত অপবিত্রতা উত্তরণ সম্ভব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপবিত্রতা ইহুদিধর্মে ধমান্তরের মাধ্যমে দাসত্ব ও অ-ইহুদিত্বের অ-পবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। কিন্তু একবার বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করলে যে অপবিত্রতার উৎপত্তি হয় তা থেকে মুক্তি পাওয়ার Halakhic কোন বিধান নেই। তাই কোন বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মহিলা ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেও তার জীবদ্দশায় বেশ্যাজীবীজনিত অপবিত্রতা থেকে তার পক্ষে উত্তরণ সম্ভব নয়। অবশ্য Halakhic বিধান অনুসারে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ঐ মহিলার গর্ভধারণ করা সন্তানের ক্ষেত্রে ইহুদিত্ব লাভে কোন বাধা থাকবে না।

এতদ্‌সত্ত্বেও কেউ ইহুদি ধর্মে দীক্ষা নিতে চাইলে আরো বেশ কিছু বাধা অতিক্রম করতে হবে। Orthodox, Conservative ও Reform ইহুদিগণ ধর্মান্তরের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকে। অর্থোডক্স ইহুদি Halakhah প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে। অপরদিকে, Conservative ও Reform ইহুদিগণ যথাক্রমে শিথিল ও শিথিলতর প্রক্রিয়াঅনুসরণ করে। তাই Orthodox ইহুদিগণ Conservative ও Reform মতে ধর্মান্তরিত ইহুদিগনকে ইহুদি হিসেবে গণ্য করে না। Conservative ইহুদিগণও Reform প্রক্রিয়ায় ধর্মান্তরিত ইহুদিগণের ইহুদিত্ব স্বীকার করে না।

Orthodox ও Conservative ইহুদিগণ নীতিগতভাবে ইহুদিধর্মে ধর্মান্তরকে নিরুৎসাহিত করে। কেউ ধর্মগ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে প্রথমত নিরুৎসাহিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট রাব্বাই তার সাথে দীর্ঘ আলোচনায় উদঘাটন করার চেষ্টা করেন ধর্মান্তরের

প্রার্থী সত্যি ইহুদিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হতে চায় নাকি অন্য কোন পার্থিব কারণে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। এই প্রক্রিয়ায় যদি পার্থিব কোন কারণ আবিস্কৃত হয় তাহলে ধর্মান্তরের আবেদন তাৎক্ষণিকভাবে নাকচ করা হয়। অন্যথায়, ইহুদিধর্মের Halakhah, আচার-আচরণ, ইত্যাদি বিষয়ে তাকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। Orthodox ও Conservative এর ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণ মেয়াদ চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। এর পরে তিনজন রাব্বাই নিয়ে গঠিত একটি আদালত (Bet Din) প্রার্থীর ইহুদি ধর্মজ্ঞান যাচাই করে ইতিবাচক রায় দিলে ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণের আচারাদি সম্পন্ন করা হয়। প্রার্থী পুরুষ হলে তাকে খৎনা করানো হয়। ইতিপূর্বে তার খৎনা হয়ে থাকলেও প্রতীকি খৎনা হিসেবে লিঙ্গের অগ্রভাগে সুঁই ফুটিয়ে দু'এক ফোটা রক্তক্ষরণ করা হয়। তারপর Bet Din এর উপস্থিতিতে নিরাবরণ প্রার্থীকে বিশেষ চৌবাচ্চায় রাখা পবিত্র জলে (mikvah) চুবানো হয়। বৃষ্টির জল বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে এই mikvah এর ব্যবস্থা করা হয়। দেহের প্রতিটি অংশ যাতে এই পবিত্র জলের স্পর্শ পায় তা নিশ্চিত করতে Bet Din এর সদস্যদের নিবিড় তদারকিতে এই আচার সম্পন্ন করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও mikvah-তে ডুবানো হয় Bet din এর সম্মুখে। তবে প্রার্থী এবং Bet din এর সদস্যদের বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য প্রার্থীকে Mikvah এর সময় একটি পাতলা ঢিলে পোষাক গায়ে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। হালাখা অনুসারে কোন মহিলার বেত-দ্বীনের সদস্য হওয়া সম্ভব নয়।

Orthodox ইহুদিদের Halakhah প্রক্রিয়া অপেক্ষা Reform ইহুদিত্বে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া অনেকটা সহজতর। এই প্রক্রিয়ায় পুরুষের খৎনা করা বাধ্যতামূলক নয়। Conservative ইহুদিদের ধর্মে দীক্ষার প্রক্রিয়া মোটামুটি Orthdox ইহুদিদের অনুরূপ।

ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইহুদিত্ব গ্রহণের যে লম্বা ও জটিল প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয় সেই প্রেক্ষিতে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর যারা অন্য ধর্ম ছেড়ে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তার সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায়। ইসরায়েল রাষ্ট্রে ইহুদি পিতা ও অ-ইহুদি মায়ের সন্তানদের ইহুদি হিসেবে গণ্য করার পূর্ব শর্ত হিসেবে কিছু কিছু ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব হতে ইহুদি পরিচয়ধারী ব্যক্তিগণ এই প্রক্রিয়ায় ইসরায়েলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত 'ইহুদিত্ব' পেয়ে থাকে। এর বাইরেও কিছু কিছু ইহুদি আছে যারা নিজদের ইহুদি বলে দাবি করে কিন্তু অর্থোডক্স বা কনজারভেটিভ ইহুদিরা তাদেরকে হালাখিক ইহুদি হিসেবে গণ্য করে না। এদের মধ্যে আছেন আমেরিকার আফ্রিকান বংশোদ্ভূত কালো ইহুদি, ভারতের কোচিন ইহুদি, তেলেগু ইহুদি এবং মিজোরাম ও মনিপুরের তথাকথিত 'বনি মানাসেস' ইহুদি যাদেরকে মূলধারার ইহুদি হিসেবে গণ্য করার আগে হালাখিক প্রক্রিয়ায় ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। তারপরই এরা ইহুদি হিসেবে ইসরায়েল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে থাকে।

বর্তমান যুগে ইহুদিধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা বিরল হলেও প্রাচীনকালে একসময় বিধর্মীদের ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ মোটেই বিরল ঘটনা ছিল না। বিশেষকরে ইহুদিগণ

যখন প্যালেস্টাইনের একটি অংশে রাজ ক্ষমতায় ছিল তখন ইহুদি রাজ্যে বসবাসকারী অন্যান্য জাতি থেকে ইহুদিধর্ম গ্রহণের একটা প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল। এমনকি গ্রিকগণ যখন মধ্য প্রাচ্যের অধিকাংশ এলাকায় রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং ইহুদিগণ অতি আগ্রহ নিয়ে গ্রিক দর্শন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করে নেয় তখনও গ্রিকদের মধ্য থেকে ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ মোটেই অসাধারণ ঘটনা ছিল না। সেকালের ইহুদিদের উপর গ্রিক শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে ইহুদি সমাজের একটি অংশ আচার-আচারণ ও ধ্যান-ধারণায় কার্যত গ্রিক সংস্কৃতির ধারক হয়ে যান। এর ফলে ইহুদিদের মধ্যে একটি অংশকে Hellenic Jews নামে অভিহিত করা হত। তাসত্ত্বেও গ্রীকদের মধ্যে ইহুদিধর্ম গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয় ছিল।

রুথ সমাচার: ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ইহুদি ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন একজন মোয়াবীয় নারী রুথ। রুথ ছিলেন রাজা দাউদের প্রপিতামহী। যীশু খ্রিস্ট রাজা দাউদের বংশধর। সেই হিসেবে রুথেরও বংশধর। পয়গম্বরগণ ঘোষণা করেছেন যে, মসীহ আসবেন রাজা দাউদের বংশ থেকে। তাই ইহুদি ঐতিহ্যে রুথের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহুদি বাইবেলে রুথের ইতিহাস বর্ণনা করে একটি পুস্তক আছে যার নাম রুথ। কথিত আছে, পয়গম্বর সামুয়েল রুথ পুস্তক রচনা করেছিলেন।

একদা জুডিয়াতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বেথেলহেম নিবাসী এলিমলেক নামীয় এক এফ্রাতীয় (ইসরায়েলের বারো গোত্রের অন্যতম গোত্র) তার স্ত্রী ও দুই পুত্র নিয়ে মোয়াবীয়দের দেশে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে তার দুই ছেলে দুই মোয়াবীয় কন্যা— অর্পা ও রুথকে বিয়ে করেন। মোয়াবীয়রা মূর্তিপূজারি ছিল। ইহুদি ও মূর্তিপূজারিদের মধ্যে তৌরিদের নির্দেশ অনুসারে বিয়ে নিষিদ্ধ। তাই ধরে নেওয়া হয় যে, ইহুদি বরের সাথে বিয়ের আগে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন অথবা পরবর্তী পর্যায়ে এলিমেলেকের ও তার দুই ছেলের মৃত্যুর পর এলিমেলেকের স্ত্রী যখন যুদাতে বিধবা রুথকে সাথে নিয়ে ফিরে আসেন তারপর হয়ত এলিমেলেকের জ্ঞাতি বোয়াজের সাথে পুনর্বিবাহের কালে রুথ ইহুদিধর্ম গ্রহণ করে থাকতে পারেন। রুথ কিভাবে এবং কি প্রক্রিয়ায় ইহুদিধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণ বাইবেলের রুথ পুস্তকে বা অন্য কোথাও নেই। তাই ধরে নেওয়া হয় যে, বাইবেলীয় যুগে ইহুদিধর্মে দীক্ষা নেওয়া যথেষ্ট সহজ ছিল। রুথের ধর্মান্তর বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখ না থাকায় ধর্মান্তর সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বলে মনে হয় না। ইহুদিদের ঈশ্বর ও তৌরিদের শিক্ষার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে বিশেষ কোন আচারানুষ্ঠান ছাড়াই ইহুদিধর্ম গ্রহণ সম্ভব ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণের বর্তমান জটিল প্রক্রিয়াতালমুদীয় বিধান ও বিভিন্ন রাব্বাইদের সিদ্ধান্তের ফসল। কেন এবং কী পরিস্থিতিতে ধর্মান্তর প্রক্রিয়া শিথিল থেকে কঠিন ও জটিল করা হল তা গবেষণার বিষয় হতে পারে।

ইহুদি জাতীয়তা: আধুনিক ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার ফলে ইহুদি পরিচয়ের এই নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ইসরায়েল রাষ্ট্রে ইহুদি বাবা ও অ-ইহুদি মায়ের বহু অপেক্ষাকৃত

কমবয়সী সন্তান আছেন যাদের প্রার্থনার ভাষা হিব্রু, যারা ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীতে চাকরি করছে, যারা ইহুদি প্রার্থনা ও আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং নিজদের ইসরায়েলি ইহুদি বলে পরিচয় দেয় কিন্তু Halakhah অনুসারে তারা প্রকৃত ইহুদি নয়।

ইসরায়েল রাষ্ট্রে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান হালাখা এর ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। এই ইহুদিত্ববিহীন ইহুদিদের ব্যাপারে রাব্বাইগণ একটি সমঝোতা প্রক্রিয়া বের করেছেন। এদের জন্য ধর্মান্তরের ব্যবস্থা অর্থাৎ ইহুদি পিতা ও অইহুদি মাতার সন্তানদের ইহুদিধর্মে দীক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে 'হালাখিক' ইহুদিত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন যা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইসরায়েল রাষ্ট্রে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের ব্যক্তি ও পারিবারিক বিষয় যেমন বিয়ে, দাম্পত্য কলহ, তালাক, সম্পত্তির উত্তারাধিকার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসলামিক ও খ্রিস্টান ধর্মীয় আদালত আছে। কিন্তু ইহুদি পিতা ও অ-ইহুদি মায়ের ইহুদিত্ববিহীন ইহুদিগণের ব্যক্তি ও পারিবারিক বিষয়-নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন আইনি ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য ইহুদি রাষ্ট্রে বিয়ে বা তালাকের জন্য কোন আদালত নেই। তাদেরকে ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে বিয়ে করে আসতে হয় এবং ইসরায়েলে এই বিয়ের স্বীকৃতি নির্ভর করে ঐ রাষ্ট্রের সাথে ইসরায়েলের দ্বিপাক্ষিক চুক্তির উপর। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের কিছু সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়। কিন্তু আরো কিছু সমস্যার সূচনা ঘটে। এদের পারিবারিক বিরোধ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার, সন্তানদের সমাজে অবস্থান ইত্যাদি সমাধানের কোন সহজ রাস্তা নেই।

একদিকে আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাস্তবতা, অন্য দিকে জনসংখ্যার একটি প্রভাবশালী অংশের রাষ্ট্রকে Halakhic পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, একদিকে তুর্কি আমলের সিভিল কোডের ঐতিহ্য, অন্যদিকে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার বাধ্যবাধকতা, একদিকে রাষ্ট্রে বহু নৃ-গোষ্ঠীর অনিবার্য উপস্থিতি অন্য দিকে ইহুদিধর্মের মূলত একক ও ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার স্বীকৃতি—সব মিলিয়ে ইসরায়েল রাষ্ট্রে আন্তঃ ও অন্তঃসামাজিক কলহের একটি উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে।

টীকা

১. Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years, 1994, Pluto Press.

৪৩

সনাতন ধর্ম ও ইহুদিধর্ম

আপাত দৃষ্টিতে ইহুদিধর্ম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য খুজে পাওয়ার কথা নয়। ইহুদিধর্ম প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং পৃথিবীর অন্য দু'টি প্রধান একেশ্বরবাদী ধর্ম—খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামধর্মের বহু বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের মূল ধারক। অপরদিকে, হিন্দুধর্মে উচ্চতর দার্শনিক স্তরে সৃজন শক্তির একক সত্তার স্বীকৃতি থাকলেও প্রায়োগিকতায় একগুচ্ছ দেব-দেবীর মধ্যে সৃষ্টি, প্রতিপালন ও বিনাশ শক্তির বিভাজন এবং সেই সূত্রে বিভেদ লক্ষণীয়। প্রচলিত আচার-আচরণ ও উপাসনায় হিন্দুধর্মের অবস্থান বিমূর্ত একশ্বরবাদের বিপরীত মেরুতে। দু'টি ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে দু'টি ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে এবং ঐতিহাসিকভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দুটি ধর্মের তাত্ত্বিক ও চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছু চমকপ্রদ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে আমরা এমন কয়েকটি সাদৃশ্য উল্লেখ করব যা হিন্দুধর্মের সাথে ইহুদিধর্ম ব্যতীত অন্যকোন একেশ্বরবাদী ধর্মের সাথে নেই।

মোশী যখন মেসোপটেমিয়ায় মেষ চরাচ্ছিলেন তখন ঈশ্বর তাকে মিশরে নিয়ে তার ইসরায়েলি জ্ঞাতিগণকে উদ্ধার করে আনতে নির্দেশ দিলেন। মোশী এই গুরুদায়িত্ব পালনে নিজকে যোগ্য মনে করেননি যার একটি কারণ ছিল তিনি বাকপটু ছিলেন না। ইসরায়েলিদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদেরকে কঠিন পথে পরিচালনা করার জন্য যে বাগ্মিতা প্রয়োজন ছিল তা মোশীর ছিল না। তাই তিনি ঈশ্বরকে তার এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন জানালেন। ঈশ্বর তখন তাকে এই কাজে সহায়তা করার জন্য মোশীর ভাই আরনকে পাঠালেন মোশীর সহকারী হিসেবে। সাইনাই এর জনহীন প্রান্তরে ঈশ্বর যখন ইসরায়েলিদের জন্য ঈশ্বরের বেদিতে বিভিন্ন যজ্ঞ, আহুতি, বিসর্জন ইত্যাদির বিধান দেন তখন আরন তার সন্তান ও পরবর্তী বংশধরদের ঈশ্বরের মন্দিরে পৌরোহিত্যের এচ্ছত্র অধিকার দান করেন।[১] জেরুজালেমে ঈশ্বরের সেই মহাপবিত্র মন্দির এখন নেই, রাব্বাইগণ যজ্ঞ, আহুতি, বিসর্জনের বিধান বাতিল করেননি। মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত দিনে তিন বেলা সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় যজ্ঞ, আহুতি, বিসর্জনের

পরিবর্তে রাব্বাইগণ গণ-প্রার্থনা প্রচলন করেছেন। এই প্রার্থনা পরিচালনা করার একচ্ছত্র অধিকার এখন আর আরন বংশের পুরোহিতের নেই। কিন্তু এখনো কিছু কিছু আচারানুষ্ঠান আছে যা একজন Cohen (আরনের বংশদরগণের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত পদবি) ব্যক্তির ভূমিকা ছাড়া সম্পন্ন হয় না। যেমন ইহুদির প্রথমজাত পুত্র সন্তান এর মালিকানা ঈশ্বরের।[২] পুরাকালে প্রথমজাত পুত্রকে মন্দিরে সমর্পণ করে পুরোহিতকে তার মূল্য পরিশোধ করে মুক্ত করা হত। এখনো Cohen-কে প্রতীকি মূল্য দিয়ে প্রথম পুত্র সন্তানকে মুক্ত করতে হয়। পুত্রসন্তানের খৎনা, পুত্রসন্তানের বারো বছর হওয়ার পর Bar mitzvah অনুষ্ঠান ইত্যাদি Cohen এর উপস্থিতি আবশ্যক। ইহুদিদের পুনরুদ্ধার ও পুনরুত্থান সূচনার জন্য যে মসীহ আসবেন তার জন্ম হবে Cohen এর ঘরে। এটা হিন্দুধর্মে পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত ব্যবস্থারই অনুরূপ।

ইহুদি এবং হিন্দুধর্মে অন্য ধর্মের মানুষকে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরের জন্য ধর্ম প্রচারের আগ্রহ নেই। উভয় ধর্মেই মূলত জন্মের মাধ্যমে ধর্মের সদস্য পদ লাভ করা যায়। ইহুদিধর্মের বিধান শুধু ইহুদিদের জন্যই প্রযোজ্য। ধর্মান্তরের মাধ্যমে ধর্মের প্রসারের তাগিদ ইহুদিধর্ম বা সনাতন হিন্দুধর্মে নেই। বেদ উপনিষদ বা ধর্মশাস্ত্র সনাতন হিন্দুধর্মের সদস্যদের জন্য, তেমনি তৌরিদ তালমুদ হালাখাহ্ শুধু ইহুদিদের জন্য। উভয় ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বজনীনতার উপাদান থাকলেও তা নির্দিষ্টতার সীমায় আবদ্ধ থেকে যায়।

পবিত্রতা-অপবিত্রতা আরেকটি বিষয় যা উভয় ধর্মের অনুসারীদের উপর কঠোরভাবে প্রযোজ্য। তৌরিদে ইহুদিগণকে পবিত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩] তাই প্রত্যেক ইহুদিকে তার পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিস্তারিত বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বিধান ইহুদির খাদ্য গ্রহণ, আচার-আচারণ, বিধর্মীদের সাথে মেলামেশা, ধর্মের বাইরে দৈহিক বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক আদান-প্রদান, এমনকি বিধর্মীর সাথে আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহুদিধর্মের এই বিধানাবলি হিন্দু জাতি প্রথা, বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা বা অস্পৃশ্যতার অনুরূপ। পুনর্জন্ম আরেকটি বিশ্বাস যা দুই ধর্মকে একসূত্রে বেঁধেছে।

টীকা

১. Deut. 10:9 'সেসময় প্রভুর সন্ধি-মঞ্জুষা বইবার জন্য, প্রভুর সেবায় তার সাক্ষাতে দাঁড়াবার জন্য ও তার নামে আশীর্বাদ করার জন্য প্রভু লেবি গোষ্ঠীকে বেছে নিলেন, আর আজ পর্যন্তই সেইমত চলছে।'

২. '...The firstborn of your sons you shall give to me.' (Exod. 22:29)

৩. 'আর আমার কাছে তোমরা হবে এক যাজকীয় রাজ্য, এক পবিত্র জনগণ।' (Exod. 19:6)

৪৪

সাব্বাৎ বা বিশ্রামের দিন

প্রভু মোশীকে বললেন,...‘ ছ’দিন ধরে কাজ করা হোক, কিন্তু সপ্তম দিনে এমন পুরো বিশ্রাম উদ্‌যাপিত হবে, যে বিশ্রাম প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র। যে কেউ সাব্বাৎ দিনে কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। ইসরায়েল সন্তানেরা চিরস্থায়ী সন্ধিরূপেই পুরুষানুক্রমে সাব্বাৎ মান্য করার জন্য সাব্বাৎ দিন পালন করবে। আমার ও ইসরায়েল সন্তানদের মধ্যে চিরস্থায়ী চিহ্ন, কেননা প্রভু ছ’দিনেই আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়ে প্রাণ জুড়িয়েছিলেন।’

হিব্রুতে সপ্তাহের সাত দিনের কোনটির নাম নেই। প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, ইত্যাদি। সপ্তাহের শেষ দিন সপ্তম দিন হয় শনিবার। শনিবারই হল সাব্বাৎ এর দিন। ইহুদি বর্ষপঞ্জিতে অনেকগুলি পবিত্র দিন নির্ধারণ করা আছে। প্রত্যেকটি পবিত্র দিনই ইহুদি ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মারকদিন হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। সাব্বাৎ এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। ঈশ্বর নিজে মোশীকে যে দশটি আজ্ঞা পাথরের ফলকে খোদাই করে দিয়েছিলেন তার মধ্যে চতুর্থ আজ্ঞা ছিল সাব্বাৎ পালনের নির্দেশ। তাছাড়া সাব্বাৎ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টির স্মারক। ঈশ্বর টানা ছয় দিনে সমগ্র বিশ্বজগত সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে যে বিশ্রাম নিয়েছিলেন সাব্বাৎ তারই উদ্‌যাপন। সাব্বাৎ-কে যে অপবিত্র করবে তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ঈশ্বর নিজেই করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সাব্বাৎ উদ্‌যাপন ও এর পবিত্রতা রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সাব্বাৎ শব্দটির উৎপত্তি হিব্রু তিনটি অক্ষর Shin-Beit-Tav দিয়ে গঠিত মূল থেকে যার তিনটি অর্থ—বন্ধ করা, শেষ করা ও বিশ্রাম করা। তিনটি অর্থই ঈশ্বরের বিশ্বজগত সৃষ্টি বন্ধ করা, শেষ করা এবং ঈশ্বরের বিশ্রাম নেওয়ার ইঙ্গিতবহ। ইহুদিদের জন্য সাব্বাৎ একই সাথে বিশ্রাম গ্রহণ ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের দিন। খ্রিস্টান সাব্বাতের মত সাব্বাৎ শুধু প্রার্থনার দিন নয়। যদিও সাব্বাতের দিনে ইহুদিগণ অনেক প্রার্থনা করেন। এটা আনন্দময় ভোজের দিনও নয়, যদিও তিনটি আনুষ্ঠানিক ভোজ সাব্বাৎ

উদ্‌যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দুটি পারস্পারিক সম্পর্কযুক্ত ঐশ্বরিক আজ্ঞা সাব্বাৎ পালনের রূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। প্রথমটি হচ্ছে স্মরণ করা, 'সাব্বাৎ দিনের কথা এমনভাবে স্মরণ করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখ।' (Exod.20-8) দ্বিতীয়টি হচ্ছে পালন করা, 'তোমরা পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামতে সাব্বাৎ দিন এমনভাবে পালন করবে, যেন তার পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকে'। (Deut-5:12)

স্মরণ করা: সাব্বাৎ এর দিনটি ভুলে না যাওয়া এবং তা স্মরণে রাখা ইহুদিদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তালমুদ পণ্ডিতগণ বলে থাকেন, সপ্তাহের কর্মময় ব্যস্ততার ছয়দিন প্রতিদিন প্রতি মূহুর্তে সপ্তম দিনের সাব্বাৎ-এর কথা স্মরণে রাখতে হবে। সাব্বাৎ যেহেতু ঈশ্বরেরে আশীর্বাদ হিসেবে ইসরায়েলকে ঈশ্বর উপহার দিয়েছেন, তাই ঈশ্বরের এই কৃপাকে সবসময় মরমের উপলদ্ধিতে জাগিয়ে রাখতে হবে। সাব্বাৎ-এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে হবে। সাব্বাৎ সাপ্তাহিক বিশ্রামের অনেক ঊর্ধ্বে। এটা একটা অভিজ্ঞতা যাকে অনেক সময় 'সময়ের বাইরে পা রাখা' বা 'Stepping outside time' আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। সাব্বাৎ এমন একটি দিন যেদিন সময় তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। যেহেতু কাজ নেই তাই সময় হিসেবের প্রয়োজন নেই। সপ্তাহের ছয়দিনের সকল শ্রমই হচ্ছে সাব্বাৎ-এর জন্য প্রস্তুতি।[১] ইহুদি সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীতে সাব্বাৎ-কে নববধূ অথবা রানীর সাথে তুলনা করা হয়। প্রিয়তমা বধূর সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র বাসনার সাথে তুলনীয় সাব্বাৎ-এর অপেক্ষা।

প্রাচীনকালে সপ্তাহের একদিন বিশ্রামের জন্য রেখে দেওয়া ধারণাতীত ছিল। বিশ্রাম আর বিনোদন ছিল শাসক শ্রেণি আর বিওবানদের একচেটিয়া অধিকার। সাধারণ মানুষ আর দাস-দাসীদের জন্য এটা ছিল স্বপ্ন। ইসরায়েল দীর্ঘকাল মিশরীয়দের দাসত্বে আবদ্ধ ছিল। ঈশ্বর নিজ হাতে তাদের মুক্ত করে এনে তাদের জন্য সপ্তাহে এক দিন বিশ্রামের জন্য ধার্য করেছিলেন। ইসরায়েলের দাসত্ব অবস্থার উত্তরণের প্রতীক এই সাব্বাৎ। মোশী বলেন, 'মনে রেখ, মিশর দেশে তুমি দাস ছিলে এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভু শক্তিশালী ও প্রসারিত বাহুতে সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন; এজন্য তোমার পরমেশ্বর প্রভু সাব্বাৎ দিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন। (Deut.5:15)

আমারা আগেই বলেছি হিব্রুতে দিনের নাম নেই। শুধু সপ্তম দিনের নাম আছে, তাহলো সাব্বাৎ। রবিবার সাব্বাৎ-এর অপেক্ষার প্রথম দিন, সোমবার সাব্বাৎ-এর অপেক্ষার দ্বিতীয় দিন। এভাবে শুক্রবার হচ্ছে 'Erev Shabbat' বা সাব্বাৎ-এর আগের দিন। প্রতি দিনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাব্বাৎ-এর দিনের সাথে তার সম্পর্ক। সাব্বাৎ-এর দিনটি ইহুদিদের আধ্যাত্মিক সত্তার অনুধাবনের দিন, আর অন্য দিনগুলি হচ্ছে সেই দিনের গন্তব্যে পৌছার মাধ্যম মাত্র। ইহুদিরা কাজ করার জন্য বিশ্রাম নেন না, বরং বিশ্রাম নেওয়ার জন্য কাজ করেন।[২]

সাব্বাৎ পালন: ইহুদি শাস্ত্রমতে দিন শুরু হয় সন্ধ্যায় এবং দিন শেষ হয় পরের সন্ধ্যায়। এর উৎপত্তি হচ্ছে বাইবেলের এই উক্তি, 'সন্ধ্যা হল, প্রভাত এল-প্রথম দিন'। (Gen. 1:5)

আচার অনুষ্ঠানের উদ্দেশে প্রত্যেক দিনকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়—রাতের বেলা ও দিনের বেলা। রাতের বেলা শুরু হয় সূর্যাস্তের সময় অথবা আকাশে যখন প্রথম তারা দেখা যায়। ২৪ ঘন্টার দিন সঠিক কোন সময় শুরু ও শেষ হয় সে ব্যাপারে Halakha-এ দ্বিমত রয়েছে। কারো মতে, ২৪ ঘণ্টার দিন শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অপর মত হচ্ছে, আকাশে তারা দেখা যাওয়ার পরই দিনের শুরু হয়। তবে সাব্বাৎ শুরু হয় শুক্রবারসন্ধ্যায় এবং শেষ হয় শনিবার সন্ধ্যায়। দিন শুরু ও শেষ হওয়ার সঠিক সময়ের মতভেদের কারণে সাব্বাৎ পালনের সময়কালে যাতে ফাঁক না থাকে সেজন্য সাব্বাৎ পালন সাধারণত শুরু করা হয় শুক্রবারদিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ গোধূলিতে এবং শেষ করা হয় সন্ধ্যা আকাশে অন্তত তিনটি তারা দেখা যাওয়া অথবা দেখা যাওয়ার আনুমানিক সময় পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় ২৫ ঘন্টা সাব্বাৎ পালন করা হয়ে থাকে।

সাব্বাৎ এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মবিরতি। ঈশ্বর তার সৃষ্টি যজ্ঞের শেষে একদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এই সময় ঈশ্বরের সৃজনশীলতা বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। ঈশ্বরের অনুকরণে সাব্বাৎ পালনেও যে কোনো সৃজনশীল কাজ বন্ধ রাখা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে প্রার্থনা করা, খাওয়া-দাওয়া করা, তৌরিদ অধ্যয়ন, পায়চারি করা এবং ঘুমানো ছাড়া অন্য সকল কাজ করা হয় নিষিদ্ধ বা নিরুৎসাহিত করা হয়।[৩]

দেখা যাক মোশী এ বিষয়ে কি বলেছেন। ইসরায়েল সন্তানদের গোটা জনমণ্ডলীকে বললেন, 'প্রভু তোমাদের যা যা পালন করতে আজ্ঞা করেছেন, তা এই: ছ'দিন কাজ করা যাবে, কিন্তু সপ্তম দিনটি তোমাদের জন্য পবিত্র দিন হবে; তা প্রভুর উদ্দেশে পুরো বিশ্রামেরই একদিন হবে, যে কেউ সেদিন কাজ করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। তোমরা সাব্বাৎ দিনে তোমাদের কোন বাসস্থানে আগুন জ্বালাবে না।' (Exod.35:1-3) তৌরিদ সাব্বাতে কাজ নিষিদ্ধ করেছে। সম্ভবত উদাহরণ হিসেবে ঘরে আগুন জ্বালানো নিষেধ করেছে। কিন্তু এর বাইরেও বহু কাজ আছে—যার মধ্যে কিছু কিছু কাজ আছে যা করতে না চাইলেও করতে হয়। তাই কাজের সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন, অথচ তৌরিদে কাজের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তালমুদপ্রণেতাগণ এই অভাব পূরণের চেষ্টা করেছেন এই ভাবে। ইসরায়েল সন্তানগণ মিশর থেকে বেরিয়ে যখন জনহীন প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন তখন ঈশ্বরের নির্দেশে ইসরায়েলিগণ ঈশ্বরের জন্য সাক্ষাত-তাবু (Tabernacle) নির্মাণ করেন। এই সাক্ষাত-তাবু নির্মাণকালে ইসরায়েল সন্তানগণ সাব্বাৎ এর দিন নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতেন। সাক্ষাত-তাবু নির্মাণ প্রক্রিয়াবিশেস্নষণ করে তালমুদপ্রণেতাগণ মোট উনচলিস্নশটি কাজ বা 'Melechah' সনাক্ত করেছেন যা সাব্বাৎ দিনে ইহুদিদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। নিম্নে নিষিদ্ধ কাজের তালিকা দেওয়া হল:

(১) বীজ বপন করা, (২) লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা, (৩) ফসল কাটা বা ফসল আহরণ করা, (৪) শস্য খড় ইত্যাদির আঁটি বাঁধা, (৫) শস্যাদি মাড়াই করা, (৬) শস্য ঝাড়া বা চালা, (৭) বাছাই করা, (৮) যাতাকলে শস্য গুড়া বা চূর্ণ করা, (৯) চালনি দিয়ে ছাঁকা,

(১০) ময়দা ইত্যাদি পিষে বা ঠেসে তাল বানানো, (১১) বদ্ধ উনুনে ঝলসানো বা সেঁকা, (১২) ভেড়ার লোম ছাঁটা, (১৩) লোম ধোয়া, (১৪) লোম পিটানো, (১৫) লোম রং করা, (১৬) সুতা কাটা, (১৭) কাপড় বুনন করা, (১৮) সুতা গিঁট দেওয়া, (১৯) সুতা পাঁকানো, (২০) দু'টি সুতার একটি থেকে অপরটি আলাদা করা, (২১) বাঁধা, (২২) বাঁধন খোলা, (২৩) সুঁইয়ের ফোড় দেওয়া, (২৪) ছিন্ন করা, (২৫) ফাঁদে ফেলা বা ফাঁদ পাতা, (২৬) জবাই করা, (২৭) পশুর ছাল ছাড়ানো, (২৮) মাংসে লবণ দেওয়া, (২৯) চামড়া পরিষ্কার করা, (৩০) চামড়া সংরক্ষণ করা, (৩১) চামড়া কেটে সমান করা, (৩২) দু'টি অক্ষর লিখা, (৩৩) দু'টি অক্ষর মুছে ফেলা, (৩৪) নির্মাণ করা, (৩৫) ভবন ভেঙে ফেলা, (৩৬) আগুন নিভানো, (৩৭) আগুন জ্বালানো, (৩৮) হাতুড়ি দিয়ে পেটানো, ও (৩৯) কোন বস্তু নিজস্ব অবস্থান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া অথবা কোন কিছু পরিবহন করা। (Mishneh Shabbat 7:2)

তালিকাটি হতভম্ব করার মতোই। তবে লক্ষণীয় যে, মূলত চার ধরনের কাজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলি হচ্ছেঃ (ক) রুটি বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাজ, (খ) পরিধেয় বস্ত্র তৈরিসংক্রান্ত কাজ, (গ) বই লেখার উপযোগী করে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ,এবং (ঘ) যন্ত্রপাতি তৈরি ও গৃহ-নির্মাণসংক্রান্ত কাজ। ধারণা করা যায়, তালমুদ ঐসব কাজই নিষিদ্ধ করেছে যেগুলি মানুষের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে। ঈশ্বর যেমন নতুন কিছু সৃষ্টি বন্ধ করেছিলেন তেমনি ইহুদিগণও সাব্বাৎ-এর জন্য ঐসব কাজই নিষিদ্ধ করেছে যেসব কাজ মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক করেছে।

যে কাজগুলি নিষিদ্ধ তার সাথে অন্যান্য কাজ যা একই উদ্দেশ্যে অথবা একই নীতির ভিত্তিতে হয় তাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ সকল কাজ করার জন্য যে সকল হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় সেসব হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করাও রাব্বাইগণ নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন হাতুড়ি, দেশলাই ও পেন্সিল। এগুলি অবশ্য ব্যবহার করা যাবে সেই কাজের জন্য যে কাজ সাব্বাৎ-এর দিনে অনুমতি রয়েছে। যেমন, অন্য কিছু হাতের কাছে না থাকলে বাদামের খোসা ভাঙার জন্য হাতুড়ি ব্যবহার করা যাবে অথবা প্রার্থনার বই থেকে পেন্সিল সরানো যাবে। কিন্তু বই পড়া অথবা কোন কিছু লিখা যাবে না। হাতুড়ির সচারাচর যে কাজ সেকাজ করা যাবে না। যে সকল জিনিষপত্র সাব্বাৎ দিনে হাতানো যাবে না তাদেরকে বলা হয় 'Muktjeh'। এর অর্থ 'যেটা সরিয়ে রাখা হয়'। যে সকল বস্তু 'Muktjeh', যেমন টাকা-পয়সা, বই, পেন্সিল, কাগজ-কলম, ছুরি-কাঁচি, ঘরের কাজে ব্যবহৃত ছোট-খাটো হাতিয়ার, ইত্যাদি সাধারণত সাব্বাৎ শুরু হওয়ার আগেই সরিয়ে রাখা হয়।

ভ্রমণ, বেচা-কেনা এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজ যা সাব্বাৎ-এর মর্মবাণীর সাথে সাংঘর্ষিক সেসব কাজও রাব্বাইগণ নিষিদ্ধ করেছেন। সাধারণভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার নিষিদ্ধ না থাকলেও বিদ্যুতের অথবা কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সুইচ অন বা অফ করা নিষিদ্ধ। তার কারণ বিদ্যুতকে আগুনের সমতুল্য মনে করা হয়। সেই অর্থে টেলিফোন বা মোবাইলে

কল দেওয়া বা গ্রহণ করাও নিষেধের মধ্যে পড়ে। যেহেতু সাব্বাতে আগুন জ্বালানো বা নিভানো নিষিদ্ধ, তাই একাজগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সাব্বাৎ-এ গাড়ি বা যে কোন যানবাহন ব্যবহার নিষিদ্ধ। গাড়ি ব্যবহার নিষিদ্ধ এই কারণে যে গাড়ির ইঞ্জিন চলে যে কোন জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে যা আগুন ধরানো বা আগুন নিভানোর মধ্যে পড়ে। এছাড়া নিজস্ব অবস্থান থেকে জন চলাচলের রাস্তায় কোন কিছু পরিবহন বা চলাচল নিষিদ্ধ বিধায় যে কোন যানবাহন ব্যবহার অনুমোদিত নয়। ব্যস্ততাহীনভাবে হাঁটা চলা নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নিজস্ব গণ্ডি থেকে বেরিয়ে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোন রাস্তা বা স্থানে যাওয়ার ব্যপারেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অবশ্য প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার জন্য হেঁটে সিনাগগে যাওয়া যেতে পারে। কারণ সাব্বাৎ-এ প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়া সাব্বাৎ-এর একটি অনুমোদিত কাজ।

যে কোন সৃজনশীলতা থেকে নিবৃত থাকার ধারণা থেকে কিছু জটিলতা দেখা দিয়ে থাকে। এমন কোন হাতিয়ার বা বস্তু ব্যবহার করা যাবে না যা সাব্বাৎ-এর জন্য অনুমোদিত নয় এমন কোন কাজ-কর্মে সহায়ক হয়। যেমন, একটা চাকু হাতে নেওয়া যাবে যা সাব্বাৎ-এর খাবার খাওয়ার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু একটি কলম হাতে নেওয়া যাবে না, কারণ এটা হাতে নিলে কিছু লিখার ইচ্ছা জাগতে পারে।

সাব্বাৎ দৈনন্দিন কর্মমুখর জীবনে একটা গভীর ছেদ টানে। দিনটির নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ মিলিয়ে দিনটির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় যার ফলে এটা যথাযথ পালন শুধু নিবেদিত আর নিষ্ঠাবান ইহুদিদের পক্ষেই সম্ভব।

কর্মহীনতার দিন: বাতি জ্বালানো, রান্না-বান্না করা, ঘড়-দুয়ার পরিষ্কার করা ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজ যেহেতু নিষিদ্ধ, তাই সাব্বাৎ শুরুর বেশ আগেই দিনটি পালনের প্রস্তুতি নিতে হয়। এই দায়িত্ব সাধারণত ঘরের মহিলার উপর বর্তায়। ধর্ম পালনকারী ইহুদিগণ সাধারণত শুক্রবার বেলা ২টার দিকে অফিস ত্যাগ করে বাসায় ফিরে যান সাব্বাৎ-এর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। বাসাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়, পরিবারের সকলেই স্নান করে নেন, সকলেই ভালো পোষাক পরে নেন, বাড়ির সবচেয়ে ভালো থালাবাসন টেবিলে সাজানো হয় এবং উৎসবের বিশেষ ভোজের জন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়। যে সকল কাজ সাব্বাৎ চলাকালে করা যাবে না সেগুলি আগেই ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। ঘরের বাতি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে আগামী ২৫ ঘন্টায় এগুলিতে হাত দিতে না হয়। বিশেষকরে রিফ্রেজারেটরের ভিতরের বাল্ব খুলে রাখতে হবে যাতে এর দরজা খুললে বাতি জ্বলে না ওঠে। সাব্বাৎ-এর তিনটি ভোজের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখতে হবে। ঐতিহ্যগতভাবে সাব্বাৎ-এ ভালো খাবার আয়োজন করতে হয়। অতীতে ইহুদিদের মধ্যে যখন দারিদ্র্যের চাপ ছিল, তখন যে পরিবারের জন্য নিত্যদিনের শক্ত কালো রুটি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল, তারাও সারা সপ্তাহ খরচ কমিয়ে সাব্বাৎ-এর জন্য মাছ কেনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি যে ইহুদি পরিবারের সাব্বাৎ-এর খাবার সংগ্রহ করার মত অর্থ নেই তাদের জন্য পরিবারের সম্পদ

বন্ধক রেখে সাব্বাৎ-এর খাবার সংগ্রহের নির্দেশ ইহুদি ধর্মীয় বিধানে রয়েছে।[৪] মহিলাগণ যারা প্রসাধনে অভ্যস্ত সাব্বাৎ শুরুর আগে তাদেরকে প্রসাধনী ব্যবহার সম্পন্ন করতে হয়।

সাব্বাৎ-এ বিশেষ খাবার খাওয়াও একটি mitzveh অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান পালন। সাব্বাৎ-এর বিশেষ খাবার প্রস্তুত এবং তার সাথে সাব্বাৎ এর উপযোগী খাবার প্রস্তুত করার সুবিধার্থে বেশ কিছু সাব্বাৎ-রন্ধন প্রণালী ইহুদিদের মধ্যে চালু আছে। যেমন, কাঁটাযুক্ত মাছের পরিবর্তে মাছের কোফতা জাতীয় পদ সাব্বাৎ এর জন্য অধিক উপযোগী। এ খাবার খেতে কাঁটা বেছে খেতে হয় না। এর ফলে ভালো থেকে মন্দ পৃথক করার জন্য নিষিদ্ধ বাছাই প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয় না। যে সব পদ দীর্ঘক্ষণ অল্প আঁচে প্রস্তুত করা যায় যেমন মাংস ও সিম বীচির স্টু, সাব্বাৎ এর জন্য উপযোগী।

সাব্বাৎ শুরু হয় সাব্বাৎ এর আনুষ্ঠানিক মোমবাতি ধরানোর মাধ্যমে। মোমবাতি ধরাতে হয় সূর্যাস্তের অন্তত আঠারো মিনিট পূর্বে। সাধারণত দু'টি মোম ধরানো হয়। মোমবাতিকে আত্মার প্রতীক মনে করা হয়। দু'টি মোমবাতি ধরানো হয় এ জন্য যে মরমিবাদীদের ধারণা অনুসারে, সাব্বাৎ এরও একটি ভিন্ন আত্মা আছে। দু'টি মোমবাতিতে এই অতিরিক্ত আত্মার স্বীকৃতি দেয়া হয়। মোমের আলোতে ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশিত হয়। মোমবাতি জ্বালানোর সাথে একটি প্রার্থনা করা হয়। প্রার্থনাটি এরূপ, মহিমান্বিত হে প্রভু, আমাদের প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, এই বিশ্ব জগতের সর্বাধিপতি; যিনি তার আজ্ঞা দ্বারা আমাদেরকে পবিত্র করেছেন, আমাদেরকে আজ্ঞা করেছেন সাব্বাৎ-এর বাতিসমূহ প্রজ্জলিত করতে। মোমবাতি দুটি সাব্বাৎ শেষ না হওয়া পযর্ন্ত স্পর্শ করা, নিভানো অথবা সরানো হয় না। কারণ, কাজগুলি সাব্বৎ-এ নিষিদ্ধ।

সাব্বাৎ-এর প্রার্থনা: সাব্বাৎ-এর দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিকতা সন্ধ্যায় গণপ্রার্থনায় অংশগ্রহণ। সিনাগগের এই প্রার্থনায় সপরিবারে অংশগ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যার নিয়মিত গণপ্রার্থনা মা'রিভ (Maariv) কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে সাব্বাৎ এর বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। সাব্বাৎ-এর প্রার্থনার বিশেষত্ব এই যে এই দিনে সিনাগগে যে তিনটি গণপ্রার্থনা হয়, সে প্রার্থনায় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা জাতির সুখ শান্তি, প্রাচুর্য ইত্যাদি প্রার্থনা থেকে বাদ দেওয়া হয়। যেমন, দৈনন্দিন গণ-প্রার্থনার মূল অংশ হচ্ছে সৃষ্টি কর্তার অনুগ্রহ কামনা করে ১৯ টি প্রার্থনা। এর মধ্যে ১৩টিই হচ্ছে ব্যক্তি,পরিবার, সমাজ ও জাতির পার্থিব সুখ-শান্তি, প্রাচুর্য, শক্তি, প্রসার ইত্যাদির প্রার্থনা। এই শ্লোকগুলি সাব্বাৎ-এর গণ-প্রার্থনা থেকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের প্রশস্তি; বিশ্বজগৎ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ইসরায়েলের ঈশ্বর যে অনুকম্পা দেখিয়েছিলেন এবং ইসরায়েলিদের বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার বর্ণনা যুক্ত করা হয়। তৌরিদের বিশেষ অংশ পাঠ এবং অতিরিক্ত ভক্তিমূলক সংগীত যুক্ত করা হয়।

দৈনন্দিন প্রার্থনার মূল অংশ বাদ দিয়ে তিনটি বিষয়ের প্রার্থনা যুক্ত হয়। বিষয়গুলি হচ্ছে সৃষ্টি, প্রত্যাদেশ (প্রকাশ) ও পুনরুত্থান। অধিকাংশ প্রার্থনায় এই তিনটি বিষয় বারবার

ফিরে আসে। সৃষ্টির চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ ঈশ্বর, এই বিষয়টি ইহুদিদের সব প্রার্থনায়ই থাকে। প্রত্যাদেশ বা Revelation এর মাধ্যমে ঈশ্বর ইসরায়েলিদের যে বিধান দিয়েছেন সেই বিধান ইসরায়েলি অস্তিত্বের প্রধান ভিত। প্রত্যাদেশের মাধ্যমেই ঈশ্বর ইসরায়েলিদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। ইসরায়েলিদের অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করে একটা আলাদা ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হচ্ছে সাব্বাৎ। ঈশ্বর অন্য কোন জাতির জন্য সাব্বাৎ পালনীয় করেননি। সাব্বাৎ প্রার্থনার সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মসীহ্ এর আর্বিভাব এবং ইসরায়েলিদের পুনরুত্থান। বিশ্বাস করা হয় যে, মসীহ্ এর আর্বিভাবের পর সকল ইসরায়েলি আত্মা পুনরুত্থিত হয়ে জাইঅন (Zion)-এ স্থান লাভ করবে এবং চিরস্থায়ী প্রশান্তি পাবে। সাব্বাৎ সেই প্রশান্তির আংশিক উপলব্ধি মাত্র।

তালমুদীয় পণ্ডিতদের মতে ত্রুটিহীন সাব্বাৎ পালন করতে পারলে (যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব) আসন্ন জগতের মহা প্রশান্তির মাত্র ষাট ভাগের একভাগ উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই সাব্বাৎ এর প্রার্থনায় এই বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে। একটি বিশেষ আশীর্বাদ যা সাব্বাৎ-এর সবকটি গণ-প্রার্থনায় আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করা হয় তা হল—'মঞ্জুর কর যেন আমরা তোমার পবিত্র উপহার সাব্বাৎ চিরদিনের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে পাই, তোমার নিজস্ব জাতি ইসরায়েল যারা তোমার নাম পবিত্রান্বিত করে তারা যেন সর্বদা এই দিনে সাব্বাৎকে পবিত্র রাখতে পারে।' মারিভ গণ-প্রার্থনা সাধারণত আধ-ঘন্টাব্যাপী হয়ে থাকে। সাব্বাৎ—এর দিনে এই সান্ধ্যপ্রার্থনা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে চলে।

সাব্বাৎ-এর পবিত্র দিনে যখন আশা করা যায় ঈশ্বরের কাছে যা প্রার্থনা করা হবে তা সহজেই মঞ্জুর হবে সেদিনে কেন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা করা হয় না—এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। Midrash সে উত্তর দিয়েছে। ইহুদিগণ সচেতনভাবেই সাব্বাৎ-এর অনন্য পবিত্রতা উপভোগ ও উদ্‌যাপন করতে চায়। এই দিনে ঈশ্বরের কাছে সুখ,শান্তি, স্বাস্থ্য কামনা করে নিজের দুঃখ দারিদ্র্য অশান্তির কথা স্মরণ করে একজন ইহুদি সাব্বাৎ দিনের অনাবিল প্রশান্তি ব্যাহত করতে চান না।

নৈশ ভোজ: মা'রিব গণ-প্রার্থনা থেকে ফিরে এসে পরিবারের সকল সদস্য মিলে উৎসবমুখর ও আয়েসি পরিবেশে নৈশভোজ উপভোগ করেন। এই নৈশভোজের বৈশিষ্ট্য হল বাড়ির কর্তা আঙুরজাত-সুরা অথবা অন্য কোন পানীয় কাপ হাতে নিয়ে বেশ লম্বা একটি আশীর্বাদ পড়বেন যা Kiddush নামে পরিচিত। আশীর্বাদটি নিম্নরূপ, 'এবং সন্ধ্যা হল, ভোর এল-ষষ্ঠ দিন গেল; এইভাবে আকাশ ও পৃথিবী ও তাদের মধ্যে বিন্যস্ত সমস্ত বস্তুর কাজ শেষ হল। পরমেশ্বর যে সমস্ত কাজ সাধন করে আসছিলেন, তা সপ্তম দিনে করলেন না, তা পবিত্র করলেন, কেননা সৃষ্টি কাজে সেই সমস্ত কিছু সাধন করার পর পরমেশ্বর সেই দিনেই বিশ্রাম নিলেন। মহিমান্বিত তুমি হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, বিশ্ব-জগতের সর্বাধিপতি, যিনি আঙ্গুর বাগানের ফল সৃষ্টি করেছেন (আমিন)। মহিমান্বিত তুমি হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর বিশ্ব-জগতের অধিপতি, যিনি তার

আজ্ঞা দিয়ে আমাদেরকে পবিত্র করেছেন, এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। তুমি ভালবেসে স্বেচ্ছায় তোমার পবিত্র সাব্বাৎ আমাদেরকে উত্তরাধিকার হিসেবে সৃষ্টির স্মরক দিয়েছ। কারণ, এইটা আমাদের পবিত্র সমাবেশগুলির প্রথমদিন। মিশর থেকে আমাদের মহাপ্রস্থানের স্মারক; কারণ তুমি আমাদেরকে পছন্দ করেছ এবং সকল জাতির মধ্যে আমাদেরকে পবিত্র করেছ এবং স্বেচ্ছায় ও ভালবেসে তোমার পবিত্র সাব্বাৎ আমাদের উত্তরাধিকার করেছ। মহিমান্বিত তুমি যিনি সাব্বাৎকে পবিত্র করেছেন (আমিন)।

Kiddush পাঠের পর প্রত্যেকে একটি কাপে পানি নিয়ে প্রথমে ডান হাতের উপরে ও নিচে পানি ফেলবে তারপর একই ভাবে বাম হাতের উপর ও নিচে পানি ফেলে হাত ধুয়ে আশীর্বাদ করবে, 'মহিমান্বিত হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি যিনি আমাদেরকে আজ্ঞাসমূহ দিয়ে পবিত্র করেছেন এবং হাত ধোয়ার আজ্ঞা করেছেন।' হাত ধোয়ার পরপরই খাওয়া শুরু করার আগে বাড়ির কর্তা Challah bread (খামিরবিহীন বিনুনি নকশাযুক্ত মিষ্টি পাউরুটি) এর আচ্ছাদন তুলে ফেলবে এবং এই আশীর্বাদ করবে। 'মহিমান্বিত হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর, বিশ্বজগতের সর্বাধিপতি যিনি পৃথিবীর বুক থেকে রুটি বের করে আনেন' এরপর রুটিগুলি টুকরা করে প্রত্যেককে অন্তত একটুকরা করে বিতরণ করবেন। এই রুটির টুকরা দিয়ে সাব্বাৎ-এর নৈশভোজ শুরু হল।

Challah bread ছাড়া সাব্বাৎ নৈশ ভোজের অন্যকোন নির্দিষ্ট মেনু নেই। তবে যে হেতু সাব্বাৎকালে রান্না করা সম্ভব নয় তাই সাধারণত যে সব পদ ধীরে অল্প আঁচে রান্না হয় তেমন স্টু জাতীয় খাবার অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাব্বাৎ শুরু হওয়ার আগেই এই স্টু-এর হাড়ি চুলায় বসিয়ে দেওয়া হয় এবং সাব্বাৎ শেষ হওয়া পর্যন্ত অল্প আঁচে রান্না চলতে থাকে যাতে সাব্বাতের তৃতীয় ভোজ পর্যন্ত গরম স্টু পাওয়া যায়। নৈশভোজ শেষ হতে প্রায় নটা বেজে যায়। খাবারশেষে Birkat ha mazon নামে পরিচিত আশীর্বাদ পাঠ করা হয়। গম, বার্লি, রাই, ভুট্টা ইত্যাদি শস্য হতে প্রস্তুত খাবার খাওয়ার পর Birkat ha mazon আশীর্বাদ পড়তে হয়। তখন সাধারণত এই আশীর্বাদ প্রত্যেকে মনে মনে পড়লেই চলে, কিন্তু সাব্বাৎ-এ খাবারের পর Birkat ha mazon সুর করে সম্মিলিতভাবে গাওয়া হয়। 'তাই তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খাবে, এবং তোমার পরমেশ্বর প্রভুকে ধন্যবাদ জানাবে...' (Deut.8:10)। বাইবেলের এই নির্দেশ পালনে Birkat ha mazon পাঠ করা হয়। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে চারটি আশীর্বাদ নিয়ে এই প্রার্থনা গঠিত। প্রথমটিতে খাবার সংস্থান করার জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয়টি ইসরায়েলের উত্তরাধিকার হিসেবে ভালো জমি দানের জন্য; তৃতীয়টি ঈশ্বরের পরম দয়ায় জেরুজালেম পুনর্নির্মাণের জন্য এবং চতুর্থটিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ ধবংস হতে না দেওয়ার জন্য। নৈশভোজের পর পরিবারের সদস্যগণ মিলে তৌরিদ অধ্যয়ন অথবা কোন ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর যার যার শয্যাগ্রহণ করেন।

সাব্বাৎ-এর দিনের বেলা: পরের দিনে বেলা ৯ টার দিকে সিনাগগে ভোরের প্রার্থনা শুরু হয়। পরিবারের সকল সদস্য এই গণপ্রার্থনায় যোগ দেন। দৈনন্দিন ভোরের গণপ্রার্থনা Sacharit এর সাথে কতিপয় বিশেষ আশীর্বাদ, নিয়মিত নির্ধারিত তৌরিদের অংশ পাঠের অতিরিক্ত তৌরিদ পাঠ, তৌরিদ নিয়ে সিনাগগ প্রদক্ষিণ ইত্যাদি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সাব্বাৎ- এ সামসংগীত ১২৬ এবং আরো দু'একটি প্রার্থনা যোগ করা হয়। দৈনন্দিন Sacharit গণপ্রার্থনা যেখানে ১ ঘন্টার মধ্যে শেষ হয় সাব্বাৎ এর এই গণপ্রার্থনা ৩ থেকে ৪ ঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়।

গণপ্রার্থনা থেকে ফিরে এসে পরিবারের সদস্যগণ আরেকটি আনুষ্ঠানিক ভোজে অংশগ্রহণ করেন। এখানেও সুরার পেয়ালার উপর আশীর্বাদ, Kiddush পাঠ, আনুষ্ঠানিক হাত ধোয়া, Challah bread এর আচ্ছাদন উম্মোচন ইত্যাদি সেরে খাবার গ্রহণ করা হয়। আয়েসি মধ্যাহ্নভোজ শেষ হতে প্রায় ২টা বেজে যায়। খাবারের পরে পরিবারের সদস্যগণ মিলে কিছুক্ষণ দাবা, তাস, বা এই জাতীয় কিছু খেলে সময় কাটান অথবা কিছুক্ষণ দিবা-নিদ্রা বা ধীরগতি হাটা-হাটি করে সময় কাটাতে পারেন। এরপর সাব্বাৎ দিনের তৃতীয় গণপ্রার্থনা Minchah এর অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাব্বাৎ পালনকারীরা। এটাও সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সময় ধরে চলে। সাব্বাৎ শেষ হওয়ার আগে বিকেলের দিকে আরেকবার হালকা খাবার গ্রহণের রেওয়াজ আছে।

সূর্যাস্তের প্রায় ৪০ মিনিট পর (সন্ধ্যাকাশে অন্তত তিনটি তারা দেখা যাওয়ার আনুমানিক সময়) সাব্বাৎ শেষ হয়। সাব্বাৎ শুরু যেমন মোমবাতি জ্বালিয়ে হয়, শেষও করা হয় মোমবাতি ধরিয়ে বিশেষ আচার পালন করে। এটা সাব্বাৎ এর বিদায় অনুষ্ঠান বা Havdalah বলা হয়। এবার মোমবাতি ধরানোর দায়িত্ব থাকে গৃহকর্তার উপর। সমাপনীতে যে মোমবাতি জ্বালানো হয় তা বিশেষ আকৃতির হয়ে থাকে। দুই সলতাবিশিষ্ট এই মোমবাতি বিনুনি আকারের হয়ে থাকে।

সাব্বাৎ-এর শুরুতে দু'টি মোমবাতি—মানুষ আর সাব্বাৎ এর আত্মার প্রতীক। Havdalah এর দুই সলতা এক মোমবাতি দুই আত্মার মিলনের প্রতীক। এই অনুষ্ঠানেও সুরাপাত্রের আশীর্বাদ থাকে। আরো থাকে সুগন্ধি মসলাকে আশীর্বাদ করা। মোমের আলোতে হাত মুঠি করে নখের দিকে তাকানো এ অনুষ্ঠানের অন্যতম কাজ। মানুষের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের মধ্যে নখের বৃদ্ধি অন্যতম দৃশ্যমান পরিবর্তন। সাব্বাৎ এর একদিন তীব্র অলৌকিকতা থেকে আবার পার্থিব জগতে ফিরে আসে ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ। সাব্বাতকে সময়ের দ্বীপও (Island of time) বলা হয়ে থাকে। পার্থিব জগত, পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সপ্তাহে একটি দিনযাপন করা। সাব্বাৎ পালনের মাধ্যমে ইহুদিগণ নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের, দেহ ও মন ঈশ্বরকে সঁপে দেয়ার তুষ্টি লাভ করতে চায়। কাজটি যে সহজ নয় বলাই বাহুল্য।

সাব্বাৎ কারা পালন করেন: ইহুদিগণের মধ্যে শতকরা কতজন সাব্বাৎ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর। তবে যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি

রিপোর্ট অনুসারে যারা নিজদেরকে ইহুদি হিসেবে পরিগণিত হতে চান তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও কম নিজদেরকে ধর্মপালনকারী ইহুদি হিসেবে দাবি করেন। এদের মধ্যেও সাব্বাৎ এর মত কঠিন আচার পালনকারী ইহুদির সংখ্যা খুব বেশি হওয়ার কথা নয়।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের অতি উচ্চপদে আসীন একজন ইহুদি আছেন যিনি সাব্বাৎ পালনে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। তিনি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর জো লিবারম্যান। তিনি ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী আল-গোর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম ইহুদি যিনি এত উচ্চ পদে নির্বাচনের জন্য একটি প্রধান দলের প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, সিনেটের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাব্বাৎ-এর কারণে অনেকসময় তাকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের একটি ঐতিহ্য এই যে অনেক আইন প্রণেতাগণ সপ্তাহান্তের ছুটি ভোগের সুবিধার্থে শুক্রবার সন্ধ্যায় তাড়াহুড়ো করে কমিটির ভোটের সময় নির্ধারণ করেন যাতে সিনেটরগণ বেশি আলোচনার সুযোগ না গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে সিনেটর লিবারম্যান বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। একদিকে সাব্বাৎ-এর বাধা-নিষেধ পালনের বাধ্যবাধকতা, অপরদিকে সিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। সিনেটে ভোটদানে অপরাগ হলে নিজ নির্বাচনী এলাকায় এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তাই বাধ্য হয়ে কোন কোন শুক্রবারে ভোট দেওয়ার জন্য সন্ধ্যার পরও সিনেটে থেকে যেতে হয়। সিনেটের কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় আসল বিপদ দেখা দিত। সাব্বাৎ শুরু হওয়ার পর গাড়িতে চড়া বা গাড়ি চালানো অথবা গণপরিবহন ব্যবহার করা যেহেতু আচারসিদ্ধ নয়, তাই ক্যাপিটল হিল থেকে তার বাড়ি পর্যন্ত ছয় মাইল পথ তাকে হেঁটে যেতে হয়। তার ২৩ বছরের সিনেট জীবনে তাকে অন্তত পনেরোবার বৃষ্টি বা তুষারপাতের মধ্যে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। সাব্বাৎ-এর মধ্যে দ্রুত হাটা সম্ভব নয়, তাই ছয় মাইল পথ পেরুতে তাকে ২-৩ ঘন্টা রাস্তায় ভিজতে হয়েছে-যদিও তার সিকিউরিটির গাড়ি দূরত্ব বজায় রে

খে সম্ভুক গতিতে পিছনে তাকে অনুসরণ করেছে।[৫]

খ্রিস্টীয় সাব্বাৎ: সাব্বাৎ নিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে বহুমত আছে। যীশু খ্রিস্ট একাধিকবার বলেছেন, তিনি আইন বাতিল করার জন্য আসেননি বরং আইন পূর্ণ করতে এসেছেন। 'মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, বরং পূর্ণই করতে এসেছি' (ম্যাথু ৫:১৭)। যীশু খ্রিস্টের অনুসারীগণ প্রথম দিকে অন্যান্য ইহুদিদের মত সাব্বাৎ গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। সাব্বাৎ যেহেতু ঈশ্বরের দেওয়া প্রথম দশটি আজ্ঞার একটি তাই সাব্বাৎ পালন বিষয়ে এক ধরনের ঐকমত্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানদের মধ্যে আছে। তবে কীভাবে সাব্বাৎ পালন করা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইহুদি সাব্বাৎ এবং খ্রিস্টীয় সাব্বাৎ একই সূত্র থেকে পাওয়া। কিন্তু সাব্বাৎ পালন সপ্তাহের প্রথম দিনে কিংবা সপ্তম দিনে হবে এ নিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা

যায় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই। রবিবার খ্রিস্টের পুনরুত্থান ঘটেছিল। তাই এই দিনটি খ্রিস্টানদের জন্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনকে The Lord's Day নাম দেওয়া হয়েছে। তাই সাব্বাৎ শনিবার কি রবিবার পালিত হবে এ নিয়ে যীশুর অনুসারীদের মধ্যে দ্বিধা-বিভেদ দেখা দেয়। খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার একশ' বছরের মধ্যেই রবিবার বিশেষ প্রার্থনার দিন হিসেবে মোটামোটি সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। প্রশ্ন দাঁড়ায় Lord's Day এর বিশেষ প্রার্থনার পূর্বে শনিবার সাব্বাৎ পালন করার প্রয়োজন বা বাধ্যবাধকতা আছে কি না। দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্যতম খ্রিস্টানধর্ম-প্রচারক ও দার্শনিক Justin Martys এর মতে ইসরায়েলি পাপাচারের কারণে সাব্বাৎ-কে একটি চিহ্ন হিসেবে ইসরায়েলিদের দেওয়া হয়েছিল। পাপমুক্ত খ্রিস্টের আগমনের পর এর আর প্রয়োজন নেই। রবিবারে ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করেছিলেন এবং রবিবারের যীশুর পুনরুত্থান হয়েছে, 'তাই রবিবারেই আমরা (প্রার্থনার জন্য) মিলিত হই।' এটা একটা চরম মতবাদ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতেও খ্রিস্টানদের মধ্যে সাব্বাৎ পালনে সর্বজনীন ঐকমত্য ছিল না। Church History book7 এ উল্লেখ আছে, 'সকল চার্চে একই সময় ও একই ভাবে (গণপ্রার্থনার জন্য) সমাবেশ হয় না। কনস্টান্টিনিপল এবং প্রায় সকল স্থানে লোকজন সাব্বাৎ এর দিনে এবং সপ্তাহের প্রথম দিনে সমবেত হয়, যা রোম অথবা আলেকজান্দ্রিয়াতে মোটেই প্রচলিত নয়। মিশরে বেশ কয়টি শহর ও আশপাশের গ্রাম আছে যেখানে পূর্বাহ্নে খাওয়া দাওয়া সেরে সাব্বাৎ-এর দিন সন্ধ্যায় (প্রার্থনার জন্য) সমবেত হয়'।

রোম সম্রাট কনস্টেনটাইন ৭ই মার্চ ৩২১ খ্রি. এক ডিক্রির মাধ্যমে রবিবারে সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন নির্ধারণ করেন। 'সকল বিচারক ও শহরবাসী এবং কারিগরগণ সূর্যের দিনে (রবিবার) বিশ্রাম নিবে।' তিনি অবশ্য কৃষকদের রবিবারে বিশ্রাম নেওয়া বাধ্যতামূলক করেননি। রাজকীয় ডিক্রি সত্ত্বেও শনিবারের সাব্বাৎ খ্রিস্টানদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সবসময়ই প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। শনিবারে হোক বা রবিবার হোক ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞায় যে সাব্বাৎ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রাচীনকাল হতে ইহুদিগণ যে আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাব্বাৎ পালন করে আসছিল খ্রিস্টানগণ সেই অর্থে ও আচরণে সাব্বাৎ পালন বহুপূর্বেই পরিত্যাগ করেছেন। মার্টিন লুথার ও জন কালভিন দ্ব্যর্থহীনভাবে খ্রিস্টানদের মোশীর বিধান মেনে চলার বাধ্যবাধকতা বাতিল করে দিয়েছেন। তারা রবিবারে বিশ্রাম গ্রহণের বিধানকে নিছকই শারীরিক বিশ্রাম ও গণ-প্রার্থনার সুবিধার্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রয়োজনীয় বিধান বলে মনে করতেন।

রোমান ক্যাথলিকগণ রবিবারকে Lord's Day এবং Sabbath এক অর্থেই ব্যবহার করেন। এই দিনকে প্রার্থনার দিন বলেও গণ্য করেন। কঠিনভাবে বিশ্রামের বিধান তারা পালন করেন না। রবিবারে বাধ্যতামূলক শ্রম ক্যাথলিকদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে সাধারণ ও নির্দোষ কাজ এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না। অর্থাৎ

রবিবারে গণ-প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করা এবং সম্ভব হলে অপ্রয়োজনীয় শ্রম না দেওয়ায় ক্যাথলিক খ্রিস্টানগণকে উৎসাহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে পোপ দ্বিতীয় জন পলের এর ১৯৯৮ সালের ধর্মীয় নির্দেশনামূলক একটি পত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি Lord's Day এর পবিত্রতা রক্ষা করা এবং রবিবারকে নিছক সাপ্তাহিক ছুটি বিবেচনা না করার জন্য ক্যাথলিকগণের প্রতি আহ্বান জানান।

Eritrian Orthodox Church শনিবারের সাব্বাৎ ও রবিবারে Lord's Day এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকে এবং উভয় দিনে বিশ্বাসীদের জন্য বিশেষ ভূমিকা নির্ধারণ করা আছে। এই সম্প্রদায়ের গির্জা বা আশ্রমে শনিবার সকালে এবং রবিবার সকালে গণ-প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। এই দুই দিনে বাইবেলের পৃথক পৃথক অংশ পাঠের জন্য নির্ধারণ করা থাকে। এই চার্চের অনুসারীদের জন্য শনিবার উপবাস নিষিদ্ধ। Russian Orthodox Church-এ শনিবার সারারাত নিশিপালন করে রবিবার প্রার্থনা পরিচালনা করা হয়। Orthodox খ্রিস্টানদের কোন কোন অংশ শনিবার সাব্বাৎ পালন করে এই কারণে যে পাপমোচনের ক্ষেত্রে শনিবারের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তারা বিশ্বাস করেন, যীশু শুক্রবার ক্রুশেতার কাজ শেষ করে শনিবার বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং রবিবার পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এই কারণে তারা শনিবার সাব্বাৎ পালন করেন। Ethiopean Orthodox Church এর চার কোটি সদস্য শনি ও রবি উভয় দিনকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করেন, কিন্তু রবিবারের উপর গুরুত্ব বেশি দিয়ে থাকেন। Seventh-day Adventist Church, Worldwide Church of God, United Church of God এর অনুসারীগণ শনিবার সাব্বাৎ পালন করেন।

ইসলাম ও সাব্বাৎ: ইসলামে সাব্বাৎ-এর ধারণা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। ঈশ্বর ছয়দিনে বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, বাইবেলের এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই ইহুদি ও খ্রিস্টানধর্মের অনুসারীগণ সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন সাব্বাৎ পালন করে। আল-কোরান এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। আল্লাহ্ স্বর্গ ও মর্ত ছয় দিনে সৃষ্টি করেছিলেন একথা আল-কোরানে স্বীকৃতি দিলেও আল্লাহ্ সমস্ত বিশ্বজগত সৃষ্টি করে পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন এবং একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন এই তত্ত্ব গ্রহণ করে না। সূরা কাফ ৩৮ নং আয়াতে এটা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, 'আমি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।' তাই আল্লাহর বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, এটা বিশ্বাস করা একজন মুসলমানের জন্য ধর্মদ্রোহিতার শামিল।

মুসলমানদের শুক্রবারে মসজিদে একত্রিত হয়ে জুমা'র নামাজ আদায় করাকে অনেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাব্বাৎ-এর সাথে তুলনা করেন। সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে এই তুলনা করা হয়। শুক্রবারে জামাতে জুমা নামাজ আদায় করার সাথে সাপ্তাহিক বিশ্রাম গ্রহণের কোন সম্পর্ক নেই। সপ্তাহের অন্যদিনের নামাজের সাথে শুক্রবারের দুপুরে নামাজের তফাৎ হচ্ছে অন্যান্য দিনে জামাতে নামাজ আদায় করা বাধ্যতামূলক

নয়। কিন্তু জুমা'র নামাজ শুধু জামাতে আদায় করা যায়। 'জুমা' অর্থ হচ্ছে সমাবেশ। তাই সমাবেশ ছাড়া জুমা'র নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়। কতজন সাবালক মুসলিম সমবেত হলে জুমার নামাজ আদায় করা যায় সে বিষয়ে ইসলামের ইমামদের মধ্যে দ্বিমত আছে। ইমাম ব্যতীত সর্বনিম্ন তিনজন, অন্যমতে অন্তত ১২জন অথবা ৪০জন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম শুক্রবার দুপুরে একত্রিত হলে জুমা'র নামাজ আদায় করা যায়। এই নামাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল নামাজ শুরু হওয়ার আগে খুৎবা বা সমসাময়িক বিষয়ে ইমামের বক্তব্য প্রদানের বিধান আছে। জুমার নামাজ একই এলাকার মুসলমানদের সপ্তাহে অন্তত একবার সমবেত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও একাত্ববোধ সৃষ্টি হয়।

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাব্বাৎ পালনের সাথে কোন ভাবেই শুক্রবারের জুমা'র নামাজের তুলনা করা যায় না।

টীকা

১. www.bje.org.au.
২. Rabbi Benjamin Blech, Understanding Judaism, Second Edition, Penguin Group, p.137.
৩. John Corrigan & others, Jews, Christian, Muslims: A Comparative Introduction to Monotheistic Religions. Prentice Hall, p. 220.
৪. www.Chabad.or/shabbat/library/articlexdo/aid/yewish/preporing-for-shabbat.htm.
৫. Joe Libermann with David Kinghoffer: The Gift of Rest: Discovering the Beauty of the Sabbath, 2011, Howard Books/Simon Schauster, p. 3.

৪৫

খৎনা

পরমেশ্বর আব্রাহামকে আরও বললেন, '...এই হল আমার সেই সন্ধি যা তোমাদের পালন করতে হবে—আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে এবং তোমার ভাবী বংশধরদের মধ্যে যে সন্ধিঃ তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ-মানুষকে পরিচ্ছেদিত হতে হবে। তোমাদের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করতে হবে, এই হবে আমার ও তোমাদের মধ্যে সন্ধির চিহ্ন।...; তবেই আমার সন্ধি চিরন্তন সন্ধি রূপে তোমাদের মাংসে বিদ্যমান হবে।' (Gene.17:9-13)

আব্রাহাম যখন এই আদেশ পেলেন তখন আব্রাহামের বয়স নিরানব্বই বছর। আর তাঁর একমাত্র পুত্র ইসমাইলের বয়স তেরো বছর। ঈশ্বরের আদেশ পালন করে আব্রাহাম তার নিজের, তার পুত্র ইসমাইল, তার কেনা দাসদের এবং দাস-দাসীদের পুত্রসন্তানদের সকলের লিঙ্গের অগ্রচর্ম ছেদন করলেন।

ঈশ্বর আব্রাহামকে এর আগে আরেকবার দেখা দিয়েছিলেন। তখন তাকে এক মহান জাতির জনক করে তুলবেন এবং কানানীয় জাতি যে দেশে বাস করে সে দেশটি আব্রাহামের বংশধরদের জন্য চিরদিনের জন্য দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এর বিনিময়ে আব্রাহাম ও আব্রাহামের বংশধরদের তার সর্বপ্রথম যে শর্ত পালন করতে হবে তা ছিল এই যে তাকে এবং তার বংশধরদের চিরদিনের জন্য ঈশ্বরকে তাদের প্রভু মানতে হবে ও তার নির্দেশিত পথে চলতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত যা আব্রাহাম ও তার বংশধরদের মানতে হবে তা হচ্ছে তাকে ও তার পুরুষ বংশধরদের এবং তাদের কেনা সকল দাস, ও দাস-দাসীদের পুত্র সন্তানদের জন্মের অষ্টম দিনে লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন করতে হবে।

আব্রাহামের পুরুষ বংশধরগণের অগ্রত্বক ছেদন বিধানের তাৎপর্য ঈশ্বর নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। প্রথমত, আব্রাহামের সাথে ঈশ্বর যে সন্ধি করেছেন আব্রাহাম ও তার পুরুষ বংশধরদের অগ্রত্বক ছেদন, এই সন্ধির চিরন্তন স্মারক হয়ে থাকবে। আব্রাহামের বংশধরদের ঈশ্বরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক যা তাদেরকে অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করে রাখবে তার সূচনা ঘটলো। দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের সাথে আব্রাহামের সন্ধি সম্পাদনের ও শর্ত পালনে আব্রাহাম ও তার বংশধরগণের সম্মতি ও বাধ্যবাধকতা এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হল।

অগ্রত্বক ছেদন বিষয়ে ইহুদি পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ বহু আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন, অগ্রত্বক ছেদন পুরুষ দেহের উৎকৃষ্টতা অর্জনের একটি পন্থা মাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর যে দেহ সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তিনি ইচ্ছে করেই সামান্য অপ্রয়োজনীয় অংশ রেখেছেন যা তারই আদেশে অগ্রত্বক ছেদন করে অপসারণ করতে হবে।[1] পুরুষ লিঙ্গের যে অংশ কেটে ফেলা হয় তা যে অপ্রয়োজনীয় তাতে সন্দেহ নেই, তবে এই প্রথা পালনের উপকারিতা বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে। এর ফলে যৌনকামনা হ্রাস পায় বলে কেউ কেউ ধরে নেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর ইহুদি দার্শনিক Philo Judeans এর মতে অগ্রত্বক ছেদন চিকিৎসাশাস্ত্রের বিবেচনায় একটি ভালো কাজ। অগ্রত্বক ছেদনের কারণে দেহের এই অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সহায়ক হয়। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে অবশ্য এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় না। ভাল-মন্দ যাই থাকুক, স্বাস্থ্যগত কারণে অথবা ধর্মীয় বিবেচনায় হউক, ইহুদিদের মধ্যে পুত্রসন্তানের খৎনা করানো একটি সর্বজনীন প্রথা।

Halakhah (শাস্ত্র-শুদ্ধতা) এর আলোকে খৎনা প্রথার ভূমিকা একটু জটিল। যে পুরুষ মানুষের খৎনা না হয়েছে তাকে 'আপনজনদের থেকে উচ্ছেদ' করার নির্দেশ বাইবেলে রয়েছে। কিন্তু একজন ইহুদি হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য খৎনার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।[2] কিন্তু একজন অ-ইহুদির ইহুদিধর্মে দীক্ষা নিতে হলে অবশ্যই খৎনা করাতে হবে, এবং খৎনা না করানো পযর্ন্ত তাকে শাস্ত্র-শুদ্ধ ইহুদি বলা যাবে না, তাকে ইহুদি সমাজের সদস্য হিসেবেও গণ্য করা হবে না। এমনকি ইহুদিধর্মে যিনি দীক্ষা নিবেন তার যদি ইতিপূর্বে খৎনা হয়েও থাকে তবু তাকে তার লিঙ্গাগ্র থেকে অন্তত এক ফোটা রক্ত ঝরিয়ে প্রতীকি খৎনা করাতে হবে। এর অন্তর্নিহিত কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, যিনি নতুনভাবে ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করছেন তিনি প্রকৃতই নবজন্ম লাভ করছেন। সুতরাং ইহুদি সমাজের সদস্য হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য তাকে খৎনা করাতে হবে।[3] শ্রাস্ত্র-শুদ্ধ ইহুদি জীবনে খৎনার ভূমিকার আর একটি জটিলতা হল ইহুদি পুরুষ সন্তানের নাম ঘোষণার প্রক্রিয়া। জীবনের অষ্টম দিনে পুরুষ সন্তানের খৎনা হবার পরেই শুধু শিশুর হিব্রু নাম ঘোষণা করা যায়। ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাইরে বসবাসকারী ইহুদি পুরুষ-সন্তানের জন্ম সনদপত্রে যে নাম থাকে তার সাথে অষ্টম দিনে খৎনার পরে দেওয়া হিব্রু নামের সাধারণত হুবহু মিল থাকে না। কারণ, পুরুষ-শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে খৎনা-হওয়ার আগে কোন ক্রমেই শিশুর হিব্রু নাম দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে, সকল খ্রিস্টীয় দেশে জন্মের সাথে সাথেই সন্তানের নাম দিয়ে জন্ম নিবন্ধন করতে হয়।

প্রতিটি ইহুদির জীবনে তার হিব্রু নামের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ যে কোন অনুষ্ঠান—ছেলের ১৩ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে Bar Mitzvah অনুষ্ঠান, মেয়ের ১২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে Bet Mitzvah, বিয়ের অনুষ্ঠান (Tenaim ও Erusin বা Kidushin), বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ গ্রহণ (Get), সমাধিস্তকরণ (Taharah),

মৃতের জন্য শোক পালন (Avel ও Shiva) ইত্যাদি ক্ষেত্রে—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একমাত্র হিব্রু নামই ব্যবহার করা যাবে। শেষবিচারের দিনে (পুনরুত্থান) একজন ইহুদিকে শুধু তার হিব্রু নামেই পরিচিত হতে হবে, এবং হিব্রু নাম যার না থাকবে শেষবিচারের দিনে তার পুনরুত্থান হবে না। এমনকি যে পুরুষ শিশু মৃত জন্ম নিয়েছে অথবা জন্মের পর খৎনা হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে তাকেও খৎনা করে একটি হিব্রু নাম দিয়ে সমাধিস্ত করতে হবে। তা না হলে ইহুদি হিসেবে তার পুনরুত্থান ব্যাহত হবে। হিব্রু নাম ও খৎনা ইহুদিত্ব নির্ধারণের প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। খৎনা ও ইহুদি নামকরণের মাধ্যমেই শুধু একজন পুরুষের ইহুদিত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং খৎনা ব্যতীত একজন জন্মসূত্রে ইহুদির ইহুদি সমাজের সদস্য থাকার বিষয়টি পারস্পারিক সাংঘর্ষিক।[৪]

ইহুদিদের প্রাচীন গ্রন্থ Jubilees[৫]-এ খৎনাকে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ব্যবধান বলা হয়েছে। যেহেতু ঈশ্বর ইহুদিগণকে পবিত্র জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন, তাই পবিত্র জাতির সদস্য গণ্য হতে পুরুষ শিশুর খৎনা করানো অত্যাবশ্যক। Jubilees ইহুদিগণের পবিত্র জাতি হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করেনি, ইহুদিগণকে ঈশ্বরের সৃষ্টি জগতে দেবদূত বা Angels এর প্রতিমূর্তি বলে বর্ণনা করেছে। Jubilees এর বক্তব্য অনুসারে, ঈশ্বর দেবদূতগণকে খৎনা করা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। ইহুদিগণকে দেবদূতের সমমর্যাদা প্রদানের জন্যই ঈশ্বর তাদের জন্য খৎনা বাধ্যতামূলক করেছেন। 'For this is what the nature of all the angels of holiness was like from the day of their creation. In front of the angels of the presence and the angels of holiness He sanctified Israel to be with Him and His holy angels' (Jubi.15:27) অর্থাৎ, 'পবিত্র দেবদূতগণ তাদের সৃষ্টির দিন থেকেই এমন (পরিচ্ছেদিত) ছিলেন। (প্রভুর) তাঁর সঙ্গী দেবদূত ও পবিত্র দেবদূতগণের সম্মুখে তার ও তার দেবদূতদের সাথে থাকার জন্য ইসরায়েলকে পবিত্র (পরিচ্ছেদিত) করেন।'

খৎনা এর ধর্মীয় তাৎপর্য যাই থাকুক ইসরায়েলিদের পূর্বপুরুষগণ অন্তত একবার খৎনা প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার অস্ত্র হিসেবে অত্যন্ত সফল ব্যবহার করেছিল। যাকোব তার শ্বশুর লাবানের গৃহ ত্যাগ করে বালাম দেশে সুক্কুতে পৌঁছে নিজের জন্য ঘর ও পশুদের জন্য কয়েকটি পর্ণকুটির তৈরি করলেন। সুক্কুতের রাজা হামোরের ছেলে সিখেম যাকোবের কন্যা দীনাকে দেখে প্রেমে পড়ে যায়, তখনকার রীতি অনুসারে সিখেম দীনাকে তার ঘরে ধরে নিয়ে তার সাথে মিলিত হয়। সিখেম দীনাকে যেহেতু ভালবেসে ফেলেছিল তাই তাকে বিয়ে করার জন্য যাকোবকে প্রস্তাব দেয়। কিন্তু যাকোবের ছেলেরা তার বোনের সাথে সিখেমের আচরণে প্রচণ্ড রাগান্বিত হল এবং সিখেম ও তার স্বজনদের উচিত শিক্ষা দেয়ার মনস্থ করেন। তখন সিখেমকে জানানো হয় যে, সিখেম অপরিচ্ছেদিত (খৎনা হয়নি) এবং তার গোষ্ঠীও অপরিচ্ছেদিত বিধায় তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। যদি সিখেম ও তার গোষ্ঠীর সকল পুরুষ পরিচ্ছেদিত হয়ে বৈবাহিক

সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে আসে তখন দীনাকে তার সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। সিখেম যেহেতু দীনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল তাই সে এবং তার বাবা হামোর তাদের গোষ্ঠীর সকলকে ডেকে পরামর্শ করে যাকোব ও তার পুত্রদের খৎনার শর্ত মানতে রাজি হল। শর্ত অনুসারে, সিখেম ও তার গোষ্ঠীর সকল পুরুষগণ একই দিনে পরিচ্ছেদিত হল। কিন্তু তৃতীয় দিনে সিখেমের গোষ্ঠীর সকল পুরুষ যখন খৎনাজনিত কারণে ব্যথায় কাতর তখন রাতে যাকোবের পুত্রগণ বিনা বাঁধায় শহরে ঢুকে সিখেমের গোষ্ঠীর সকল পুরুষকে হত্যা করে, তাদের সকল সম্পদ লুঠ এবং তাদের সকল শিশু ও স্ত্রীলোকদের বন্দি করে ফেললো। সুক্কুতের আশে পাশের এলাকার অন্যান্য কানানীয়রা যখন হামোর ও তার গোষ্ঠীর অবস্থা জানতে পাবে তখন যাকোব ও তার সন্তানদের ঘোর বিপদ আশঙ্কা করে তাদের বসতি গুটিয়ে নিয়ে ওখান থেকে পালিয়ে চলে গেল। (Gene. 34)

মোশীর খৎনা হয়েছিল কি?: খৎনা বিষয়ে ইহুদি ধর্মের মূল ধারণা অনুধাবনের জন্য মোশীর খৎনা হয়েছিল কিনা বিষয়টি আলোচনার প্রয়োজন আছে। মোশীর যখন জন্ম হয় তখন মিশরে ইসরায়েলিদের জন্য চরম অন্ধকার সময়। মিশর রাজ ফেরাও আদেশ জারি করেছিলেন যে, ইসরায়েলিদের সকল পুরুষ সন্তানকে জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেলতে হবে। মোশীর জন্মের পর মোশীর মা ধাত্রীর সহয়তায় মোশীকে লুকিয়ে ফেলেন এবং লুকিয়ে রেখে তিনমাস লালন করেন। এরপর যখন বুঝতে পারলেন যে, শিশু মোশীকে আর লুকিয়ে রাখতে পারবেন না, তখন তাকে নীল নদের ঘাটে ফেরাওকন্যা যেখানে স্নান করতেন তার কাছেই নলখাগড়ার মধ্যে একটি ঝাঁপিতে রেখে দিলেন। ফেরাওকন্যা স্নান করতে এসে অদূরে ঝাঁপিটি দেখে দাসীদের তা আনতে পাঠালেন। ঝাঁপিটি খুলে দেখলেন, ঝাঁপিটিতে ফুটফুটে একটি শিশুকে রাখা আছে। শিশুটিকে দেখে তার মায়া হলো। শিশু মোশীকে ঝাঁপিতে নলখাগড়ায় রেখে তার বোন মিরিয়াম কাছেই দাড়িয়েছিল দেখার জন্য মোশীর কী হয়। ফেরাওকন্যা যখন শিশুটিকে কোলে তুলে নিল, তখন মিরিয়াম সাহস করে ফেরাওকন্যাকে বললো যে সে চাইলে ছেলেটিকে দুধ খাওয়ানোর জন্য একজন হিব্রু দাইমাকে ডেকে আনতে পারে। ফেরাওকন্যার সম্মতি নিয়ে মিরিয়াম তার মাকে ডেকে নিয়ে আসলো। এভাবে মোশীর মা'ই মোশীর দাই মা নিযুক্ত হলেন এবং তাকে ফেরাওকন্যার পক্ষে লালন পালন করলেন। শর্ত অনুসারে কয়েক বছর পর মোশীকে ফেরাওকন্যার নিকট ফেরত দিলেন।

মোশীর জীবনটা এভাবেই শুরু হয়েছিল। হিব্রুদের প্রচলিত প্রথা অনুসারে শিশুপুত্রের জন্মের অষ্টম দিনেই শিশুপুত্রের খৎনা সম্পন্ন করতে হয়। যে পরিস্থিতিতে মোশীর শৈশব কেটেছে সেই পরিস্থিতিতে তার যথা সময়ে খৎনা না হওয়াই স্বাভাবিক। খৎনা হিব্রু পুরুষের সনাক্তকারী চিহ্ন। তাই এই শিশুর হিব্রু পরিচয় গোপন রাখার জন্যই খৎনা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গে ইহুদি বাইবেলের দু'টি শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে। ঈশ্বর মিশরে ইসরায়েল সন্তানদের দুর্দশা দেখে তাদেরকে মিশরীয় দাসত্ব থেকে উদ্ধারের জন্য মোশীকে নির্দেশ দেন। মোশী তখন মিদিয়ান দেশে মেষপালক ছিলেন। ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন। কথা বলায় তার জড়তা ছিল বলেই তিনি দ্বিধায় ছিলেন। তিনি কথা বলে ইসরায়েলিদের মিশর ত্যাগে রাজি করাতে পারবেন কিনা অথবা ইসরায়েলিদের মিশর ত্যাগ করতে দিতে ফেরাওকে সম্মত করাতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। তাই তিনি ঈশ্বরকে বললেন, 'The Children of Isreal have not heeded me. How then shall Pharaoh heed me, for I am of uncircumcised lips' (Exod. 6:12) অর্থাৎ ইসরায়েল সন্তানরা যখন আমার কথায় আদৌ কান দিল না, তখন ফেরাও কেমন করে সেই কথায় কান দেবেন? আমার তো অপরিচ্ছেদিতের ঠোঁট'। এ কথাই তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন 'Behold' I am of uncircumcised lips, and how shall Pharaoh heed me?' (Exod.6:30) অর্থাৎ দেখ আমার তো অপরিচ্ছেদিতের ঠোঁট, ফেরাও কেমন করে আমার কথায় কান দিবেন?' এ দু'টি শ্লোকে মোশী নিজেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তিনি অপরিচ্ছেদিত। আব্রাহাম ও ইসরায়েলের বংশধর এবং একজন হিব্রু হিসেবে মোশী অবশ্যই জানতেন যে ইসরায়েলের ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খৎনা পবিত্রতা লাভের একটি প্রধান শর্ত। আর পবিত্রতা অর্জন না করে ঈশ্বরের নির্দেশ মতো ইসরায়েলের সন্তানদের নেতৃত্ব দেওয়ায় তার যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। তাই তার পরিচ্ছেদিত না হওয়ার বিষয়টি বারবার উচ্চারণ করছেন। Uncircumcised lips-কে অনেকে 'বাকপটুতা' ঘাটতির রূপক বলে মনে করেন এবং মোশীর অপরিচ্ছেদিতার স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করতে চান না।[৬] খৎনার বিষয়টি ইহুদি পণ্ডিত ও সাধকগণ এমন একটি মহিমান্বিত এবং আধ্যাত্মিক মাত্রা দিয়েছেন যে তাদের ধর্মপ্রবর্তকের এ বিষয়ে কোন ঘাটতি তারা মেনে নিতে পারেন না। তারা ভুলে যান যে, ঈশ্বরের মহিমা লাভ করা অথবা আদেশ লাভ করার জন্য খৎনা কোনো পূর্বশর্ত ছিল না। আব্রাহাম যখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করেন, প্রকৃত পক্ষে একাধিকবার সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখনও তিনি পরিচ্ছেদিত ছিলেন না। আব্রাহামের পূর্বে আরো বহু নবী ঈশ্বরের বাণী পেয়েছেন যারা পরিচ্ছেদিত ছিলেন বলে তথ্য নেই অথবা তাদের উপর এ ধরনের কোনো আদেশ এসেছিল বলে বাইবেল বা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ নেই। তাছাড়া 'বাকপটুতার' বিষয়টি মোশী ঈশ্বরের সাথে কথোপকথোনে অন্য শব্দসমষ্টি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বাইবেলের এই শ্লোকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। "Then Mosses said to Lord, 'O my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant; but I am slow of speech and slow of tongue' (Exod. 4:10) অর্থ্যাৎ, মোশী প্রভুকে বললেন, ' হায় প্রভু আমার ! আমি তো বাকপটু নই; এর আগেও কখনও ছিলাম না, এই দাসের সঙ্গে তোমার কথা বলার পরেও নই; আমি বরং জড়মুখ ও জড়জিভ।' এখানে

মোশী যা বলেছেন তাতে তিনি তার ভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছেন। পরে একই ভাব প্রকাশের জন্য Uncircumcised lips শব্দসমষ্টি রূপক অর্থে ব্যবহার করার কোন যুক্তি বা প্রাসঙ্গিকতা নেই।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উলিস্নখিত ঈশ্বরের সাথে মোশীর কথোপকথনের পর যে ঘটনা ঘটে গেছে সেই প্রেক্ষাপটে মোশীর Uncircumcised lips' শব্দসমষ্টি ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। ঈশ্বরের নির্দেশে মোশী যখন মিশরের পথে রয়েছেন তখন ঘটনাটি ঘটে। "পথে যেতে যেতে, রাত কাটাবার জন্য তিনি যেখানে থেমেছিলেন, সেখানে প্রভু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর (মোশীর) মৃত্যু ঘটাতে চেষ্টা করলেন। তখন সেফোরা (মোশীর স্ত্রী) একটি চকচকে পাথরের ছুরি নিয়ে তার ছেলের ত্বক ছেদন করলেন ও তা দিয়ে তার পা স্পর্শ করে বললেন, 'আমার পক্ষে তুমি রক্তবর।' তাতে পরমেশ্বর তাকে ছেড়ে দিলেন। পরিচ্ছেদন সমন্ধেই সেফোরা সে সময় বলেছিলেন, 'আমার পক্ষে তুমি রক্ত-বর'। (Exod. 4:24-26)

যে মোশীকে ঈশ্বর তার আজ্ঞা পালনের জন্য নির্বাচিত করেছেন সেই মোশীকেই তারই আজ্ঞা পালনের পথে হত্যা করতে চাইলেন কেন তা বোধগম্য নয়। তবে মোশীর স্ত্রী সেফোরা হয়ত ঠিকই বুঝেছিলেন যে, মোশী ও তার পুত্রের অপরিচ্ছেদিতার জন্যই ঈশ্বর রুষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি তার আশি বছরের বয়স্ক স্বামীর খৎনা না করে তুলনামূলকভাবে অল্প বয়স্ক পুত্রকে প্রথমে খৎনা করার জন্য বেছে নেন। পথিমধ্যে একটা ধারালো পাথরের টুকরো দিয়ে খৎনা করানো যে কতটা ঝুকিপূর্ণ আর যন্ত্রণাদায়ক তা অনুমান করা কঠিন নয়। ছেলের ত্বক ছেদন করে সেই ত্বকের অংশ মোশীর পায়ে ফেলে দিয়ে 'তুমি আমার রক্ত-বর (Blood husband)' বলার মধ্যেও একটা তাৎপর্য আছে। এর মাধ্যমে হয়ত ঈশ্বরের করুনা কামনা করা হয়েছে যাতে বৃদ্ধ স্বামীকে এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়া হয়। ঈশ্বরও সেটা মেনে নিয়ে মোশীর প্রাণ হরণ থেকে বিরত হলেন। এখানে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে মোশী যে পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন এবং সংসার যাপন করেছেন সেখানে খৎনার গুরুত্ব মেনে চলা প্রয়োজন বা সম্ভবও ছিল না। নিজের যেহেতু খৎনা হয়নি তাই পুত্রের খৎনার বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্ব দেননি। মোশীর শ্বশুর জেথ্রো ছিলেন মিদিয়ান দেশের যাজক। সে সময় মিশরের বাইরে হিব্রুদের বসবাস ছিল না। তাই খৎনা বিষয়ে মোশীর উপর সামাজিক কোন চাপ ছিল না।

আরেকটি বিষয় এখানে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে, ইহুদি বাইবেলের বহু জায়গায় অ-ইহুদিগণকে অবজ্ঞাসূচক Uncircumcised বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যাকোবের মেয়ে দীনাকে পুত্রবধূ করার জন্য হিব্বীয় রাজা হামোর যখন প্রস্তাব করেছিলেন তখন যাকোবের পুত্ররা বলেছিল, 'অপরিচ্ছেদিত মানুষকে আমাদের বোন দেবো, এমন কাজ আমরা করতে পারি না, করলে আমাদের দুর্নাম হবে।' (Gene.34-14) এখানে অপরিচ্ছেদিত শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে শারীরিকভাবে অপরিচ্ছেদিত,

এবং তাই অপবিত্র। 'যখন তাদের অপরিচ্ছেদিত হৃদয় নম্রতা স্বীকার করবে, ও তাদের শঠতার ঋণ শোধ করবে, তখন আমি যাকোবের সঙ্গে আমার সেই সন্ধি স্মরণ করব,... (Levi.26:41-42)। এখানে হৃদয়ের অপবিত্রতা ও শঠতা অর্থে অপরিচ্ছেদিত শব্দ' ব্যবহার করা হয়। মোশীর মুখে 'Uncircumcised lips' এর অর্থ 'অপবিত্র বাক' হতে পারে, 'বাকপটুতার অভাব' হতে পারে না। মোশীর ঠোঁট অপবিত্র কথা বলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তেমন কোন ইঙ্গিত বাইবেলে নেই। মোশীর শৈশব, যৌবন ও ঈশ্বরের সাথে তার সাক্ষাৎ এর সময় পযর্ন্ত যে পরিবেশে কাটিয়েছেন, তার পুত্রের অপরিচ্ছেদিত থাকা, মিশরের পথের ঘটনা ও পরবর্তীকালে ঈশ্বরের সাথে কথোপকথনে মোশীর ' I am of Uncircumcised lips' বাক্যের ব্যবহার ইঙ্গিত করে যে মোশী শারীরিকভাবেই অপরিচ্ছেদিত ছিলেন।

ইহুদি ধর্মযাজক ও দার্শনিকগণ খৎনার বিষয়টিকে ইহুদিধর্ম বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছেন। ইহুদিদের ঈশ্বরের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও ইহুদিদের সাথে অ-ইহুদিদের পার্থক্যের প্রতীক হিসেবে খৎনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। মোশী নিজে যেখানে অপরিচ্ছেদিত ছিলেন সেখানে লিঙ্গের অগ্রত্বক পরিচ্ছেদনের বিষয়টি গুরুত্ব অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এর চারিদিকে কৃত্রিম আলোকবলয় সৃষ্টি করা হয়েছে।

খৎনার আচার অনুষ্ঠান: সামগ্রিকভাবে ইহুদি ধর্ম একটি আচার প্রধান ধর্ম। খৎনার বিষয়টি ইহুদি বিশ্বাস ও অস্তিত্বের একটি বিশাল অংশ জুড়ে আছে। খৎনা ইহুদি পরিচয়, ইহুদিদের সাথে ঈশ্বরের তথাকথিত বিশেষ সম্পর্কের প্রতীক ও সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। খৎনা মূলত একটি শারীরিক ক্রিয়য়া শরীরের একটি স্থায়ী চিহ্ন রেখে দেয়, তার সাথে একটি আধ্যাত্মিক মাত্রা যোগ করে তাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। ইহুদি পুরুষের জীবনের শুরুতে ঘটা এই ঘটনাকে নানাবিধ আচার অনুষ্ঠান দিয়ে গৌরবান্বিত করা হয়। পুরুষ-শিশুর জন্মগ্রহণের অষ্টম দিনে খৎনা করানো mitzvah বা ঈশ্বরের অন্যতম আজ্ঞা পালন করা। তৌরিদের মাধ্যমে ইসরায়েলিগণ এই আজ্ঞা পেয়েছেন। এর গুরুত্ব ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস ও পৌত্তলিকতা পরিহারের পরপরই। দ্বাদশ শতাব্দীর ইহুদি চিন্তাবিদ Moses Ben Maimonides খৎনাকে ইহুদিদের ঈশ্বরের সাথে বিশেষ সম্পর্কের সার্বক্ষণিক স্মারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মোহেল: আদিকালে পুরুষ সন্তানের খৎনা পিতা নিজ হাতে করাতেন। কিন্তু এখন এই কাজটি পিতার পক্ষে করেন একজন পেশাদার Mohel বা হাজাম। যেহেতু খৎনা করানো একটি ঐশ্বরিক বিধান প্রতিপালন বা Mitzvah তাই হাজাম তার এই কাজের জন্য কোন ফি নিতে পারেন না। তবে খৎনা করানোতে তিনি যে সময় ব্যয় করেন এই সময়ে তিনি অন্য কাজ না করায় যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য অর্থ নিতে পারেন। একজন মহিলাও খৎনা করাতে পারেন যেমনটি করেছিলেন মোশীর স্ত্রী সেফুরা তার সন্তানের। তবে প্রকৃতপক্ষে মহিলারা এ কাজ আর করেন না, এটা একজন দক্ষ পুরুষের জন্যই রাখা আছে। যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদি পুরুষ যিনি ধর্মে অবিশ্বাসী

নন তিনি খৎনা করার কাজ করাতে পারেন। তবে তাকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে পারদর্শী হতে হয়, কারণ খৎনা অনুষ্ঠানে তাকে নির্দিষ্ট প্রার্থনা পরিচালনা করতে হয়।

সান্দিক: খৎনা অনুষ্ঠানের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন Sandek যিনি খৎনা করানোর সময় বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাচ্চার পা দু'টি ফাঁক করে ধরে রাখেন। এ কাজটিও একজন মহিলা করতে পারেন এবং প্রাচ্যদেশীয় কোন কোন ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন আছে। শাস্ত্র-শুদ্ধ আশখেনাজি ইহুদিগণ এ কাজটি মহিলাদের জন্য অশোভন মনে করেন, তাই তাদের মধ্যে মহিলারা কখনো সান্দিক হন না। সান্দিকের কাজটি অত্যন্ত সম্মানের কাজ, অনেকটা God father বা ধর্মপিতার মত। সান্দিকের সাথে শিশু ও তার পরিবারের সাথে একটি স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রীয় বিবেচনায়ও এটি একটি পুণ্যের কাজ। কোন কোন রাব্বাই সান্দিককে জেরুজালেমের মন্দিরের বেদি, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি নৈবেদ্য দেওয়া হত, তার সাথে তুলনা করেছেন। সান্দিকের কোলে বসে শিশু তার লিঙ্গের অগ্রত্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করে।

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর উদ্দীপনাময় নবী এলিজাহ্ খৎনার বিষয়ে এতই উৎসাহী ছিলেন যে তিনি প্রতিটি খৎনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করতেন। জন-বিশ্বাস এই যে নবী এলিজাহ্-এর আত্মা সকল ইহুদি পুত্রসন্তানের খৎনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে। তাই নবী এলিজাহ্-এর উদ্দীপনার স্মরণে প্রতিটি খৎনা অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ চেয়ার তার জন্য খালি রেখে দেওয়া হয়।

মধ্যযুগে আশখেনাজী (উত্তর ইউরোপীয় বংশোদ্ভুত) ইহুদিগণের অনুষ্ঠানে শিশুর পিতামাতা, হাজাম ও সান্দিক ছাড়া আরো দুজনের ভূমিকা ছিল। একজোড়া অতিরিক্ত ধর্ম-পিতা ও ধর্ম-মাতার দায়িত্ব ছিল শিশুকে খৎনার স্থানে নিয়ে আসা। এরা সাধারণত নিঃসন্তান দম্পতি হতেন। শিশুর খৎনায় অংশগ্রহণ করা তাদের জন্য সন্তান লাভ করায় সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস করা হত।

খৎনা সাব্বাৎ দিনেই: জন্মের অষ্টম দিনে পুরুষ শিশুর খৎনা করাতে হবে, এটাই ঈশ্বরের নির্দেশ, এমনকি অষ্টম দিন যদি শনিবার ইহুদিদের সাব্বাৎ-এর দিনও হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাব্বাৎ এর দিনে যে কোন রকম উৎসব উদ্‌যাপন ও দৈনন্দিন কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এমনকি ইসরায়েলি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসও যদি শনিবার পড়ে তাহলে পরবর্তী সোমবার অথবা পূর্ববর্তী বৃহস্পতিবারে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। অষ্টম দিনেই খৎনা করানো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে অষ্টম দিন যদি শনিবার হয় তাহলে শনিবারেই এ অনুষ্ঠান করতে হবে। অবশ্য শিশু যদি জন্ডিস বা অন্য কোন রোগাক্রান্ত হয় যখন খৎনা করানো শিশুর জীবনের হুমকি হতে পারে সে ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমের বিধান আছে।

পুরুষের শান্তি: খৎনার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় খৎনার নির্ধারিত দিনের পূর্ববর্তী শুক্রবার রাতে। শিশুর পিতা-মাতার ঘরে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীগণ একত্রিত হয়ে হাল্কা খাবার গ্রহণ করেন। খাদ্য তালিকায় ছোলা বা বুটও থাকবে। এই

অনুষ্ঠানটি Sahlom Zakhar বা 'পুরুষের শান্তি' নামে পরিচিত। এই অনুষ্ঠানে ছোলা খাওয়ার একটা তাৎপর্য আছে। ইহুদিদের শোকপালনের অনুষ্ঠানে সাধারণত ছোলা পরিবেশন করা হয়। ইহুদিদের বিশ্বাস শিশু মায়ের পেটে থাকতেই ঈশ্বর তাকে তৌরিদ শিক্ষা দেন। জন্মের সাথে সাথেই পুরুষ শিশু তৌরিদ ভুলে যায়। তাই এই অনুষ্ঠানে অভ্যাগতরা ছোলা খেয়ে তৌরিদ ভুলে যাওয়ার শোক পালন করেন।

খৎনার দিন ভোর বেলায় বিশেষ প্রার্থনা শেষ করে এক নিঃসন্তান দম্পতি শিশুটিকে নিয়ে সিনাগগ অথবা ইসরায়েল রাষ্ট্রে হলে হাসপাতালের একটি বিশেষ কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র শিশুর পিতা মাতা হাজাম, সান্দিক ও সমবেত অতিথিগণ দাঁড়িয়ে বাইবেলের বিভিন্ন শ্লোক আবৃত্তি করে শিশুকে অভ্যর্থনা জানান। শিশুটিকে ক্ষণিকের জন্য নবী এলিজাহ্-এর জন্য রক্ষিত খালি চেয়ারে রাখা হয় এবং তারপর সান্দিকের কোলে দেওয়া হয়। সান্দিক শিশুটির দুই পা ফাঁক করে শক্ত করে ধরে রাখেন এবং হাজাম শিশুটির অবস্থান ঠিক করে নেন। তারপর তার দুই আঙুলে অথবা বীণা আকৃতির একটি ঢালের সাহায্যে লিঙ্গের অগ্রত্বক দৃঢ়ভাবে ধরে আশীর্বাদ পাঠ করেন এবং অগ্রত্বক কেটে ফেলেন। তখন পিতা যে আশীর্বাদ আবৃত্তি করেন তার শেষের অংশ থাকে 'যিনি আমাদের আজ্ঞা করেছেন আব্রাহামের সন্ধিতে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে।' হাজাম তখন লিঙ্গের মাথাটি পুরোপুরি উন্মুক্ত করার জন্য আঙুল দিয়ে চামড়ার ভিতরের পর্দাটি পিছনের দিকে সরিয়ে দেন। সবশেষ হাজাম তার মুখ দিয়ে চুষে ক্ষত থেকে রক্ত শুষে নেন যাতে লিঙ্গে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায়। যদিও ঐতিহ্যগতভাবে এইভাবে রক্ত শুষে নেয়া হয়, বর্তমানে এ নিয়ে অনেকেই আপত্তি করেন যে এর মাধ্যমে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

কট্টর মৌলবাদী ইহুদিগণ মুখ দিয়ে রক্ত শুষে নেয়াকে শাস্ত্র-সিদ্ধ আচার মনে করেন। তাই এর অন্যথা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য অধিকাংশ ইহুদি সরাসরি মুখের পরিবর্তে রাবার নল দিয়ে রক্ত টেনে নেয়ার পক্ষপাতী। হাজাম এ কাজ করার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর হিব্রু নাম ঘোষণা করেন। হিব্রু নামটি এরূপ হবে 'ইসরায়েল অমুক এবং অমুকের সন্তান অমুক।' এর আগে অবশ্য আঙুরের সুরা আশীর্বাদ করা হয় এবং দ্বিতীয় আশীর্বাদটিতে মানুষের মাংসে ঈশ্বরের সন্ধির সীল লাগিয়ে দেওয়া স্মরণ করা হয়।

সর্বশেষ আশীর্বাদযুক্ত সুরা সকলেই পান করেন এবং শিশুটির মুখেও একটু সুরা দেওয়া হয়।[৭] এরপর একটি উৎসবমুখর ভোজসভার মাধ্যমে খৎনা অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয়।

খ্রিস্টানধর্মে খৎনা: খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দীতে খৎনা নিয়ে বিপুল পরিমাণ বির্তক হয়েছে। যীশুখ্রিস্ট এর জন্ম হয়েছিল ইহুদি হিসেবে। তার জন্মের অষ্টম দিনে যথারীতি তার খৎনা হয়েছিল। তার ১২জন শিষ্যের মধ্যে Simon the Cananite ছাড়া আর সকলেই ইহুদি ছিলেন এবং তাদের সকলের খৎনা হয়েছিল।

যীশু প্রথমদিকে নিজকে শুধু ইসরায়েলিদের ঈশ্বরের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। (Mathew 15:24) ক্রুশে বিদ্ধহয়ে মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়ে যীশু তার শিষ্যদের দেখা দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর;...'। (Mathew 28:19) এই ঘোষণার পর যীশুর শিক্ষা ইসরায়েলিদের গণ্ডি অতিক্রম করে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল। অ-ইহুদিগণের জন্য যীশুর শিষ্যত্বের দ্বার খুলে গেলেই তাদের পবিত্রতার প্রশ্ন, তাদের খৎনার বিষয়, সামনে চলে আসে। যীশুর শিক্ষায় দৈহিক পবিত্রতা বা খাদ্যের পবিত্রতার উপরে বিশ্বাস এবং ভক্তিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায়, শিষ্যগণ অপরিচ্ছেদিত জাতিদের শুধু পবিত্র জলের মাধ্যমে Baptism করে খৎনার বিষয়টি উপেক্ষা করতে থাকেন। শিষ্যগণ দৈহিক পরিচ্ছেদিতার পরিবর্তে ইহুদি বাইবেলে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত 'হৃদয়ের পরিচ্ছেদিতার' (Cicumcision of the heart)[৮] এর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এক পর্যায়ে যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য খৎনা সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন মর্মে ঘোষণা করা হয়।[৯] ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য নূহ এবং আব্রাহামকে পরিচ্ছেদিত হতে হয়নি। বরং তাদের ন্যায়নিষ্ঠ জীবন ঈশ্বরের কৃপা লাভ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। পরিচ্ছেদনের বিধান ঈশ্বর আব্রাহামের সাথে সন্ধি স্থাপনের পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আব্রাহামকে ও তার বংশধরগণ আশিষযুক্ত (Blessed) ঘোষণা, আব্রাহামকে মহান জাতির জনক ঘোষণা, আব্রাহামের সন্তানগণের মধ্যে বহু রাজন্যের আবির্ভাব এবং কানানীয়দের দেশ যেখানে 'দুধ ও মধু প্রবাহমান' সেই দেশটি আব্রাহামের বংশধরদের চিরস্থায়ীভাবে প্রদানের অঙ্গীকার, সকলই এসেছিল আব্রাহাম ও তার বংশধরদের পরিচ্ছেদন বিধি পালনের আগে। অতএব খৎনা বা লিঙ্গের অগ্রত্বক পরিচ্ছেদন ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের পূর্বশর্ত নয়।

খৎনা প্রত্যাখ্যান: যীশুর শিষ্যগণের খৎনা প্রত্যাখ্যান করা খ্রিস্টধর্মকে একটি নতুন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। প্রাথমিক ভাবে যীশুর শিষ্যগণকে বৃহত্তর ইহুদিধর্মের একটি নতুন মতবাদ বা ফেকরা হিসেবে ধরে নেওয়া হত। খৎনাকে ঈশ্বরের পথে আসার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য না করার সিদ্ধান্ত ইহুদিধর্মের সাথে যীশুর মতবাদের মধ্যে এমন একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে যা মূলধারার ইহুদিগণের পক্ষে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ক্রমশ যীশুর শিক্ষা একটা নতুন ধর্মের রূপ ধারণ করে। খৎনার বিষয়টি খ্রিষ্টীয় চার্চকে আলোড়িত করেছে। খ্রিস্টানগণ কখনোই ইহুদি বাইবেলকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ বা প্রত্যাখ্যান করেননি। ইহুদি বাইবেলকে পুরানো সন্ধি নামে অভিহিত করে এর কিছু বিধান ও শিক্ষা বাতিল বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ইহুদি বাইবেলের বহু বিধান ও ঘটনাকে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করা হয়। যার ফলে খৎনার বিতর্ক খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকদের দীর্ঘকাল ধরে উত্তপ্ত রেখেছে এবং এখনো তার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটেনি।[১০]

খৎনার প্রশ্নে এখনো খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভক্তি রয়েছে। মিশরের কপটিক খ্রিস্টান, ইথিওপিয়ান ও ইরিত্রিয়ান খ্রিস্টান সম্প্রদায়, বিভিন্ন আফ্রিকান দেশের বিশেষত নাইজেরিয়া

ও পশ্চিম আফ্রিকার খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে খৎনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে হাসপাতালে জন্ম নেওয়া পুরুষ-শিশুদের শতকরা ৬৭.৮ ভাগ[১১] শিশুর জন্মের পরে এক সপ্তাহের মধ্যে খৎনা করানো হয়। এটা সাধারণত বাবা-মায়ের অনুরোধ পেলেই করা হয়।

ইসলাম ও খৎনা: পুরুষ লিঙ্গের অগ্রচর্ম পরিচ্ছেদন (Khitah) মুসলমানদের মধ্যে সর্বজনীনভাবে প্রচলিত আছে। তবে খৎনা শিশুর কত বয়সের মধ্যে করতে হবে, কীভাবে করতে হবে বা কী ধরনের অনুষ্ঠান পালন করতে হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বিধান সহি হাদিসে নেই। তবে এ বিষয়ে ইসলামি চিন্তাবিদদের আলোচনায় কিছু কিছু দিক-নির্দেশনা আছে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরব উপদ্বীপের বাসিন্দাদের, বিশেষকরে মক্কার কোরাইশদের ধারণা ছিল তারা হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পুত্র ইসমাইল (আ.) এর বংশধর ছিলেন। তাদের এই দুই পিতৃপুরুষের ঐতিহ্য হিসেবে তাদের মধ্যে খৎনার প্রচলন ছিল। ইসলামের শুরুতে যারা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কারো খৎনা হয়েছিল বা হয়নি অথবা ইসলামধর্ম গ্রহণের সাথে কাউকে খৎনা করানো হয়েছে বলে কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, খৎনার বিষয়টিকে একটা সার্বজনীন প্রথা হিসেবে ধরে নেয়া হত যা নিয়ে বিশদ আলোচনা বা বিতর্কের অবকাশ ছিল না। ইহুদিধর্মের মত খৎনার বিষয়টি ইসলামে মহিমান্বিত অথবা ধর্মবিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করা হয়নি।

একটি ফিত্‌রাহ্‌: প্রকৃতপক্ষে আল-কোরানের কোথাও খৎনার কথা উল্লেখ নেই। হযরত মুহাম্মদ (দ.) খৎনা সম্পর্কে যা বলেছেন তার মধ্যে আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র রসূল বলেছেন, 'ইব্রাহিম (আ.) আশি বছর বয়সে নিজকে নিজেই খৎনা করিয়েছেন এবং একটি বাইস (কাঠমিস্ত্রির কাঠ ছাঁচার হাতিয়ার) দিয়ে খৎনা করেছেন।' (আল-বুখারী ৬২৯৮ এবং মুসলিম ২৩৭০) 'ফিত্‌রাহ্‌ (আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক পথ যা পূর্ববর্তী নবীদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে) এর পাঁচটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় হচ্ছে খৎনা, যৌনাঙ্গের লোম ফেলে দেয়া, বগলের লোম কামানো, নখ কেটে ছোট রাখা এবং গোফ ছেঁটে রাখা।' হযরত মুহাম্মদ (দ.) খৎনাকে অন্য চারটি পরিচ্ছন্নতার মতই আরেকটি পরিচ্ছন্নতার দিক বিবেচনা করতেন এবং এই প্রথাটি পূর্ববর্তী নবীগণ থেকে পাওয়া একটি ভালো কাজ মনে করতেন। এটা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক বলে কোরআন বা হাদিসে স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই। তবে খৎনা যে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের জন্য অন্তত সুন্নাহ্‌র মযার্দা রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে ইমাম আহম্মদ ইবনে কুদাসাহ্‌ (রা.) এর মতে খৎনা সকল মুসলমান পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক (আল-মুঘিনি ১/১১৫)। আবুল বারাকাত তার বই আল-ঘায়ইযাহ্‌তে ইবনে আল-কাইয়ীম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, খৎনার মাধ্যমে পুরুষ লিঙ্গের উপরের চামড়ার অগ্রভাগ সরিয়ে ফেললেই চলে। ইবনুল সাব্বাঘ আল শামিল-এ উল্লেখ করেছেন যে লিঙ্গের মাথা সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান হয় এমনভাবে অগ্রচর্ম কেটে ফেলতে হবে।

খৎনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইমাম আহমদ (রা.) বলেছেন, পুরুষের খৎনা না হলে প্রস্রাব করার পর পবিত্রতা অর্জন দুরূহ। কারণ প্রস্রাবের কিছু অংশ লিঙ্গের অগ্রচর্মে এমনভাবে আটকে থাকবে যে তা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তাই অজু করে পবিত্র হওয়া সম্ভব হয় না। তাই তিনি বলেছেন, ইবনে আব্বাস এই বিষয়ে (খৎনা) কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন এবং বলা হয়েছে যে তার (খৎনাবিহীন ব্যক্তি) জন্য হজ্ব নেই নামাজও নেই, অর্থাৎ কারো যদি খৎনা না হয় তার নামাজ ও হজ্ব গ্রহণযোগ্য হবে না' (আল-মুঘিনি ১/১১৫) এই বক্তব্যের পাল্টা বক্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। খৎনা না করা হলে পুরুষ লিঙ্গের অগ্রচর্মের ভিতরে প্রস্রাবের কিছু কণিকা যদি থেকেও যায় তাহলে অজু বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব নয় একথা কোরান বা হাদীসে উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, পানির পরিবর্তে কুলুপ (মাটির টুকরা অথবা কাপড়ের টুকরা) ব্যবহার করে প্রস্রাবের অবশিষ্টাংশ শুষে নেয়ার পরও প্রস্রাবের লেশ লিঙ্গাগ্রে থেকে যায়। তৃতীয়ত, লিঙ্গের অগ্রচর্মের ভিতরে যে অংশে পানি দিয়ে যত্নসহকারে ধুয়ে ফেলার পরও প্রস্রাবের লেশ থেকে যেতে পারে সেই অংশ লিঙ্গের বাহ্যিক অংশ নয় বরং অভ্যন্তরীণ অংশ বলে বিবেচনা করা উচিত। মলত্যাগের পরে গুহ্যদ্বার পরিষ্কার করার পরেও মলের লেশ গুহ্যদ্বারের কুচকানো ভাঁজের মধ্যে থেকে যেতে পারে। এইসব কারণে যদি পবিত্রতা অর্জন ব্যাহত না হয় তাহলে লিঙ্গের অগ্রচর্মের ভিতরের দিকে প্রস্রাবের কণিকা থেকে গেলে পবিত্রতা অর্জন ব্যহত হবার কথা নয়। তদুপরি অজুর পরিবর্তে বিশেষ পরিস্থিতিতে তাইমুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন সম্ভব বিধায় প্রস্রাবের কণার অবশিষ্টাংশ থেকে যাওয়ার কারণে পবিত্রতা অর্জন ব্যহত হওয়া না হওয়ার বিতর্ক বাহুল্য বলেই বিবেচিত হয়। সুতরাং মুসলমানদের জন্য খৎনা মূলত পরিচ্ছন্নতার বিষয় এবং অবশ্যই সুন্নাহ।

টীকা

১. Rabbi Benjamin Bleach–Understanding Judaism, Alpha Books, p. 191.

২. The Jews: Their Religion, Beliefs and Practices, Routeledge Kegan, p. 136.

৩. TB Yevamot 486.

৪. Shulchan Arukh: Yoreh Deah 263:2.

৫. Jubilees ইহুদিদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। ঐতিহ্যগতভাবে এই পুস্তকটি ইহুদি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এই পুস্তক বাইবেলের প্রথম দুই পুস্তক Geneses ও Exodus-এ উল্লেখিত অনেক ঘটনার বিস্তৃতকরণ; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণ করেছে। গ্রন্থের কিছু কিছু পরিচ্ছেদ কোথাও কোথাও সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন ইহুদি গ্রন্থকারদের রচনায় ব্যাপকভাবে এই গ্রন্থের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। বিগত শতাব্দীর চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে মরুসাগর এলাকায় বিভিন্ন গুহায় যে বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি (Dead sea scrolls) আবিস্কৃত হয়েছে

তার মধ্যে Jubilees গ্রন্থের বেশকিছু পরিচ্ছেদ আছে। ইথিওপীয় ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ Book of Division-এর সাথে এই পরিচ্ছেদগুলির হুবহু মিল পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে, এই গ্রন্থটি মোটামুটিভাবে Jubilees গ্রন্থের একটি বড় অংশের বিশ্বস্ত অনুবাদ। অনুমান করা হয় যে, Jubilees গ্রন্থটি খ্রি. পূ. দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল।

৬. Maimonides, Moses ben: Guide for the Perplexed, p.136.

৭. The Jews: Their Religion, Beliefs and Practices, Routeledge Kegan, p. 139.

৮. Deuteronomy 10:12 'Circumcise your heart, therefore, and do not be stiff necked any longer.' Leviticus 26:40-42 ' When their Uncircumcised hearts are humbled and they pay for their sins, I will remember my covenant with Jacob and my covenant with Isaac and my covenant with Abraham, and I will remember the land.'

Jeremiah 4:3-4 Breakup your unplowed ground and do not sow among thorns. Circumise yourselves to Hashem, Circumcise your hearts....'

Jeremiah 9:23-26 'The days are coming when I will punish all who are Circumcised only in the flesh in Egypt, Jordan, Edom, Ammon, Moab, and all who live in the desert in distant places. For all these nations are really uncircumcised, even the whole house of Israel is uncircuncised in heart.'

৯. Galateans 5:3 'For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision gives spiritual power, but faith working through love.'

১০. Ecoumenical Council of Florence (1438-1445) "Therefore it strictly orders all who glory in the name of Christ, not to practise circumcision either before or after baptism, since,whether or not they place hope in it, it cannot possibly be observed without loss of eternal salvation."

১১. National Center for Health Statistics, 1995.

৪৬

কাশরুত (Kashrut) বা খাদ্য-বিধান

ঈশ্বর মানুষের উপর প্রথম যে বিধানটি জারি করেছিলেন তা ছিল আদম ও হাওয়া কী খেতে পারবেন আর কী খেতে পারবেন না। ঈশ্বরের বিধান থেকে মানুষের প্রথম বিচ্যুতিও ঘটেছিল খাদ্য নিয়ে, যা খ্রিস্টীয় ধর্মমতে মানুষের আদি পাপ বা Original Sin এর উৎস। নিষিদ্ধ ফলের প্রতি আদম ও হাওয়ার আকর্ষণ তাদের স্বর্গ থেকে পতন ডেকে এনেছিল। যে ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা আমাদের আদি পিতা-মাতার এই কীর্তির কথা প্রথম জানতে পারি তা হলো বাইবেল। সুতরাং বাইবেলভিত্তিক প্রথম ধর্মে খাদ্য-বিধান থাকবে এটাই স্বাভাবিক। ইহুদিধর্মে খাদ্যবিষয়ক যে বিধি-বিধান আছে তা বর্তমান বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত আছে এমন ধর্মগুলির মধ্যে খাদ্য বিষয়ক অন্যতম প্রাচীন বিধান। অবশ্য নরমাংস অথবা স্বাভাবিকভাবে মৃত পশুর মাংস না খাওয়ার সামাজিক নিষেধাজ্ঞা কোন কোন সমাজে আরো পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। রাশিচক্রেবৃষের প্রতীক মেষকে প্রাচীন মিশরে পূজা করা হত, তাই প্রাচীন মিশরীয়রা মেষ হত্যা করতো না।

শুরুতে মানুষ নিরামিষভোজী ছিল: প্রথম মানুষ আদমকে সৃষ্টি করে ঈশ্বর এদেনের উদ্যানে রেখেছিলেন। সেই উদ্যানে কোন পশু-পাখি বা অন্যকোন প্রাণী ছিল কিনা তা বুঝা যায় না। শুধু ছিল গাছপালা আর ফলের বাগান। তখন প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল খুশি-স্বচ্ছন্দেই খাও; কিন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাবে না...।' (Gene 2:16-17) ঈশ্বরের আজ্ঞাতেই মানুষ প্রথমে নিরামিষভোজী ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ঈশ্বর আদমের সামনে অন্য পশু-পাখি হাজির করে তাদের নামকরণ করলেও সেইসব পশু-পাখি আদমের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। নূহের প্লাবন পর্যন্ত এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয়েছিল বলে বাইবেলে উল্লেখ দেখা যায় না।

মহাপ্লাবনের পর পৃথিবী যখন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে তখন ঈশ্বর নূহ্‌কে বললেন, 'যত প্রাণী চরে বেড়াচ্ছে, তা তোমাদের জন্য হবে খাদ্য; সবুজ উদ্ভিদের মত সমস্ত কিছুও আমি তোমাদের দিচ্ছি। কিন্তু তোমরা প্রাণের সঙ্গে মাংস, অর্থাৎ রক্তসমেত

মাংস খাবে না।' (Gene 9:3-4) এবার ঈশ্বর মানুষের খাদ্যের পরিধি অসামান্যভাবে বাড়িয়ে দিলেন। পৃথিবীর সকল পশু-পাখী, সরীসৃপ, কীট-পতঙ্গ আর সকল জলজ প্রাণীকে মানুষের খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করলেন। এর সাথে যোগ হল, 'সবুজ উদ্ভিদের মত সমস্ত কিছু।' অর্থাৎ পৃথিবীতে পশু-পাখি, প্রাণী যা কিছু আছে আর মাটির সকল ফসলই মানুষের খাদ্যে পরিণত হল। একমাত্র নিষিদ্ধ হল পশু-পাখির রক্ত। মানুষ নিজে অন্য প্রাণীর খাদ্য না হওয়া পর্যন্ত তার আয়ত্তে আনা সম্ভব সকল প্রাণীই তার খাদ্য।

খাদ্যের বিষয়ে মানুষকে এতটা স্বাধীনতা দেওয়ার পরবর্তীকালে ইহুদিদের খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে এত বিধি নিষেধ কেন ঈশ্বর আরোপ করলেন তার কিছু ব্যাখ্যা ঈশ্বর নিজেই বাইবেলে দিয়েছেন আর কিছুটা ব্যাখ্যা মানুষ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়গুলি আমরা পরে আলোচনা করব, এখন দেখা যাক ইহুদিদের খাদ্যবিষয়ক বিধি-বিধানগুলি কী?

KASHRUT (কাশরুত): Kashrut, kashruth বা kashrus হচ্ছে ইহুদিদের খাদ্যবিষয়ক বিধান। ইহুদি ধর্মীয় আইন halakhah অনুসারে, যেসব খাদ্যদ্রব্য ইহুদিদের জন্য গ্রহণযোগ্য বা আহারযোগ্য তাদেরকে ইংরেজি ভাষায় kosher বলা হয়। kosher শব্দটি এসেছে হিব্রু শব্দ kashir থেকে, যার শাব্দিক অর্থ fit বা উপযুক্ত। খাদ্যদ্রব্য প্রসঙ্গে এর অর্থ হচ্ছে ইহুদি ধর্মীয় আইন অনুসারে খাবার উপযুক্ত। ইহুদি ধর্মীয় আইনের প্রেক্ষাপটে যে সকল খাদ্য গ্রহণযোগ্য নয় তাদের treif বলা হয়। আরবি শব্দ হারাম treif এর সমার্থক নয়, তবে খাদ্য-বিধানের প্রেক্ষাপটে দুটি শব্দকে সমার্থক বিবেচনা করা যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া ইহুদি ধর্মীয় খাদ্য-বিধানের সামষ্টিক নাম হচ্ছে Kashrut।

কাশরুতের মূল উৎস ইহুদি বাইবেলের Leviticus ও Deuteronomy পুস্তকদ্বয়ের খাদ্যবিষয়ক ঈশ্বরের আজ্ঞা। এছাড়াও আছে মৌখিক বা শ্রুতি তৌরিদ, যাঁর সংকলন mishneh নামে পরিচিত। তৌরিদ ও মিশনাহ্ এর বিধানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা gemarah থেকেও কাশরুতের অনেক বিধান পাওয়া গেছে। mishneh ও gemarah সম্মিলিতভাবে Talmud নামে পরিচিত। তালমুদ এর বিধানসমূহ সংকলিত আকারে সহজবোধ্যভাবে মধ্যযুগে প্রকাশিত Shulchan Aruch (শুলখান আরুখ) এবং রাব্বাইগণ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মত বিধানও কাশরুতের উৎস।

একেশ্বরবাদ, সাব্বাৎ, খৎনা (circumcision) ও কাশরুত পালনকে ইহুদিধর্মের স্তম্ভ বলা যেতে পারে। ইসলাম ধর্মের পাঁচ স্তম্ভ—ঈমান, নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত-এর মত ইহুদি ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপভাবে স্বীকৃত কোন স্তম্ভ নেই। তাসত্ত্বেও এই চারটি বিষয়কে ইহুদি ধর্মীয় আচার আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। খৎনার পরেই কাশরুত ইহুদি ধর্মের অনুসারীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক আচার। এর প্রভাব দৈনন্দিন ইহুদি জীবনে প্রতিফলিত হয় এবং পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে ইহুদি জীবনের পার্থক্যও প্রকাশিত হয়। বিষয়টি নিয়ে শতাব্দীর পর

শতাব্দী ইহুদি সাধক ও পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কাশরুতের এমন কোন দিক নেই যা নিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়নি। কাশরুতের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করা আছে। যেহেতু যুগের পর যুগ ধরে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা ও বির্তক চলছে, তাই কাশরুতের অনেক বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের ইহুদিদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। কাশরুতের বিধান বিস্তৃত ও ব্যাপক। তথাপি এই বিধানগুলির কয়েকটি মূলনীতি চিহ্নিত করা যায়:

১. কিছু প্রাণী মোটেই খাওয়া যাবে না। এই নিষেধাজ্ঞা ঐ প্রাণীর মাংস, অঙ্গ বা দেহযন্ত্র, ডিম ও দুধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
২. যে সকল প্রাণী খাওয়া যাবে তার মধ্যে পাখি ও স্তন্যপায়ী জীবকে অবশ্যই ইহুদি বিধানমতে জবাই করতে হবে।
৩. মাংস থেকে রক্ত সম্পূর্ণভাবে বের করে ফেলতে হবে এবং তারপরই শুধু মাংস খাওয়ার উপযুক্ত হবে।
৪. অনুমোদিত প্রাণীরও কোন কোন অংশ খাবার যোগ্য নয়।
৫. সকল শাকসবজি ও ফল খাবার যোগ্য। কিন্তু এগুলি খাবার আগে কীট-পোকা আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।
৬. খাবার যোগ্য পশু ও পাখির মাংসের সাথে দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাবার মিশিয়ে বা একসাথে খাওয়া যাবে না। মাছ, ডিম, ফল ও শাক-সবজি, মাংস অথবা দুধের সাথে খাওয়া যাবে। কারো কারো মতে, মাছ মাংসের সাথে খাওয়া যাবে না।
৭. রান্নাঘরের হাড়ি-পাতিল-খুন্তি, সাজ সরঞ্জাম, থালা-বাসন, চামচ ইত্যাদি যেগুলি মাংসের সংস্পর্শে আসে সেগুলি দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত খাদ্যে ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ, একই হাড়ি-পাতিল-খুন্তি ইত্যাদি মাংস এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাবার প্রস্তুত ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। কোশের নয় এমন খাদ্য দ্রব্যের সাথে ব্যবহার করা থালা-বাসন, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি কোশের খাদ্যের সাথে ব্যবহার করা যাবে না।
৮. অ-ইহুদি কতৃক প্রস্তুতকরা আঙুরজাত খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না।
৯. এছাড়াও কিছু কিছু বিধান আছে যা সম্পর্কে মতদ্বৈততা আছে।

'চতুস্পদ পশুদের মধ্যে যে কোন পশুর খুর সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড এবং জাবর কাটে, সেই পশুকে তোমরা খেতে পারবে; কিন্তু যেগুলি জাবর কাটে ও খুর দ্বিখণ্ড, সেগুলির মধ্যে তোমরা এই পশু খাবে না উট সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই উট তোমাদের পক্ষে অশুচি হবে;...খোরগোশ, সে তো জাবর কাটে বটে, কিন্তু তার খুর দ্বিখণ্ড নয়, তাই তোমাদের জন্য অশুচি হবে; শুকর, তার খুর সম্পূর্ণভাবে দ্বিখণ্ড বটে কিন্তু জাবর কাটে না, তাই শুকর তোমাদের জন্য অশুচি হবে।' (Levi.11:3-7)

বাইবেলের বিধান অনুসারে, গবাদি, ভেড়া, ছাগল, হরিণ, মহিষ, বাইসন ইত্যাদি কোশের বিবেচিত। অন্য সকল চতুস্পদ পশু যারা এই শ্রেণিতে না পড়ে তা সবই খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ স্তন্যপায়ী পশুর দুধ ও নিষিদ্ধ পাখি ও জীবের ডিমও treif হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও যে সব পশু পায়ের থাবার উপর চলে তাদের মাংস খাবার অযোগ্য।

পাখিদের বিষয়টি একটু জটিল। কোশের চতুস্পদ পশুর ব্যাপারে বাইবেলে যে মানদণ্ড দেওয়া আছে পাখির ব্যাপারে ঐ ধরনের স্পষ্ট করে কোন মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা নেই। বরং কতগুলি পাখির নাম উলেস্নখ করা হয়েছে যেগুলো খাদ্য হিসেবে অনুমোদিত নয়। বাইবেলে বলা হয়েছে, 'তোমরা সব প্রকার শুচি পাখি খেতে পারবে; কিন্তু এগুলি খাবে না: ঈগল, হারগিলে (vulture), ও কুরস (buzzard), চিল ও যে কোন প্রকার গৃধ্র, যে কোন প্রকার কাক, উটপাখি, রাত্রিশোল, গাঙচিল ও যে কোন প্রকার শোন (hawk), পেচক, মহা পেচক ও দীর্ঘগল হাঁস (stork), ক্ষুদ্র গগনভেলা, শকুন ও মাছরাঙ্গা, সারস (king stork) ও যে কোন প্রকার বক, টিউট (hoopoe) ও বাদুড়। যে কোন প্রকার পাখা আছে, তাও তোমাদের পক্ষে অশুচি; তা তোমরা খাবে না। তোমরা যাবতীয় শুচি পাখি খেতে পারবে। (Deut 4:11-20) এই পাখি গুলি কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা বাইবেলে বলা হয়নি। এছাড়া অন্য কোন্ কোন্ পাখি শুচি তাও বলা হয়নি। ইহুদি পণ্ডিতগণ স্থির করেছেন যে, বাইবেলে অশুচি বলে যেসব পাখির নাম করা হয়েছে সেগুলি প্রধানত শিকারি পাখি ও অবস্করক (Scavenger) পাখি। পণ্ডিতগণ একমত পোষণ করেন যে, এই দুই শ্রেণির সকল পাখিই খাদ্য হিসেবে কোশের নয়। মোরগ-মুরগি, হাঁস, রাজ হাঁস, তিতির ইত্যাদি পাখিকে কোশের গণ্য করা হয়।

কীটপতঙ্গ ও সরীসৃপ বিষয়ে বাইবেলে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। 'চার পায়ে চরে এমন পাখাবিশিষ্ট পোকা তোমাদের পক্ষে জঘন্য হবে। তথাপি চার পায়ে চরে এমন পাখা বিশিষ্ট পোকার মধ্যে মাটিতে লাফ দেওয়ার জন্য যেগুলোর পায়ের নলি লম্বা, সেগুলো তোমরা খেতে পারবে। তাই যে কোন প্রকার পঙ্গপাল, যে কোন প্রকার বাঘা ফড়িং, যে কোন প্রকার ঝিঁঝি ও যে কোন প্রকার অন্য ফড়িং—এই সবগুলো তোমরা খেতে পারবে। বাকি এমন সব চতুস্পদ পোকার পাখা আছে, সেগুলো তোমাদের জন্য জঘন্য হবে।' (Levi. 11:20-23) বাইবেলে যে কোন সরীসৃপকে অশুচি ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষকরে অশুচি উল্লেখ করা হয়েছে বেজি, ইঁদুর, টিকটিকি, গোসাপ, নীল টিকটিকি, মেটে গিড়গিডি, সবুজ টিকটিকি ও কাঁকলাশ। পঙ্গপালকে খাবার উপযোগী ঘোষণা করা হলেও কোন্ কোন্ পঙ্গপাল কোশের পর্যায়ে পড়ে সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে স্থানীয় ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন উত্তর ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত আশখেনাজি ইহুদিগন কোন প্রকার পঙ্গপালকেই খাবার উপযোগী মনে করেন না। কিন্তু ইথিওপিয়া, ইয়েমেন ও মরক্কো ইত্যাদি দেশে যেখানে পঙ্গপাল পাওয়া যায় ঐসকল দেশের বংশোদ্ভূত ইহুদিগণ যে কোন পঙ্গপাল কোশের মনে করেন এবং তা খেয়ে থাকেন।

*কোশের জবাই প্রক্রিয়া*কোশের পশু এবং পাখি খাবার উপযোগী করতে হলে ইহুদি ধর্মীয় বিধান অনুসারে জবাই করতে হবে। বাইবেলে 'আমি যে ভাবে নির্দেশ দিয়েছি' সেভাবে জবাই করার কথা উল্লেখ (Deut. 12-21) করা হলেও বিস্তারিত জবাই প্রক্রিয়া প্রজন্ম পরম্পরায় শ্রুতি তৌরিদ (Oral Torah) এর মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মিশনাহ্‌তে লিপিবদ্ধ হয়েছে। Talmud ও বিভিন্ন যুগে পণ্ডিতগণের সম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়েছে। কোশের জবাই প্রক্রিয়া shechetah (শেখেতাহ্‌) নামে পরিচিত এবং যিনি জবাই করেন তাকে shochet (শখেত) বলা হয়। জবাই প্রক্রিয়ার ক্রুটির কারণে কোশের পশু-পাখির মাংস treif বা অশুচি হয়ে খাবার অযোগ্য হয়ে যেতে পারে।

সখেত: নীতিগতভাবে যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক ইহুদি শখেতের কাজ করতে পারেন— এমনকি একজন মহিলাও এ কাজটি করতে পারেন। কার্যত জবাই প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ প্রক্রিয়াগত ভুলের কারণে কোশের পশু-পাখির মাংস অশুচি হয়ে যেতে পারে। এই কারণে শখেতকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ও ছুরি চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হয়। যেমন ছুরির পেছনের দিকে এক পোঁচ ও সামনের দিকে ফিরতি পোঁচ দিয়ে জবাই শেষ করতে হবে। এর বেশি কোন পোঁচ দেওয়া বা ছুরির সম্মুখ অংশের খোঁচা পশুর গলায় লাগলে জবাই প্রক্রিয়া অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া ছুরি দিয়ে পশুর গলায় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত চাপ দেওয়া, ছিদ্র করা অথবা কিছুক্ষণের জন্য ছুরি চালানোয় বিরতি দেওয়া ইত্যাদি কারণেও জবাই treif হয়ে যেতে পারে। শখেত একজন সাধারণ কসাই নন। তাকে অবশ্যই একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হতে হবে। ইহুদি ধর্মীয় বিধানে বিশেষকরে কাশরুতের বিধান বিষয়ে তার সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। জবাইয়ের আগে যে পশু বা পাখি জবাই করা হবে তা পরীক্ষা করতে হবে সেটি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ আছে কিনা বা বাহ্যিক ক্ষত বা ঘা আছে কিনা। পশু বা পাখিটি নিজে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হতে হবে। অসুস্থ, জখম, খোঁড়া বা বিকলাঙ্গ প্রাণী জবাই করা যাবে না। পশু-পাখি জবাই করতে হবে এমন অবস্থায় যাতে পশু-পাখির পিঠ ভূমি বা মেঝ স্পর্শ করে অথবা দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। পশুকে বেঁধে অথবা ঝুলিয়ে রেখে জবাই করা নিষিদ্ধ। জবাই করার সময় অথবা জবাই শুরু করার অনতিপূর্বে শখেত ঈশ্বরের স্মরণে নির্দিষ্ট প্রার্থনা করে থাকেন। তাই প্রশিক্ষিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত শখেতগণই কোশের পশু-পাখি জবাই করে থাকেন। দূরবর্তী ও ছোট ইহুদি সমাজে সাধারণত রাব্বাই-ই শখেতের কাজ করে থাকেন।

কোশের ছুরি: যে ছুরি দিয়ে জবাই করা হবে সেই ছুরি দিয়ে পূর্বে কোশের নয় এমন পশু-পাখি জবাই করা হয়ে থাকলে অথবা সেই ছুরি ঐ ধরনের পশু-পাখির মাংসের সংস্পর্শে আসলে সেই ছুরি দিয়ে জবাই করা কোশের প্রাণীর মাংস অ-কোশের হয়ে যাবে। জবাই এর জন্য যে ছুরি ব্যবহার করা হবে তা অত্যন্ত ধারালো হতে হবে এবং যে কোন ক্রুটিমুক্ত হতে হবে। ছুরির দৈর্ঘ্য হতে হবে, যে প্রাণীটি জবাই করা হবে তার গলার প্রশস্ততার অন্তত দেড় গুণ এবং তার ওজন জবাই করা পশুর মাথার ওজনের

চেয়ে কম হতে হবে। ছুরির ওজন বেশি হলে জবাইয়ে নিষিদ্ধ চাপ প্রয়োগ হতে পারে। ছুরির মাথা চৌকা হতে পারবে না। কারণ, তা হলে পশু বা পাখির গায়ে অনিচ্ছাকৃতভাবেও খোঁচা লাগতে পারে যা জবাই প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ।

অত্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে অতি দ্রুততার সাথে জবাই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। পশু বা পাখির শ্বাস ও খাদ্যনালী এবং মস্তিস্ক থেকে হৃদপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনকারী ধমনী এবং হৃদপিণ্ড ও দেহের অন্যান্য অংশ থেকে মস্তিকে রক্ত প্রবাহী শিরা ছিন্ন করতে হবে, কিন্তু জবাইয়ের সময় দেহ থেকে মাথা ছিন্ন করা যাবে না। উদ্দেশ্য হচ্ছে, দ্রুততম সময়ে জবাই করে প্রাণীর মৃত্যু নিশ্চিত করা।

রক্ত কখনো নয়: ইহুদিদের জন্য যে কোন প্রাণীর রক্ত খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ। বাইবেলে রক্তকে প্রাণ আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাইবেলের একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে, 'তোমরা প্রাণের সঙ্গে মাংস, অর্থাৎ রক্ত সমেত মাংস খাবে না।' এটাই একমাত্র খাদ্য-বিধান যার কারণ ঈশ্বর নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাই কোশের পশু-পাখির মাংস থেকে রক্ত সম্পর্ণরূপে বের করে মাংস খাবার উপযোগী করা হয়। জবাই করা এই প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ। জবাই করা পশু বা পাখিকে প্রথমে রক্ত ঝরে যাওয়ার জন্য কিছুক্ষণ জবাই অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। তারপরও মাংসের মধ্যে কিছু রক্ত থেকে যায়। এই রক্ত সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশনের জন্য প্রথমে ভালো করে ধোয়া হয়। তারপর বড় দানার লবণ মাংসের উপর মেখে অন্তত এক ঘন্টা রেখে দেওয়া হয়, যাতে লবণ মাংসের রক্ত শুষে নিতে পারে। এরপর আরেকবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে মাংসকে রান্নার উপযোগী করা হয়। মাংস হতে রক্ত নিষ্কাশনের এই প্রক্রিয়াকে kashering বলা হয়। অবশ্য গবাদি পশুর কলিজা এই প্রক্রিয়ায় রক্তমুক্ত হয় না। তাই কলিজার kashering এর জন্য উচ্চতাপ আগুনে সেঁকে নিতে হয়।

কোশের পশুর সকল অংশ কোশের নয়। নাড়িভুঁড়ি, পাকস্থলী, মূত্রগ্রন্থি বা কিডনি খাওয়া নিষিদ্ধ। পশু দেহের অভ্যন্তরের কোন কোন অংশের চর্বি খাওয়াও নিষিদ্ধ। যেমন কলিজা, পাকস্থলী, মূত্রগ্রন্থি, ক্ষুদ্রান্ত, বৃহদান্তের উপরে ঘেরা চর্বি। এই নিষিদ্ধ চর্বিকে cheleb (খেলেব) বলা হয়। পশুর পিছনের অংশে রানে বিস্তৃত স্নায়ু ও রক্তবাহী শিরা-উপশিরা খাওয়ার যোগ্য নয়। এইগুলি মাংসপেশী থেকে আলাদা করা শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই কোশের মাংস প্রক্রিয়াকারীগণ সাধারণত গবাদি পশুর নিতম্বের অংশ (hindquarter) অ-কোশের মাংস ব্যবসয়ীদের নিকট বিক্রি করে দেন। Sephardic ইহুদিগন যারা সাধারণত স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে বাস করতেন তাদের শখেতগণ গবাদিপশু জবাই এর পর নিতম্ব অংশ, খেলেব, কিডনি, পাকস্থলী ইত্যাদি মুসলমান কসাইদের নিকট বিক্রিকরে দিতেন। এর ফলে অপচয়জনিত ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হত।

মাছ ও জলজ প্রাণী: মাছ ও জলজ প্রাণীর বিষয়ে তৌরিদের নির্দেশ স্পষ্ট। যে মাছের আঁশ ও ডানা দুই'ই আছে শুধু সেই মাছ কোশের। এই কারণে catfish যথা শিং, মাগুর,

পাঙ্গাস, আইড়, বাইন, রিটা মাছ, ইত্যাদির আঁশ নেই বলে নিষিদ্ধ। অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ যাদের আঁশ অথবা ডানা নেই তা সবই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধের তালিকায় আছে সব ধরনের shell fish যথা সব ধরনের চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ তালিকার তুলনায় কোশের মাছের তালিকা অনেক ছোট।

যেসব ভূচর প্রাণী কোশের তালিকায় আছে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে মৃত অথবা শিকারি কর্তৃক যে কোন উপায় নিহত হলে তা খাবার যোগ্য নয়, এবং এদের রক্তও খাবারের অযোগ্য। কিন্তু কোশের মাছের বেলায় এই বিধি প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে মৃত মাছ ও মাছের রক্ত খাবার উপযোগী।

ফলমূল শাকসবজি ও শস্যদানা: সাধারণভাবে ফলমূল, শাকসবজি ও সকল শস্যদানা কোশের হিসেবে বিবেচিত। আঙুরজাত খাদ্যের জন্য বিশেষ বিধান আছে। অন্যান্য ফলমূল শাকসবজি খাবার আগে পোকা বা কীট আছে কিনা দেখে নিতে হবে। আঙুরের রস ও আঙুরজাত সুরা নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। প্রাচীনকালে পৌত্তলিক পূজা-পার্বণে আঙুর রসজাত মদ ব্যাপকভাবে ব্যবহার হত। আঙুর থেকে মদ তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেবতার নৈবেদ্য দেওয়া হত বিধায় অ-ইহুদি কতৃক প্রস্তুত আঙুরের রস ও মদ্য ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাই অ-ইহুদিদের দ্বারা প্রস্তত আঙুরের রস ও মদ উভয়ই ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ। বর্তমান যুগে এই নিষেধাজ্ঞা মানতে হলে অন্যান্য অনেক বোতলজাত ফলের রস খাওয়ার ব্যাপারেও ইহুদিকে সাবধান হতে হয়। কারণ, অনেক বোতলজাত ফলের রসে সরাসরি চিনি না মিশিয়ে আঙুরের রস মিশিয়ে মিষ্টতা দেয়া হয়।[১] যে সকল ফলের রসে অথবা ফ্রুট ড্রিংকস-এ এই ধরনের মিশ্রণ রয়েছে সেগুলি ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের জন্য পানযোগ্য নয়।

এছাড়া সকল কৃষিজাত ফসলের ব্যাপারে কতকগুলো সাধারণ বিধি-নিষেধ আছে যেগুলি পালন না করলে সংশ্লিষ্ট ফসল কোশের বলে বিবেচিত হয় না। আবার কতকগুলি কৃষিবিষয়ক বিধি-নিষেধ আছে যেগুলো ইসরায়েলে প্রযোজ্য, কিন্তু ইসরায়েলের বাইরে বসবাসকারী ইহুদিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন ইসরায়েলে একই ক্ষেতে মিশ্র ফসল চাষ করা যাবে না। আঙুর বাগানে অন্য কিছু রোপণ করা যাবে না অথবা এক গাছের ছাল অন্য জাতের গাছে লাগিয়ে কলম করা যাবে না। এই বিধানগুলি অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত। এই বিধানগুলির খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর একমাত্র এইসব বিষয়ে পারদর্শী রাবাইগণ দিতে পারেন।

'...তোমরা এক জমিতে দুই প্রকার বীজ বুনাবে না,..' (Levi. 19:19) এই বিধানটি শুধু ইসরায়েলের ভূমির জন্য প্রযোজ্য অথবা ইসরায়েলের বাইরেও সকল ইহুদি মালিকানার জমির জন্য প্রযোজ্য সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। 'তোমরা একবার দেশে প্রবেশ করলে যখন সব প্রকার ফলের গাছ পুঁতবে, তখন তার ফল অপরিচ্ছেদিত বলেই গণ্য করবে; তিন বছর ধরে তা তোমরা অপরিচ্ছেদিত বলে গণ্য করবে। তা খাবে না; চতুর্থ বছরে তার সমস্ত ফল পর্বীয় অর্ঘ্যরূপে প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্রকৃত

হবে। পঞ্চম বছরে তোমরা তার ফল খাবে...' (Levi 19:23-25) এই বিধানটি স্পষ্টতই ইসরায়েল ভূমি সীমার জন্য প্রযোজ্য, অন্যত্র প্রযোজ্য নয়। ক্ষেতের ফসল তোলার ব্যাপারে কিছু বিধান আছে যার প্রভাব শুধু চাষীদের উপর পড়ে, সাধারণ ভোক্তার উপর এর কোন প্রভাব নেই। যেমন, ফসল কাটার সময় ক্ষেতের আইলের পাশে কিছু ফসল রেখে দিতে হবে। যে শস্য বা শীষ মাটিতে পড়ে যাবে তা কুড়ানো অথবা কাটা যাবে না। এগুলি দরিদ্র ও বিদেশিদের জন্য রেখে দিতে হবে।

এক-দশমাংশ (Tithe): ইসরায়েল দেশে উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ যাজক লেবীয় বংশের Kohen কে বা দরিদ্রদের দিতে হবে। ঈশ্বরের পথে বিতরণ বা ভোগ করার জন্য এক-দশমাংশ ফসল রেখে দেওয়ার প্রথা 'টাইদ' নামে পরিচিত। এই প্রথা ক্রমান্বয়ে ইহুদিদের কর পরিশোধ করার পর বার্ষিক যে নীট আয় তার এক-দশমাংশ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ অথবা জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতায় রূপ নিয়েছে। জমির ফসলের এক-দশমাংশ হিসেবে রেখে দেওয়া চাষিদের জন্য অসহনীয় বোঝা বিবেচিত হওয়ায় আধুনিক ইসরায়েলে রাব্বাইগণের সম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই বিধি শিথিল করা হয়েছে। এখন প্রতীকি ভাবে টাইদ শোধ করার পর নির্দিষ্ট একটি বিশেষ মুদ্রার বিনিময়ে তা পুনরুদ্ধারযোগ্য, এই প্রক্রিয়ায় জমির ফসলের উপর প্রদেয় tithe পরিশোধিত না হলে ঐ ফসল কোশের বলে বিবেচিত হয় না।

জমির সাব্বাৎ: ইসরায়েলের ভূমি ব্যবহারসংক্রান্ত তৌরিদের আরেকটি বিধান চাষি এবং ভোক্তা উভয়ের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে তা হলো ফসলি জমি চাষ প্রতি ছয় বছর পর এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার বিধান। সপ্তাহের ছয় কার্যদিবসের পর একদিন কর্মহীন সাব্বাৎ পালনের বিধানের অনুরূপ বিধান রয়েছে জমি চাষের বিষয়ে।

'...আমি তোমাদের যে দেশ দিতে যাচ্ছি. তোমরা সেই দেশে প্রবেশ করার পর ভূমি প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাতের বিশ্রাম ভোগ করবে। ছ'বছর ধরে তোমার আঙ্গুরলতা ছেঁটে দেবে ও তার ফল সংগ্রহ করবে; কিন্তু সপ্তম বছরে ভূমি সাব্বাতীয় বিশ্রাম ভোগ করবে প্রভুর উদ্দেশে সাব্বাৎ: তুমি জমিতে বীজ বুনবে না, তোমার আঙ্গুরলতাও ছেঁটে দেবে না; ... ভূমির জন্য তা হবে সম্পূর্ণ বিশ্রাম বর্ষ।' (Levi. 25:2-5) ভূমির এই সাব্বাৎকে বলা হয় schemittah। এ বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ইসরায়েলি কৃষি, কৃষক, কৃষি পণ্যের ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাদের জন্য মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করে। বিধানটি সম্পর্কে বিগত শতাব্দীতে ইহুদি পণ্ডিত, সাধক ও রাব্বাইদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক চলে। সমস্যাটির সর্বসম্মত সমাধান খুঁজে পাওয়া না গেলেও ইসরায়েলি রাব্বাইগণ একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা ইসরায়েল রাষ্ট্র halakhic বা ধর্মীয় বিধানসম্মত বলে গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, ভূমির সাব্বাতীয় বছরে ইহুদি মালিকানাধীন সকল কৃষি জমি একজন অ-ইহুদির কাছে এক বছরের জন্য বিক্রয়করা হয়। যেহেতু তৌরিদে দেওয়া schemittah এর বিধান শুধু ইহুদি মালিকানাধীন জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাই মালিকানা পরিবর্তনের ফলে ঐ জমিতে সাব্বাতীয় বছরে চাষাবাদ

চালিয়ে যাওয়ার বাধা নেই বলে মনে করা হয়। এই সিদ্ধান্তটির সমর্থকরা মূলত zionist অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবসম্পন্ন ইহুদি রাষ্ট্রের সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। zionist-দের প্রাধান্য রয়েছে বিধায় এ ব্যবস্থা ইসরায়েলে মোটামুটি সর্বজনীনভাবে চালু রয়েছে। কট্টর orthodox ইহুদিগণ এই সিদ্ধান্তকে Halakhic হিসেবে গ্রহণ করেন না। তারা ভূমির সাব্বাতীয় বছরে এই সমস্যা অ-ইহুদি কৃষকদের ফসল ক্রয় ও বিদেশ থেকে আমদানির মাধ্যমে সমাধানের পক্ষে।

খাল্লাহ (Challah): Tithe জাতীয় আরেকটি বিধান যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে তা হচ্ছে রুটি বা কেক বানানোর জন্য ছানা ময়দার এক অংশ যাজকের জন্য রেখে দেওয়াসংক্রান্ত বিধান। 'তোমরা তোমাদের ছানা মাখার প্রথমাংশ যাজককে দেবে, যেন তোমাদের ঘরের উপরে আর্শীবাদ আসতে পারে।' (Ezki. 44:30) এই বিধান প্রথমত ইসরায়েলবাসী ইহুদিদের উপর প্রযোজ্য ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে Halakhic সিদ্ধান্তের ফলে সকল ইহুদিগণের উপর প্রযোজ্য হয়। রুটি অথবা কেক বানানোর জন্য যখন ময়ান বানানো হয় তখন এর একটি অংশ ভিন্ন করে রেখে দেওয়া হয় যা খাল্লাহ্ নামে পরিচিত। আগে এটা যাজক বা Kohen-কে দেওয়া হত। এখন যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক যাজকের অস্তিত্ব নেই, তাই খাল্লাহ্ কাউকে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কোশের রুটি বা কেক প্রস্তুতকারকরা বর্তমানে এ কাজটি করে থাকেন। ধর্মীয় বিধান অনুসারে, জমির সাব্বাৎ পালন, Tithe পরিশোধ করা, রুটি বানানো প্রক্রিয়ায় খাল্লাহ্ উৎসর্গকরণ ইত্যাদি উপাদানের উপর খাদ্যের কোশেরত্ব নির্ভরশীল বিধায় কোশের পালনকারী কোন ধর্মপ্রাণ ইহুদির পক্ষে কোন অ-ইহুদির প্রস্তুত করা বা পরিবেশন করা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ কার্যত অসম্ভব।

দুধ, পনির ও অ-ইহুদিগনের প্রস্তুত করা খাবার: সাধারণভাবে অ-ইহুদির প্রস্তুত অথবা রান্না করা খাবার ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে রান্না করা যে খাবারের মূল উপাদান রান্না না করেও খাওয়া যায়, অ-ইহুদি কর্তৃক রান্না করা ঐ খাবার একজন ইহুদি খেতে পারে। তবে খাদ্যের সকল উপাদান কোশের হতে হবে। খাদ্য কোশের হওয়ার জন্য যে পাত্রে খাদ্য রান্না করা হয়েছে এবং যে পাত্রে খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে তাও কোশের হতে হবে। তাই উপরের বিধানটি ধর্মপ্রাণ ইহুদির জন্য অ-ইহুদির রান্না বা প্রস্তুত করা খাবার খাওয়া মোটেই সহজ করা হয়নি। অ-ইহুদির তৈরি কোশের উপাদানে রান্না করা খাবার রান্নার কোন এক পর্যায়ে একজন ইহুদির অংশগ্রহণ ব্যতীত সেই খাবার কোশের হবে না। ইহুদি পরিবারে অ-ইহুদি পাঁচক নিয়োজিত থাকলে রান্নার কোন এক পর্যায়ে, যেমন আগুন ধরানো, রান্না হচ্ছে এমন খাবার খুন্তি দিয়ে নাড়া দেওয়া, ইত্যাদি কাজে একজন ইহুদির অংশগ্রহণ কাশরুতের জন্য বাধ্যতামূলক।

দুধ ও দুধে তৈরি খাবার ইহুদির খাবারযোগ্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট গবাদিপশু কোশের হতে হবে এবং দুধ দোহন ও প্রক্রিয়াকরণে একজন ইহুদি তদারকিতে থাকতে হবে। অ-ইহুদি কর্তৃক প্রস্তুত পনির এর বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ

পনির প্রস্তুত করতে যে এনজাইম বা রিনেট ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত কোন স্তন্যপায়ী পশুর পাকস্থলী থেকে প্রস্তুত করা হয়। যে পশুর পাকস্থলী দিয়ে রিনেট প্রস্তুত করা হয়েছিল তা কোশের কিনা তা নিশ্চিত না হয়ে সেই রিনেট দিয়ে প্রস্তুত পনির কোশের বলে বিবেচিত হবে না।

মাংস ও দুধ এক সাথে নয়: '...তুমি ছাগের শাবককে তার মায়ের দুধে সিদ্ধ করবে না।' (Exod. 23:19) এই নিষেধাজ্ঞা বাইবেলে বারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। তালমুদ রচয়িতাগণ এবং রাব্বাইগণ এ বিষয়টিকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে এটা কাশরুতের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এটাকে ভিত্তি করে বিস্তারিত বিধি রচনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের এই আদেশের প্রথম বাস্তবতা হচ্ছে দুধ দিয়ে মাংস রান্না করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। বাইবেলে ছাগশাবক ও ছাগদুধের কথা বলা হলেও যে কোন দুধের সাথে যে কোন মাংস রান্না করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে মাংস ও দুধ একসাথে বা পরপর খাওয়াও নিষিদ্ধ হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞাকে এমন পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে যে, যে পাত্রে মাংস রান্না করা হবে, পরিবেশন করা হবে অথবা খাওয়া হবে সেই পাত্র বা চামচ, খুন্তি,কাটা ইত্যাদি ব্যবহার করে দুধ রান্না, পরিবেশন বা খাওয়া নিষিদ্ধ। এমনকি মাংসের সাথে ব্যবহৃত হাড়ি-পাতিল, বাসন-কোশন, খুন্তি-চামচ, পেয়ালা-কাপ দুধের সাথে ব্যবহৃত অনুরূপ সরঞ্জামাদি একসাথে বা একই বেসিনে বা ডিশ ওয়াশারে পরিষ্কার করা যাবে না। যে সকল ইহুদি পরিবার কাশরুতের বিধান পালনে তেমন যত্নবান নন তারাও তাদের ঘরে মাংস এবং দুধ ও দুধজাত খাবারে ব্যবহারের জন্য দুই সেট হাড়ি-পাতিল ও বাসন-পত্র রাখেন। দুই সেট হাড়ি-পাতিল ও বাসন-পত্র পরস্পরের সংস্পর্শে যেন না আসে সে বিষয়ে যত্নবান থাকেন। এমনকি এই দুই ধরনের খাদ্য রান্নার জন্য একই চুলিস্নও ব্যবহার করা হয় না।

সকল কাশরুত পালনকারী ইহুদিগন মাংস এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার মাঝে একটা ন্যূনতম সময়ের ব্যবধান দিয়ে থাকেন। ইহুদিদের সম্প্রদায়বিশেষে এই ব্যাবধান দেড় থেকে ছয় ঘন্টা হতে পারে। মাংস খাওয়ার পরে কুলকুচি করে মুখ ভালো করে পরিষ্কার না করে দুধ বা দুধের তৈরি অন্য খাবার খান না। তবে প্রথম দুধ বা দুধ দিয়ে তৈরি খাবার খাওয়ার এক থেকে দেড় ঘণ্টা পরে মাংস বা মাংস দিয়ে তৈরি অন্য খাবার খাওয়া যেতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রেও মুখ ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

মাংস এবং দুধ এর পৃথকীকরণের প্রেক্ষাপটে অন্যান্য খাবারও কোনটা মাংসের সাথে এবং কোনটা দুধের সাথে খাওয়া যাবে রব্বাইগণ তারও তালিকা প্রণয়ন করে রেখেছেন। যে সকল খাদ্যদ্রব্য মাংস ও দুধ উভয়ের সাথে খাওয়া যায় তাদেরকে Pareve বলা হয়। ফল-মূল ও শস্য-দানা এই শ্রেণির মধ্যে পরে। কারো কারো মতে, মাছ ও ডিম, মাংস অথবা দুধ ও দুধের তৈরি খাবার উভয়ের সাথেই খাওয়া চলে। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, মাংস ও মাছ পরপর খাওয়া গেলেও মাছ ও দুধ পরপর খাওয়া যাবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাশরুত শুধুই খাদ্যসামগ্রী নিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। যে পাত্র মাংস বা মাংসজাত খাবারের জন্য কোশের সেই পাত্রই দুধ বা দুধ দিয়ে তৈরি খাবারের জন্য অ-কোশের। এমনিভাবে দুধ ও দুধের তৈরি খাবারের জন্য যে পাত্র কোশের সে পাত্রই মাংস ও মাংসের তৈরি খাবারের জন্য অ-কোশের। এই প্রক্রিয়ায় কোন পাত্র অ-কোশের হয়ে গেলে তা যদি মৃৎপাত্র হয় তাহলে তা ভেঙে ফেলতে হবে। অথবা ধাতব পাত্র হলে তা বিধান অনুসারে বেশ জটিল প্রক্রিয়ায় তার কোশেরত্ব ফিরিয়ে আনা যাবে। উত্তপ্ত অবস্থায় কোন পাত্র পশু-পাখির রক্তের সংস্পর্শে এলে সে পাত্র কোশেরত্ব হারাবে। এবং সেটাকে ফেলে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, কারণ তার কোশেরত্ব ফেরানোর কোন Halakhic প্রক্রিয়া নেই। যেমন, উত্তপ্ত পাত্রে ডিম ভেঙে ফেলার পর যদি ডিমের মধ্যে কোন রক্ত-বিন্দু দেখা যায় তাহলে সে পাত্র আর কোশের করা যাবে না। এই পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য কোশের পালনকারীরা ডিম ভেঙে গরম পাত্রে ঢালার আগে একটা ছোট কাঁচের পাত্রে ঢেলে রক্তকণা আছে কিনা পরীক্ষা করে তার পর ফ্রাই প্যানে ঢালেন।

কাশরুত কেন?: খাদ্য বিধান ঈশ্বর কেন করেছেন তা নিয়ে ইহুদি পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বহু জল্পনা-কল্পনা করেছেন, দার্শনিক তত্ত্ব দাঁড় করানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে ঐকমত্য ধারণা বা সর্বজনগৃহীত সূত্রে উপনীত হওয়া যায়নি। দু'একটি বিষয়ে বাইবেলে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা ঐ বিষয়গুলির কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে রক্তকে প্রাণীর প্রাণের আধার বলা হয়েছে। তাই প্রাণের সাথে মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে। আবার দুধ ও মাংসের মিশ্রণে রান্না করতে বারণ করা হয়েছে। ছাগীর দুধে ছাগল ছানা সিদ্ধ করা অমানবিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আরেকটি ইঙ্গিত বাইবেলের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। বাইবেলে যে সব প্রসঙ্গে খাদ্যের বিধান দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে, আগে অথবা পরে ইসরায়েল সন্তানগণের পবিত্রতা অথবা ঈশ্বরের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্য-বিধানের সাথে পবিত্রতার একটা যোগসূত্র অনুমান করা যায়। বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে, যাকোব যখন কথিত ঈশ্বরের সাথে লড়ছিলেন তখন ঈশ্বর 'যাকোবের কোমরের পাশে আঘাত হানলেন, আর তার সাথে এভাবে লড়াই করার ফলে যাকোবের কোমরের হাড়টা জায়গা থেকে সরে গেল।' (Gene. 33:26) এর ফলে পরেরদিন যাকোবের হাটতে অসুবিধা হয়েছিল। 'এজন্যই ইসরায়েল সন্তানেরা আজ পর্যন্ত কোমরের উপরের উরুতসন্ধির শিরা খায় না, কেননা তিনি যাকোবের কোমরের পাশে উরুতসন্ধির শিরায় আঘাত হেনেছিলেন।' (Gene. 33:32)

ধর্মীয় পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা: ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিতগণ তৌরিদ থেকে পাওয়া ৬১৩ টি আদেশকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করে থাকেন:

ক. প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে সেই বিধানগুলি যেগুলি তৌরিদ থেকে যদি পাওয়া না যেত তাহলেও যে কোন সভ্য দেশে তা বলবৎ করা হত। যেমন হত্যা, লুণ্ঠন,

চুরি নিষিদ্ধ করা সংগঠিত সামাজিক কাঠামো রক্ষার প্রয়োজনে এই সকল বিধান যে কোন সমাজের জন্য জরুরি।

খ. দ্বিতীয় শ্রেণির বিধানগুলি হচ্ছে ঐ সকল বিধান যা তৌরিদ থেকে না পাওয়া গেলে রাষ্ট্র এই বিধানগুলি একই আকারে ও কার্যকারিতায় বলবৎ করতো কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায় না। যেমন, নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বৈবাহিক/ যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ করা, আয়ের নির্দিষ্ট অংশ ঈশ্বরের পথে ব্যয় করা, স্বজাতীয়র কাছ থেকে সুদ আদায় না করা ইত্যাদি।

গ. তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে ঐ সকল বিধান যা তৌরিদ থেকে না পাওয়া গেলে কোন রাষ্ট্র বা সমাজ ঐ বিধিগুলি বলবৎ করতো না বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। যেমন, লিঙ্গের অগ্রত্বক পরিচ্ছেদনের বিধান, নৈবদ্য ও প্রায়শ্চিত্যের বিধান। এই বিধানগুলি কোন যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হয় নাই এবং এর যুক্তিসঙ্গত কোন ভিত্তি নাই।

কাশরুতের বিধানগুলি তৃতীয় পর্যায়ে পরে। প্রকৃতপক্ষে এই বিধানগুলির বাস্তব কোন প্রয়োজনীয়তা মিটায় না। পণ্ডিতগণের মতে, এই বিধানগুলি ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া এবং ঈশ্বরের প্রতি মানুষের আনুগত্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণের উদ্দেশ্যেই করা হয়। অথবা এই বিধানগুলির পেছনে এমন কিছু কারণ রয়েছে যা মানুষের জ্ঞানের প' রৈধির বাইরে, যার কারণ একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

কাশরুতের বিধান ঈশ্বর কোন কারণ ব্যতীতেই করেছেন এই বক্তব্য কোন কোন ইহুদি পণ্ডিত গ্রহণ করতে নারাজ। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছেন দ্বাদশ শতাব্দীর ইহুদি দার্শনিক- পণ্ডিত মোজেস বিন মায়মনাইডস। তিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদও ছিলেন। তিনি তৎকালীন মিশরীয় সুলতানের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর মতে, কাশরুতের বিধানসমূহ মূলত এই বিধান পালনকারীদের সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য করা হয়েছে। আর কতিপয় বিধান, যেমন রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে পৌত্তলিকদের ব্যবহৃত উপাদান থেকে ইহুদিগণকে দূরে রাখার জন্য। উল্লেখ্য, বাইবেলের যুগে মিশরীয় ও অন্যান্য জাতির মধ্যে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য পশু বলি দিয়ে তার রক্ত দেবতার প্রসাদ হিসেবে খাওয়া হত। শুকরের মাংস নিষিদ্ধ করার পেছনে তিনি দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, শুকর সাধারণত তার পরিবেশকে নোংরা করে ফেলে এবং সে নোংরা পরিবেশেই থাকতে ভালবাসে। তাই শুকর একটা ঘৃণ্য জীব এবং তা ইহুদিদের খাবার উপযোগী নয়। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন যে শুকরের মাংসে অপ্রয়োজনীয় জলীয় পদার্থ ও চর্বি আছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। নৃতত্ত্ববিদ Marvin Harris এর মতে, প্যালেস্টাইন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মূলত শুষ্ক এলাকা। এখানে প্রাকৃতিক তৃণভূমি বা বন নেই যেখানে শুকর নিজে তার খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই এই অঞ্চলে বিভিন্ন শস্যই এর প্রধান খাদ্য। দুর্ভিক্ষের সময় দেখা যাবে একদিকে খাদ্যশস্যের অভাবে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে,

অন্যদিকে যাদের সামর্থ্য থাকবে তারা শুকরকে খাদ্যশস্য খাইয়ে বাচিয়ে রাখছে। তাই খাদ্য হিসেবে শুকর পালন নিরুৎসাহিত করার জন্য শুকরের মাংস ইহুদিদের জন্য ঈশ্বর নিষিদ্ধ করেছেন।

আরেক মতবাদ অনুসারে, দৈনন্দিন জীবনে কাশরুত পালন করার মাধ্যমে পালনকারী আত্মসংযম ও জৈবিক প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণের মহড়া করে থাকেন। প্রতিদিনের এই মহড়া তাকে আরো কঠিন সংযম ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে। মানুষের জৈবিক তাড়না ও চাহিদা সংযত রাখা, সমাজে সভ্য জীবনযাপনের পূর্বশর্ত। প্রাণী জবাই করার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী কাশরুতের যে কঠিন বিধান রয়েছে তা একজন ইহুদিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে অন্য প্রাণীর উপর মানুষের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকার অর্থ এই নয় যে ঐ প্রাণীকে যথেচ্ছা যন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার মানুষের রয়েছে। তাই জবাই প্রক্রিয়া ও জবাই করা প্রাণীর মৃত্যু যতটা সম্ভব যন্ত্রণাহীন করাই জবাই সংক্রান্ত বিধানের উদ্দেশ্য। একই কারণে জবাই এর নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে অন্যকোন পন্থায় হত্যা করা কোশের প্রাণীর মাংস ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্য কোন উপায়ে কোশের বন্য প্রাণী শিকার করা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তেমনিভাবে গাছের প্রথম তিন বছরের ফল গাছের মালিকের ভোগ নিষিদ্ধ করা ইহুদিগণকে আত্মত্যাগ ও সংযমে অভ্যস্ত করার একটি প্রক্রিয়া বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বিশেষকরে যিনি গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করেছেন গাছের ফল তারই প্রয়াসের ফসল, এটা যেন তিনি মনে না করেন এবং ঈশ্বরের বদান্যতা স্বীকার করে তা ঈশ্বরের পথে উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করা হয়। একইভাবে জমির ফসলের এক-দশমাংশ ঈশ্বরের পথে দান করার বিধান সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, সমাজের দুর্বল জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতা এবং আত্মস্বার্থ ত্যাগের শিক্ষাদানের উদ্দ্যেশেই করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

কোশের প্রাণী সদগুণ এবং নিষিদ্ধ প্রাণী পাপ ও খুঁতের প্রতীক বলে কোন কোন দার্শনিক মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ইহুদি পণ্ডিত এই মতবাদ বাতিল করে দিয়েছেন। কারণ এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার মত সাক্ষ্য-প্রমাণ ধর্মশাস্ত্রে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পাওয়া যায় না। যেমন, শিং-মাগুর মাছের আঁশ ও ডানা না থাকার কারণে কোশের নয় অথচ রুই-কাতলার ডানা ও আঁশ থাকায় কোশের। এই ক্ষেত্রে রুই-কাতলাকে সদগুনের এবং শিং-মাগুরকে পাপ ও খুঁতের প্রতীক বলে গণ্য করার কোন বোধগম্য কারণ নাই। শুকরকে অপরিচ্ছন্ন প্রাণী মনে করার প্রবণতা বহু ইহুদিদের মধ্যেই দেখা যায়। তাই শুকরকে কোশের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, তার কোন প্রমাণ নেই। অন্যদিকে, শুকরের মাংস কোশের গবাদি পশুর মাংসের চেয়ে স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়নি।

কোশেরের কোন কোন বিধান সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল বিধানই সুস্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক এমন দাবি ধোপে টিকে না। যেমন, স্বাভাবিকভাবে

মৃত অথবা রুগ্ন প্রাণীর মাংস না খাওয়ার আদেশ স্বাস্থ্যসম্মত বিধান। কিন্তু সকল শাকসবজি ও ফলমূলকে কোশের ঘোষণায় এর সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ, অনেক লতাপাতা গাছের ফলই বিষাক্ত অথবা মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

কাশরুতের প্রকৃত উদ্দেশ্য: কাশরুতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্ভবত নিহিত রয়েছে অন্যত্র। ইহুদিদের সাথে অন্যান্য জাতির পার্থক্য ইহুদিগণ নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে থাকেন। পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে ইহুদিগণ ঈশ্বরের নিজস্ব ও অনুকম্পাপ্রাপ্ত জাতি, এই বিশ্বাস ইহুদিদের অস্তিত্বেরই অংশ। খ্রিস্টান ধর্মতাত্ত্বিক Gordon J. Wenham এর মতে, কাশরুতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহুদিগণকে এক অনন্য ও পৃথক জাতি হিসেবে টিকিয়ে রাখা। কাশরুতের বিধান ইহুদিদের ও তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা এবং আন্তঃবিবাহ রোধে সহায়ক হয়েছে। Wenham বলেন, খৎনা হচ্ছে ইহুদিদের একটি একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় যা অন্যদের নিকট দৃশ্যমান চিহ্ন নয়। কিন্তু খাদ্য-বিধান বা কাশরুত ইহুদিধর্ম বিশ্বাসের একটি দৃশ্যমান প্রতীক। কাশরুত পালনের মাধ্যমে একজন ইহুদি তার স্বকীয়তা এবং একজন অ-ইহুদি থেকে তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে। কাশরুত একদিকে একজন ইহুদির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে, অপরদিকে স্বজাতীয়দের সাথে তার একাত্মতা দৃঢ় করে। ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ Mary Douglas তার Purity and Danger গ্রন্থে বাইবেলের খাদ্য বিধান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন প্রাচীন যুগে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে এক গোষ্ঠীর সদস্যগণের তাদের পারিপার্শ্বিক গোষ্ঠীগুলি থেকে তাদের নিজস্বতা, স্বকীয়তা ও পার্থক্য রক্ষার অন্যতম উপায় ছিল কলুষিত ও অপবিত্রকরণের ধারণাকে সম্মুখে নিয়ে আসা। তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের একত্ববোধে শক্তি সঞ্চারিত হত। কোন ব্যক্তি যখন একটি গোষ্ঠীতে তার অন্তর্ভুক্তি ও আনুগত্য ঘোষণা করে এবং সেই গোষ্ঠীর সীমার বাইরে সে বিপদ, হুমকি ও বৈরিতা দেখতে পায়, তখন তার গোষ্ঠীর পরিচয়বহনকারী অন্যতম চিহ্ন হিসেবে সেই গোষ্ঠীর খাদ্যগ্রহণের বিবিধ বাধা-নিষেধ, আনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, পবিত্র খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেই গোষ্ঠীর সাথে তার সম্পর্ক দৃঢ়তর করে। এটা অনেকটা বর্তমান যুগে প্রিয় ফুটবল বা ক্রিকেটদলের সাথে একাত্মতা ঘোষণার জন্য ঐ দলের জার্সি পরে মাঠে তার দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মত। ইহুদির কাছে কাশরুত তেমনি একটা পরিচয় বহনকারী ব্যাজ।

৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা জেরুজালেম দখল করার পর ইহুদিদের মন্দির ধ্বংস করে তাদেরকে জেরুজালেম থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এরপর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অতি অল্প সময় ব্যতীত তাদের কোন দেশ বা রাষ্ট্র ছিল না। সারা বিশ্বে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কাশরুতের বিধান পালনের কারণে ইহুদিগণ যেখানেই থাকুন তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার খাতিরে যত ছোট আকারেই হোক নিজস্ব ভৌগোলিক সীমার মধ্যে গোষ্ঠীগতভাবে বসবাস করা জরুরি ছিল। ইহুদিগণ যতটা সম্ভব তাই করতেন।

লক্ষ্য করা যায় যে, ইহুদিদের পরবাস (Diaspora) জীবনের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কাশরুতের বিধানাবলি ক্রমান্বয়ে কঠিন হতে কঠিনতর হতে থাকে। কাশরুতের বিধানকে বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়। এগুলি করা হয়েছিল ইহুদি যেন তার পারিপার্শ্বিক জাতিগুলির মধ্যে বিলীন না হয়ে যায়। কাশরুতের অনেক প্রথা এই সময়ে বিকশিত হয়, যা পূর্বে ছিল না। বর্তমানে এগুলি তৌরিদের বিধানের মতই কার্যকর। যেমন, বাইবেলে কোশের পশু-পাখির আনুষ্ঠানিক জবাই এর বিধান করা হয়নি। রাব্বাইগণের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়াকে এমন সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে এর কোন ব্যত্যয় কোশের প্রাণীর মাংসকে শুকরের মাংসের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। আবার Passover (পাস্কা) পর্বে কাশরুতের যে বিশেষ বিধান পালন করা হয় তাও বাইবেলে নেই। বাইবেলের বিধান হচ্ছে, পাস্কায় খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে। কিন্তু বর্তমান বিধান অনুসারে খামির ও খামির ব্যবহৃত কোন খাদ্যদ্রব্য পাস্কায় ঘরে রাখা যাবে না এবং খামিরযুক্ত খাবারের জন্য যেসব পাত্র, বাসন-কোশন ব্যবহার করা হয়েছে তা পাস্কায় ব্যবহার করা যাবে না। এই সকল বিধানই ইহুদির পারিপার্শ্বিকতা থেকে তাকে ভিন্ন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছে।

কাশরুত কতজন পালন করেন?: Orthodox ও Conservative ইহুদিগণ ধর্মীয় বাধ্যতা হিসেবে কাশরুত পালন করেন। তারা মনে করেন, ইহুদিধর্মের অন্যতম প্রধান অনুশাসন কাশরুত প্রত্যেক ইহুদিকে পালন করতে হবে, এবং কাশরুত ইহুদিত্বের প্রতীক। উল্লেখ্য, Orthodox ও Conservative ইহুদিগণ মূলধারার ইহুদি বলে বিবেচিত। তাদের মিলিত সংখ্যা বিশ্বের ইহুদি জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ।

Reform ও Reconstructionist ইহুদিগণ মনে করেন কাশরুতের বিধানাবলি একসময় ইহুদিদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকলেও এখন তা নয়। Reform ইহুদিগণ নীতিগতভাবে কাশরুতের বিরোধী। তারা মনে করেন, মান্ধাতা আমলের এই সকল বিধানের বাস্তব কোন উপযোগিতা নেই। বরং কাশরুতের বিধান ইহুদিদের তাদের প্রতিবেশী বৃহত্তর সমাজে একীভুত হওয়ার প্রধান বাধা। কাশরুতের বিধি কে কতটা পালন করবে তা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার। তবে অত্যন্ত শিথিলভাবে হলেও কাশরুত পালনের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে পবিত্রতা আনা যেতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। অপরদিকে Reconstructionist ইহুদিগণ কাশরুতকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইহুদিদের মধ্যে অনেকেই কাশরুতের সম্পূর্ণ বিধান পালন না করেও কাশরুতের কিছু কিছু বিধান পালন করে থাকেন। যেমন, অধিকাংশ ইহুদিই শুকরের মাংস অথবা চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদির মত shell fish খাওয়া পরিহার করেন। আবার কেউ কেউ মাংসের সাথে দুধ বা দুধ দিয়ে তৈরি খাবার খান না। কেউ বাসায় হয়ত কিছু কিছু কাশরুতের বিধান পালনের চেষ্টা করেন, কিন্তু বাইরে অ-কোশের রেস্টুরেন্টে খাওয়ায় কোন সমস্যা দেখেন না।

এক জরিপে দেখা যায় যে, আমেরিকান ইহুদিদের মধ্যে প্রায় ১৬ শতাংশ কাশরুত পালন করে থাকেন। উল্লেখ্য, ইসরায়েল রাষ্ট্রে যত সংখ্যক ইহুদি বাস করে তার চেয়ে

বেশি সংখ্যক ইহুদি বাস করে যুক্তরাষ্ট্রে। ইহুদিরাষ্ট্র ইসরায়েলের ইহুদিগণ কাশরুত কতটা মেনে চলেন তার কোন জরিপ ইদানিং হয়নি। জেরুজালেম সেন্টার ফর পাবলিক এফেয়ার্স পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, ইসরায়েলি ইহুদিদের মধ্যে মাত্র ২০% ইহুদি নিজদের ধার্মিক ইহুদি মনে করেন। Guttman Institute of Applied Social Research কর্তৃক ১৯৯৩ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, বাড়িতে কোন না কোন প্রকার কাশরুত পালন করেন ৬৯%, এবং ৬৩% ইহুদি শুকরের মাংস অথবা নিষিদ্ধ shell fish (যথা চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, ইত্যাদি) কখনো খান না। সার্বিকভাবে এবং সর্বদা কাশরুত পালনকারী ইসরায়েলি ইহুদিদের সংখ্যা অবশ্য এই জরিপে নিরূপণ করা হয়নি। সার্বিকভাবে কাশরুত পালনকারী ইহুদিদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে Ultraorthodox ও Orthodox ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা, কারণ অন্যান্য মতবাদের ইহুদিগণ কাশরুত হয় একেবারেই মানেন না অথবা আংশিককভাবে পালনীয় মনে করেন। Israel Central Bureau of Statistics কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ইসরায়েলি ইহুদিগণের মধ্যে ৮% নিজকে Ultraorthodox এবং ১২% নিজকে Orthodox ইহুদি বলে দাবি করেন। এই বিশ্লেষণ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, সার্বিকভাবে কাশরুত পালনকারী ইসরায়েলি ইহুদিদের সংখ্যা ২০% এর বেশি হবে না। যুক্তরাষ্ট্রে কোশের খাদ্যদ্রব্যের ক্রেতার মধ্যে মাত্র ২০% ইহুদি ক্রেতা। ৮০% ই অ-ইহুদি ক্রেতায়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম ও হিন্দু ক্রেতাআছেন। অ-ইহুদি কোশের দ্রব্যের ক্রেতাগণ সাধারণত কোশের প্রত্যয়নকৃত খাদ্যদ্রব্যকে স্বাস্থ্যকর মনে করেন। কঠোরভাবে নিরামিষভোজীগণ কোশের নিরামিষ খাদ্যকে যে কোন প্রকার জৈব-উপাদানবর্জিত খাদ্যের নিশ্চয়তা আশা করেন। যাদের দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের এলার্জি আছে তারাও কোশের খাদ্যগ্রহণে নিরাপদ বোধ করেন। Kosher-parve নামাঙ্কিত যে কোন খাদ্য প্যাকেজে মাংস, জৈবিক অথবা দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত কোন উপাদান না থাকার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। যদিও সেখানে মাছ বা ডিম থাকতে পারে।

খ্রিস্টানদের খাদ্য-বিধান: ইহুদি এবং খ্রিস্টানধর্ম মূলত একই উৎস হতে নির্গত হয়েছে। একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। প্রথমদিকে যীশু খ্রিস্টকে ইহুদিধর্মের একটা নতুন মতবাদের প্রবক্তা ধরে নেওয়া হয়েছিল। ইহুদিধর্মের অনুশাসন শুধুমাত্র ইসরায়েল বংশোদ্ভূতদের জন্য প্রযোজ্য এই ধারণা বাতিল করে খ্রিস্টের অনুসারীগণ যখন অ-ইহুদিগণকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভের যোগ্য ঘোষণা করেন এবং দলে দলে তাদেরকে নতুন মতবাদের আওতায় নিয়ে আসেন তখনই এই মতবাদ একটা নতুন ধর্মের রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ইহুদিধর্মের খাদ্য-বিধান নতুন মতবাদের অনুসারীগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যানে পুরাতন ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থানের অন্যতম প্রধান প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

খাদ্য বিষয়ে খ্রিস্টীয়দের কোন বিধান নেই বলা চলে। যীশু বলেছেন, 'মানুষের বাইরে এমন কিছু নেই যা তার ভিতরে গিয়ে তাকে কলুষিত করতে পারে, কিন্তু যা কিছু মানুষ থেকে বের হয়, সেই সবই মানুষকে কলুষিত করবে।' (Mark 7:15) মানুষের কথা,

কর্ম যার সব কিছুই মানুষের অন্তর থেকে নির্গত হয় তাই মানুষকে কলুষিত করতে পারে। বাইরে থেকে মানুষের ভেতরে যা যায় অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় তা মানুষকে কলুষিত করতে পারে না। খাদ্যে কোন পবিত্রতা বা অপবিত্রতা নেই। সকলই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের সৃষ্টি সবকিছুই পবিত্র। খাদ্য নিয়ে ইহুদি ধর্মে যে বিধান রয়েছে তা বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। 'কেননা ঈশ্বরের রাজ্য পানাহারের ব্যাপার নয়, বরং এমন ধর্মময়তা, শান্তি ও আনন্দ, যা পবিত্র আত্মারই দান।' (Romans 14:17) মানুষ কি খেল, না খেল তাতে ঈশ্বরের কিছুই এসে যায় না। সব কিছুকেই ঈশ্বরের দান হিসেবে কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। তাই মানুষ যা কিছুই খাবে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেই তার দায়িত্ব পালন করা হবে।

প্রতিবেশীকে নিজের মতই ভালবাসা খ্রিস্টধর্মের অন্যতম মূল বাণী। প্রতিবেশীর খাদ্যকে ঘৃণা করে প্রতিবেশীকে ভালবাসা যায় না। তাই প্রতিবেশী যা খাবে তা একজন খ্রিস্টানের খেতে বাধা নেই। 'অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ তোমাদের নিমন্ত্রণ করলে, যা কিছু তোমাদের সামনে পরিবেশন করা হয়, বিবেকের খাতিরে সন্দেহ না রেখেই তা খাও।' (1 Cornithians 10:27) বিভিন্ন মতাবলম্বী অধিকাংশ খ্রিস্টান খাদ্যের ব্যাপারে বাছ-বিচার করেন না, তবে অনেক ক্ষেত্রেই খ্রিস্টানগণ যে এলাকায় বাস করেন সেই এলাকার ঐতিহ্যগত খাদ্যাভ্যাসের বিধি-বিধান মেনে চলেন। যেমন ইথিওপিয়ান Orthodox খ্রিস্টানগণ শুকরের মাংস অথবা shell fish পরিহার করেন। কোন কোন মতাবলম্বী খ্রিস্টানগণ সপ্তাহের বিশেষ দিনে মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। মরমন খ্রিস্টানরা শুকরের মাংস, মদ্য, এমনকি চা পান থেকে বিরত থাকেন।

সনাতন ধর্মে খাদ্য বিধান: বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন হিন্দুধর্মে বেশ বিস্তারিত খাদ্য-বিধান আছে। ঈশ্বরের প্রকৃত সেবা ও আলোকিত জীবন লাভের জন্য আহারে পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য বলে হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন। সাত্ত্বিক খাদ্য যথা, শস্যদানা, শাক-সব্জী, ফলমূল, বীজ-বাদাম, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত আহার গ্রহণ ও আহার গ্রহণে সংযমের মাধ্যমে মানুষ আত্মার পবিত্রতা, দীর্ঘজীবন, উৎফুল্ল হৃদয়, শক্তি, স্বাস্থ্য, সুখ ও আনন্দ লাভ করতে পারে। ভাল ও পবিত্র খাদ্যগ্রহণ মোক্ষ লাভে (পুনর্জন্ম-চক্র হতে মুক্তি লাভ) সহায়ক। পূজা-অর্চনায় খাদ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গিত খাদ্য (প্রসাদ) গ্রহণে দেহ, মন ও আত্মার শুদ্ধি হয়। 'কেউ যদি ভালবেসে ও ভক্তির সাথে একটি পাতা, একটি ফুল বা একটি ফল আমাকে উৎসর্গ করে, আমি তা গ্রহণ করব।' (ভগবত গীতা ৯:২৬) খাদ্যের ব্যাপারে ঈশ্বরও উদাসীন নন।

ঐতিহ্যগতভাবে খাদ্য বিধানের নিয়ন্ত্রণ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক। সামাজিক মাপকাঠিতে যাদের অবস্থান যত নিচে খাদ্য গ্রহণের বিধি-নিষেধ তাদের জন্য তত শিথিল। হিন্দুদের মধ্যে সর্বনিম্ন সামাজিক স্তরে যারা আছেন, যারা চার বর্ণ যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন বর্ণেরই সদস্য নন, একেবারেই অস্পৃর্শ বা গোত্রহীন, যেমন চামার, ঋষি, মেথর সম্প্রদায়ের জন্য খদ্যের কোনো বিধান নেই। তারা মৃত পশু

থেকে শুরু করে কুকুর, ইদুরসহ যে কোন জীবজন্তুর মাংস খেতে পারেন। এই ব্যবস্থার পেছনের দর্শন হচ্ছে, যে সম্প্রদায় ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকটবর্তী তাদের জন্য খাদ্য-বিধান ততটা নিয়ন্ত্রণমূলক। ব্রাহ্মণগণের অবস্থান ঈশ্বরের সবচেয়ে নিকটে এবং মোক্ষ লাভ তাদের জন্য সবচেয়ে সহজ। খাদ্য-বিধান তাই তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। ইহুদিদের খাদ্য-বিধান অনুরূপ দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

ইসলামি খাদ্য-বিধান: অন্যান্য ইসলামি বিধানের মতো খাদ্য-বিধান এর উৎস কোরান ও হাদিস। কোরানে কিছু কিছু খাদ্যকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। হারাম ইসলামের সর্বোচ্চ নিষেধাজ্ঞা যা অমান্য করা পাপ। খাদ্যগ্রহণে পবিত্রতা পালনে কোরানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোরানে বিভিন্ন আয়াতে খাদ্য সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। সূরা আল-মায়িদার ৩ নং আয়াতে নিষিদ্ধ খাদ্যের বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই আয়াতে যে সমস্ত খাদ্য হারাম করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের মাংস, আলস্নাহ ব্যতীত অপর কারো নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু। এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ্‌র নামে জবেহকৃত জন্তু ব্যতীত প্রাকৃতিকভাবে মৃত জন্তুসহ অন্য যে কোন উপায়ে নিহত জন্তুকে খাদ্য হিসেবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু হিংস্র পশুতে খাওয়াসহ অন্যান্য হালাল পশুর মৃত্যুর পূর্বে যদি যথাযথভাবে জবাই করা যায় তাহলে এইরূপ হালাল জন্তু হারাম হবে না, 'হে মুমিনগন মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর—যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।' (আল-কোরআন ৫:৯০) সুতরাং মদও হারামের তালিকায় আল্লাহ্‌ই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌তালা যেখানেই হারাম খাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেই এটাও উল্লেখ করেছেন যে, কেউ যদি অনন্যোপায় হয়ে জীবন রক্ষার তাগিদে ঐসকল হারাম বস্তু আহার করে তাহলে তার পাপ হবে না। '...কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তাহার কোন পাপ হইবে না।...' অনুরূপ ছাড় উল্লেখ করা হয়েছে সূরা বাকারার ১৭৩, সূরা মায়িদার ৩, সূরা আন্ আম ১৪৫, সূরা নাহল-এর ১১৫ নং আয়াতে। আল্লাহ্ যে সকল খাদ্য হারাম ঘোষণা করেছেন, জীবন রক্ষার জন্য তা আহার করা অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ খাদ্যের ক্ষেত্রে কোন বস্তুই চূড়ান্তভাবে হারাম নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে হারাম ঘোষিত খাদ্যগ্রহণ যেমন শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, তেমনি বিশেষ পরিস্থিতিতে হালাল খাদ্যও হারাম করা হয়েছে। যেমন, যাদের উপর রোজা রাখা ফরজ তাদের জন্য রমজান মাসে দিনের বেলা হালাল খাবারও হারাম বিবেচিত হয়। আবার হালাল পশু-পাখি শরিয়ত মোতাবেক জবাই করা না হলে তা হারামে পরিণত হয়। সুতরাং খাদ্যের হারাম ও হালাল বস্তু সবসময়ই হারাম বা হালাল নয়।

'হে মু'মিনগণ তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে যাহা তোমাদের নিকট বর্ণিত হইতেছে তাহা ব্যতীত চতুষ্পদ আন'আম তোমাদের জন্য হালাল করা হইল।' (সূরা আন'আম ৫:১)

উল্লেখ্য, আন'আম (Cattle) এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তু উট, গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ, নীল গাই, মহিষ ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া ও গাধা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।[২]

খাদ্য হারাম ও হালাল প্রসঙ্গে কোরানে কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার ভিত্তিতে খাদ্যবস্তু সম্পর্কিত বিধানের কিছু দিক-নির্দেশনা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে কোরানে সরাসরিভাবে নিষিদ্ধ খাদ্যের বাইরে অন্যান্য কিছু খাদ্য রয়েছে যার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষের সহজাত মূল্যবোধ প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যে শব্দগুলি সামনে এসেছে সেগুলি হল ভাল, পবিত্র, অপবিত্র, বৈধ, অবৈধ।[৩] কোন কার্যকলাপ বিষয়ে এই বিশেষণগুলির প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে বহুবিধ সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় মাপকাঠি আছে। কিন্তু খাদ্য বিষয়ে এই বিশেষণগুলি প্রয়োগের সর্বজনবিদিত মাপকাঠি নেই। কোরান-হাদিসেও খাদ্য প্রসঙ্গে এই বিশেষণগুলি কোন কোন খাদ্যে প্রযোজ্য তার বিস্তারিত নির্ঘন্ট নেই। তাই কোরান ও হাদিসে হারাম খাদ্যের তালিকা ও শ্রেণিভুক্তির বাইরের খাদ্য বস্তুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐ সকল খাদ্যের অঞ্চলবিশেষে প্রাপ্যতা, সামাজিক ঐতিহ্য ও গ্রহণযোগ্যতা, স্বাস্থ্যগত কারণ, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির আলোকে গ্রহণ ও বর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের সিদ্ধান্ত বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে আত্মমুখীপ্রবণ হয়ে থাকে তাই স্থান-কাল পাত্র ভেদে এর বিভিন্নতা থাকতে পারে।

এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। একদিন হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর সামনে একটি ভুনা গুঁইসাপ জাতীয় প্রাণীর মাংস পরিবেশন করা হলে তিনি যখন পরিবেশিত খাদ্যের পরিচয় জানতে পারলেন তখন তিনি তা খেলেন না, 'খালিদ ইবনে ওয়ালিদ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! গুঁই সাপ খাওয়া কি অবৈধ (হারাম)?' তিনি বললেন, 'না', কিন্তু যেহেতু এটি আমাদের এলাকায় নেই, তাই এটি খাওয়া আমি পছন্দ করি না।'[৪] হালাল ও হারাম পশু বিষয়ে কোরানে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকলেও পাখির বিষয়ে সেরূপ নির্দেশনা নেই। শিকারি পশু ও পাখি যা কিছু শিকার করে আনে তা হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। এ বিষয়ে শর্ত হল শিকারি পশু ও পাখিকে শিকার ধরে নিয়ে আসা শিখাতে হবে এবং যখন শিকার ধরার জন্য শিকারি পাখি ও পশু ছেড়ে দেওয়া হবে তখন আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ছাড়তে হবে।[৫]

জলজ প্রাণীর বিষয়ে কোরানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে, তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য।' (সূরা মায়িদা ৫:৯৬) কোরান শরীফের এই আয়াত থেকে ধারণা হতে পারে যে, সমুদ্রের সকল প্রাণীই হালাল। কিন্তু এ বিষয়ে ইসলাম ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে গভীর মতভেদ আছে। সেটা পরে আলোচনা করা হবে।

ফলমূল, শাকসবজি ও শস্য-দানা বিষয়ে কোরানের বাণী সুস্পষ্ট। '...আমি উৎপন্ন করি শস্য, দ্রাক্ষা, শাকসবজি, যায়তুন ও খর্জুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল ও গবাদি

খাদ্য, ইহা তোমাদের ও তোমোদের আন আমের ভোগের জন্য।' (সূরা আবাসা ৮০:২৭-৩২) ভূমিতে উৎপন্ন বস্তু আহারের ব্যাপারে কোরান বা হাদিসে কোন বাধা-নিষেধ নেই। মানুষ যা খেতে পারে, যা খেলে কোন অনিষ্ট হয় না এবং ঐতিহ্যগভাবে অঞ্চলবিশেষের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য তা খেতে কোন বাধা নেই। তবে, ভূমিতে উৎপন্ন শস্য ও ফল হতে প্রস্তুত করা মদ বা নেশা সৃষ্টিকারী কোন দ্রব্য আহার বা পান করা অনুমোদিত নয়।

হালাল-হারাম কেন?: খাদ্য বিষয়ে হালাল-হারাম বিধান আল্লাহ্ কেন করেছেন তা সবক্ষেত্রে পরিষ্কার করে বলেননি। তবে একটি ক্ষেত্রে কোরানে এর সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। 'আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম এবং গরু ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম, তবে এই গুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থি সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম।' (সূরা আন'আম ৬:১৪৬) উল্লেখ্য, সাইনাই পর্বতে হযরত মূসা (আ.) কে ঈশ্বর তৌরিদ প্রদানের পূর্ব পযর্ন্ত মৃত প্রাণী ও রক্ত ব্যতীত খাদ্য হিসেবে অন্য কোন প্রাণী বা বস্তুর উপর ঐশ্বরীক কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। আল্লাহ্ ইহুদিদের অবাধ্যতার শাস্তি হিসেবে বিবেচ্য খাদ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। অবশ্য নখরযুক্ত হিংস্র প্রাণী খাদ্য হিসেবে মুসলমানদের জন্যও হারাম।

মুমিনগণের খাদ্য তালিকায় অপবিত্র থেকে পবিত্র এবং মন্দ থেকে ভাল খাদ্যকে পৃথক করা, পৌত্তলিকতার আচার, নৈবেদ্য, বিসর্জন সংশ্লিষ্ট খাদ্য থেকে মুসলমানগণের দূরে রাখা খাদ্য-বিধানের প্রধান দৃশ্যমান ফল। এছাড়া এই বিধানের ফলে মুসলমানদের একটা স্বকীয়তা প্রকাশ পায় যার মাধ্যমে পৌত্তলিকতার অনুসারীদের সাথে সামাজিক সম্পর্কের একটা সীমানা রচিত হয়।

হাদীস ও সুন্নাহ্: মুসলমানদের জন্য কোরানে যে খাদ্য-বিধান দেওয়া আছে তার সাথে হাদীস ও সুন্নাহ্ পরিপূরকের কাজ করে। এ বিষয়ে রাসুলের ভূমিকা স্পষ্ট। ' তিনি... তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তু হারাম করেন...।' (সূরা আল আ'রাফ ৭:১৫৭) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে হযরত মুহাম্মদ (দ.) বিভিন্ন নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ও উদাহরণের মাধ্যমে ইসলামি খাদ্য-বিধানের পূর্ণতা দান করেছেন।

'আমি ইয়াহুদীদের জন্য নখরযুক্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম' (সূরা আন'আম ৬:১৪৬)। ইহুদিদের জন্য আল্লাহ্ যে পশু হারাম করেছিলেন তা মুসলমানদের জন্যও হারাম রয়ে গেছে। হযরত আবু স'লাবা-এর বরাতে বুখারী শরীফে বলা হয় যে, আল্লাহ্র রাসুল লম্বা তীক্ষ্ণদাত (বিষদাত) বিশিষ্ট প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষেধ করেছেন (সহী বুখারী ৬৭-৪৩৮)। এর ফলে সকল হিংস্র পশু, যেমন বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতি, শৃগাল ইত্যাদিসহ সকল শিকারি পশু–কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে, শাপ, কুমির, টিকটিকি ইত্যাদি সরীসৃপ প্রাণী নিষিদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সকল মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়াই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'হযরত জাবির ইবনে আব্দুলস্নাহ্ (রা.) বর্ণিত, খায়বারের

দিনে নবী করীম গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আর ঘোড়ার গোশতের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।' (হাদিস ১৪৮৯, বোখারী শরীফ) কিন্তু গাধা ও ঘোড়ার মাংস খাওয়া হানাফি মতবাদ অনুসারে নিষিদ্ধ। এই মতবাদের ভিত্তি কোরানের একটি আয়াত, যাতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ...।' (সূরা নাহ্‌ল ১৬:৮) আল্লাহ্ যে সকল চতুস্পদ প্রাণীকে মানুষের আহার হিসেবে সৃষ্টি করেছেন তার তালিকা কোরআনের এই সূরায় এবং অন্যত্র দিয়েছেন। ঘোড়া ও গাধাকে ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বরং আল্লাহ কি উদ্দেশ্য এ প্রাণীগুলি সৃষ্টি করেছেন তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। তাই এই প্রাণীগুলি খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধের তালিকায় গণ্য করা অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (দ.) গৃহপালিত গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন কিন্তু বন্যগাধার মাংস খাওয়াতে তার সম্মতি ছিল এবং খায়বার যুদ্ধের সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘোড়ার মাংস খেতে অনুমতি দিয়েছিলেন তাই এই বিষয়ে উভয় মতবাদই সমান গ্রহণযোগ্য।

যে কোন প্রকার শিকারি ও মাংসাশী পশু খাওয়া কোরানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের সাদৃশে সকল শিকারি পাখির মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। কীটপতঙ্গের মধ্যে একমাত্র পঙ্গপাল ব্যতীত সকল কীটপতঙ্গ এবং ভূমিতে যে সকল প্রাণী হামাগুড়ি দিয়ে অথবা পেটের উপর ভর দিয়ে চলাচল করে ঐ সকল প্রাণীও হাদিস ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে নিষিদ্ধ হয়েছে।

জলজ প্রাণীর বিষয়ে বেশ কিছু জটিলতা আছে। কোরানে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। 'And He it is Who has constrained the sea to be of service that you eat fresh meat thence..' অর্থাৎ তিনিই সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মাংস আহার করিতে পার।' (সূরা নাহ্‌ল ১৬:১৪) বর্তমানে উদ্ধৃত কোরানের আয়াত এবং ইতিপূর্বে উদ্ধৃত সূরা মায়িদা এর ৯৬ নং আয়াত হতে ধরে নেওয়া হয় যে, সমুদ্রের সকল প্রাণীই হালাল।

ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর অনুসারীগণ সূরা মায়িদার ৯৬ নং আয়াতের অর্থ 'সমুদ্রের শিকার'-এর পরিবর্তে 'সমুদ্রে শিকার' গ্রহণ করে থাকেন। আয়াতটির পরবর্তী অংশে ইহরাম (হজ্ব বা উমরাহ পালনের জন্য নির্দ্ধারিত বিশেষ পোশাক) ধারণ করা অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই অংশের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে প্রথম অংশের অর্থ করা হয়েছে। মুহরীম (ইহরাম পরিহিত) অবস্থায় সমূদ্রে শিকার হালাল করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর অনুসারীগণ মনে করেন, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে মুহরীম অবস্থায় সমুদ্রে শিকার, অর্থাৎ জলজ প্রাণী শিকার করা হালাল। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের প্রাণী শিকার করা হারাম। অবশ্য অন্যান্য মাজহাবের অনুসারীগণ এতে দ্বিমত পোষণ করেন।

হানাফি মাজহাবের এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদিস উল্লেখ করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে, 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী ও দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে; মাছ

ও পঙ্গপাল এবং কলিজা ও প্লীহার রক্ত।' (বাইহাকি ১/২৫৪) যেহেতু এখানে জলজপ্রাণীর মধ্যে শুধুই মাছের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাই হানাফি মাজহাব জলজ প্রাণীর মধ্যে শুধু মাছকেই হালাল হিসেবে গ্রহণ করে। অপর সকল জলজ প্রাণীকে হারাম মনে করা হয়। এর বিপরীতে হাদিস রয়েছে, 'সমুদ্র যা কিছু তীরের কাছে ফেলে অথবা জোয়ার ভাটায় রেখে যায় তা তোমরা খেতে পার' (সুনাল আবু দাউদ ৩৮০৯)। আরেকটি হাদিস হচ্ছে, 'ইহার (সমুদ্রের) পানি পবিত্র এবং ইহার মৃত প্রাণী হালাল।' এখানে মৃত প্রাণী বলা হয়েছে, যা সমুদ্রের সকল প্রাণীকেই বুঝায়, শুধু মাছ বুঝায় না। আরেকটি হাদিস হচ্ছে, 'সমুদ্রের সকল প্রাণীই মাসবুহ' (বুখারী)। অর্থাৎ সমুদ্রের সকল প্রাণীই জবেহ্কৃত' (আল্লাহই জবেহ্ করেছেন)। এখানেও পৃথকভাবে মাছের কথা বলা হয়নি। জবেহ্ করা হয় আল্লাহর নামে পশু-পাখির মাংস আহার করার উদ্দেশ্যে। সমুদ্রের সকল প্রাণীই যদি আল্লাহ্তালা কতৃক জবেহ্কৃত হয় তাহলে তা মানুষের খাবার উদ্দেশ্যেই হবে। তাই সমুদ্রের সকল প্রাণীকেই মুসলমানদের খাবারযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

সাফী মাজহাব অবশ্য সাধারণভাবে সমুদ্রের সকল প্রাণীকেই হালাল গণ্য করে। তবে এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমআছে বলে তারা মনে করেন। ভূ-পৃষ্ঠের যেসকল প্রাণী হারাম হিসেবে গণ্য করা হয় তাদের সমনামের জলজ প্রাণীকে তারা হারাম মনে করেন। যেমন সমুদ্রের কুকুর (sea dog), সমুদ্রের সিংহ (sea lion), সমুদ্রের ঘোড়া (sea horse), সমুদ্রের শুকর (sea pig) ইত্যাদি।

মাছের সংজ্ঞা: ইসলামের সকল মাজহাবই মাছকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করে, যদিও কোরান বা হাদিসে নির্দিষ্টভাবে মাছকে হালাল ঘোষণা করা হয়নি অথবা মাছের সংজ্ঞাও দেওয়া হয়নি। কোন্ কোন্ সামুদ্রিক প্রাণীকে মাছ হিসেবে গণ্য করা হবে তার ইঙ্গিতও কোরানে বা হাদিসে নেই। ইহুদিদের জন্য তৌরিদে কোশের খাদ্য হিসেবে শুধু আঁশ ও পাখনাযুক্ত মাছকে নির্দেশ করা হয়েছে। কোরান ও হাদিসে নির্দিষ্ট করে হালাল মাছের কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় মাছের একটি সর্বসম্মত সংজ্ঞা থাকা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামি ফকি্হ্দের মধ্যে এবিষয়ে ঐকমত্য নেই, এমনকি বিজ্ঞানীদের মধ্যেও নেই।

Oxford Dictionary তে মাছের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছে, 'A limbless cold-blooded vertebrate animal with gills and fins living wholly in water' অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে জলে বাসকারী অঙ্গবিহীন ঠাণ্ডা রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণী যার ডানা ও ফুলকা আছে। American Heritage Dictionary মাছকে এভাবে বর্ণনা করেছে, 'Any of the numerous cold-blooded acquatic vertebrates of the super class pisces, characteristically having fins, gills and a streamlined body' অর্থাৎ মীন অধিশ্রেণির অসংখ্য ঠাণ্ডা রক্তের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে যে কোন প্রাণী যার বৈশিষ্ট্যগতভাবে ডানা, ফুলকা ও ক্রমসংকীর্ণদেহ আছে। মাছের একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হল, 'The term fish most precisely describes any non tetrapod

craniate (i e animal with a skull and in most cases a back-bone) that has gills throughout life and whose limbs, if any, are in the shape of fins.'[৬] অর্থাৎ সবচেয়ে সম্যকভাবে মাছ শব্দটি বুঝায় খুলিবিশিষ্ট এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট অচতুষ্পদপ্রাণী যার আজীবন ফুলকা থাকে এবং যদি কোন অঙ্গ থাকে তাহলে তা থাকে ডানা আকারে।

উপরোল্লিখিত মাছের তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে বেশ কিছু অমিল রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সংজ্ঞাটির মধ্যে একটি বিষয়ে অমিল রয়েছে। প্রথমটিতে আকৃতি বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মাছের আকৃতি ক্রমশ সংকীর্ণ দেহের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পাত্র থেকে পানি ঢালা হলে পানির ধারাটি যেমন নিচের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে আসে, মাছের আকৃতি হবে সেরকম। তৃতীয় সংজ্ঞাটিতে আগের দুটি সংজ্ঞা হতে ব্যাপকতর পার্থক্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মাছের প্রথমত, চার পা থাকবে না; দ্বিতীয়ত, মাছের মাথায় খুলি থাকতে হবে; তৃতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে মাছের মেরুদণ্ড নাও থাকতে পারে; এবং ফুলকা জীবনের একটি অংশের পরিবর্তে তা সারা জীবন থাকতে হবে। এই সংজ্ঞায় মাছকে শুধু জলজ প্রাণী হতে হবে তাও বলা হয়নি।

মাছের প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও বিতর্কে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মাছের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে ঐকমত্য নেই তা দেখানোই আমাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং জলজ প্রাণীর মধ্যে শুধু মাছকে হালাল ধরে নিলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। জলজ কোন্ প্রাণী মাছ এবং কোন্ প্রাণী মাছ নয় সে বিষয়ে বিতর্ক থেকে যাবে। তাছাড়া বাংলাসহ অনেক ভাষায়ই অধিকাংশ জলজ প্রাণীই সাধারণত মাছ নামে পরিচিত, যেমন চিংড়ি মাছ, তিমি মাছ, ইত্যাদি যদিও এগুলি মাছ নয়।

আল-আনবার: এই প্রসঙ্গে আরেকটি হাদিস উল্লেখ না করলে অনেকের কাছেই বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যাবে। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসুল (দ.) আমাদের ৩০০ জনকে আল-খাবাত অভিযানে পাঠালেন এবং আবু উবায়দাকে সেনাপতি নিয়োগ করলেন। আমরা কোরাইশদের কাফেলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমরা প্রচণ্ড রকম খাদ্যাভাবে ভুগছিলাম। সমুদ্র একটি মৃত মাছ তীরে নিক্ষেপ করল সে রকম মাছ আমরা কোনদিন দেখিনি। এটা একটা ছোট্ট পর্বতের মত ছিল। আমরা এটাকে অর্ধেক মাস ধরে খেলাম এবং এর চর্বি আমাদের গায়ে মাখলাম যতদিন না আমরা আমাদের পূর্ব শক্তি ফিরে পেলাম। এটার নাম দেওয়া হয়েছিল আল-আনবার। আবু উবাইদা এটার একটা পাঁজরের হাড় নিয়ে মাটিতে গাঁথলেন এবং একজন ঘোড়সওয়ারকে তার নীচ দিয়ে যেতে বললেন এবং সে (তার মাথা) হাড়টি না ছুয়ে পার হয়ে গেল। আমরা যখন মদীনায় পৌছালাম তখন আল্লাহ্‌র রাসুলকে আমরা এটা জানালাম। তিনি বললেন, 'এটা তোমরা খাও, কারণ আল্লাহ্ তোমাদের খাবার হিসেবে এটা তোমাদের দিয়েছেন, এর কিছুটা যদি থাকে তা আমাদের খাওয়াও।' আল্লাহ্‌র রাসুলকে তার একটি অংশ দেওয়া হলে তিনি তা খেলেন। (সহি বুখারী ৫৫:৬৪৬,৬৪৭,৬৪৮)

এই হাদিসে যে মাছটির উল্লেখ করা হয়েছে তা কী মাছ ছিল আমরা জানি না। তবে এটা তিমি মাছ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ, হাঙ্গর মাছের একটি প্রজাতি যা তিমি হাঙর (Whale Shark) নামে পরিচিত সেটির সর্বোচ্চ ওজন ১০টন হতে পারে বলে বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা করে থাকেন। হাঙর মাছই মৎস প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণী। কিন্তু হাঙর মাছের খাঁচার হাড় কখনো এত বড় হবে না যে তার ভিতর দিয়ে অনায়াসে একজন ঘোড়সওয়ার পার হয়ে যেতে পারে। অপরদিকে একটা পরিণত বয়সের নীল তিমি মাছের ওজন ১৭১টন রেকর্ড করা হয়েছে। যদি সেটা তিমি 'মাছ' হয়ে থাকে তাহলে সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বলা যায় যে সমুদ্রের মাছ ছাড়াও সমুদ্রের অন্য অন্তত একটি প্রাণী হালাল তা হল তিমি।

মাছের সংজ্ঞা অনুসারে তিমি কোন মাছ নয়। এটি একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী। এটার আঁশ নেই, ফুলকা নেই। অন্যান্য মাছের মত এটা পানি থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে না। বরং আমাদের মত বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে থাকে। তিমি বাচ্চা প্রসব করে আর মাছ ডিম থেকে বাচ্চা দেয়। তিমির চামড়া মসৃণ ও সুক্ষ্ম লোম আবৃত, অপরদিকে মাছের আঁশ থাকতে পারে। কিন্তু লোম নেই। সর্বোপরি, মাছ ঠাণ্ডা রক্তের জীব আর তিমি উষ্ণ রক্তের জীব।

সূরা মায়িদার ৯৬ নং আয়াত ও সূরা নাহ্ল এর ১৪ নং আয়াত এবং বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নাহ্র প্রেক্ষিতে ধারণা করা যায় যে সমুদ্রের মাছ ব্যতীত অন্যসকল প্রাণীই হারাম নয়।

'হালাল ও হারাম স্পষ্ট। এ দু'টির মাঝে কিছু সন্দেহজনক রয়েছে যা সম্পর্কে অনেকেরই জানা নেই। সন্দেহজনক থেকে নিজকে রক্ষা করে সে তার ধর্ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করে।' (বুখারী ৯:২৮ এবং মুসলিম ৫:৫০) এই হাদিস থেকেই প্রতীয়মান হয় যে হালাল ও হারামের মাঝে অবস্থানকারী খাদ্যবস্তু পরিহার করা মঙ্গলজনক, তবে তা অবশ্য করণীয় নয়।

জাবিহা: হালাল পশু ও পাখির যথাযথভাবে জবেহ করা না হলে এদের মাংস খাদ্য হিসেবে হালাল গণ্য করা হয় না। জাবিহা হালালের প্রধান ও প্রথম শর্ত হল, জবাই এর প্রাক্কালে অথবা জবাই চলা কালে আল্লাহ্র নাম নিতে হবে। সাধারণত 'বিসমিল্লাহ্' অথবা 'বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, জবাইকালে রক্ত প্রবাহিত হতে হবে। আঘাতে রক্ত প্রবাহিত না হয়ে পশু বা পাখির মৃত্যু ঘটলে এরূপ পশু বা পাখি খাদ্য হিসেবে হালাল নয়।

জবাই করার জন্য কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে সে বিষয়ে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। রফি বিন খাদিজ বর্ণিত এক ঘটনায় কতিপয় মুসলমান নলখাগড়া ব্যবহার করে পশু জবাই করতে চাইলে আল্লাহ্র রাসুল তাদেরকে বললেন, 'যা কিছুতে রক্ত প্রবাহমান হবে তাই ব্যবহার কর, যেসব পশু জবাইকালে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে তা তোমরা খাও। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে না।' (বুখারী শরীফ,

১৪৭৮) ধারালো পাথরের টুকরা দিয়েও জবেহ্ করা চলে বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

যন্ত্রণা থেকে রেহাই দাও: 'আবু ইয়ালা সাহ্দ্দাদ ইবনে আউস এর বরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র রাসুল বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুতেই দক্ষতার নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব যদি তুমি হত্যা কর তা ভালভাবে কর, যদি জবেহ্ কর ভালভাবে কর। প্রত্যেকে তোমরা তোমাদের তরবারি শানিত কর এবং যে পশুকে তুমি যবেহ্ করবে তাকে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দাও।' (বুখারী শরীফ) জবাই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই হাদিসটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। জবাইকৃত পশু বা পাখির যত দ্রুত সম্ভব মৃত্যু নিশ্চিত করাই এই হাদিসের উদ্দেশ্য। ইসলামি ফকিহ্গণ ইজতিহাদের মাধ্যমে যবেহ্ প্রক্রিয়া বিষয়ে কতকগুলি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন যা অনুসরণ করলে এই হাদিসের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে:

ক. জবেহ্র প্রাণীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ না করা, যেমন টেনে হেঁচড়ে যবেহ্র স্থানে নিয়ে আসা, এর সামনে অন্য প্রাণী জবেহ্ করা, জবেহ্র উদ্দেশ্যে আনীত প্রাণীর সামনে জবেহ্র ছুরি শান দেওয়া ইত্যাদি।

খ. জবেহ্র পূর্বে বা যবেহ্র সময় জবেহ্র প্রাণী যেন ছুরির খোঁচা না লাগে বা অন্য কোনভাবে আহত না হয়।

গ. জবেহ্ করার ছুরি অত্যন্ত ধারালো হতে হবে যেন এক দ্রুত পোঁচে প্রাণীর গলার সম্মুখ ভাগের অধিকাংশ কেটে যায়। কণ্ঠনালী ও পাঁজরের হাড়ের শিরের মাঝামাঝি এমনভাবে পোঁচ দিতে হবে যেন ঘাড়ের মোটা শিরাদ্বয় ও মস্তিষ্ক হতে হৃদপিণ্ডে এবং হৃদপিণ্ড হতে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহকারী দু'টি ধমনীর অধিকাংশ অংশ কেটে যায়। এইভাবে জবাই এর ফলে মুহুর্তের মধ্যে মস্তিষ্কের সাথে হৃদপিণ্ডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণী চেতনা হারিয়ে ফেলে। এর ফলে প্রাণী অচেতন হয়ে যায় এবং নূন্যতম যন্ত্রণার মধ্যে তার মৃত্যু ঘটে। সাথে সাথে প্রাণীদেহের সর্বোচ্চ পরিমাণ রক্ত নির্গত হয়।

ঘ. জবেহ্ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, সুষুম্নাতন্ত্র ও মেরুদণ্ড রজ্জু যেন ছিন্ন না হয়ে যায়, তাহলে প্রাণীর হৃদপিণ্ড নিথর হয়ে রক্ত নির্গমন ব্যাহত হবে। ইসলামি জবেহ্ এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণীদের থেকে যতদূর সম্ভব রক্ত নিঃসরণ করা।

ঙ. জবেহ্র পর প্রাণীটিকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে তার মৃত্যু হয়েছে কিনা। কারণ, একমাত্র মৃত্যুর পরই জবেহ্কৃত পশুর মাথা ছিন্ন করা, চামড়া তুলে নেওয়া বা প্রাণীর অন্যান্য অংশ বিচ্ছিন্ন করা যাবে। প্রাণের চিহ্ন থাকা অবস্থায় কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হলে ঐ প্রাণীর মাংস হারাম হয়ে যাবে। ইবনে ওমর বর্ণিত: আল্লাহ্র রাসুল তাকে অভিসম্পাত দেন যে কোন প্রাণীর মুথলা করে অর্থাৎ প্রাণীর প্রাণ থাকা অবস্থায় তার কোন অঙ্গ বা অংশ কেটে ফেলে (বুখারী শরীফ)।

সুস্থ মস্তিষ্ক যে কোন মুসলমান পুরুষ বা মহিলা জবেহ্ করতে পারেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক কোন মুসলমান জবেহ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশের অভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, জবেহ্সংক্রান্ত নির্দেশাবলি পালন করতে সক্ষম অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানও জবেহ্ করতে পারে।

পশু-পাখি শিকার: পশু-পাখি শিকার করার সময় শুধু ঐ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে—যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। ভোতা অস্ত্র দিয়ে শিকার জব্দ করা যাবে, কিন্তু তারপর একে আল্লাহ্‌র নামে জবেহ্ করতে হবে। ধারালো অস্ত্র বা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে শিকার করা হলে শিকারকে ঐ অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার আগে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তা করতে হবে। কুকুর বা পাখি দিয়ে শিকার করার ক্ষেত্রে শিকারি কুকুর বা পাখিকে শিকার করা শিখাতে হবে। প্রশিক্ষিত কুকুর বা পাখি শিকার ধরতে পাঠানোর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর' বলে পাঠাতে হবে। শিকারি কুকুর বা পাখি শিকার ধরে যদি তার একটি অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে সেই শিকার হারাম হয়ে যাবে। হযরত আদি ইবনে হাতিম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহ্‌র রাসুল বলেন, 'তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে পাঠিয়ে থাক তাহলে ওরা যে গুলো তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা তোমরা খাও। কুকুর শিকারকে হত্যা করে ফেললেও বৈধ। তবে কুকুর যদি শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে তাহলে খাওয়া অবৈধ কেননা, তখন আমার আশঙ্কা হয়, সে শিকার নিজের উদ্দেশ্যেই ধরেছে। আর যদি তার সাথে অন্য কুকুর মিলে যায় তাহলে খাবে না' (বুখারী শরীফ, ১৪৬৫)।

হালাল উপার্জন: হালাল খাদ্যবস্তু অবৈধ উপায়ে অর্জিত হলে সেই খাদ্যবস্তু আর হালাল থাকে না। আল-কোরানে ঘোষণা করা হয়েছে, 'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না।' (২:৬৭) এখানে উপার্জনের বৈধতাকে খাদ্যবস্তুর পবিত্রতার আগে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং খাদ্য বিধানকে এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা দিয়েছে। হাদীসেও এ বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাসের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, 'মানব দেহের যে অঙ্গ প্রথম পবিত্র করতে হয় তা হ'ল পাকস্থলী। শুধুমাত্র হালাল ও বৈধ খাবার খেয়ে এটা করা সম্ভব। যে যত বেশি এটা করতে পারবে, তাঁর এবং বেহেস্তের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না' (সহী বোখারী ৮৯:২৬৬)।

ইহুদি খাদ্য-বিধানের তুলনায় ইসলাম হালাল খাদ্যবস্তুর ব্যাপ্তি বাড়িয়েছে। কিন্তু উপার্জনের বৈধতাকে খাদ্যবস্তু হালাল হওয়ার পূর্বশর্তে পরিণত করে বাস্তবতায় হালাল খাদ্যকে আরো দুর্লভ করেছে। ইহুদি ধর্মে কাশরুতের বিধান অনেকটা আচার-প্রধান ও যান্ত্রিক, ইসলাম খাদ্য-বিধানে নৈতিক মাত্রা যোগ করে পুরো বিষয়টি একটা নতুন পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

টীকা

১. যেসব ফলের রসের বোতলে 'No sugar added' লেখা থাকে সেসব ফলের রসে আঙুরের রস মিশিয়ে মিষ্টি করা হয়। সাধারণত লেবুজাতীয় অথবা ক্ষার জাতীয় ফলের রসের সাথে এরূপ মিশ্রণ করা হয়।

২. আল-কুরআনুল করীম, ইফা প্রকাশনা, টীকা ৩৪০, পৃ. ১৫৭।

৩. ক. 'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল ও পবিত্র জিনিস হালাল করা হইল' ঐ (সূরা মায়িদা ৫:৫)।

খ. 'হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়াছি তাহা হইতে আহার কর...' (সূরা আল-বাকারা ২:১৭২)।

গ. '...কেননা এইগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যাহা অবৈধ, আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে' (সূরা আল-আন'আম ৬:১৪৫)।

ঘ. 'হে রাসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হইতে আহার কর ও সৎকর্ম কর' (সূরা মু'মিনুল ২৩:৫১)।

ঙ. 'হে মানবজাতি! প্রথিবীতে যাহা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রহিয়াছে তাহা হইতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না।' (সূরা আল-বাকারা ২:১৬৮)

৪. বুখারী শরীফ, একখণ্ডে সমাপ্ত, অনুবাদ ও সংকলনঃ মাওলানা আবু তামিম ইবনে আবূ বকর, আল-হেরা প্রকাশনী, হাদিস ১৪০৪ ও ১৪০৬।

৫. আল-কোর'আন, সূরা মায়িদা, আয়াত ৪।

৬. Nelson, G.S. (2006) Fishes of the World, John Wiley & Sons, R. 6।

৪৭

Kosher কি হালাল?

'আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিষ হালাল করা হইল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাহাদের জন্য বৈধ করা হইল... ।' (সূরা মায়িদা ৫:৫) ইহুদি ও খ্রিস্টানগনকে আল্লাহ ঐশী কিতাব প্রদান করেছেন। তাই কোরানের এই বাণীর প্রেক্ষিতে নিঃশর্তভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানগণের খাদ্যদ্রব্য মুসলমানগণ গ্রহণ করতে পারেন বলে আপাত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে খ্রিস্টানদের কোন খাদ্য-বিধান নেই। তাই এমন কোন খাদ্য চিহ্নিত করা যায় না যা খ্রিস্টানদের খাদ্য হিসেবে গণ্য করা যায়। কোরানে নির্দিষ্ট করা নিষিদ্ধ খাদ্য যেমন শুকরের মাংস, স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণীর মাংস, হিংস্র পশুর মাংস, যে সকল পশু-পাখি আল্লাহ্‌র নামে জবাই করা হয়নি, মদ, নেশা সৃষ্টিকারী খাদ্য, ইত্যাদি এমন খাদ্য খ্রিস্টানগণের খেতে ধর্মীয় কোন বাধা নেই। তদুপরি পশু-পাখি ঈশ্বরের নামে জবেহ্ করার বিধানও খ্রিস্টীয় ধর্মে নেই। তাই আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে মুসলমানগণকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীমিত হয়ে গেছে। অতএব, ইসলামে হারাম ঘোষিত খাদ্যের বাইরে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক প্রস্তুতকরা অন্যান্য খাদ্যবস্তু এই আয়াতের আওতায় মুসলমানদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণে বাধা নেই বলে ধারণা করা যায়। অপরদিকে, ইহুদিদের খাদ্য একজন মুসলমানের গ্রহণ বিষয়ে এতটা সমস্যা নেই। একমাত্র মদ ও মদ্যজাতীয় অন্যান্য পানীয় ব্যতীত ইহুদি খাদ্য-বিধানের আলোকে কোশের বিবেচিত সকল পশু-পাখি ও মাছ মুসলমানদেরও হালাল তালিকায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে সকল পশু-পাখি ও জলজ প্রাণী ইসলামের বিধান অনুসারে হালাল বিবেচিত তাদের মধ্যে অনেক পশু-পাখি ও জলজ প্রাণী ইহুদি খাদ্য-বিধান অনুসারে কোশের নয়। যেমন উট, খরগোশ, বন্যগাধা, মুসলমানদের জন্য হালাল বিবেচিত কিন্তু ইহুদিদের জন্য কোশের নয়। ইহুদিদের কোশের মাছের তালিকা অত্যন্ত সংকীর্ণ। জলজ প্রাণীর মধ্যে শুধু আঁশ ও ডানাযুক্ত মাছ ইহুদিদের জন্য কোশের। তাই বলা যায়, সকল কোশের প্রাণী হালাল, কিন্তু সকল হালাল প্রাণী কোশের নয়।

ইহুদিধর্মে পশু-পাখি নির্দিষ্ট আচার অনুসারে জবেহ্ করতে হয় এবং জবেহ্র সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ উচ্চারণ করতে হয়। ইহুদি জবেহ্ এর প্রাক্কালে অথবা জবেহ্ এর সময় যে আশীর্বাদটি পাঠ করতে হয় তা এরূপ, 'পুণ্য হে প্রভু, আমাদের ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে এই..পশু/পাখী...জবেহ্ করার জন্য আজ্ঞা করেছেন।' জবেহ্ এর সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়ার যে ইসলামি বিধান আছে ইহুদি জবেহ্ প্রক্রিয়ায় সেই শর্ত পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়।

অযথা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করায় ইহুদি ধর্মে বাধা আছে। 'তোমার পরমেশ্বর প্রভুর নাম তুমি অযথা নেবে না, কারণ যে কেউ তার নাম অযথা নেয়, প্রভু তাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন না।' (Exod.20:7) এ কারণে ইহুদিগণ ঈশ্বরের নাম নেওয়ার ব্যাপারে যথাসম্ভব সাশ্রয়ী হওয়ার চেষ্টা করেন। পশু-পাখি জবাই করলে ঈশ্বরের নাম বারবার নেওয়া থেকে বিরত থাকার উদ্দেশে ইহুদি পশু জবাইকারী একাধিক পশু-পাখি একটানা জবেহ্ করার ক্ষেত্রে একবার ঈশ্বরের আশীর্বাদ পড়ে পরপর অবিরত পশু-পাখি জবাই করতে পারেন। এটা তালমুদীয় সিদ্ধান্ত। তবে শর্ত হচ্ছে, পশু-পাখি জবাই চলাকালে কোন বিরতি দেওয়া অথবা কথা বলা যাবে না। তাহলে জবেহ্ এর নির্দিষ্ট আশীর্বাদ আবার পড়তে হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সমস্যা আছে। ইসলামি শরীয়া অনুসারে, একবার 'আল্লাহু আকবর' উচ্চারণ করে পরপর একাধিক পশু-পাখি জবেহ্ করা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতেকটি প্রাণী জবেহ্ এর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্, আল্লাহু আকবর' বলতে হবে। কোরানে আল্লাহ্ যেহেতু কিতাবধারীদের খাদ্যবস্তু শর্তহীনভাবে হালাল করেছেন, তাই প্রতিটি পশু-পাখি জবেহ্ এর সময় বারবার আল্লাহ্র নাম না নেওয়ার বিষয়টি ইহুদিধর্মের প্রচলিত বিধানের প্রেক্ষিতে শিথিলযোগ্য কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে।

বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নাও: হযরত আয়িশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোক নবী করীম (সা.) কে বলল, কিছু লোক আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। আমরা জানি না পশুটি জবেহ্রের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হয়েছিল কিনা। তখন নবী করীম (সা.) বললেন, তোমরা এতে বিসমিল্লাহ্ বলে নাও এবং খেয়ে নাও।' (বুখারী শরীফ, ১৪৮১) এক টুকরা মাংস যে পশু বা পাখির অংশ সেই পশু বা পাখিটি জবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছিল কিনা তা সাধারণত জানার উপায় থাকে না, তাই কোশের হিসেবে বাজারে বিক্রয়ের জন্য রাখা হালাল পশু-পাখির মাংস এই হাদিসের আলোকে হালাল বলে গণ্য হতে পারে।

কোশের মাছ, দুধ, দুগ্ধজাত খাবার, শাকসবজি ও অন্যান্য খাবারে মদ বা মদ জাতীয় কোন উপাদান না থাকলে 'বিসমিল্লাহ্' বলে হালাল হিসেবে গ্রহণ করায় বাধা আছে বলে মনে হয় না।

৪৮

ধর্মের বিবর্তন

ইহুদিধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্মের বিধানের বিবর্তন হয়েছে। তৌরিদের মূল বিধানের সাথে ইহুদিধর্মের অনুসারীদের ধর্মচর্চার সঙ্গতি খুজে পাওয়া কঠিন। এই বিবর্তন এসেছে তৌরিদের বিধানসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে, এসেছে রাব্বাইদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

ঈশ্বর যখন মোশী ও ইসরায়েলিদের সাইনাই পর্বতে তৌরিদ দান করেন তখন এটা দুটি অংশে দেওয়া হয়। একটি অংশ লিখিত এবং অপর অংশটি মৌখিকভাবে মোশীকে দেওয়া হয়েছিল। লিখিত অংশটি রয়েছে বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে। মৌখিক তৌরিদ, শ্রুতি আকারে পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয়ে আসছিল। লিখিত তৌরিদে যা কিছুই লিখা আছে তা মৌখিক তৌরিদ দিয়ে বুঝতে হবে। পণ্ডিতগণের অভিমত, মৌখিক তৌরিদ দিয়েই লিখিত তৌরিদের অংশের প্রকৃত অর্থ উদ্‌ঘাটন সম্ভব। মৌখিক তৌরিদের লিখিত আকার হল Mishneh আবার Mishneh এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হচ্ছে Gemerah এবং এ দুটি মিলে তৈরি হয়েছে Talmud।

অন্তর্নিহিত অর্থ: Talmud দিয়েই লিখিত তৌরিদের ব্যাখ্যা শেষ হয়নি বরং এখান থেকেই শুরু হয়েছে লিখিত তৌরিদের ব্যাখ্যার বিশাল সমুদ্র। প্রকৃতপক্ষে লিখিত তৌরিদের ব্যাখ্যা একটি চলমান প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। তৌরিদের ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে তৌরিদকে বীজ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি বীজ কণা দেখে যেমন পত্র-পুষ্প-ফলশোভিত বিশাল বৃক্ষ কল্পনা করা যায় না, তেমনি শুধু লিখিত তৌরিদ পড়ে এর অন্তনির্হিত অর্থ সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করা যায় না। 'Through the interpretive process the closed text is opened up, the potentiality of meaning contained within it is unfolded, and the text is transformed from a bounded system into an unbounded, ongoing process mediated by the sages.'[১] 'পাঠাংশের (তৌরিদের) ব্যাখ্যাদান প্রক্রিয়ায়বদ্ধ পাঠাংশকে মেলে ধরা হয়। অন্তর্নিহিত অর্থের সম্ভাবনাকে উন্মোচন করে ঋষিগণের সাধনা পাঠাংশের

বদ্ধভাবকে মুক্ত করার চলমান প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করে।' ঋষিগণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে তৌরিদের অর্থের সুপ্তশক্তিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা হয়। তৌরিদে ইশারা ইঙ্গিতে যা বলা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট আকারে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়।

লিখিত তৌরিদের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা একটি রূপক কাহিনি দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এক রাজা তার দুই ভৃত্যকে একই পরিমাণের গম ও এক আঁটি করে শনগাছ দেন। এদের মধ্যে বোকা ভৃত্য গম ও শনগাছ নিয়ে কিছুই করল না। আর বুদ্ধিমান ভৃত্য গম নিয়ে ময়দা করে রুটি বানালেন এবং শনগাছ থেকে সুতা বের করে তা বুনন করে পোষাক তৈরি করলেন। 'When the Holy one blessed be He, gave the Torah to Israel, He gave it to them as wheat, to extract from it fine flour, and as flex, to extract from it a garment.'[2] আশীষময় পবিত্রসত্তা যখন ইসরায়েলকে তৌরিদ দান করেন তখন তিনি দিয়েছিলেন তা গম আকারে, শক্তি খাটিয়ে তা থেকে মিহি ময়দা করার জন্য, আর শন আকারে দিয়েছিলেন তা থেকে শক্তি খাটিয়ে পোষাক বের করার জন্য। ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন, তৌরিদ সৃষ্টি জগতের নীল-নকশা, এবং সৃষ্টিকর্তার সকল জ্ঞানের আধার। ইসরায়েলিদের তৌরিদ অধ্যয়ন যেমন অবশ্য কর্তব্য তেমনি সৃষ্টিকর্তাও তারই সৃষ্ট তৌরিদ থেকেই প্রেরণা গ্রহণ করেন। তৌরিদ যেহেতু সকল জ্ঞানের আধার, তাই মানুষের যেকোন প্রশ্নের জবাব এই তৌরিদের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ঈশ্বরের যে বিধান তৌরিদে আছে সে বিষয়েও যে কোন প্রশ্ন উত্থাপন এবং সে প্রশ্নের জবাব অন্বেষণে সকল স্বাধীনতা ইহুদিদের রয়েছে। এমনকি রাব্বাইগণ তৌরিদকে যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করাকে উৎসাহিত করে থাকেন। তৌরিদ ব্যাখ্যা সীমিত করার কোন Parameter বা স্থিতিমাপ করা হয়নি। বিশ্বাসের পরিসীমা দিয়ে তৌরিদ অনুসন্ধানকে সীমিত করা হয়নি। ফলে এ বিষয়ে বাস্তবতা ও যুক্তিগ্রাহ্য যে কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্তে পৌছানোর স্বাধীনতা প্রত্যেক ইহুদির সহজাত অধিকার বলে গণ্য করা হয়। এই কারণে চরম সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসী ইহুদিও ইহুদিত্ব হারান না। তাই 'All Jews are religious or yet to be religious' আপ্তবাক্যটির সার্থকতা বুঝা যায়। তৌরিদ ব্যাখ্যায় কতটা স্বাধীনতা রয়েছে নিচে দেওয়া দু'একটি নমুনা থেকে কিছুটা আঁচ করা যাবে।

চোখের বদলে চোখ: তৌরিদের দেওয়া বিচারের বিখ্যাত সাধারণ নীতি 'an eye for an eye'[3] অর্থাৎ ' চোখের বদলে চোখ' এবং একই নীতিতে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' সর্বজনবিদিত স্বতসিদ্ধে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তালমুদে এই বাণীর ব্যাখ্যা অন্যরকম। শ্রুতি তৌরিদের আলোকে চোখের বদলে উচিত শাস্তি ধার্য করা হয়েছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায়। তাহলে তৌরিদে বিধানটি এভাবে আছে কেন? তার জবাবে বলা হয়েছে ঈশ্বর 'an eye for an eye' এর পরিবর্তে 'money for an eye' বলেননি এজন্য যে এ ধরনের গুরুতর অপরাধকে যাতে হালকা করে দেখা না হয়। অন্যথায় কোন অর্থবান ব্যক্তি এই সুযোগ গ্রহণ করে ইচ্ছাকৃতভাবে কারো অঙ্গহানি ঘটাতে উৎসাহিত হতে পারে।

'চোখের বদলে চোখ' বিধানটি হলো এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি, অপরাধীর অভ্যাসগত জঘন্যতার জন্য এই শাস্তি দেওয়া হতে পারে। তৌরিদের আপ্তবাক্যটি এই প্রকৃতির অপরাধ নিরোধক হিসেবে কাজ করবে।

'প্রাণের বদলে প্রাণ' এই বিধানও সর্বোচ্চ উচিত শাস্তি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। তৌরিদের বিধান ও তালমুদের ব্যাখ্যা একসাথে বিবেচনা করা হলে 'প্রাণের বদলে প্রাণ' আপ্তবাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় হত্যাকারীকে হত্যা করা উচিত। ঈশ্বর বিচার ও অনুকম্পা মিশ্রণ করেন এবং মানুষের নিকটও তাই আশা করেন। তাই অপরাধের সর্ব্বোচ শাস্তির বিধান নিরোধক হিসেবে দেওয়া হয়েছে। তালমুদে উলেস্নখ আছে যে, জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দিরের যুগে ইহুদি ধর্মীয় সর্বোচ্চ আদালত Sanhedrin সত্তর বছরে একটি মাত্র প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন বলে ঐ আদালতকে রক্তপিপাসু আদালত বলে সমালোচনা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহুদি বিচারিক ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়া এতটাই জটিল যে মৃত্যুদণ্ডের আদেশের ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

তৌরিদের মৃত্যুদণ্ডের বিধানটি তালমুদীয় পণ্ডিতগণ হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেন। হুমকি ও প্রকৃত শাস্তি প্রদানের বাস্তবতায় অনেক পার্থক্য থাকে। ছেলে যদি কোন অপরাধ করে তাহলে বাবা হয়ত বলেন, 'একাজটি তুমি যদি আর একবার কর তাহলে তোমাকে খুন করে ফেলব।' এক্ষেত্রে বাবা এবং ছেলে উভয়েই জানে যে এই হুমকি নিছকই কথার কথা। বাবা এই হুমকির মাধ্যমে ছেলেকে বুঝাতে চাচ্ছে কাজটি বাবা কোনক্রমেই অনুমোদন করেন না এবং ছেলে যেন বাবার এই বাণীটি সঠিকভাবে অনুধাবন করে। এই ভাবেই ঈশ্বর তৌরিদে তার বিধান লিখেছেন।[৪]

সর্বদা সত্য কথা নয়: 'And from a false word you shall keep far'[৫] এবং 'একটি মিথ্যা শব্দ থেকে তুমি দূরে থাকবে।' ঈশ্বর তৌরিদে এভাবেই বিধান দিয়েছেন। অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলতে হবে। কিন্তু সবসময় সকল পরিস্থিতিতে কি সত্য কথা বলতে হবে? তালমুদ বলছে 'না'। কোন কোন পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে নির্দোষ মিছে কথা বলায় দোষ নেই। এই বক্তব্যের সমর্থনে Hillel[৬] তৌরিদে ঈশ্বর এবং Abraham এর মধ্যে একটি কথোপকথন উলেস্নখ করেছেন। আব্রাহামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর আর সারার নব্বই বছর তখন একজন দেবদূত আব্রাহামকে বলল, "এক বছর পরে তোমার কাছে আমি আসবই আসব; তখন তোমার স্ত্রী সারার একটি পুত্র সন্তান হবে.... সেই সময় আব্রাহাম ও সারা বৃদ্ধ ছিলেন.... সারার মাসিকও তখন হত না। তাই সারা মনে মনে হেসে বললেন, 'আমার এই জীর্ণ অবস্থায় আমার কি আর তেমন সুখ হবে? আমার প্রভুও তো বৃদ্ধ।' প্রভু আব্রাহামকে বললেন, 'সারা কেন হাসল? কেন বলল এই বৃদ্ধ বয়সে আমি কি সত্যি মা হব?'" এখানে সারার কথা আর ঈশ্বর আব্রাহামের কাছে সারার মনের কথা যে ভাবে উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে তারতম্য আছে। সারা ও তার স্বামী আব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সকেও তার মাতৃত্ব অর্জনের বাধা বলেছেন। কিন্তু ঈশ্বর আব্রাহামকে আব্রাহামের বার্ধক্যের কথা উহ্য রেখে সারার বার্ধক্যের কথাও

বলেছেন। Hillel এর মতে, ঈশ্বর ইচ্ছে করেই এমন করে বলেছেন যাতে তার স্ত্রীর উক্তিতে আব্রহামের পৌরুষে আঘাত না পান। ঈশ্বর চাননি সারা প্রকৃতই যা মনে মনে বলেছেন তা আব্রাহামকে জানিয়ে সারা ও আব্রাহামের মধ্যে কোন মনোমালিন্য সৃষ্টি করেন। তাই কোন মহিলা বা নিজের স্ত্রীর সৌন্দর্যের কথা কিছুটা অত্যুক্তি করা দোষণীয় নয়।[৭]

তৌরিদের বিধানের আক্ষরিক অর্থ এবং ব্যাখ্যার মাধ্যমে টেনে বের করা অর্থের দূরত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ চমকপ্রদ। ব্যাখ্যাকারীর উদ্ভাবনপটুতা প্রশংসার দাবি রাখে। তবে এই ধরনের ব্যাখ্যায় তৌরিদের বিধানের চাঁছা-ছোলা, কর্কশভাবের মধ্যে নমনীয়তা আনা হয়েছে। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক মানবিকতার বাণী কিছুটা হলেও উন্মুক্ত হয়েছে। আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের আবহের সাথে আক্ষরিক অর্থের বৈপরীত্ব কিছুটা হলেও ঘুচানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরেও আধুনিক ইসরায়েল রাষ্ট্রে Halakhah-ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং গণতান্ত্রিক চেতনা ও মূল্যবোধের সংঘাতকে কিভাবে প্রশমিত ও সমন্বিত করা হবে তা দেখার বিষয়। Halakhah অনুসারে, ইহুদি-রাষ্ট্রে সকলের জন্য সমান নাগরিক অধিকার থাকার সুযোগ নেই। বর্তমানেও কার্যত এই অধিকার ইহুদি রাষ্ট্রে অ-ইহুদিদের নেই।

ইহুদি বাইবেলে নৈবেদ্য, আহুতি, বিসর্জন, যজ্ঞ ইত্যাদির বিধান দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট করে Tabernacle (ভ্রাম্যমান তাবু-মন্দির) এবং পরবর্তীকালে জেরুজালেমে মহাপবিত্র মন্দির স্থাপনের পর সেই মন্দিরের জন্য। সেই মহাপবিত্র মন্দিরে দিনে তিনবার—সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় মহাযাজকের পৌরোহিত্যে এইসব যজ্ঞ, আহুতি, বিসর্জন ও নৈবেদ্যের আচারাদি সম্পন্ন হত। সকল ইহুদিদের জন্য মন্দির ছিল আধ্যাত্মিক ও জাগতিক মিলনস্থল। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির ধবংস হওয়ার পর এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা আর সম্ভব ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এইসব আচারানুষ্ঠান মহাপবিত্র মন্দির পুনঃস্থাপন না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রেখে দিনে তিন বেলা নতুন উদ্ভাবিত গণ-উপাসনালয় সিনাগগে মিলিত হয়ে যজ্ঞ বির্সজনের পরিবর্তে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।

সিনাগগ: ইহুদি উপাসানালয় সিনাগগের উল্লেখ ইহুদি বাইবেলের কোথাও নেই। অথচ এই সিনাগগই বিগত দুই হাজার বছর যাবত ইহুদি ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। বর্তমান যুগে যিনি রাবাই নামে পরিচিত তিনি ইহুদি বাইবেলের নির্দিষ্ট করা ও ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পরিচালনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যাজক নন এবং লেবীয় যাজক বংশের সন্তান নাও হতে পারেন। যজ্ঞ-আহুতি বিশেষজ্ঞ না হয়েও রাবাই ইহুদি ধর্ম ও বিধানের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইহুদি সামাজিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। সিনাগগে প্রার্থনা পরিচালনা, ধর্মীয় বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, সিনাগগে ধর্মীয় শিক্ষা পরিচালনা ইত্যাদি বহুবিধ সেবা রাবাই

দিয়ে থাকেন। অথচ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কোন উল্লেখ ইহুদি বাইবেলে নেই। সিনাগগ এবং রাবাই দু'টি প্রতিষ্ঠানই ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিত, সাধক ও দার্শনিকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পুরুষানুক্রমিকপুরোহিত প্রথা যা ইহুদি বাইবেলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাও প্রায় সম্পূর্ণভাবে বাতিল হয়ে গেছে।

বাইবেলীয় যুগের মন্দির, পুরোহিত ও যজ্ঞ-সর্বস্ব ধর্মীয় প্রথার তৎকালীন যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গিয়ে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইহুদি চিন্তাবিদ Moses ben Maimonides মন্তব্য করেছেন যে, এসকল প্রথা ও আচার মূলত তৎকালীন অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও আচারের প্রভাবের কারণেই প্রাচীন ইহুদিধর্মে স্থান পেয়েছিল। হঠাৎ করে ধর্মীয় সংস্কার ও আচার আমূল পরিবর্তন করা হলে তৎকালীন ইসরায়েলিদের মধ্যে কতটা গ্রহণযোগ্য হতো সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল।[৮] একারণেই ধরে নেওয়া সঙ্গত হবে যে ঈশ্বরের সাথে ইহুদিদের বিশেষ সম্পর্ক এবং আব্রাহাম, আইজাক, যাকোবের ঈশ্বর হিসেবে ইসরায়েলিদের ঈশ্বরের উপর বিশেষ অধিকারের দাবিটিও তৎকালীন ইসরায়েলিদের প্রতিবেশীদের গোত্রীয় দেব-দেবীর ধারণা থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল।

তালমুদ ও বিবর্তন: মিসনাহ্ নামে পরিচিত শ্রুতি তৌরিদ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী ধরে বিভিন্ন সূত্র হতে সংগৃহিত হয়ে ২০০ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়। একই সাথে শ্রুতি তৌরিদের বিধানকে লিখিত তৌরিদের বিধানের সাথে সমন্বিত করে তার ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ কাজ চলতে থাকে। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে একাজ চলতে থাকে যা তালমুদ আকারে প্রকাশিত হয় আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দে। রোম সাম্রাজ্যে ইহুদি ধর্মকে অনিচ্ছায় সহ্য করা হলেও সাম্রাজ্যে খ্রিস্টধর্মের আইনগত অবস্থান ছিল না। তাই তালমুদে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর বিধান প্রণয়নে বাস্তব কোন বাধা ছিল না। কিন্তু খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের (৩১৫-৩৩৭ খ্রি.) খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণার পর ইহুদিধর্মের প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্টান সম্রাজ্যে ইহুদিধর্ম একটি ঘৃণিত ধর্ম ও নিপীড়নের বস্তুতে পরিণত হয়। এই পরিস্থিতি ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত চলেছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার খাতিরে ইহুদি ধর্মতত্ত্ববিদ ও রাবাইগন খ্রিস্টানবিরোধী বহু বিধান পালন শিথিল করেন অথবা সংশ্লিষ্ট বিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করেন।[৯]

খ্রিস্টানরা মূর্তিপূজারি নয়: মূর্তিপূজারিদের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেনের বিষয়ে তালমুদে বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আছে। বিশেষকরে মূর্তিপূজায় ব্যবহার করা হয় এমন কিছু জিনিসপত্র, খাদ্র-দ্রব্য মূর্তিপূজারিদের নিকট বিক্রিকরে লাভবান হওয়ার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অন্যতম। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্টানধর্ম বিস্তার লাভ করে। একদিকে খ্রিস্টানধর্ম সমগ্র ইউরোপে রাজধর্মে পরিণত হওয়া, অপরদিকে ইহুদিগণ খ্রিস্টের হত্যাকারী হিসেবে গণ-নিন্দা ও ধিককারে শিকার হওয়ায় ইহুদি ব্যবসা ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ধর্মতত্ত্ববিদগণ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মকে পৌত্তলিকতার অভিযোগমুক্ত করার প্রয়াস পান। যে কয়জন ইহুদি ধর্মতাত্ত্বিক

এই প্রয়াসে লিপ্ত হন তাদের মধ্যে Menachem Meir (১২৩৯-১৩১৬ খ্রি.) অন্যতম প্রধান। তিনি যুক্তি দেখান যে, খ্রিস্টানগণ ঈশ্বর অনুগত সভ্যজাতি, তারা তালমুদীয় যুগের দুশ্চরিত্র মূর্তিপূজারিদের সমতূল্য নয়। তাই মূর্তিপূজারিদের বিষয়ে ইহুদিধর্মে যে সকল বিধি নিষেধ আছে তা খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্যান্য রাব্বাইগণ তাদের রচনার ভূমিকায়ই বলে রাখতেন যে, অ-ইহুদিদের বিষয়ে তাদের রচনায় যা কিছুই থাকুক না কেন তা সমসাময়িক খ্রিস্টানদের উপর প্রযোজ্য নয়। ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ জানতেন রাব্বাইগণ নিজদের চামড়া বাঁচানো ও খ্রিস্টান গির্জার নিষেধাজ্ঞা এড়ানোর জন্যই এমনটি করতেন।[৯]

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজদণ্ডের সুরক্ষা বঞ্চিত ইহুদিধর্মের অনুসারীদের প্রান্তিক অস্তিত্ব ধর্মীয় বিধান নিয়ে মুক্ত আলোচনার ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় ইহুদি ধর্মের যেসকল বিধান যুগের আবহের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে সেসকল বিধানের বাস্তব কিন্তু অতি দূরবর্তী ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল। ধর্মের পিছনে রাষ্ট্রীয় শক্তির আনুকূল্য থাকলে এই প্রক্রিয়াটি আরো কঠিন, জটিল, এমনকি অসম্ভব হতে পারত। খ্রিস্টানধর্ম চর্চা ও তাত্ত্বিকতা আলোচনায় বর্তমানে যে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন আবহ বিদ্যমান আছে তা অর্জিত হয়েছে শত শত বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ আর খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় আগুনের লেলিহানে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে।

রাজ ক্ষমতার বাইরে থাকার কারণেই ইহুদিধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির পরিবর্তে উন্মুক্ত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের যে বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করেছি তার কারণেই ইহুদিধর্ম হাজার বছর ধরে প্রতিকূল ও বিচিত্র পরিবেশ অতিক্রম করে এখনো একটি জীবন্ত ধর্ম হিসেবে টিকে আছে।

টীকা

১. Barbara A. Holdrege, Veda and Torah: Transcending the Textuality of Scripture, 1996, State University of New York, p. 362।

২. Seder Eliyahu Zuta 2 তালমুদে পয়গম্বর Eliyah এর বরাতে উল্লিখিত তৌরিদকে গৌরাবান্বিত করার উদ্দেশে লিখিত ছোট ছোট নীতিগর্ভ রূপককাহিনি।

৩. 'তোমার চোখে যেন দয়া না দেখায় প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা।' (Deut. 19:21)

৪. Rabbi Benjamin Blech, Understanding Judaism, 2003, Alpha Books, p. 344।

৫. Exod. 23:7।

৬. খ্রি. পূ. ১ম শতাব্দীর বেবিলনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ তালমুদীয় পণ্ডিত।

৭. Rabbi Benjamin Blech, Understanding Judaism, 2003, Alpha Books, p. 344।

৮. Moses ben Maimonides, Guide for the Perplexed, (English translation by M. Friedlander Ph.D. second edition) 1956, Deven Pubbications, Inc. p. 239।

৯. Alan Unterman, The Jews: Their Religious Beleifs and Practices, 1981 Routledge & Kegan Paul, p. 227।

৪৯

ইহুদিধর্মের অবদান

প্রাচীন ও সেকেলে বিধান সত্ত্বেও সভ্যতার ইতিহাসে ইহুদিধর্মের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আছে। বিশ্বে বিমূর্ত একেশ্বরবাদের প্রাচীনতম ধারক ইহুদিধর্ম। খ্রিস্টীয় ও ইসলামধর্ম ইহুদিধর্মের ক্রমবিবর্তিত রূপ। খ্রিস্টানধর্ম সরাসরি ইহুদিধর্মের শাখা হিসেবে উৎপত্তি হয় এবং ক্রমান্বয়ে একটি ভিন্ন ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছে। ইসলামধর্মের উৎপত্তি একটি মূলত ধর্মহীন এবং পৌত্তলিকতা প্রভাবিত সামাজিক পরিবেশে হলেও এই ধর্মের অনেক আচারানুষ্ঠান ও তত্ত্বের শিকড় রয়েছে ইহুদিধর্মে।

উপাসনালয়: ইহুদিধর্মের আরেকটি অবদান হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত গৃহ যা গণ-প্রার্থনাগার ও সামাজিক মিলন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির একাধিকবার ধ্বংসের ফলে ইহুদিদের নির্বাসিত ও ইতস্তত ছড়িয়ে পড়া জীবনে একেশ্বরবাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখা এবং নির্বাসনে ইহুদিদের সামাজিক যোগসূত্রে বেঁধে রাখার তাগিদে সিনাগগ নামে যে প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় তারই উত্তরসূরী হিসেবে গড়ে ওঠে গির্জা ও মসজিদ। এই দুটি ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গির্জা ও মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সাপ্তাহিক ছুটি: আজ সারা পৃথিবীতে সাপ্তাহিক ছুটির বিষয়টি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। সাপ্তাহিক ছুটির ধারণাটি এসেছে ইহুদিদের সাব্বাৎ পালন থেকে। তৌরিদ অনুসারে, ঈশ্বর বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং বিশ্রাম নিয়েছেন সপ্তম দিনে। ঈশ্বরের নির্দেশে এই প্রতি সপ্তাহে শনিবার কর্মহীন সাব্বাৎ পালন ইহুদিদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। আসিরিয়, পারসি, গ্রিক ও রোমানদের কাছে সাপ্তাহিক কর্মহীন দিনের বিষয়টি একটি হাস্যকর ব্যাপার ছিল। ইহুদিদের সাব্বাৎ পালন ইহুদি নির্যাতনের অন্যতম অজুহাত ও হাতিয়ার ছিল। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে সাব্বাতের নামে না হলেও সাপ্তাহিক এক বা দুই দিন ছুটি না থাকা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

বদান্যতা: তৌরিদে কিছু কিছু বিধান আছে যা ইসরায়েলি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। এর মধ্যে আছে ইসরায়েলি ভূমিতে প্রতি তৃতীয় বর্ষে উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ লেবীয়, দরিদ্র ও এতিম, বিধবা ও বিদেশিদের ভোগের জন্য রেখে দেওয়া। গাছের ফল সম্পূর্ণভাবে তুলে না ফেলে কিছু অংশ গাছে রেখে দেওয়া, আঙুর বাগানে আঙুর তুলতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলে বা গাছের ফল মাটিতে পড়লে তা তুলে না নেওয়া—এগুলি সবই সমাজের দরিদ্র শ্রেণির সাথে নিজের সৌভাগ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য। এছাড়া Tsedeka বা বদান্যতাকে একটি Mitzvah বা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। 'প্রতিবেশীর আঙুর ক্ষেতে গেলে তুমি তোমার ইচ্ছেমত তৃপ্তি সহকারে আঙুর ফল খেতে পারবে, কিন্তু ডালায় করে কিছুই নেবে না। প্রতিবেশীর শস্যক্ষেতে গেলে তুমি তোমার হাত দ্বারা শিষ ছিড়তে পারবে, কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর শস্যক্ষেতে কাস্তে চালাবে না।' (Deut. 23:25-26) পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, এই বিধানের উদ্দেশ্য হলো এই নীতি প্রতিষ্ঠা করা যে যিনি জমিতে চাষ করেছেন জমির ফসলের ভোগের প্রাথমিক অধিকার তার থাকলেও কিছু ফসল ভোগের অধিকার তার দরিদ্র প্রতিবেশীরও রয়েছে। ইসরায়েলের দেশে কেউ ক্ষুধার্ত থাকবে এটা কাম্য নয়। Halakhah অনুসারে, ইসরায়েলের কোন জমির চিরস্থায়ী মালিকানা কোন মানুষের নেই। জমির ভোগদখল সর্বোচ্চ ৪৯ বছরের জন্য হবে। ৪৯ বছর অতিক্রান্ত হলে জমির মালিকানা ঈশ্বরের হবে এবং তখন ঈশ্বরের পক্ষে গণ-কতৃপক্ষ প্রচলিত শর্ত অনুসারে জমির ইজারা নবায়ন করতে পারবে।

পারিশ্রমিক ও দাসত্ব: দিন মজুরের পারিশ্রমিক সূর্যাস্তের আগেই পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন দরিদ্রলোকের পোষাক বন্ধক রাখা হলে তাও সন্ধ্যার আগেই তাকে ফেরত দিতে হবে। কোন ঋণ ছয় বছরের বেশি সময় ঋণ থাকবে না। সপ্তম বছরে সে ঋণ তামাদি হয়ে যাবে। অবশ্য এই বিধির প্রয়োগিক জটিলতা আছে। ইহুদি বর্ষপঞ্জির প্রতি সপ্তম বছরকে সাব্বাৎ বছর গণ্য করার ফলে সাব্বাৎ বছরের কাছাকাছি সময়ে দরিদ্রকে ঋণ দিয়ে সহায়তা করতে বিত্তবানদের মধ্যে দ্বিধা দেখা যায়। ফলে ঐসময়ে অভাবগ্রস্তগণ ঋণ থেকে বঞ্চিত হন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাব্বাই হিল্লেল একটি অনুশাসন দেন যে সাব্বাৎ বছরে সকল প্রকার ব্যক্তি-ঋণ গণঋণে রূপান্তরিত হবে। অর্থাৎ সাব্বাৎ বছরের পরে গণ-কতৃপক্ষ সেই ঋণ আদায় করে ঋণদাতাকে হস্তান্তর করতে পারবে। প্রায়োগিক অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তৌরিদের বিধানের যুগোপযোগী ব্যাখ্যার এটি একটি উদাহরণ। কোন ইসরায়েলিকে ছয় বছরের বেশি দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা যাবে না। সপ্তম বছরে তাকে মুক্তি দিতে হবে এবং তাকে খালি হাতে মুক্ত করা যাবে না। 'আর মুক্ত অবস্থায় তোমার কাছ থেকে বিদায় দেওয়ার সময়ে তুমি তাকে খালি হাতে বিদায় দেবে না, তুমি তোমার পাল, খামার ও পেষাইযন্ত্র থেকে যথেষ্ট কিছু তুলে তার মাথায় তুলে তার মাথায় চাপিয়ে দেবে; যেমন তোমার প্রভু তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন, সেই অনুসারে

তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মুক্ত অবস্থায় তাকে বিদায় দেওয়াটি যেন তোমার মনে কঠিন না লাগে, কারণ ছ'বছর ধরেই সে তোমার সেবা করে এসেছে, ও তোমার দিন মজুরের মজুরির চেয়ে সে দ্বিগুণ যোগ্য।' তৌরিদে এটা বলা হয়েছে, কোন ক্রীতদাস যদি পালিয়ে এসে আশ্রয় চায় তাহলে 'তুমি তাকে তার মনিবের হাতে তুলে দেবে না।' দাসত্ব প্রথার সরাসরি বিরোধিতা না থাকলেও তৌরিদের এই ব্যবস্থা দাস-প্রথাবিরোধী একটা অবস্থানের ইঙ্গিতবহ। ইসরায়েলি সমাজে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা সীমিত করা হয়েছে এবং দাস প্রথার উপর এটাকে একটা মানবিক প্রলেপ বলা যেতে পারে।

বিচারিক আদালত: 'টাকার সুদ হোক, খাদ্যসামগ্রীর সুদ হোক, বা যে কোন জিনিসের উপর সুদ নেয়া যেতে পারে, তুমি তোমার ভাইকে সুদে ঋণ দেবে না। তুমি বিদেশিকে সুদে ঋণ দিতে পারবে। কিন্তু তোমার ভাইকে নয়।' (Deut. 23:20-21) সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচারিক আদালত প্রতিষ্ঠারও নির্দেশ দেওয়া আছে তৌরিদে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষ্য গ্রহণের বিধি এবং মিথ্যা সাক্ষীগণের শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 'অপরাধ বা পাপ যে প্রকার হোক না কেন, কারো বিরুদ্ধে একজন মাত্র সাক্ষী দাঁড়াতে পারবে না; ...দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই বিচার সম্পন্ন হবে। ...আর যদি দেখা যায় যে, সেই সাক্ষী আসলে মিথ্যা সাক্ষী ও তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে, তবে সে তার ভাইয়ের প্রতি যেমন ব্যবহার করতে মতলব করেছিল, তার প্রতি তোমরা তেমনি ব্যবহার করবে; এইভাবে তুমি তোমার মধ্য থেকে অপকর্ম উচ্ছেদ করবে, অন্যেরা তা শুনে ভয় পাবে, ও তোমার মধ্যে তেমন অপকর্ম আর করবে না।' (Deut. 19:18-19) অর্থাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য দানের সেই শাস্তি হবে যেই শাস্তি অভিযুক্তের হতে পারত। মিথ্যা সাক্ষ্যর বিরুদ্ধে এমন কার্যকর ব্যবস্থা আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আদালতের মাধ্যমে অনেক অবিচার নিরোধ করা সম্ভব হত।

ইসরায়েল সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবজীবনের মর্যাদা অলঙ্ঘনীয় করা, ব্যবসায়িক আদান-প্রদানে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা, ব্যভিচার দমন ও নিকট আত্মীয়ের মধ্যে নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্কের সীমারেখা স্থাপন, খাদ্য-বিধান চালু করা এবং সর্বোপরি সামাজিক বিধানসমূহ সংকলিত করে স্থায়িত্ব দেওয়া মানব সভ্যতায় ইহুদি ধর্মের সুদূরপ্রসারী অবদান।

পরিশিষ্ট

ইসরায়েলের সন্তানদের বিশ্ব জয়

ইউএস ব্যুরো অব সেন্সাসের বিশ্ব জনসংখ্যা ঘড়ি অনুসারে, ২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭০৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯৮জন। অনুমান করা হয়, এর মধ্যে সারা পৃথিবীতে ইহুদি জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ।[১] পৃথিবীতে ইহুদি বা যেকোন ধর্মের অনুসারীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন, কারণ অনেক দেশেই ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা গণনা করা হয় না। গণনাকালে অনেকেই আবার নিজের ধর্ম পরিচয় ঘোষণা করতে চান না। ইহুদি জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার .২০ শতাংশ বা প্রতি হাজারে ২ জন। সেই তুলনায় পৃথিবীর মুসলমানের সংখ্যা ১৬০ কোটি। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মুসলিম জনসংখ্যা ইহুদি জনসংখ্যার ১১৪ গুণ। খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১৫৭ গুণ, হিন্দুর সংখ্যা ৭১ গুণ ও বৌদ্ধধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৩৬ গুণ।

সংখ্যার দিক থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী। কিন্তু ইতিহাস জুড়ে, বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে এই ধর্মের অনুসারীদের বিচিত্র ভূমিকায় উপস্থিতি কখনোই তাদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ইহুদিধর্ম প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং অপর দুটি একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত–খ্রিস্ট ও ইসলামধর্মের পূর্বরূপ বলে অনেকে মত পোষণা করেন। কনিষ্ঠতর এই ধর্ম দু'টির বহু আচারানুষ্ঠান ও ঐতিহ্যের মূল ধারক ইহুদি ধর্ম। তাই এ দু'টি ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশে ইহুদি ধর্ম ও এই ধর্মের অনুসারীরা সব সময় প্রাণবন্ত আলোচনা ও অনেক সময়ই উত্তেজনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছিল। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরোপিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বাধা-নিষেধ অপসারণের ফলে ইহুদিরা ক্রমান্বয়ে বিশ্ব-মঞ্চে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা শুরু করে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে ইহুদি মননের অভূতপূর্ব পরিশীলনের সাথে তাল রেখে ইউরোপের তথা বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এই জাতির উপস্থিতি তাদের সাংখ্যিক অস্তিত্বকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপ জুড়ে ইহুদি বিদ্বেষ হিটলারের নেতৃত্বে নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় যা ইতিহাসে 'হলোকস্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে। হিটলারের পতনের পর ইহুদিগণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী ইহুদিগোষ্ঠী ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় অধিকাংশ আরব অধিবাসীদের বহিষ্কার করে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা

ইসরায়েলের সন্তানদের বিশ্ব জয়

ইউএস ব্যুরো অব সেন্সাসের বিশ্ব জনসংখ্যা ঘড়ি অনুসারে, ২০১২ সালের ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭০৫ কোটি ৭৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯৮জন। অনুমান করা হয়, এর মধ্যে সারা পৃথিবীতে ইহুদি জনসংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ।[১] পৃথিবীতে ইহুদি বা যেকোন ধর্মের অনুসারীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন, কারণ অনেক দেশেই ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যা গণনা করা হয় না। গণনাকালে অনেকেই আবার নিজের ধর্ম পরিচয় ঘোষণা করতে চান না। ইহুদি জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসংখ্যার .২০ শতাংশ বা প্রতি হাজারে ২ জন। সেই তুলনায় পৃথিবীর মুসলমানের সংখ্যা ১৬০ কোটি। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মুসলিম জনসংখ্যা ইহুদি জনসংখ্যার ১১৪ গুণ। খ্রিস্টানদের সংখ্যা ১৫৭ গুণ, হিন্দুর সংখ্যা ৭১ গুণ ও বৌদ্ধধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৩৬ গুণ।

সংখ্যার দিক থেকে ইহুদিরা পৃথিবীর অন্যতম ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠী। কিন্তু ইতিহাস জুড়ে, বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাসে এই ধর্মের অনুসারীদের বিচিত্র ভূমিকায় উপস্থিতি কখনোই তাদের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ইহুদিধর্ম প্রাচীনতম একেশ্বরবাদী ধর্ম এবং অপর দুটি একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে সাধারণভাবে স্বীকৃত–খ্রিস্ট ও ইসলামধর্মের পূর্বরূপ বলে অনেকে মত পোষণা করেন। কনিষ্ঠতর এই ধর্ম দু'টির বহু আচারানুষ্ঠান ও ঐতিহ্যের মূল ধারক ইহুদি ধর্ম। তাই এ দু'টি ধর্মের উন্মেষ ও বিকাশে ইহুদি ধর্ম ও এই ধর্মের অনুসারীরা সব সময় প্রাণবন্ত আলোচনা ও অনেক সময়ই উত্তেজনার কেন্দ্রে অবস্থান করেছিল। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইউরোপে ইহুদিদের বিরুদ্ধে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরোপিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বাধা-নিষেধ অপসারণের ফলে ইহুদিরা ক্রমান্বয়ে বিশ্ব-মঞ্চে শক্তিশালী ভূমিকা রাখা শুরু করে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে ইহুদি মননের অভূতপূর্ব পরিশীলনের সাথে তাল রেখে ইউরোপের তথা বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এই জাতির উপস্থিতি তাদের সাংখ্যিক অস্তিত্বকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়ায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপ জুড়ে ইহুদি বিদ্বেষ হিটলারের নেতৃত্বে নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় যা ইতিহাসে 'হলোকস্ট' নামে পরিচিতি লাভ করে। হিটলারের পতনের পর ইহুদিগণ যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিশালী ইহুদিগোষ্ঠী ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় অধিকাংশ আরব অধিবাসীদের বহিষ্কার করে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা

করে। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালেও প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা প্যালেস্টাইনের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এবং এতদ্‌ঞ্চলের আরব অধিবাসীদের সংখ্যার এক শতাংশেরও কম ছিল।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চে ইহুদিদের উত্থান মধ্যপ্রাচ্য তথা ইসলামি জগতে এমন এক উপাদান সৃষ্টি হয়েছে যা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে অদ্যাবধি এই অঞ্চলের ভূ-রাজনীতি এবং বহু ক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতির নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে ইসরায়েলের এই অবস্থান সৃষ্টি ও সেই অবস্থানের স্থিতির মূল শক্তি নিহিত আছে আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল ক্ষেত্র— জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, সমর-শক্তিতে ইহুদিদের অতুলনীয় অর্জনে। এই অর্জনকে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করে ইহুদিগণ বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রকে তাদের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বস্ত সহায়ক হিসেবে পাওয়া নিশ্চিত করতে পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ইহুদিদের অবস্থানের জরিপ, সে যত ছোট আকারেই হোক, এবং সে অবস্থানের কার্যকরণের কিছু বিশেস্নষণ ব্যতীত বিশ্ব-মঞ্চে ইহুদিদের অতীত ও বর্তমান অবস্থান সম্যক অনুধাবন করা কঠিন।

জ্ঞান, বিজ্ঞান, উৎকর্ষতা ও স্বীকৃতি নোবেল পুরস্কার: এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নোবেল পুরস্কার অর্জনের পরিসংখ্যান জ্ঞান-জগতের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূচক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, অর্থনীতি, সাহিত্য ও বিশ্ব-শান্তিতে অসাধারণ অবদানের জন্য সুইডিশ একাডেমির পক্ষ হতে দেওয়া নোবেল পুরস্কারকে ঐসকল বিষয়ে সংশিস্নষ্ট ব্যক্তির অবদানের প্রতি বিশ্বের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর ১.৪ কোটি ইহুদির মধ্যে ২০১২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ৩জন। একই অনুপাতে বাংলাদেশিরা যদি এই পুরস্কার পেত তাহলে এই বছর বাংলাদেশিরা পেত ৩২টি নোবেল পুরস্কার, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ইতিহাসে বাংলাদেশি একজন মাত্র এই পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯০১ সালে নোবেল পুরস্কার শুরু হওয়ার পর থেকে ১১২ বছরে মোট যে ৮৫০জন এই বিরল সম্মান পেয়েছেন তার মধ্যে ১৭৭জনই ইহুদি। নোবেলের ইতিহাসে মোট ৯জন মুসলিম এই সম্মান পেয়েছেন, হিন্দু পেয়েছেন ৬জন, খ্রিস্টান পেয়েছেন ৬৩৭জন এবং বৌদ্ধ অন্যান্যরা পেয়েছেন ২১জন। জনসংখ্যা ও নোবেল প্রাপ্তির সংখ্যার তুলনা করা হলে ইহুদিরা মুসলিমদের ২২৪২ গুণ, হিন্দুদের ২০৯৪ গুণ, খ্রিস্টানদের ৫৬৫ গুণ বেশি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে এযাবত যতজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের ৪০ শতাংশই ইহুদি।

অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ: শুধু বুদ্ধিবৃত্তি নয় পার্থিব জীবনের প্রায় সবক্ষেত্রে ইহুদিদের সরব পদচারণা লক্ষণীয়। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থায়ন, প্রশাসন, আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ, আইন-ব্যবসা, চিকিৎসা, ব্যাংকিং, বীমা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চলচ্চিত্র, বিনোদন, প্রচার মাধ্যমসহ আধুনিক রাষ্ট্র ও জীবনের এমন কোন খাত নেই যেখানে ইহুদিদের

সদর্প উপস্থিতি নেই। এই ইহুদি বাস্তবতা যুক্তরাষ্ট্রে যতটা প্রকট অন্য কোথাও ততটা নয়। যক্তরাষ্ট্রের ইহুদি জনসংখ্যা ইসরায়েল রাষ্ট্রের ইহুদি জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা ৩১.৫ কোটি। এর মধ্যে ইহুদির সংখ্যা আনুমানিক ৫৪ লক্ষ, যা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার ১.৭ শতাংশ।[২] কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে ইহুদিদের অবস্থান ঈর্ষণীয়। 'ফোর্বস' সাময়িকীর হিসাব অনুসারে, ২০১২ সালে আমেরিকার ৫০জন সবচেয়ে ধনী মানুষের মধ্যে ২০জন ইহুদি। অর্থাৎ দেশের সবচেয়ে ধনীদের ৪০ শতাংশ ইহুদি। দেশের বৃহৎ ব্যবসা ও শিল্প প্রষ্ঠিানগুলোর বোর্ডের সদস্যদের ৭.৭% ইহুদি। এই পরিসংখ্যানটি থেকে ধারণা হতে পারে বোর্ড পর্যায়ে ইহুদিদের উপস্থিতি ততটা নয়। আসল ব্যাপারটা অন্য রকম। দেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক বৃহত্তম আর্থিক ও ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। আরেকটি বিষয় হল ইহুদিরা সাধারণত সেসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হয়ে থাকেন যে প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে থাকে।

মার্কিন অর্থনীতির কত অংশ ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এটার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এভাবে পরিসংখ্যান রাখা হয় না এবং তা তৈরি করাও প্রায় অসম্ভব। তাই এই ধরনের কোন ধারণা দিতে হলে তা অবশ্যই অনুমানভিত্তিক হবে। কারো কারো অনুমান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির ৭০ শতাংশ পর্যন্ত ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে।[৩] এই অনুমান অতিরঞ্জিত ধরা হলেও বেশ নিরাপদভাবেই বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির নিয়ামক খাতসমূহ যথা ব্যাংকিং, বীমা, পুঁজি বাজার, মুদ্রা বাজার, পণ্য বাজার, খুচরা বাজার, বৃহৎ শিল্প, ইত্যাদি খাতে ইহুদিদের উপস্থিতি তাদের জনসংখ্যার তুলনায় বহুগুণ বেশি। সব খাতে ইহুদি মালিকানা মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইহুদি নিয়ন্ত্রণাধীন অংশ কোনক্রমেই ৩০ থেকে ৪০ শতাংশের কম হবে না। দেশের ১.৭ শতাংশ মানুষের হাতে ৪০ শতাংশ সম্পদের নিয়ন্ত্রণ থাকা কোন হিসেবেই শুভ লক্ষণ নয়। বিশেষকরে সেই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যদি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক জাতিসত্তার অধিকারী হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে ইহুদিদের ধর্মনিরপেক্ষ আত্মীকরণ বেশ অগ্রসর হলেও বলাবাহুল্য সাধারণভাবে ইহুদিদের পৃথক নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিচিতি এখনো বজায় আছে।

শিক্ষ ও পেশাগত সাফল্য: যুক্তরাষ্ট্রে কলেজ বয়সী ইহুদিদের ৬০ শতাংশ কলেজে ভর্তি হয়। জাতীয়ভাবে এই হার ২২ শতাংশ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের ১০ শতাংশ ইহুদি। চিকিৎসা, আইন, অর্থনীতি, ব্যবসা প্রশাসন ও নৃতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকদের প্রায় ২০ শতাংশই ইহুদি। পেশার ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও আইন ব্যবসায় ইহুদিদের উপস্থিতি অবাক করার মত। আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী ৫০জন মহিলা আইনজীবীর তালিকায় স্থান পাওয়া ২৩জনই ইহুদি।[৪] অর্থাৎ এই তালিকায় স্থান পাওয়াদের ৪৬ শতাংশ ইহুদি। ওয়াশিংটনের ৩০জন সবচেয়ে সফল আইনজীবীর মধ্যে ১২জন ইহুদি। অর্থাৎ ৪০ শতাংশ ইহুদি। যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের জনসংখ্যার তুলনায় ইহুদি কলেজের

ছাত্র প্রায় ৩ গুণ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ৬ থেকে ১২ গুণ, আইনপেশায় ২৪ থেকে ২৭ গুণ। ইহুদিদের কাছে চিকিৎসা পেশা সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচিত। এই পেশায় ইহুদিরা সবসময়ই তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা পেশায় যথারীতি ইহুদিদের প্রাধান্য রয়েছে। ইন্টারনেটে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোন বড় বা মধ্যম আকারের শহরের বিশেষজ্ঞ অথবা জেনারেল প্রাকটিস ডাক্তারের তালিকা চাইলে যে তালিকা পাওয়া যাবে তাতে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ নাম পাওয়া যাবে ইহুদি ডাক্তারদের।

জ্ঞানচর্চা, ধন অন্বেষণ অথবা বিভিন্ন পেশায় ইহুদিদের আধিপত্য আমাদের তথা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের পৃথিবীর মাথা ব্যথার কোন কারণ থাকত না যদি এইসব খাতে তাদের আধিপত্য অন্য দুটি খাত—গণমাধ্যম ও রাজনীতিতে প্রবাহিত না হত। যুক্তরাষ্ট্রে এ দুটি ক্ষেত্রে ইহুদিদের প্রাধান্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রমকরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের এই বাস্তবতা যুক্তরাষ্ট্র হতে হাজার হাজার মাইল দূরে বহু দেশে বহু সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রগাঢ়ভাবে অভিঘাত করে, অনেকের জন্য জীবন-মরণ, জীবিকার নিয়ামকের রূপ নেয়।

গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ: যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ পরিমাপের তুলনায় গণমাধ্যমে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ পরিমাপ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। যুক্তরাষ্ট্রে রেডিও, টেলিভিশন সম্প্রচার, পত্র-পত্রিকা পরিচালনা ও প্রকাশনা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রযোজনা ও বিতরণ এবং পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা সংস্থার সংখ্যা ও এসকল সংস্থার মালিকানা কাদের হাতে তা বের করা মোটেই কঠিন নয়।

প্রচারমাধ্যম: বলা হয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার ও গণ-বিনোদনের মাধ্যম পাঁচটি বড় কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই কোম্পানিগুলো হল ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি, টাইম ওয়ার্নার কর্পোরেশন, ভিঅকম (ভিডিও এন্ড অডিও কমিউনিকেশন্স) কর্পোরেশন, নিউজ কর্পোরেশন, সনি কর্পোরেশন অব আমেরিকা।

ওয়াল্ট ডিজনি কর্পোরেশনের পরিধি সর্ববৃহৎ। এই কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন রবার্ট এ. আইগার। ইনি একজন ইহুদি। এই পদে তার পূর্বসূরী ছিলেন মাইকেল আইজনার। তিনিও ছিলেন ইহুদি। এই কর্পোরেশনের অধীন রয়েছে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (এবিসি)। এবিসি এর ৭টি নিজস্ব টেলিভিশন স্টেশন ও ২২৫টি এফিলিয়েট ।[৫] টেলিভিশন স্টেশন আছে। এছাড়াও আছে টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রযোজনা কোম্পানি ডিজনি টেলিভিশন এনিমেশন, এবিসি স্টুডিওস, ডিজনি-এবিসি ডোমেস্টিক টেলিভিশন এবং এগুলোর অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য প্রায় দেড় কোটি গ্রাহক সংযোগসহ নিজস্ব কেব্‌ল নেটওয়ার্ক। ছায়াছবি নির্মাণের জন্য আছে ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার গ্রুপের অধীন টাচস্টোন পিকচারস, হলিউড পিকচার্স, মিরাম্যাক্স ফিল্মস এবং কারাভান পিকচার্স। স্পোর্টস চ্যানেল নেটওয়ার্ক ইএসপিএন, লাইফটাইম টেলিভিশন, আর্ট এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট নেটওয়ার্ক এই কর্পোরেশনের মালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠান। এবিসি রেডিও নেটওয়ার্কের রয়েছে বড় বড় শহরে ১১টি এএম ও ১০টি এফএম নিজস্ব রেডিও স্টেশন এবং দেশব্যাপী ৩৪০০ এফিলিয়েট রেডিও স্টেশন। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বড় শহর থেকে এই সংস্থা ৭টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে। পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনার জন্য রয়েছে ফেয়ারচাইল্ড পাবলিকেশনস, চিল্টন পাবলিকেশনস ও এবিসি পাবলিশিং গ্রুপ।

টাইম-ওয়ার্নার যুক্তরাষ্ট্রের ও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিডিয়া কংলোমারেট। এটার চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেফ্রি বিউকাস একজন ইহুদি। অপর তিনজন বোর্ড মেম্বার উইলিয়াম পি. বার, জেসিকা পি. আইনহম ও পল ডি. ওয়াখটেলও ইহুদি। ছায়াছবি, প্রকাশনা ও টেলিভিশন এই কোম্পানির মূল ব্যবসা। এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মধ্যে রয়েছে নিউ লাইন সিনেমা, টাইম ইনকর্পোরেটেড, এইচবিও, টার্নার ব্রডকাস্টিং সিস্টেম, দ্যা সিডব্লিউ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, দ্যা ডব্লিউ বি ডট কম, ওয়ার্নার ব্রাদার্স, কিড্স ডব্লিউবি, কার্টুন নেটওয়ার্ক, বুমেরাং, এডাল্ট সুইম, সিএনএন, ডিসি কমিকস, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এনিমেশন, কার্টুন নেটওয়ার্ক স্টুডিওস এবং কেস্‌ল রক এন্টারটেইনমেন্ট। সাবসিডিয়ারিগুলোর অধিকাংশই বিনোদন মাধ্যম বা বিনোদনমূলক ছায়াছবি নির্মাণে নিয়োজিত, আবার সিএনএন-এর মত গুরুগম্ভীর প্রচার মাধ্যমও রয়েছে। টাইম ইনকর্পোরেটেড বিখ্যাত সাপ্তাহিক টাইম ম্যাগাজিনসহ প্রায় ১৫০টি সাময়িকী প্রকাশ করে। টাইম ইনকর্পোরেটেড যেসব সাময়িকী প্রকাশ করে তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল স্পোর্টস ইলাস্ট্রেটেড, ফরচুন, পিপ্‌ল ইন স্টাইল, লাইফ, গল্‌ফ ম্যাগাজিন, সাদার্ন লিভিং। টাইম ইনকর্পোরেটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লউরা ল্যাং এবং চেয়ারম্যান এন মুর উভয়েই ইহুদি। টাইম নিউজ ম্যাগাজিনের ম্যানেজিং এডিটর রিচার্ড স্টেঙ্গেল একজন ইহুদি। টাইম-ওয়ার্নার-এর ৪টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির মধ্যে হোম বক্স অফিস (এইচবিও) এর চেয়ারম্যান এবং সিইও বিল নেলসন, টাইম ইনকর্পোরেটেড এর চেয়ারম্যান এবং সিইও লউরা ল্যাং, ওয়ার্নার ব্রাদার্স এন্টারটেইনমেন্ট এর চেয়ারম্যান এবং সিইও বেরি মেয়ার সকলেই ইহুদি।

বৃহৎ মিডিয়া কর্পোরেশনের তালিকায় রুপার্ট মার্ডকের নিউজ কর্পোরেশনের স্থান তৃতীয়। রুপার্ট মার্ডক যদিও ইহুদি নন, তার মালিকানার প্রায় সকল ইউনিটই পরিচালনা করেন ইহুদিরা। নিউজ কর্পোরেশনের ইউনিটসমূহের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে। যুক্তরাষ্ট্রে তাদের প্রধান ইউনিট হচ্ছে ফক্স টেলিভিশন ও টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স ফিল্মস। ফক্স টেলিভিশন তার কট্টর ডানপন্থা ও ইসরায়েলঘেঁষা খবর ও মত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। ফক্স টেলিভিশন নেটওয়ার্কে ১৮৫টি নিজস্ব ও এফিলিয়েট স্টেশন আছে।

ভিঅকম রয়েছে চতুর্থ স্থানে। ভিঅকম আগাগোড়া ইহুদি সংস্থা। ভিঅকমের নির্বাহী চেয়ারম্যান সামনার রেডস্টোন এবং প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী ফিলিপ ডাউম্যান উভয়েই ইহুদি। ভিঅকম আমেরিকার বৃহত্তম টিভি নেটওর্ক কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (সিবিএস) এর ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন ২০% মালিক। ভিঅকম আমেরিকার সর্ববৃহৎ তিনটি টিভি নেটওয়ার্ক সিবিএস, এনবিসি ও এবিসি'র জন্য টিভি প্রোগ্রাম প্রযোজনা

করে থাকে। ছায়াছবি নির্মাণের জন্য রয়েছে প্যারামাউন্ট পিকচারস। এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ব্র্যাড গ্রে, ভাইস চেয়ারম্যান রব মুর এবং চিফ অপারেটিং অফিসার ফ্রেডরিক ডি হান্টসবেরি সকলেই ইহুদি। ভিঅকমের সম্পদের মধ্যে আছে এমটিভি ফিল্মস, নিকোলডিয়ন মুভিস, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক কমেডি সেন্ট্রাল, লগো, বিইটি, স্পাইক, টিভিল্যান্ড, নিক এট নাইট, নিকোলডিয়ন, টীন নিক, নিকটুনস, নিক জুনিয়র, এমটিভি, ভিএইচ১, এমটিভি২, টিআর৩, সিএমটি, প্যালাডিয়া। ভিডিও গেম ট্রেইলারস ও নিওপেটস। সামনার রেডস্টোন তার পারিবারিক প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল এমিউজমেন্ট কোম্পানির মাধ্যমে ভিঅকমের কন্ট্রোলিং শেয়ার ধারণ করেন। ন্যাশনাল এমিউজমেন্ট কোম্পানির আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ জুড়ে ১৫০০ মুভি-থিয়েটার। পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান প্রেন্টিস হল, সাইমন এন্ড খাস্টার এবং পকেট বুকস ভিঅকমের সাবসিডিয়ারি। ভিঅকমের ১১ সদস্যের বোর্ডে ৮জনই ইহুদি।[৬]

জাপানের সনি কর্পোরেশনের আমেরিকান সাবসিডিয়ারি সনি কর্পোরেশন অব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম বৃহত্তম বিনোদন উপকরণ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। সনি পিকচার্স এন্টারটেইনমেন্ট কোম্পানির মাধ্যমে চলচ্চিত্র, টিভি প্রোগ্রাম, টেলিভিশন সিন্ডিকেশন, অনলাইন গেমস, মোবাইল বিনোদন, ভিডিও অন ডিমান্ড, ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন ইত্যাদি প্রস্তুত ও বাজারজাত করে থাকে। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মাইকেল লিন্টন একজন ইহুদি।

দৈনিক খবরের কাগজ ও পত্রিকা: ছাপানো প্রচারমাধ্যমের ক্ষেত্রে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ একই রকম। আমেরিকান জনগণের জন্য খবরের সূত্র হিসেবে রেডিও টেলিভিশনের পরই দৈনিক পত্রিকার স্থান। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন প্রায় ৬ কোটি কপি খবরের কাগজ বিক্রয় বা বিতরণ করা হয়। দেশের মোট এক হাজার পাঁচশ' দৈনিক পত্রিকার মধ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ 'স্বাধীন' বলে পরিচিত। অর্থাৎ এই পত্রিকাগুলো কোন বৃহৎ গ্রুপের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। বাকি ৭৫শতাংশ দৈনিক পত্রিকা হাতেগোনা কয়েকটি বড় হোল্ডিং কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে প্রকাশিত হয়। আর এই কোম্পানিগুলোর অধিকাংশই ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণে। কোম্পানির মালিকানা থেকে শুরু করে পত্রিকার প্রকাশনা, পরিচালনা, সম্পাদনা, রিপোর্টিং সহ সকল কার্যক্রমে ইহুদিরা নিয়ামক ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক পত্রিকা-কোম্পানির মধ্যে প্রচারসংখ্যায় সবচেয়ে বড় কোম্পানি গ্যানেট কোম্পানি। এই কোম্পানি সারা দেশে ৭৯টি পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে রয়েছে 'ইউএসএ টুডে'। কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঙ্ক গ্যানেট ছিলেন ইহুদি। কোম্পানিটি এখনো প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের হাতেই আছে। কোম্পানি চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রাসিয়া মার্টোরে একজন ইহুদি। কোম্পানির 'ফ্ল্যাগ শিপ' বলে পরিচিত 'ইউএসএ টুডে' এর প্রকাশক ল্যারি ক্রেমার ও সম্পাদক ডেভিড ক্যালাওয়ে দু'জনেই ইহুদি। কোম্পানির দ্বিতীয় প্রধান পত্রিকা 'দ্যা এরিজোনা রিপাবলিক' এর প্রকাশক জন জিডিকও একজন ইহুদি।

দ্বিতীয় বৃহৎ হোল্ডিং কোম্পানি, ট্রিবিউন কোম্পানি ১৮টি বড় বড় দৈনিকের মালিক। প্রধান দুটি পত্রিকা হল *শিকাগো ট্রিবিউন* এবং *লসএঞ্জেলেস টাইমস*। কোম্পানির চেয়ারম্যান স্যাম জলি ইহুদি। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এডি হার্লেনস্টাইনও ইহুদি। তৃতীয় স্থানের *নিউ ইয়র্ক টাইমস* কোম্পানির মালিক ইহুদি। এই কোম্পানি *নিউইয়র্ক টাইমস, বোস্টন গেস্নাব* ও *হেরাল্ড ট্রিবিউন*সহ ৩৩টি পত্রিকা এবং ১২টি সাময়িকী প্রকাশ করে। এই কোম্পানির 'মেককল' ও 'ফ্যামিলি সার্কেল' ম্যাগাজিন দুটি প্রত্যেকটির সার্কুলেশন ৫০ লক্ষ কপি করে। কোম্পানির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আর্থার সাল্‌জবার্গার একজন ইহুদি। নিউইয়র্ক টাইমসের সম্পাদক জীল আব্রামসন, ম্যানেজিং এডিটর ডীন বেকেট ও 'ওপিনিয়ন এডিটর' এন্ড্রু রোজেন্থাল সকলেই ইহুদি। ৫০৬টি দৈনিক পত্রিকা, নিউজ এজেন্সি ও সাময়িকী *নিউইয়র্ক টাইমস* নিউজ সার্ভিস এর পাঠানো ফিচার, খবর ও ছবি প্রকাশ করে থাকে।

৫ম স্থানের এডভান্স পাবলিকেশনস এর মালিক নিউ হাউস গ্রুপ। এই গ্রুপের মালিক ইহুদি নিউহাউস পরিবার। এই গ্রুপের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি এডভান্স পাব্লিকেশনস ১২৭টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে যার মধ্যে আছে নেওয়ার্কের 'স্টার লেজার'। ১০ম স্থানের ওয়াশিংটন পোস্ট কোম্পানি দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রচারের দৈনিক পত্রিকা *ওয়াশিংটন পোস্ট* ছাড়াও প্রায় দু' ডজন পত্রিকা প্রকাশ করে। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডোনাল্ড গ্রাহাম এবাং ভাইস চেয়ারম্যান বোয়াফিলে জোনস দুজনেই ইহুদি। *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকার প্রকাশক ক্যাথরিন ওয়াইমুথ এবং সম্পাদক মার্কাস ব্রাখলি দুজনেই ইহুদি। দ্বাদশ স্থানের মিডিয়া নিউজ গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি স্টেটে ৫৬টি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে। কোম্পানিটির চেয়ারম্যান রিচার্ড স্কাডার, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উইলিয়াম ডীন সিঙ্গলটন এবং প্রধান অপারেটিং অফিসার স্টেভেন রসি তিনজনই ইহুদি। ত্রয়োদশ স্থানের ফ্রিডম কমিউনিকেশনস ৪০টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক। এর মধ্যে আছে এরিজোনার *য়ুমা সান*, কালিফোর্নিয়ার *ডেইলি প্রেস* এবং *অরেঞ্জ কাউন্টি রেজিষ্টার*। এই কোম্পানির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আরন কুশনার একজন ইহুদি। চতুর্দশ স্থানে আছে *স্ক্রিপস নিউজপেপারস*। এই কোম্পানি ১৪টি দৈনিক পত্রিকা ও ২৫টি অন্যান্য পত্রিকা প্রকাশ করে। কোম্পানিটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রিচার্ড এ বোহনে একজন ইহুদি। পঞ্চদশ স্থানে আছে লী এন্টারপ্রাইজেস। এই কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের ২৩টি রাজ্যে ৫৪টি দৈনিক ও ৩০০ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে আছে *এরিজোনা ডেইলি সান, এরিজোনা ডেইলি স্টার* এবং *দ্য সেন্টেনিয়েল*। এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট, সিইও এবং চেয়ারম্যান মারি জাঙ্ক একজন ইহুদি।

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ১৫টি দৈনিক পত্রিকা-মালিকানা কোম্পানির মধ্যে ৯টি কোম্পানির মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণ ইহুদিদের হাতে। এই তথ্যকে নমুনা বিবেচনা করে ধরে নেওয়া যায় অন্যান্য পত্রিকা-কোম্পানিগুলোর মালিকানার বিন্যাসও একই

ধাঁচের হবে। তাই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৬০ ভাগ দৈনিক পত্রিকা ইহুদিদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। এই ১৫টি কোম্পানির দৈনিক পত্রিকাগুলোর মোট প্রচারসংখ্যা ১০,৮৮৩,৬০৮। এর বিপরীতে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত ৯টি কোম্পানির পত্রিকাগুলোর প্রচার সংখ্যা ৬,৫৩১,৫৮৫। অর্থাৎ দৈনিক পত্রিকার ৬০ শতাংশ ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলোর গ্রাহক।[৭] দেশের ১.৭ শতাংশ মানুষের হাতে জনমত সৃষ্টির অন্যতম কার্যকর মাধ্যমের এই মাত্রার নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্যি অবাক হওয়ার বিষয়। এই কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন পত্রিকাগুলোর মধ্যে আছে *নিউইয়র্ক টাইমস, ইউএসএ টুডে, ওয়াশিংটন পোস্ট, লসএঞ্জেলেস টাইমস, হেরাল্ড ট্রিবিউন, শিকাগো টাইমস*-এর মত দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা। এই কোম্পানিগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শত শত টেলিভিশন স্টেশন ও হাজার হাজার রেডিও স্টেশনের প্রচার নিয়ন্ত্রণ করে।

'ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে'র সাবেক সম্পাদক রবার্ট বার্টলি ইসরায়েলের প্রতি এতটাই পক্ষপাতিত্ব করতেন যে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'শামির, শ্যারন, বিবি (বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু) তারা যাই চান তা দিতে আমার আপত্তি নেই।' তাই আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে'র ন্যায় *শিকাগো সান টাইমস* এবং *ওয়াশিংটন টাইমস* এর মত দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়মিত ইসরায়েলপন্থি সম্পাদকীয় ও মন্তব্য প্রকাশ করে থাকে। 'নিউ রিপাবলিক', 'কমেন্টারি' এবং 'উইকলি স্ট্যান্ডার্ড' এর মত ম্যাগাজিনগুলো ইসরায়েলের সকল পদক্ষেপকে অন্ধভাবে সমর্থন করে থাকে। *নিউইয়র্ক টাইমসের* সাবেক নির্বাহী সম্পাদক ম্যাক্স ফ্র্যাঙ্কেল তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমি ইসরায়েলের প্রতি আমার অনুরাগ যতটা স্বীকার করতে সাহস পেতাম আমার অনুরাগ তার চেয়ে বেশি ছিল। ইসরায়েল সম্পর্কে আমার জ্ঞান ও ইসরায়েলিদের সাথে আমার বন্ধুত্বে বলীয়ান হয়ে আমাদের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সকল মন্তব্য ও ভাষ্য আমি নিজে লিখতাম। ইহুদি পাঠকদের চেয়ে আরব পাঠকরা বেশি লক্ষ্য করতেন যে আমার লেখায় সব সময় ইসরায়েলের দৃষ্টিকোন প্রতিফলিত হত।' যুক্তরাষ্ট্রের তথা বিশ্বের তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ' ও সাংবাদিকতায় 'বস্তুনিষ্ঠতা'র ধারক বলে পরিচিত পত্রিকাগুলো এমনি নগ্নভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে থাকে।

রেডিও: সরাসরি ইহুদি নিয়ন্ত্রণের বাইরের প্রচারমাধ্যমকে কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি লবি ধমকির মধ্যে রাখে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও' স্টেশনগুলো। যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশিত মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সংবাদ যেন ইসরায়েল লবির লাইনের বাইরে না যেতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য 'একিউরেট মিড্‌লইস্ট রিপোর্টিং ইন আমেরিকা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সম্প্রচারের জন্য সরকারি রেডিও স্টেশন নেই। তবে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সম্প্রচারের জন্য সারা দেশে ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও স্টেশন আছে যেগুলোর আংশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ফেডারেল সরকার বার্ষিক বরাদ্দ দিয়ে থাকে। অবশিষ্ট ব্যয় ঐসকল রেডিও স্টেশন স্থানীয় বিজ্ঞাপন আয়, স্টেট গভর্নমেন্ট বরাদ্দ ও অন্যান্য সূত্র থেকে

পাওয়া অনুদান থেকে মিটিয়ে থাকে। ২০০৩ সালে 'একিউরেট মিড্‌লইস্ট রিপোর্টিং ইন আমেরিকা' যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩ টি শহরে 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও' এর সামনে বিক্ষোভ করে এই অজুহাতে যে ঐসব রেডিও স্টেশনগুলো ইসরায়েলের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের এই প্রচারণার কারণে বোস্টনের 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও' WBUR ১০ লক্ষ ডলার আয় হারায়। ইহুদি লবি 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও'র ফেডারেল অর্থায়ন বন্ধ করতে চায়। ইহুদি লবিকে খুশি করতে কংগ্রেস 'ন্যাশনাল পাবলিক রেডিও'র মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু এবং অধিক তদারকির ব্যবস্থা করেছে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহুদিরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের বড় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয় তখন থেকেই প্রচারমাধ্যমের উপর ইহুদিদের কর্তৃত্ব বাড়তে থাকে। যে সকল পত্র পত্রিকা প্রথমত অ-ইহুদিরা শুরু করেছিল সেগুলো ক্রয়ের মাধ্যমে ইহুদিরা তাদের নিয়ন্ত্রণের আওতা বাড়াতে থাকে। রেডিও-টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া চলে। প্রচারমাধ্যমে অ-ইহুদিদের উপস্থিতি কমতে থাকে। মূলত ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ঠিক করে কোনটি খবর ও কোনটি খবর নয়। অন্যরা তা অনুসরণ বা অনুকরণ করে। যারা ইহুদি লাইনের বাইরে অথবা তার বিপরীতে খবর বা মতামত প্রকাশ করতে উৎসাহ দেখায় তারা যেন বেশি দিন টিকে থাকতে না পারে সে ব্যবস্থা করে ইহুদি ব্যবসায়ীরা, যারা বিজ্ঞাপন কোথায় যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে দূরবর্তী ক্ষুদ্র কমিউনিটি পর্যায়ে খবর-মাধ্যমে একই নিয়ন্ত্রণ কাজ করে।

এটা সবারই জানা যে, ছোট বড় কোন পত্রিকাই গ্রাহকদের চাঁদার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে না। তাই ছোটবড় সব 'স্বাধীন' পত্রিকাই রিপোর্টিং, পরিবেশনা ও মতামত প্রকাশে ইহুদি সংবেদনশীলতার দিকে খেয়াল রাখতে বাধ্য থাকে। ছোট ছোট পত্রিকাগুলোর তাদের শহর বা কমিউনিটির বাইরের খবর সংগ্রহের সংগঠন বা আর্থিক সামর্থ থাকে না। তারা বাস্তব কারণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরের জন্য বৃহৎ পত্রিকা কোম্পানি ও নিউজ এজেন্সির উপর নির্ভর করে। তাই তারা নামে 'স্বাধীন' হলেও কার্যত ইহুদি নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা কোম্পানির লাইন অনুসরণ করে।

পুস্তক ও সাময়িকী: পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশনা ব্যবসায়ও ইহুদি প্রাধান্য লক্ষণীয়। ২০০৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বইয়ের বাজারের হিস্যাভিত্তিক প্রণীত যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি বৃহত্তম পুস্তক প্রকাশকের তালিকার ৩টিই ইহুদি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রথম স্থানের রেন্ডম হাউস এর বাজার হিস্যা ছিল ১৭.৫ শতাংশ।[৮] এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্কাস দোহলে একজন ইহুদি। হ্যাখেট-এর স্থান তৃতীয়। এই কোম্পানির বাজারের হিস্যা ছিল ১০ শতাংশ। হ্যাখেট-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড ইয়ং একজন ইহুদি। ৯.১ শতাংশ হিস্যা নিয়ে ৫ম স্থানে রয়েছে সাইমন এন্ড খাস্টার। এই কোম্পানির প্রধান তিন ব্যক্তি রবার্ট ফে দ্য গ্রাফ, রবার্ট গটলিয়েব ও মাইকেল কোরডা

তিনজনই ইহুদি। মনে রাখা যেতে পারে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, সারা পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয় পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চলচ্চিত্র যখন বৃহৎ ব্যবসায় পরিণত হয় তখন থেকেই এই ব্যবসায় ইহুদিদের আধিপত্য শুরু হয়। এখনো এই ধারা চলছে।

প্রচারযন্ত্রের পরিশোধনাগার: প্রচারের সকল মাধ্যম, বিনোদনের মাধ্যম—রেডিও, টিভি, সিনেমা, ভিডিও, ভিডিও গেইমস, অনলাইন গেইমস-পুস্তক ও সাময়িকীসহ সকল কিছুর উপর ইহুদিদের কর্তৃত্ব থাকার ফলে একজন আমেরিকান কী পড়বে, শুনবে অথবা দেখবে তা নির্ধারণ করে ইহুদিরা। শুধু আমেরিকানরাই নয়, বলতে গেলে সারা বিশ্বই ইহুদি প্রচারমাধ্যমের বন্দি। কারণ আমরা এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষ যারা উত্তর কোরিয়ার মত বহির্বিশ্বকে 'ব্ল্যাক আউট' করে রাখি না তারা সকলেই আমেরিকান তথা ইহুদি মিডিয়ার প্রচারের শিকার হই। বহির্বিশ্বের এমনকি দেশেরও বহু ঘটনার চিত্র ও তথ্য আমাদের কাছে আসে আমেরিকান তথা ইহুদি প্রচারযন্ত্রের পরিশোধনাগার হয়ে। আমাদের অজান্তেই ইহুদি প্রচারযন্ত্র অনেক বিষয়ের উপর আমাদের মতামত ও মনোভাব প্রভাবিত করে। এওএল-টাইম-ওয়ার্নারের[৯] দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তি জেরাল্ড লেভিন (তিনি একজন ইহুদি) সম্পর্কে একটি ইহুদি সাপ্তাহিক পত্রিকায়[১০] মন্তব্য করা হয়েছে, 'তিনি আপনাদের উপর অনেক ক্ষমতা রাখেন। আপনি যেকোন একটি খাতের কথা বলুন সেখানেই তার হাত আছে। আপনি টিভিতে কী দেখবেন, কী বই আপনি পড়বেন, আপনি কীভাবে ইন্টারনেট সার্ফ করবেন, এবং কীভাবে খবর আপনার কাছে পরিবেশন করা হবে, তা তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এগুলো হচ্ছে তার ক্ষমতার সামান্য একটু আভাস মাত্র।'

রাজনীতিতে ইহুদি উপস্থিতি: যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি অভিবাসন ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এই দেশটির রাজনীতিতে ইহুদিদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে যখন ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় তখনই ইহুদিরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সেটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে যে কোন উপায়েই হোক তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সমর্থন আদায় করতে হবে এবং সেই সমর্থন অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্ক: যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ক্ষেত্রে ইহুদিদের প্রাধান্য খুবই দৃশ্যমান। প্রথমটি হচ্ছে গণমাধ্যম ও দ্বিতীয়টি রাজনীতি। এই দুটি ক্ষেত্রে ইহুদিদের প্রাধান্য আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নাগরিকদের যতটা উৎকণ্ঠার কারণ তার চেয়ে বেশি উৎকণ্ঠার কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ বিশেষকরে মুসলিম দেশগুলোর জন্য। মধ্যপ্রাচ্যের তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক সবসময় একটি অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। ইসরায়েলের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সম্পর্ক ইসরায়েলকে তার প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর

সাথে দুঃসাহসী আচরণে প্ররোচিত করে। বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে প্যালেস্টাইনিদের মৌলিক অধিকার যথেচ্ছ লঙ্ঘন করতে সামান্যতম দ্বিধা অনুভব করে না। আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন করে অধিকৃত প্যালেস্টাইনে যেখানে সেখানে ইহুদি বসতি স্থাপন করে যাচ্ছে এবং তা থামানোর কার্যকর কোন আন্তর্জাতিক উদ্যোগ নেই। যখন তখন যে কোন মুসলিম দেশের উপর আগ্রাসন চালাতে ইসরায়েলকে অগ্র-পশ্চাত ভাবতে হয় না। ১৯৮১ সালে বাগদাদের কাছে ইরাকের ওসিরাক পারমাণবিক চুলিস্ন চালু করার পূর্বেই ইসরায়েল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এক রাতে বিমান হামলা চালিয়ে। এই হামলা চালাতে আরো দুটি আরব রাষ্ট্র—জর্ডান ও সৌদি আরবের আকাশসীমা লঙ্ঘন করা হয়েছিল। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপর এমন হামলা ও অপর দুটি রাষ্ট্রের আকাশসীমা লঙ্ঘন করার অপরাধে জাতিসংঘ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নিতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে। এই কিছুদিন আগে ইসরায়েল সুদানের একটি গোলা-বারুদ কারখানায় বিমান হামলা চালিয়ে ধ্বংস করেছে।[১১] সুদানের সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধাবস্থা নেই। ইহুদি নিয়ন্ত্রিত যুক্তরাষ্ট্র তথা আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম এটা নিয়ে কোন হৈ-হুল্লোড় করেনি। আন্তর্জাতিক সমাজ এটা ধরে নিয়েছে আরব দেশগুলোর সাথে ইসরায়েল এ আচরণই করবে। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা ইসরায়েল ধ্বংস করে দেবে এটাই স্বাভাবিক। আন্তর্জাতিক আইনে এর বৈধতা কতটুকু আছে তা দেখার কোন প্রয়োজন নেই। ইসরায়েল পারমানবিক অস্ত্রসম্ভার গড়ে তুলেছে এটা নিয়ে বিশ্ব প্রচারমাধ্যমে কোন হৈচৈ নেই। রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক অস্ত্র ও আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের মুখে আমেরিকানরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারলেও ইরানের কাল্পনিক পারমাণবিক অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের জীবন-মরণ হুমকি সৃষ্টি করবে এমন অদ্ভুত ধারণা ইহুদি নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম অধিকাংশ আমেরিকানদের মনে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে।

অর্থ ও চাঁদানির্ভর রাজনীতি: এটা বেশ পুরনো বিষয় যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অর্থ একটা বড় নিয়ামক। 'গণতন্ত্রের' পথে যারা হেঁটে এগুতে চান এদেশে অর্থ তাদের পথ সুগম করে। এক, যার টাকা আছে তার জন্য রাজনীতি করা সহজ। দুই, যার টাকা নেই তার জন্যও রাজনীতি কঠিন নয় যদি তিনি নির্বাচনের জন্য চাঁদা তুলতে পারেন। রাজনীতিকদের সুবিধার জন্য নির্বাচনের চাঁদা তোলাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। আইন ও বিধান করা হয়েছে একজন প্রার্থী একজন ব্যক্তি, একটি কোম্পানি বা একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সর্বোচ্চ কত টাকা চাঁদা নিতে পারবেন। প্রার্থী চাঁদার টাকা কীভাবে রাখবেন, কীভাবে খরচ করবেন এবং খরচের হিসাব কীভাবে রাখা হবে সবই নির্ধারণ করা আছে। সুতরাং পছন্দের প্রার্থীকে টাকা দিতে বাধা নেই। চাঁদার পরিমাণের যে বাধা আছে তা অতিক্রমকরা মোটেই কঠিন কাজ নয়। যারা প্রার্থীর জন্য নিজ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত নন তাদের নাম ব্যবহার করে টাকা ঢাললেই হল অথবা কিছু মুনাফাবিহীন সংগঠনসৃষ্টি করে নিলেও হয়। ইহুদিরা নির্বাচন প্রভাবিত করতে ঠিক তাই করেন। যার টাকা আছে সে যদি চায় তা হলে সে রাজনীতির কিছু কল-কাঠি

নাড়তে পারবে এটাই স্বাভাবিক। ইহুদিদের টাকা অছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকে তাদের কব্জায় রাখতে চায়, এটাও সুবিদিত। অন্য দশজন চাঁদাদানকারীর মত ইহুদিরা চাঁদার বিনিময়ে রাজনীতিকের কাছ থেকে নিজের বা কোম্পানি বা বিশেষ শিল্পখাতের জন্য সুবিধাই আশা করেন না বরং এই সচরাচর সুবিধার অতিরিক্ত সাধারণভাবে ইহুদি স্বার্থের প্রতি তার অবিচল সমর্থন এবং বিশেষকরে ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও মধ্যপ্রাচ্যে তার স্বার্থ রক্ষর জন্য অথবা কার্যত ইসরায়েল যাই করুক তার প্রতি কথায় ও কাজে নিঃশর্ত সমর্থন দিতে হবে এমনটা আশা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিকদের 'সঠিক পথে' রাখার জন্য ইহুদিরা এক অনন্য ও ত্রুটিহীনভাবে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

রাজনীতি ও ইহুদি লবি: যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার একক কেন্দ্র নেই। আইন প্রণয়ন বিভাগ, কার্যনির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন করা হয়েছে। বিশেষকরে আইন প্রণয়ন ও কার্যনির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার যে বিন্যাস করা হয়েছে তাতে উভয় বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগ ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয় না। এই সমন্বয়ের প্রয়োজন মেটাতে উদ্ভব হয়েছে এক অনন্য ব্যবস্থা যা 'লবি' বা তদ্বিরকারী নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়নকারী ও প্রশাসনের সাথে তদ্বির করার জন্য আছে শত শত তদ্বিরকারী ও তদ্বিরকারী প্রতিষ্ঠান। ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করার জন্যও আছে বহু তদ্বিরকারী ও তদ্বিরকারী প্রতিষ্ঠান। অপর দশটি তদ্বিরকারী প্রতিষ্ঠান যেভাবে কাজ করে ইহুদি স্বার্থের তদ্বিরকারীরাও একইভাহে কাজ করেন। তবে অন্যদের সাথে তাদের পার্থক্য হচ্ছে এই যে তাদের তদ্বির সাধারণত ব্যর্থ হয় না।

ইসরায়েল ও ইহুদিদের পক্ষে যেসব প্রতিষ্ঠান তদ্বির করে তাদের অগ্রভাগে আছে আমেরিকান-ইসরায়েলি পাবলিক একশন কমিটি বা AIPAC। উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এন্টাই ডিফেমেশন লীগ, ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশন, জুইশ এজেন্সি, ওয়ার্লড জুইশ কংগ্রেস, ইসরায়েল পলিসি ফোরাম, জুইশ কাউন্সিল ফর পাবলিক এফেয়ার্স, আমেরিকান জুইশ কমিটি, কনফারেন্স অব প্রেসিডেন্টস অব মেজর জুইশ অগানাইজেশনস, ইত্যাদি। এছাড়া আছে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন নামের একশন কমিটি। দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নামের ফ্রেন্ডস অব ইসরায়েল সমিতি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এইসব সমিতির কাজ একাডেমিক ক্ষেত্রে ইসরায়েল নিয়ে বিতর্ক ইসরায়েলের পক্ষে রাখা ও শিক্ষকদের মধ্যে ইসরায়েলের সমালোচনাকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।[১২] সম্ভাব্য ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে চিহ্নিত শিক্ষকের রিসার্চ বাজেট কমানোর তদ্বির করা, তার বিরুদ্ধে পত্র লেখার অভিযান চালানো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সহযোগিতা পাওয়া না গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেডারেল বরাদ্দ হ্রাস ও সম্ভব হলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে ইসরায়েলের পক্ষের দল ভারি করার জন্য যত বেশি সম্ভব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েল-স্টাডি ইনস্টিটিউট খোলার জন্য এই লবি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।[১৩]

ইসরায়েল লবির উদ্দেশ্য সাধনে বহু এনজিও কাজ করছে। 'থিংক ট্যাঙ্কে'র পোশাকে এসব এনজিও নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসরায়েলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখতে এবং ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ, আদর্শ ও নীতির প্রেক্ষাপট প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিপূর্বে যেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে মত প্রকাশে সাধারণভাবে বস্তুনিষ্ঠতার সুনাম ছিল, বিগত কয়েক যুগে এসব প্রতিষ্ঠানকে ইসরায়েলের পক্ষের শক্তি কুক্ষিগত করে ফেলেছে। এর মধ্যে আছে আমেরিকান এন্টারপ্রাইজেস ইনস্টিটিউট, দ্য ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট, সেন্টার ফর সিকিউরিটি পলিসি, দ্য ফরেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হেরিটেজ ফাউন্ডেশন, হাডসন ইনস্টিটিউট, দ্য ইনস্টিটিউট অব ফরেন পলিসি এনালাইসিস এবং জুইশ ইনস্টিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাফেয়ার্স। এসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে কুক্ষিগত করা হয়েছে তার একটি উদাহরণ ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউটের মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে গবেষণা করা হয় সাবান সেন্টার ফর মিড্ল ইস্ট স্টাডিস এর মাধ্যমে। এই প্রতিষ্ঠানটির অর্থায়ন করে খাইম সাবান নামের একজন কট্টর ইসরায়েলি জাইঅনবাদী এবং এর পরিচালক পদে আছেন আরেক কট্টর জাইঅনবাদী মার্টিন ইনডাইক। এভাবে যে প্রতিষ্ঠানটির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার জন্য খ্যাতি ছিল সেই প্রতিষ্ঠানটিকে ইসরায়েলের গুণকীর্তনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে।[১৪]

সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে উপস্থিতি: ১৯৪৮ ও ১৯৭৩ সালে ইহুদি সম্প্রদায় ও ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্য দুটি ঐতিহাসিক মাইলফলকের বছর। ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটে ইহুদি প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন যাত্রা শুরু হয় এবং প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে অথচ যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমান্বয়েকমতে থাকে। কিন্তু ১৯৭৩ এর আগে প্রতিনিধির সংখ্যা নাটকীয় কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ইসরায়েল বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রায় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। মিশরীয় বাহিনী সুয়েজ খাল পার হয়ে ক্ষিপ্ত গতিতে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে ইসরায়েল রাষ্ট্রের মূলসীমায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। এই গতিতে মিসরীয় বাহিনী অগ্রসর হতে পারলে কয়েক দিনের মধ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারত। যুক্তরাষ্ট্র অতি দ্রুতগামী বিমানে তথাকথিত 'এয়ার ব্রিজ' চালু করে ইসরায়েলের অস্ত্রসম্ভার পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা ও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীকে মিশরের অরক্ষিত সীমান্তের দিকে পরিচালিত না করলে ইসরায়েলকে চরম পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হত। এই যুদ্ধে ইসরায়েল দুটি শিক্ষা লাভ করে। এক, ইসরায়েল বাহিনী অপরাজেয় নয়। ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধের পর সৃষ্ট তথাকথিত অলঙ্ঘনীয় 'বারলেব' লাইন ইসরায়েলে একটা মিথ্যে নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করেছিল। দুই, ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যের বৈরী পরিবেশে টিকে থাকতে হলে যুক্তরাষ্ট্রকে চিরদিনের জন্য ইসরায়েলের পাশে পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। এই উপলব্ধি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষকরে

মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে যে কোন উপায়ে ইসরায়েল লবির কব্জায় রাখার সর্বব্যাপী কৌশলের অংশ হিসেবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার অন্তত একটি কক্ষে ইহুদি লবির চিরস্থায়ী কৌশলগত অবস্থান সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। দুই কক্ষের মধ্যে সিনেটের সদস্য সংখ্যা কম থাকায় এখানে প্রাধান্য সৃষ্টি সহজতর হবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

ইহুদিরা চারশ' বছর আগে থেকেই আমেরিকায় আছেন। কিন্তু এদেশের রাজনীতিতে তাদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি জনসংখ্যা দেশের জনসংখ্যার ২ শতাংশের আশেপাশে ছিল, যা এখন ১.৭ শতাংশের আশেপাশে। যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টিটিভ (প্রতিনিধি পরিষদ) অথবা সিনেটে তাদের উপস্থিতি ছিল অতি সীমিত, যদিও তাদের পূর্ণ ভোটাধিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ছিল। বিংশ শতাব্দীর আগে প্রতিনিধি পরিষদে মাঝে মধ্যে দু'চারজন ইহুদিকে দেখা যেত। প্রতিনিধি পরিষদে প্রথম ইহুদি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮৪৫ সালে। ১৯৪০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩.৭ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এ ছিল ইহুদি জনসংখ্যার সর্বোচ্চ অনুপাত।[১৫] ১৯০০ সালে প্রতিনিধি পরিষদের ইহুদি সদস্য ছিলেন ৫জন, এখন ২০১২ সালে সেই সংখ্যা ২৫জন। ১৮৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সিনেটে ইহুদি সদস্যের সংখ্যা কখনো একজনের বেশি ছিল না। এর মধ্যে ১৯১৩ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত কোন ইহুদি সিনেটর ছিল না। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত ছিলেন ১ জন, ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ইহুদি সিনেটর ছিলেন ২ অথবা ৩ জন। হঠাৎ ১৯৭৬ থেকে ইহুদি সিনেটরের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বাড়তে থাকে। ২০১২ সালের বৎসরান্তে যুক্তরাষ্ট্র সিনেটে ইহুদি সিনেটরের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩। ১০০ সদস্যের সিনেটে ১৩ জন ইহুদি সিনেটর অর্থাৎ সিনেটের ১৩[১৬] শতাংশ সদস্য ইহুদি। বর্তমান ইহুদি সিনেটরদের মধ্যে কোন রিপাবলিকান নেই। দু'জন নির্দলীয় বাদে বাকি সবাই ডেমোক্রেট। এটা কোন হিসাবেই মিলে না। একমাত্র সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা আর সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়া রাজনীতির এই ধারা সৃষ্টি হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের কোন স্টেটে ইহুদি জনসংখ্যা স্টেটের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশও নয়। নিউইয়র্ক স্টেটে ইহুদিদের বাস সবচেয়ে বেশি। এখানে ইহুদি জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮.৪ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে আছে নিউ জার্সি। এখানে ইহুদি জনসংখ্যা ৫.৭ শতাংশ। ইহুদি সিনেটররা যেমন ইহুদি জনবহুল নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কনেক্টিকাট থেকে নির্বাচিত হয়েছেন তেমনি ইহুদি জনবিরল রাজ্য উইসকনসিন (০.৫% ইহুদি) থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ার দুটো সিনেটর পদই ইহুদিদের দখলে। দেখা যায় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে প্রার্থীর ধর্মীয় আনুগত্য বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কোন গুরুত্ব পায়নি। ইহুদি প্রার্থীরা তাদের ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে নির্বাচকমণ্ডলীর সাথে একাত্ম হতে পেরেছেন। একই সাথে আমেরিকান ভোটাররা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ইহুদি প্রার্থীদের

নির্বাচিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের উভয় কক্ষে ইহুদিদের উত্থানের পেছনে মূল ভূমিকা পালন করে ইহুদি অর্থ, ইহুদি প্রচারণা ও ইহুদি লবি।

ঐতিহ্যগতভাবে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইহুদিরা এখনো সাধারণভাবে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকেন। কিন্তু ইহুদি ভোটের একটি অংশ রিপাবলিকান প্রার্থীর পক্ষেও দেওয়া হয়। সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের নির্বাচনে ইহুদি ভোটাররা সাধারণত ইহুদি লবি সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে থাকেন। দুই প্রার্থী যদি নির্ভেজাল ইসরায়েল সমর্থক হন তাহলে সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি ভোট ডেমোক্রেট প্রার্থীর পক্ষে যায়। ইহুদি ভোটারদের একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, নির্বাচনে ইহুদি ভোটারদের প্রায় শতভাগ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। অথচ জাতীয়ভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের হার গড়ে মাত্র ৬০ শতাংশ। তাই দুই দলের কাছেই ইহুদি ভোট অনেক মূল্যবান। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান দুই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থীই আইপ্যাকের সভায় ইসরায়েলের প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ব্যক্ত করতে ভুল করেন না। এটা অনেকটা ধর্মীয় আচারের মাত্রা লাভ করেছে।

অর্থায়নের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা: ভোট দেওয়ার ব্যাপারে ইহুদিরা দুই প্রধান দলের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য প্রশ্রয় দিলেও নির্বাচনী প্রচারণার জন্য অর্থ দানের সময় দুই দলের মধ্যে বৈষম্য করেন না। দুই দলের প্রার্থীদের সমানভাবে অর্থায়ন করেন। *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকা একবার রিপোর্ট করেছিল যে, ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের নির্বাচনি বাজেটের ৬০ শতাংশের যোগান দেন ইহুদি অর্থায়নকারীরা।[১৭] রিপাবলিকান পার্টির ক্ষেত্রেও এই অনুমান সমানভাবে প্রযোজ্য বলে পণ্ডিতগণ একমত। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা গল্প চালু আছে। ১৯৪৫ সালে নির্বাচনের পরপরই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুর কারণে ভাইস প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তার কার্যকালে এতটাই জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন যে ১৯৪৮ সালে যখন তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তখন দেশের সকল পত্রপত্রিকা ও জনমত জরিপকারী প্রতিষ্ঠান একমত ছিল যে ট্রুম্যানের নির্বাচনে জয়লাভ করার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই নির্বাচনি তহবিলে অর্থ জমার পরিমাণ হতাশাজনক ছিল। ট্রুম্যান যখন বিশেষ ট্রেনে করে প্রায় নির্জীব ও বর্ণহীন প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তখন এক স্টেশনে একজন জাইঅনবাদী একটি বড় স্যুটকেস নিয়ে ট্রুম্যানের বিশেষ ট্রেনে উঠেন। কথিত আছে, ঐ ইহুদি ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্বাচনী তহবিলের জন্য নগদ ২০ লক্ষ ডলার নিয়ে এসেছিলেন। এর পরপরই ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণার ১১ মিনিটের মধ্যে হোয়াইট হাউস থেকে নব্য ইহুদি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও প্রতিরক্ষা ডিপার্টমেন্টের উপদেষ্টারা তখন প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন এবং তারা প্যালেস্টাইনে জাতিসংঘের অধীন ট্রাস্টিশিপ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ট্রুম্যান নিজেও ঐ সময় ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাই ১৯৪৮ এর ১৪ই মে

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা ও হোয়াইট হাউস কর্তৃক সেই রাষ্টের স্বীকৃতি প্রদান, পুরো বিষয়টি স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিকট বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ছিল। নির্বাচনী তহবিলে এই অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের নির্বাচনী প্রচারণায় প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সকল পণ্ডিতের মুখে কালি দিয়ে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন।[১৮]

ইসরায়েল নীতি: ইসরায়েল লবি মোটামুটি দুটি কৌশল অনুসরণ করে। প্রথমত একজন সিনেটর বা কংগ্রেস সদস্যের ব্যক্তিগত অভিমত যাই থাকুক ইসরায়েলকে সমর্থন করা যে বুদ্ধিমানের কাজ এটা তাকে ভালমত বুঝিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, এই লবি চেষ্টা করে ইসরায়েল সম্পর্কে যে কোন প্রকাশ্য আলোচনায় ইসরায়েলকে যেন ইতিবাচকভাবে চিত্রিত করা হয়। উদ্দেশ্য হল ইসরায়েলের নীতি বা কোন পদক্ষেপের উপর সমালোচনামূলক মন্তব্য যেন প্রচার মাধ্যমে না আসে। ইসরায়েলের কোন বিষয় নিয়ে যেন বিস্তারিত আলোচনা না হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্পর্ক নিয়ে বেশি আলোচনা হলে আমেরিকানরা এ বিষয়ে নতুন নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে।

ইসরায়েল লবির একটা বড় সাফল্য এই যে, কংগ্রেসে ইসরায়েলের সমালোচনা করা প্রায় ট্যাবু বা নোংরা কথার পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আইন প্রণয়নকারীরা সুযোগ পেলেই সাধারণত অনেক গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে থাকেন। অথচ ইসরায়েল সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলোচনায় তাদের এই প্রবণতা মোটেই দেখা যায় না। ইসরায়েল লবির আরেকটা সুবিধা হল, কংগ্রেসম্যান ও সিনেটরদের সহায়ক কর্মচারীদের মধ্যে বহু ইসরায়েল সমর্থক আছেন 'যারা সাধারণত ইহুদি, তারা কোন একটি বিষয়কে ইহুদি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে প্রস্তুত থাকেন। এই লোকগুলি ঐসব বিষয়ে সিনেটরদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন...এই কর্মী পর্যায়েই অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।'[১৯]

অসীম ক্ষমতাধর আইপ্যাক: কংগ্রেসে ইসরায়েল লবির কেন্দ্রে আছে ইসরায়েলি-আমেরিকান পাবলিক একশন কমিটি বা আইপ্যাক। আইপ্যাকের সাফল্যের মূলে রয়েছে এর সমর্থক আইন প্রণয়নকারীদের পুরস্কৃত ও বিরোধীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা। যারা ইসরায়েলের লাইনে কাজ করবেন আইপ্যাক এটা নিশ্চিত করে যে, তাদের পুনর্নির্বাচনে দেশের অসংখ্য ইসরায়েলপন্থি একশান কমিটি উদারভাবে অর্থ প্রদান করবে এবং যারা অন্যথা করবেন তাদের পুনর্নির্বাচন যাতে না হয় সে ব্যবস্থা আইপ্যাক করবে। যে প্রার্থী আইপ্যাকের রোষানলে পড়বে তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে উদারভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে ইসরায়েলপন্থি গণমাধ্যমকে লেলিয়ে দিয়ে কেলেঙ্কারি ফাঁস করে, স্থানীয় ও ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় পত্রিকার সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে অনুগৃহীত প্রার্থীর প্রতি সমর্থন দিয়ে, পত্রপত্রিকায় পত্রলিখা অভিযান চালিয়ে আইপ্যাক এটা নিশ্চিত করে থাকে। আইপ্যাকের কৌশল অব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আইপ্যাকের সবচেয়ে বিখ্যাত শিকার ছিলেন ইলিনোয়ার পরলোকগত সিনেটর চার্লস পার্সি। আইপ্যাকের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলেন, 'তিনি আমাদের উদ্বেগের প্রতি তার সংবেদনশীলতা দেখাতে

ব্যর্থ হয়েছেন, এমনকি বৈরী ভাব দেখিয়েছেন।' এর পর কী হয়েছে তা আইপ্যাকের তৎকালীন প্রধান থমাস ডাইনের ভাষায়, 'সমগ্র আমেরিকা থেকে ইহুদিরা জড়ো হয়েছিল পার্সিকে উৎখাতের জন্য। আমেরিকান রাজনীতিক যারা বর্তমানে নির্বাচিত পদে আছেন এবং যারা এই পদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন তারা সঠিক বাণী পেয়ে গেছেন।'[২০] সিনেটর চার্লস পার্সি সিনেট পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির সভাপতি ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান সৌদি আরবকে এওয়াক রাডার বিমান সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ইহুদি লবি এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। সিনেটে পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির সভাপতি হিসেবে সিনেটর পার্সি প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্তে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই ছিল তার অপরাধ। সিনেটর পার্সি প্রায় দুই যুগ ধরে সিনেটে ইলিনোয়ার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এবং তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে ডেমোক্রেটিক পার্টি তার বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রার্থী দিতে পারছিল না। ১৯৮৪ সালে পুনর্নির্বাচনে আইপ্যাক তার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগে তাকে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য করে। আইপ্যাক শুধু এই ঘৃণ্য ভূমিকাই পালন করেনি তাদের এই ত্রাসের খবর যথাসম্ভব প্রচারও করেছে যেন অন্যদের মনে আইপ্যাক-ত্রাস সৃষ্টি হয়। আইপ্যাক তার লক্ষ্য শতভাগ অর্জন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে ন্যূনতম সম্ভাবনার কোন রাজনীতিক ইহুদি লবিকে ঘাটাতে সাহস পায় না।

ইহুদি লবির প্রধান সংগঠন আইপ্যাক একটি বিদেশি রাষ্ট্র ইসরায়েলের হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইন পরিষদকে প্রভাবিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রতিষ্ঠানের আর কোন কাজ নেই। সাবেক ডেমোক্রেটিক সিনেটর আর্নেস্ট হোলিংসের ভাষায় বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আইপ্যাক যে ইসরায়েল নীতি দেবে সেটাই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি, এর বাইরে যাবার উপায় নেই। ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন একবার এক সভায় আমেরিকান শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যখন কেউ আমাকে বলে আমি কীভাবে ইসরায়েলকে সাহায্য করতে পারি, তখন আমি বলি, আইপ্যাককে সাহায্য করুন।'[২১] তাসত্ত্বেও আইপ্যাক বিদেশি এজেন্ট হিসেবে নিবন্ধিত নয়। বিদেশি এজেন্ট নিবন্ধন আইন অনুসারে, কোন বিদেশি সরকারের স্বার্থ রক্ষার কাজে যারা তদ্বির করে তাদেরকে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে নিবন্ধিত হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পর্যায় এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ধারাকে প্রভাবিত করতে যে প্রতিষ্ঠানটি ইসরায়েলের হয়ে কাজ করছে সেই প্রতিষ্ঠানকে বিদেশি এজেন্ট বলা যাবে না। কোন সিনেটর, কোন কংগ্রেসম্যান বা কোন সরকারী কর্মচারী এ কথা উচ্চারণেও সাহস পায় না। আইপ্যাক বিদেশি এজেন্ট হিসেবে নিবন্ধিত হলে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এর প্রকৃত পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে এবং তখন এই প্রতিষ্ঠানের অনেক কাজই আমেরিকানরা হয়ত সন্দেহের চোখে দেখবে। তাই এই প্রতারণা।

শেষ কথা বলবে ইসরায়েল: ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আর যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ দুজনের মধ্যে কে বেশী ক্ষমতাবান? এই প্রশ্ন ও প্রশ্নের জবাব অবান্তর বলে মনে হতে পারে।

আসলে তা নয়। অন্য বিষয়ে না হলেও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কী করবে আর কী না করবে সে বিষয়ে শেষ কথা বলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নন। এমন বহু নজির আছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা তার পক্ষে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কোন একটি বিষয়ের উপর আমেরিকার অবস্থানের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই সেই অবস্থান থেকে সরে এসে তার বিপরীতে ইসরায়েলের অবস্থানকে সমর্থন দিতে বাধ্য হয়েছেন। ২০০২ এর শুরুতে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকাবিরোধী মনোভাবকে কিছুটা প্রশমিত করা ও সন্ত্রাসের প্রতি আরবদের সমর্থন কমানোর আশায় বুশ প্রশাসন চেয়েছিল যে পশ্চিম তীরে ইসরায়েল তার সম্প্রসারণ নীতি পরিত্যাগ করুক। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়েও বুশ তার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। আশা করা হয়েছিল, এতে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ জোরদার হবে। বুশ চেয়েছিলেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেস প্যালেস্টাইনি নেতা ইয়াসের আরাফাতের সাথে শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করুক। ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন প্রেসিডেন্ট বুশের প্রস্তাব শুধু প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হননি ঐ বছর এপ্রিল মাসে ইসরায়েলি বাহিনী পশ্চিম তীরের অধিকাংশ এলাকা পুনর্দখল করে নেয়। প্রেসিডেন্ট বুশ অবিলম্বে সদ্য দখলকৃত এলাকা থেকে ইসরায়েলি সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলকে ইসরায়েলে পাঠানো হয় সৈন্য প্রত্যাহারে ইসরায়েলকে রাজি করানোর জন্য। পাওয়েল ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে ইসরায়েল লবি বুশের আহ্বানের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে। ২রা মে হাউস এবং সিনেটে ইসরায়েলের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রস্তাব পাশ করা হয়। সিনেটে ৯৪-২ ভোট এবং হাউসে ৩৫২-২১ ভোটে প্রস্তাব দুটি পাশ হয়। দুটি প্রস্তাবেরই খসড়া তৈরি করে দিয়েছিল আইপ্যাক। এরপর সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে বুশ আর কোন উচ্চবাচ্য করেননি।

রাজনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদি লবির মূল উদ্দেশ্য হল যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে ইসরায়েলের সমর্থক, অর্থ ও সমরশক্তির যোগানদাতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সকল কর্মকাণ্ডের প্রবর্ধকের ভূমিকা পালনে বাধ্য রাখা। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সিনেট, প্রতিনিধি পরিষদ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ইহুদি অর্থ, ইহুদি লবি ও ইহুদি প্রচারমাধ্যমের ভূমিকা আমরা দেখেছি। এর পরবর্তী যৌক্তিক পদক্ষেপ কার্যনির্বাহী বিভাগ কর্তৃক ইহুদিদের ঈপ্সিত নীতি দৈনন্দিন ভিত্তিতে বাস্তবায়নের সাথে যেসব সরকারি বিভাগ ও এজেন্সি জড়িত তাদেরকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে আসা। হোয়াইট হাউস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট—বিশেষকরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের মধ্যপ্রাচ্য ও ইসরায়েল বিষয়ক ডেস্ক, জাতিসংঘ মিশন, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা এজেন্সি যেমন, সিআইএ, হোম সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট, পেন্টাগন, ইত্যাদি সংস্থায় ইহুদিদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা হয়। এটা করা হয়, সাধারণত এসব সংস্থা ও এজেন্সির গুরুত্বপূর্ণ পদে ইহুদিদের নিয়োগ নিশ্চিত করে। এই প্রক্রিয়াশুরু হয় উভয় দলের সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা টিম গঠন পর্যায়েই। যেহেতু প্রধান দু'টি দলের প্রার্থীই ইহুদি লবির অর্থায়নের

উপর নির্ভরশীল তাই ভবিষ্যত প্রশাসনে ইহুদি নিয়োগপ্রার্থীদের স্বীয় প্রচারণা টিমে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রার্থীদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান উভয় দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর শিবিরে ইহুদিদের উপস্থিতি সমান পর্যায়ে থাকে। তাই ক্ষমতায় যিনিই আসুন ইহুদি লবির অসুবিধা নেই।

প্রশাসনে ইহুদিদের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি: প্রেসিডেন্ট ওবামার বর্তমান প্রশাসন এবং তার পুর্বসূরী প্রেসিডেন্ট বুশের প্রশাসনের দিকে তাকালেই এই সত্য অনুধাবন করা যায়। প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রথম মেয়াদে নির্বাচনী প্রচারণা টিমের ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর ছিলেন ইহুদি রাহ্‌ম ইমান্যুয়েল। নির্বাচনের পর তিনি হন হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ। তিনি তিন বছর পর এই পদ ছেড়ে দিলে চিফ অব স্টাফ হন জ্যাক লিউ। তিনিও একজন ইহুদি। প্রেসিডেন্ট ওবামার আইন উপদেষ্টা গ্রেগ ক্র্যাইগ,মিডিয়া উপদেষ্টা ডেভিড এ্যাক্সেলরড, প্রেস সেক্রেটারি রবার্ট গিবস্, ডেপুটি ডাইরেক্টর অব কম্যুনিকেশনস ডান ফেইফারসহ আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে ইহুদিরা অধিষ্ঠিত আছেন। জর্জ ডব্লিউ. বুশ প্রশাসনের হোয়াইট হাউস চিফ অব স্টাফ জশুয়া বি বোল্টেন এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ জোয়েল কাপলান দুজনেই ছিলেন ইহুদি। ইরাক বিষয়ক প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী কেভিন বার্গনার, পশ্চিম গোলার্ধ বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড্যানিয়েল ডব্লিউ. ফিশ, পলিসি এন্ড স্ট্র্যাটিজি বিষয়ক বিশেষ সহকারী মাইকেল জে. গার্সন, ইকনোমিক পলিসি বিষয়ক বিশেষ সহকারী জেফ্রি কুপফারসহ আরো বহু ইহুদি কর্মকর্তা বুশ হোয়াইট হাউসে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এমনিভাবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, পেন্টাগনসহ ইসরায়েলের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট ও এজেন্সির মধ্যে ইহুদি কর্মকর্তাদের সমাবেশ ঘটানো হয়। রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্রপতি যে প্রায় ১২০০পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন সেই পদগুলো প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ। এই পদগুলোর একটা বড় অংশ পুরণ করা হয় নির্বাচনে ইহুদি চাঁদার দায় হিসেবে। এই পদগুলোর কত শতাংশ ইহুদিরা পান সেটা গবেষণা করা হলে চমকপ্রদ তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

জাতিসংঘ ও ইসরায়েল: দিবালোকের মত সত্য যে, বর্তমান বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র এখন ইহুদিদের হাতের মুঠোয়। বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মধ্যে জনসংখ্যার হিসেবে ৯৬তম দেশটি জনসংখ্যায় ৩য় বৃহত্তম দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের উপর আধিপত্যের মাধ্যমে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল জাতিসংঘকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘের ইতিহাসে ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন অপর চার রাষ্ট্র সম্মিলিতভাব এ পর্যন্ত যতবার নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে তার চেয়ে বেশিবার ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ব্যবস্থা গ্রহণ বা নিন্দা প্রস্তাব বাতিল করতে। সুতরাং ইসরায়েল কার্যত জাতিসংঘকে তার বিরুদ্ধে অকার্যকর করে রেখেছে। একমাত্র জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদের অনুসমর্থন ব্যতীত যে প্রস্তাবের কার্যকারিতা নেই।

ঈশ্বরের বাছাইকরা জাতি: স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্য, বিভিন্ন পেশা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণভাবে বুদ্ধিবৃত্তি, এবং সর্বোপরি বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিধর্মের অনুসারীদের আধিপত্যের মূল কারণ কী। মূল কারণ কি তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, বা সম্প্রদায়ের জীনগত কোন বৈশিষ্ট্য? ইহুদি চরিত্র গঠনে ধর্ম ও ঐতিহ্য একটি বড় উপাদান। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তৌরিদে বলা হয়েছে যে, ইসরায়েলের সন্তানগণকে ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে বাছাই করে তৌরিদ (ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচ পুস্তক) গ্রন্থ প্রদান করেছেন তা ধারণ ও অনুসরণের জন্য। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি থেকে ঈশ্বরের কাছে ইহুদিদের মর্যাদা আলাদা। শেষ দিন পর্যন্ত ইহুদিদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে, ইসরায়েলি বংশ থেকেই মসীহ্ এর আবির্ভাব ঘটবে এবং পৃথিবীর সকল জাতিকে মসীহ্ পদানত করে পৃথিবীতে চিরদিনের জন্য মসীহ্'র রাজত্ব কায়েম করবেন। ঈশ্বরের এই বিধান থেকেই ইহুদি জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার উৎপত্তি। আল-কোরানে ১৭টি সূরায় ৪২বার বনি ইসরায়েল (ইহুদি) এর উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩টি আয়াতে[২২] বনি ইসরায়েলের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ করুণা ও তাদের অন্যান্য জাতির উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বলা হয়ে থাকে, ইহুদিদের প্রথম বেবিলনীয় নির্বাসন (আনুমানিক খৃ. পূ. ৫৮৬ অব্দ) থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহুদিরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ২৫০০ বার সংগঠিত নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বা গণ-নির্বাসনের শিকার হয়েছেন। বংশ-পরম্পরায় এত বাধা, নির্যাতন ও ধর্মত্যাগের প্রলোভন উপেক্ষা করে যে অল্প সংখ্যক মানুষ তাদের সনাতন ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন তাদের চরিত্রে দৃঢ়তা, ধৈর্য, অনমনীয়তা, কিছুটা ঔদ্ধত্য ও আশাবাদ সুপ্ত থাকতে বাধ্য। এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে যাদের ঘাটতি ছিল আড়াই হাজার বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে তারা ঝরে পড়ে বৃহত্তর সমাজে বিলীন হয়ে গেছেন। যারা টিকে গেছেন সুযোগ পেলেই তাদের এই সুপ্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাদেরকে অনন্যসাধারণ করে তুলবে এটাই স্বাভাবিক।

ইহুদিদের পারিপার্শ্বিক বৃহত্তর সমাজ থেকে যুগ যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার বিষয়ে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহুদি মুক্তির (Emancipation) পূর্ব পর্যন্ত, বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, ইহুদিগণ ইউরোপের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। ইহুদিরা সাধারণত বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় দলবদ্ধভাবে বাস করত। তাদের বসতি এলাকায় ইহুদিদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হত। প্রত্যেক ইহুদির জন্য তৌরিদ অধ্যয়ন ও চর্চা করা একটা ধর্মীয় কর্তব্য বা 'mitzvah' তাই সমাজের বাধ্যতামূলক শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিটি সিনাগগের সাথে সামাজিক বিদ্যালয় ও লাইব্রেরি গড়ে তোলা হত। শিক্ষা ছিল সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি। তৌরিদ, তৌরিদের ব্যাখ্যা, ধর্মীয় আইনের বিধি-বিধান, তর্ক শাস্ত্র, দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থানে ইহুদিদের

নিজস্ব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করা ব্যক্তিগণের সামাজিক মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। ইউরোপে ইহুদিদের মুক্তির ফলে তাদের জন্য সকল উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে গেলে ইহুদিদের সুপ্ত প্রতিভার যে বিস্ফোরণ ঘটে তা সমস্ত পৃথিবীকে চমকে দেয়। কিন্তু এর ফলে পশ্চিমের সমাজ ইহুদিদের নতুন ভূমিকা নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠে।

সামগ্রিকভাবে ইহুদিদের কোন একক মানব প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। অন্য বহু ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতই ইহুদিরা বহু প্রজাতির সমাহার। সকল ইহুদি এক ইসরায়েলের রক্তের ধারক নন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে ইয়েমেনি ইহুদিগণ ইসরায়েলের রক্তের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ধারক। তারা প্রাচীনতম ইহুদি জনগোষ্ঠী যারা দীর্ঘতম সময় ধরে একই অঞ্চলে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করেছিলেন। এর ফলে তাদের রক্তে সংমিশ্রন সবচেয়ে কম হয়েছে। ইয়েমেনি ইহুদিদের মধ্যে লেবীয় যাজক বংশধরদের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের জীনের সাথে বর্তমানে সবচেয়ে প্রভাবশালী ইহুদি জনগোষ্ঠী আশখেনাজি (উত্তর ও পূর্ব ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত) ইহুদিদের জীনের যতটা মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল রয়েছে প্যালেস্টাইনিদের জীনের সাথে। এছাড়া আছে ইথিওপীয় ইহুদি, দক্ষিণ ভারতীয় ইহুদি, কালো ইহুদি যাদের সাথে উত্তর ও পূর্ব ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত ইহুদিদের সাথে সাম্প্রদায়িক রক্তের সম্পর্ক থাকার কথা নয়। সুতরাং পৃথক ও চিহ্নিত করার মত ইহুদি সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য নেই।

পরবর্তী যৌক্তিক প্রশ্ন দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, পেশা, গণমাধ্যম, রাজনীতি, সরকার সব কিছুর মধ্যে ইহুদি আধিপত্য দৃশ্যমান থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মাঝে তার কোন প্রতিক্রিয়ানেই কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই যা বলা যায় তা হল যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ধর্মীয়, জাতিগত বা ভাষাগত কোন জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে নয় বরং একটা আদর্শের প্রতি আনুগত্যের অংশীদার হিসেবে এ দেশের বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে অভিনব এক জাতীয়তাবোধের যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে। সংবিধানে সুরক্ষিত অধিকার—ব্যক্তি স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, ধর্ম পালন ও না পালনের স্বাধীনতা, সুখ অন্বেষণের স্বাধীনতা এবং আইনের সামনে সকলের সমতা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি। তাই এখানে যে কোন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব জাতিসত্তা বজায় রেখে, এমনকি সেই জাতিসত্তার আন্তর্জাতিক মাত্রা ও সংযোগ লালন করেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বজায় রাখা গ্রহণযোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইহুদিরা অন্যতম ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। অ্যাংলো-স্যাক্সন, আইরিশ, ইটালিয়ান, জার্মান, ফরাসি, ল্যাটিনো-হিসপানিক, এমনকি চীনা বংশোদ্ভূত সকলের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা ইহুদিদের চেয়ে বেশি। কিন্তু ইহুদিরা এই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলির চেয়ে বেশি সংগঠিত, আলাদা ধর্মীয় ও জাতীয় পরিচয় নিয়ে বেশি সচেতন এবং অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। সর্বোপরি, যুক্তরাষ্ট্রের

বাইরে অপর একটি রাষ্ট্র-ইসরায়েলের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যে তারা দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য ও নিরাপত্তা নীতির প্রতি ইহুদিদের যত আগ্রহ তার ভগ্নাংশ আগ্রহও এককভাবে এই গোষ্ঠীগুলির কোনটির নেই। যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র আরব এবং মুসলিম জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কোন গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি, বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে ইহুদিদের কলকাঠি নাড়ানোতে নিজদের ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে না। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, রাজনীতি ও গণমাধ্যমে আরব এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থান প্রান্তিক। ইহুদি প্রভাবকে প্রতিহত করার শক্তি এই গোষ্ঠীর নেই। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দৃশ্যপটের এই বাস্তবতার সুযোগ সর্বোচ্চ ব্যবহারে ইহুদিরা তাদের অর্থ, গণমাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ ও মেধা কাজে লাগিয়ে ইসরায়েলের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করেছে।

আমেরিকার সকল নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইহুদিরা সব চেয়ে বেশি সফল। আমেরিকানরা সাফল্য উদ্‌যাপন করে, সাফল্য থেকে প্রেরণা নেয়, সাফল্যকে ঈর্ষা করে না। দ্বিতীয়ত, ইহুদি লবির যত অপকর্ম সবই আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিকে ঘিরে, যা নিয়ে সাধারণ আমেরিকানদের মাথাব্যথা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এমন কোন বিষয় নিয়ে ইহুদি লবি তৎপরতা চালায় না যা সাধারণ মানুষের জীবনকে সরাসরি অভিঘাত করে। তাই এই লবির কার্যকলাপ সম্পর্কে আমেরিকার সাধারণ মানুষের মনোভাব উদাসীন। সবশেষে ইহুদি প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে আমেরিকানরা মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিমদের আমেরিকা ও আমেরিকান জীবন ধারার প্রধান শত্রু হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। অপরদিকে, আমেরিকান মানসপটে ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার প্রধানতম মিত্র এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে আমেরিকার নিরাপত্তার সমার্থক করে ফেলা হয়েছে।

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের মহা পরিকল্পনা: কেউ কেউ মনে করেন, বিশ্বপটে ইহুদিদের উত্থান স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তনের ফল নয়। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে ইহুদিদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে একটা রহস্যময় পরিবেশে 'Protocols of the Learned Elders of Zion' নামে একটি দলিল প্রথমে সীমিত আকারে ও পরে প্রকাশ্যে বই আকারে প্রচারিত হয়। বইটিতে সমগ্র পৃথিবীতে ইহুদিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথিত নীলনক্সা প্রণয়নের জন্য জাইঅনবাদী (বিশ্ব ইহুদিবাদী) নেতাদের গোপন বৈঠকগুলোর কার্যবিবরণী হিসেবে প্রকাশ করা হয়। বইটিতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার যে কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে অ-ইহুদি সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটানো, অর্থনীতি ও গণমাধ্যমে ইহুদি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্ব অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক যোগসূত্রকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ইহুদি মসীহ্ এর নেতৃত্বে বিশ্ব সরকার গঠনের পথ সুগম করা ইত্যাদি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহুদিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে বইটির

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। হিটলার এই বইটিকে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরে জার্মানদের মধ্যে ইহুদিবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে সফল হয়েছিলেন। অবশ্য বইটি যে সম্পূর্ণ ভুয়া, জালিয়াতি ও ইহুদিবিরোধীদের ষড়যন্ত্রের ফসল এটা প্রমাণিত হয়েছে।[২৩]

বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে ইহুদি মহা পরিকল্পনা থাকুক কি না থাকুক বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের গতিধারা—প্রথম মহাযুদ্ধের আগে বিশ্ব-বাণিজ্য ব্যবস্থায় অরাজকতা, প্রথম মহাযুদ্ধ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব ন্যাশনস প্রতিষ্ঠা, বিশ্ব মহামন্দা, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ প্রতিষ্ঠা, ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা,ওয়ার্লড ট্রেড অর্গানাইজেশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন—সচেতন বা অবচেতনে 'প্রটোকল-এর মহা পরিকল্পনার' পথে পৃথিবীকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার উপর ইহুদি প্রভাব, যুক্তরাষ্ট্রের তথা বিশ্ব গণমাধ্যমে ইহুদি আধিপত্য এবং বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে তার অভিঘাত এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহুদি মাত্রা কোন পরিমাপেই অবহেলার বিষয় নয়।

৫ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রি.

টীকা

১. Pew Forum on Religion and Public Life, Global Religious Landscape, published on December 18, 2012 at http://www.pewforum.org/global-religious-landscape-jew.aspx.

২. The Pew Forum on Religion and Public Life: US Landscape Survey.

৩. http://www.alternmedia.info/author/jamiekelso. 'Jewish Dominance of America: Facts are Facts' by Jonathan Silverman.

৪. 50 most influential women lawyers in America at http://www.whitecase.com/files/upload/fileRepository/awards_NLJ_50_MostInfluentialWomen Lawyers.pdf নিম্নের নামগুলোর মধ্যে যেগুলোর শেষ নামে ইটালিক করা সেগুলো ইহুদি নাম।

Linda L. Addison Cristina C. Arguedas Martha W. *Barnett* Charlene Barshefsky Ann Beeson Candace K. Beinecke Sheila *Birnbaum* Franci J. *Blassberg* Pamela A. Bresnahan Tina *Brozman* Elizabeth J. Cabraser Leslie R. Caldwell Dale M. Cendali Jerry K. Clements Lori G. *Cohen* Robin L. *Cohen* Cindy *Cohn* Robin S. *Conrad* Deborah W. Denno Deborah L. *Feinstein* Alice *Fisher* Jayne E. Fleming Deborah A. Garza Marcia L. *Goldstein* Cecilia Gonzalez Jamie Gorelick Patricia M. *Hynes* Elena Kagan Anastasia D. *Kelly* Andrea *Kramer* Carolyn B. *Lamm* Roberta *Liebenberg* Maureen Mahoney

Terri L. *Mascherin* Karen J. *Mathis* Nina *Matis* Donna Melby Patricia Menendez Cambo Laura Ariane Miller Kathleen Flynn *Peterson* Bettina B. Plevan Patricia Lee Refo Rachel Robbins Kelli L. Sager Louise *Sams* Kathleen Sullivan Patricia M. *Wald* Elizabeth *Warren* Mary Jo White Anne Marie Whittemore.

৫. এফিলিয়েট স্টেশনগুলো বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকে। এগুলোর মালিকানা ভিন্ন থাকে, কিন্তু সাধারণত মূল স্টেশন এবিসি এর অনুষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর পরিবেশন করে থাকে। কেউ কেউ নিজস্ব ব্যবস্থায় স্থানীয় খবর ও কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে।

৬. George Abrams, Philippe Dauman, *Thomas E. Dooley*, Alan Greenberg, Robert Kraft, *Blythe McGarvie* Charles Phillips, Shari E. Redstone, Sumner M. Redstone, *Frederic Salerno*, and William Schwartz. এদের মধ্যে ইটালিক করা নামগুলো অ-ইহুদি।

৭. যুক্তরাষ্ট্রের ছাপানো মাধ্যমের বিষয়ে বিশেষকরে গ্রাহকসংখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমেরিকান নিউজপেপার এসোসিয়েশন কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত তথ্য। ২০১২ সালেও এই পরিসংখ্যানের উপযোগিতা আছে, কারণ ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যমে ইহুদি প্রভাব নিম্নগামী হওয়ার কোন কারণ সংঘটিত হয়নি।

৮. http://michaelhyatt.com/the-top-ten-publishers-in-america.html.

৯. আমেরিকান অনলাইন টাইম-ওয়ার্নার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগের কংলোমারেটের নাম।

১০. JEWSWEEK, July 22, 2002. athttp://usuarios.multimania.es/santo29.

১১. ২৫শে অক্টোবর, ২০১২ ইসরায়েলি বিমান আক্রমণে ইয়ারমুখ সমরাস্ত্র কারখানা ধ্বংস হয়ে যায়। ইসরায়েলি পত্র-পত্রিকায় ১০০০ মাইল দূরের এই আক্রমণকে ইরানের প্রতি হুশিয়ারি বলে উল্লেখ করা হয়েছে এই কারণে যে, এই আক্রমণ প্রমাণ করে ইরানি পারমাণবিক স্থাপনার উপর বিমান হামলা চালানোর সক্ষমতা ইসরায়েলের আছে।

১২. Ori Nir, 'Groups Back Bill to Monitor Universities', Forward, March 12, 2004.

১৩. Mitchell G. Bard, "Tenured or Tenuous: Defining the Role of Faculty in Supporting Israel on Campus," Report published by The Israel on Campus Coalition and The American-Israeli Cooperative Enterprise, May 2004, p. 11. Samuel G. Freedman, "Separating the Political Myths from the Facts in Israel Studies," *New York Times*, February 16, 2005.

১৪. John J. Mearsheimer and Stehen M. Walt, 'The Israel Lobby and US Foreign Policy', London Review of Books, Vol. 28, No. 6 (March 23, 2006).

১৫. Steven Silbiger, 'The Jewish Phenomenon: Seven Keys to the Enduring Wealth', M. Evans 2009, Plymouth.

১৬. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/housejews.html.

১৭. John J. Mearsheimer and Stehen M. Walt, 'The Israel Lobby and US Foreign Policy', London Review of Books, Vol. 28, No. 6 (March 23, 2006).

১৮. Professor Israel Shahak রচিত 'Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years' গ্রন্থের মুখবন্ধ লিখেছেন সদ্যপ্রয়াত আমেরিকান ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও চিত্র নাট্যকার Gore Vidal। মুখবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি এই রকম, 'Sometime in the late 1950s, that world-class gossip and occasional historian, John F. Kennedy, told me how, in 1948, Harry S. Truman had been pretty much abandoned by everyone when he came to run for president. Then an American Zionist brought him two million dollars in cash, in a suitcase, aboard his whistle-stop campaign train. 'That's why our recognition of Israel was rushed through so fast.' As neither Jack nor I was an antisemite (unlike his father and my grandfather) we took this to be just another funny story about Truman and the serene corruption of American politics.'

১৯. John J. Mearsheimer and Stehen M. Walt, 'The Israel Lobby and US Foreign Policy', London Review of Books, Vol. 28, No. 6 (March 23, 2006).

২০. *ibid.*

২১. *ibid.*

২২. সূরা বাকারা, আ'য়া ৪০: 'হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছি...।' একই সূরার আ'য়া ৪৭: 'হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্বারা আমি তোমাগিকে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম।' সূরা জাছিয়া, আ'য়া ১৬: 'আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নুবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।'

২৩. উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি লেখক Maurice Joly রচিত কাল্পনিক ব্যঙ্গাত্বক রচনা Dialogue in Hell between Machiavelli and Montesquieu এ সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে কটাক্ষ করে পুস্তকের দুই চরিত্রের মধ্যে কথোপকথন অনুকরণে বিবেচ্য 'প্রটোকল' রচনা করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

পরিভাষা ও টীকা

Aaron: মোশী বা মুসা (আ.) এর বড় ভাই। ইহুদিধর্মে পুরোহিত প্রথার প্রবর্তক ও প্রথম প্রধান পুরোহিত। তিনি ইসরায়েল সন্তানগণকে মিশরীয়দের দাসত্ব হতে মুক্ত করতে মোশীকে সহায়তা করেন।

Abraham: ইহুদিদের আদি পূর্বপুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক প্রধান (Patriarch)। তাকে প্রথম ইহুদি বলে দাবি করা হয়। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে, ইব্রাহিম (আ.), যিনি আরবদেরও পূর্ব পুরুষ।

Adar: ইহুদি বর্ষপঞ্জির দ্বাদশ মাস। ফেব্রুয়ারি/মার্চ-এ পরে।

Afikomen: 'Passover' পর্ব পালনকালে বাসগৃহে প্রার্থনা ভোজের মিষ্টান্ন 'Matzah' এর একটি অংশ যা মা-বাবা লুকিয়ে রাখেন এবং ছোট ছেলে-মেয়েরা খুঁজে বের করে অথবা ছেলে-মেয়েরা লুকিয়ে রাখে এবং বাবা-মা খুঁজে বের করেন। ভোজের শেষ পদ হিসেবে এটা খাওয়া হয়।

Adoshem: ইহুদিদের ঈশ্বর (God) নামের একটি বিকল্প নাম।

Agaddah: তালমুদের আইনবিষয়ক অংশ ব্যতীত অপর সকল অংশ।

Akiba: তালমুদে উলিম্নখিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইহুদি ধর্মীয় পণ্ডিত।

Al cheit (আল-খেইত): শাব্দিক অর্থ 'পাপের কারণে'। 'Yom Kippur' পর্বে বারংবার উচ্চারিত ইহুদি সম্প্রদায়ের সকলের পক্ষে বিগত বছরে করা পাপের স্বীকারোক্তি।

Alefbet (আলেফবেত): হিব্রু ভাষার বর্ণমালা। বর্ণমালার প্রথম দু'টি বর্ণ 'আলেফ' ও 'বেত' এর নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দ Alphabet এর উৎস।

Aleikhem Shalom (আলায়খেম শাহ্ লোম): তোমার শান্তি হোক। অন্য আরেকজন ইহুদির সাথে দেখা হওয়ার অভিবাদনের জবাব অথবা বিদায় অভিবাদন।

Aleinue: ইহুদিদের সকল প্রার্থনার শেষাংশে যে প্রার্থনা করা হয়।

Aliyah (আহ্লীয়াহ্): শাব্দিক অর্থ আরোহণ। (১) প্রার্থনা পরিচালনকালে তৌরিদের অংশ বিশেষ পাঠ করার সুযোগ লাভ করা যা অত্যন্ত সম্মানের কাজ বলে বিবেচিত হয়। (২) ইহুদিদের ইসরায়েলে অভিবাসনের জন্য আসা। এটা ইহুদিদের জন্য ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচিত হয়।

Amidah: ইহুদিদের যে কোন প্রার্থনা অনুষ্ঠানের কেন্দ্রীয় অবস্থানে থাকা ১৯টি অনুগ্রহ প্রার্থনা সম্বলিত আশীর্বাদ। 'Shemoneh Esrei' অথবা 'Tefilah' নামেও পরিচিত।

Amud: কোন কোন Synagogue এ যেমন দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নীচু ঢালু ডেস্কবিশেষ। Bimah নামের যে বেদিকাতে তৌরিদ রেখে পাঠ করা হয় এটা তা থেকে ভিন্ন।

Aminut: মৃত্যু ও সমাধিস্ত করার মধ্যবর্তী শোকপালন কাল।

Antiochus: যুদা প্রদেশের এক গ্রিক শাসনকর্তা যিনি ইহুদিধর্ম পালন নিষিদ্ধ করেছিলেন। 'Chanukkah' কাহিনির খলনায়ক।

Anti-Semitism: উৎপত্তি Anti (বিরোধী) এবং Semite (হিব্রু, আরব, আসিরিয়, ফিনিসীয় প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সদস্য) হতে। প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্টভাবে ইহুদি বৈরিতাকে Anti-Semitism হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই বৈরিতার কারণে ইতিহাসে বহুবার বহুদেশ হতে ইহুদিগণ বিতাড়িত হয়েছেন। কখনও কখনও জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছে অথবা হত্যা করা হয়েছে। কখনো কখনো তাদের রাজনৈতিক এবং নাগরিক অধিকার সীমিত করা হয়েছে। হিটলারের Holocaust নামীয় ইহুদি গণহত্যা এই বৈরিতার সবচেয়ে কুখ্যাত উদাহরণ।

Ark: 'Aaron Kodesh' নামের পবিত্র সিন্দুক এর ইংরেজি নামকরণ। এটা হচ্ছে সিনাগগের একটা বাক্স যেখানে পবিত্র Torah বা তৌরিদ গ্রন্থের বেলনাকারের পাণ্ডুলিপি (Scroll) রাখা হয়।

Asher: যাকোব বা ইয়াকুবের এক ছেলে। ইসরায়েলের একটি গোত্রের পূর্বপুরুষ। তার নামেই গোত্রটি পরিচিত।

Asham: অপরাধ স্বীকার করে তা মার্জনার জন্য মন্দিরে কোন কিছু উৎসর্গ করা বা বলি দেওয়া। বেদি থেকে কিছু চুরি করা, কোন পাপ করা, বিশ্বাস ভঙ্গ করা অথবা যদি সন্দেহ হয় কোনো পাপ করা হয়েছে তাহলে এই ধরনের বিসর্জনের বিধান ছিল।

Ashkenazic Jews (আশকেন আহজিক): পূর্ব ফ্রান্স, জার্মানি, উত্তর ইউরোপ ও পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদি ও তাদের বংশধরগণ। সাংস্কৃতিক এবং কিছু কিছু ধর্মীয় আচারে তারা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ইহুদিদের থেকে কিছুটা আলাদা। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ ইহুদি এই জাতীয়।

Av: ইহুদি বর্ষপঞ্জির পঞ্চম মাস। সাধারণত জুলাই-আগস্ট মাসে পড়ে।

Avelut: বাবা অথবা মা-এর মৃত্যুতে শোকপালনের বৎসর।

Avodah: পুরাকালে জেরুজালেমের মন্দিরে (Temple) বিসর্জনবিষয়ক। বর্তমানে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

Ba'al Shem Tov: শাব্দিক অর্থ 'শুভ নামের প্রভু'। Rabbi Israel ben Elizer যিনি Chasidic (খাসিদিক) Judaism এর প্রবর্তক।

Bar Kokhba (বাহ্‌র কোহ্‌খ বাহ্): শাব্দিক অর্থ নক্ষত্রের পুত্র। রোমানদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ ব্যাপক বিদ্রোহের (১৩২-১৩৫ খ্রিস্টাব্দ) নেতা Simeon ben Kosiba। রোমানরা বিদ্রোহ দমন করতে সফল হয় এবং বিদ্রোহের নেতা যুদ্ধে নিহত হন।

Bar Mitzvah (বাহ্‌র মিত্‌সভাহ্): শাব্দিক অর্থ 'ঐশী বিধান এর পুত্র'। পুত্রসন্তানের বয়স ১৩ পূরণ হলে সিনাগগ এবং পরিবারে যে উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ধরে নেওয়া হয়, এরপর থেকে সে সকল ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং তাকে প্রাপ্তবয়স্ক গণ্য করা হয়।

Beit Din (বাইত দিন): শাব্দিক অর্থ 'বিচারগৃহ'। ইহুদি আইনের অধীনে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য এবং ইহুদি ধর্ম গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তি ধর্মান্তরের যোগ্য হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য তিনজন Rabbi (রাব্বাই) নিয়ে গঠিত আদালত।

Beit Hillel (বাইত হিলএল): শাব্দিক অর্থ 'হিলেস্মল ঘরানা'। তালমুদ প্রণয়ন যুগের তুলনামূলকভাবে একটি উদার মতবাদ, যার বিপরীতে ছিল কড়া ও কঠোরভাবে আইনের অনুসারী Beit Shammai মতবাদ।

Beit Knesset (বাইত কনেস এট): শাব্দিক অর্থ 'সমাবেশ গৃহ'। Synagogue এর হিব্রু নাম।

Beit Midrash (বাইত মিদরাহশ): শাব্দিক অর্থ 'পাঠগৃহ'। তৌরিদ এবং তালমুদ শিক্ষা ও অধ্যয়নের জন্য সিনাগগ ভবনের একটি নির্দিষ্ট জায়গা।

Beit Shammai (বাইত শাহমাই): Talmud প্রণয়ন যুগের একটি কড়া ও কঠোর আইনি মতবাদ। এই মতবাদের অনুসারীগণ তৌরিদের বিধানগুলি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

Benjamin: যাকোব বা ইয়াকুবের পুত্র। ইসরায়েল এর Benjamin নামক অন্যতম গোত্রের পূর্বপুরুষ।

Berakhah (বেরেখখাহ্): 'তুমি মহিমান্বিত' প্রথম উচ্চারণ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কামনা করে যে প্রার্থনা করা হয়। প্রতিবেলার গণপ্রার্থনার প্রথম আটটি আশীর্বাদ এই শ্রেণির।

Beruriha: Rabbi Meir এর মহাপণ্ডিত স্ত্রী। তালমুদ এ উলেস্নখ আছে যে, বেশ কয়েকবার ইহুদি আইনের উপর তার সমসাময়িক পুরুষ-পণ্ডিতদের মতামত বাতিল করে তার অভিমত গৃহীত হয়েছিল।

Bet Mitzvah (বাহ্ত মিত্স্ ভাহ্): শাব্দিক অর্থ 'ঐশী বিধান এর কন্যা'। কন্যাসন্তানের ১২ বৎসর বয়স হলে সিনাগগে, এবং পরিবারের মধ্যে যে উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ধরে দেওয়া হয়, এরপর থেকে সে সকল ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম এবং তাকে প্রাপ্তবয়স্কা গণ্য করা হয়।

Beta Israel: ইথিওপিয়ার কৃষ্ণবর্ণের ইহুদিগণ। তারা Falashas নামেও পরিচিত।

Betrothal: বাগদান। ইহুদি বিয়ের দুই পর্বের মধ্যে প্রথম পর্ব। এর মাধ্যমে বর ও কনের মধ্যে পারস্পারিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি না করে আইনগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। হিব্রু ভাষায় একে 'Kiddushen' বলে।

Bible: ইহুদি পরিভাষায় Tanakh বলা হয়। বাইবেলের প্রথম খণ্ড যা অ-ইহুদিরা Old Testament নামে আখ্যায়িত করে থাকে সেটাই ইহুদি বাইবেল।

Bimah (বী মাহ্): যে বেদিতে বা podium এর উপর পশুচর্মে লিখিত ও বেলনাকারে পাকানো তৌরিদ এর পাণ্ডুলিপি রেখে তৌরিদ পাঠ করা হয়।

Binah (বি নাহ্): অন্তর্জ্ঞান (intuition), সহমর্মিতা ও বুদ্ধিমত্তার মত যেসকল গুণাবলি সাধারণত পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের বেশি থাকে বলে ধারণা করা হয়।

B'nai Mitzvah: শাব্দিক অর্থ 'ঐশী বিধান-এর সন্তানগণ'। পুত্রসন্তানগণের মধ্যে যাদের বয়স ১৩ এবং কন্যাসন্তানদের মধ্যে ১২ বৎসর পূর্ণ হয় তাদের উপর ঐশী বিধান পালনে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়।

B'nai Noach (বিনেই নোয়াখ): নূহ্ (আ.) এর পুত্রগণ। অ-ইহুদিগণের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় নূহের সাত বিধান (Seven Laws of Noah) মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

Birkat Ha-Mazon (বীরকাহ্ত হাহ্-মাহ্জহ্ন): শাব্দিক অর্থ 'খাদ্যের আশীর্বাদ'। খাবার গ্রহণের পর এই আশীর্বাদ আবৃত্তি করতে হয়। এই আশীর্বাদকে Bentsc (বেনতসচ্)ও বলা হয়। এটা ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ। যে সামান্য কয়টি আশীর্বাদ পড়ার জন্য বাইবেলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের অন্যতম হচ্ছে এই আশীর্বাদটি।

Bishul Yisroel: Kosher (কোহ-শের) অর্থাৎ ইহুদিদের খাদ্য বিধান অনুসারে যথোপযুক্ত খাদ্য রান্না প্রক্রিয়ারযে পর্যায়ে রান্নার কাজে একজন ইহুদি ধর্মাবলম্বী নিয়োজিত থাকতে হয়।

Blessing: যে যে প্রার্থনায় Baruk Ata অর্থাৎ 'তুমি মহিমান্বিত' উচ্চারণ করে শুরু করতে হয়।

Brit Melah (ব্রিত মীলাহ্): শাব্দিক অর্থ পুরুষ লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদের (খৎনা) বিধান। পুরুষসন্তান জন্মের অষ্টম দিনে খৎনার বিধান। এটাকে প্রায়ই Bris বলে আখ্যায়িত করা হয়।

Burnt Offering: জেরুজালেমের মন্দিরের বেদিতে এক প্রকার বিসর্জন যা সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলা হত। এটা ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতীক। হিব্রুতে এই বিসর্জনকে 'Olah' বলা হয়ে থাকে।

Caro, Rabbi Joseph: Sulchan Aruch (শুল খান আহরুখ) নামক গ্রন্থের প্রণেতা। মধ্যযুগে রচিত ইহুদি ধর্মীয় আইনের সর্বশেষ মহান গ্রন্থ। ইহুদি ধর্মীয় আইনের উপর সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

Chabat (খাহ্বাত): অনিচ্ছাকৃত পাপ মার্জনার জন্য মন্দিরে দেওয়া বিসর্জন।

Chag (খাহ্গ): জেরুজালেমে যখন ইহুদি মন্দির (Temple) এর অস্তিত্ব ছিল তখন তিনটি পর্বে তীর্থ দর্শন বা হজ্ব করতে ধর্মপ্রাণদের জেরুজালেম আসতে হত। এই পর্বগুলি ছিল Passover, Shavout-Pentecost, এবং Succot-Tabernacle। এই ধর্মীয় আচার Chag বা হজ্ব নামে পরিচিত।

Chag Sameach: পুরাকালে তিনটি হজ্বের উৎসবের সম্ভাষণ। বর্তমানে যে কোন ধর্মীয় উৎসবে সম্ভাষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি ইসরায়েলের স্বাধীনতা দিবসেও (Yom Ha'tamaut) এই সম্ভাষণ ব্যবহার করা হয়।

Challah (খাহ্লাহ্): Shabbat (শাহ্বহ্ত) এ এবং অন্যান্য উৎসবে যে উন্নতমানের রুটি খাওয়া হয়। মিষ্টি, ডিমযুক্ত, হলদে রং এর চারিদিকে বিনুনি-নকশা করা রুটি।

Chametz (খাহ্মিত্জ): যে কোন খামির করা শস্যজাত খাবার যেমন পাউরুটি, কেক ইত্যাদি যা Shabbat বা অন্য উৎসবে প্রস্তুত করা অথবা খাওয়া নিষেধ।

Chanukah (খাহ্নুকাহ্): শাব্দিক অর্থ 'আলোক উৎসর্গ উৎসব'। খ্রি. পূ. ১৬৭ সালে সিরীয় স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে ইহুদিবীর Judah the Maccabee এর নেতৃত্বে বিজয়ের যে উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ইহুদিদের ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুদ্ধ করা হয়েছিল। সেলুকিড গ্রিকরা জেরুজালেমের মন্দির (Temple) অপবিত্র করার পর উহার পুনউৎসর্গীকরণ স্মরণে ৮ দিনব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এটাকে আলোর উৎসব বা Festival of Lights ও বলা হয়।

Chanukkat Ha–H-Bayit (খাহ্নুখাত হা বাহ্য়ীত): শাব্দিক অর্থ 'গৃহ উৎসর্গীকরণ'। ইহুদি বাসগৃহের প্রধান দরজায় Mezuzah (ম'জুজাহ্) গেঁথে দেওয়ার সময় যে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান করা হয়।

Charoset (খাহ্রোসেত): Passover উৎসবের অংশ হিসেবে বাসগৃহে অনুষ্ঠিত Seder অনুষ্ঠানে যে সুরা, ফল ও বাদামের সংমিশ্রণ খাওয়া হয়। মিসরীয় দাসত্বকালে ইহুদিগণ চুন, বালি পানি মিশ্রণে যে তাগাড় (mortar) প্রস্তুত করতো তার স্মরণে এই ভোগ গ্রহণ করা হয়।

Chassidic (খাহসিডিক): বহুবচন Chassidim। ইহুদি ধর্মের একটি শাখা মতবাদের অনুসারী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই মতবাদ প্রসার লাভ করে। খাসিদিগণ ইহুদি ঐতিহ্য ও প্রথার কঠোর অনুসারী। স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা, বিশ্বাস, বদান্যতা এবং আচার-আচরণে ও পোষাকে বিনয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করেন।

Chazzan (খাহজেন): ইমাম। যিনি ইহুদিদের প্রার্থনা পরিচালন করেন। খাহজেন পেশাদারী অথবা প্রার্থনা সভার যে কোনো সদস্যও হতে পারেন।

Chelev (খে-লেব): পশুর দেহযন্ত্র যথা কলিজা, জিহবা, মূত্রগ্রন্থি, অন্ত্র ইত্যাদি ঘিরে যে চর্বি থাকে। খাদ্য বিষয়ক ইহুদি ধর্মীয় বিধান অনুসারে এই চর্বি খাওয়া নিষিদ্ধ। অপরদিকে মাংসপেশির চর্বি খাওয়ার অনুমতি আছে।

Cheshvan (খেশবান): ইহুদি বর্ষপঞ্জির অষ্টম মাস October/November এ পড়ে। এই মাসকে অনেক সময় Mar Cheshvan অর্থাৎ তিতো Cheshvan বলা হয় এই কারণে যে এটি একমাত্র মাস যে মাসে কোনো ইহুদি উৎসব নেই।

Chillul Ha-Shem (খিল্লুল হাশেম): শাব্দিক অর্থ নাম অপবিত্রকরণ। যে বা যা ঈশ্বর ও ইহুদি ধর্মের অবমাননা করে অথবা কাউকে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করতে উৎসাহিত করে।

Chol Ha-Moed (খোল হা মোহএড): Passover এবং Sukkot এর মধ্যবর্তী দিনগুলি যখন সাধারণ কাজকর্ম করা নিষিদ্ধ নয়।

Cholent (শুহ্লেন্ট): গরুর মাংস, মটরশুঁটি/কড়াইশুঁটি ও বার্লি সংমিশ্রণে অল্প আঁচে রান্না করা স্টু যা Shabbat এর দিনে পরিবেশন করা হয়।

Cholov Yisroel (খোলব ইসরায়েল): খাদ্যবিষয়ক ইহুদি ধর্মীয় বিধানের যে বিধান অনুসারে দুধ দোহনের পর থেকে বোতলজাত করা পযর্ন্ত একজন ইহুদিকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় যাতে প্রক্রিয়াতে কোন অপবিত্রতা না থাকে।

Commandments: ঈশ্বরের আজ্ঞাবলি। ইহুদি ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর ইহুদিগণকে তৌরিদে যে ৬১৩টি বিধান দিয়েছেন তা পালন করা প্রত্যেক ইহুদির অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য এ সকল বিধান পালনে অ-ইহুদিদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা আছে বলে ইহুদি পণ্ডিতগণ মনে করেন না।

Conservative: ইহুদিধর্মের একটি অন্যতম প্রধান মতবাদ। ইহুদি ধর্মীয় আইনের বাধ্যবাধকতা মেনেও কনসারভেটিভগণ মনে করেন, সময়ের প্রয়োজনে কোন কোন বিধান পরিবর্তন করা যেতে পারে।

Conversion: ইসরায়েলের সন্তানগণের জন্যই ইহুদিধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল, সাধারণভাবে এই ধারণার কারণে অন্যদের ইহুদিধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে ইহুদি ধর্মযাজক বা নেতাগণের মধ্যে কখনোই উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়নি। তবু ইতিহাসে ইহুদিধর্মে ধর্মান্তরের বহু ঘটনা রয়েছে এবং এখনো তা সম্ভব। তবে খ্রিস্ট এবং ইসলামের মত ইহুদিধর্মে ধর্মান্তরিত করার কোনো সংঘবদ্ধ প্রয়াস এই ধর্মে নেই।

Chukkim (খুক্ঈম): যে সকল ধর্মীয় বিধানের জন্য তৌরিদে কোনো কারণ ও যৌক্তিকতা দেখানো হয় নাই। যেমন, শুকরের মাংস বা যে মাছের আঁশ এবং ডানা নেই তা খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যার কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। কেউ কেউ মনে করেন যে, এসকল বিধান কোন প্রশ্ন না করে পালন করে ঈশ্বরের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

Chumash (খুহ্মিশ): শাব্দিক অর্থ পাঁচ। বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তক Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers ও Deuteronomy এবং Prophets এর সংশিস্নষ্ট অংশসমূহ সাপ্তাহিক তৌরিদ পাঠের ভাগ নির্দিষ্ট করা সংকলন।

Chuppah (খুপাহ্): বিয়ে অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত চাঁদোয়া। খুপাহ্ বরের বাড়ির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর নিচে ইহুদি বিবাহের দ্বিতীয় অংশ Nisuin আনুষ্ঠানিকতা ও আচারদি পালন করা হয়।

Daf Yome: শাব্দিক অর্থ 'আজকের পৃষ্ঠা'। প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করে তৌরিদ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলার বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

Dan: যাকোবের এক ছেলে। এই নামের একটি ইহুদি গোত্রের পূর্বপুরুষ।

Daven (ডাহ্বেন): শাব্দিক অর্থ 'প্রার্থনা'। দৈনন্দিন বহু কাজের শুরু বা শেষে আশীর্বাদ আবৃত্তি করা ছাড়াও ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ প্রতিদিন তিন বেলা নিয়মিত প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা করাকে ডাহ্বেন বলা হয়।

Days of Awe: Rosh Hashanah অর্থাৎ নববর্ষের প্রথম দিন থেকে Yom Kippur (ইওহ্ম কিপর) পযর্ন্ত ১০ দিন। এই সময়ে পূর্ববর্তী বছরে করা অপরাধ স্মরণ করে অনুশোচনায় লিপ্ত থাকা ইহুদিদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

Daniel: ইহুদি বাইবেলের একটি পুস্তক (Book) এবং এই পুস্তকের লেখকের নাম। এই পুস্তক Prophets পুস্তকগুলির একটি নয়। এই পুস্তকে যে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে তা Daniel ঘোষণা করেননি, শুধু লিখে রেখেছেন। অপরদিকে Prophet বা নবীগণ তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করে জানিয়ে গেছেন।

Diaspora (ইতস্তত ছড়ানো): হিব্রু প্রতিশব্দ Gulut (গাহ্লুট)। ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের মন্দির ২য় বার ধবংসের পর ইহুদিগণকে জেরুজালেম ও যুদা থেকে বিতাড়ন করা হয়। এই অঞ্চলে রোমান খ্রিস্টান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইহুদি নিপীড়নের কারণে ইহুদিগণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ইহুদিদের নিজস্ব বাসভূমি ছিল না। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইসরায়েলের বাইরে পৃথিবীর যে কোন অংশে বসবাসকারী ইহুদিগণকেও বুঝায়।

D'Oraita (ডর আহ্ আইটা): সরাসরি তৌরিদ থেকে পাওয়া বিধান। এর বিপরীতে রয়েছে D'Rabbanan (ড.রাহ্বাহ্ নাহ্ন) বিধান যার ভিত্তি হচ্ছে Rabbi-দের সিদ্ধান্ত।

Elokaynu: ঈশ্বরের আরেক নাম।

Elui: ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৬ষ্ঠ মাস। অনুশোচনা আর Rosh Hashanah ও Yum Kippur এর প্রস্তুতি নেওয়ার সময়।

Ephraim: Joseph বা ইউসুফ এর পুত্র এবং ইয়াকুব বা যাকোবের পৌত্র। ইহুদিদের এই নামের গোত্রের পূর্বপুরুষ।

Erev: শাব্দিক অর্থ সন্ধ্যা। একদিনের সায়াহ্নকাল আর পরবর্তী দিনের প্রত্যুষ কাল, কারণ ইহুদি পঞ্জি অনুসারে দিন শুরু হয় সূর্যাস্তের সাথে। যেমন, যদি বলা হয় ইয়ম কিপর ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে তাহলে Erev ইয়ম কিপর ২৪ তারিখের সন্ধ্যাবেলা, যা ইয়ম কিপর এর অংশ।

Esau: Isaac বা ইসহাক এর পুত্র ও ইয়াকুব বা Jacob এর জ্যেষ্ঠ যমজ ভাই। পূর্ব পুরুষদের প্রতি তার বিশেষ সম্মানবোধ ছিল না। কথিত আছে যে, এক পেয়ালা ডালের স্টু এর বদলে তিনি তার জন্মসূত্রের অধিকার বিকিয়ে দিয়েছিলন যাকোবের কাছে।

Essenes: ইহুদিধর্মের একটি মতবাদের নাম, ২২০০ বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল এবং জেরুজালেমের মন্দির (Temple) ২য় বার ধবংস হওয়ার পরপরই এই মতবাদ মিলিয়ে যায়। এই মতবাদের অনুসারীগণ তৌরিদের বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তারা লোকালয় থেকে দূরে দলবদ্ধভাবে বাস করতেন এবং কৌমার্য ব্রত পালন করতেন।

Esther: Purim এর কাহিনির বীরাঙ্গনা নারী। হিব্রু বাইবেলের Esther পুস্তকে তার কাহিনি বিবৃত আছে। পারস্য সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী হামান ইহুদিদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যের সকল ইহুদিদের একই দিনে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু সম্রাটের স্ত্রী রাণী এস্থারের প্রচেষ্টায় ইহুদিগণ রক্ষা পান এবং হামান নিজে ও তার পরিবারের সদস্যগণ নিহত হয়।

Etrog (ইটরহগ): লেবু জাতীয় একটি ফল যা ইসরায়েল ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। Sukkut উৎসবে ঈশ্বরের সম্মুখে আনন্দ প্রকাশের সময় এই ফল ব্যবহার করা হয়।

Exile: বেবিলনীয়রা ইহুদিদের রাজ্য জয় করার পর যে সময় ইহুদিগণ Babylon-এ নির্বাসন জীবনযাপন করেছিলেন। ইহুদি ইতিহাসের এই পর্যায়টি Babylonian Exile অথবা শুধু Exile নামে পরিচিত।

Exodus: ইহুদিগণ মিসরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মোশীর নেতৃত্বে সাইনাই এর উষর জনহীন প্রান্তর হয়ে ঈশ্বরের অঙ্গীকারকৃত দেশের পথে দীর্ঘ যাত্রা Exodus নামে পরিচিত। বাইবেলের একটি পুস্তকের নাম।

Family Purity: স্ত্রীলোকের রজঃস্রাবকালে স্বামী সহবাস নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ইহুদি বিধান, যা Niddah নামেও পরিচিত।

Fast Days: ইহুদিগণকে কয়েকটি পর্বে উপবাস করতে হয়। এছাড়াও প্রতি বছর ৫টি Minor Fast এর দিন রয়েছে। এগুলি হচ্ছে Tishri মাসের ৩ তারিখ, Tevet এর ১০ তারিখ,

Adar এর ১৩, Nissan এর ১৪, এবং Tammuz এর ১৭ তারিখ। Yom Kippur এবং Tisha b'Av এর উপবাস ব্যতীত সব উপবাস ভোরের প্রথম আলো দেখা যাওয়া থেকে শুরু করে পরের দিন সন্ধ্যা পযর্ন্ত বিস্তৃত থাকে। ইয়ম কিপর এবং Tisha b'Av এর উপবাস এক সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী সন্ধ্যা পযর্ন্ত প্রায় ২৫ ঘন্টাব্যাপী হয়ে থাকে।

Firstborn: ইহুদি বাইবেলের বিধান অনুসারে, বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান যদি ছেলে হয় তাহলে সেই ছেলে তার অন্যভাইদের দ্বিগুণ ওয়ারিস সম্পত্তি পাবে। এছাড়াও তার কতকগুলি ধর্মীয় অধিকার এবং দায়িত্ব আছে। যেমন Firstborn হিসেবে তার প্রতীকি মালিকানা ঈশ্বরের পক্ষে পুরোহিতের। তার ৩০ দিন বয়স হলেই তাকে পুরোহিতের কাছে সপে দিয়ে নির্ধারিত মুদ্রার বিনিময়ে তাকে পুরোহিতের কাছ থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

Fleishik (ফ্লেহইশ-ইক): শাব্দিক অর্থ মাংস। যে Kosher খাবারে মাংস আছে, অতএব কোন দুগ্ধজাত খাবারের সাথে খাওয়া যাবে না এই ধরনের খাবার।

Four Parshiyot (পহর শীঅহ্‌ট): Passover পর্বের পূর্বের মাসে তৌরিদের ৪০টি বিশেষ পাঠ সাপ্তাহিক তৌরিদ পাঠের সাথে যুক্ত হয়। এই বিশেষ তৌরিদ পাঠ এই নামে পরিচিত।

Gabbai (গাহ্‌বাহই): যে অ-যাজকীয় ব্যক্তি ধর্মীয় প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সময় তৌরিদ পাঠসংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে স্বেচ্ছায় সহায়তা করেন।

Gad: যাকোব বা ইয়াকুবের এক ছেলে যিনি এই নামের গোত্রের পূর্বপুরুষ।

Gadol: শাব্দিক অর্থ বিশাল। তৌরিদে বিবৃত অতিমানবগণের সম্মান ও সমীহসূচক নির্দেশক সর্বনাম।

Galut: Diaspora এর হিব্রু প্রতিশব্দ।

Gan Eden: স্বর্গের বাগান। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক পুরস্কার হিসেবে এখানে থাকবেন। আদম ও হাওয়া যেখানে প্রথম থাকতেন এটা সেই একই জায়গা নয়।

Gaon: একজন মহান রাব্বাই এর সম্মানজনক উপাধি; বিশেষকরে তিনি যদি একটি Talmudic Academy এর প্রধান হন।

Gebrochts (গহ্‌ব্রখট্‌স): শাব্দিক অর্থ ভাঙা। Passover পর্বে খাবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা খামিরবিহীন রুটি সেঁকার পর যাতে কোন তরল পদার্থের সংস্পর্শে না আসে সে বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা।

Gehinnom (গিহী নহ্‌ম): মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেখানে উর্ধ্বপক্ষে ১২ মাস পর্যন্ত থাকবে। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, সাধারণ ইহুদিগণ মৃত্যুর পর সরাসরি Gan Edenএ প্রবেশ করতে পারবে না। কৃত পাপের শাস্তি ভোগের জন্য তারা এখানে বিভিন্ন মেয়াদ কাটাবে। এই হিব্রু মূল থেকে আরবি জাহান্নাম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

Gemarah: ইহুদিদের প্রাচীন শ্রুতি আইন (Oral Laws) এর সংকলন যাকে মিশনাহ্‌ বলা হয়। মিশনাহ্‌ এর উপর ভাষ্যকে বলা হয় Gemarah। Mishneh ও Gemarah সম্মিলিতভাবে Talmud নামে পরিচিত।

Gentile: সাধারণভাবে অ-ইহুদিদের বুঝানো হয়। শব্দটি হিব্রু ভাষায় রচিত মূল বাইবেলে নেই। তবে King James এর ইংরেজি অনুবাদে Goy বা Goyim এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। Goy শব্দের অর্থ জাতি, Goyim বা nation হচ্ছে বহুবচন। শব্দটি Latin

gentilis থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ হচ্ছে, কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্য। রোমানরা অন্য জাতি অর্থাৎ রোমের নাগরিক নয় এমন সকলকে Goy বলতেন। পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্য খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে পরিণত হলে এই শব্দটি পৌত্তলিকদেরও বোঝানো হত।

Get: বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কতৃক বিবাহ বিচ্ছেদ কার্যকরের আদেশ।

Glatt Kosher (গম্লাইট কোহ্-শের): ইহুদি খাদ্যের বিধান অনুসারে, গবাদিপশুর ফুসফুসে কোনো পরজীবী আসঞ্জন আছে কিনা তা পরীক্ষা করার কঠোরতা অবলম্বন করা।

G_d: ঈশ্বরের নাম সরাসরি লিখা এড়ানোর একটা কায়দা। ঈশ্বরের নাম মুছে ফেলা অথবা অপবিত্র করার মহাপাপ এড়ানোর উদ্দেশ্যেই এভাবে লিখা হয়।

Golem: ইহুদি উপাখ্যান অনুযায়ী, অবোধ ও মানবেতর এক প্রাণী যা সৃষ্টি হয়েছিল শুধু ইহুদিদের সেবা এবং রক্ষা করার জন্য।

Goy: অ-ইহুদি। শব্দটিকে অ-ইহুদিদের প্রতি কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে। gentile শব্দের সমার্থক, কিন্তু কিছুটা হানিকর।

Guilt Offering: বেদি হতে কিছু চুরি, বিশ্বাসভঙ্গ, কোনো অপরাধ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত না হতে পারলে অথবা কোন্ অপরাধ করা হয়েছে তা জানা না থাকলে পাপমোচনের জন্য যে নৈবেদ্য বা ভোগ দেওয়া হয়।

Haftorah (হাহ্ফ তোহ্রাহ্): সাব্বাৎ অথবা অন্য কোনো উৎসবে বাইবেলের Prophets পুস্তকের যে অংশ পাঠ করা হয়।

Haganah: প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেখানে বসবাসরত ইহুদি সম্প্রদায় (Yishuv) এর প্রতিটি স্তরে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে একটি সামরিক সংগঠন গড়ে তোলা হয় যার নাম দেওয়া হয় Haganah (The Defense)। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই বাহিনীকে কেন্দ্র করেই Israel Defense Force (IDF) গঠিত হয়।

Haggadah (হাহ্গাহ্দাহ্): (১) Talmud এর যে অংশের Halakha এর মত শক্ত আইনগত ভিত্তি নেই। (২) মিসরীয় দাসত্ব হতে উদ্ধারের কাহিনি নিয়ে Passover Seder এ যে বয়ান পাঠ করা হয়।

Hakafot: শাব্দিক অর্থ পরিক্রমণ। Sukkot উৎসবে etrog (লেবু জাতীয়) ফল ও lulav (palm, পাতাবাহার ও willow গাছের শাখা গুচ্ছ) নিয়ে সিনাগগের চারদিকে শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমণ করা অথবা Simchat Torah উৎসবে তৌরিদ বহন করে সিনাগগ পরিক্রমণকরা।

Halakhah (হাহ্ লাখ খাহ্): শাব্দিক অর্থ পথ। ইহুদিদের জীবনের সকল দিক পরিব্যাপ্ত আচরণ বিধি যা সকল ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের অবশ্য পালনীয়। এই বিধানগুলির মধ্যে রয়েছে ইহুদি বাইবেল নির্দেশিত বিধান, রাব্বাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধিসমূহ এবং বাধ্যতামূলক সামাজিক প্রথাসমূহ।

Haman: Purim আখ্যানের খলনায়ক। পারস্য সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ইহুদিদের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যের সকল ইহুদিদের একই দিনে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু সম্রাটের স্ত্রী রানী এস্থারের প্রচেষ্টায় ইহুদিগণ রক্ষা পান এবং হামান নিজে ও তার পরিবারের সদস্যগণ নিহত হয়।

Haradi: ইসরায়েলে বসবাসকারী চরম গোঁড়া ইহুদি সম্প্রদায়।

Haskalah: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ইহুদিদের একটি প্রগতিশীল আন্দোলন।

Hanukkah: শাব্দিক অর্থ উৎসর্গ। গ্রিকদের বিরুদ্ধে মাকাবি বিদ্রোহের বিজয়ের পর জেরুজালেমের মন্দির (Temple) পুনঃউৎসর্গীকরণ স্মরণে আট দিনব্যাপী আলোর উৎসব।

Hashem: শাব্দিক অর্থ 'নামটি'। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা এড়ানোর জন্য ঈশ্বরের বিকল্প নাম। উল্লেখ্য, কারণে অকারণে ঈশ্বরের নাম নেওয়া ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ।

Hatafat Dam Brit (হাহ্তা ফাহ্ত দাহ্ম ব্রিত): যে ব্যক্তির ইতিপূর্বে খৎনা হয়েছে অথবা যার জন্ম হয়েছে অগ্রত্বক (fore- skin) বিহীন অবস্থায় তাদের প্রতিকী খৎনাকরণ। সাধারণত লিঙ্গের অগ্রভাগ থেকে সূঁচাগ্রের সাহায্যে সামান্য রক্তপাত ঘটানো হয়।

Ha-Tikbah: শাব্দিক অর্থ আশা। ইহুদিবাদী আন্দোলন এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের জাতীয়সঙ্গীত।

Heaven: ইহুদিধর্মে ন্যয়নিষ্ঠদের জন্য পরলোকে পুরস্কার হিসেবে heaven বা স্বর্গবাসের ব্যবস্থা নেই। এর পরিবর্তে আছে Olam Ha-Ba (আসন্ন জগৎ) বা Gan Eden (ইডেনের বাগান)।

Havdala (হাহ্ব ডাহ্ লাহ্): যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে Shabbat এর সমাপ্তি সূচিত হয়। পূতঃদিবস ও সপ্তাহের অন্যান্য দিনের পৃথকীকরণ।

Hebrew Bible: বাইবেলের প্রথম খণ্ড যা Old Testament বা প্রাচীন বিধান নামে পরিচিত। খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে 'প্রাচীন বিধান' বাতিল করে 'নব বিধান' বা New Testment বহাল করেছেন। ইহুদিগণ এটা স্বীকার করেন না। ইহুদিগণ যেহেতু Old Testament-কেই একমাত্র বাইবেল মনে করেন তাই এটাকে অনেক সময় Hebrew Bible বলা হয়ে থাকে।

Hell: ইহুদিধর্মে পাপীদের শাস্তির স্থান নরক বা দোজখের ব্যবস্থা নেই। Gehinnom বা Sh'eol নামক স্থান আছে। সেখানে শাস্তিভোগ বা সুদ্ধিকরণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১২ মাস। ১২ মাসের মধ্যে মেয়াদে শাস্তি ভোগের পর সংশিস্নষ্ট আত্মা Olam Ha-Ba-তে উত্তোলিত হয়। অথবা চরম দুর্বৃত্ত আত্মাকে চিরদিনের জন্য ধবংস করে দেওয়া হয়।

Hertzel, Theodor: উনবিংশ শতাব্দীতে ইহুদিবাদী (Zionist) আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। অস্ট্রীয় সাংবাদিক। রাশিয়াও পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের দুর্দশা দেখে স্থির করেন যে, ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইহুদিদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। তারই উদ্যোগে World Jewish Organization প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি যে আন্দোলনের সূচনা করেন তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

High Holidays: Rosh Hashanah, the Days of Awe এবং Yom Kippur এই তিনটি পর্বকে High Holidays অথবা High Holy Days নামে অভিহিত করা হয়।

Hilllel: তালমুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাবাই। ইহুদিআইন বিষয়ে তার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি Shammai এর কট্টর পন্থার বিপরীত অবস্থানে ছিল।

Homosexuality: ইহুদি ধর্মে সমকামিতার প্রবণতা পাপ নয় কিন্তু সমকামী কোনো কাজ মহাপাপ। পুরুষ-পুরুষ সমকাম Torah-তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু নারী-নারী সমকামিতা তৌরিদে অনুরূপ স্পষ্ট করে নিষিদ্ধ নয়। তবে এটা সাধারণভাবে কামুকতা হিসেবে ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ।

Hoshanah Rabbah (হোহ্ শাহ্ নাহ্ রাহ্ বাহ্): শাব্দিক অর্থ মহান হোশানাহ্। Sukkut উদ্‌যাপনের সপ্তম দিন। এই দিন প্রার্থনা আবৃত্তি করতে করতে শোভাযাত্রা করে সাত বার সিনাগগ পরিক্রমণ করা হয় এবং প্রার্থনা আবৃত্তির মাঝে মাঝে সমবেতভাবে Hoshanah উচ্চারণ করে ধুয়া তোলা হয়।

Inter-Faith Marriage: ইহুদি ধর্মে অ-ইহুদির সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ এবং এই বিয়েকে বিয়ে বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। ক্রমবর্ধমান্‌আন্তঃধর্ম বিয়ে ইহুদিদের একটি উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Irgun: হাগানা ও বিশ্ব জাইঅনবাদী সংস্থা WZO ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহায়তা ও সহযোগিতায় ক্রমান্বয়ে প্যালেস্টাইনে ইহুদি বসতি বাস্তবায়নের পক্ষে ছিল। আরবদের মোকাবিলার ক্ষেত্রেও তারা সংযত থাকার কৌশল অবলম্বন করেছিল। ইরগুনের নেতা জাবতনিস্কি একইসাথে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমেই প্যালেস্টাইনে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। তার মতাদর্শ ছিল, আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে হাগানাকে বিক্রিয়ামূলক প্রতিরক্ষার পরিবর্তে আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। হাগানায় এই যুদ্ধ কৌশল চাপিয়ে দিতে ব্যর্থ হয়ে চরমপন্থিরা হাগানা থেকে বেরিয়ে গিয়ে Irgun বা The National Military Organization in the Land of Israel নামে সন্ত্রাসী সংগঠন গড়ে তুলে। ১৯৩৬-৩৯ এর আরব বিদ্রোহ কালে 'ইরগুন' তাদের সন্ত্রাসী কার্যকালাপের পরিপূর্ণতা দান করে। তারাই প্রথম আরব জনসমাগমে বোমা বিস্ফোরণ করে বিপুল সংখ্যক আরবদের হত্যা ও জখম করে এবং আরব সম্পদ ধবংস করার মহোৎসবে মেতে উঠে। এই আক্রমণগুলিবিপুল সংখ্যক আরবকে হত্যা ছাড়াও আরবদের মধ্য ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

Isaac: ইব্রাহিম (আ.) এর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক এবং ইহুদি মতে তার আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী।

Ishmael: আব্রাহাম বা ইব্রাহিম (আ.) এর পুত্র। ইব্রাহিমের স্ত্রী সারাহ্ এর মিশরীয় দাসী ও ইব্রহিমের দ্বিতীয় স্ত্রী হাগার বা হাজেরার গর্ভজাত সন্তান। ইহুদি এবং আরব উভয় ঐতিহ্য অনুসারে Ishmael আরবদের পূর্বপুরুষ।

Israel: শাব্দিক অর্থ ঈশ্বরের রাজপুত্র। কথিত আছে, ঈশ্বর যাকোব বা ইয়াকুব এর নতুন নামকরণ করেছিলেন Israel। বিশ্বব্যপী ইহুদি সম্প্রদায় বনি ইসরায়েল বা ইসরায়েলের পুত্র নামে পরিচিত। ইহুদিদের রাষ্ট্রের নামও ইসরায়েল। (১) ঈশ্বর আব্রাহাম ও তার বংশধরদের জন্য যে দেশ অঙ্গীকার করেছিলেন। (২) ঐতিহাসিক ইহুদি রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পর উত্তরের রাজ্য যেখানে ইহুদিদের দশটি হারিয়ে যাওয়া গোত্র (Ten Lost Tribes of Israel) বাস করতো সেই রাজ্যের নাম (৩) যাকোব বা ইয়াকুবের অপর নাম এবং (৪) মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের ঐতিহাসিক বাসভূমি হিসেবে দাবিকৃত এলাকায় ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র।

Issachar: ইয়াকুব বা Jacob এর এক ছেলে। এই নামীয় ইসরায়েলি গোত্রের পিতৃপুরুষ।

Iyar: ইহুদি বর্ষপঞ্জির ২য় মাস। এপ্রিল/মে-তে পড়ে।

Jacob: যাকোব বা ইয়াকুব। Isaac বা ইসহাকের পুত্র। ১২ পুত্রের পিতা। ইয়াকুবের ১২ পুত্রের নামে ইহুদিদের ১২টি গোত্র। ইহুদিদের তিন পিতৃপুরুষ (Patriarch) এর একজন। তার অপর নাম ইসরায়েল।

Jerusalem: ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র নগরী। King David বা রাজা দাউদ এর রাজধানী। রাজা Solomon বা সোলায়মানের প্রতিষ্ঠিত মহাপবিত্র মন্দির এখানেই নির্মিত হয়েছিল। সারা বিশ্বের ইহুদিগণ জেরুজালেম নগরীর দিকে ফিরে প্রার্থনা করেন এবং প্রতি প্রার্থনায় ইহুদিগণ জেরুজালেম প্রত্যাবর্তনে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করেন। যীশু খ্রিস্ট এখানেই তার বাণী প্রচার করতে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধও সমাধিস্থ হন। মক্কা ও মদিনার পর মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম নগরী। ইসলামের নবী এখান থেকেই বোরাকে চড়ে আলস্নাহ্‌র দর্শন লাভের জন্য রওনা হয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। এখানে আল-আকসা মসজিদ এবং ‘ডোম অব দ্য রক’ অবস্থিত।

Jew: সনাতন ইহুদি ধর্ম অনুসারে যে ইহুদি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে সেই Jew বা ইহুদি। পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদি পিতা এবং অ-ইহুদি মাতার সন্তানরা এবং দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ইহুদিত্ব লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শব্দটি Judahite অর্থাৎ Judah গোষ্ঠীর সদস্য অথবা Judah রাজ্যের নাগরিক হতে উৎপন্ন। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে Jacob বা ইয়াকুবের সকল বংশধরদের এবং ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত সকলকেই Jew নামে অভিহিত করা হয়ে আসছে।

Jewish Calendar: ইহুদি বর্ষপঞ্জি। মাস শুরু হয় প্রতি নতুন চাঁদ উঠার সাথে, কিন্তু বৎসর গণনা করা হয় পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের ভিত্তিতে। চন্দ্র মাসের সাথে সৌর বৎসর মিলানো হয় ‘লীপ ইয়ারে’ বারো মাসের স্থলে তেরো মাস হিসাব করে। Jewish Calendar এর মাসগুলি নিম্নরূপ:

মাসের নাম	সংখ্যাক্রম	মাসের দৈর্ঘ্য	খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জির মাস
নিশান (Nissan)	১	৩০ দিন	মার্চ-এপ্রিল
আইয়ার (Iyar)	২	২৯ দিন	এপ্রিল-মে
সিভান (Sivan)	৩	৩০ দিন	মে-জুন
তাম্মুজ (Tammuz)	৪	২৯ দিন	জুন-জুলাই
আভ (AV)	৫	৩০ দিন	জুলাই-আগষ্ট
ইলুই (Elui)	৬	২৯ দিন	আগস্ট-সেপ্টেম্বর
তিশরি (Tishri)	৭	৩০ দিন	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
খেশভাঁ (Cheshvan)	৮	২৯ অথবা ৩০ দিন	অক্টোবর-নভেম্বর
কিসলেভ (Keslev)	৯	৩০ অথবা ২৯ দিন	নভেম্বর-ডিসেম্বর
তেভেত (Tevet)	১০	২৯ দিন	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
শেভাত (Shevat)	১১	৩০ দিন	জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
আদার (Adar-II)	১২	২৯ দিন	ফেব্রুয়ারি-মার্চ
শুধু Leap Year বছরে আদার বাইত (Adar Beit)	১৩	২৯ দিন	ফেব্রুয়ারি-মার্চ

Jewish Star: ছয় কোন বিশিষ্ট তারকা। ইহুদিধর্মের প্রতীক Magen David অথবা Star of David নামে পরিচিত।

Joseph: ইউসুফ। যাকোব বা ইয়াকুবের এর এক ছেলে। ইহুদিদের দুইটি গোত্রের পূর্বপুরুষ। ইউসুফের হিংসাপরায়ণ ভাইরা তাকে মিসরীয়দের কাছে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিল, পরবর্তীকালে তিনি মিশরের প্রতাপশালী মন্ত্রী হয়েছিলেন। তার উদ্যোগেই ইসরায়েলের সন্তানগণ মিশরে বসতি স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

Judah: Jacob বা ইয়াকুবের এক পুত্র। এই নামের এক ইসরায়েলি গোত্রের পূর্বপুরুষ। (২) Solomon বা সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরায়েল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। দক্ষিণের যুদা রাজ্যে বাস করতো Judah ও Benjamin গোত্র এবং Levi গোত্রের একটি অংশ। জেরুজালেম ছিল যুদা রাজ্যের রাজধানী।

Judea: রোমান সম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এই প্রদেশেরই Nazerath শহরে যীশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় এখানে কাটান।

Kabala, Cabala (কাহ্বাহ্লাহ্): শাব্দিক অর্থ ঐতিহ্য। ইহুদি মরমিবাদী আন্দোলন। সৃষ্টি রহস্য ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা এই আন্দোলনের অনুসারীদের শিক্ষা দেওয়া হত।

Karaites (কাহ্ রাহ্ আহাইটস): শাব্দিক অর্থ 'বাইবেল অনুসারী'। ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের একটি উপদল। প্রাচীন Sadducees-দের ন্যায় তারাও Oral Torah বা শ্রুতি তৌরিদের বিধানসমুহ ঈশ্বর প্রদত্ত বলে গ্রহণ করে না। তারা শুধু লিখিত তৌরিদের উপর আস্থাশীল। অপরদিকে Rabbanical Judaism বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর মোশীকে লিখিত তৌরিদ এর বাইরেও মৌখিকভাবে তৌরিদ শিক্ষা দিয়েছেন। Karaites এখন খুবই ক্ষুদ্র একটি মতবাদ, যদিও তারা দাবি করেন যে একসময় ইহুদিদের ৪০ শতাংশ তাদের মতবাদের অনুসারী ছিল।

Kareit (কাহ্ রেহইত): কোনো কোনো পাপ যেমন খৎনা করতে ব্যর্থ হওয়া এমনই মারাত্মক পাপ যে, এই পাপের জন্য ঈশ্বর আধ্যাত্মিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করার শাস্তি দিয়ে থাকেন। এই ধরনের শাস্তিকে Kareit বলা হয় এবং যাকে এই শাস্তি দেওয়া হয় তার জন্য আসন্ন জগতে (World to Come) কোনো স্থান থাকবে না।

Kashrut (কাহ্শরুত): Kashrut হচ্ছে ইহুদী ধর্মীয় কতকগুলি বিধান যা নির্দেশ করে কোন খাবার, এবং কীভাবে প্রস্তুতকরা খাবার একজন ধর্মীয় নিষ্ঠাবান ইহুদি খেতে পারবেন অথবা খেতে পারবেন না। হিব্রু শব্দমূল বা ধাতু Kaf-shein-Reish থেকে উৎপত্তি হয়েছে শব্দটি যার অর্থ হচ্ছে উপযুক্ত, সঠিক অথবা শুদ্ধ। Kosher শব্দটিও একই ধাতু হতে উৎপন্ন। Kosher হচ্ছে সেই খাদ্য যা Kashrut এর বিধানসম্মত এবং একজন ইহুদির খাওয়ার উপযোগী।

Ketubim: লিখিত তৌরিদের এর একটি অংশ যেখানে Megillot, Psalms এবং Chronicles অন্তর্ভুক্ত আছে।

Kavanah (কাহ্বাহ্নাহ্): পূর্ণ মনোযোগ বা অভিপ্রায়। ঈশ্বরের বন্দনা বা প্রার্থনা অথবা mitzvah (Commandments) প্রতিপালনে যে পূর্ণ মনোনিবেশ বা ধ্যানের প্রয়োজন।

Kavot Ha–Met (কাহবোহ্দ হাহ্ মাইট): মৃতের প্রতি সম্মান দেখানো। মৃত্যুতেও শোক প্রকাশে ইহুদিধর্মের বিধান ও প্রথাসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য।

Keriyah (কেরীয়াহ্): ছিড়ে ফেলা। একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে পড়নের কাপড় ছিড়ে ফেলা। এটা ইহুদিদের শোকপ্রকাশের একটি মাধ্যম।

Ketubah (কেতুবাহ্): বিয়ের চুক্তিপত্র বা কাবিননামা।

Kibbutz: হিব্রু শব্দ Kibbutz অর্থ হচ্ছে একত্রিত হওয়া বা জড়ো হওয়া। সমাজবাদী জাইঅনবাদী নেতাদের প্রেরণা ও উদ্যোগে প্যালেস্টাইনের গ্রামীণ এলাকায় ইহুদি অভিবাসনকারীদের জন্য যৌথ খামারভিত্তিক বসতি বা কিবুজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে জমি ও অন্যান্য সম্পদ যৌথ মালিকানায় ছিল। কিবুজ সদস্যরা যার যার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনুসারে শ্রম দিতেন এবং তাদের সৃষ্ট সম্পদের মালিকানা ছিল কিবুজের। তারা আহার করতেন গণভোজনালয়ে এবং তাদের সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব ছিল কিবুজের। ইসরায়েলে এখনো কিছু কিবুজ আছে যেগুলি এই নীতিতে পরিচালিত হয়। তবে অধিকাংশ কিবুজ সীমিত পরিমাণ সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা অনুমোদন করে। প্রথমদিকে কিবুজ মূলত কৃষিভিত্তিক ছিল। এখন অধিকাংশ কিবুজে কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, হাইটেকসহ অন্য বহুবিধ শিল্প-বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

Kiddush: সাব্বাৎ বা কোনো ইহুদি পর্বকে পবিত্রকরণে যেসব প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

Kiddush Ha-Shem: 'নামটির পবিত্রকরণ'। যে কাজ ঈশ্বর অথবা ইহুদি ধর্মকে গৌরবান্বিত করে, যথা ধর্মের পথে শহিদ হওয়া।

Kiddushin: পবিত্রকরণ'। দুই অংশের ইহুদি বিবাহ প্রক্রিয়ার প্রথম অংশ। এই অংশকে বাগদানও বলা হয়। এর মাধ্যমে বর ও কনের মধ্যে পারস্পারিক দায়বদ্ধতা সৃষ্টি না করে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে।

Kippah (কী পাহ্): একজন ধর্মীয় নিষ্ঠাবান ইহুদি পুরুষ মাথার তালুতে ছোট্ট টুপি পরে থাকেন। সাধারণত প্রার্থনাসভায় এই টুপি পরা হয়। অনেকে এটা সবসময়ের জন্য মাথায় রাখেন।

Kislev: ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৯ম মাস। November/December এ পড়ে।

Kitniyot (কীটনীয়ট): Ashkhenazi ইহুদি Rabbi গণের প্রদত্ত বিধান মতে, যে সকল খাদ্য Passover এ খাওয়া নিষিদ্ধ এর মধ্যে আছে ভাত, ভুট্টা, চিনেবাদাম ও সিমজাতীয় সবজি। Sephardic ইহুদিগণ এই বিধান মানেন না।

Kittel (কিট্‌ল): যে সাদা ঢিলে জামা পরিয়ে মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। Yom Kippur প্রার্থনাসভায়ও কেউ কেউ এই জামা পড়ে থাকেন।

Klemzer: Yidddish সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের একটি ধারা। Clarinet বাঁশির মাধ্যমে হাহাকার ও আর্তচিৎকারের মত সুর সৃষ্টি করা এর বৈশিষ্ট্য।

Knesset: সভাস্থল। ইসরায়েল রাষ্ট্রের আইনসভা।

Kohen (কোহ্ হেইন): পুরোহিত। Aaron এর বংশধর যাদের উপর জেরুজালেমের মন্দিরে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পরিচালনের দায়িত্ব ছিল। Rabbi-দের কাজ এবং Kohen-দের কাজ এক রকম নয়।

Kol Nidre: যে প্রার্থনার মাধ্যমে Yom Kippur পর্বপালন শুরু হয়।

Kosher (কোহ্ শের): ইহুদি ধর্মীয় বিধান ও আচার অনুসারে, যে খাবার উপযুক্ত, সঠিক ও শুদ্ধ। ইহুদি ধর্মীয় বিধান অনুসারে-আচারানুষ্ঠানে ব্যবহারের উপযুক্ত কোনো বস্তুকেও বুঝায়।

Ladino: Sephardic Jew-দের আন্তর্জাতিক ভাষা। প্রধানত স্পেনিশ ভাষাভিত্তিক হিব্রু, ল্যাটিন, আরবি এবং অন্যান্য ভাষা থেকে নেওয়া শব্দ সম্বলিত হিব্রু বর্ণমালায় লিখিত ভাষা। স্পেন, পর্তুগাল, এশিয়া মাইনর, মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী ইহুদিদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে এই ভাষা ব্যবহার করা হত।

Lashon Ha–Ra (লাহ্ শোন হাহ্ রাহ্): দুষ্ট জিহবা। কথার মাধ্যমে অন্যের বিরুদ্ধে যে পাপ করা হয়, যথা কুৎসা রটনা, পরচর্চা, মিথ্যা দিব্যি দেওয়া, উপহাস করা ইত্যাদি। ইহুদিধর্মে একটি গুরুতর পাপ।

Leah: যাকোবের স্ত্রী। তাঁর ছয় পুত্র সন্তানের মাতা। যাকোবের অপর স্ত্রী Rachel এর বড় বোন।

Lehi: আরব ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে এই চরমপন্থি সংগঠনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে ইরগুন (Irgun) থেকে বেরিয়ে Lehi (*Lohamei Herut Israel*- Fighters for the Freedom of Israel) নামক এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন Abraham Stern। তার নামে এই সংগঠনটি Stern Gang নামেও পরিচিতি লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই গ্রুপটি ফ্যাসিস্ট ইটালি ও নাৎসি জার্মানির পক্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তাব করেছিল। শর্ত ছিল ইউরোপের সকল ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসন করা হবে। তারা প্যালেস্টাইনে জাতীয়তাবাদী একদল ব্যবস্থাভিত্তিক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৪৪ খ্রি. ইহুদিরাষ্ট্রে জাতীয় বলশেভিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় এই দলটি। এই সংগঠনটির রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি থাকলেও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। তারা মনে করত, পৃথিবীর সকল ইহুদির প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনের অধিকার রয়েছে। ব্রিটিশরা প্যালেস্টাইনে ইহুদি অভিবাসন বাধাগ্রস্থ করছে। তাই ব্রিটিশরা ইহুদিদের প্রধান শত্রু। আলোচনা ও কূটনীতির মাধ্যমে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠ দুরাশা মাত্র। সুতরাং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের সরাসরি যুদ্ধ শুরু করতে হবে। সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত ও আরবদের প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করার কৌশল গ্রহণ করেছিল এই গোষ্ঠী।

Levi (লেভি): যাকোবের এক ছেলে। এই নামের গোত্রের পূর্বপুরুষ। জেরুজালেম মন্দিরের কতিপয় আচারানুষ্ঠানের দায়িত্ব এই গোত্রের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

Leberal: যুক্তরাজ্যের ইহুদিদের একটি উদারনৈতিক আন্দোলন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের Reform Movement-এর তুলনায় এই আন্দোলন বেশি ঐতিহ্যানুসারী।

Life after Death: একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, ইহুদিগণ পরকালে বিশ্বাসী নয়। ধারণাটি সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এটা সত্য যে, খ্রিস্ট এবং ইসলামধর্মের ন্যায় ইহুদিধর্ম পরকালকেন্দ্রিক নয়। ইহুদিধর্ম মূলত ইহজগতে ন্যয়নিষ্ঠ জীবনযাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সীমিতভাবে পরকাল চর্চা রয়েছে এবং সেখানেও বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে।

Liturgy: উপসানালয়ে গণ-উপাসনা প্রণালী বা পদ্ধতি। ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ দিনে তিনবার গণ-উপাসনায় অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় (Maariv) সকালে (Shacharit) অপরাহ্নে

(Minchah) ইহুদিধর্মে গণ-উপাসনার জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারিত আছে। দৈনন্দিন প্রার্থনা, সাব্বাৎ অথবা অন্যসব উৎসবের প্রার্থনায় তৌরিদের যে সকল অংশ, যেসব Psalm অথবা দোয়া (Blessings) পাঠ করতে হবে, প্রার্থনাকারীগণ কখন ধুয়া তুলবেন এবং কখন কী অঙ্গভঙ্গি করতে হবে তা সবই নির্দিষ্ট করা আছে।

L-rd: ঈশ্বরের নাম যাতে মুছে না যায় অথবা অন্য কোনোভাবে অপবিত্র না হয় সেজন্য ঈশ্বরের এক নাম Lord না লিখে একটি অক্ষর বাদ দিয়ে লিখা হয়।

Lubavitch: খাসিদিক ইহুদি ধর্মীয় মতবাদের একটি উপ-দল। তারা অন্যান্য ইহুদিদের তাদের দলে ভিড়ানোর চেষ্টায় খুবই তৎপর। বিশেষকরে এ কাজে প্রচারমাধ্যমকে তাদের ব্যবহার লক্ষণীয়।

Lulab (লুলাহ্ব): শাব্দিক অর্থ পাম গাছের শাখা। ইয়ম কিপর পর্ব শেষ হওয়ার পঞ্চম দিনে Sukkot (সুয়েকোট) উৎসব শুরু হয়। এই উৎসবটি অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয়। এই সময় অন্যান্য ক্রিয়া কর্মের সাথে ertog (লেবুজাতীয় একটি ফল), পাম, (palm), মাট্‌ল (myrtle) এবং দেবদারু (willow) শাখা হাতে নিয়ে সিনাগগে তৌরিদ রাখার বীমাহ্ এর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয়। অনুষ্ঠানের এই অংশ Lulab নামে পরিচিত।

Maariv: সন্ধ্যার গণপ্রার্থনা। যাকোব এই প্রাথনা প্রবর্তন করেন।

Maccabees: খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীতে সেলুকিড গ্রিক শাসক ৪র্থ এন্টিয়োকাসের ইহুদি নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ইহুদিদের যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা ইতিহাসে মাকাবি বিদ্রোহ নামে পরিচিত। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন হাসমোনীয়ান বংশের মাথাথিয়াস নামের যুদার একজন গ্রাম্য যাজক ও তার পাঁচ পুত্র। বিদ্রোহীরা গ্রিক শব্দ Maccabees (হাতুরি) থেকে নিজেদের জন্য এই নাম ধারণ করে। মাকাবিগণ বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত গ্রিক দেবতাদের বেদি ধ্বংস করেন এবং ইহুদি শিশুদের খৎনা করান, ইহুদিদের সেলুকিডের বিধান অমান্য করতে বাধ্য করেন। বিদ্রোহ শুরুর পরপরই মাথাথিয়াস মৃত্যু বরণ করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জুডাস মাকাবি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মাকাবিরা জেরুজালেম ও মহাপবিত্র মন্দির সেলুকিডদের হাত থেকে উদ্ধার করে যুদায় ইহুদি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে মক্ষম হয়েছিল। তাদের এই বিজয়ের স্মরণে ইহুদিরা হানুখা (Hanukah) উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকে।

Machmir (মাখ্‌মীর): কোনো বিষয়ে তৌরিদের বিধান সম্পর্কে দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিধান কঠিনভাবে পালন করা। অপরদিকে, রাব্বাইদের কাছ থেকে পাওয়া বিধান সম্পর্কে অনুরূপ দ্বিধা বা সন্দেহ থাকলে সে সম্পর্কে নমনীয় (Makil) ভাব গ্রহণ করা যেতে পারে।

Machzor (মাখ্ জৌর): Rosh Hashanah এবং Yom Kippur এর জন্য নির্ধারিত বিশেষ প্রার্থনার বই।

Maftir: প্রতি সাব্বাতে (শনিবার) সিনাগগে তৌরিদ পাঠের শেষ অধ্যায় এবং Haftorah এর পুরোটা যিনি পাঠ করেন।

Magen David (মাহ্ গেন ডেভিড): ডেভিড এর ঢাল। Star of David নামে বহুল পরিচিত, ইহুদি ধর্মের প্রতীক ছয় কোন বিশিষ্ট তারকা।

Maimonides: রাবাই মোজেস বেন মায়মন (১১৩৫-১২০৪ খ্রি.)। ইহুদিধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক। চিকিৎসাবিদ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের পুস্তক প্রণেতা। তিনি মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইহুদি বিধান সংকলনকারী। তার দর্শন গ্রন্থ The Guide for the Perplexed এখনো বহুল সমাদৃত।

Mamzon: নিষিদ্ধ বিবাহের সন্তান। ইহুদি বিধান অনুসারে, নিষিদ্ধ আত্মীয়ের মধ্যে অথবা ইহুদি ও অ-ইহুদির মধ্যে বিবাহিত দম্পতির সন্তান।

Masada: খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর ষাটের দশকে Zealot-রা রোমানদের নিকট আত্মসমর্পণ না করে যে পাহাড়ি দুর্গে আত্মহত্যা করেছিলেন। ইহুদির জন্য একটি তীর্থ স্থান।

Mashgiach: হোটেল, রেস্টুরেন্ট, খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে Kashrut বিধান পালন তত্ত্বাবধানকারী।

Masiach: ইহুদি ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী মসীহ্ বা Messiah। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত সেই মানুষ যিনি আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর সকল দুষ্টের দমন করবেন, জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণ করবেন, পৃথিবীর সকল ইহুদিগণকে ইসরায়েলে প্রত্যাবর্তন করাবেন এবং আসন্ন জগতের (The World to Come) সূচনা করবেন।

Masortic: ইসরায়েলের সেই ইহুদিগণ যারা সাধারণভাবে ধর্মপালনকারী কিন্তু Orthodox নন।

Masturbation: ইহুদি ধর্মীয় বিধান অনুসারে, পুরুষদের হস্তমৈথুন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং এটাকে অন্যতম কঠিন পাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মহিলাদের হস্তমৈথুন স্পষ্ট করে নিষিদ্ধ নয়, তবে এটাকে ভালো চোখে দেখা হয় না।

Matzah (মাহ্তজ আহ্): খামিরবিহীন রুটি। Passover এ এই রুটি খাওয়া প্রচলিত আছে।

Matzah Meal: খামিরবিহীন শুকনো রুটির টুকরা, যা সাধারণত ইহুদিদের রান্নায় ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের রন্ধন প্রণালীতে যেমন শুকনো পাউরুটি অথবা ময়দা ব্যবহার করা হয়।

Meal Offering: ঈশ্বরের প্রতি খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করা। মিহি ময়দা, তৈল ও সুগন্ধি একসাথে মিলিয়ে উৎসর্গ করতে হয়। Aaron এবং তার পুত্রগণ (পুরোহিত) এর মাঝ থেকে এক মুঠো বেদিতে পুড়িয়ে দেবেন এবং বাকি অংশ মন্দিরে বেদির সম্মুখে আহার করবেন।

Mechitzah (মেখীত্জ্ আহ্): সিনাগগে গণপ্রার্থনা কালে পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক করার জন্য যে পর্দা বা দেয়াল থাকে।

Megillah: বাইবেলের পাঁচ পুস্তক (Esther, Ruth, Song of Songs, Lamentation এবং Ecclesiastes) এর একটি। বাইবেলের বাকি পুস্তকগুলিকে সাধারনত Sefer নামে বর্ণনা করা হয়।

Melachah (মে লাহ্ খাহ্): যে কাজ কোন কিছু সৃষ্টি করে বা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে, সাব্বাৎ এবং অপর কয়েকটি পবিত্র দিনে সে ধরনের কাজ নিষিদ্ধ।

Menorah (মি নোহ্ রাহ্): ঝাড়-মোমদানি। খানুখাহ্ (Chanukah) পর্বে ব্যবহৃত আট শাখা বিশিষ্ট মোমদানি বুঝানো হয়। সীনাগগে ব্যবহৃত সাত শাখাবিশিষ্ট মোমদানিও হতে পারে।

Messiahnic Age: মসীহ্ বা Messiah এর আবির্ভাবে সারা বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে যে যুগে।

Mevushal: তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে আঙুরজাত সুরা জীবাণুমুক্ত করার প্রক্রিয়া অন্যথায় Kashrut এর নিয়ম ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে।

Mezuzah: ইহুদিদের বাসগৃহের সামনের দরজার ডান বাজুতে লাগানো আয়তাকার একটি ছোট ভাণ্ড। এর ভিতরে ছোট্ট বেলনাকারের পাণ্ডুলিপিতে Shema এবং তৌরিদের বিশেষ অংশ লিখা থাকে।

Midrash: ভাষ্য, ব্যাখ্যা। ইহুদিদের বাইবেলের (২৪ খণ্ড ৩ অংশে Torah, Nevin, এবং Ketubin) উপর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। নৈতিক নীতিমালা এবং ভক্তির প্রেক্ষাপটে বাইবেলের মূল পাঠ্যাংশের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। বাইবেলে বিবৃত ঘটনাবলি বিস্তারিত পরীক্ষা ও অনুশীলন করে এর মূল বক্তব্য উদ্‌ঘাটন করা এবং এর মাধ্যমে ইহুদি বিধানের মূল তত্ত্ব বা সূত্র বের করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা। মিদ্রাস প্রণেতাগণ বাইবেলের ঘটনাবলির পূর্ণতা দেওয়ার জন্য কোন কোন ঘটনার প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে শ্রুতি. লোকগাথা এবং কখনো কখনো কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত মিদ্রাসগুলি রচিত হয়েছে।

Mikvah: জড়ো করা, ধীরে ধীরে সঞ্চয় করা। ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্র পানিতে (সঞ্চিত বৃষ্টির পানি) চুবানোর মাধ্যমে কাউকে বা কিছু শুদ্ধিকরণ। সাধারণত ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইহুদিধর্মে দীক্ষাগ্রহণের ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে এই পবিত্র পানিতে অবগাহন করতে হয়। Orthodox বিধান অনুসারে, মহিলাদের মাসিকের পর পবিত্রকরণে এই অবগাহন করতে হয়। অনেক Chasidic ইহুদিগণ মাঝে মাঝে নিজের শুদ্ধিকরণের জন্য এইরূপ অবগাহন করে থাকেন।

Milkhik (মিলখিগ): দুগ্ধজাত। যে সকল কোশের খাবারে দুধ জাতীয় কিছু থাকে এবং তাই মাংস জাতীয় খাবারের সাথে খাওয়া যায় না।

Minchah (মিনখাহ্): প্রতিদিন অপরাহ্নের গণ-প্রার্থনাসভা।

Minhag (মিন হাহ্‌গ): একটি ধর্মীয় প্রথা। উপযুক্ত ধর্মীয় কারণে যে সব প্রথা প্রচলিত আছে এবং দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকার কারণে তা পালনে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছে। এই শব্দটি ঢিলাভাবে যে কোন ধর্মীয় প্রথাকেও বুঝায়।

Minyon (মিন ইয়াহ্ন): গণপ্রার্থনা শুরু করার জন্য অন্তত ১০ জন ধর্মীয়ভাবে প্রাপ্তবয়স্ক (বয়স অন্তত ১৩) পুরুষের উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা। প্রগতিশীল সম্প্রদায়সমূহ ধর্মীয়ভাবে প্রাপ্তবয়স্কা (অন্তত বয়স ১২) মহিলাদের উপস্থিতিও এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মনে করে। অনেকে এ বিধানকে সবসময় গুরুত্ব দেন না।

Mishnah (মিশ নাহ্): সংকলিত শ্রুতি বিধান। ২০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রথমবারের মত এই শ্রুতি বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ করে সংকলন করা হয় যা তালমুদের অংশ। মৌখিক তৌরিদের মূলসূত্র পরবর্তীকালে Rabbi Judah the Prince ৬ খণ্ডে সংকলিত করেন।

Mishkan: বাসগৃহ। জেরুজালেমে স্থায়ী মন্দির (The Temple) নির্মাণের পূর্বে অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ মন্দির।

Mishneh Torah (মিশনেহ্ তোহরাহ্): মধ্যযুগীয় দার্শনিক Maimonides রচিত ৪ খণ্ডের ইহুদি বিধানসমূহ। বলা হয়ে থাকে, তোরাহ্ থেকে 'মিশনেহ্ তোরাহ', এর আগে বা পরে আর কিছুর প্রয়োজন নেই। ইহুদি ধর্ম বোঝা ও উপলব্ধির জন্য 'মিশনেহ্ তোরাহ্'ই যথেষ্ট।

Mishnah Berurah: Rabbi Israel Meir Ha- Kohen (১৮৩২-১৯৩২ খ্রি.) প্রণীত Shulchan Aruch (শুহ্ল খান আরুখ) এর ১ম অংশ Orach Chayim (ওরাখ খাইম) এর ভাষ্য। মধ্যযুগ পরবর্তী Rabbanic পণ্ডিতদের মতামতের ভিত্তিতে সংক্ষিপ্তভাবে এই বইটি Ashkhenazi ইহুদিদের ধর্মীয় বিধান অনুসারে দৈনন্দিন জীবনযাপনের একটি প্রামাণ্য নির্দেশনা গ্রন্থ।

Mitzvah (মিৎসভাহ্): বহুবচন Mitzvot। শাব্দিক অর্থ 'ঐশী আদেশ'। তৌরিদে ৬১৩ টি ঐশী আদেশ আছে যা মান্য করা প্রত্যেক ইহুদির কর্তব্য। এ শব্দটি এই ঐশী আদেশের যে কোনটিকে বুঝায়, আবার সাধারণভাবে যে কোন ভালো কাজকে অথবা ইহুদিদের যে কোন ধর্মীয় বাধ্যবাধকতাও বুঝায়।

Mitzvot Aseh (মিৎসভট অহসেহ্): কোন কিছু করার ঐশী আদেশ। যেমন, নিজের মা-বাবাকে সম্মান করার আদেশ। ইতিবাচক ঐশী আদেশ।

Mitzvot Lo Ta'aseh (মিসেভহট লো তাহ্ আহ্ সেহ্): ঐশী আদেশ, যা কোনো কিছু না করার জন্য। যেমন, খুন না করার ঐশী আদেশ। নেতিবাচক ঐশী আদেশ।

Mizrachi Jews (মিজ রাহ্খ খী): উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য হতে আগত ইহুদিগণ এবং তাদের বংশধরগণ। ইসরায়েলের ইহুদি অধিবাসীদের প্রায় অর্ধেক এই জাতীয় ইহুদি।

Moshe (মোশী): ইহুদি পয়গম্বরদের মধ্যে সর্বপ্রধান পয়গম্বর। আনুমানিক খ্রি. পূ. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশর থেকে ইসরায়েলিদের দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের নেতৃত্বদানকারী এবং সেই সময় তাদের জন্য ঐশী আদেশের বাহক। সাইনাই পর্বতে তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর ইসরায়েলিগণকে তৌরিদ প্রদান করেন। বিশ্বাস করা হয় যে, অন্যান্য ইহুদি পয়গাম্বরগণ সকলে মিলে যা দেখেছেন তিনি একা তার চেয়ে বেশি দেখেছেন। ইসলামি ঐতিহ্য অনুসারে, তিনি মুসা (আ.) নামে পরিচিত।

Motzaei Shabbat (মাহ্ত সাহ্ এই শাহ্ বাহত): সাব্বাৎ এর দিনের পরের রাত অর্থাৎ শনিবার দিবাগত রাত। সন্ধ্যা আকাশে অন্তত ৩টি তারা দেখা গেলে অথবা দেখা যাওয়ার সময় হলে সাব্বাত সমাপ্তির নির্দিষ্ট ঘোষণা আবৃত্তি করার পর সাব্বাতে নিষিদ্ধ দৈনন্দিন কাজ শুরু করা যায়।

Motzaei Sheim Ra (মহ্ত সাই শ্যাম রাহ্): যে ব্যক্তি কুৎসা রটনা করে। ইহুদি বিধান অনুসারে, কথার মাধ্যমে যত পাপ করা যায় তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও গুরুতর পাপ।

Muktzeh (মুকশেহ্): পাশে সরিয়ে রাখা। সাব্বাৎ বা অন্যান্য পবিত্র দিনে যে সকল বস্তু হাতানো অথবা ব্যবহার করা নিষেধ, আর তাই সরিয়ে রাখা হয়। যেমন, সাব্বাৎ এ টাকা পয়সা, পাথরের নুড়ি অথবা কাগজ-কলম ইত্যাদি হাত দিয়ে স্পর্শ না করা উত্তম। তাই এগুলি সরিয়ে রাখা হয়।

Musaf: সাব্বাৎ ও অন্যান্য পবিত্র দিনের অতিরিক্ত গণ-প্রার্থনা।

Nachman Breslov: ১৮শ শতকের একজন Chasidic ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা বা Tzaddik। তিনি Breslover Chasidik উৎসব উদ্‌যাপনের প্রতিষ্ঠাতা।

Nachmanides: Rabbi Moshe ben Nachman। মধ্যেযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইহুদিধর্ম শাস্ত্রের পণ্ডিত। তিনি Ramban নামেও খ্যাত। অন্য Rambam (Maimonides) এর মত তিনিও স্পেনীয়, চিকিৎসক ও মহান তৌরিদবিশেষজ্ঞ ছিলেন। তবে তিনি মরমিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার বাইবেলীয় ভাষ্যে সর্বপ্রথম Kabalah মরমিবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাকে ইতিহাসের প্রথম Zionist হিসেবেও উলেস্নখ করা হয়। কারণ তিনিই ঘোষণা করেন যে, ইহুদিদের জন্য ইসরায়েল পুনরুদ্ধার করা একটা Mitzvah বা ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা।

Napthali: যাকোব বা ইসরায়েলের অন্যতম পুত্র এবং একই নামের গোত্রের পূর্বপুরুষ।

Navi (নহ্বী): বহুবচন Navim। Niv Sefatayim বা উষ্ঞের ফসল থেকে উৎপত্তি। একজন নবী বা পয়গম্বর। ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত, যিনি ঈশ্বরের বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌছান। ঈশ্বরের মুখপাত্র এবং পবিত্রতার দৃষ্টান্ত। Torah's একটি অংশ যেখানে নবীদের রচনা স্থান পেয়েছ।

Ne'ilah (নী-লাহ্): Yom Kippur এর সমাপ্তি গণ-প্রার্থনা।

Ner Tamid: চিরন্তন প্রদীপ বা শিখা। সিনাগগের কেন্দ্রস্থলে যে বাক্সে তৌরিদের এর পাণ্ডুলিপি রাখা থাকে তার কাছেই যে প্রজ্বলিত প্রদীপ অথবা ঝাড় মোমদানি থাকে। বহনযোগ্য পুণ্যমণ্ডপে ঐশি আজ্ঞা-বাক্সের স্মরণে এই প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়।

Niddah: স্ত্রীর মাসিক স্রাবের সময় স্বামী-স্ত্রীর পৃথক বাস। যে মহিলা এইরূপ পৃথক বাস করে তাকেও বুঝায়। এই প্রথাকে Taharat Ha–meshpachah বা পারিবারিক পবিত্রতা নামেও অভিহিত করা হয়।

Noachide Laws: মহাপ্লাবণের পর ঈশ্বর নূহকে যে সাতটি বিধান দেন। পৌত্তলিকতা, খুন, চুরি, যৌন অনৈতিকতা, ধর্মদ্রোহিতা ও জীবিত পশুর মাংস ছিন্ন করে খাওয়া নিষিদ্ধ করে এবং বিচারের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐশী আদেশ দেওয়া হয়। এই বিধান সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রযোজ্য। ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হতো।

Nissan: ইহুদি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস যা মার্চ-এপ্রিল মাসে পড়ে।

Nisuin: ইহুদিদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার দু'টি অংশের দ্বিতীয় অংশ। এই আনুষ্ঠানিকতার পর বর ও কনে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাসের অনুমতি লাভ করে।

Offerings: জেরুজালেমের মন্দিরে বলি দেওয়ার জন্য পশু-পাখি এবং উৎসর্গ করার জন্য বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা ইহুদিদের মধ্যে ব্যপকভাবে প্রচলিত ছিল। যেহেতু কেবল জেরুজালেমের মন্দিরেই বলি অথবা উৎসর্গ করার ঐশী নির্দেশ ছিল, তাই ঐ মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর ইহুদিদের মধ্যে বলি ও উৎসর্গ করা বর্তমানে প্রচলিত নেই।

Olah (ওহ্ লাহ্): দাহ্য উৎসর্গ বা নৈবেদ্য। যে সকল উৎসর্গকৃত বস্তু মন্দিরের (The Temple) বেদিতে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করা হত। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নিজকে সম্পূর্ণরূপে সপে দেওয়ার প্রতীক।

Olam Ha–Ba (ওহ্ লাহ্ম হাহ্ বাহ্): আসন্ন জগত। মসীহ্-এর যুগ। আধ্যাত্মিক জগত যেখানে মৃত্যুর পর আত্মা বিচরণ করবে।

Old Testament: অ-ইহুদিগণ, বিশেষকরে খ্রিস্টানগণ বাইবেলের যে অংশকে Old Testament নামে আখ্যায়িত করে সেই অংশই মোটামোটিভাবে ইহুদিদের ধর্মীয় শাস্ত্র 'লিখিত ইহুদি বাইবেল'। এই বাইবেলের প্রথম পাঁচ পুস্তক সম্মিলিতভাবে Torah বা তৌরিদ নামে পরিচিত।

Omer (ওহ্ মাইর): (১) পরিমাপের একটি একক। এটাকে Sheaf ও বলা হয়, (২) Passover এবং Shavout এর মধ্যবর্তী সময়। এ সময়টি ইহুদিদের জন্য প্রত্যাশার সময়। এর দ্বিতীয় দিন থেকে Shavout এর পূর্বদিন পর্যন্ত ৪৯ দিন বা ৭ সপ্তাহের প্রতিটি দিনকে ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ গুণতে থাকেন। ৫০তম দিনে Shavout উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। ইহুদিগণের মিশর হতে দলবদ্ধভাবে প্রস্থানের স্মারক হিসেবে Passover উদ্‌যাপিত হয়, আর Shavvot হচ্ছে সাইনাই পাহাড়ে মোশীকে তৌরিদ প্রদানের দিন। দু'টি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যবর্তী সময় বিধায় প্রতিটি মূহুর্ত প্রত্যাশাপূর্ণ। তাই এই সময়কে Counting of the Omer নামেও অভিহিত হয়।

Onah: স্বামীর সাথে স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক রাখার অধিকার। এই অধিকার প্রত্যেক বৈবাহিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। স্ত্রীকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার স্বামীর নেই।

Oral Torah: খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তৌরিদে প্রদত্ত শিক্ষার ব্যাখ্যা এবং বিস্তারিত বিবরণ মৌখিকভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হচ্ছিল। খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দীতে শ্রুতি তৌরিদ প্রকাশিত হওয়া শুরু হয় যা মিশনাহ্ নামে পরিচিত।

Origins of Judaism: ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন যে, এখন থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম ইহুদি ধর্মের প্রবর্তন করেন।

Orthodox: ইহুদিধর্মের অন্যতম প্রধান মতবাদ। অর্থোডক্স ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন যে, ইহুদি ধর্মীয় বিধানসমূহ সরাসরি ঈশ্বর থেকে পাওয়া, অতএব এই বিধান অপরিবর্তনীয়।

Parah Adumah (পাহ্ রাহ্ আহ্ দূহ্ মাহ্): লাল বকনা বাছুর। তৌরিদে অপবিত্রকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে যে রহস্যজনক বলি প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে সেই প্রক্রিয়ায় লাল বকনা বাছুর বলি দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এই লাল বকনা বাছুরকে অবশ্যই দাগ, ছিট এবং যেকোন ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। এই বাছুর এমন হবে যার ঘাড়ে কখনো জোয়াল লাগানো হয়নি। এমন লাল বাছুর খুবই দুষ্প্রাপ্য।

Pareveh: কাশরুতের বিধান অনুসারে, যে খাদ্যবস্তুতে মাংস বা দুগ্ধজাত কোন উপাদান বা উপকরণ নেই, অতএব তা মাংস বা দুগ্ধজাত খাবারের যেকোন একটির সাথে খাওয়া যাবে।

Parsha: বহুবচন Parshot। সাপ্তাহিক তৌরিদ পাঠকে ৭ ভাগে ভাগ করে সপ্তাহের প্রতিদিনের নির্ধারিত পাঠ।

Passover: ইহুদিদের দলবদ্ধভাবে মিশর থেকে প্রস্থান (Exodus) স্মরণে Passover পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। ইসরায়েলিদের মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং তাদেরকে মিশর ত্যাগের অনুমতি দিতে ফারাওকে বাধ্য করতে ঈশ্বর মিশরীয়দের সকল প্রথম পুত্র সন্তান (Firstborn) হত্যার জন্য প্লেগ মহামারি ছেড়ে দেন। ইহুদি Firstborn যাতে আক্রান্ত না হয় সেই জন্য প্রত্যেক ইহুদি ঘরে লাল কাটা চিহ্ন দেওয়া হয়। ইহুদিদেরকে এই মহামারী থেকে যে অব্যহতি বা Passover দেওয়া হয় সেই ঘটনার স্মরণে এই পর্ব পালন করা হয়। খ্রিস্টীয় পরিভাষায় এই উৎসবকে পাস্কা বলা হয়।

Payot: অর্থোডক্স পুরুষগণ তাদের দাড়ি ও জুলফি কখনো কেটে সুষম করেন না। অ-কাটা জুলফিকে payot বলে। ঐতিহ্যগতভাবে ধর্মনিষ্ঠ ইহুদি পুরুষগণ চুল ও দাড়িতে কাঁচি লাগান না। এটা একটা mitzvah বা ঐশী আদেশ-পালন। ইহুদি বিধান অনুসারে, কোন কোন ক্ষেত্রে দাড়ি বা জুলফি সুষম রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। তাই কোন কোন অর্থোডক্স ইহুদিকে সুসজ্জিত দাড়িসহ দেখা যায়। কিন্তু Chasidic ইহুদিগণ এই শিথিলতা মানেন না।

Peace Offering: ঈশ্বরের নিকট ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য যে বলি বা উৎসর্গ করা হয়।

Pentecost: ঈশ্বর কতৃক মোশীকে তৌরিদ প্রদান স্মরণে এবং গাছের প্রথম ফল ঘরে তোলার উৎসব। এই উৎসব খ্রিস্টান এবং ইহুদি উভয় সম্প্রদায় উদযাপন করে। এই উৎসবের ইহুদি নাম Savu'ot এবং খ্রিস্টীয় পরিভাষায় Pentecost।

Perutah (পি রু টাহ্): একটি ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রা। বাইবেলীয় যুগে এটা একজন কনে কেনার জন্য যথেষ্ট ছিল।

Pesach: তিনটি হজ্ব তীর্থ যাএার একটি। Exodus স্মরণে এই উৎসব। এই উৎসব নতুন ফসল তোলারও সূচনা করে। ইংরেজিতে এটা Passover নামেও পরিচিত।

Pharisees (ফার ই সীস): প্রায় ২২০০ বছর আগে শুরু হওয়া একটি ইহুদি মতবাদের আন্দোলন। Pharisees গণ বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর ইহুদিগণকে লিখিত এবং মৌখিক দু'টি তৌরিদই দিয়েছেন, এবং দু'টিই ইহুদিদের উপর সমান বাধ্যতামূলক। রাবাইগণ এবং তৌরিদের উপর যারা যথেষ্ট দখল অর্জন করেছেন এমন ব্যক্তিগণই তৌরিদের ব্যাখ্যা ও ভাষ্য দিতে পারেন। ফারসিগণ সকলের জন্য শিক্ষা ও তৌরিদ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক মনে করতেন।

Phylacteries: গ্রিক ভাষায় এর অর্থ কবজ। তৌরিদের বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতির পাণ্ডুলিপি রাখার জন্য ছোট্ট চামড়ার থলে। চৌকোণাকারের এই থলে বাজুতে এবং কপালে দুই চোখের মাঝখানে বেঁধে রাখতে হয়, এটা ঐশী বিধান। ইহুদিদের কাছে এটা Tefflin নামেও পরিচিত।

Pidyon Ha Ben (পীড ইয়হ্ন হা বেহন): ছেলে পুনরুদ্ধার করা। ইহুদি বিধান অনুসারে, মা-বাবার প্রথম পুত্রসন্তান মন্দিরের সম্পত্তি। তাকে মন্দিরের কাজে উৎসর্গ করতে হয়। পুত্রসন্তানের ৩০ দিন বয়স হলে সিনাগগের একটি অনুষ্ঠানে কোহেনের কাছ থেকে নির্দিষ্ট একটি প্রতীকি মুদ্রার বিনিময়ে উদ্ধার করা যায়।

Polygamy: প্রাচীনকালে ইহুদি পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। তবে বহু বিবাহ সাধারণ্যের মাঝে তেমন প্রচলিত ছিল না। আশখেনাজি ইহুদিদের মধ্যে ১০০০ অব্দের দিকে বহু বিবাহ রাব্বানিক সিদ্ধান্তে নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু সেফার্ডিক (Sephardic) ইহুদিদের মধ্যে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই।

Pork: তৌরিদের বিধান অনুসারে, শুকরের মাংস ইহুদিদের জন্য খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইতিহাসে দেখা যায়, শুকরের মাংস খেতে বাধ্য করা ইহুদি নিপীড়নের একটি বহুল ব্যবহৃত পন্থা ছিল।

Pre-Marital Sex: যদিও তৌরিদে নির্দিষ্টভাবে বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয় নাই, ইহুদি প্রথা অনুসারে বিবাহপূর্ব যৌনসম্পর্ককে ঘৃণার চোখে দেখা হয়।

Priest: মোশীর বড় ভাই Aaron বা হারুনের বংশধরগণ জন্মসূত্রে মন্দিরে বিভিন্ন রকমের পৌরোহিত্যের দায়িত্ব পালনের অধিকারী। রাবাইগণ এই অর্থে পুরোহিত নন।

Purim: পারস্য সাম্রাজ্যে ইহুদিদের উদ্ধারের স্মরণে উদযাপিত উৎসব। বাইবেলের এস্থার পুস্তকের সূত্র অনুসারে, পারস্যরাজের প্রধানমন্ত্রী হামাস সাম্রাজ্যের সকল ইহুদিদের একই দিনে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পারস্য সম্রাট আশেরো'র রাণী এস্থার এবং তার চাচা মর্ডিখাই-এর বুদ্ধিমত্তায় ইহুদিগণ রক্ষা পান এবং পারস্য সাম্রাজ্যে ইহুদিদের সকল শত্রুদের হত্যা করা হয়। Adar অথবা Adar II-এর ১৪ তারিখে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

Qorbanot: এক বচন Qorban শাব্দিক অর্থ কাছে আসা। প্রাচীনকালে ইহুদিদে মধ্যে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য পশু বলি ও বিভিন্ন বস্তু বিসর্জনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তালমুদের একটা বিরাট অংশ Kodasheim বা পবিত্র বস্তুসমূহ (বলি, উৎসর্গদ্রব্য, নৈবেদ্য প্রদান ইত্যাদি) নিয়ে রচিত। তৌরিদের ৬১৩টি বিধানের মধ্যে ১০০টি কোরবানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত। এই সকল কোরবান বা বিসর্জন জেরুজামের মন্দিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ৭০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির ২য় বার ধ্বংস হওয়ার পর থেকে এই কোরবান প্রথা আর প্রচলিত নেই।

Rabbi: শাব্দিক অর্থ আমার শিক্ষক। ইহুদি সমাজের ধর্মীয় নেতা। স্বীকৃত অথবা সনদপ্রাপ্ত রাব্বাইগণ ইহুদি ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদানে ক্ষমতা রাখেন। সিনাগগের গণ-প্রার্থনা বা অন্যান্য কার্যক্রমতার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। ইহুদি ধর্মশাস্ত্র ও বিধানের উপর বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি।

Rachel: যাকোব বা ইসরায়েলের প্রিয় স্ত্রী। তার অপর স্ত্রী লীয়া'র ছোট বোন। যোশেফ ও বেঞ্জামিনের মা। ইহুদিদের অন্যতম মাতৃতান্ত্রিক প্রধান।

Rakheel (রাহ্ খীল): গুজবের বাহক। ইহুদি ধর্মীয় বিধান অনুসারে, গুজব ছড়ানো একটি গুরুতর পাপ।

Rambam (রাহ্‌ম বাহ্‌ম): রাব্বাই মোজেস বেন মায়মনাইডস। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইহুদিপণ্ডিত। সাধারণভাবে তিনি Maimonides বা রামবাম নামে পরিচিত। তিনি ইহুদি বিধানসমূহ সংকলন করেন। তার অন্যতম প্রধান গ্রন্থ 'Guide for the Perplexed' এবং 'Mishneh Torah।

Ramban: রাব্বাই মোশে বেন নাখমান। মধ্যযুগের আরেকজন শ্রেষ্ঠ ইহুদি-ধর্মতাত্ত্বিক। তিনি Nachmanides বা রামবান নামেও পরিচিত।

Rebbe (রেহ্‌ ব্বী): সাধারণভাবে অনুবাদ করা হয়, মহান রাব্বাই। Chasidic (খাসিদিক) সম্প্রদায়ের নেতা। তাকে অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী মনে করা হয়। Lubavitcher খাসিদিক ইহুদি সম্প্রদায় Rebbe নামে Rabbi Menachem Mendel Schenerson-কেই শুধু বুঝান।

Rebbetzin: রাব্বাই এর স্ত্রী।

Rebecca: আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের পুত্র Isaac বা ইসহাকের স্ত্রী। Jacob ও Esau-এর মা।

Rashi: Rabbi Solomon Ben Yitzhak (খ্রি. ১০৪০-১১০৫) একজন ফরাসি ইহুদিপণ্ডিত। তৌরিদ ও তালমুদের একজন নেতৃস্থানীয় ভাষ্যকার। ১ম ক্রুসেডের গণহত্যা থেকে বেঁচে যান। মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সে তার নিজস্ব Jewish Academy প্রতিষ্ঠা করেন। সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল ভাষায় তৌরিদ ও তালমুদের বিভিন্ন শব্দের উপর তার ব্যাখ্যা এখনো সমানভাবে সমাদৃত।

Reconstructionism: উত্তর আমেরিকার অন্যতম ইহুদি আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রবক্তা Rabbi Mordecai Kaplan (খ্রি. ১৮৮১-১৯৮৩) এবং তার জামাতা Era Eisenstein এই আন্দোলন প্রসার লাভ করে ১৯২০ থেকে ১৯৪০ এর দশকে। ১৯৬৮ সালে Reconstructionist Rabbanic College প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই মতবাদ আমেরিকাতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। Reconstructionist-দের মতে ইহুদিধর্ম ঈশ্বরপ্রদত্ত ধর্ম নয়, বরং স্বাভাবিক মানবিক উন্নয়নের ফসল। তৌরিদ ঐশী প্রেরণার পরিবর্তে ইহুদি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। ঈশ্বরের চিরন্তন রূপকে এই আন্দোলনের অনুসরীরা গ্রহণ করেন না। ঈশ্বর সকল প্রাকৃতিক শক্তির সমষ্টি মাত্র। তারা ইহুদিদের সাথে ঈশ্বরের বিশেষ সম্পর্কের দাবিকে উদ্ভট আখ্যায়িত করে তা বাতিল করে দেন।

Red Heifer: লাল বকনা বাছুর। মৃতের সংস্পর্শজনিত অপবিত্রতা দূর করার জন্য অস্বাভাবিক ও রহস্যজনক আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পশু বলি দেওয়ার বিধান রয়েছে।

Resurrection: পুনরুত্থান। মসীহ্‌-এর আবির্ভাবের সাথে সকল ইহুদি ও অন্যান্য ন্যায়নিষ্ঠ আত্মার পুনরুত্থান ঘটবে এই বিশ্বাস মূলধারা ইহুদি ধর্মের অন্যতম প্রধান ভিত্তি বলে বিবেচিত। কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদিদের মধ্য এ বিষয়ে মতভেদ ছিল। Sadducees-রা মনে করতেন, যেহেতু তৌরিদে পুণরুত্থানের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ নেই তাই এটা ইহুদিধর্ম বিশ্বাসের অংশ হতে পারে না। অপরদিকে Phariseesগণ মনে করতেন, সরাসরি না হলেও তৌরিদের কয়েক স্থানে পরকালের ইঙ্গিত আছে। তাই পরকালে বিশ্বাস করা ইহুদিধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

Reform: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহুদি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইহুদিধর্মের বিশ্বাস ও আচার সংস্কারের দাবি থেকে Reform আন্দোলনের সূচনা হয়। এর ধারাবাহিকতা শুরু হয় ১৭৮০ সালে Moses Mendelssohn এর জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সাথে। ১৮১০ সালে Ismael Jacobson গণ-প্রার্থনায় জার্মান ভাষার ব্যবহার, সিনাগগের সঙ্গীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ, গণপ্রার্থনার দৈর্ঘ্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক পরিবর্তন করেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলন ইউরোরেপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় প্রসার লাভ করে। Reform ইহুদি মতবাদের বিশ্বাসীরা তৌরিদ ঈশ্বরের লিখা বলে বিশ্বাস করেন না এবং তৌরিদের আজ্ঞাসমূহ (Commandments)কে ঈশ্বরের আদেশ বলে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ইহুদিধর্মের মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতি অনেকাংশই তারা গ্রহণ করেন। Reform ইহুদিদের ধর্মান্তর, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া Orthodox ইহুদিদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তাই অর্থোডক্স ও রিফর্ম ইহুদিদের মধ্যে অলঙ্ঘনীয় সামাজিক ব্যাবধান সৃষ্টি হয়েছে।

Reincarnation (পুনর্জন্ম): তৌরিদে সরাসরি পুনর্জন্ম উল্লেখ নেই। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, Resurrection বা পুনরুত্থান এককালীন বিষয় নয়, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া।আবার মতান্তরে বলা হয়, পুনর্জন্ম ঘটে থাকে, এবং তা ঘটে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। সমাজ মেরামতের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ আত্মার পুনরাবির্ভাব অহরহ ঘটছে বলে প্রথমোক্তরা মনে করেন। জীবনের অসমাপ্ত কাজ সমাধা করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনর্জন্ম হয়ে থাকে বলে অপরপক্ষ মনে করেন। সনাতন ইহুদিগণ সাধারণভাবে বিশ্বাস করেন যে, সাইনাই পর্বতে ঈশ্বর যখন তৌরিদ প্রদান করেন তখন ইতিহাসের সকল ইহুদি আত্মা কোন না কোন আকারে সেখানে উপস্থিত ছিল। এই বিশ্বাসও পুনর্জন্ম বিশ্বাসের সহায়ক বলে অনেকে মনে করেন। Chasidic ও অন্যান্য মরমিবাদী ইহুদিদের মধ্যে এই বিশ্বাসের প্রবণতা বেশি।

Reuben: যাকোব বা ইসরায়েলের এক পুত্র। এই নামের ইসরায়েলি গোত্রের পিতৃপুরুষ।

Rosh Chodesh (রোহ্শ খোহদেশ): শাব্দিক অর্থ মাসের প্রধান। মাসের প্রথম দিন, যেদিন প্রথম চাঁদ দেখা যায়। একটি গৌন পর্ব। এখন এই পর্ব উদ্‌যাপন হয় না বলেই ধরে নেওয়া যায়।

Rosh Hashanah (রোহ্শ হাহ্ শাহনাহ্): শাব্দিক অর্থ বছরের প্রথম দিন। ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৭ম মাস (Tishri) এর ১ম ও ২য় দিন এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এটাকে ইহুদি নববর্ষও বলা হয়। বাইবেলে Rosh Hashanah নামটি ব্যবহার করা হয়নি। দিনটি Yom Ha– Zakkaron (স্মারকদিবস) অথবা Yom Teruah Shofar (পাঁঠাভেড়ার শিং ফুকানোর দিন) উল্লেখ করা হয়েছে। রোশ হাশানাহতে বছরের কৃতকর্ম, ভুলভ্রান্তি স্মরণ করে আগামী বছরের কাজের পরিকল্পনা করা হয়। সিনাগগে গণপ্রার্থনায় অংশগ্রহণ ও shofar (ভেড়ার শিংয়ের তৈরি শিঙ্গা) এর ধ্বনি শোনা দিনের অন্যতম প্রধান কাজ। সারা দিনে সিনাগগে ১০০ বার শিঙ্গা ফুকানো হয়। বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনের পরিবর্তে ৭ম মাসের প্রথম দিনে এই উৎসব উদ্‌যাপনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদি ধর্মে কয়েকটি নববর্ষ আছে। রাজত্ব ও মাসের হিসাবের জন্য ১ Nissan, বৃক্ষের নববর্ষ (কবে গাছের প্রথম ফল খাওয়া যাবে তা নির্ধারণের জন্য) ১৫ Shevat এবং বছরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য Rosh Hashanah।

Sadducees (সাদ ইউসীস): প্রায় ২২০০ বছর আগে ইহুদিদের মধ্যে একটি মতবাদ দেখা দেয় যা খ্রি. ৭০ সালে ২য় বার জেরুজালেম মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর মিলিয়ে যায়। Sadducees মতবাদ ইহুদিধর্মের উপর গ্রিক প্রভাবের ফসল ছিল। পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই এই মতবাদের প্রভাব বেশি ছিল। দৈনন্দিন জীবনে পোষাক ও চলাফেরায় তারা গ্রিকদের মতোই ছিল, কিন্তু ধর্মীয় আচারে তারা ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল। তারা লিখিত তৌরিদের সকল আচার-অনুষ্ঠান, বলিদান, উৎসর্গ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু শ্রুতি তৌরিদে তারা বিশ্বাস করতো না।

Safek (সাহ্ ফেহক): ইহুদি ধর্মীয় বিধানের বিষয়ে দ্বিধা বা সন্দেহ। তৌরিদের কোন বিধান সম্পর্কে সাহফেক থাকলে সেই বিধান কঠিনভাবে পালন করতে হবে। অপরদিকে তালমুদের কোন বিধান সম্পর্কে সাহফেক থাকলে তা পালনে শিথিলতা গ্রহণযোগ্য।

Sandek: খৎনা (Brit Milah) অনুষ্ঠানে শিশুকে যিনি ধরে রাখেন বা কোলে রাখেন। এটা একটা সম্মানীয় ভূমিকা। এটার মাধ্যমে শিশুর এবং শিশুর পরিবারের সান্দিকের সাথে একটি স্থায়ী সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

Sanhedrin (সানহীড্রন): প্রাচীন ইহুদি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত। Holy Temple-এর যুগে Sanhedrin সর্বোচ্চ ধর্মীয় আদালত ছিল। শহরভিত্তিক ছোট ছোট Sanhedrin এর অস্তিত্বের কথাও আমরা জানতে পারি। ৪২৫ খ্রিস্টাব্দে Rabbanic Patriarch এর পদ বিলুপ্তির সাথে সানহীড্রনও বিলুপ্ত হয়।

Sarah: আব্রাহাম বা ইব্রাহিমের স্ত্রী। আইজাক বা ইসহাকের মা। ইহুদিদের অন্যতম মাতৃতান্ত্রিক প্রধান।

Seder: Passover পর্বের প্রথম রাতে এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাইরে ১ম ও ২য় রাতে বিশেষ নৈশভোজে পরিবারের সকল সদস্য মিলিত হন। এই বিশেষ নৈশভোজ সেডার নামে পরিচিত। এই ভোজে ব্যবহার হয় বাড়ির সবচেয়ে মূল্যবান থালাবাসন বা tableware নৈশভোজের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাবিধ আশীর্বাদ আবৃত্তি করা হয় এবং পরপর চার পেয়ালা আঙুরজাত সুরা পানের সাথে Exodus এর কাহিনি বর্ণনা করা হয়। Levite পুরোহিতগণ জেরুজালেম মন্দিরের ১৫ ধাপবিশিষ্ট যে বেদিতে বসে গণ-প্রার্থনা পরিচালনা করতেন তার স্মরণে সিডার ভোজকে ১৫টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

Sefer Torah: মোশীর ৫টি পুস্তকের বেলনা আকারে রাখা পাণ্ডুলিপি। সিনাগগের সম্মুখভাগে বিশেষ বাক্সে (Ark) রাখা হয়।

Selichot (স্লী খোহট): মহাপবিত্র দিন রোশ হাসানাহ্ ও ইয়ম কিপর আগমনের প্রাক্কালে অনুশোচনা করে ও ক্ষমা চেয়ে যে প্রার্থনা করা হয়।

Semikhah: মূলত রাব্বাইয়ের যোগ্যতা অর্জনের একটি ডিগ্রি। এই ডিগ্রিপ্রাপ্তগণ ইহুদি বিধানের ও মতভেদের উপর সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

Sephardic Jews: স্পেন, পর্তুগাল, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর ও মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিগণ এবং তাদের বংশধরগণ সাধারণভাবে Sephardic Jew নামে পরিচিত। মূল হিব্রু Sephard বা স্পেনীয় শব্দ হতে এর উৎপত্তি। Sephardic Jewগণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, স্পেনীয় বংশোদ্ভূতগণ Sephardim এবং উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য বংশোদ্ভূতগণ Mizrachi

নামে পরিচিত। Sephardic Jewগণই প্রথমে আমেরিকায় ইহুদি বসতি স্থাপন করেন। ইসরায়েলি ইহুদিদের মধ্যে Sephardic Jewগণ প্রায় ৫১ শতাংশ।

Se'udat Havrah: মৃত আত্মীয়ের সৎকারের পর পরিবারের প্রথম ভোজ। সাধারণত প্রতিবেশীগণ এই খাবার রান্না করে নিয়ে আসেন।

Shabbat (শাহ্ বাহত): শাব্দিক অর্থ সমাপ্ত, বন্ধ, বিশ্রাম। ইহুদিগণের বিশ্রাম ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা অর্জনের দিন। শুক্রবারসূর্যাস্ত হতে শনিবার সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত বিস্তৃত এই Shabbat বা বিশ্রামের দিন। বাইবেল মতে, ঈশ্বর ছয় দিনে বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করে ৭ম দিনে ঈশ্বর বিশ্রামগ্রহণ করেন। ঈশ্বর ইহুদিগণকে অনুরূপভাবে ৬ কর্মদিবসের পর সপ্তাহের ৭ম দিনে বিশ্রামগ্রহণের নির্দেশ দেন। সাব্বাৎ পালন ইহুদিধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। বস্তুতপক্ষে বাইবেলে বহুবার ঈশ্বর সাব্বাত পালনের কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তৌরিদের বিধান অনুসারে সাব্বাত পালন না করা বা এর অবমাননা করা ইহুদিদের জন্য মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

Shabbat Ha Chodesh (শাহ্ বাহত হা খোদেশ): Passover ও Purim এর পূর্ববর্তী দুই সাব্বাৎ এবং এই দুই উৎসবের মধ্যবর্তী দুই সাব্বাৎ-এ সিনাগগে নিয়মিত তৌরিদ পাঠের অতিরিক্ত তৌরিদের বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ করা হয়। এই চার সাব্বাতকে Shabbat Ha-Chodesh বলে।

Shabbat Ha-Gadol (শাহ্ বাহত হা গাদল): মহান সাব্বাৎ। পাসওভারের ঠিক আগের সাব্বাৎ-এ সিনাগগে বিশেষ তৌরিদ পাঠে নবী এলিজাহ বা ইলিয়াস এর পুনরাবির্ভাব এবং শেষ দিনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

Shabbat Hazon (শাহ্ বাহত হাজঁ): অন্তঃদৃষ্টির সাব্বাৎ। জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংসের স্মরণে উদ্‌যাপিত Tisha b'Av পূর্ববর্তী সাব্বাৎ। এই সাব্বাৎ-এ নিয়মিত তৌরিদ পাঠের অতিরিক্ত বিশেষ পাঠে নবী ইসায়াহ্ মন্দির ধংসের যে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তৌরিদের সেই অংশ পাঠ করা হয়।

Shabbat Mevarekhim (শাহ্ বাহত মেবারেখাম): আশীর্বাদের সাব্বাৎ। নতুন মাস শুরু হওয়ার পূর্বের সাব্বাৎ। এই সাব্বাৎ-এ নির্ধারিত তৌরিদ পাঠের পর আগামী মাসটি শুভ হবে এই কামনা করে বিশেষ আশীর্বাদ পাঠ করা হয়।

Shabbat Nachamu (শাহ্ বাহত নাহখমু): Tisha B'Av এর পরবর্তী সাব্বাৎ। সান্ত্বনার সাব্বাৎ। এই সপ্তাহে এবং পরবর্তী ছয় সপ্তাহে মন্দির ধ্বংস স্মরণ করে সান্ত্বনামূলক তৌরিদের অংশসমূহ পাঠ করা হয়।

Shabbat Parah (শাহ্ বাহত পাহ্ রাহ্): পাসওভার এর পূর্বের মাসে সাব্বাৎ-এর নির্ধারিত তৌরিদ পাঠের অতিরিক্ত Parshat Parah পাঠ করা হয়। তৌরিদের এই অংশে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে লাল বকনা বাছুর বলিদানের প্রক্রিয়াব্যাখ্যা করা হয়।

Shabbat Shalom (শাহ্ বাহত শাহ্ লোহম): শান্তির সাব্বাৎ। সাব্বাৎ-এর সাধারণ অভিবাদন।

Shabbat Sheqalim (শাহ্ বাহত স্কেহলীম): পাসওভারের পূর্ববর্তী সাব্বাৎ-এ নির্ধারিত তৌরিদ পাঠে অতিরিক্ত তৌরিদের Sheqalim অংশ পাঠ করা হয়। তৌরিদের এই অংশে অর্ধ

শেকেল অনুদানের মাধ্যমে যেভাবে আদমশুমারি পরিচালনা করা হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা হয়। মিশর থেকে মহা প্রস্থানের (Exodus) সময় জনহীন প্রান্তরে অবস্থানকালে ইহুদিদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সভাস্থলের তাবু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্ধ শেকেল করে অনুদান গ্রহণ করা হয়। মাথা গণনার পরিবর্তে শেকেল গণনা করে ইহুদিদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

Shabbat Shirah (শাহ্ বাহত সিরাহ্): গানের সাব্বাৎ। অন্যান্য সাব্বাতের ন্যায় এই সাব্বাতের জন্য বিশেষ তৌরিদ পাঠ নেই। বরং যেই সাব্বাৎ-এ Exodus 13:17ও 17- 16 অংশ পাঠ করা হয়, সেই সাব্বাৎকে সাব্বাৎ সিরাহ্ বলা হয়। তৌরিদের এই অংশে 'সাগরের গান' অন্তর্ভুক্ত আছে।

Shabbat Shuva (শাহ্ বাহত শুহ্ বাহ্): রোশ হাসানাহ ও ইয়ম কিপরের মধ্যবর্তী সাব্বাৎ। অনুশোচনা ও ঐশী দয়াবিষয়ক তৌরিদের অংশ এই সাব্বাতে পাঠ করা হয়।

Shabbat Zakhor (শাহ্ বাহত যাহ্ খাহ্উর): পুরিম পর্বের পূর্বের সপ্তাহে এই Shabbat Zakhor উদ্‌যাপিত হয়। Exodus এর সময় Amalek গোত্র ইহুদিদের পেছন থেকে আক্রমণকরে সবচেয়ে দুর্বল ও পরিশ্রান্তদের হত্যা করতো। এই সাব্বাৎ-এ অতিরিক্ত হিসেবে Deuteronomy 25:17- 19 পাঠ করা হয়। এই অংশে ঈশ্বর Saul কে Amalek দের পুরুষ, নারী, শিশু এমন কি তাদের গবাদিপশুও হত্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অনেক ইহুদি তৌরিদের এই অংশ নিয়ে বিব্রত বোধ করেন। কারণ, এটা গণহত্যার নির্দেশ, যদিও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেন, তৌরিদে Amalek নামটি পাপাচারের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

Shacharit (শাহ খাহরিত): ভোরের গণ-প্রার্থনা। সূর্যোদয়ের পূর্বে সিনাগগে প্রার্থনাসভা শুরু হয় এবং তা প্রায় ১ ঘণ্টা ধরে চলে।

Shadchen (শাহদ খেন): পেশাদার বিয়ের ঘটক।

Shailo: বিচারের রায়।

Shalom: শান্তি।

Shalom Aleikhem: তুমি শান্তি পাও। যখন কারো সাথে দেখা হয় তখনকার অভিবাদন।

Shalosh R'galim (শাহ্ লোহ্শ রি গাহ্ লীম): শাব্দিক অর্থ তিন পা অথবা তিনবার। তিনটি তীর্থযাত্রা-Pesach (Passover), Shavuot এবং Sukkot-এর একত্রিত নাম। যখন জেরুজালেমে মহাপবিত্র মন্দির ছিল তখন সকল ইহুদি পুরুষের জন্য এই তিন উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে বলি বা বিসর্জনের জন্য আসা বাধ্যতামূলক ছিল। মন্দির ধ্বংস হওয়ার পর এই হজ্ব পালনের রীতি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এই পর্বে সিনাগগে তৌরিদের সংশিস্নষ্ট অংশ পাঠ করা হয়। ইসরায়েল রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন কোন ইহুদি এই পর্বগুলিতে পশ্চিম দেয়ালে (মন্দিরের ভগ্নাবশেষ) গণপ্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

Shammis: সিনাগগের রক্ষণাবেক্ষণকারী।

Shammai (শাহহ মাহি): তালমুদের অন্যতম প্রধান শিক্ষক। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি আরেকজন মহান তালমুদ শিক্ষক Hillel এর সমসাময়িক

ছিলেন। Hillel ছিলেন নমনীয় ভাবের। এর বিপরীতে Shammai ছিলেন তৌরিদের বিধান পালন বিষয়ে কঠোর মনোভাবের।

Shavuot (শাভুয়হত): শাব্দিক অর্থ সপ্তাহসমূহ। Shalosh R'galim (তিনটি তীর্থযাত্রা) এর একটি। ঈশ্বর কর্তৃক মোশী এবং ইসরায়েল সন্তানগণকে তৌরিদ প্রদান স্মরণে এই উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। Shavuot এর তারিখ পাসওভারের তারিখের সাথে যুক্ত। তৌরিদের নির্দেশমত সাত সপ্তাহের Counting of the Omer গণনার পরই শাভুত উদ্‌যাপন করতে হবে। পাসওভারে ইহুদিগণ মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং ৭ সপ্তাহ পরে সাইনাই পর্বতে ঈশ্বর তাদের তৌরিদ দান করেন। এর মধ্যবর্তী সময় মহান প্রত্যাশার সময়।

Shechitah (শেখিতাহ্): ইহুদি আচার-শুদ্ধ পশু-পাখি জবাই। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত Shochet এই কাজ করে থাকেন। জবাই প্রক্রিয়ায় খুবই ধারালো ছুরি ব্যাবহার করে পশু-পাখির শ্বাসনালী, মস্তিস্কে রক্ত প্রবাহী ধমনী, oesophagus, এবং হৃদপিণ্ডে রক্তবাহী শিরা ছিন্ন করে ফেলতে হয় যাতে নিমিষেই জবাই করা পশু-পাখি বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে।

Shema: একেশ্বরবাদের দৃঢ় ঘোষণার মাধ্যমে ইহুদিদের প্রার্থনা শুরু করতে হয়। প্রার্থনার বাধ্যবাধকতা হতে Shema-এর বাধ্যবাধকতা পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেক ইহুদির ভোরে ঘুম থেকে উঠে এবং রাতে শোয়ার আগে Shema আবৃত্তি করা বাধ্যতামূলক। শেমা-এর প্রথম বাক্য, 'শোন হে ইসরায়েল, আমাদের প্রভু আমাদের ঈশ্বর, আমাদের প্রভু একজন।' যে কোন গণপ্রার্থনায় বারবার উচ্চারণ করা হয়ে থাকে এবং প্রার্থনার অন্যান্য অংশের চেয়ে উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। ইহুদি ধর্মীয়-বিধান অনুসারে প্রার্থনার অন্য অংশ অপেক্ষা শেমার প্রথম বাক্যের উপর বেশি মনযোগী হতে হয়।

Shemona Esrei: শাব্দিক অর্থ ১৮ আশীর্বাদ। প্রকৃতপক্ষে ১৮ এর পরিবর্তে ১৯টি আশীর্বাদ নিয়ে Shemona Esrei গঠিত এবং যে কোন ইহুদি গণ-প্রার্থনার মূল অংশ বা Amidah নামে পরিচিত। ৭০ খ্রিস্টাব্দে মন্দির ধংসের পর মূল ১৮টি আশীর্বাদের সাথে ইহুদিদের শত্রুর, বিশেষকরে ইহুদিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের নিপাত কামনা করে আরেকটি আশীর্বাদ যুক্ত হয়, কিন্তু নাম অপরিবর্তিত থাকে।

She'ol: মৃত্যুর পর একমাত্র খুবই নিষ্ঠাবান ব্যক্তি Gan Eden এ প্রবেশ করবে। সাধারণ মানুষ একটা শাস্তি বা শুদ্ধিকরণের জায়গায় নামবে যেটাকে Gehinnom(গাহ্ হি নহম) বা She'ol বলে উল্লেখ আছে। একটি মরমিবাদ তত্ত্ব অনুসারে, মানুষ যত পাপ করে ততটি ধ্বংসের দূত সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পর এই ধ্বংসের দূতগণ পাপী আত্মাকে শাস্তি দিতে থাকে। ভিন্ন সূত্র She'ol বা Gehinnom কে অনুশোচনা বা আত্মগ্লানির জায়গা মনে করে। তবে সাধারন মানুষের অবস্থান এখানে ১২ মাসের বেশি হয় না। তাই আত্মীয়ের মৃত্যুর পর সর্বোচ্চ ১ বছর শোক পালনের বিধান করা হয়েছে। এক বছর কাটানোর পর আত্মা Gan Eden এ প্রবেশ করতে পারে।

Sheva Barakhos (শীভাহ্ ব্রাহ্ খোহ্শ): ইহুদি বিয়ের দ্বিতীয় অংশ Nisuin সমাধার প্রক্রিয়ায় বর ও কনেকে রাব্বাইয়ের সাথে যে সাতটি আশীর্বাদ উচ্চারণ করতে হয়। চার পায়াবিশিষ্ট Chuppah বা শামিয়ানার নিচে এই অনুষ্ঠান পরিচালিত চয়। Sheva Barakhos আবৃত্তির

পরপর বর ও কনে এক পেয়ালা করে আঙুরজাত সুরা পান করে এবং বর একটি ছোট্ট পেয়ালা পায়ের তলায় পিষে ভেঙে ফেলে। এরপর বর ও কনে কিছুক্ষণের জন্য একটি প্রকোষ্ঠে অবস্থান করার পর উৎসবের ভোজে যোগদান করে। ভোজ শেষে বর ও কনে আবার রাব্বাইয়ের সাথে Sheva Barakhos আবৃত্তি করে। এর সাথে Nisuin পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

Shevarim (শী ভাহর ইম): পাসওভার পর্বে সিনাগগে যে চারটি সুরে Shofar ফুকানো হয় তার একটি।

Shevat: ইহুদি বর্ষপঞ্জির ১১শ মাস। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পড়ে।

Shiva: শাব্দিক অর্থ সাত। নিকট পরিবার সদস্যের মৃত্যুর শোকপালনের প্রথম ৭ দিন। বাবা, মা, ভাই, বোন, পুত্র, কন্যা এবং স্বামী/স্ত্রী নিকট পরিবারের সদস্য বলে বিবেচিত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে মৃতকে সমাধিস্থ করার পরের বেলার পরিবারের খাবার প্রতিবেশী বা বন্ধু-বান্ধবরা সরবরাহ করে। Shiva এর সময় সাধারণত মৃতের ঘরে রান্না করা হয় না। এই সময় স্থানীয় ইহুদি সৎকার কমিটি শোকপালনকারী সদস্যদের খাবার ও দর্শনার্থীদের নাস্তার ব্যবস্থা করে। শিভা-এর সাত দিন শোক-পালনকারীগণ দৈনন্দিন কাজ থেকে বিরত থাকেন এবং ঘরেই অবস্থান করেন। পুরুষরা দাড়ি কামান না। এই সাত দিন শোক-পালনকারীগণ স্নান করেন না এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন না।

Shofar: মর্দা মেষের শিং দিয়ে তৈরি শিঙ্গা। এটা ফুঁকে সাব্বাত বা অন্য উৎসবের আগমন ঘোষণা করা হয়। মসীহ্ এর আগমন শোফার ফুঁকে ঘোষণা করা হবে। শোফার নামটি মর্দা মেষের সাথে জড়িত থাকলেও অন্যান্য কোশের পশু, যেমন বাইসন, মোষ, এন্টালোপ, গেজেল, ছাগল ইত্যাদির শিং দিয়েও তৈরি হতে পারে।

Shul: সিনাগগের Yiddish নাম। সাধারণত অর্থোডক্স ও খাসিদিক ইহুদিগণ ইহুদি উপাসনালয়কে এই নামে অভিহিত করে থাকেন। শব্দটি স্কুলের জার্মান শব্দ থেকে উৎপন্ন।

Siddur: দৈনিক তিনবেলা গণ-প্রার্থনার বই। তৌরিদের (বাইবেলের প্রথম ৫ পুস্তক) এবং Nevim পাঠ করা ছিল মূল প্রার্থনা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাধু ও শিক্ষক এর সাথে বিভিন্ন প্রার্থনা জুড়ে দেন, যা বর্তমান Siddur এ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। Ashkhenazi, Sephardic ও অন্যান্য ইহুদি ফেকরার Siddur এর গঠনও ক্রমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

Simchat Torah (সিমখাত তোহরাহ্): শাব্দিক অর্থ তৌরিদের আনন্দ উৎসব। তৌরিদ পাঠ সমাপ্তি ও শুরু উদ্‌যাপনের পবিত্র দিন। তিশরি মাসের ২২ তারিখে এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সিনাগগে সাপ্তাহিক তৌরিদ পাঠের বার্ষিক চক্রসমাপ্ত ও শুরু হয় এই দিনে। এইদিনে তৌরিদের বেলনাকৃতির পাণ্ডুলিপি নিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

Stern Gang: Lehi দেখুন।

Sukkah (সুক আহ্): ছোট চালাঘর। Sukkot পর্ব উদ্‌যাপনকালে বাসগৃহের পাশে একটা নড়বরে চালা ঘর নির্মাণ করা হয়। সেখানে দিনের অন্তত এক বেলা আহার গ্রহণসহ কিছু সময়, সম্ভব হলে এক রাত কাটানো হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মিশর থেকে ইহুদিদের মহাপ্রস্থান কালে সাইনাইয়ের জনহীন প্রান্তরের দুঃসময়ের দিনগুলি স্মরণ করা।

Sukkot: আলোর উৎসব। এই উৎসব শুরু হয় তিশরির ১৩ তারিখে, অর্থাৎ ইয়ম কিপর পর্ব উদ্‌যাপন শুরুর ৫ম দিনে। গুরুগম্ভীর ইয়ম কিপর উদযাপনের পরেই আনন্দঘন Sukkot উদ্‌যাপন সত্যি একটা আকস্মিক পরিবর্তন। Sukkot ৭ দিন ধরে চলে। এই পর্বে এক দিকে জনহীন প্রান্তরে ইহুদিদের বিচরণ স্মরণ করা, অপরদিকে ক্ষেতের নতুন ফসল তোলার উৎসব করা হয়।

Sulchan Arukh (শুল খাহন আহ্ রুখ): Joseph Caro লিখিত ইহুদি বিধানের সংকলন গ্রন্থ। ষষ্ঠদশ শতকে লেখা এই সংকলন মধ্যযুগে রচিত সর্বশেষ বিধান পুস্তক, এবং সর্বযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইহুদি গ্রন্থ।

Synagogue (সীনাহ্ গহ্গ): মূল গ্রিক শব্দের অর্থ সভাস্থল। ইহুদি উপাসনালয়ের সবচেয়ে প্রচলিত নাম। সিনাগগ ইহুদি ধর্মীয় জীবনের প্রাণকেন্দ্র। এটা ইহুদিদের উপাসনালয় ছাড়াও সামাজিক মিলনস্থল, এবং ইহুদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের স্থান। অধিকাংশ সিনাগগে ধর্মগ্রন্থের একটি লাইব্রেরি থাকে এবং ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। Orthodox ও Chasidic ইহুদিগণ এটাকে বলেন Shul এবং Reform ইহুদিদের কাছে এটা Temple।

Taharat Ha Mishpachah (তাহারাত হা মিশপাহখাহ্): শাব্দিব অর্থ পারিবারিক পবিত্রতা। স্ত্রীর মাসিক স্রাবের সময় স্বামী-স্ত্রীর পৃথক বাসসংক্রান্ত ইহুদি বিধানসমূহ। এটাকে Nidaah এর বিধানও বলা হয়। মহিলা যখনই জরায়ুতে স্রাব অনুভব করে (কোন আঘাতজনিত রক্তপাত নয়) তখন থেকেই তার নিদাহ্ শুরু হয়। তখন থেকে স্রাব সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া সাপেক্ষে Shephardicদের জন্য (৪+৭) ১১দিন এবং অন্যান্য ইহুদিদের জন্য (৫+৭) ১২দিন এই অবস্থা চলতে থাকবে। একাদশ বা দ্বাদশ দিনে বিশেষ স্নান (Mikvah) না করা পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

Takkanah: রাব্বাইগণ কতৃক প্রবর্তিত বিধানসমূহ যা সরাসরি তৌরিদ থেকে পাওয়া নয়।

Tallit (তাহলিত): ভোরের গণ-প্রার্থনার সময় গায়ে জড়িয়ে রাখার জন্য শালের মত পোষাক যার চার কোনায় চারটি সঞ্জাব (লম্বা পেঁচানো ঝালরের মতো) থাকে।

Tallit Katan (তাহলিত কাহতান): শাব্দিক অর্থ ছোট্ট তালিত। পোষাকের নিচে প্রাবারণ হিসেবে পরার জন্য চারকোণা ফতুয়া যার প্রতিটি কোণায় একটি করে সঞ্জাব (tzitzit) ঝুলানো থাকে। পোষাকের কোণায় tzitzit পরিধানের শাস্ত্রীয় বিধান পালনের একটি পদ্ধতি। তৌরিদে (Numbers 15:37- 41) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকল ইহুদি পুরুষ তাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহের প্রতীক হিসেবে পোষাকের চার কোণায় tzitzit থাকতে হবে। উলেস্নখ্য, বাইবেলীয় যুগে পুরুষদের বহিঃপোষাক চার কোণবিশিষ্ট ছিল যা এখন প্রচলিত নেই। তাই ধর্মপ্রাণ ইহুদিগণ Tallit Katan অন্তর্বাস হিসেবে পরে ঈশ্বরের বিধান প্রতিপালন করে থাকেন।

Talmud (তাহল মুদ): ইহুদিদের ঈশ্বর মোশীকে লিখিত তৌরিদ ছাড়াও শ্রুতি তৌরিদ দিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়। মোশী অন্যান্যদের এই তৌরিদ মৌখিকভাবে শিক্ষা দেন, এবং তা যুগ-পরম্পরায় অন্যদের শিক্ষার মাধ্যমে সনাতন জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত মৌখিকভাবে রক্ষিত ছিল। লিখিত তৌরিদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও বিস্তারণ শ্রুতি তৌরিদের বিষয়বস্তু ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে পণ্ডিত ও সাধকগণ তা প্রথম লিখিত

আকারে প্রকাশ করেন যা Mishnah নামে পরিচিত। পণ্ডিতগণ মিশনাহ্ এর ভাষ্য রচনা করেন যা Tosefta, Mkhileta, Sefra, Sefre, Jerusalem Talmud ও Babylonian Talmud নামে পরিচিত ছিল। এদের মধ্যে জেরুজালেম তালমুদ ও বেবিলনীয় তালমুদ প্রায় সমসাময়িকভাবে ইহুদি শিক্ষার দুই মহান কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয়। দুইটি তালমুদের মধ্যে বেবিলনীয় তালমুদ বেশি সমাদৃত।

Tammuz: ইহুদি বর্ষপঞ্জির চতুর্থ মাস। জুন-জুলাই মাসে পড়ে।

Tanakh (তাহন আখ্): খ্রিস্টানগণ যে গ্রন্থকে Old Testament নাম দিয়েছে। বাইবেলের প্রথম ৫ পুস্তক (Torah বা তৌরিদ), ২৪ পুস্তক (Nevi'em বা নবীগণ) এবং ১০ পুস্তক (Ketuvim বা রচনাবলী) মিলিতভাবে এই নামে পরিচিত।

Tefillah: প্রার্থনা। কখনো কখনো Shemoneh Esrei বা আঠারো আশীর্বাদও বুঝায়।

Tefillin (ট'ফিলিন): চামড়ার তৈরি ছোট্ট বাক্স যেখানে তৌরিদের বিভিন্ন অংশ লিখে পেঁচিয়ে রাখা হয়। তৌরিদের নির্দেশ অনুসারে, বাহুতে এবং কপালে দুই চোখের মাঝখানে বেঁধে রাখতে হয়।

Tehillim: Psalm বা সাম সংগীতমালা। ইহুদিদের গণ-প্রার্থনায় ব্যবহৃত সংগীতমালা। ইহুদি বাইবেলে এরূপ ১৫০টি সংগীত লিপিবদ্ধ আছে।

Temple: প্রাচীন জেরুজালেমের ইসরায়েলিদের মহাপবিত্র মন্দির যেখানে বলি, বিসর্জন ও নৈবেদ্য দেয়া হত। এই মন্দির খ্রি. পূ. আনুমানিক ৯৬০ অব্দে রাজা সলোমন নির্মাণ করেছিলেন। আনুমানিক খ্রি. পূ. ৫৮৬ অব্দে আসিরিয়রা এই মন্দির ধ্বংস করে। পরবর্তীকালে পারস্য সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় পুনঃনির্মিত মন্দির ৭০ খিস্টাব্দে রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান ২য় বার ধ্বংস করেন, যা এখনো পুনঃনির্মাণ হয়নি। এই Temple ই একমাত্র স্থান যেখানে প্রাচীন ইহুদিধর্মের বেশ কিছু আচার অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল। এই মন্দির ধংসের ফলে ইহুদি ধর্মের আচারানুষ্ঠানের ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। বিখ্যাত Wailing Wall হল যে টিলার উপর Temple নির্মিত ছিল তার পশ্চিম ভিতের সংরক্ষণ দেয়াল। মূল temple এর ভিটাতে মুসলমানদের আল-আকসা মসজিদ অবস্থিত। বর্তমানে ইহুদিগণ প্রার্থনা করার জন্য Wailing Wall পর্যন্ত যেতে পারেন। অর্থোডক্স ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন যে, মসীহ আবির্ভূত হয়ে এই মন্দির পুনর্নির্মাণ এবং পশু বলিসহ অন্যান্য বিসর্জন প্রথা পুনরায় চালু করবেন। আধুনিক ইহুদিগণ এই ধারণা বাতিল করে দেন।

Tevet: ইহুদি বর্ষপঞ্জির ১০ম মাস। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে পড়ে।

Teshri: ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৭ম মাস। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পরে। ইসরায়েল রাষ্ট্রে তিশরি মাসের ১২ দিন ও ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাইরে ১৩ দিন ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন। এর মধ্যে ইসরায়েল রাষ্ট্রে ৫দিন আর ইসরায়েল রাষ্ট্রের বাইরে ৭ দিন সাব্বাতের মতোই দৈনন্দিনের সকল কাজকর্ম নিষিদ্ধ থাকে। রোশ হাসানাহ্ ও ইয়ম কিপর পর্ব এই মাসে পরে। তিশরি যদিও ইহুদি বর্ষপঞ্জির ৭ম মাস কিন্তু এই মাস থেকেই বছর গণনা শুরু হয়।

Tisha B'Av (তিষাহ্ বি'আহভ): শাব্দিক অর্থ আভ্ মাসের ৯ তারিখ। ১ম ও ২য় Temple ধ্বংসের স্মরণে একটি উপবাসের দিন।

Torah Reading: তৌরিদ ও ইহুদি বাইবেলের Prophets পুস্তকগুলি এক বছরে পাঠ সমাপ্ত করার জন্য সাপ্তাহিক অংশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রতি সপ্তাহের অংশ ৭ ভাগে ভাগ করে প্রতি দিনের পাঠ নির্ধারণ করা হয়। এই রুটিন অনুসারে, সিনাগগে প্রতিদিন গণপ্রার্থনায় তৌরিদ পাঠ করা হয়।

Torah Scroll: সিনাগগে গণপ্রার্থনায় যে তৌরিদ পাঠ করা হয় তা চামড়ার তৈরি চলমান পাতায় হাতে লিখা থাকে, এবং তা দুটি বেলনায় পেঁচানো থাকে। এটাকে Torah Scroll বলে। কোশের পশুর চামড়া দিয়ে এই Scroll তৈরি করা হয় এবং তা সিনাগগে একটি বিশেষ বাক্সে (Ark) রাখা হয়।

Tractatc: মিশনাহ্ এবং তালমুদের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ। প্রতিটি পরিচ্ছেদ একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা, ব্যাখ্যা ও ভাষ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

Treif: শাব্দিক অর্থ ছিন্ন। সাধারণভাবে যেসব খাবার কোশের নয়। Exodus 22:23-তে বলা হয়েছে, 'কোন পশু মাঠে ছিন্ন হলে সেটা খাবে না।' সময়ের ব্যবধানে কাশরুতের বিধান অনুসারে যেসকল খাদ্য কোশের নয় তা সবই Treif বলা হয়।

Tu B'Shevat (তু বিশ ভাহত): ইহুদি পঞ্জি অনুসারে ১১শ মাসের ১৫ তারিখ। গাছের বয়স গণনার জন্য বছরের শুরু ধরা হয় এই তারিখ থেকে। উল্লেখ্য, ইসরায়েলে গাছের প্রথম তিন বছরের ফল গাছের মালিকের জন্য খাওয়া নিষিদ্ধ। তাই গাছের বয়স গণনা করা জরুরি। ১৫ই শেভেত থেকে বৃক্ষ বছর গণনা শুরু হয়।

Tzaddik (ট'সাহ্ দিক): শাব্দিক অর্থ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। খাসিদিক ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতাকে সাদিক উপাধি দেওয়া হয় এবং তার ভক্তগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী। তাকে Rebbe বা মহান শিক্ষক বলেও সম্বোধন করা হয়।

Tzedakah (ট'সিদাহ কাহ): শাব্দিক অর্থ নিষ্ঠা। সাধারনত বদান্যতা বুঝায়। দরিদ্রদের দান করা ইহুদিদের অবশ্য কর্তব্য। কোন কোন ইহুদি ঋষি বদান্যতাকে সর্বোচ্চ ধর্মপালন বলে উলেস্নখ করেছেন এবং বদান্যতাকে অন্যসব ঐশী আদেশ পালনের সমষ্টির সমান মনে করেন। এমনকি যে সিদাকাহ্ পালন না করে তাকে পৌত্তলিকের পর্যায়ে গণ্য করা হয়। অর্থোডক্স ইহুদিগণ তাদের মোট আয়ের একদশমাংশ সিদাকাহ্ দিয়ে থাকেন।

Tzitzit (জিত্ সিত্): পুরুষদের পোষাকের কোনায় লাগানো সুতো, যা ঈশ্বরের আজ্ঞার স্মারক।

Ufruf (উফ রুফ): শাব্দিক অর্থ আরোহণ। বরের বিয়ের ঠিক আগের সাব্বাৎ-এ সিনাগগে বরকে গণপ্রার্থনায় তৌরিদ পাঠের সুযোগ দেওয়া হয়। তৌরিদ পাঠের সুযোগকে Aliyah বলা হয় এবং এটাকে অত্যন্ত সম্মানজনক বিবেচনা করা হয়। ইহুদিদের ইসরায়েলে অভিবাসনের জন্য আসাকেও Aliya বলা হয়, এবং ইহুদিদের জন্য এটাকে ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা হয়।

Work: যে সকল কাজ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ অথবা সৃষ্টি করে সাব্বাৎ ও অন্যান্য কতিপয় পবিত্র দিনে নিষিদ্ধ।

Writings: ইহুদি বাইবেলের যে অংশে (Torah ও Prophets ব্যতীত) বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখা হয়েছে।

Written Torah: অ-ইহুদিগণ বাইবেলের যে অংশকে Old Testament বলে তার প্রথম পাঁচ পুস্তক।

Yahrzeit (ইয়াহর সাহিত): শাব্দিক অর্থ বার্ষিকী। নিকট পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুবার্ষিকী। ইহুদিগণ বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ মানুষ মৃত্যুর পর কৃত পাপের জন্য সর্বোচ্চ ১২ মাস Gehinnom নামক এক স্থানে থাকবে এবং মেয়াদ শেষে Gan Eden এ প্রবেশ করবে। তাই নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুর পরে ১২ মাস এবং প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ইহুদিদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

Yarmulke: Aramaic ভাষায় Yerei Malka অর্থ্যাৎ রাজার ভয়। গণ-প্রার্থনাকালে ইহুদিগণ মাথার তালু ঢেকে যে টুপি পরে থাকেন। কোন কোন ধর্মপ্রাণ ইহুদি এটা সবসময় পরে থাকেন।

Yemenite Jews: মধ্যপ্রাচ্যের ইয়েমেন দেশের ইহুদিগণ। তাদের কিছু কিছু প্রথা ও আচার Ashkhenazi অথবা Sephardic Jew-দের সাথে মেলে না।

Yashiva: ইহুদি ধর্মীয় শাস্ত্র ও বিধান অধ্যয়নের বিদ্যালয়। এখানকার স্নাতকগণ রাব্বাই হবার যোগ্যতা লাভ করেন।

Yetzer Ra (ইয়াতসের রাহ): শাব্দিক অর্থ দুষ্ট প্রবৃত্তি। ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বার্থপরতা, যা নিবৃত্ত না করতে পারলে মানুষ কু-কর্মে লিপ্ত হয়।

Yetzer Tov (ইয়েতসের তোহ্ভ): শাব্দিক অর্থ সু-প্রবৃত্তি। নৈতিক বিবেক যা ঈশ্বরের বিধানসমূহ পালনে অনুপ্রেরণা দেয়।

Yid (Plural Yidden): একজন ইহুদি। একজন ইহুদির অবমাননাকর নাম। এটা শুধু ইহুদিগণ একে অপরের জন্য ব্যবহার করে থাকেন।

Yiddish: Ashkhenazi (উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত) ইহুদিগণের আন্তর্জাতিক ভাষা। মূলত জার্মান ভাষার ভিত্তিতে হিব্রু ও স্লাভিক ভাষার শব্দ চয়ন করে হিব্রু অক্ষরে লেখা একটি ভাষা। দশম শতাব্দীতে জার্মানির রাইনল্যান্ডে আশখেনাজি ইহুদিদের মধ্যে কথোপকথনের জন্য এই ভাষার উৎপত্তি হয়ে ক্রমশ মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদিদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। আশখেনাজি ইহুদিদের সংস্কৃতিও এই নামে পরিচিত।

Yizkor (ইজকৌর): শাব্দিক অর্থ 'সে (ঈশ্বর) স্মরণ করুক'। কোনো কোনো পবিত্র দিনে মৃত নিকট আত্মীয়ের জন্য প্রার্থনা করা।

Yom Ha Atmz'ut (ইয়হম হা আতজাউত): ইসরায়েলের স্বাধীনতা দিবস।

Yom Ha Shoah (ইয়হম হা শোহ্ আহ্): নাৎসি জার্মানিতে ইহুদি গণহত্যার (Holocaust) স্মারকদিবস।

Yom Ha Zikkarom (ইয়ম হা জী কাহ্ রহম): ইসরায়েলের স্বাধীনতাযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে স্মারক দিবস। এই দিনটি ইয়ার মাসের ৪ তারিখে (৪ তারিখ রবিবার হলে ৫ তারিখে, শনিবার ৫ তারিখ হলে ২ তারিখে, ৫ তারিখ শুক্রবার হলে ৩ তারিখে) উদ্‌যাপিত হয়। সাববাৎ পালনে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেই কারণে এই ব্যবস্থা।

Yom Kippur (ইয়হম কিপৌর): প্রায়শ্চিত্তের দিন। উপবাস, আরাম-আয়েস পরিহার ও বিগত বছরে কৃত পাপের জন্য অনুশোচনার মধ্যে এই দিনটি পালন করা হয়। ইহুদিদের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পবিত্র দিন। ইয়ম কিপরে সাববাৎ-এর মতোই দৈনন্দিনের কাজ করা নিষেধ। আগের দিন সন্ধ্যা থেকে শুরু করে পরদিন রাত পর্যন্ত উপবাস করতে হয়। এইদিন প্রায় সারাদিনই সিনাগগে গণ-প্রার্থনা চলে। অর্থোডক্স সিনাগগে প্রথম গণপ্রার্থনা শুরু হয় সকাল ৮ টায় এবং তা চলে প্রায় ৩টা পর্যন্ত। তার পর লোকজন সাধারণত বাড়িতে যান ২/১ ঘণ্টার জন্য। ২য় গণ-প্রার্থনা শুরু হয় ৫/৬টার দিকে এবং শেষ হয় রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে। সিনাগগে Shofar ফুৎকারের মাধ্যমে ইয়ম কিপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

Zealots: বাইবেলীয় যুগে ইহুদিদের তিনটি মূল উপদল বা ফেক্‌রা ছিল। Pharisees, Sadducees এবং Essenes। অল্প সময়ের জন্য আরেকটি উপদলের আবির্ভাব হয়েছিল যারা জীলট্‌স নামে পরিচিতি লাভ করে। এটা ১ম শতাব্দীতে ইহুদিদের একটি মূলত রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল। ইসরায়েলকে রোমান শাসন থেকে মুক্ত করাই এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। গুপ্ত খুন ও সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে তারা রোমানদের উৎখাত করতে চেয়েছিল। খ্রিস্টীয় ৬৬ সালের বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল জীলটগণ। তারা ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেরুজালেম মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ান ৭০ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম দখল ও মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস করেন। জীলটগণ শুধু রোমান ও গ্রিকদেরই হত্যা করত না, তারা ইহুদিদের মধ্যে যাদের সাথে মতবিরোধ ছিল অথবা যাদেরকে রোমানদের সহযোগী মনে করত তাদেরকে হত্যা ও তাদের জনপদ ধ্বংস করে দিত। তালমুদে জীলটদের অসভ্য, জংলী ও দুর্বৃত্ত বলে আখ্যায়িত করেছে। তাদের আক্রমণাত্মক নীতির কারণে মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস হয়েছিল বলে মনে করা হয়। মন্দির ২য় বার ধ্বংস হওয়ার পর তাদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

Zebach Sh'lamim (জেহ্বাখ স্লাহমীম): ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জেরুজালেম মন্দিরে যে বিসর্জন দেওয়া হত।

Zohar (যোহ্ হাহর): Kabbalah মরমিবাদের উপর মূল গ্রন্থ। কাবালা আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। রাবাই শিমন বার ইয়োখাই রচিত এই গ্রন্থে তৌরিদের দুর্বোধ্য গোপন তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। শুধু দীক্ষিত ব্যক্তিরাই এটা বুঝতে পারেন বলে ধারণা করা হয়।

অনুক্রমণিকা

অথনিয়েল, ১৮
অগ্রত্বক, ২২২, ২৮১-২৮২, ২৮৮-২৮৯, ৩০৬, ৩৭৪
অটো ইমানসিপেশন, ৯৮
অর্থ ও সম্পত্তি, ইহুদি বিধান, ২৫৫-২৫৬
অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ৩৪০-৩৪১
অর্থোডক্স, খ্রিস্টীয়, ৯৫
অর্থোডক্স, ইহুদি, ২১৬, ২১৮, ২৪১, ২৬০, ২৬১, ৩০৩, ৩০৯
অপারেশন হিরাম, ১৮৯
অভিঘাত বাহিনী, ১৫৭
অসউইট্জ, ৭৪
অসদোদীয়, ১৫
অসি পরিষদ, ১৭৭, ১৯৪, ১৯৭
অস্পৃশ্যতা, ২৬৬

আইডিএফ, ১১৩, ১১৬, ১৮৯
আইজাক (ইসহাক), ৫, ২২২, ২২৭
আইজাক বেন বারুখ, ৮৪
আইন আল-জাইতুন, ১৮৮-১৮৯
আইপ্যাক (AIPAC), ৩৫০, ৩৫৩-৩৫৬
আইন হ্যারড, ১১৬
আউনি আব্দুল হাদি, ১৩৭
আকাবা, ১২৪
আগার (হাজেরা), ৪
আথালিয়া, ৪৬
আদি পাপ, ২৯৫
আদোনিরাম, ৩৬
আদোনিয়া, ৩৩, ৩৫
আদোরাম, ৪৩
আনাতোলিয়া, দক্ষিণ, ১২৪-১২৫
আনস্কপ (UNSCOP), ১৭৩-১৭৬
আর্নেস্ট বিভান, ১৭৩
আন্দালুসিয়া, ৮১, ৮৩-৮৪, ৮৭
আবদুর রহমান ৩য়, ৮২-৮৩
আবদুল কাদের আল হুসাইনী, ১৮৩-১৮৫
আবদুল খালিক, ১৪৮
আবদুল লতিফ সালাহ্, ১৩৬
আবদুল রহিম আলহাজ মোহাম্মদ, ১৪৯
আবদুল রাজ্জাক, ১৪৯
আবদুল্লাহ্, ১২৪, ১৮৬
আবদুল্লাহ্ সেলিফার, ১৪১
আবশালোম, ৩১-৩২, ৩৫-৩৬
আবিগাইল, ২৬
আবিনাদাব, ২৬
আবিনোয়াম, ১৯
আবিশাগ, ৩৩, ৩৫
আবিয়া, যুদার রাজা, ৪৪-৪৫
আবিয়াথার, ২৬, ৩৩, ৩৫

আবু ইব্রাহিম, ১৪০
আবু ইসাক ইবনে মুহাজার, ৮৬
আবু স'লাবা, ৩১৪
আবুল বারাকাত, ২৯১
আব্রাম, ৩-৪
আব্রাহাম, ৩-৫, ২১৭, ২২২, ২২৭, ২৮১, ২৯০, ৩২৭
আব্রাহাম ইবনে এজরা, ৮৫
আব্রাহাম ডি কাস্ট্রো, ৮৮
আব্রাহাম সেলা, ১৩২
আব্রাহাম স্টার্ন, ১১৪
আমন, যুদার রাজা, ৪৯
আমাজিয়া, যুদার রাজা, ৪৭
আমালেক, ১১
আমিন আল হুসাইনী, ১২৩, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৫২, ১৮৩
আমেরিকান প্রচারমাধ্যম, ১৭০
আমোমাইটস, ২১৭, ২৪৭
আমোরীয়, ৯, ১৭, ২২, ৩৯
আস্লোন, ৩১
আল্ট্রা অর্থোডক্স ইহুদি, ৩১০
আয়িশা (রা.), ৩২৪
আ'রন, ২৬৫
আরামীয়, ৪৭
আরব তদন্তকেন্দ্র, ১৫১
আরব লিজীয়ন, ১৮৫
আরব লিবারেশন আর্মি, ১৮২, ১৮৭, ১৯০
আরব লীগ, ১৮২
আরব সাধারণ ধর্মঘট, ১৪৫
আরব হাইয়ার কমিটি, ১৪৫, ১৪৯
আর্ল পীল, ১৪৬
আর্মেনীয় ক্যাথলিক, ৮৭
আল-আকসা, ১৩১, ১৮২
আল-আজহার, ৮১
আল-আনবার, ৩১৭
আল-আলামিন, ১৬০
আল-আরিশ, ১০১
আল-কাস্তেল, ১৮৫
আল-জুরাইক, ১৮৭
আল-মাপসি, ১৮৭
আল-মুঘিনি, ২৯২
আল-মোকাদ্দাস, ৮০
আল-মোহাদ্দেস, ৮২, ৮৩
আল-মোরাবিদ, ৮৬
আল-হাকাম ২য়, ৮৬
আলিয়া ১ম, ১০৩-১০৪
আলিয়া ২য়, ১০৪-১০৫
আলিয়া ৩য়, ১০৮
আলিয়া আলেফ, ১৬৪
আলিয়া বেত, ১৬৩, ১৬৪
আলী, শরীফ হোসেনের পুত্র, ১২৪
আলেকজান্ডার, পারস্য জয়, ৫৫, ২১৩
আলেজান্দ্রোনা ব্রিগেড, ১৮৮
আলেকজান্ডার, জার ১ম, ৯৫
আলেকজান্ডার, জার ২য়, ৯৬
আশখেনাজী, ২৮৮, ৩৫৯
আশিষযুক্ত, ২৯০
আসন্ন জগত, ২৩২, ২৩৫
আসা, যুদার রাজা, ৪৫
আসিরিয়, ইসরায়েল রাজ্য দখল, ৪৮, ৯১, ৩৩৩
আস্কালোনীয়, ১৫
আহ্‌লে কিতাব, ২০৭
আহাডুট হা আবোদা, ১১২

আহাজ, যুদার রাজা, ৪৭-৪৮
আহিশার, ৩৬
আহুতি, ৫৩, ২১২

ইউসুফ সাইদ আবু দুরবা, ১৪৮
ইউ এন প্যালেস্টাইন কমিশন, ১৭৬
ইউসুব, ১১৩, ১১৭, ১১৮
ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি, ১৪৫
ইডিক্ট অব মিলান, ৬৫
ইজ্জাদ্দিন আল-কাসাম, ১৩৫, ১৩৯-১৪১, ১৪৪
ইতসাক বেন জাবি, ১১২
ইনকুইজিশন, ৬৭, ৬৯
ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি, ১৩৯
ইন্নোসেন্ট, ৩য় পোপ, ৬৭
ইফতাখ ব্রিগেড, ১৮৯
ইবনে আউস, ৩১৯
ইবনে আব্বাস, ২৯২, ৩১৩, ৩২০
ইবনে আল কায়ীম, ২৯১
ইব্রাহিম ইয়াজেজী, ১২২
ইব্রাহিম (আ.), ২৯১
ইব্রাহিম, আবু, ১৪০
ইব্রাহিম, মেহমেতের পুত্র, ১২১
ইয়ং মেনস্ মুসলিম এসোসিয়েশন, ১৩৫
ইয়ং পাইওনিয়ার, ১০৯
ইয়াহুয়ে (Y-H-W-H), ২১৮
ইয়েতসের টোব (Yetzer tov), ২২৫
ইয়েতসের হামা (Yetzer Hama), ২২৫
ইয়াথরিব, ৭৭-৭৮
ইয়াকুব আল-ঘুসানী, ১৩৫
ইরগুন, ১১৪, ১১৭, ১৫৭, ১৬১, ১৬৭-১৭০, ১৮০, ১৮২-১৮৩, ১৮৬
ইরুসিন, ২৮২
ইরেতস্ ইসরায়েল, ৯২, ২০১-২০২
ইলাম পাপ্পে, ১৮৮
ইলোহি ইসরায়েল, ২১৮
ইলোহিম, ২১৮
ইশতিকলাল মসজিদ, ১৩৯-১৪০
ইস্টার্ন অর্থোডক্স, ৮৭
ইসথার, ৫৫
ইসমাইল, ৪, ৭৮, ২৫১, ২৮১
ইসলামি খাদ্য-বিধান, ৩১২-৩২০
ইসরায়েল, ২০১, ৩৪০-৩৪১, ৩৪৬-৩৫৭, ৩৬০
ইসরায়েল (যাকোব), ৫, ৭-৮
ইসরায়েল বেন এলিয়াজের, ২৩৬
ইসায়াহ্, ২৩৭, ২৪০
ইসহাক পাশা, ৮৮
ইসাবাত্তা, ১৪৯
ইসাবেলা, ৮৭
ইস্তাম্বুল ৮৮
ইহুদি জাতীয়তা, ২৬৩-২৬৪
ইহুদি বাইবেল, ২১৩
ইহুদি মুক্তি, ৯২-৯৩, ৭৮-৭৯, ৩৫৮

ঈশ্বর-সত্তার বৈচিত্র্য, ২১২-২১৬

উইংগেট, ১১৫-১১৬, ১৫০
উইলহেলম, কাইজার, ১০১
উডহেড কমিশন, ১১৬, ১৪৭
উজ্জিয়া, যুদার রাজা, ৪৭
উমাইয়া, ৮০, ৮২, ৮৬
উপহার, ইহুদি বিধান, ২৫৫
উরিয়া, বেথশেবার স্বামী, ৩১

'এক্সোডাস ১৯৪৭', ১৬৪-১৬৫, ১৭৪
অ্যাংলো-আমেরিকান কমিটি অব ইনকোয়ারি, ১৬৩
এডভান্স পাবলিকেশনস, ৩৪৫
এডহক কমিটি, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের, ১৭৪-১৭৫
এজেকিয়েল, নবী, ৫৩
এদোমীয়, ৪৮
এড্রিয়াস, ৫৯
এন্টাই সেমিটিজম, ৭২, ১০০
এন্টিওকাস ৪র্থ, ইহুদি নিপীড়ন, ৫৬
এলিজাহ্, ২৮৮, ২৮৯
এফ্রাইম, ১৫
এরিয়েল শ্যারন, ৩৫৬
'এয়ার ব্রিজ', ৩৫১
এলিন্যু, ২৪৯
এলিয়েজার বাউয়ের, ১৮৭
এলেনবি, জেনারেল, ১২৪, ১২৬
এন্টিওকের ইগনেশাস, ৬৩
এ্যাশার গিনসবার্গ, ১০৭
এসেনিস, ৫৪-৫৫, ৩৭১, ৩৯৯

ওখরানা, ৭২
ওদেদ, নবী, ৪৭
ওনান, ২০৬
ওমর (রা.), ৭৯
ওয়াইজম্যান, খাইম, ১০৭, ১৩৩, ১৮০, ১৯৫-২০০
ওয়াইজম্যান, বেরা, ১০৭
'ওলাম হা বা', ২১৫, ২৩২, ২৩৩, ২৫১
ওয়াক্‌ফ প্রশাসন, ১২৭
ওয়ানসী সম্মেলন, ৭৪
ওয়াল্ট ডিজনি, ৩৪২
ওয়ার্ল্ড জাইঅনিস্ট অর্গানাইজেশন (WZO), ১০৭, ১১৩-১১৪, ১৫৮, ১৯৬, ৩৫০
ওয়ার্লড জুইশ কংগ্রেস, ১০০, ৩৫০
ওয়েনহাম, জে গর্ডন, ৩০৮

ঔকনার, রিচার্ড, ১৪৯

কনস্টান্টাইন ১ম, ৬৫
কনস্টান্টিনিপল, ১২৫
কলিন পাওয়েল, ৩৫৬
কসাক বিদ্রোহ, ৭০
কাউন্ট বার্নাডোট, ১১৫
কাদিশ, ২৩১
কানান, হ্যামের কনিষ্ঠ পুত্র, ৫
কানান (দেশ), ৫-৮, ১২০, ২১৭
কানানাইটস, ১২১, ২১৭, ২৪৭
কানানীয়, ৫, ৮-৯, ১৩-১৫, ১৭, ৩৬, ৪১, ৫৩, ১২১, ২১৫, ২২৭, ২৩২, ২৪৭-২৪৮, ২৮১, ২৮৪, ২৯০
কাবালা, ২১৫, ৩৯৯
কাবালিস্ট, ২২৫
কাশরুত, ২৯৫-৩১০
কাশরুত, কেন?, ৩০৫-৩০৮
কাশরুত, ফলমূল ও শাকসবজি, ৩০১-৩০২
কাশরুত, মাছ ও জলজ প্রাণী, ৩০০-৩০১
কাশরুত, মাংস ও দুধ একসাথে নয়, ৩০৪-৩০৫
কিদুশ, ২৭৩, ২৭৪-২৭৫
কিদুশিন, ২৮২
কিবুজ, ১০৫, ১০৯, ১১৩
কিং ডেভিড হোটেল, ১৬৮-১৬৯

কিসানে, ক্যাপ্টেন, ১৭০
কোশের, ২৯৬, ২৯৯-৩০১, ৩০৩, ৩০৭, ৩২৩-৩২৪
কোশের ছুরি, ২৯৯-৩০০
কোশের জবাই প্রক্রিয়া,২৯৯
কোহেন, ২৫৪, ৩০২
ক্রসম্যান,রিচার্ড, ১৬৯
ক্রুসেড,৬৭-৬৮
ক্যাসিয়াস ডাইও, ৫৯-৬১
ক্লেয়ারমন্টের সীনড, ৬৬

খৎনা, ২৮১-২৯২
খৎনা, আচার অনুষ্ঠান, ২৮৭-২৮৯
খৎনা, ইসলাম, ২৯১-২৯২
খৎনা, খ্রিস্টানধর্ম, ২৮৯-২৯১
খৎনা, মোশীর হয়েছিল কি?, ২৮৪-২৮৭
খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, ৩১৩
খালিদী, হুসাইন আল, ১৩৬
খাল্লাহ্, ৩০৩
খাল্লাহ্ ব্রেড, ২৭৪-২৭৫
খ্রিস্টান খাদ্য-বিধান, ৩১০-৩১১

গই (Goi), ২৫০
গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ, ৩৪২
গণহত্যা, ২০৭-৮, ২৪৮
গলিয়াথ, ২৪-২৫
গর্ডন, ডেভিড আরন, ১০৪
গাই বেন হিন্নম, ২৩২
গাতীয়, ১৫
'গান ইডেন', ২৩১-২৩২
গাটম্যান ইনস্টিটিউট, ৩১০
গিবেয়োনীয়, ১৫
গিরোনার সীনড, ৬৭
গেত, ২৮২
গেনিজা পেপারস, ৮১
গেমারাহ্, ২৯৬, ৩২৫
গেশুরীয়, ২৬
গেহিন্নম, ২৩১-২৩২
গোলানি ব্রিগেড, ১৮৮
গোল্ডম্যান, নাহাম, ১৫৮
গোল্ডস্মিথ অফিসারস ক্লাব, ১৬৯
'গোয়েল ইসরায়েল', ২১৮
গ্যানেট কোম্পানি, ৩৪৪
গ্রাটিয়ান, সম্রাট, ৬৫
গ্রিক অর্থোডক্স, ৮৭
গ্রেগরি, পোপ, ৬৮
গ্রেস, ২৪৫

ঘেটু ৭০,৭৪,৭৫

চুরি ও ডাকাতি, ইহুদি বিধান, ২৫৬
চার্চিল, উইনস্টন, ১৫৮
চেম্বারলেন, জোসেফ, ১০১
চেম্বারলেন, নেভিল, ১৫৪
'চোখের বদলে চোখ', ২২৭, ৩২৬

জর্ডন (যর্দন) নদী, ১৩, ৩২, ১২১, ১২৫
জাইঅন, ৩০, ৯১
জাইঅনবাদ, ৭১, ৯৯, ১০৭, ১২৩
জাকারিয়াহ্, ২৩৭
জাতিসংঘ, ১৭৩-১৯১, ৩৫৭
জাবতনিস্কি, জীব ১১৩-১১৪, ১৪৭, ১৬১, ১৭১, ৩৭৫
জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্, ৩১৪, ৩১৭
জাবিহা, ৩১৮-৩২০

জামাল আল হুসাইনী, ১৩৬
জার্মান শ্রেষ্ঠত্ববাদ, ৭৩
জাস্টিনিয়ান, সম্রাট, ৬৬
জাস্টিন মার্টিস, ২৭৭
জিজিয়া, ৭৯-৮০
জিম্মি, ৭৯, ২০৭
জীলট, ৫৭-৫৮
জুইশ এজেন্সি, ১১৭-১১৮, ১২৯, ১৫৭, ১৭৫, ১৯১, ১৯৬, ৩৫০
জুইশ ন্যাশনাল ফান্ড, ১৩৪, ২০১
জুডিয়া, ২৬৩
জুবিলিস, ২৮৩
জুলিয়াস ওয়েলহামসন, ২৪৭
জেকব ইবনে কিলিস, ৮১
জেকুথিয়েল ইবনে হাসান, ৮৪
জেথ্‌রো, ১১, ২৮৬
জেন্টিলস, ২৪৯, ২৫৩
জেবুসাইটস, ২৪৭
জেরুজালেম, ২৯, ৪৯, ৫৫-৫৬, ৩০৮, ৩১০
জোসেফ ইবনে নাগরেলা, ৮৬
জোসেফ ক্লাসনার, ১৩২
জোহার, ২৩৯

টলেমিক, ৫৫
টাইদ (Tithe), ৩০২
টাইম-ওয়ার্নার, ৩৪৩, ৩৪৮
টিগার্ট, স্যার চার্লস, ১৫১
ট্রিনিটি, ৬৪
টেসুবাহ্ (Teshuva), ২২৬
ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাব, ১৯৩-১৯৪
ট্রুম্যান, প্রেসিডেন্ট, ১৭৮, ১৯৯, ৩৫৩
ট্র্যান্স জর্ডন, ১২৫

ডেভিড (দাউদ), ২৪-২৬, ২৯-৩৪
ডেভিড হালেবি, ২৫৩
ডেমোক্রেটিক পার্টি, ৩৫৩
ড্রেফু, ক্যাপটেন, ৯৪, ১০০
ড্যানিয়েল দ্য ফঙ্গেসকা, ৮৮

তামার, ডেভিডের কন্যা, ৩১
তারাব আবদুল হাদি, ১৩৭
তালমুদ, ২৫১, ২৯৬, ৩২৫, ৩২৯
তেনাইম, ২৮২
তৌরিদ, ৫৩, ৫৪, ২০৪, ২২১, ৩৫৮
তাহারাহ্, ২৮২

থিওডসাস, সম্রাট, ৬৫-৬৬

দাঙ্গা (১৯২০), ১২৭
দাঙ্গা (১৯২১), ১২৭
দাঙ্গা (১৯২৯), ১৩১-১৩২
দানীয়েল, ২৩৫
দারদানেলিস, ১২৩
দির ইয়াসিন, ১৮৫-১৮৭
দ্বিভাজনত্ব, ২৪৪
দীনা, ২৮৩-২৮৪, ২৮৬
দুনাশ বেন লাব্রাত, ৮৪
দেবোরা, ১৮-১৯
'দ্য ইয়ুথ কংগ্রেস পার্টি', ১৩৫
'দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফিলসফি', ২৪৩
'দ্য জুইশ স্টেইট', ১০০
'দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স পার্টি', ১৩৬

ধর্মের সংজ্ঞা, ২৪৩

নরবোনের সীনড, ৬৭
'নাইট অব দ্য ট্রেইনস', ১৬৭
'নাইট অব দ্য ব্রোকেন গস্নাস', ৭৪
নাথান, নবী, ৩৫
নাথান বার্নবম, ৯৯
নাশাসিবী, ১২২, ১৩১, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৯
নাসিফ ইয়াজেজী, ১২২
নিউ ইয়র্ক টাইমস, ১৮৬, ১৯৮
নিউ টেস্টামেন্ট, ২৪৫
নিউজ কর্পোরেশন, ৩৪৩
নির্দিষ্টতা, ২৪৪
নুরেমবার্গ আইন, ৭৩
নূহ্, ২৩৫
নূহের সাতটি বিধান, ২৩৫
নেবুখাদনেজার, জেরুজালেমের পতন, ৫০-৫১; মন্দির ধ্বংস, ৫১, ৫৩, ২৪৬
নেহেরু, জওহরলাল, ১৭৮
'নোটেন হাটোরাই', ২১৮
নোয়াহ্, ৫
ন্যাশনাল পাব্লিক রেডিও, ৩৪৬
'ন্যাশনাল ব্লক', ১৩৬

পগ্রম, ৯৬-৯৭, ১০০, ১০৩
পন্ডিত, বিজয়লক্ষ্মী, ১৭৯
পন্টিয়াস পিলাত, ৬৪
পশু-পাখি শিকার, ইসলামি খাদ্য-বিধান, ৩২০
পশ্চিম দেওয়াল, ১৩২
পরিত্রাণ (Salvation), ২৪৫
পাইয়াস, ৯ম, ৭২
পাওলি জাইঅন, ১১২-১১৩
পারিভ (pareve), ৩০৪
পালমাখ, ১৫৭, ১৮৫
পার্থিয়ান সাম্রাজ্য, ৫৯
পিনস্কার, লিওন, ৯৮
পীল কমিশন, ১৪৬
পীল কামশন রিপোর্ট, ১৪৬-১৪৭
পুনরুত্থান, ২৩৫-২৩৭, ২৪০
পুনর্জন্ম, ২৩৬
পুরুষতান্ত্রিক প্রধান (Patriarch), ২২১
'পুরুষের শাস্তি', ২৮৮-২৮৯
'পেইল অব সেটেলমেন্ট', ৯৫, ৯৭
পেরেজীয়, ৯, ১৩
পৌত্তলিকতা, খ্রিস্টীয়, ২৫০
প্রচারযন্ত্রের পরিশোধনাগার, ৩৪৮
'প্রথম উৎস', ২১৫
প্রতিনিধি পরিষদ, যুক্তরাষ্ট্র, ৩৫১
প্রটেস্ট্যান্ট কলেজ, ১২১
'প্রটোকলস অব দ্য লার্নেড এল্ডারস জাইঅন', ৭২, ৩৬০
প্রবঞ্চনা, ইহুদি বিধান, ২৫৬
প্রশাসনে ইহুদি (যুক্তরাষ্ট্র), ৩৫৭
'প্রাণের বদলে প্রাণ', ২২৭, ৩২৬
'প্রাজ্ঞতা', ২১৫
প্যালেস্টাইন আরব পার্টি, ১৩৬
প্যালেস্টাইন আরব উইমেনস কংগ্রেস, ১৩৭
প্যালেস্টাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি, ১৩৫
প্যালেস্টাইন ও ধর্মতত্ত্ব, ২৪৬
প্যালেস্টাইন কমিশন, ১৭৬
প্যালেস্টাইন ফাউন্ডেশন ফান্ড, ১৩৪
প্যালেস্টাইন বয় স্কাউটস, ১৩৭
প্যালেস্টাইন রিফর্ম পার্টি, ১৩৬
প্লেগ, মহামারি, ৬৮
প্ল্যান দালিত, ১৮৪

ফউজি আল-কোয়াকজি, ১৪৮, ১৮১-১৮২, ১৯০
ফকরি আবদুল হামিদ, ১৪৯
ফয়সাল, ১২৫
ফাইলো জুডিয়ানস, ২১৪, ২৮২
ফাতিমী, ৮১-৮২
ফারাও, ৮-১০, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৩৯-৪২, ৪৪, ৪৮-৫০, ২০৭-২০৮, ৩৮৬
ফারিসীস, ৫৪, ৫৬, ২২৩
ফার্ডিনান্ড, ৮৭
ফায়ারস্টোন কোম্পানি, ১৭৯
ফায়ারস্টোন, এস হার্ভে, ১৭৯
ফিলিপ অগাস্টাস, ৬৭
ফিলিস্তিনি, ২২, ২৪, ২৬
ফ্র্যাঙ্কো-সিরিয়ান ট্রিটি অব ইন্ডিপেন্ডেন্স, ১৪৫

বনি কায়নুকা, ৭৭
বনি কুরাইজা, ৭৭
বনি নাদির, ৭৭
বাছাই করা জাতি, ৩৫৮
বার মিত্সবাহ্, ২৮২
বারকাত হা মাজোঁ, ২৭৪
বারকোখবা বিদ্রোহ, ৫৯-৬০, ৯১-৯২
বারলেব লাইন, ৩৫১
বারুখ হা, ২১৮
'বা'ল টেসুবাহ্', ২২৬
বালফোর ঘোষণা, ১০৭-১০৯, ১১১, ১৫৮, ১৭৯
বালফোর, লর্ড, ১০৮
বাহিয়া ইবনে পাকুদা, ৮৩
বিদ্রোহের ফলাফল, ১৫১-১৫৩
বিল্টমোর প্রোগ্রাম, ১৫৮-১৫৯
বুখারী শরীফ, ৩১৯
'বুবিট্র্যাপ', ১৭০
বুশ, প্রেসিডেন্ট, ৩৫৬
বেগিন, মেনাখেম, ১৬১, ১৬৮, ১৮০, ১৮৬
বেঞ্জামিন অব টুডেলা, ৮৫
বেজলের কাউন্সিল, ৬৯
বেত-দিন, ২৬২
বেত মিত্সবাহ্, ২৮২
বেথ্‌শেবা, ৩১, ৩৪-৩৫
বেন গুরিয়ন, ১০৫, ১১২, ১৪১, ১৫৭-১৫৮, ১৮৭, ১৯৬, ২০০-২০১
বেবিলন, ৫০-৫১, ৫৩
বেবিলনীয় বন্দিত্ব, ৫১, ৫৩, ৩৫৮
বোরাক অভ্যুত্থান, ১৩২
ব্যবসায়িক প্রতারণা, ইহুদি-বিধান, ২৫৬
ব্যভিচার, ২২৮, ২৫৪
ব্যাপটিজম, ৬৪, ৭২, ২৯০
'বস্ন্যাক সাব্বাত', ১৬৮
'বস্ন্যাক হ্যান্ড', ১৪০

ভিঅকম, ৩৪৩
ভিসিগথিক, ৮২
ভেসপাসিয়ান, ৫৮

মদিনার সংবিধান, ৭৭-৭৮
'মর্নিং পোস্ট', ১২৬
মন্টগোমারি, জেনারেল, ১৬০
মরমীবাদী, ২১৪
মসীহ্, ৯১-৯২, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৯-২৪১
মহান ধর্ম, ২৪৬
মহাপবিত্র মন্দির, ৩৭, ১৩১, ২২৩, ২৪০, ২৪৬
মহাপ্লাবন, ২৯৫

মলেখ (Molech), ২৩২
মাছের সংজ্ঞা, ৩১৬
মারভিন হ্যারিস, ৩০৬
মাকাবী জুডাস, ৫৬
মাকাবী মাথাথিয়াস, ৫৬
মাগাম মিকায়েল, ১০৫
মানব ও নাগরিক অধিকার ঘোষণা, ৯২
মানাসে, যুদার রাজা, ৪৯
মায়মোনাইডস, মোজেস বিন, ৮৫, ২৫৩, ২৫৬, ২৮৭, ৩২৯
মা'রিব, ২৩৯, ২৭২, ২৭৩
মার্টিন লুথার, ৬৯
মিকবাহ্, ২৬২
মিখাল, ২৬, ৩০
মিত্সবাহ্, ২৭২, ২৮৭, ৩৫৮
মিদ্রাশ, ৩, ২৭৩
মিনখাহ্, ২৩৯, ২৭৫
মিলন-যজ্ঞ, ২১২
মিল্লেত, ৮৭
মিরিয়াম, ২৮৪
মিশনাহ্, ২৩১, ২৯৬, ৩২৫
মিশমার হাইমেক, ১৮৭
মুকত্জাহ্, ২৭০
মুরাদ, ২য়, ৮৮
মুরাদ, ৪র্থ, ৮৮
মুহাম্মদ (দ.), ৭৮, ১৩২
মুসলিম ব্রাদারহুড, ১৩৫
মুসা কাজিম পাশা আল-হুসেইনী, ১৩০
মূর্তিমান একেশ্বরবাদ, ২১১-২১২
মৃত্যু-শিবির, ৭৪, ৭৫
মে ল'স, ৯৬
মেনাহিম বেন শারুখ, ৮৫
মেন্ডেস, মারানো, ৮৮
মেরখাবা, ২১৪
মেষপালকদের ক্রুসেড,৬৮
মেহমেদ, ২য়, ৮৮
মেহমেত আলী, ১২১
মোজেস বিন ইনখ, ৮৫
মোজেস হামন, ৮৮
মোয়াবাইটস, ২১৭, ২৪৭
মোশী, ৮-১১, ১৩, ১৬, ৫৪, ২১৭, ২৬৭, ২৮৪-২৮৭
মোশে রোজেনফিল্ড, ১৪৪
মোশে শারটক, ১৩০
মোসাদ লেন্তলিয়াহ বেত, ১৫৩
মোহাম্মদ রানান, ১৪৯
মোহেল, ২৮৭
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামসে, ১৩৩
ম্যাকমাহান,স্যার হেনরী, ১২৩
ম্যাকিন্টশ, মেজর, ১৬৮
ম্যাথ্যু, ৬৪

যাকোব (ইয়াকুব), ৫, ৭, ২০৩, ২২২, ২২৭
যীশু, ৬৩-৬৪, ২৯০
যীশু হত্যার দায়, ৬৪
যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সাস ব্যুরো, ২০৪
যুক্তিবাদের যুগ, ৭১
যুদা হালেবি, ৮৩
যুদাস ইস্কারিয়ট, ৬৬
যেকোনিয়া, জেরুজালেমের পতন, ৫০
যেবুসীয়, ৯, ১৩, ২৯
যেরবোয়াম, ইসরায়েল রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ৪০, ৪৩-৪৫
যেহোরাম, যুদার রাজা, ৪৬

যোথাম, যুদার রাজা, ৪৭
যোনাথান, ২৫
যোশুয়া, ১১, ১৩-১৪, ১৭
যোসাফাত, যুদার রাজা, ৪৫
যোসিয়া, যুদার রাজা, ৪৯-৫০
যোশেফ (ইউসুফ), ৭
যোসেফ ইবনে মিগাশ, ৮৪
যোসেফ ইবনে হাসদাই, ৮৪
যোয়াব, ৩১, ৩৬
যোয়াস, ৪৭
যোহায়াকিম, যুদার রাজা, ৫০
যোহায়াহাজ, যুদার রাজা, ৫০

'রক অব ইসরায়েল', ২০০
'রক্ত কখনো নয়', ৩০০
রথ্‌সচাইল্ড, লর্ড, ১০৮
রথ্‌সচাইল্ড, ব্যারন, ৯৮
রফি বিন খাদিজ, ৩১৮
রশিদ আল-খালিদী, ১৪১
রাখেল, ৭
রাখেল ইয়ানিত, ১১২
রাঘিব আল নাশাসিবী, ১৩০-১৩১, ১৩৬, ১৪৬
'রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র', ২৪৭
রাবাই আকিবা, ৫৯
রাবাই ইউহানান বেন জাকাই, ৫৮
রাবাই মোজেস বিন নাখমান, ৯৪
রাবাই যুদা দ্য প্রিন্স, ২৩৩
রাবাই সিলভার, ১৯৬
রাশি, ২৩৬
রিকনস্ট্রাকশনিস্ট ইহুদি, ২৪১, ৩০৯
রিফর্ম ইহুদি, ২৪১, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ৩০৯
রুথ সমাচার, ২৬৩
রুমাহিস, ইবনে, ৮৫
রেন্ডম হাউস, ৩৪৭
'রেসপন্সা', ৮৪
রেহবোয়াম, যুদার রাজা, ৪৩-৪৪

ল অব রিটার্ন, ২৬০
লন্ডন কনফারেন্স (১৯৩৯), ১৫৩
লন্ডন কনফারেন্স (১৯৪৬), ১৭৩
লর্ডস ডে, ২৭৭, ২৭৮
লর্ড ময়নী, ১১৫, ১৬২
লিও ৩য়, সম্রাট, ৬৭
লিকুদ, ১১৪
'লিঅম', ২৬০
লিবারম্যান, জো, ২৭৬
লীগ অব ন্যাশনস, ১১৩, ১২৫, ১৭৪
লুত, ৩-৪
লেনজউস্কি, জর্জ, ১৭৭
লেবার দল, ১১২
লেহী, ১১৭, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৯, ১৮০, ১৮৬

শ, স্যার ওয়াল্টার, ১৩২
শরীফ হোসেন, ১২৩-১২৫
শাইলক, ২৫৫
শান্তি বাহিনী, ১৪৯
শিল্প ও বিজ্ঞান সমিতি, ১২২
শিঅল (She'ol), ২৩১
শিবা, ২৮৩
শিশাক, ফেরাও, ৪৪
শেকসপীয়র, ২৫৫
শেবার রানী, ৪০
'শেমোনেই এসরেই', ২৫১

শেল ফিস, ইহুদি বিধান, ৩০১, ৩০৯
শ্বেতপত্র (১৯২২), ১২৭
শ্বেতপত্র (১৯৩০), ১৩২
শ্বেতপত্র (১৯৩৯), ১৫৩

সখেত, ২৯৯
সনাতন (হিন্দু) ধর্ম, ২৬৫-২৬৬
সনাতন ধর্মে খাদ্য বিধান, ৩১১-৩১২
সনি কর্পোরেশন, ৩৪৪
সলোমন, রাজা, ৩৩, ৩৫-৪১
সলোমন ইবনে গেব্রিওল, ৮৪
সলোমন ইবনে ফারুসাল, ৮৬
সমাজতন্ত্রী জাইঅনবাদী, ১০৪
সর্বব্যাপী ঈশ্বর, ২১৪
সাইকস-পাইকো চুক্তি, ১২৪-১২৫, ১৭৯
সাইনাই, ৮, ১০, ৫৪, ২১১
সাইপ্রাস, ১০১
সাইমন এন্ড খাস্টার, ৩৪৭
সাইমন দ্য কানানাইট, ২৮৯
সাইমন বেন কসিবা, ৫৯
সাইরাস, মহাপবিত্র মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি, ৫৪
সাখারিত, ২৩৯, ২৭৫
সাদুসীস, ৫৪, ২২৩
সাদোক, ৩৬
সানজাক-বে, ৮৮
সান্দিক, ২৮৮
সাফী মাজহাব, ৩১৬
সাব্বাৎ, ২২২, ২৬৭-২৭৯
সাব্বাৎ ও ইসলাম, ২৭৮-২৭৯
সাব্বাৎ, ইউনাইটেড চার্চ অব গড, ২৭৮
সাব্বাৎ, ইথিওপিয়ন অর্থোডক্স চার্চ, ২৭৮
সাব্বাৎ, ইরিত্রিয়ান অর্থোডক্স চার্চ, ২৭৮
সাব্বাৎ, ওয়ার্লড ওয়াইড চার্চ অব গড, ২৭৮
সাব্বাৎ, রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ, ২৭৮
সাব্বাৎ, সেভেন্থ ডে এডভেন্টিস্ট চার্চ, ২৭৮
সাব্বাৎ, জমির, ৩০২-৩০৩
সাব্বাৎ, বিশ্বজগতের, ২৪০
সামনার ওয়েলিস, ১৯৮
সামুয়েল, নবী, ২১-২৩
সামুয়েল, ইবনে নাঘরেল, ৮৬
সারাই (সারাহ্, সায়েরা), ৩, ৫
সিখেম, ২৮৩-২৮৪
সিদ্দুর, ২৪৯
সিনাগগ, ৩২৮-৩২৯, ৩৩৩
সিরিয় বিজ্ঞান সমিতি, ১২২
সিনেট, ৩৫১-৩৫২
সুদ, ইহুদি বিধান, ২৫৫-২৫৬
সূরা আনআম, ৩১২, ৩১৪
সূরা আল আরাফ, ৩১৪
সূরা আল মায়িদা, ৩১২-৩১৩
সূরা আবাসা, ৩১৪
সূরা কা'ফ, ২৭৮
সূরা নাহল, ৩১২, ৩১৫
সূরা বাকারা, ৩১২
সূরা মু'মিনুল, ৩২১ (টীকা ৩)
সেকাশ, ২৫০
সেকিনাহ্, ২১৫, ২৩৩
সেকেত্জ, ২৫০
সেথ, ৫
সেদেকা ((Tzedeka), ২৫১, ৩৩৪
সেদেকিয়া, মহাপবিত্র মন্দির ধ্বংস, ৫১
সেন্নাখারিব, জেরুজালেম অবরোধ, ৪৮
সেন্ট অগাস্টাইন, ৬৬
সেন্ট জন দিবস, ৬৮

সেন্ট জেরোম, ৬৬
সেফোরা, ২৮৬
সেফার্ডিক ইহুদি, ৩০০
সেলুকিড, ৫৫
সৌল, ২২-২৭, ২৯, ৫৩
স্টার্ন গ্যাং, ১১৪, ১৬০, ১৮০
স্যান হ্যাড্রিন, ৫৫
স্যাম, ৫
স্ট্রুমা ঘটনা, ১৫৯-১৬০
স্পেশাল নাইট স্কোয়াড, ১১৬, ১৫০

'হলি ঘোস্ট', ২৫০
হলোকস্ট, ৩৩৯
হাইফা, ১১৪, ১৪০, ১৮৮
হাকাম বাসি, ৮৭
হাগানা, ১০৯, ১১৩, ১৬৭-১৬৯, ১৮৩, ১৯১
হানাফি, ৩১৫
হানিফা, ইমাম আবু, ৩১৫
হানুক্কাহ্, ৫৬
হাবডালাহ্, ২৭৫
হাব্বুস আল-মোজাফ্ফর, ৮৬
হামান, ৫৫
হামিদ, ২য়, ১০১
হামোর, ২৮৪, ২৮৬
হালাখা, ২৫২, ২৫৫, ২৫৯, ২৬০-২৬১, ২৬৪, ৩২৮, ৩৩৪
হারান, ৩
হারানো সম্পত্তি, ইহুদি বিধান, ২৫৬
হার্জেল, থিওডর, ৯৯-১০২, ১০৭
হার্বার্ট স্যামুয়েল, ১২৬-১২৮
হাসদাই ইবনে সাপরুত, ৮৪
হাসমোনীয় মাকাবি, ৫৬
হাসোমার, ১১২, ১১৭
হালাল উপার্জন, ৩২০
হালাল-হারাম কেন?, ৩১৪
হাসিদিক, ২৩৬
হাসেম, ২১৮
হিত্তীয়, ৯, ১৩, ১৭, ৩১
হিটলার, ৭৩, ১৬৩, ৩৩৯
হিট্টাইটস, ২১৭, ২৪৭
হিব্বীয়, ৯, ১৩, ১৭
হিব্রু বাইবেল, ১৮
হিব্রু বিশ্বদ্যিালয়, ১০৭, ১৩২
হিরাম, ৩৭
হিরাত, ১১৪
হিল্লেল, ৩২৭
হিল্লেল কোহেন, ১৪৮
হিস্টাদ্রুত, ১০৯, ১১২, ১১৭
হুসাইনী, ১২২, ১৩০
'হৃদয়ের পরিচ্ছেদিতা', ২৯০
হেকিম ইয়াকুপ পাশা, ৮৮
হেক্রফট,স্যার টমাস, ১২৭
হেজাজ রেলওয়ে, ১২৪
হেজেকিয়া, যুদার রাজা, ৪৮-৪৯
হেগ কনভেনশন, ১২৬
হেরাল্ড ট্রিবিউন, ১৯৮, ৩৪৫
হেলেনিক ইহুদি, ৫৬, ২৬৩
হোপ, স্যার জন, ১৩২
হোপেল হাটজাইর, ১১২
হোবেবি জাইঅন, ৯৮
হোয়াইট হাউস, ১৭৮, ৩৫৩
হ্যাখেট, ৩৪৭
হ্যাড্রিয়ান, সম্রাট, ৫৯-৬১
হ্যাম, ৫

পুরাতন বিধানের যুগে মধ্যপ্রাচ্য।

সাইনাই পর্বত: যার চূড়ায় ঈশ্বর ঝড় আর আগুনের লেলিহানে নিজের মহিমা প্রকাশ করেছিলেন এবং মোশী ও ইসরায়েলিদের তৌরিদ দিয়েছিলেন।

রাজা সলোমন নির্মিত জেরুজালেমের প্রথম মহাপবিত্র মন্দিরের মডেল।

বেবিলনীয় বন্দিত্বের পথে ইসরায়েলের পুত্রগণ।
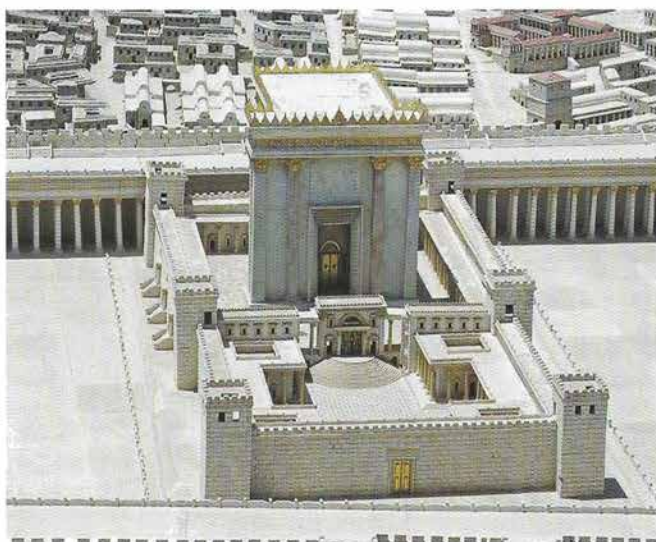
জেরুজালেমের দ্বিতীয় মহাপবিত্র মন্দিরের মডেল।

পুরাতন বিধানের যুগে যুদা ও ইসরায়েল রাজ্য।

রোমানদের দ্বারা অবরুদ্ধ ও ধ্বংসের পথে জেরুজালেম।

রোমান সেনারা জেরুজালেমের মহাপবিত্র মন্দির লুণ্ঠন করে
মেনোরা ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে।

থিওডর হার্জেল:
জাইঅনবাদী ও ইসরায়েল
রাষ্ট্রের জনক। ১৮৯৭ সালে
তিনি লিখেছিলেন
'আজ আমি যে রাষ্ট্রের
বীজ রোপণ করলাম...৫০ বছর
পরে তাই হবে বাস্তবতা'।
৫০তম বছরে না হলেও
৫১তম বছরে ইসরায়েল
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১১ ডিসেম্বর ১৯১৭। ব্রিটিশ জেনারেল এলেনবী পবিত্র নগরীর প্রতি সম্মান দেখিয়ে
পায়ে হেঁটে জেরুজালেম প্রবেশ করছেন। প্রায় ৬শ' বছর পরে জেরুজালেমে
কোন অমুসলিম বিজয়ী সেনাপতির প্রবেশ।

(বাম থেকে) বেরা ও খাইম ওয়াইজম্যান, হার্বার্ট স্যামুয়েল
(দুই হাজার বছরের মধ্যে প্যালেস্টাইনে প্রথম একজন ইহুদি শাসক),
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ইথেল স্নোডেন এবং
ব্রিটিশ এমপি ও পরে অর্থমন্ত্রী ফিলিপ স্নোডেন।

ইজ্জাদ্দিন আল-কাসাম: নিকাহ্ রেজিস্ট্রার ও ইমাম।
তিনি প্যালেস্টাইনিদের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ দেখিয়েছেন
এবং জীবন উৎসর্গ করে এখনো প্যালেস্টাইনিদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

মহাপবিত্র মন্দিরের ভিতের উপর নির্মিত 'ডোম অব দ্য রক' বা কোব্বাত আল-সাখরাহ্।
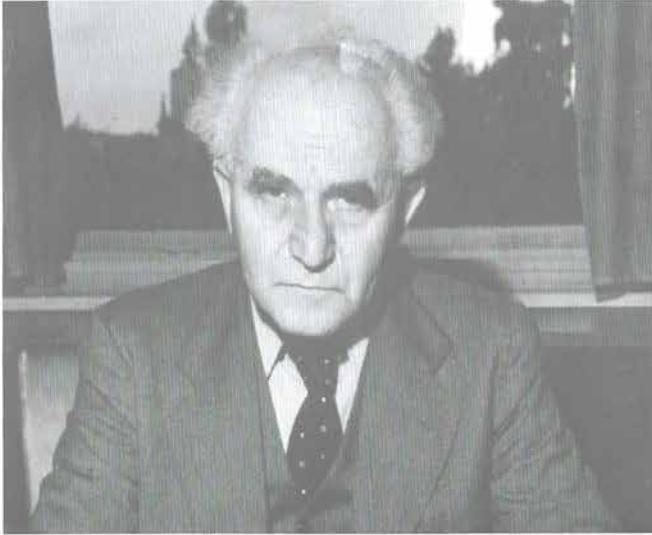
ডেভিড বেন গুরিয়ন: সমাজবাদী জাইঅনিস্ট, ইসরায়েলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। একমাত্র ভূমি জয়ের মাধ্যমে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ৪২ বছর ধরে তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন এবং ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'এক্সোডাস-১৯৪৭': জাইঅনবাদীদের প্রচার চমক। পরিত্যক্ত এই জাহাজে ইউরোপীয় ইহুদি শরণার্থীদের গাদাগাদি করে ভরে ফ্রান্সের পেতে বন্দর থেকে বেআইনি অভিবাসনের জন্য প্যালেস্টাইনে পাঠানো হয়। জাহাজটিতে ৪৫১৫ জন যাত্রীর জন্য টয়লেট ছিল মাত্র ১৮টি। যাত্রীপিছু প্রতিদিনে সুপেয় পানি বরাদ্দ ছিল ১ লিটার।
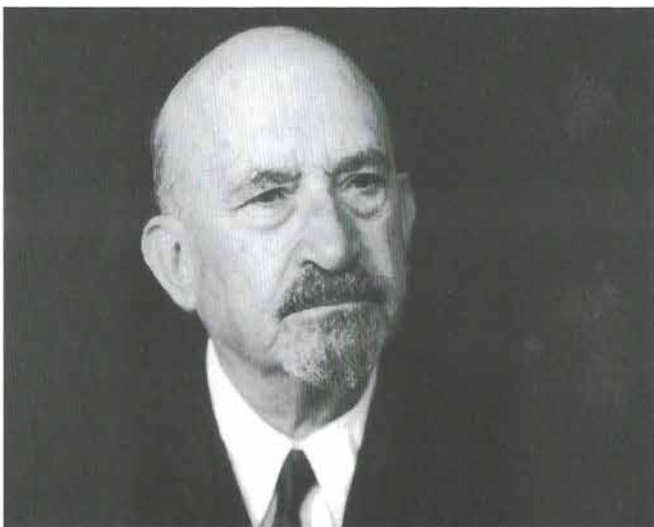
ড. খাইম ওয়াইজম্যান: বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ। ইসরায়েলের প্রথম রাষ্ট্রপতি।
তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে 'বালফোর ঘোষণা'র মাধ্যমে
প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের জন্য 'বাসভূমি' স্থাপনে সহায়তার অঙ্গীকার আদায় করেছিলেন।

আমিন আল-হুসাইনী: জেরুজালেমের গ্র্যান্ড মুফতি ও প্যালেস্টাইনি
আরবদের স্ব-নিয়োজিত নেতা। কূটনীতির মাধ্যমে তিনি ইহুদি
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন।

ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মেনাখেম বেগিন। তার মাথার দাম
১০,০০০ পাউন্ড ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ।

মেনাখেম বেগিনের কীর্তি। বোমা বিস্ফোরণের পর
জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেল।

১৪ মে ১৯৪৮। তেলআবিবে বেন গুরিয়ন ইহুদি রাষ্ট্র
ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করছেন।

ফওজি আল-কোয়াকজি: প্যালেস্টাইনে আরব বিদ্রোহ ও ১৯৪৮ আরব-ইসরায়েল
যুদ্ধের অন্যতম কমান্ডার। তিনি বহু যুদ্ধ করেছেন কিন্তু কখনো বিজয় দেখেননি।

আবদুল কাদের আল-হুসাইনী: মুফতি আমিন আল-হুসাইনীর ছোট ভাই।
'আরব লিবারেশন আর্মি'র অধিনায়ক ও ১৯৪৮ প্যালেস্টাইনি আরবদের
স্বাধীনতাযুদ্ধের সবচেয়ে বিখ্যাত শহীদ।

জেরুজালেমের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের পশ্চিম দেয়ালের পাশে
ধর্মপ্রাণ ইহুদিরা প্রার্থনা করছেন।

১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে পাস করা প্যালেস্টাইন বিভাগ পরিকল্পনা।

১৯৪৮-এর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর ইসরায়েল রাষ্ট্র।

কট্টরপন্থি ইহুদি নেতা মোশে হার্শ ও ইয়াসের আরাফাত। তিনি আরাফাতের ইহুদি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের বৈধতা মানতেন না। তিনি মনে করতেন ইহুদি শাস্ত্রীয় বিধান অমান্য করে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রাচীন ও নতুন জেরুজালেম।

আধুনিক জেরুজালেমের প্রধান সিনাগগ।

'গাই বেন হিনোন' (হিনোনের ছেলের উপত্যকা) থেকে এসেছে 'গীহন্নম'
যেখানে পরকালে পাপীদের থাকতে হবে। আরবি 'জাহান্নাম'
শব্দটির উৎপত্তি এখান থেকেই।

মিখবাহ্: বিভিন্ন কারণজনিত অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আচারিক
স্নানের জন্য এখানে ঐশ্বরিক (বৃষ্টির) জল সংরক্ষণ করে রাখা হত।
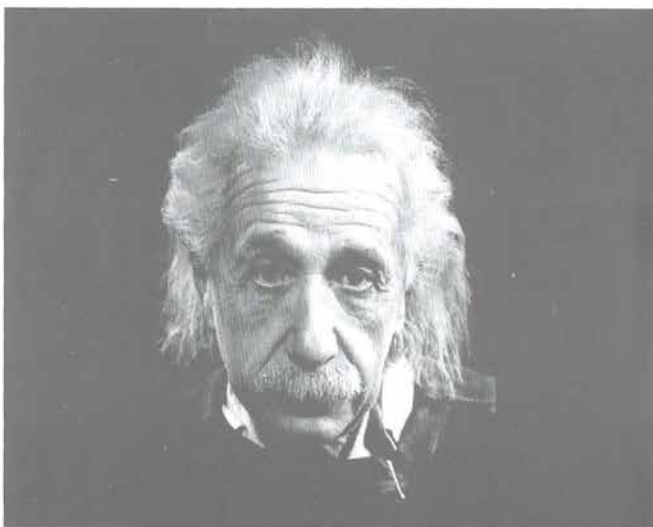
আলবার্ট আইনস্টাইন: মোশীর পরে সবচেয়ে বিখ্যাত 'ইসরায়েলের পুত্র'।
জাইঅনবাদের প্রতি অনুরাগের জন্য তার খ্যাতি ছিল না, যদিও হিটলারের
উৎপাতে জন্মভূমি জার্মানি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সিনাগগে ভোরের প্রার্থনা (সাখারিত) চলছে।